মহাভারতম্



মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

আদিপর্ব্ব

ত্রয়োদশখণ্ডম্



দর্শনাচার্য্য

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

শব্দাচার্য্য-পুরাণশাস্ত্রি-সাংখ্যরত্ন-ব্যাকরণতীর্থ-কাব্যতীর্থ-

স্মৃতিতীর্থোপাধিমতা মহোপদেশকেন

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

কলিকাতা ৪১ সংখ্যকস্বুরিবর্ম্মস্থসিদ্ধান্তবিদ্যালয়াৎ

সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব সম্পাদিতং প্রকাশিতঞ্চ

গ্রাহকপক্ষে মূল্যং ১৲ সাধারণপক্ষে মূল্যং ১।৹

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো নগরাদ্বারণাবতাৎ।
সর্ব্বমঙ্গলসংযুক্তা যথাশাস্ত্রমতন্দ্রিতাঃ ॥১॥
শ্রুত্বাগতান্ পাণ্ডুপুত্রান্ নানাযানৈঃ সহস্রশঃ।
অভিজগ্মুর্নরশ্রেষ্ঠান্ শ্রুত্বৈব পরয়া মুদা ॥২॥ [যুগ্মকম্]
তে সমাসাদ্য কৌন্তেয়ান্ বারণাবতকা জনাঃ।
কৃত্বা জয়াশিষঃ সর্ব্বে পরিবার্য্যাবতস্থিরে ॥৩॥
তৈর্বৃতঃ পুরুষব্যাঘ্রো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
বিবভৌ দেবসঙ্কাশো বজ্রপাণিরিবামরৈঃ ॥৪॥
সৎকৃতাশ্চৈব পৌরৈস্তে পৌরান্ সৎকৃত্য চানঘাঃ।
অলঙ্কৃতং জনাকীর্ণং বিবিশুর্বারণাবতম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। প্রকৃতয়ঃ প্রজাঃ। সর্ব্বমঙ্গলসংযুক্তা দধিদূর্ব্বাদিসর্ব্ববিধমাঙ্গলিকদ্রব্যান্বিতাঃ অতন্দ্রিতা অনলসাঃ। নরশ্রেষ্ঠান্ পাণ্ডুপুত্রান্ আগতান্ শ্রুত্বা পর্য্যায়েণ সম্বন্ধঃ ॥১—২॥

ত ইতি। বারণাবতকা বারণাবতবাসিনঃ। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য ॥৩॥

তৈরিতি। দেবসঙ্কাশঃ প্রভাবাদিনা দেবতাতুল্যো যুধিষ্ঠিরঃ। বজ্রপাণিরিন্দ্রঃ ॥৪॥

সংকৃতা ইতি। সংকৃতা যথাযোগ্যাভিবাদনাদিনা সম্মানিতাঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ আসিয়াছেন ইহা শুনিয়াই সমস্ত লোক শাস্ত্রানুসারে দধি ও দূর্ব্বাপ্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য লইয়া, নানাবিধ যানে আরোহণ করিয়া, উদ্‌যোগী হইয়া, অত্যন্ত আনন্দের সহিত বারণাবতনগর হইতে পাণ্ডবগণের অভিমুখে যাইতে লাগিল ॥১—২॥

সেই বারণাবতবাসী লোক সকল পাণ্ডবগণের নিকটে যাইয়া, জয়ধ্বনি ও আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥৩॥

তখন দেবতার তুল্য প্রভাবশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই বারণাবতবাসিলোককর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, দেবগণে পরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪॥

তাহার পর, পুরবাসীরা তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিলে, তাঁহারাও তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া, সুশোভিত এবং লোকপূর্ণ বারণাবতনগরে প্রবেশ করিলেন ॥৫॥

তে প্রবিশ্য পুরীং বীরাস্তূর্ণং জগ্মুরথো গৃহান্।
ব্রাহ্মণানাং মহীপাল ! রতানাং স্বেষু কর্ম্মসু ॥৬॥
নগরাধিকৃতানাঞ্চ গৃহাণি রথিনাং তদা।
উপতস্থুর্নরশ্রেষ্ঠা বৈশ্যশূদ্রগৃহাণ্যপি ॥৭॥
অর্চ্চিতাশ্চ নরৈঃ পৌরৈঃ পাণ্ডবা ভরতর্ষভাঃ।
জগ্মুরাবসথং পশ্চাৎ পুরোচনপুরঃসরাঃ ॥৮॥
তেভ্যো ভক্ষ্যাণি পানানি শয়নানি শুভানি চ।
আসনানি চ মুখ্যানি প্রদদৌ স পুরোচনঃ ॥৯॥
তত্র তে সৎকৃতাস্তেন সুমহার্হপরিচ্ছদাঃ।
উপাস্যমানাঃ পুরুষৈরূষুঃ পুরনিবাসিনঃ ॥১০॥
দশরাত্রোষিতানান্তু তত্র তেষাং পুরোচনঃ।
নিবেদয়ামাস গৃহং শিবাখ্যমশিবং তদা ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। স্বেষু কর্ম্মসু যজনযাজনাদিষু, রতানাং ব্রাহ্মণানাং গৃহানিতি সম্বন্ধঃ ॥৬॥
নগরেতি। নগরাধিকৃতানাং বারণাবতরক্ষকাণাম্, রথিনাং ক্ষত্রিয়াণামিত্যর্থঃ ॥৭॥
অর্চ্চিতা ইতি। আবসথং তদানীমপি জতুগৃহনির্ম্মাণসমাপ্ত্যভাবাদ্‌যৎকিঞ্চিদ্ভবনান্তরম্ ॥৮॥
তেভ্য ইতি। তেভ্যঃ কুন্তীপাণ্ডবেভ্যঃ। পানানি পেয়ানি। শয়নানি শয্যাঃ ॥৯॥
তত্রেতি। তে কুন্তীপাণ্ডবাঃ, সৎকৃতাঃ সমাদৃতাঃ, তেন পুরোচনেন। ঊষুঃ স্থিতাঃ ॥১০॥
দশেতি। শিবাখ্যং শিবনামকম্, প্রকৃতে তু অশিবমমঙ্গলম্, আগ্নেয়দ্রব্যময়ত্বেনাগ্নিভয়সম্ভবাৎ। "শ্বঃশ্রেয়সং শিবং ভদ্রং কল্যাণং মঙ্গলং শুভম্" ইত্যমরঃ ॥১১॥

মহাবীর পাণ্ডবগণ নগরে প্রবেশ করিয়া সত্বরই (বিনয়নম্রতা দেখাইবার জন্য,) আপন আপন কার্য্যে নিরত ব্রাহ্মণগণের গৃহে গমন করিলেন ॥৬॥

তৎপরে তাঁহারা নগরাধিকারী ক্ষত্রিয়গণের, ক্রমে বৈশ্যগণ ও শূদ্রগণের গৃহেও যাইয়া উপস্থিত হইতে থাকিলেন ॥৭॥

সেই পুরবাসী লোকেরা সম্মান করিলে, ভরতবংশশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ পুরোচনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কোন বাসভবনে গমন করিলেন ॥৮॥

তৎপরে পুরোচন তাঁহাদিগকে খাদ্য, পেয়, ভাল ভাল শয্যা এবং আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল ॥৯॥

পুরোচন বিশেষ সমাদর করিতে থাকিলে, পাণ্ডবগণ মহামূল্য পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া সেই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন ; তখন বহুলোক তাঁহাদের সেবা করিতে থাকিল ॥১০॥

তত্র তে পুরুষব্যাঘ্রা বিবিশুঃ সপরিচ্ছদাঃ।
পুরোচনস্য বচনাৎ কৈলাসমিব গুহ্যকাঃ ॥১২॥
তচ্চাগারমভিপ্রেক্ষ্য সর্বধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
উবাচাগ্নেয়মিত্যেবং ভীমসেনং যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৩॥
জিঘ্রন্ সোঽস্য বসাগন্ধং সর্পির্জতুবিমিশ্রিতম্।
কৃতং হি ব্যক্তমাগ্নেয়মিদং বেশ্ম পরন্তপ! ॥১৪॥
শণসর্জরসং ব্যক্তমানীয় গৃহকর্ম্মণি।
মুঞ্জবল্বজবংশাদি দ্রব্যং সর্বং ঘৃতোক্ষিতম্ ॥১৫॥ (বিশেষকম্)
শিল্পিভিঃ সুকৃতং হ্যাপ্তৈর্বিনীতৈর্বেশ্মকর্ম্মণি।
বিশ্বস্তং মাময়ং পাপো দগ্ধুকামঃ পুরোচনঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। তে পাণ্ডবাঃ। কৈলাসং পর্বতম্, গুহ্যকা যক্ষা ইব ॥১২॥

তচ্চেতি। আগ্নেয়ম্ অগ্ন্যুৎপাদকদ্রব্যময়ম্। সর্পির্জতুভ্যাং তদ্গন্ধাভ্যাং বিমিশ্রিতম্। ব্যক্তং স্পষ্টম্। মুঞ্জবল্বজৌ তৃণবিশেষৌ বংশো বেণুঃ ॥১৩—১৫॥

শিল্পিভিরিতি। সুকৃতং সুষ্ঠু নির্ম্মিতম্। আপ্তৈর্বিশ্বস্তৈঃ, বিনীতৈঃ শিক্ষিতৈঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১॥ আগতানিতি চ্ছেদঃ ॥২—১০॥ শিবমিত্যাখ্যামাত্রম্, অর্থতস্ত্বশিবম্,

---

এই ভাবে দশ দিন তাঁহারা সে বাড়ীতে বাস করিলেন, তখন পুরোচন যাইয়া তাঁহাদিগকে অন্য এক খানি বাড়ীর কথা জানাইল, তাহার নাম—'শিবভবন', বাস্তবিকপক্ষে তাহা অশিব, অর্থাৎ অমঙ্গলজনক ॥১১॥

যক্ষগণ যেমন কৈলাসপর্ব্বতে প্রবেশ করে, সেইরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ পুরোচনের কথা অনুসারে সমস্ত আসবাব নিয়া সেই বাড়ীতে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥১২॥

ধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সেই বাড়ী খানি দেখিয়া এবং তাহাতে ঘৃত ও গালার গন্ধ মিশ্রিত চর্ব্বির গন্ধ পাইয়া ভীমকে বলিলেন—'ভীম! এই বাড়ী খানি আগ্নেয় বস্তু দিয়া তৈয়ারি করা; নিশ্চয়ই শণ, ধুনা, মুঁজা, কাঁচলা এবং বাঁশ প্রভৃতি বস্তু ঘৃতাক্ত করিয়া, তাহা দিয়া এই বাড়ী তৈয়ারি করিয়াছে ॥১৩–১৫॥

বিশ্বস্ত এবং গৃহনির্ম্মাণে সুপটু শিল্পীরাই এই বাড়ী খানি তৈয়ারি করিয়াছে; ইহাতে আমরা বিশ্বস্ত হইয়া থাকিতে লাগিলে পরই পাপাত্মা পুরোচন আমাদিগকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করে ॥১৬॥

তথাহি বর্ত্ততে মন্দঃ সুযোধনবশে স্থিতঃ।
ইমান্তু তাং মহাবুদ্ধির্বিদুরো দৃষ্টবাংস্তদা ॥১৭॥
আপদং তেন মাং পার্থ! স সংবোধিতবান্ পুরা।
তে বয়ং বোধিতাস্তেন নিত্যমস্মদ্ধিতৈষিণা ॥১৮॥
পিত্রা কনীয়সা স্নেহাদ্বুদ্ধিমন্তোঽশিবং গৃহম্।
অনার্য্যৈঃ সুকৃতং গূঢ়ৈর্দুর্য্যোধনবশানুগৈঃ ॥১৯॥ (বিশেষকম্)

ভীমসেন উবাচ।

যদীদং গৃহমাগ্নেয়ং বিহিতং মন্যতে ভবান্।
তত্রৈব সাধু গচ্ছামো যত্র পূর্বোষিতা বয়ম্ ॥২০॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইহ যত্তৈর্নিরাকারৈর্বস্তব্যমিতি রোচয়ে।
অপ্রমত্তৈর্বিচিন্বদ্ভির্গতিমিষ্টাং ধ্রুবামিতঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তথাহীতি। মন্দঃ ক্ষুদ্রঃ পুরোচনঃ। তামিমামাপদম্। দৃষ্টবান্ অনুমিতবান্। সংবোধিতবান্ সম্যগ্জ্ঞাপিতবান্। বুদ্ধিমন্তো বয়ম্, তেন বিদুরেণ, অশিবং গৃহং বোধিতাঃ ॥১৭—১৯॥

যদীতি। বিহিতং পুরোচননিযুক্তলোকৈর্নির্ম্মিতম্। উষিতা অবস্থিতাঃ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

মারণার্থং কৃতত্বাৎ ॥১১—১৪॥ মুঞ্জঃ শরবন্ধঃ ॥১৫—১৬॥ ইমামাপদং ভাবিনীম্, দৃষ্টবান্ তর্কিতঃ। তেন হেতুনা অশিবং গৃহমিত্যস্মান্ বোধিতবানিতি সম্বন্ধঃ ॥১৭—২০॥ যোগ-ক্ষেমকেণ গৃহবাসকর্ত্তব্যতামাহ, ইহেতি। নিরাকারৈরনাবিষ্কৃতবাহ্যচেষ্টৈঃ। ইষ্টাং গতিং

কেন না, এই পুরোচন বড়ই নীচাশয় এবং দুর্য্যোধনের অধীন রহিয়াছে। এদিকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ বিদুর তখনই আমাদের এই বিপদের বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই তিনি আমাদিগকে বুদ্ধিমান্ ভাবিয়া স্নেহবশতঃ এই অমঙ্গলজনক বাসভবনের বিষয় পূর্বেই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কারণ, তিনি আমাদের পিতৃদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং সর্বদাই হিতৈষী। নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনের অধীন কতকগুলি নীচ লোক গুপ্তভাবে থাকিয়া এই বাড়ী তৈয়ারি করিয়াছে ॥১৭—১৯॥

ভীম বলিলেন—'আপনি যদি বাড়ী খানাকে আগ্নেয়বস্তুনির্ম্মিত বলিয়া মনে করেন, তবে আমরা ভালয় ভালয় সেই বাড়ীতেই যাই, যেখানে পূর্বে ছিলাম' ॥২০॥

যদি বিন্দেত চাকারমস্মাকং স পুরোচনঃ।
ক্ষিপ্রকারী ততো ভূত্বা প্রসহ্যাপি দহেত নঃ ॥২২॥
নায়ং বিভেত্যুপক্রোশাদধর্ম্মাদ্বা পুরোচনঃ।
তথাহি বর্ত্ততে মন্দঃ সুযোধনবশে স্থিতঃ ॥২৩॥
অপি চেহ প্রদগ্ধেষু ভীষ্মোঽস্মাসু পিতামহঃ।
কোপং কুর্য্যাৎ কিমর্থং বা কৌরবান্ কোপয়ীত সঃ ॥২৪॥
অথবাপীহ দগ্ধেষু ভীষ্মোঽস্মাকং পিতামহঃ।
ধর্ম্ম ইত্যেব কুপ্যেরন্ যে চান্যে কুরুপুঙ্গবাঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ইহেতি। যত্তৈরাত্মরক্ষায়াং যত্নবদ্ভিঃ, নিরাকারৈঃ অপ্রকাশিতসশঙ্কভাবৈঃ, অপ্রমত্তৈঃ সাবধানৈঃ, ধ্রুবামবশ্যকর্ত্তব্যাম্, ইষ্টাম্ ইতো গতিং প্রস্থানম্, বিচিন্বদ্ভিরন্বিষ্যদ্ভিরস্মাভিঃ, ইহ গৃহ এব, বস্তব্যং স্থাতব্যম্, ইতি রোচয়ে কর্ত্তব্যতয়া মন্যে ॥২১॥

কুত ইদমিত্যাহ যদীতি। বিন্দেত লভেত বুধ্যেতেত্যর্থঃ, আকারং সশঙ্কভাবম্ ॥২২॥

নম্বস্য কিং লোকনিন্দাভয়ং পাপভয়ঞ্চ নাস্তীত্যাহ নেতি। উপক্রোশাল্লোকনিন্দাতঃ ॥২৩॥

অপীতি। অপি চ অন্যচ্চ ব্রবীমীত্যর্থঃ। ইহ স্থিত্বা, অস্মাসু প্রদগ্ধেষু অবসরক্রমেণেদং গৃহং দহৎসু সৎসু। কর্ত্তরি ক্ত প্রত্যয়ঃ। কোপয়ীত কোপয়েৎ। কথমপি নেত্যর্থঃ, অস্মাকং দাহার্থমেব কৃতস্যাস্মাভির্দাহে দোষাভাবাদিতি ভাবঃ ॥২৪॥

অথবেতি। ইহ এষু গৃহাদিষু পুরোচনেনাস্মদ্দাহার্থং দগ্ধেষু, ধর্ম্মঃ স্বগৃহদাহকর্ত্তরি কোপো

ভারতভাবদীপঃ

নিরুপদ্রবং মার্গম্। পক্ষে ইহ দেহে নিরাকারৈরাকারবিশেষমনালম্ব্য স্থেয়ম্। যত্তৈঃ শমাদিপরৈঃ। অপ্রমত্তৈঃ স্মৃতিমদ্ভিঃ। ধ্রুবাং গতিং মোক্ষম্ ॥২১—২২॥ উপক্রোশাৎ গর্হাতঃ ॥২৩॥ অয়ং ভীষ্ম ইতি সম্বন্ধঃ ॥২৪॥ দগ্ধেষ্বস্মাসু, অগ্নিদেষু কোপো ধর্ম্ম ইত্যেব কারণং

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'ভীম! আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইয়া, সশঙ্কভাব গোপন রাখিয়া, এবং অবশ্যগন্তব্য স্থান সাবধানে অন্বেষণ করিতে থাকিয়া, এই বাড়ীতে আমাদের বাস করিতে হইবে, ইহা আমি ভাল মনে করি ॥২১॥

কারণ, সে পুরোচন যদি আমাদের সশঙ্কভাব বুঝিতে পারে, তবে হয় ত সত্বর হইয়া বলপূর্ব্বকও আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে ॥২২॥

কেন না, এই পুরোচন বেটা লোকনিন্দার ভয়ও করে না, বা পাপের ভয়ও করে না; বিশেষতঃ ছোট লোক এবং দুর্য্যোধনেরই অধীনে রহিয়াছে ॥২৩॥

আরও বলিতেছি—এই বাড়ীতে থাকিয়া আমরাই যদি অবসরক্রমে ইহা দগ্ধ করি, তবে পিতামহ ভীষ্ম আমাদের উপরে কেন ক্রুদ্ধ হইবেন কেনই বা অন্য কৌরবদিগকে ক্রুদ্ধ করিবেন ॥২৪॥

বয়স্তু যদি দাহস্য বিভ্যতঃ প্রদ্রবেমহি।
স্পশৈর্নো ঘাতয়েৎ সর্বান্ রাজ্যলুব্ধঃ সুযোধনঃ ॥২৬॥
অপদস্থান্ পদে তিষ্ঠন্নপক্ষান্ পক্ষসংস্থিতঃ।
হীনকোষান্ মহাকোষঃ প্রয়োগৈর্ঘাতয়েদ্‌ধ্রুবম্ ॥২৭॥
তদস্মাভিরিমং পাপং তঞ্চ পাপং সুযোধনম্।
বঞ্চয়দ্ভির্নিবস্তব্যং ছন্নাবাসং ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥২৮॥
তে বয়ং মৃগয়াশীলাশ্চরাম বসুধামিমাম্।
তথা নো বিদিতা মার্গা ভবিষ্যন্তি পলায়তাম্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

লোকস্বভাব ইত্যেব হেতুনা, অস্মাকং পিতামহো ভীষ্মঃ, অন্যে যে কুরুপুঙ্গবাস্তে সর্ব এব চ প্রয়োক্তারং দুর্য্যোধনং প্রতি কুপ্যেরন্ ॥২৫॥

বয়মিতি। দাহস্য দাহাৎ। প্রদ্রবেমহি পলায়ামহে। স্পশৈশ্চরৈঃ ॥২৬॥

বিক্রম্যাপ্যস্মান্ হন্তুং সমর্থ ইত্যাহ অপদস্থানিতি। প্রয়োগৈর্যোদ্ধনিয়োগৈঃ ॥২৭॥

তদিতি। ইমং পুরোচনম্। ছন্না গুপ্ত আবাসো যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্‌যথা তথা ॥২৮॥

ত ইতি। তথা তেন মৃগয়ার্থবিচরণেন, নঃ অস্মাকম্, পলায়তাং পলায়িষ্যমাণানাম্ ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃত্বা ভীষ্মোঽন্যে চ কুপ্যেরন্ ॥২৫॥ দাহস্য দাহাৎ। স্পশৈশ্চারৈঃ ॥২৬॥ অপদং দেশকোষাস্ত-ক্ষমত্বম্, তত্র স্থিতান্। অপক্ষানসহায়ান্। প্রয়োগৈরুপায়ৈঃ ॥২৭॥ ছন্নাবাসং গূঢ়স্থানম্,

আর, পুরোচন যদি এই সকল দগ্ধ করে, তবে নিজগৃহদাহীর উপরে ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া আমাদের পিতামহ ভীষ্ম এবং অন্যান্য কৌরবশ্রেষ্ঠগণ দুর্য্যোধনের উপরেই ক্রুদ্ধ হইবেন ॥২৫॥

কিন্তু আমরা যদি দাহভয়ে পলাইয়া যাই, তাহা হইলে রাজ্যলোভী দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই চর দ্বারা আমাদের সকলকেই হত্যা করাইবে ॥২৬॥

দুর্য্যোধন স্থানস্থিত, আমরা অস্থানস্থিত; তাহার সহায় আছে, আমাদের সহায় নাই এবং সে অত্যন্ত ধনী, আমরা নির্ধন; সুতরাং সে সৈন্য দ্বারাও আমাদিগকে হত্যা করাইতে পারে ॥২৭॥

অতএব এই পাপাত্মা পুরোচনকে এবং সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে বঞ্চনা করিয়া এই বাড়ীতেই আজ কোথাও কাল কোথাও এই ভাবে গুপ্তরূপে আমাদের বাস করা উচিত ॥২৮॥

আমরা মৃগয়ায় আসক্ত হইয়া এই দেশের সর্ব্বত্র বিচরণ করিব; তাহাতে পলায়ন করিবার সময়ে আমাদের সমস্ত পথই জানা থাকিবে ॥২৯॥

ভৌমঞ্চ বিলমদ্যৈব করবাম সুসংবৃতম্।
গূঢ়শ্বাসান্ ন নস্তত্র হুতাশঃ সম্প্রধক্ষ্যতি ॥৩০॥
বসতোঽত্র যথা চাস্মান্ ন বুধ্যেত পুরোচনঃ।
পৌরো বাপি জনঃ কশ্চিত্তথা কার্য্যমতন্দ্রিতৈঃ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি জতুগৃহে ভীমসেনযুধিষ্ঠিরসংবাদো নাম চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তদিতি। ইমং পুরোচনম্। ছন্নো গুপ্তঃ শ্বাসোঽপি যেষাং তান্, নঃ অস্মান্ ॥৩০॥
বসত ইতি। অত্র বিলে। অতন্দ্রিতৈরনলসৈঃ ॥৩১॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি জতুগৃহে চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

নিবস্তব্যমধিষ্ঠাতব্যম্, ক্বচিৎ ক্বচিৎ কালে কালে ॥২৮—২৯॥ ছন্নাবাসমেবাহ, ভৌমমিতি। গূঢ়ঃ শ্বাসোঽপি যেষাং তান্, ইতরৈরবিদিতকর্ত্তব্যানিত্যর্থঃ ॥৩০॥ অত্র বিলে ॥৩১॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪০॥

আর, আজই আমরা ভূতলে গুপ্তভাবে একটা গর্ত্ত করিব ; তাহাতে থাকিবার সময়ে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসও গুপ্তভাবেই করিব ; তবে আর অগ্নি আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারিবে না ॥৩০॥

সেই গর্ত্তে থাকিবার সময়ে পুরোচন বা কোন পুরবাসী লোক যাহাতে আমাদিগকে জানিতে না পারে, সেই ভাবে সতর্ক হইয়া আমাদের চলিতে হইবে ॥৩১॥

---

* '…চতুশ্চত্বারিংশদধিকঃ…' '…ষট্চত্বারিংশদধিকঃ…' '…অষ্টপঞ্চাশদধিকঃ…' ইতি পাঠভেদাঃ।

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিদুরস্য সুহৃৎ কশ্চিৎ খনকঃ কুশলো নরঃ।
বিবিক্তে পাণ্ডবান্ রাজন্! ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১॥
প্রহিতো বিদুরেণাস্মি খনকঃ কুশলো হ্যহম্।
পাণ্ডবানাং প্রিয়ং কার্য্যমিতি কিং করবাণি বঃ ॥২॥
প্রচ্ছন্নং বিদুরেণোক্তঃ শ্রেয়স্ত্বমিতি পাণ্ডবান্।
প্রতিপাদয় বিশ্বাসাদিতি কিং করবাণি বঃ ॥৩॥
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং রাত্রাবস্যাং পুরোচনঃ।
ভবনস্য তব দ্বারি প্রদাস্যতি হুতাশনম্ ॥৪॥
মাত্রা সহ প্রদগ্ধব্যাঃ পাণ্ডবাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
ইতি ব্যবসিতং তস্য ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ম্মতেঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

বিদুরস্যেতি। কুশলঃ সুরঙ্গাদিখননিপুণঃ। বিবিক্তে নির্জনে ॥১॥

প্রহিত ইতি। পাণ্ডবানাং প্রিয়ং ত্বয়া কার্য্যম্ ইত্যুক্ত্বা বিদুরেণ প্রহিতোঽস্মীত্যন্বয়ঃ ॥২॥

প্রচ্ছন্নমিতি। ইতি অহং বিদুরেণোক্তোঽস্মি। কিমিত্যাহ—ত্বম্, বিশ্বাসাৎ আত্মনি পাণ্ডবানাং বিশ্বাসমুৎপাদ্য। ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী। ইতি তেষামাদেশসম্পাদনরূপং শ্রেয়ঃ, পাণ্ডবান্ প্রতিপাদয় জ্ঞাপয়। অতএব বো যুষ্মাকম্, কিং করবাণি, তদাদিশেতি শেষঃ ॥৩॥

দুর্য্যোধনমন্ত্রিতজ্ঞায়িনা বিদুরেণ বিজ্ঞাপিতমাহ কৃষ্ণেতি। অস্যাং সম্মুখবর্ত্তিন্যাম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! তাহার পর এক দিন বিদুরের সখা এবং খননকার্য্যে নিপুণ একটি লোক আসিয়া নির্জনে পাণ্ডবদের নিকট এই কথা বলিল—॥১॥

'খনক! তুমি পাণ্ডবগণের প্রিয় কার্য্য করিবে' এই কথা বলিয়া বিদুর আমাকে পাঠাইয়াছেন; আমি খননকার্য্যে নিপুণ; আমি আপনাদের কি করিব, বলুন ॥২॥

বিদুর আমাকে আরও বলিয়াছেন যে, তুমি নিজের উপরে পাণ্ডবদের বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাদিগকে গোপনে এই মাঙ্গলিক বিষয় জানাইবে যে, আমি আপনাদের কি করিব ॥৩॥

আগামী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর দিন রাত্রিতে পুরোচন আপনাদের এই বাড়ীর দুয়ারে আগুন লাগাইয়া দিবে ॥৪॥

কিঞ্চিচ্চ বিদুরেণোক্তো ম্লেচ্ছবাচাঽসি পাণ্ডব!।
ত্বয়া চ তত্তথেত্যুক্তমেতদ্বিশ্বাসকারণম্ ॥৬॥
উবাচ তং সত্যধৃতিঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অভিজানামি সৌম্য! ত্বাং সুহৃদং বিদুরস্য বৈ ॥৭॥
শুচিমাপ্তং প্রিয়ঞ্চৈব সদা চ দৃঢ়ভক্তিকম্।
ন বিদ্যতে কবেঃ কিঞ্চিদবিজ্ঞাতং প্রয়োজনম্ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)
যথা তস্য তথা নস্ত্বং নির্ব্বিশেষা বয়ং ত্বয়ি।
ভবতশ্চ যথা তস্য পালয়াস্মান্ যথা কবিঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

কথং হুতাশনং প্রদাস্যতীত্যাহ মাত্রেতি। প্রদগ্ধব্যাস্ত্বয়া পুরোচনেন ॥৫॥

আত্মনি বিশ্বাসমুৎপাদয়তি কিঞ্চিদিতি। হে পাণ্ডব! যুধিষ্ঠির! ম্লেচ্ছবাচা তদানীন্তনানার্য্যভাষয়া ভীষ্মাদিভিরার্য্যৈরবোধ্যয়া। তৎ বিদুরোক্তম্, তথা জ্ঞাতমিত্যুক্তম্। এতৎ কথনমেব, ময়ি যুষ্মাকং বিশ্বাসকারণম্। তথা চ ত্বয়া তদানীং ম্লেচ্ছভাষয়ৈব জ্ঞাতমিত্যুক্তম্, তচ্চ কেবলং বিদুরেণৈবাবগতম্। এবঞ্চ বিদুরেণ ময়ি তদজ্ঞাপিতে ময়া কথমিদং বক্তুং শক্যতে। অতো বিদুরস্যৈবাহং সুহৃৎ, ন দুর্য্যোধনস্য চর ইত্যাশয়ঃ ॥৬॥

উবাচেতি। সত্যধৃতিবিপত্তিশ্রবণেঽপি যথার্থধৈর্য্যশালী। শুচিং পবিত্রম্, আপ্তং বিশ্বস্তম্। কবের্বহুভাষাভিজ্ঞস্যানাবিষ্করণযোগ্যস্য বিদুরস্য ॥৭—৮॥

যথেতি। নির্ব্বিশেষা বিদুরাদভিন্নাঃ। বয়ং যথা তস্য রক্ষণীয়াস্তথা ভবতশ্চ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

বিদুরস্যেতি ॥১—২॥ প্রচ্ছন্নং যথা স্যাৎ তথা পাণ্ডবান্ শ্রেয়ঃ প্রতিপাদয় ইত্যুক্তোঽহং বঃ কিং করবাণি ॥৩—৫॥ ম্লেচ্ছবাচা ম্লেচ্ছভাষয়া ॥৬—৭॥ কবেঃ সর্বজ্ঞস্যাক্রান্তদর্শিনো বা ॥৮॥ যথা বয়ং তস্য তথা ভবতশ্চ পালনীয়াঃ, অতোঽস্মান্ যথা কবিঃ পালয়তি তথা ত্বমপি

কেন না, পুরোচনের প্রতি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের এই আদেশ রহিয়াছে যে, তুমি কুন্তীর সহিত পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবে ॥৫॥

মহারাজ! বিদুর ম্লেচ্ছভাষায় কোন বিষয় বলিয়াছিলেন, আপনিও 'বুঝিলাম' বলিয়া সেই ম্লেচ্ছভাষাতেই উত্তর দিয়াছিলেন; এই যে বলিলাম, ইহাই আমার উপরে আপনাদের বিশ্বাসের কারণ হউক' ॥৬॥

তখন যথার্থ ধৈর্য্যশীল যুধিষ্ঠির তাহাকে বলিলেন—'সৌম্য! আমি তোমাকে বিদুরের সখা, পবিত্র, বিশ্বস্ত, তাঁহার প্রিয় এবং তাঁহার প্রতি দৃঢ় অনুরাগশালী বলিয়া জানি এবং ইহাও জানি যে, বিদুরের কোন বিষয়ই অবিদিত থাকে না ॥৭—৮॥

তুমি যেমন বিদুরের, তেমন আমাদের; আমরাও তোমার বিষয়ে

ইদং শরণমাগ্নেয়ং মদর্থমিতি মে মতিঃ।
পুরোচনেন বিহিতং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ ॥১০॥
স পাপঃ কোষবাংশ্চৈব সসহায়শ্চ দুর্ম্মতিঃ।
অস্মানপি চ পাপাত্মা নিত্যমেব প্রবাধতে ॥১১॥
স ভবান্ মোক্ষয়ত্বস্মান্ যত্নেনাস্মাদ্ধুতাশনাৎ।
অস্মাস্বিহ হি দগ্ধেষু সকামঃ স্যাৎ সুযোধনঃ ॥১২॥
সমৃদ্ধমায়ুধাগারমিদং তস্য দুরাত্মনঃ।
বপ্রান্তং নিষ্প্রতীকারমাশ্রিত্যেবং কৃতং মহৎ ॥১৩॥
ইদং তদশুভং নূনং তস্য কর্ম্ম চিকীর্ষিতম্।
প্রাগেব বিদুরো বেদ তেনাস্মানম্ববোধয়ৎ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি। শরণং গৃহম্। মদর্থম্ অস্মাকং দাহনার্থম্ ॥১০॥

অথ যূয়ং কথং ন বিক্রম্য নির্গচ্ছথেত্যাহ স ইতি। স দুর্যোধনঃ ॥১১॥

স ইতি। স পূর্বোক্তরূপঃ। সকামঃ পূর্ণাভিলাষঃ ॥১২॥

সমৃদ্ধমিতি। বপ্রান্তং প্রাচীরাসন্নম্, আশ্রিত্য। নিষ্প্রতীকারং সুরক্ষিতত্বাৎ ॥১৩॥

ইদমিতি। তৎ অস্মদ্দাহনরূপম্। তস্য দুর্যোধনস্য। সম্বন্ধবিবক্ষয়া ষষ্ঠী ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

পালয়েত্যর্থঃ ॥৯॥ শরণং গৃহম্ ॥১০—১২॥ বপ্রান্তং প্রাকারমূলম্। নিষ্প্রতীকারং বহি-

---

বিদুরেরই তুল্য। অতএব আমরা যেমন বিদুরের রক্ষণীয়, তেমন তোমারও রক্ষণীয়। সুতরাং তুমি বিদুরের মতই আমাদিগকে রক্ষা কর ॥৯॥

আমারও ধারণা এই যে, দুর্য্যোধনেরই আদেশ-অনুসারে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য পুরোচন এই আগ্নেয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে ॥১০॥

সেই পাপাত্মা দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, ধন ও সহায়সম্পন্ন বলিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদাই উৎপীড়িত করিতে পারিতেছে ॥১১॥

তুমি বিশেষ যত্ন সহকারে আমাদিগকে এই অগ্নি হইতে মুক্ত কর। আমরা এখানে দগ্ধ হইলে, দুর্য্যোধনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে ॥১২॥

পুরোচন প্রাচীরের নিকটে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের একটা দুর্ভেদ্য বিশাল অস্ত্রাগার নির্ম্মাণ করিয়াছে; উহাতে অস্ত্র পরিপূর্ণ রহিয়াছে ॥১৩॥

সুতরাং এই অমাঙ্গলিক কার্য্য সেই দুর্য্যোধনেরই অভীষ্ট; ইহা পূর্ব্বেই

---

(১১)…নিত্যকালং প্রবাধতে।

সেয়মাপদনুপ্রাপ্তা ক্ষত্তা যাং দৃষ্টবান্ পুরা।
পুরোচনস্যাবিদিতানস্মাংস্ত্বং প্রতিমোচয় ॥১৫॥
স তথেতি প্রতিশ্রুত্য খনকো যত্নমাস্থিতঃ।
পরিখামুৎকিরন্ নাম চকার সুমহদ্বিলম্ ॥১৬॥
চক্রে চ বেশ্মনস্তস্য মধ্যেনাতিমহদ্বিলম্।
কপাটযুক্তমজ্ঞাতং সমং ভূম্যাশ্চ ভারত! ॥১৭॥
পুরোচনভয়াদেব ব্যদধাৎ সংবৃতং মুখম্।
স তস্য তু গৃহদ্বারি বসত্যশুভধীঃ সদা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। অনুপ্রাপ্তা উপস্থিতা। ক্ষত্তা বিদুরঃ। দৃষ্টবান্ অনুমিতবান্ ॥১৫॥

স ইতি। আস্থিত আশ্রিতঃ। পরিখাং পুরীপরিবেষ্টনখাতম্, উৎকিরন্ ততো মৃত্তিকামুত্তোলয়ন্, নাম তদ্ব্যপদেশেনেত্যর্থঃ, সুমহদ্বিলং বাসার্থমেকং গর্ত্তং চকার ॥১৬॥

চক্র ইতি। অতিমহদ্বিলং সুরঙ্গাখ্যমপরং গর্ত্তম্ ভূম্যাঃ সমং সমানোপরিদেশম্ ॥১৭॥

পুরোচনেতি। সংবৃতং মৃত্তিকাভিরেবাবৃতম্। স পুরোচনঃ। তস্য যুধিষ্ঠিরস্য ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

নির্গমনপ্রকারশূন্যম্ ॥১৩—১৫॥ পরিখা প্রাকারপরিধিভূতো গর্ত্তঃ তাম্। নাম প্রসিদ্ধম্। উৎকিরন্ পরিখাপরিষ্কারব্যাজেন বিলাৎ মৃদমুৎকিরন্ বহিঃ ক্ষিপন্ মহাবিলং সুরঙ্গাখ্যং চকার ॥১৬॥ মধ্যেন মধ্যতঃ ॥১৭॥ ব্যদধৎ ...হৃতবান্। স পুরোচনঃ। তে চ পঞ্চ

বিদুর বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই তিনি পরে আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন ॥১৪॥

বিদুর আমাদের যে বিপদ পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই সেই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি পুরোচনের অজ্ঞাতভাবে আমাদিগকে মুক্ত কর' ॥১৫॥

'তাহাই হইবে' এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া সেই খনক পাণ্ডবগণের রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইল এবং পরিখা হইতে মাটী তুলিবার ছলে একটা বিশাল গর্ত্ত করিল ॥১৬॥

আর, সেই বাড়ীর মধ্য স্থান হইতে একটা বৃহৎ সুরঙ্গ করিল; সকলের অজ্ঞাতভাবে তাহার উপরে কপাট লাগাইয়া দিল এবং তাহার উপরিভাগ ভূমির সমতল করিল ॥১৭॥

পুরোচনের ভয়ে সেই সুরঙ্গের মুখ মাটী দিয়া আবৃত করিল। কেন না, সেই দুষ্টবুদ্ধি পুরোচন সর্ব্বদাই সেই বাড়ীর দুয়ারে বাস করিত

তত্র তে সায়ুধাঃ সর্ব্বে বসন্তি স্ম ক্ষপাং নৃপ ! ।
দিবা চরন্তি মৃগয়াং পাণ্ডবেয়া বনাদ্বনম্ ॥১৯॥
বিশ্বস্তবদবিশ্বস্তা বঞ্চয়ন্তঃ পুরোচনম্ ।
অতুষ্টাস্তুষ্টবদ্রাজন্ ! ঊষুঃ পরমবিস্মিতাঃ ॥২০॥
ন চৈনানন্ববুধ্যন্ত নরা নগরবাসিনঃ ।
অন্যত্র বিদুরামাত্যাত্তস্মাৎ খনকসত্তমাৎ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি জতুগৃহে জতুগৃহবাসো নামৈকচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

———:*:———

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। তত্র বিলে, তে পাণ্ডবেয়াঃ। ক্ষপাং রাত্রিম্ ॥১৯॥

বিশ্বস্তবদিতি। ঊষুঃ তস্থুঃ, পুরোচনেনাবিজ্ঞানাদেব পরমবিস্মিতাঃ ॥২০॥

নেতি। এনান্ পাণ্ডবান্, নান্ববুধ্যন্ত বিলবাসিত্বেন ন জ্ঞাতবন্তঃ ॥২১॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি জতুগৃহে একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:*:———

ভারতভাবদীপঃ

গৃহত্বারি ক্ষপাং বসন্তি স্ম ॥১৮॥ দিবা চ মৃগয়াং চরন্তি, অতো ন দগ্ধুং পুরোচনশ্ছিদ্রং প্রাপেতি ভাবঃ ॥১৯—২১॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪১॥

———:*:———

মহারাজ! এদিকে পাণ্ডবগণ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করিয়া সেই গর্ত্তের ভিতরে রাত্রিতে বাস করিতেন এবং দিনে এক বন হইতে অপর বনে মৃগয়া করিয়া বেড়াইতেন ॥১৯॥

তাঁহারা শঙ্কাযুক্ত হইয়াও নিঃশঙ্কের ন্যায় এবং অসন্তুষ্ট থাকিয়াও সন্তুষ্টের ন্যায় হইয়া, পুরোচনকে বঞ্চনা করিতে থাকিয়া, অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥২০॥

কিন্তু একমাত্র বিদুরের অমাত্য সেই খনক ভিন্ন নগরবাসী কোন লোকই পাণ্ডবগণের এই ভাব বুঝিতে পারিল না ॥২১॥

———:○:———

* '…পঞ্চচত্বারিংশদধিকঃ…' '…সপ্তচত্বারিংশদধিকঃ…' '…ঊনষষ্ট্যধিকঃ ইতি পাঠান্তরাণি।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তাংস্তু দৃষ্ট্বা সুমনসঃ পরিসংবৎসরোষিতান্।
বিশ্বস্তানিব সংলক্ষ্য হর্ষং চক্রে পুরোচনঃ ॥১॥
পুরোচনে তথা হৃষ্টে কৌন্তেয়োঽথ যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনার্জ্জুনৌ চোভৌ যমৌ প্রোবাচ ধর্ম্মবিৎ ॥২॥
অস্মানয়ং সুবিশ্বস্তান্ বেত্তি পাপঃ পুরোচনঃ।
বঞ্চিতোঽয়ং নৃশংসাত্মা কালং মন্যে পলায়নে ॥৩॥
আয়ুধাগারমাদীপ্য দগ্ধ্বা চৈব পুরোচনম্।
ষট্প্রাণিনো নিধায়েহ দ্রবামোঽনভিলক্ষিতাঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি। সুমনসো নিরুদ্বেগচিত্তান্। পরিশব্দোঽত্র বর্জনার্থঃ পূর্ব্বং "ষণ্মাসান্ জাতুষগৃহান্মুক্তা জাতো ঘটোৎকচঃ" ইত্যভিধানাৎ। তেন ষণ্মাসাবস্থিতানিত্যর্থঃ ॥১॥

পুরোচন ইতি। ভীমসেনাদীন্ চতুরো ভ্রাতৃন্ প্রোবাচেত্যর্থঃ ॥২॥

অস্মানিতি। পলায়নে অস্মাকমিমং কালং মন্যে ॥৩॥

আয়ুধেতি। ইহ আয়ুধাগারে, পুরোচনং নিধায়, তচ্চায়ুধাগারম্, আদীপ্য অগ্নিদানেনোত্তাপ্ত দগ্ধ্বা চ, মাতৈকা ভ্রাতরশ্চ পঞ্চেতি ষট্প্রাণিনো বয়ম্, সর্ব্বৈরনভিলক্ষিতাঃ সন্তঃ,

ভারতভাবদীপঃ

তাংস্বিতি ॥১—৩॥ ষট্প্রাণিন ইতি অন্যথা পলায়নশঙ্কয়া পুনরস্মদন্বেষণে মতিঃ স্যাৎ, সা মা ভূদিতি ভাবঃ ॥৪—২২॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবগণ ছয় মাস থাকিয়া নিরুদ্বেগ হইয়াছেন দেখিয়া এবং তাঁহাদিগকে বিশ্বস্তের ন্যায় লক্ষ্য করিয়া পুরোচন আনন্দিত হইল ॥১॥

পুরোচন সেইরূপ আনন্দিত হইলে, ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির—ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের নিকট বলিলেন—॥২॥

এই পাপাত্মা পুরোচন আমাদিগকে বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিতেছে; সুতরাং এ নৃশংস বেটা বঞ্চিত হইল; আমাদের পলায়নের এই সময় বলিয়া আমি মনে করি ॥৩॥

অথ দানাপদেশেন কুন্তী ব্রাহ্মণভোজনম্।
চক্রে নিশি মহারাজ! আজগ্মুস্তত্র যোষিতঃ ॥৫॥
তা বিহৃত্য যথাকামং ভুক্ত্বা পীত্বা চ ভারত!।
জগ্মুর্নিশি গৃহানেব সমনুজ্ঞাপ্য যাদবীম্ ॥৬॥
নিষাদী পঞ্চপুত্রা তু তস্মিন্ ভোজ্যে যদৃচ্ছয়া।
অন্নার্থিনী সমভ্যাগাৎ সপুত্রা কালচোদিতা ॥৭॥
সা পীত্বা মদিরাং মত্তা সপুত্রা মদবিহ্বলা।
সহ সর্ব্বৈঃ সুতৈ রাজন্! তস্মিন্নেব নিবেশনে ॥৮॥
সুষ্বাপ বিগতজ্ঞানা মৃতকল্পা নরাধিপ!।
অথ প্রবাতে তুমুলে নিশি সুপ্তে জনে তদা ॥৯॥
তদুপাদীপয়দ্ভীমঃ শেতে যত্র পুরোচনঃ।
ততো জতুগৃহদ্বারং দীপয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥১০॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

দ্রবামঃ পলায়ামহে। কেচিত্তু অপরানেব ষট্প্রাণিনো নিধায়েতি ব্যাচক্ষতে; তন্ন তথাত্বে ধর্ম্মরাজস্যৈব গুরুতরাধর্ম্মোৎপত্ত্যাপত্তেঃ ॥৪॥

অথেতি। দানাপদেশেন দানকরণচ্ছলেন। যোষিতো ভোজনার্থিন্যঃ ॥৫॥

তা ইতি। তা যোষিতঃ। যাদবীং যদুবংশোৎপন্নাং কুন্তীম্ ॥৬॥

নিষাদীতি। পঞ্চপুত্রা কাপি নিষাদী ব্যাধপত্নী। কালেন চোদিতা প্রেরিতা ॥৭॥

সেতি। নিবেশনে গৃহে। প্রবাতে মহতি বায়ৌ, তুমুলে সতি। তদ্গৃহম্, উপাদীপয়ৎ অগ্নিদানেনোদভাসয়ৎ। দীপয়ামাস অগ্নিদানেনৈব ॥৮—১০॥

এই পুরোচনটাকে অস্ত্রাগারের ভিতরে রাখিয়া, তাহাতে আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দিয়া, আমরা ছয় জন অন্যের অলক্ষিতভাবে পলাইয়া যাইব ॥৪॥

তাহার পর একদিন কুন্তীদেবী দান করিবার ছলে রাত্রিতে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন; তাহাতে অনেক স্ত্রীলোকও সেখানে আসিল ॥৫॥

তাহারা ইচ্ছানুসারে পান, ভোজন ও বিচরণ করিয়া, কুন্তীর অনুমতি লইয়া রাত্রিতে আপন আপন বাড়ীতেই চলিয়া গেল ॥৬॥

কিন্তু পাঁচ পুত্রের মাতা এক ব্যাধপত্নী কালপ্রেরিত হইয়া সেই পুত্রগণের সহিত সেই নিমন্ত্রণে ভোজন করিবার জন্য আসিয়াছিল ॥৭॥

সেই ব্যাধপত্নী পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া, মদ্য পান করিয়া, মত্তা এমন কি মদে বিহ্বল হইয়া, সকল পুত্রের সহিতই অচৈতন্য মৃতপ্রায় থাকিয়া,

(৬)·· সমনুজ্ঞাপ্য মাধবীম্।

সম স্তুতো দদৌ পশ্চাদগ্নিং তত্র নিবেশনে।
জ্ঞাত্বা তু তদ্‌গৃহং সর্বমাদীপ্তং পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥১১॥
সুরঙ্গাং বিবিশুস্তূর্ণং মাত্রা সার্দ্ধমরিন্দমাঃ।
ততঃ প্রতাপঃ সুমহান্ শব্দশ্চৈব বিভাবসোঃ ॥১২॥
প্রাদুরাসীত্তদা তেন বুবুধে স জনব্রজঃ।
তদবেক্ষ্য গৃহং দীপ্তমাহুঃ পৌরাঃ কৃশানুনা ॥১৩॥ (বিশেষকম্)

পৌরা ঊচুঃ।

দুর্য্যোধনপ্রযুক্তেন পাপেনাকৃতবুদ্ধিনা।
গৃহমাপ্তবিনাশায় কারিতং দাহিতঞ্চ তৎ ॥১৪॥
অহো ধিগ্‌ধৃতরাষ্ট্রস্য বুদ্ধির্নাতিসমঞ্জসা।
যঃ শুচীন্ পাণ্ডুদায়াদান্ দাহয়ামাস শত্রুবৎ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

সমস্তত ইতি। সমন্ততঃ সর্বাসু দিক্ষু। নিবেশনে গৃহে। আদীপ্তম্ অগ্নিজ্বালয়া উদ্ভাসিতম্। প্রতাপ উত্তাপঃ। জনব্রজঃ পুরবাসিবর্গঃ, বুবুধে জাগরিতো বভূব। কৃশানুনা অগ্নিনা, দীপ্তমুদ্ভাসিতম্ ॥১১—১৩॥

দুর্য্যোধনেতি। পাপেন কেনচিজ্জনেন। আপ্তানাং বিশ্বস্তানাং পাণ্ডবানাং বিনাশায় ॥১৪॥

অহো ইতি। নাতিসমঞ্জসা সর্বৈর্নাতিসম্মতা, পাণ্ডবানাং রাজ্যভাগিত্বাত্তু কিঞ্চিৎ সম্মতৈবেতি ভাবঃ। শুচীন্ পবিত্রান্ নির্দোষানিতি যাবৎ, পাণ্ডোর্দায়াদান্ পুত্রান্ ॥১৫॥

সেই বাড়ীতেই ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার পর, প্রবল বায়ু বহিতে হইতে থাকিলে এবং সমস্ত লোক ঘুমাইয়া পড়িলে, তখন যে ঘরে পুরোচন শয়ন করিয়াছিল, ভীম সেই ঘরেই প্রথম আগুন লাগাইয়া দিলেন; তাহার পর তিনি জতুগৃহের দুয়ারেও আগুন ধরাইয়া দিলেন ॥৮—১০॥

তাহার পর, সেই বাড়ীর সকল দিকেই আগুন লাগাইয়া দিলেন; তাহাতে সে বাড়ী খানা সমস্তই জ্বলিয়া উঠিল; ইহা দেখিয়া পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তীর সহিত সত্বর যাইয়া সেই সুরঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর, সেই আগুনের দারুণ উত্তাপ এবং গুরুতর শব্দ হইতে লাগিল; তাহাতে পুরবাসী লোক সকল জাগিয়া উঠিল এবং তাহারা আগুনে বাড়ী খানা পুড়িতেছে দেখিয়া বলিতে লাগিল ॥১১—১৩॥

পুরবাসীরা বলিল—দুর্য্যোধনের প্রেরিত পাপাত্মা ও দুষ্টবুদ্ধি পুরোচন বিশ্বস্ত পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্যই এই বাড়ী খানা করাইয়াছিল, এখন দগ্ধও করাইল ॥১৪॥

দিষ্ট্যা ত্বিদানীং পাপাত্মা দগ্ধোঽয়মতিদুর্ম্মতিঃ।
অনাগসঃ সুবিশ্বস্তান্ যো দদাহ নরোত্তমান্ ॥১৬॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং তে বিলপন্তি স্ম বারণাবতকা জনাঃ।
পরিবার্য্য গৃহং তচ্চ তস্থূ রাত্রৌ সমন্ততঃ ॥১৭॥
পাণ্ডবাশ্চাপি তে সর্বে সহ মাত্রা সুরক্ষিতাঃ।
বিলেন তেন নির্গত্য জগ্মুর্দ্রুতমলক্ষিতাঃ ॥১৮॥
তেন নিদ্রোপরোধেন সাধ্বসেন চ পাণ্ডবাঃ।
ন শেকুঃ সহসা গন্তুং সহ মাত্রা পরন্তপাঃ ॥১৯॥
ভীমসেনস্তু রাজেন্দ্র! ভীমবেগপরাক্রমঃ।
জগাম ভ্রাতৄনাদায় সর্ব্বান্ মাতরমেব চ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। অনাগসো নিরপরাধান্। নরোত্তমান্ পাণ্ডবান্ ॥১৬॥
এবমিতি। বারণাবতকা বারণাবতবাসিনঃ। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য ॥১৭॥
পাণ্ডবা ইতি। মাত্রা কুন্ত্যা। বিলেন সুরঙ্গয়া। অলক্ষিতা লোকৈরদৃষ্টাঃ ॥১৮॥
তেনেতি। নিদ্রায়া উপরোধেন ব্যাঘাতেন, সাধ্বসেন ভয়েন চ ॥১৯॥
ভীমেতি। ভীমৌ বেগপরাক্রমৌ যস্য সঃ ॥২০॥

হায়! ধৃতরাষ্ট্রের বুদ্ধিটা সকলের বিশেষ সম্মত নহে; যিনি নির্দ্দোষ পাণ্ডবগণকে শত্রুর ন্যায় দগ্ধ করাইলেন ॥১৫॥

ভাগ্যবশতঃ পাপাত্মা ও দুষ্টবুদ্ধি পুরোচনটা দগ্ধ হইয়াছে; যে পুরোচন নিরপরাধ, বিশ্বস্ত ও নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছে ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই সকল বারণাবতবাসী লোক এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিল এবং সেই বাড়ী খানার সকল দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রাত্রিতে অবস্থান করিল ॥১৭॥

এদিকে পাণ্ডবেরা সকলেও মাতা কুন্তীর সহিত সুরক্ষিতভাবে সেই সুরঙ্গ-পথ দিয়া বাহিরে নির্গত হইয়া অন্যের অলক্ষিত অবস্থায় দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

কিন্তু সেই নিদ্রার ব্যাঘাতে এবং ভয়ে ভীম ভিন্ন অপর পাণ্ডবগণ এবং কুন্তীদেবী সহসা গমন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥১৯॥

মহারাজ! তখন ভয়ঙ্কর বেগ ও পরাক্রমশালী ভীমসেন মাতাকে এবং সকল ভ্রাতাকে বহন করতঃ গমন করিতে লাগিলেন ॥২০॥

স্কন্ধমারোপ্য জননীং যমাবঙ্কেন বীর্য্যবান্।
পার্থৌ গৃহীত্বা পাণিভ্যাং ভ্রাতরৌ স মহাবলঃ ॥২১॥
তরসা পাদপান্ ভঞ্জন্ মহীং পদ্ভ্যাং বিদারয়ন্।
স জগামাশু তেজস্বী বাতরংহা বৃকোদরঃ ॥২২॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি জতুগৃহে জতুগৃহদাহো নাম দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু যথাসম্প্রত্যয়ং কবিঃ।
বিদুরঃ প্রেষয়ামাস তদ্বনং পুরুষং শুচিম্ ॥১॥
আত্মনঃ পাণ্ডবানাঞ্চ বিশ্বাস্যং জ্ঞাতপূর্ব্বকম্।
গঙ্গাসন্তরণার্থায় জ্ঞাতাভিজ্ঞানবাচিকম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স্কন্ধমিতি। যমৌ নকুলসহদেবৌ, অঙ্কেন ক্রোড়েন। পার্থৌ যুধিষ্ঠিরার্জ্জুনৌ। তরসা বেগেন। বাতস্য বায়োরিব রংহো বেগো যস্য তেন ॥২১—২২॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি জতুগৃহে দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

এতস্মিন্নিতি। যথাসম্প্রত্যয়ং বিশ্বাসানুসারেণ অস্মিন্ সময়ে পাণ্ডবা গঙ্গাতীরে যাস্যন্তীত্যনুমায়েত্যর্থঃ। শুচিং পবিত্রস্বভাবম্। জ্ঞাতঃ পূর্ব্বঃ পূর্ব্ববৃত্তান্তো যেন তম্। জ্ঞাতং বিদুরাদেব প্রাপ্তম্ অভিজ্ঞানবাচিকং বিশ্বাসচিহ্নভূতঃ সন্দেশো যেন তম্ ॥১—২॥

মাতা কুন্তীকে স্কন্ধে লইয়া, নকুল ও সহদেবকে কোলে করিয়া এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে বাহুতে ধারণ করিয়া মহাবল ভীমসেন শরীরের বেগে গাছ ভাঙ্গিয়া এবং পায়ের আঘাতে ভূতল বিদীর্ণ করিয়া, বায়ুর ন্যায় বেগশালী হইয়া মহাতেজে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন ॥২১—২২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই সময়েই বুদ্ধিমান্ বিদুর নিজের অনুমান অনু-

(২১) উরসা পাদপান্ ভঞ্জন্…। * '…ষট্‌চত্বারিংশদধিকঃ…' '…অষ্টচত্বারিংশদধিকঃ…' '…ষষ্ট্যধিকঃ…' ইতি পাঠভেদাঃ। ২ শ্লোকঃ ক্বচিন্নাস্তি।

স গত্বা তু যথোদ্দেশং পাণ্ডবান্ দদৃশে বনে।
জনন্যা সহ কৌরব্য ! মাপয়ানান্ নদীজলম্ ॥৩॥
বিদিতং তন্মহাবুদ্ধের্বিদুরস্য মহাত্মনঃ।
ততস্তস্যাপি চারেণ চেষ্টিতং পাপচেতসঃ ॥৪॥
ততঃ স প্রেষিতো বিদ্বান্ বিদুরেণ নরস্তদা।
পার্থান্ সন্দর্শয়ামাস মনোমারুতগামিনীম্ ॥৫॥
সর্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্।
শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈর্বিশ্রম্ভিভিঃ কৃতাম্ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স পুরুষঃ। মাপয়ানান্ পাদাভ্যাং তরীতুং শক্যতে ন বেতি মাপয়তঃ ॥৩॥

অথ বিদুরেণাসৌ পুরুষঃ কথং প্রেষিত ইত্যাহ বিদিতমিতি। পাপচেতসস্তস্য দুর্য্যোধনস্য চারেণাপি, ততো হস্তিনানগরাৎ, পাণ্ডবেষু যৎ কর্ত্তুং চেষ্টিতম্, তদ্বিদুরস্য বিদিতম্ ॥৪॥

তত ইতি। ততঃ কারণাদেব। মনোমারুতগামিনীম্ অতীবদ্রুতগামিনীম্। সর্ব্বেত্যাদিকন্তু প্রাগেব ব্যাখ্যাতম্। শিবে সর্বমঙ্গলকরে। বিশ্রম্ভিভির্বিশ্বস্তৈঃ ॥৫—৬॥

ভারতভাবদীপঃ

এতস্মিন্নিতি। যথাসম্প্রত্যয়ং যথাসঙ্কেতম্। শুচিং নাবিকম্ ॥১—২॥ মাপয়ানান্ জলপরিমাণং পরীক্ষমাণান্ ॥৩॥ তস্য চেষ্টিতং চারেণ বিদুরস্য বিদিতং যতস্ততো হেতোঃ বিদুরেণ

সারে পাণ্ডবগণকে গঙ্গা পার করিয়া দিবার জন্য তাঁহাদের নিকটে সেই বনের ভিতরে একটী সচ্চরিত্র লোককে পাঠাইয়া দিলেন; সে লোকটী বিদুরের ও পাণ্ডবগণের বিশ্বাসের পাত্র ছিল, পূর্ব্বের ঘটনা জানিত এবং বিদুরের নিকট হইতেই বিশ্বাসজনক সংবাদ লইয়াছিল ॥১—২॥

সেই লোক বিদুরেরই নির্দ্দেশক্রমে বনের ভিতরে যাইয়া পাণ্ডবগণকে দেখিতে পাইল; তখন তাঁহারা কুন্তীর সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গার জল মাপিয়া দেখিতেছিলেন ॥৩॥

এদিকে পাপাত্মা দুর্য্যোধনের চরও পাণ্ডবদের সম্বন্ধে যাহা করিবার জন্য সচেষ্ট ছিল, তাহা বুদ্ধিমান্ বিদুরও জানিতেছিলেন ॥৪॥

সেই জন্যই বিদুর তখন সেই অভিজ্ঞ লোকটীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই লোকটী যাইয়া পাণ্ডবগণকে দেখাইয়া দিল—মন ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী, সর্ব্বপ্রকার বায়ুর বেগ সহ্য করিতে সক্ষম এবং পতাকাযুক্ত একখানি কলের নৌকা গঙ্গার মধ্যে রহিয়াছে; সেই নৌকাখানিকে বিশ্বস্ত লোকেরা মঙ্গলময় গঙ্গাতীরেই নির্ম্মাণ করিয়াছিল ॥৫—৬॥

(৩)…মার্গমাণান্ নদীজলম্। (৫)…পার্থানাং দর্শয়ামাস…।

ততঃ পুনরথোবাচ জ্ঞাপকং পূর্বচোদিতম্।
যুধিষ্ঠির! নিবোধেদং সংজ্ঞার্থং বচনং কবেঃ ॥৭॥
কক্ষঘ্নঃ শিশিরঘ্নশ্চ মহাকক্ষে বিলৌকসঃ।
ন হন্তীত্যেবমাত্মানং যো রক্ষতি স জীবতি ॥৮॥
তেন মাং প্রেষিতং বিদ্ধি বিশ্বস্তং সংজ্ঞয়ানয়া।
ভূয়শ্চৈবাহ মাং ক্ষত্তা বিদুরঃ সর্বতোঽর্থবিৎ ॥৯॥
কর্ণং দুর্য্যোধনঞ্চৈব ভ্রাতৃভিঃ সহিতং রণে।
শকুনিঞ্চৈব কৌন্তেয়! বিজেতাসি ন সংশয়ঃ ॥১০॥
ইয়ং বারিপথে যুক্তা নৌরপ্সু সুখগামিনী।
মোচয়িষ্যতি বঃ সর্ব্বানস্মাদ্দেশান্ন সংশয়ঃ ॥১১॥
অথ তান্ ব্যথিতান্ দৃষ্ট্বা সহ মাত্রা নরোত্তমান্।
নাবমারোপ্য গঙ্গায়াং প্রস্থিতানব্রবীৎ পুনঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। জ্ঞাপকম্ আত্মনি বিশ্বাসসূচকম্। সংজ্ঞার্থং ময়ি তদীয়ত্বজ্ঞানার্থম্ ॥৭॥
কিং তদ্বচনমিত্যাহ কক্ষঘ্ন ইতি। ইদমপি প্রাগ্ বিশদমেব ব্যাখ্যাতম্ ॥৮॥
তেনেতি। তেন বিদুরেণ। অনয়া উক্তশ্লোকোক্তিরূপয়া, সংজ্ঞয়া অন্যৈরজ্ঞাতসঙ্কেতেন ॥৯॥
কর্ণমিতি। বিজেতাসি বিজেষ্যসে, স্বযোগ্যতাবশাদস্মাকমাশীর্বাদাচ্চেতি ভাবঃ ॥১০॥
ইয়মিতি। যুক্তা যোগ্যা। সুখগামিনী তরঙ্গাদিভিরনুদ্বেলনীয়ত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১১॥
অথেতি। ব্যথিতান্ দুঃখিতান্, দুর্য্যোধনাত্যাচারাৎ স্বদেশপরিত্যাগাচ্চেত্যভিপ্রায়ঃ ॥১২॥

তাহার পর, সেই লোক পুনরায় বিশ্বাসসূচক পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিল—'পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! আমি যে বিদুরেরই লোক, তাহা জানিবার জন্য বিদুরেরই এই বাক্য শ্রবণ করুন' ॥৭॥

৮ শ্লোকের অনুবাদ পূর্বে (১৫৩২ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য।

সেই বিদুর আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং এই সঙ্কেত দ্বারাই আপনি আমাকে বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করুন। আর, সর্ববিষয়জ্ঞ বিদুর পুনরায় আমার নিকট বলিয়া দিয়াছেন ॥৯॥

'হে কুন্তীনন্দন! কর্ণ, ভ্রাতৃগণের সহিত দুর্য্যোধন এবং শকুনিকে নিশ্চয়ই আপনি যুদ্ধে জয় করিতে পারিবেন' ॥১০॥

জলপথে চলিবার উপযুক্ত এবং জলে সুখগামিনী এই নৌকাখানি আপনাদের সকলকেই এই শত্রুপূর্ণ দেশ হইতে মুক্ত করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥১১॥

৪৪৫০

বিদুরো মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় পরিষ্বজ্য বচো মুহুঃ।
অরিষ্টং গচ্ছতাব্যগ্রাঃ পন্থানমিতি চাব্রবীৎ ॥১৩॥
ইত্যুক্ত্বা স তু তান্ বীরান্ পুমান্ বিদুরচোদিতঃ।
তারয়ামাস রাজেন্দ্র! গঙ্গাং নাবা নরর্ষভান্ ॥১৪॥
তারয়িত্বা ততো গঙ্গাং পারং প্রাপ্তাংশ্চ সর্বশঃ।
জয়াশিষঃ প্রযুজ্যাথ যথাগতমগাদ্ধি সঃ ॥১৫॥
পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানঃ প্রতিসন্দিশ্য বৈ কবেঃ।
গঙ্গামুত্তীর্য্য বেগেন জগ্মুর্গূঢ়মলক্ষিতাঃ ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি জতুগৃহে গঙ্গোত্তরণং নাম ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

বিদুর ইতি। বচ ইতি বাক্যম্। অ-রিষ্টং নির্বিঘ্নম্, অব্যগ্রা অনাকুলাঃ সন্তঃ ॥১৩॥
ইতীতি। বিদুরেণ চোদিতঃ প্রেরিতঃ। নাবা তয়া নৌকয়া ॥১৪॥
তারয়িত্বেতি। সর্বশঃ সর্বান্ পাণ্ডবান্ প্রতি। স পুরুষঃ ॥১৫॥
পাণ্ডবা ইতি। কবের্বিদুরস্য সমীপে, প্রতিসন্দিশ্য সর্বমাত্মবৃত্তান্তং সম্প্রেষ্য ॥১৬॥
ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি জতুগৃহে ত্রিচত্বারিংশদধিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

ততঃ স্বস্থানান্তরঃ প্রবাসিতঃ প্রেষিত ইতি সার্দ্ধশ্লোকো বাক্যম্ ॥৪॥ স নরো দর্শয়ামাস ॥৫—১৬॥
ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৩॥

তাহার পর, সেই লোক কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে দুঃখিত দেখিয়া, তাঁহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া, গঙ্গায় চলিবার সময়ে পুনরায় বলিল-॥১২॥

'বিদুর আপনাদের মস্তকাঘ্রাণ এবং স্নেহালিঙ্গন করিয়া বার বার এই কথা বলিয়া দিয়াছেন—'তোমরা সুস্থভাবে ও নির্বিঘ্নে পথে গমন করিও' ॥১৩॥

এই কথা বলিয়া বিদুরের প্রেরিত সেই লোকটী নরশ্রেষ্ঠ ও মহাবীর পাণ্ডবগণকে নৌকায় করিয়া গঙ্গা পার করিয়া দিল ॥১৪॥

তৎপরে গঙ্গা পার করিয়া দিয়া সেই লোকটী, তীরে উত্থিত পাণ্ডবগণের প্রতি জয়োচ্চারণ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া, যে খান হইতে আসিয়াছিল, সেই খানেই চলিয়া গেল ॥১৫॥

মহাত্মা পাণ্ডবগণও বিদুরের নিকটে আপনাদের সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইতে

* 'সপ্তচত্বারিংশদধিকঃ…' '…ঊনপঞ্চাশদধিকঃ…' '…একষষ্ট্যধিকঃ…' ইতি পাঠভেদাঃ।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামশেষো নাগরো জনঃ।
তত্রাজগাম ত্বরিতো দিদৃক্ষুঃ পাণ্ডুনন্দনান্ ॥১॥
নির্ব্বাপয়ন্তো জ্বলনং তে জনা দদৃশুস্ততঃ।
জাতুষং তদ্গৃহং দগ্ধমমাত্যঞ্চ পুরোচনম্ ॥২॥
নূনং দুর্য্যোধনেনেদং বিহিতং পাপকর্ম্মণা।
পাণ্ডবানাং বিনাশায়েত্যেবং তে চুক্রুশুর্জনাঃ ॥৩॥
বিদিতে ধৃতরাষ্ট্রস্য ধার্ত্তরাষ্ট্রো ন সংশয়ঃ।
দগ্ধবান্ পাণ্ডুদায়াদান্ ন হ্যেনং প্রতিষিদ্ধবান্ ॥৪॥
নূনং শান্তনবোঽপীহ ন ধর্ম্মমনুবর্ত্ততে।
দ্রোণশ্চ বিদুরশ্চৈব কৃপশ্চান্যে চ কৌরবাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। নাগরো বারণাবতনগরবাসী। দিদৃক্ষুর্দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ ॥১॥
নির্ব্বাপয়ন্ত ইতি। জ্বলনমগ্নিম্। অমাত্যং দুর্য্যোধনসচিবম্ ॥২॥
নূনমিতি। নূনং নিশ্চিতমেব। চুক্রুশুঃ পরস্পরমামন্ত্র্য বিষাদং চক্রুঃ ॥৩॥
নাগরাণামনুমানমাহ বিদিত ইতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনঃ ॥৪॥
নূনমিতি। অনুবর্ত্ততে অনুসরতি, তেনাপ্যনিষেধাদিতি ভাবঃ ॥৫॥

বলিয়া, গঙ্গাতীর অতিক্রম করিয়া, অন্যের অলক্ষিত হইয়া, বেগে ও গুপ্তভাবে চলিতে লাগিলেন ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, রাত্রি প্রভাত হইলে, বারণাবতবাসী সমস্ত লোক পাণ্ডবগণকে দেখিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইল ॥১॥

তদনন্তর তাহারা অগ্নি নির্ব্বাপণ করিয়া দেখিল—সেই জতুগৃহ দগ্ধ হইয়াছে এবং দুর্য্যোধনের অমাত্য পুরোচনও দগ্ধ হইয়াছে ॥২॥

তৎপরে তাহারা পরস্পর আলোচনা করিল যে, নিশ্চয়, পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনই পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্য এই কার্য্য করিয়াছে ॥৩॥

এবং ধৃতরাষ্ট্রের বিদিত অবস্থাতেই দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, ধৃতরাষ্ট্র যখন দুর্য্যোধনকে নিষেধ করেন নাই ॥৪॥

তে বয়ং ধৃতরাষ্ট্রস্য প্রেষয়ামো দুরাত্মনঃ।
সংবৃত্তস্তে পরঃ কামঃ পাণ্ডবান্ দগ্ধবানসি ॥৬॥
ততো ব্যপোহমানাস্তে পাণ্ডবার্থে হুতাশনম্।
নিষাদীং দদৃশুর্দগ্ধাং পঞ্চপুত্রামনাগসম্ ॥৭॥
খনকেন তু তেনৈব বেশ্ম শোধয়তা বিলম্।
পাংশুভিঃ পিহিতং তচ্চ পুরুষৈস্তৈর্ন লক্ষিতম্ ॥৮॥
ততস্তে জ্ঞাপয়ামাসুর্ধৃতরাষ্ট্রস্য নাগরাঃ।
পাণ্ডবানগ্নিনা দগ্ধানমাত্যঞ্চ পুরোচনম্ ॥৯॥
শ্রুত্বা তু ধৃতরাষ্ট্রস্তদ্রাজা সুমহদপ্রিয়ম্।
বিনাশং পাণ্ডুপুত্রাণাং বিললাপ সুদুঃখিতঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। প্রেষয়ামো বৃত্তান্তমিমং বক্তুং দূতমিতি শেষঃ। সংবৃত্তঃ সফলো জাতঃ ॥৬॥

তত ইতি। ব্যপোহমানাস্তর্কয়ন্তঃ অন্বিষ্যন্ত ইত্যর্থঃ। হুতাশনং তদ্দগ্ধস্থানম্ ॥৭॥

অথ পাণ্ডবানন্বিষ্যন্তস্তাঞ্চ সুরঙ্গাং পশ্যন্তঃ কথং নাগরাঃ পাণ্ডবার্থে ন সন্দিগ্ধবন্ত ইত্যাহ খনকেনেতি। বেশ্ম তদ্ভবনম্, শোধয়তা পরিষ্কুর্ব্বতা নিঃসন্দেহার্থং যথাপূর্ব্বং কুর্ব্বতেত্যর্থঃ, পাংশুভির্ধূলিভিঃ, পিহিতমাবৃতম্; তত্তস্মাচ্চ, তৈর্নাগরৈঃ ॥৮॥

তত ইতি। ধৃতরাষ্ট্রস্য সমীপে। অমাত্যং পুরোচনঞ্চ দগ্ধং জ্ঞাপয়ামাসুঃ ॥৯॥

শ্রুত্বেতি। বিনাশং তদ্বিষয়কং বৃত্তম্ ॥১০॥

এবং ভীষ্মও নিশ্চয়ই এবিষয়ে ধর্ম্মের অনুসরণ করেন নাই; কিংবা দ্রোণ, কৃপ, বিদুর বা অন্যান্য কৌরবগণও ধর্ম্মের অপেক্ষা রাখেন নাই ॥৫॥

সে যাহা হউক, আমরা এই বলিয়া দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে দূত পাঠাইব যে, তোমার উৎকৃট অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে; পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিতে পারিয়াছ ॥৬॥

তাহার পর, তাহারা পাণ্ডবগণের সন্ধানের জন্য অগ্নিদগ্ধ স্থানগুলি খুজিতে থাকিয়া দেখিল—নিরপরাধা ব্যাধপত্নী পাঁচটী পুত্রের সহিত দগ্ধ হইয়াছে ॥৭॥

কিন্তু সেই খনকই বাড়ীখানি পরিষ্কার করিতে থাকিয়া সেই গর্ত্ত ও সুরঙ্গটাকে মাটী দিয়া পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। সুতরাং বারণাবত-বাসী সেই সকল লোক তাহা দেখিতে পাইয়াছিল না ॥৮॥

তাহার পর, তাহারা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট জানাইল যে, পাণ্ডবগণ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, অমাত্য পুরোচনও দগ্ধ হইয়াছে ॥৯॥

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের মৃত্যুবিষয়ের সেই গুরুতর অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বহুতর বিলাপ করিলেন (এবং বলিলেন—) ॥১০॥

অদ্য পাণ্ডুর্মৃতো রাজা মম ভ্রাতা মহাযশাঃ।
তেষু বীরেষু দগ্ধেষু মাত্রা সহ বিশেষতঃ ॥১১॥
গচ্ছন্তু পুরুষাঃ শীঘ্রং নগরং বারণাবতম্।
সৎকারয়ন্তু তান্ বীরান্ কুন্তিরাজসুতাঞ্চ তাম্ ॥১২॥
কারয়ন্তু চ কুল্যানি শুভানি চ বৃহন্তি চ।
যে চ তত্র মৃতাস্তেষাং সুহৃদো যান্তু তানপি ॥১৩॥
এবং গতে ময়া শক্যং যদ্‌যৎ কারয়িতুং হিতম্।
পাণ্ডবানাঞ্চ কুন্ত্যাশ্চ তৎ সর্ব্বং ক্রিয়তাং ধনৈঃ ॥১৪॥
সমেতাশ্চ ততঃ সর্বে ভীষ্মেণ সহ কৌরবাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ সপুত্রশ্চ গঙ্গামভিমুখা যযুঃ ॥১৫॥
একবস্ত্রা নিরানন্দা নিরাভরণবেষ্টনাঃ।
উদকং কর্ত্তুকামা বৈ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অদ্যেতি। পুত্রস্য পিতৃরূপত্বাৎ পুত্রস্থিতৌ পিতৃস্থিতিঃ, তন্মরণে চ তন্মরণমিত্যাশয়ঃ ॥১১॥
গচ্ছন্ত্বিতি। সৎকারয়ন্তু গৃহদাহে নিঃশেষদাহাসম্ভবাৎ নিঃশেষেণ দহন্ত্বিত্যর্থঃ ॥১২॥
কারয়ন্ত্বিতি। কুল্যানি অস্মাকং কৌলিকনিয়মানুবর্ত্তীনি শ্রাদ্ধাদীনি। যে পাণ্ডবেতরে ॥১৩॥
এবমিতি। গতে কৃতে। যদ্‌যৎ ঔর্দ্ধদেহিকং দানাদিকম্ ॥১৪॥
সমেতা ইতি। সমেতাঃ সম্মিলিতাঃ। নিরাভরণবেষ্টনা অলঙ্কারোষ্ণীষশূন্যাঃ ॥১৫—১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

অথেতি ॥১—৬॥ ব্যপোহমানা নির্ব্বাপয়ন্তঃ ॥৭—১২॥ কুল্যান্যস্থীনি, কারয়ন্তু সংস্কার-

'সেই মহাবীরগণ তাহাদের মাতার সহিত দগ্ধ হওয়ায় অদ্যই আমার যশস্বী ভ্রাতা পাণ্ডু যথার্থপক্ষে মরিয়া গেলেন ॥১১॥

সত্বর বারণাবতনগরে লোক যাউক, যাইয়া সেই বীরগণের ও কুন্তীর সৎকার করুক ॥১২॥

এবং আমাদের কৌলিক নিয়ম অনুসারে মাঙ্গলিক ও ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাউক; আর, অন্যান্য যাহারা সেখানে মরিয়াছে, তাহাদের বন্ধুবর্গও তাহাদের নিকট যাউক ॥১৩॥

এইরূপ করা হইলে, পাণ্ডবগণের জন্য এবং কুন্তীর জন্য আমারও যে যে হিতকার্য্য করান উচিত, সে সকলও ধন ব্যয় করিয়া করুক ॥১৪॥

তাহার পর, পুত্রগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্মের সহিত সকল কুরুবংশীয়-

১৫—১৬ শ্লোকৌ কতিপয়পুস্তকে ন দৃশ্যেতে।

এবং গত্বা ততশ্চক্রে জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ।
উদকং পাণ্ডুপুত্রাণাং ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ॥১৭॥
রুরুদুঃ সহিতাঃ সর্বে ভৃশং শোকপরায়ণাঃ।
হা যুধিষ্ঠির! কৌরব্য! হা ভীম! ইতি চাপরে ॥১৮॥
হা ফাল্গুনেতি চাপ্যন্যে হা যমাবিতি চাপরে।
কুন্তীমার্ত্তাশ্চ শোচন্ত উদকং চক্রিরে জনাঃ ॥১৯॥
অন্যে পৌরজনাশ্চৈবমন্বশোচন্ত পাণ্ডবান্।
বিদুরস্ত্বল্পশশ্চক্রে শোকং বেদ পরং হি সঃ ॥২০॥
পাণ্ডবাশ্চাপি নির্গত্য নগরাদ্বারণাবতাৎ।
নদীং গঙ্গামনুপ্রাপ্তা মাতৃষষ্ঠা মহাবলাঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। জ্ঞাতিভির্ভীষ্মাদিভিঃ। উদকম্ উদকেন তর্পণম্ ॥১৭॥
রুরুদুরিতি। সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ সন্তঃ ॥১৮॥
হেতি। যমৌ নকুলসহদেবৌ ॥১৯॥
অন্য ইতি। হি যস্মাৎ, স বিদুরঃ, পরং জতুগৃহদাহাৎ পরবর্ত্তিনং বৃত্তান্তম্ ॥২০॥
পাণ্ডবা ইতি। মাতা ষষ্ঠী যেষাং তে ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

যন্ত। "কুলং জনপদে গোত্রে সজাতীয়গণেঽপি চ। ভবনে চ তনৌ ক্লীবং কণ্টকার্য্যোষধৌ

গণ মিলিত হইয়া, অলঙ্কার ও উষ্ণীষ পরিত্যাগ করিয়া, এক বস্ত্রে এবং বিষণ্ণ মনে মহাত্মা পাণ্ডবগণের তর্পণ করিবার জন্য গঙ্গার অভিমুখে গমন করিলেন ॥১৫—১৬॥

তদনন্তর অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞাতিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, গঙ্গায় যাইয়া, পাণ্ডবগণের উদ্দেশে তর্পণ করিলেন ॥১৭॥

তখন সকলে মিলিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন—হা যুধিষ্ঠির! অপর কেহ কেহ বলিলেন—হা ভীম! ॥১৮॥

অন্য কেহ কেহ কহিলেন—হা অর্জ্জুন! অপরেরা বলিলেন হা নকুল-সহদেব! এবং অন্য লোকেরা কাতর হইয়া কুন্তীর নিমিত্ত শোক করিতে থাকিয়া তর্পণ করিল ॥১৯॥

অন্যান্য পুরবাসীরাও পাণ্ডবগণের জন্য শোক করিতে লাগিল। কিন্তু বিদুর অল্প অল্প শোক করিলেন; কেন না, তিনি জতুগৃহদাহের পরেও পাণ্ডবগণের বৃত্তান্ত জানিতেন ॥২০॥

দাশানাং ভুজবেগেন নদ্যাঃ স্রোতোজবেন চ।
বায়ুনা চানুকূলেন তূর্ণং পারমবাপ্নুবন্ ॥২২॥
ততো নাবং পরিত্যজ্য প্রযযুর্দক্ষিণাং দিশম্।
বিজ্ঞায় নিশি পন্থানং নক্ষত্রগণসূচিতম্ ॥২৩॥
যতমানা বনং রাজন্! গহনং প্রতিপেদিরে।
ততঃ শ্রান্তাঃ পিপাসার্ত্তা নিদ্রান্ধাঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
পুনরূচুর্মহাবীর্য্যং ভীমসেনমিদং বচঃ ॥২৪॥
ইতঃ কষ্টতরং কিন্নু যদ্বয়ং গহনে বনে।
দিশশ্চ ন বিজানীমো গন্তুঞ্চৈব ন শক্নুমঃ ॥২৫॥
তঞ্চ পাপং ন জানীমো যদি দগ্ধঃ পুরোচনঃ।
কথং নু বিপ্রমুচ্যেম ভয়াদস্মাদলক্ষিতাঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

দাশানামিতি। দাশানাং নৌকাচালকানাং ধীবরাণাম্ ॥২২॥
তত ইতি। প্রযযুঃ পাণ্ডবা ইতি পূর্ব্বানুকর্ষঃ। নক্ষত্রগণেন সূচিতং বিজ্ঞাপিতম্ ॥২৩॥
যতমানা ইতি। যতমানা আশ্রয়স্থানং লব্ধুং চেষ্টমানাঃ। ষট্পদমিদং পদ্যম্ ॥২৪॥
ইত ইতি। গহনে নিবিড়ে। ন শক্নুমঃ পরিশ্রান্তত্বাদ্দিগজ্ঞানাচ্চ ॥২৫॥
তমিতি। যদীতি সম্ভাবনায়াম্। অলক্ষিতা অন্যৈরজ্ঞাতাঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

কুলী”তি মেদিনী। কুল্যং স্যাৎ কীকসেঽপীতি চ, কুল্যানি চৈত্যানীত্যন্যে, মহাবৃক্ষেণ বা

এদিকে মহাবল পাণ্ডবগণ মাতার সহিত বারণাবতনগর হইতে নির্গত হইয়া গঙ্গানদীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥২১॥

তখন নৌকাচালক ধীবরগণের বাহুর বেগে, নদীর স্রোতের বেগে এবং অনুকূল বায়ুর সাহায্যে তাঁহারা সত্বরই পরপারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥২২॥

তাহার পর, তাঁহারা নৌকা পরিত্যাগ করিয়া, রাত্রিতেও নক্ষত্র দেখিয়া পথ জানিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

মহারাজ! পাণ্ডবগণ আশ্রয়স্থান লাভ করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়া, নিবিড় বনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর, তাঁহারা পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত এবং নিদ্রায় কাতর হইয়া পুনরায় ভীমসেনকে এই কথা বলিলেন—॥২৪॥

‘ইহা অপেক্ষা আর কি দুঃখ হইতে পারে যে, আমরা এই নিবিড় বনমধ্যে দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না এবং চলিতেও পারিতেছি না ॥২৫॥

আর, সেই পাপাত্মা পুরোচন দগ্ধ হইল কিনা তাহাও জানিতে পারিলাম

পুনরস্মানুপাদায় তথৈব ব্রজ ভারত ! ।
ত্বং হি নো বলবানেকো যথা সততগস্তথা ॥২৭॥
ইত্যুক্তো ধর্ম্মরাজেন ভীমসেনো মহাবলঃ ।
আদায় কুন্তীং ভ্রাতৄংশ্চ জগামাশু মহাবলঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি জতুগৃহে পাণ্ডববনপ্রবেশো নাম চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
তেন বিক্রমমাণেন উরুবেগসমীরিতম্ ।
বনং সবৃক্ষবিটপং ব্যাঘূর্ণিতমিবাভবৎ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

পুনরিতি। নঃ অস্মাকং মধ্যে। সততগো বায়ুঃ ॥২৭॥

ইতীতি। আদায় পূর্ব্ববদেব স্কন্ধাদাবারোপ্য। একো মহাবলো মহাসাহসঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি জতুগৃহে চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

তেনেতি। বিক্রমমাণেন বিক্রম্য গচ্ছতা। উরুর্মহান্ যো বেগস্তেন সমীরিতম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

মহাপ্রাসাদেন বা অঙ্কিতানি চত্বরাণীত্যর্থঃ ॥১৩—২৮॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৪॥

না এবং অন্যের অজ্ঞাতভাবে এই ভয় হইতে কি করিয়া মুক্ত হইব, তাহাও বুঝিতেছি না' ॥২৬॥

(যুধিষ্ঠির বলিলেন—) 'ভীম! তুমি পুনরায় সেই ভাবেই আমাদিগকে বহিয়া লইয়া চল। কেন না, একমাত্র তুমিই আমাদের মধ্যে বায়ুর ন্যায় বলবান্' ॥২৭॥

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে, মহাবল ও মহাসাহস ভীমসেন মাতা কুন্তীকে এবং ভ্রাতৃগণকে বহিয়া লইয়া চলিতে লাগিলেন ॥২৮॥

---

* '...অষ্টচত্বারিংশদধিকঃ...' '...পঞ্চাশদধিকঃ...' '...একষষ্ট্যধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ ।

জঙ্ঘাবাতো ববৌ চাস্য শুচিশুক্রাগমে যথা।
আবর্জ্জিতলতাবৃক্ষং মার্গং চক্রে মহাবলঃ ॥২॥
সমৃদ্ধান্ পুষ্পিতাংশ্চৈব ফলিতাংশ্চ বনস্পতীন্।
অবরুজ্য যযৌ গুল্মান্ পথস্তস্য সমীপজান্ ॥৩॥
স বোধিত ইব ক্রুদ্ধো বনে ভঞ্জন্ মহাদ্রুমান্।
ত্রিপ্রস্রুতমদঃ শুষ্মী ষষ্টিবর্ষী মতঙ্গরাট্ ॥৪॥
গচ্ছতস্তস্য বেগেন তার্ক্ষ্যমারুতরংহসঃ।
ভীমস্য পাণ্ডুপুত্রাণাং মূর্চ্ছেব সমজায়ত ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

জঙ্ঘেতি। শুচিশুক্রয়োর্জ্যৈষ্ঠাষাঢ়য়োরাগমে। আবর্জ্জিতা নতীকৃতা লতা বৃক্ষাশ্চ যস্য তম্ ॥২॥

সমৃদ্ধানিতি। সমৃদ্ধান্ শাখাপল্লবাদিসম্পন্নান্। অবরুজ্য ভঙ্‌ক্ত্বা ॥৩॥

স ইতি। বোধিতঃ প্রতিযূথপং জ্ঞাপিতঃ। ত্রিভ্যো গণ্ডকর্ণপায়ুভ্যঃ প্রস্রুতো গলিতো মদো দানজলং যস্য স তাদৃশঃ, শুষ্মী গর্ব্বেণোষ্কতাশালী, ষষ্টিবর্ষী যুবা। স ভীমো যযৌ ॥৪॥

গচ্ছত ইতি। তার্ক্ষ্যো গরুড়ঃ মারুতো বায়ুশ্চ তয়োরিব রংহো বেগো যস্য তস্য ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তেনেতি ॥১॥ শুচিশুক্রাগমে জ্যৈষ্ঠাষাঢ়য়োঃ সন্ধিসময়ে। আবর্জ্জিতাঃ সমীকৃতা লতা বৃক্ষাশ্চ যস্মিন্ ॥২॥ অবরুজ্য ভঙ্‌ক্ত্বা ॥৩॥ রোষিতো রোষং প্রাপিতঃ, ত্রিষু গণ্ড-কর্ণমূল-গুহ্যদেশেষু প্রস্রুতো মদো যস্য সঃ, শুষ্মী তেজস্বী "শুষ্মং তেজসি সূর্য্যে না" ইতি মেদিনী।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীম পাদক্ষেপ করিয়া চলিতে থাকিলে, তাহার গুরুতর বেগে বৃক্ষ ও শাখাযুক্ত বনগুলি সঞ্চালিত হইয়া যেন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল ॥১॥

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে যেমন বায়ু বহিত হয়, সেইরূপ তাঁহার জঙ্ঘার বায়ু বহিত হইতে থাকিল; এই ভাবে তিনি পথের নিকটবর্ত্তী লতা ও বৃক্ষগুলি অবনত করিয়া চলিলেন ॥২॥

পথের নিকটবর্ত্তী শাখা, পল্লব, পুষ্প ও ফলযুক্ত বৃক্ষ এবং গুল্মসমূহকে ভগ্ন করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন ॥৩॥

যাহার গণ্ড, কর্ণ ও গুহ্যদেশ হইতে মদজল গলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ণ যুবা এবং অন্তরের তেজে গরম হস্তিরাজ যেমন অন্য হস্তীর আগমন জানিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া, বৃহৎ বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিয়া গমন করে, ভীমও সেই ভাবে গমন করিতে লাগিলেন ॥৪॥

(৪) স রোষিত ইব ক্রুদ্ধঃ···।

অসকৃচ্চাপি সন্তীর্য্য দূরপারং ভুজপ্লবৈঃ।
পথি প্রচ্ছন্নমাসেদুর্ধার্তরাষ্ট্রভয়াত্তদা ॥৬॥
কৃচ্ছ্রেণ মাতরঞ্চৈব স্বকুমারীং যশস্বিনীম্।
অবহৎ স তু পৃষ্ঠেন রোধঃসু বিষমেষু চ ॥৭॥
অগমচ্চ বনোদ্দেশমল্পমূলফলোদকম্।
ক্রূরপক্ষিমৃগং ঘোরং সায়াহ্নে ভরতর্ষভ ! ॥৮॥
ঘোরা সমভবৎ সন্ধ্যা দারুণা মৃগপক্ষিণঃ।
অপ্রকাশা দিশঃ সর্ব্বা বাতৈরাসন্ননার্ত্তবৈঃ ॥৯॥
শীর্ণপর্ণফলৈ রাজন্ ! বহুগুল্মক্ষুপৈদ্রুমৈঃ।
ভগ্নাবভুগ্নভূয়িষ্ঠৈর্নানাদ্রুমসমাকুলৈঃ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অসকৃদিতি। ভুজয়োঃ প্লবৈরুৎক্ষেপৈঃ, সন্তীর্য্য প্রাপ্য নদীরতিক্রম্য। প্রচ্ছন্নং বনাবৃতম্ ॥৬॥

কৃচ্ছ্রেণেতি। স্বকুমারীং কোমলাঙ্গীম্। রোধঃসু নদীতীরেষু, বিষমেষু উচ্চাবচস্থানেষু ॥৭॥

অগমদিতি। ক্রূরা হিংস্রাঃ পক্ষিণো মৃগাঃ পশবশ্চ যত্র তম্ ॥৮॥

ঘোরেতি। অনার্ত্তবৈঃ অনৃতুসম্ভবৈঃ অকালাগতৈরিত্যর্থঃ। বহবো গুল্মক্ষুপা গুল্মহ্রস্বশাখবৃক্ষা যেষু তৈঃ। ভগ্না অবভুগ্না অবনতাশ্চ বৃক্ষা ভূয়িষ্ঠা যেষু তৈঃ। অপ্রকাশা আসন্ ॥৯—১০॥

ভারতভাবদীপঃ

বষ্টিবর্ষীতি পূর্ণযৌবনঃ ॥৪—৫॥ দূরপারং গঙ্গাপ্রবাহম্। বনেঽপি তস্মাৎ বিভ্যতীতি ভাবঃ। ভুজপ্লবৈর্ভুজাভ্যাং প্লবনৈঃ, বহুত্বং ব্যাপারভেদাৎ ॥৬॥ রোধঃসু উচ্চভাগেষু ॥৭—৮॥

গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বেগশালী ভীমসেনের গমনের বেগে অন্যান্য পাণ্ডবদের যেন মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল ॥৫॥

পাণ্ডবেরা তখন দুর্য্যোধনের ভয়ে পথে পথে বাহু দ্বারাই বার বার অনেক নদী উত্তীর্ণ হইয়া দূরবর্ত্তী বৃক্ষ-লতাচ্ছন্ন তীর দেশ প্রাপ্ত হইলেন ॥৬॥

ভীমসেন কোমলাঙ্গী মাতা কুন্তীদেবীকে পিঠে লইয়া অতিকষ্টে নদীর তীরে এবং উঁচু-নীচু জায়গায় বহন করিয়া নিতে লাগিলেন ॥৭॥

তাহার পর, তিনি সন্ধ্যাকালে যাইয়া একটা ভয়ঙ্কর বনের নিকটে উপস্থিত হইলেন সেখানে ফল, মূল ও জল অল্প ছিল; কিন্তু হিংস্র জন্তু ও হিংস্র পক্ষী বহুতর ছিল ॥৮॥

ক্রমে ঘোর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত :হইল, ভয়ঙ্কর পশু ও পক্ষিগণ বিচরণ

তে শ্রমেণ চ কৌরব্যাস্তৃষ্ণয়া চ প্রপীড়িতাঃ।
নাশক্নুবংস্তদা গন্তুং নিদ্রয়া চ প্রবৃদ্ধয়া ॥১১॥
ন্যবিশন্ত হি তে সর্ব্বে নিরাস্বাদে মহাবনে।
ততস্তৃষ্ণাপরিক্ষামা কুন্তী পুত্রানথাব্রবীৎ ॥১২॥
মাতা সতী পাণ্ডবানাং পঞ্চানাং মধ্যতঃ স্থিতা।
তৃষ্ণয়া হি পরীতাস্মি পুত্রান্ ভৃশমথাব্রবীৎ ॥১৩॥
তচ্ছ্রুত্বা ভীমসেনস্য মাতৃস্নেহাৎ প্রজল্পিতম্।
কারুণ্যেন মনস্তপ্তং গমনায়োপচক্রমে ॥১৪॥
ততো ভীমো বনং ঘোরং প্রবিশ্য বিজনং মহৎ।
ন্যগ্রোধং বিপুলচ্ছায়ং রমণীয়ং দদর্শ হ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। কৌরব্যা ভীমেতরে পাণ্ডবাঃ। প্রবৃদ্ধয়া উৎকটয়া ॥১১॥
ন্যবিশন্তেতি। নিরাস্বাদে খাদ্যরহিতে অসুন্দরে বা। তৃষ্ণয়া পরিক্ষামা ক্ষীণস্বরা ॥১২॥
মাতেতি। পরীতা পরিব্যাপ্তকণ্ঠদেশা। ইতি পুত্রান্ ভৃশমব্রবীৎ ॥১৩॥
তদিতি। তৎ প্রজল্পিতং শ্রুত্বা। কারুণ্যেন দয়য়া। উপচক্রমে ভীমসেনঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

অনার্ত্তবৈঃ অনৃতুভবৈঃ উৎপাতরূপৈরিত্যর্থঃ ॥৯॥ গুল্মঃ স্তম্বঃ, ক্ষুপো হ্রস্বশাখো বৃক্ষঃ।

করিতে লাগিল, অকালের বায়ুর বেগে শুক্নো পাতা উড়িয়া, ফল পড়িয়া, বহুতর গুল্ম, ছোট গাছ ও বড় গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া এবং নানা গাছ ঘুরিতে থাকিয়া সকল দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল ॥৯—১০॥

তখন ভীমভিন্ন অপর পাণ্ডবগণ পরিশ্রমে, পিপাসায় এবং প্রবল নিদ্রার আবেশে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥১১॥

সুতরাং তাঁহারা সকলেই ভয়ঙ্কর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর কুন্তী তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পুত্রগণকে বলিলেন—॥১২॥

'আমি পঞ্চ পাণ্ডবের মাতা হইয়া এবং তাহাদেরই মধ্যে থাকিয়া আজ পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলাম'। এই কথা তিনি বার বার পুত্রগণকে বলিলেন ॥১৩॥

তাঁহার সেই কাতরোক্তি শুনিয়া ভীমসেনের হৃদয় মাতৃস্নেহ এবং দয়ায় আকুল হইয়া পড়িল; তাই তিনি জল আনিবার জন্য যাইবার উপক্রম করিলেন ॥১৪॥

---

(১২)…ততস্তৃষা পরিক্লান্তা…।

তত্র নিক্ষিপ্য তান্ সর্ব্বানুবাচ ভরতর্ষভঃ।
পানীয়ং মৃগয়ামীহ বিশ্রমধ্বমিতি প্রভো ! ॥১৬॥
এতে রুবন্তি মধুরং সারসা জলচারিণঃ।
ধ্রুবমত্র জলস্থানং মহচ্চেতি মতির্মম ॥১৭॥
অনুজ্ঞাতঃ স গচ্ছেতি ভ্রাত্রা জ্যেষ্ঠেন ভারত ! ।
জগাম তত্র যত্র স্ম সারসা জলচারিণঃ ॥১৮॥
স তত্র পীত্বা পানীয়ং স্নাত্বা চ ভরতর্ষভঃ।
তেষামর্থে চ জগ্রাহ ভ্রাতৃণাং ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥১৯॥
উত্তরীয়েণ পানীয়মানয়ামাস ভারত ! ।
পঙ্কজানামনেকৈশ্চ পত্রৈর্ব্বধ্বা পৃথক্ পৃথক্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ন্যগ্রোধং বটবৃক্ষম্ ॥১৫॥

তত্রেতি। তত্র ন্যগ্রোধতলে, নিক্ষিপ্য সংস্থাপ্য। ভরতর্ষভো ভীমঃ। মৃগয়ামি অন্বিষ্যামি ॥১৬॥

এত ইতি। সারসাঃ পক্ষিবিশেষাঃ। অত্র অঙ্গুল্যা নির্দ্দিষ্টে দেশে ॥১৭॥

অন্বিতি। জ্যেষ্ঠেন ভ্রাত্রা যুধিষ্ঠিরেণ। স্মেতি পাদপূরণে ॥১৮॥

স ইতি। স ভীমসেনঃ। পানীয়ং জলম্। জগ্রাহ পানীয়মেব ॥১৯॥

অথ কেন পাত্রেণ জগ্রাহেত্যাহ উত্তরীয়েণেতি। বধ্বা পুটকং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥২০॥

তাহার পর, ভীমসেন ভয়ঙ্কর, নির্জন ও বিশাল বনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিশাল-ছায়াযুক্ত সুন্দর একটা বটগাছ দেখিতে পাইলেন ॥১৫॥

তাহার নীচে সকলকে রাখিয়া বলিলেন—'আমি জলের অন্বেষণ করি; আপনারা এই খানেই বিশ্রাম করুন' ॥১৬॥

জলচারী এই সারসপক্ষিগণ মধুর রব করিতেছে; অতএব আমার মনে হয় যে, নিশ্চয়ই ঐ স্থানে বিশাল জলাশয় আছে' ॥১৭॥

'যাও, জল আনয়ন কর' যুধিষ্ঠির এইরূপ অনুমতি করিলে, যেখানে জলচারী সারসগণ রব করিতেছিল, ভীম সেই খানে গমন করিলেন ॥১৮॥

ভ্রাতৃবৎসল ভরতবংশশ্রেষ্ঠ ভীমসেন সেখানে যাইয়া, জলপান ও স্নান করিয়া, ভ্রাতাদের জন্য জল লইলেন ॥১৯॥

অনেক অনেক পদ্মপত্র দ্বারা পৃথক পৃথক পুটক বাঁধিয়া, সে পুটকগুলিকে আবার উত্তরীয়বস্ত্রে লইয়া, জল আনয়ন করিলেন ॥২০॥

---

[২০] দ্বিতীয়ার্দ্ধং কতিপয়পুস্তকে নাস্তি।

গব্যূতিমাত্রাদাগত্য ত্বরিতো মাতরং প্রতি।
শোক-দুঃখ-পরীতাত্মা নিশশ্বাসোরগো যথা ॥২১॥
স সুপ্তং মাতরং দৃষ্ট্বা ভ্রাতৄংশ্চ বসুধাতলে।
ভৃশং শোকপরীতাত্মা বিললাপ বৃকোদরঃ ॥২২॥
অতঃ কষ্টতরং কিন্নু দ্রষ্টব্যং হা ভবিষ্যতি।
যৎ পশ্যামি মহীসুপ্তান্ ভ্রাতৄনদ্য সুমন্দভাক্ ॥২৩॥
শয়নেষু পরার্দ্ধেষু যে পুরা বারণাবতে।
নাধিজগ্মুস্তদা নিদ্রাং তেঽদ্য সুপ্তা মহীতলে ॥২৪॥
স্বসারং বসুদেবস্য শত্রুসঙ্ঘাবমর্দ্দিনঃ।
কুন্তিরাজসুতাং কুন্তীং সর্ব্বলক্ষণপূজিতাম্ ॥২৫॥
স্নুষাং বিচিত্রবীর্য্যস্য ভার্য্যাং পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ।
তথৈব চাস্মজ্জননীং পুণ্ডরীকোদরপ্রভাম্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

গব্যূতীতি। গব্যূতিমাত্রাৎ ক্রোশদ্বয়পথাৎ। "গব্যূতিঃ স্ত্রী ক্রোশযুগম্" ইত্যমরঃ ॥২১॥
স ইতি। সুপ্তাং নিদ্রিতাম্। বসুধাতলে মৃত্তিকায়ামেব ॥২২॥
অত ইতি। সুমন্দং ভাগ্যং ভজত ইতি সুমন্দভাক্ ॥২৩॥
শয়নেষ্বিতি। শয়নেষু শয্যাসু, পরার্দ্ধেষু উৎকৃষ্টেষু ॥২৪॥
স্বসারমিতি। স্বসারং ভগিনীম্। সর্বৈর্লক্ষণৈশ্চিহ্নৈঃ পূজিতাং নারীষু প্রশস্তাম্।

ভারতভাবদীপঃ

অবভুগ্নো নামিতঃ ॥১০—১১॥ তৃষা তৃষ্ণয়া ॥১২—২০॥ গব্যূতিমাত্রাৎ ক্রোশদ্বয়াৎ ॥২১—২২॥

ভীমসেন এই ভাবে দুই ক্রোশপথ হইতে সত্বর মাতার নিকট আসিয়া, শোকে ও দুঃখে কাতর হইয়া, সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥২১॥

তিনি মাতাকে ও ভ্রাতৃগণকে ভূতলে নিদ্রিত দেখিয়া, শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥২২॥

'হায়! ইহা অপেক্ষা অধিক কি কষ্ট দেখা যাইতে পারে যে, অতিমন্দভাগ্য আমি আজ ভ্রাতৃগণকে ভূতলে নিদ্রিত দেখিতেছি ॥২৩॥

যাঁহারা পূর্ব্বে বারণাবতনগরে উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়াও নিদ্রা লাভ করেন নাই, তাঁহারাই আজ ভূতলে নিদ্রা যাইতেছেন ॥২৪॥

শত্রুসমূহবিজয়ী বসুদেবের ভগিনী, কুন্তিরাজের কন্যা, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না, বিচিত্রবীর্য্য রাজার পুত্রবধূ, মহাত্মা পাণ্ডু রাজার ভার্য্যা, আমাদের মাতা, পদ্ম-

[২৩]···দ্রষ্টব্যং হি ভবিষ্যতি।·· (২৫)···শত্রুসংহারমর্দ্দিনঃ···।

সুকুমারতরামেনাং মহার্হশয়নোচিতাম্।
শয়ানাং পশ্যতাদ্যেহ পৃথিব্যামতথোচিতাম্ ॥২৭॥ (বিশেষকম্)
ধর্ম্মাদিন্দ্রাচ্চ বাতাচ্চ সুষুবে যা সুতানিমান্।
সেয়ং ভূমৌ পরিশ্রান্তা শেতে প্রাসাদশায়িনী ॥২৮॥
কিন্নু দুঃখতরং শক্যং ময়া দ্রষ্টুমতঃ পরম্।
যোঽহমদ্য নরব্যাঘ্রান্ সুপ্তান্ পশ্যামি ভূতলে ॥২৯॥
ত্রিষু লোকেষু যো রাজ্যং ধর্ম্মনিত্যোঽর্হতে নৃপঃ।
সোঽয়ং ভূমৌ পরিশ্রান্তঃ শেতে প্রাকৃতবৎ কথম্ ॥৩০॥
অয়ং নীলাম্বুদশ্যামো নরেষ্বপ্রতিমোঽর্জ্জুনঃ।
শেতে প্রাকৃতবদ্ভূমৌ ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

স্নুষাং পুত্রবধূম্। পুণ্ডরীকোদরস্য পদ্মকোষস্যেব প্রভা কান্তির্যস্যাস্তাং বিশুদ্ধগৌরবর্ণামিত্যর্থঃ। মহার্হশয়নোচিতাং মহামূল্যশয্যাযোগ্যাম্। পশ্যতা ময়া সন্তপ্যত ইতি শেষঃ ॥২৫—২৭॥

ধর্ম্মাদিতি। প্রাসাদশায়িনী প্রাসাদশয়নযোগ্যা ॥২৮॥

কিন্নিতি। নরব্যাঘ্রানিমান্ পাণ্ডবান্ ॥২৯॥

ত্রিষিতি। স যুধিষ্ঠিরঃ। প্রাকৃতবৎ নীচজনবৎ কথমিতি বিষাদসূচকমব্যয়ম্ ॥৩০॥

অয়মিতি। অপ্রতিমো নিরুপমঃ, শৌর্য্যধর্ম্মাদাবিতি ভাবঃ ॥৩১॥

কোষের ন্যায় গৌরবর্ণা, অত্যন্ত কোমলাঙ্গী এবং মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিবার যোগ্যা এই কুন্তীদেবী আজ এই বনমধ্যে ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; অথ চ ইনি এইরূপ শয়ন করিবার যোগ্যা নহেন; ইঁহাকে এইরূপ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ॥২৫—২৭॥

হায়! যিনি ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র হইতে এই পুত্র তিনটী প্রসব করিয়াছেন; অট্টালিকায় শয়নযোগ্যা সেই কুন্তীদেবী পরিশ্রান্ত হইয়া এই মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥২৮॥

আমি ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি দেখিতে পারি, যে আমি আজ নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে ভূতলে শয়িত দেখিতেছি ॥২৯॥

সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ যে যুধিষ্ঠির ত্রিভুবনের রাজত্ব করিবার যোগ্য, হায়! তিনি এই পরিশ্রান্ত হইয়া সাধারণ লোকের ন্যায় ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥৩০॥

শৌর্য্য-বীর্য্যপ্রভৃতি গুণে মনুষ্যমধ্যে যাহার তুলনা নাই, সেই নীলমেঘতুল্য শ্যামবর্ণ অর্জ্জুন সাধারণ লোকের ন্যায় এই ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে; ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে ॥৩১॥

অশ্বিনাবিব দেবানাং যাবিমৌ রূপসম্পদা।
তৌ প্রাকৃতবদদ্যেমৌ প্রসুপ্তৌ ধরণীতলে ॥৩২॥
জ্ঞাতয়ো যস্য নৈব স্যুর্বিষমাঃ কুলপাংসনাঃ।
স জীবেত সুখং লোকে গ্রামদ্রুম ইবৈকজঃ ॥৩৩॥
একো বৃক্ষো হি যো গ্রামে ভবেৎ পর্ণফলান্বিতঃ।
চৈত্যো ভবতি নির্জ্ঞাতিরধ্বনীনৈশ্চ পূজিতঃ ॥৩৪॥
যেষাঞ্চ বহবঃ শূরা জ্ঞাতয়ো ধর্ম্মমাশ্রিতাঃ।
তে জীবন্তি সুখং লোকে ভবন্তি চ নিরাময়াঃ ॥৩৫॥
বলবন্তঃ সমৃদ্ধার্থা মিত্রবান্ধবনন্দনাঃ।
জীবন্ত্যন্যোন্যমাশ্রিত্য দ্রুমাঃ কাননজা ইব ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

অশ্বিনাবিতি। দেবানাং মধ্যে অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারাবিব। ইমৌ নকুলসহদেবৌ ॥৩২॥
জ্ঞাতয় ইতি। বিষমাঃ খলাঃ, কুলপাংসনাঃ কুলাঙ্গারাঃ। এক এব জাত ইত্যেকজঃ ॥৩৩॥
নম্বেকজবৃক্ষস্য কথং সুখজীবিত্বমিত্যাহ এক ইতি। চৈত্যো দেববৃক্ষঃ। নির্জ্ঞাতি-বৃক্ষান্তরসম্পর্কশূন্যঃ। অধ্বনীনৈঃ পথিকৈঃ, পূজিত আদৃতঃ, তন্মাত্রাশ্রয়ত্বাৎ ॥৩৪॥
যেষামিতি। নিরাময়া নিরাপদঃ, ধার্ম্মিকজ্ঞাতিভ্য উপদ্রবাসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥৩৫॥
বলেতি। সমৃদ্ধার্থা বহুলীভূতধনাঃ, মিত্রাণাং বান্ধবানাঞ্চ নন্দনা আনন্দকরাঃ ॥৩৬॥

ভারতভাবদীপঃ

সুমন্দভাক্ মন্দভাগ্যঃ ॥২৩—৩২॥ একজঃ এক এব জাতোঽসহায়ঃ ॥৩৩—৩৫॥ বান্ধ-

দেবগণের মধ্যে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় যাহারা সৌন্দর্য্যের গুণে সকলের লোভনীয়, সেই নকুল-সহদেব আজ সাধারণ লোকের ন্যায় এই ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥৩২॥

যাহার খলস্বভাব ও কুলদূষক জ্ঞাতি না থাকে, সে লোক জগতে একটীমাত্র (অন্য বৃক্ষের সম্পর্কশূন্য) গ্রাম্য বৃক্ষের ন্যায় সুখে জীবন যাপন করে ॥৩৩॥

গ্রামের মধ্যে পত্র ও ফলযুক্ত যে একটীমাত্র বৃক্ষ থাকে, অন্য বৃক্ষের সংস্রব-শূন্য সেই বৃক্ষটী দেববৃক্ষ বলিয়া গণ্য হয় এবং পথিকেরাও তাহার আদর করে ॥৩৪॥

আর, যাহাদের জ্ঞাতিরা বীর এবং বহুতর হইয়াও ধার্ম্মিক হয়, তাহারাও জগতে নিরুপদ্রব হয় এবং সুখে জীবন যাপন করে ॥৩৫॥

কেন না, ধনী, বলবান্ এবং মিত্র ও বন্ধুবর্গের আনন্দজনক সেই সকল

(৩৩)···গ্রামে দ্রুম ইবৈকজঃ। (৩৪)···অর্চ্চনীয়ঃ সুপূজিতঃ।

বয়স্তু ধৃতরাষ্ট্রেণ দুষ্পুত্রেণ দুরাত্মনা।
রাজ্যলুব্ধেন মূর্খেণ দুর্মন্ত্রিসহিতেন বৈ ॥৩৭॥
দুষ্টেনাধর্ম্মশীলেন স্বার্থনিষ্ঠৈকবুদ্ধিনা।
বিবাসিতা ন দগ্ধাশ্চ কথঞ্চিদ্দৈবসংশ্রয়াৎ ॥৩৮॥ (যুগ্মকম্)
তস্মান্মুক্তা বয়ং দাহাদিমং বৃক্ষমুপাশ্রিতাঃ।
কাং দিশং প্রতিপৎস্যামঃ প্রাপ্তাঃ ক্লেশমনুত্তমম্ ॥৩৯॥
সকামো ভব দুর্বুদ্ধে! ধার্ত্তরাষ্ট্রাল্পদর্শন!।
নূনং দেবাঃ প্রসন্নাস্তে নানুজ্ঞাং মে যুধিষ্ঠিরঃ ॥৪০॥
প্রয়চ্ছতি বধে তুভ্যং তেন জীবসি দুর্ম্মতে!।
ন ত্বদ্য ত্বাং সহামাত্যং সকর্ণানুজসৌবলম্ ॥৪১॥
গত্বা ক্রোধসমাবিষ্টঃ প্রেষয়িষ্যে যমক্ষয়ম্।
কিন্নু শক্যং ময়া কর্ত্তুং যত্তে ন ক্রুধ্যতে নৃপঃ ॥৪২॥
ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ পাপাচার! যুধিষ্ঠিরঃ।
এবমুক্ত্বা মহাবাহুঃ ক্রোধসন্দীপ্তমানসঃ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

বয়মিতি। স্বার্থনিষ্ঠা একা একমাত্রবিষয়গামিনী চ বুদ্ধির্যস্য তেন ॥৩৭—৩৮॥

তস্মাদিতি। প্রতিপৎস্যামো গমিষ্যামঃ। অনুত্তমমত্যন্তম্ ॥৩৯॥

সকাম ইতি। হে ধার্ত্তরাষ্ট্র! দুর্যোধন! অল্পদর্শন! অল্পজ্ঞান!। তুভ্যং তব। ন তু ন চেৎ। কর্ণো রাধেয়ঃ অনুজা দুঃশাসনাদয়ঃ সৌবলঃ শকুনিশ্চেতি তৈঃ সহেতি তম্।

জ্ঞাতি বন্ধু বৃক্ষের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করে ॥৩৬॥

কিন্তু দুষ্টপুত্রবেষ্টিত, দুরাত্মা, রাজ্যলোভী, মূর্খ, দুষ্ট-মন্ত্রি-সমন্বিত, খলপ্রকৃতি, পাপিষ্ঠ, স্বার্থপরায়ণ এবং একগোঁয়েবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র বেটা আমাদিগকে নির্ব্বাসন করিয়া দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু একটু দৈবের অবলম্বনে আমরা দগ্ধ হই নাই ॥৩৭—৩৮॥

আমরা সেই দাহভয় হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়া, এই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছি, এখন কোন্ দিক্ যাই, এখানে ত অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি ॥৩৯॥

হে দুর্বুদ্ধি! অল্পজ্ঞ! দুর্য্যোধন! তোর অভিলাষ এখন পূর্ণ হউক। নিশ্চয়ই দেবতারা তোর প্রতি প্রসন্ন আছেন; সেই জন্যই যুধিষ্ঠির তোকে বধ

(৩৭) দ্বিতীয়ার্দ্ধং কুত্রচিন্নাস্তি। (৩৮)… ন দগ্ধাশ্চ ক্ষত্তুর্বুদ্ধিপরাক্রমাৎ।
(৪১) নত্বদ্য সসুতামাত্যম্…।

করং করেণ নিষ্পিষ্য নিশ্বসন্ দীর্ঘমাতুরঃ।
পুনর্দীনমনা ভূত্বা শান্তার্চ্চিরিব পাবকঃ ॥৪৪॥
ভ্রাতৄন্ মহীতলে সুপ্তানবৈক্ষত বৃকোদরঃ।
বিশ্বস্তানিব সংবিষ্টান্ পৃথগ্জনসমানিব ॥৪৫॥ (কুলকম্)
নাতিদূরেণ নগরং বনাদস্মাদ্ধি লক্ষয়ে।
জাগর্ত্তব্যে স্বপন্তীমে হন্ত জাগর্ম্ম্যহং স্বয়ম্ ॥৪৬॥
পাস্যন্তীমে জলং পশ্চাৎ প্রতিবুদ্ধা জিতক্লমাঃ।
ইতি ভীমো ব্যবস্যৈব জজাগার স্বয়ং তদা ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি জতুগৃহে ভীমজলাহরণং নাম পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

যমক্ষয়ং যমালয়ম্। হে পাপাচারেতি দুর্য্যোধনসম্বোধনম্। ক্রোধেন সন্দীপ্তমুত্তেজিতং মানসং মনো যস্য সঃ। আতুরো দুঃখার্ত্তঃ। শান্তার্চ্চির্নিবৃত্তজ্বালঃ। সংবিষ্টান্ নিদ্রিতান্, পৃথগ্জনসমান্ নীচলোকতুল্যান্। ইব সম্ভাবনায়াম্ ॥৪০—৪৫॥

ভারতভাবদীপঃ

বানাং নন্দনাঃ সুখদাঃ ॥৩৬—৪০॥ ভুভাং ব ॥৪১—৪৫॥ লক্ষয়ে যামিকানামাক্রোশাদিনা। ॥৪৬—৪৭॥
ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৫॥

করিবার জন্য আমাকে অনুমতি দিতেছেন না; তাহাতেই তুই বাঁচিয়া রহিতেছিস্। না হইলে, আমি আজই ক্রুদ্ধ হইয়া যাইয়া মন্ত্রিগণ, কর্ণ, কনিষ্ঠভ্রাতৃগণ ও শকুনির সহিত তোকে যমালয়ে পাঠাইতাম। কিন্তু পাপিষ্ঠ! তোর প্রতি ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরই যখন ক্রুদ্ধ হইতেছেন না, তখন আমি কি করিতে পারি?। এইরূপ বলিয়া মহাবাহু ভীমসেন ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া, হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া, দুঃখে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, আবার শিখা নিবৃত্তি পাইলে অগ্নির ন্যায় শান্ত হইয়া, সাধারণ ব্যক্তিদের ন্যায় আশ্বস্ত হইয়াই যেন ভূতলে নিদ্রিত ভ্রাতাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন (এবং মনে মনে বলিতে থাকিলেন—) ॥৪০—৪৫॥

এই বন হইতে অনতিদূরে একটা নগর দেখিতেছি। সে যাহা হউক, আমি জাগিয়া থাকিব বলিয়াই ইঁহারা নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতেছেন; ভাল, আমিই জাগিয়া থাকি ॥৪৬॥

---

(৪৪)…নিঃশ্বসন্ দীনমানসঃ…। * '…একোনপঞ্চাশদধিকঃ…' 'একপঞ্চাশদধিকঃ…' '…ত্রিষষ্ট্যধিকঃ…' ইতি পাঠভেদাঃ।

(৯। হিড়িম্ববধপর্ব।)

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

———:*:———

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত্র তেষু শয়ানেষু হিড়িম্বো নাম রাক্ষসঃ।
অবিদূরে বনাত্তস্মাচ্ছালবৃক্ষং সমাশ্রিতঃ ॥১॥
ক্রূরো মানুষমাংসাদো মহাবীর্য্যপরাক্রমঃ।
প্রাবৃড়্‌জলধরশ্যামঃ পিঙ্গাক্ষো দারুণাকৃতিঃ ॥২॥
দংষ্ট্রাকরালবদনঃ পিশিতেপ্সুঃ ক্ষুধার্দ্দিতঃ।
লম্বস্ফিগ্‌লম্বজঠরো রক্তশ্মশ্রুশিরোরুহঃ ॥৩॥
মহাবৃক্ষগলস্কন্ধঃ শঙ্কুকর্ণো বিভীষণঃ।
যদৃচ্ছয়া তানপশ্যৎ পাণ্ডুপুত্রান্ মহারথান্ ॥৪॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

পান্থস্তীতি। প্রতিবুদ্ধা জাগরিতাঃ। ব্যবস্য মনসা নির্দ্ধার্য্য ॥৪৭॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি জতুগৃহে পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:*:———

তত্রেতি। অবিদূরে অনতিদূরে। সমাশ্রিত আসীৎ ॥১॥

হিড়িম্বমেব বর্ণয়তি ক্রূর ইতি। ক্রূরো হিংস্রঃ, মানুষমাংসমত্তি ভক্ষয়তীতি মানুষ-মাংসাদঃ। দংষ্ট্রাভির্দন্তৈঃ করালং ভয়ঙ্করং বদনং যস্য সঃ। পিশিতেপ্সুর্মাংসভোজনেচ্ছুঃ। লম্বস্ফিগ্‌ দীর্ঘোরুমূলঃ। মহাবৃক্ষ ইব গলস্কন্ধৌ যস্য সঃ। যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া ॥২—৪॥

পরে, ইঁহারা জাগিয়া জল পান করিবেন এবং শ্রান্তি দূর করিবেন'। ভীম মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তখন নিজে জাগিয়া রহিলেন ॥৪৭॥

——:⊙:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি যখন নিদ্রা যাইতেছিলেন, তখন সেই বনে অনতিদূরে 'হিড়িম্ব' নামে একটা রাক্ষস একটা শাল বৃক্ষের উপরে ছিল ॥১॥

সে হিংস্রস্বভাব, মানুষমাংসভোজী, অত্যন্ত বল ও পরাক্রমশালী, বর্ষা-কালের মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পিঙ্গলনয়ন, ক্ষুধার্ত্ত, মাংসার্থী এবং ভীষণাকৃতি ছিল; তাহার মুখ খানা দন্তসমূহে ভয়ঙ্কর ছিল, পিছনের অংশ ও উদর লম্বা ছিল, চুল ও দাঁড়িগুলি রক্তবর্ণ ছিল, গলদেশ ও স্কন্ধদেশ বিশাল বৃক্ষের ন্যায়

বিরূপরূপঃ পিঙ্গাক্ষঃ করালো ঘোরদর্শনঃ।
পিশিতেপ্সুঃ ক্ষুধার্ত্তশ্চ তানপশ্যদ্‌যদৃচ্ছয়া ॥৫॥
ঊর্দ্ধাঙ্গুলিঃ স কণ্ডূয়ন্ ধুন্বন্ রূক্ষান্ শিরোরুহান্।
জৃম্ভমাণো মহাবক্ত্রঃ পুনঃ পুনরবেক্ষ্য চ ॥৬॥
হৃষ্টো মানুষমাংসস্য মহাকায়ো মহাবলঃ।
আঘ্রায় মানুষং গন্ধং ভগিনীমিদমব্রবীৎ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
উপপন্নং চিরস্যাদ্য ভক্ষ্যং মম মনঃপ্রিয়ম্।
জিঘ্রতঃ প্রস্রুতা স্নেহাজ্জিহ্বা পর্য্যেতি মে মুখাৎ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

উক্তপ্রায়মেবার্থং পুনরাহ বিরূপেতি। বিরূপরূপো বিকৃতাকৃতিঃ ॥৫॥

ঊর্দ্ধেতি। ঊর্দ্ধাঙ্গুলিঃ কণ্ডূয়নার্থমেব উন্নমিতাঙ্গুলিঃ। ধুন্বন্ কণ্ডূয়নেনৈব মস্তকং কম্পয়ন্। শিরোরুহান্ কেশান্। জৃম্ভমাণো মুখং ব্যাদদানঃ। মানুষমাংসস্য দর্শনাদেব হৃষ্টঃ ॥৬—৭॥

উপেতি। উপপন্নমুপস্থিতম্। জিঘ্রতো মানুষগন্ধম্। প্রস্রুতা জলক্ষারিণী। পর্য্যেতি নির্গচ্ছতি ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তত্রেতি ॥১—২॥ পিশিতেপ্সঃ মাংসার্থী। স্ফীক্ জঙ্ঘামূলম্ ॥৩—৭॥ পর্য্যেতি মানুষ-

---

উচ্চ ছিল এবং কর্ণযুগল পেরেকের ন্যায় ক্রমিক সরু ছিল। সেই ভীষণাকৃতি রাক্ষস ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই মহারথ পাণ্ডবগণকে দেখিতে পাইল ॥২—৪॥

বিকৃতাকৃতি, পিঙ্গলনেত্র, মাংসার্থী ও ক্ষুধার্ত্ত সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষস ঈশ্বরেচ্ছা-বশতই তাঁহাদিগকে দেখিয়াছিল ॥৫॥

তখন সেই বিশালদেহ, অত্যন্ত বলবান্ ও ভীষণবদন রাক্ষস মানুষের গন্ধ পাইয়া, তাহার মাংস ভক্ষণ করার সম্ভব হওয়ায় আনন্দিত হইয়া, হাত দু'খানা উঁচু করিয়া, রূক্ষ চুলগুলিকে চুলকাইতে থাকিয়া, মাথা কাঁপাইয়া বার বার পাণ্ডবগণকে দেখিয়া, এবং হাঁ করিয়া, ভগিনী হিড়িম্বাকে এই কথা বলিল ॥৬—৭॥

'বহুকালের পর আজ আমার মনের প্রীতিজনক খাদ্য উপস্থিত হইয়াছে; মানুষের গন্ধ পাওয়ায় তাহার লোভে আমার জিহ্বা হইতে জল পড়িতেছে এবং সে জিহ্বা মুখ হইতে বাহির হইতেছে ॥৮॥

---

(৮) উপপন্নশ্চিরস্যাদ্য ভক্ষ্যোঽয়ং মম সুপ্রিয়ঃ। স্নেহস্রবান্ প্রস্রবতি জিহ্বা পর্য্যেতি মে সৃক্কম্।

অষ্টৌ দংষ্ট্রাঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রাশ্চিরস্যাপাতদুঃসহাঃ।
দেহেষু মজ্জয়িষ্যামি স্নিগ্ধেষু পিশিতেষু চ ॥৯॥
আক্রম্য মানুষং কণ্ঠমাচ্ছিদ্য ধমনীমপি।
উষ্ণং নবং প্রপাস্যামি ফেনিলং রুধিরং বহু ॥১০॥
গচ্ছ জানীহি কে ত্বেতে শেরতে বনমাশ্রিতাঃ।
মানুষ্যো বলবান্ গন্ধো ঘ্রাণং তর্পয়তীব মে ॥১১॥
হত্বৈতান্ মানুষান্ সর্বানানয়স্ব মমান্তিকম্।
অস্মদ্বিষয়সুপ্তেভ্যো নৈতেভ্যো ভয়মস্তি তে ॥১২॥
এষামুৎকৃত্য মাংসানি মানুষাণাং যথেষ্টতঃ।
ভক্ষয়িষ্যাব সহিতৌ কুরু তূর্ণং বচো মম ॥১৩॥
ভক্ষয়িত্বা চ মাংসানি মানুষাণাং প্রকামতঃ।
নৃত্যাবঃ সহিতাবাবাং দত্তালাবনেকশঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

অষ্টাবিতি। চিরস্য বহুকালাৎ পরম্। আপাতে প্রথমপাতসময়ে দুঃসহাঃ ॥৯॥
আক্রম্যেতি। ধমনীং শিরাম্। ফেনিলং ফেনযুক্তম্। বহু প্রচুরম্ ॥১০॥
গচ্ছেতি। মানুষ্যো মনুষ্যসম্বন্ধী। ঘ্রাণং নাসিকাম্ ॥১১॥
হত্বেতি। অস্মাকমেব বিষয়ে দেশে অস্মিন্ বনে সুপ্তেভ্যঃ ॥১২॥
এষামিতি। উৎকৃত্য নখৈশ্ছিত্ত্বা। সহিতৌ মিলিতৌ সন্তাবাবাম্ ॥১৩॥

প্রথম স্পর্শের সময়ে দুঃসহ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণাগ্র আটটা দাঁতকে আজ বহুকালের পর মানুষের শরীরে এবং তাহার স্নিগ্ধ মাংসের ভিতরে প্রবেশ করাইব ॥৯॥

মানুষের কণ্ঠ আক্রমণপূর্ব্বক তাহার শিরা ছেদন করিয়া, আজ উষ্ণ, নূতন এবং ফেনযুক্ত প্রচুর রক্ত পান করিব ॥১০॥

হিড়িম্বা! তুই যা, যাইয়া জান যে, উহারা কে এই বনের ভিতরে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এই প্রবল মানুষের গন্ধ আমার নাসিকার অত্যন্ত তৃপ্তি জন্মাইতেছে ॥১১॥

তুই এই সব কয়টী মানুষকে মেরে আমার কাছে নিয়ে আয়। এরা আমাদের জায়গায়ই শুয়ে রয়েছে; সুতরাং তোর কোন ভয় নেই ॥১২॥

আজ তুই আর আমি মিলিত হইয়া ইচ্ছা অনুসারে এই মানুষ কয়টীর মাংস কাটিয়া খাইব; সুতরাং তুই সত্বর আমার আদেশ পালন কর্ ॥১৩॥

(১১)··কে ত্বেতে···।

এবমুক্তা হিড়িম্বা তু হিড়িম্বেন তদা বনে।
ভ্রাতুর্ব্বচনমাজ্ঞায় ত্বরমাণেব রাক্ষসী ॥১৫॥
আপ্লুত্যাপ্লুত্য চ তরূনগচ্ছৎ পাণ্ডবান্ প্রতি।
জগাম তত্র যত্র স্ম শেরতে পাণ্ডবা বনে ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
দদর্শ তত্র সা গত্বা পাণ্ডবান্ পৃথয়া সহ।
শয়ানান্ ভীমসেনঞ্চ জাগ্রতং ত্বপরাজিতম্ ॥১৭॥
দৃষ্ট্বৈব ভীমসেনং সা শালপোতমিবোদ্গতম্।
রাক্ষসী কাময়ামাস রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ॥১৮॥
অয়ং শ্যামো মহাবাহুঃ সিংহস্কন্ধো মহাদ্যুতিঃ।
কম্বুগ্রীবঃ পুষ্করাক্ষো ভর্ত্তা যুক্তো ভবেন্মম ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

ভক্ষয়িষ্যেতি। প্রকামতঃ পর্য্যাপ্তভোজনেন। সহিতৌ মিলিতৌ। অনেকশো বহুবারান্ ॥১৪॥

এবমিতি। আজ্ঞায় অঙ্গীকৃত্য। আপ্লুত্যাপ্লুত্য উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য ॥১৫—১৬॥

দদর্শেতি। পৃথয়া কুন্ত্যা। অপরাজিতং বলিষ্ঠকায়ত্বাদনিদ্রাদিতি ভাবঃ ॥১৭॥

দৃষ্টেতি। শালস্য তদাখ্যস্য বৃক্ষস্য পোতং শাবকমিব, উদ্গতমুন্নতম্ ॥১৮॥

অয়মিতি। শ্যামঃ প্রয়াগবট ইব দীর্ঘঃ স্থূলশ্চ, "শ্যামো বটে প্রয়াগস্য" ইত্যাদি মেদিনী। ন পুনঃ শ্যামবর্ণঃ, গৌরবর্ণস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ। পুষ্করে পদ্মে ইব অক্ষিণী যস্য সঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

মাংসস্য লাভং সূচয়ন্তী চলতীব ॥৮—৯॥ ধমনীং নাড়ীম্ ॥১০—১৭॥ শালপোতমিব শালা-

তুই আর আমি মিলিয়া, প্রচুর পরিমাণে মানুষের মাংস খাইয়া, হাতে তাল দিয়া দিয়া বহুতর নৃত্য করিব ॥১৪॥

তখন বনের ভিতরে হিড়িম্ব রাক্ষস এইরূপ বলিলে, হিড়িম্বা রাক্ষসী, ভ্রাতার কথা স্বীকার করিয়া, সত্বর গাছের উপর দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া পাণ্ডবগণের নিকট যাইতে লাগিল, ক্রমে তাঁহারা যেখানে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই খানে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥১৫—১৬॥

হিড়িম্বা সেখানে যাইয়া দেখিল—কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণ ঘুমাইতেছেন, আর বলিষ্ঠদেহ ভীম জাগিয়া রহিয়াছেন ॥১৭॥

তখন তরুণ শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত এবং জগতে অতুলনীয় সুন্দর ভীমসেনকে দেখিয়াই হিড়িম্বা কামাতুর হইয়া পড়িল এবং ভাবিল—॥১৮॥

এই পুরুষটীর আকৃতি প্রয়াগের বটবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ ও স্থূল, সিংহের ন্যায় স্কন্ধ, কান্তি উজ্জ্বল, শঙ্খের ন্যায় গ্রীবা এবং পদ্মের ন্যায় নয়ন, সুতরাং এই বলিষ্ঠ পুরুষই আমার উপযুক্ত পতি হইবেন ॥১৯॥

নাহং ভ্রাতুর্ব্বচো জাতু কুর্য্যাং ক্রূরোপসংহিতম্ ।
পতিস্নেহোঽতিবলবান্ তথা ন ভ্রাতৃসৌহৃদম্ ॥২০॥
মুহূর্ত্তমেব তৃপ্তিশ্চ ভবেদ্‌ভ্রাতুর্মমৈব চ ।
হতৈরেতৈরহত্বা তু মোদিষ্যে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥২১॥
সা কামরূপিণী রূপং কৃত্বা মানুষমুত্তমম্ ।
উপতস্থে মহাবাহুং ভীমসেনং শনৈঃ শনৈঃ ॥২২॥
বিলজ্জমানেব নতা দিব্যাভরণভূষিতা ।
স্মিতপূর্বমিদং বাক্যং ভীমসেনমথাব্রবীৎ ॥২৩॥
কুতস্ত্বমসি সম্প্রাপ্তঃ কশ্চাসি পুরুষর্ষভ ! ।
ক ইমে শেরতে চেহ পুরুষা দেবরূপিণঃ ॥২৪॥
কেয়ং বৈ বৃহতী শ্যামা সুকুমারী তবানঘ ! ।
শেতে বনমিদং প্রাপ্য বিশ্বস্তা স্বগৃহে যথা ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। ক্রূরোপসংহিতং হিংস্রস্বভাবপ্রযুক্তম্, বচো হত্যাদেশবাক্যম্ ॥২০॥
মুহূর্ত্তমিতি। শাশ্বতীঃ সমা অনেকান্ বৎসরান্ ॥২১॥
সেতি। কামরূপিণী ইচ্ছানুসারেণ রূপধারণক্ষমা। উপতস্থে উপজগাম ॥২২॥
বিলজ্জমানেতি। নতা অবনতপূর্ব্বকায়া ॥২৩॥
কুত ইতি। সম্প্রাপ্ত আগতঃ। শেরতে স্বপন্তি ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্ষুরমিব ॥১৮॥ শ্যামস্তরুণঃ, অগ্রে নবহেমাভমিতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥১৯॥ ক্রূরোপসংহিতং

অতএব ভ্রাতার হিংস্রস্বভাবপ্রযুক্ত আদেশবাক্য আমি কখনও পালন করিব না। কারণ, পতিস্নেহ যত প্রবল, ভ্রাতার সৌহার্দ্দ তত প্রবল নহে ॥২০॥

ইহাদিগকে বধ করিয়া ভক্ষণ করিলে, আমার ও ভ্রাতার একটু কালমাত্র তৃপ্তি হইবে। সুতরাং বধ না করিয়া আমি অনেক কাল আমোদ করিব ॥২১॥

এইরূপ ভাবিয়া কামরূপিণী হিড়িম্বা উত্তম মানুষীরূপ ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে মহাবাহু ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল ॥২২॥

তৎপরে, দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হিড়িম্বা লজ্জাবশতই যেন অবনত হইয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, ভীমসেনকে এই কথা বলিল—॥২৩॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি কে? কোথা হইতেই বা আসিয়াছেন? দেবতার ন্যায় রূপবান্ এই পুরুষ কয়টীই বা কাঁহারা এখানে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন? ॥২৪॥

নেদং জানাতি গহনং বনং রাক্ষসসেবিতম্।
বসতি হ্যত্র পাপাত্মা হিড়িম্বো নাম রাক্ষসঃ ॥২৬॥
তেনাহং প্রেষিতা ভ্রাত্রা দুষ্টভাবেন রক্ষসা।
বিভক্ষয়িষ্যতা মাংসং যুষ্মাকমমরোপমাঃ! ॥২৭॥
সাহং ত্বামভিসম্প্রেক্ষ্য দেবগর্ভসমপ্রভম্।
নান্যং ভর্ত্তারমিচ্ছামি সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে ॥২৮॥
এতদ্বিজ্ঞায় ধর্ম্মজ্ঞ! যুক্তং ময়ি সমাচর।
কামোপহতচিত্তাঙ্গীং ভজমানাং ভজস্ব মাম্ ॥২৯॥
ত্রাস্যামি ত্বাং মহাবাহো! রাক্ষসাৎ পুরুষাদকাৎ।
বৎস্যাবো গিরিদুর্গেষু ভর্ত্তা ভব মমানঘ! ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

কেতি। বৃহতী মহতী, "শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা স্ত্রী শ্যামেতি কথ্যতে॥" ইতি পরিভাবিতরূপা শ্যামা। সুকুমারী কোমলা ॥২৫॥

নেতি। ন জানাতি ইয়মিতি পূর্বানুকর্ষঃ। গহনং নিবিড়ম্ ॥২৬॥

তেনেতি। হে অমরোপমাঃ! দুষ্টভাবেন হিংসাভিপ্রায়েণ ॥২৭॥

সেতি। দেবগর্ভসমপ্রভং দেবপুত্রতুল্যম্ ॥২৮॥

এতদিতি। যুক্তম্ উচিতম্। তত্তাবৎ কিমিত্যাহ কামোপহতচিত্তাঙ্গীমিতি ॥২৯॥

ত্রাস্যামীতি। ত্রাস্যামি রক্ষিষ্যামি। পুরুষাদকাৎ মানুষখাদকাৎ। বৎস্যাব আবাম্ ॥৩০॥

হে সুন্দর! তপ্তকাঞ্চনবর্ণা এবং অত্যন্ত কোমলাঙ্গী এই মহিলাটীই বা আপনার কে হন? ইনি এই বনে আসিয়া আপন গৃহে যেমন শয়ন করে, সেইরূপ নিরুদ্বেগেই শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥২৫॥

এই নিবিড় বন যে রাক্ষসসেবিত, ইহা ইনি জানেন না। এই বনে পাপাত্মা হিড়িম্ব রাক্ষস বাস করে ॥২৬॥

হে দেবতুল্য মনুষ্যগণ! আপনাদের মাংস খাইবে বলিয়া, আমার ভ্রাতা দুরভিসন্ধিসম্পন্ন সেই রাক্ষসই আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে ॥২৭॥

সেই আমি কিন্তু আপনাকে দেবপুত্রের মত দেখিয়া, অন্য পুরুষকে পতি করিতে ইচ্ছা করি না; ইহা আপনার নিকট সত্য বলিতেছি ॥২৮॥

হে ধর্ম্মজ্ঞ! ইহা জানিয়া আমার বিষয়ে যাহা উপযুক্ত হয়, তাহা করুন। কাম আমার মন ও অঙ্গগুলিকে নিপীড়িত করিতেছে; তাই আমি আপনার আশ্রয় লইতেছি, আপনিও আমাকে গ্রহণ করুন ॥২৯॥

---

(২৬)···বিভক্ষয়িষতা মাংসম্···।

অন্তরীক্ষচরী হ্যস্মি কামতো বিচরামি চ।
অতুলামাপ্নুহি প্রীতিং তত্র তত্র ময়া সহ ॥৩১॥
ভীমসেন উবাচ।
মাতরং ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং কনিষ্ঠানপরানপি।
পরিত্যজেত কো ন্বদ্য প্রভবন্নিহ রাক্ষসি ! ॥৩২॥
কো হি সুপ্তানিমান্ ভ্রাতৄন্ দত্ত্বা রাক্ষসভোজনম্।
মাতরঞ্চ নরো গচ্ছেৎ কামার্ত্ত ইব মদ্বিধঃ ॥৩৩॥
রাক্ষস্যুবাচ।
যত্তে প্রিয়ং তৎ করিষ্যে সর্বানেতান্ প্রবোধয়।
মোক্ষয়িষ্যাম্যহং কামং রাক্ষসাৎ পুরুষাদকাৎ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

অন্তরীক্ষচরীতি। অতএব কামত ইচ্ছানুসারেণ বিচরামি ॥৩১॥

হিড়িম্বাজিজ্ঞাসিতান্ পুরুষান্ স্বিয়ঞ্চ বিজ্ঞাপয়ন্ স্থানান্তরগমনানিচ্ছাং দ্যোতয়তি মাতরমিতি। প্রভবন্ আত্মানমন্যাংশ্চ রক্ষিতুং শক্নুবন্। রাক্ষসীতি সম্বোধনেনানধিকা রুচিঃ সূচিতা ॥৩২॥

ক ইতি। রাক্ষসভোজনং সম্পাদয়িতুম্। কামার্ত্ত ইবেত্যনেনাত্মনোঽকামুকত্বং ধ্বনিতম্ ॥৩৩॥

ভীমসূচিতং সর্ব্বেষাং রক্ষণং স্বয়মপি সূচয়তি যদিতি। তৎ সর্বেষামেব রক্ষণম্ ॥৩৪॥

হে বলিষ্ঠ পুরুষ! নরখাদক রাক্ষস হইতে আমিই আপনাকে রক্ষা করিব; আমরা পর্ব্বতের দুর্গমস্থানে যাইয়া বাস করিব; আপনি আমার পতি হউন ॥৩০॥

আমি আকাশচারিণী; সুতরাং আমি ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারি। অতএব আপনি আমার সহিত সেই সেই স্থানে যাইয়া অতুল আনন্দ লাভ করুন ॥৩১॥

ভীমসেন বলিলেন—'রাক্ষসি! আপনাকে এবং অন্যকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াও কোন্ ব্যক্তি মাতাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এবং অপর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে? ॥৩২॥

আমার মত কোন্ লোক কামার্ত্তের ন্যায় হইয়া, নিদ্রিত মাতাকে এবং এই সকল ভ্রাতাকে রাক্ষসের ভোজনের জন্য সমর্পণ করিয়া চলিয়া যায়?' ॥৩৩॥

হিড়িম্বা বলিল—'আপনার যাহা প্রিয়, আমি তাহাই করিব; আপনি

---

(৩২)…জ্যেষ্ঠং সুখসুপ্তান্ কথন্বিমান্। · প্রভবন্নিব রাক্ষসি!।

ভীমসেন উবাচ।

সুখসুপ্তান্ বনে ভ্রাতৄন্ মাতরঞ্চৈব রাক্ষসি !।
ন ভয়াদ্বোধয়িষ্যামি ভ্রাতুস্তব দুরাত্মনঃ ॥৩৫॥
নহি মে রাক্ষসা ভীরু ! সোঢ়ুং শক্তাঃ পরাক্রমম্।
ন মনুষ্যা ন গন্ধর্ব্বা ন যক্ষাশ্চারুলোচনে ! ॥৩৬॥
গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা ভদ্রে ! যদ্বাপীচ্ছসি তৎ কুরু।
তং বা প্রেষয় তন্বঙ্গি ! ভ্রাতরং পুরুষাদকম্ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি হৈড়িম্বে ভীমহিড়িম্বাসংবাদো নাম ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

সুখেতি। তব দুরাত্মনো ভ্রাতুর্ভয়াদিতি সম্বন্ধঃ ॥৩৫॥

অথ তর্হি মদ্ভ্রাতৈবাগত্য যদি যুষ্মান্ হন্যাদিত্যাহ নহীতি। হে ভীরু! ভ্রাতৃভয়শীলে ! ॥৩৬॥

গচ্ছেতি। দ্বিতীয়ার্দ্ধেনাত্মনো রাক্ষসনিবর্ত্তিত্বং সূচিতম্ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি হৈড়িম্বে ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

হিংসাযুক্তম্ ॥২০—২৬॥ বিভক্ষয়িষতা ভক্ষয়িতুমিচ্ছতা ॥২৭—৩ ॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৬॥

ইঁহাদের সকলকেই জাগরিত করুন; আমি মানুষভোজী রাক্ষস হইতে সম্পূর্ণরূপে আপনাদের সকলকেই মুক্ত করিব' ॥৩৪॥

ভীমসেন বলিলেন—'রাক্ষসি ! আমি তোমার দুরাত্মা ভ্রাতার ভয়ে এই বনের ভিতরে সুখে নিদ্রিত মাতাকে এবং ভ্রাতৃগণকে জাগাইতে পারিব না ॥৩৫॥

হে ভয়শীলে ! সুন্দরনয়নে ! রাক্ষসেরা আমার পরাক্রম সহ্য করিতে পারিবে না; কিংবা মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, বা যক্ষেরাও নহে ॥৩৬॥

অতএব হে ভদ্রে ! কৃশাঙ্গি ! তুমি যাও বা থাক, কিংবা যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই কর; অথবা তোমার সেই মানুষভোজী ভাইকেই এখানে পাঠাইয়া দাও' ॥৩৭॥

---

* '…পঞ্চাশদধিকঃ…' '…দ্বিপঞ্চাশদধিকঃ…' '…চতুঃষষ্ট্যধিকঃ…' ইতি পাঠভেদাঃ।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

———:*:———

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তাং বিদিত্বা চিরগতাং হিড়িম্বো রাক্ষসেশ্বরঃ।
অবতীর্য্য দ্রুমাত্তস্মাদাজগামাশু পাণ্ডবান্ ॥১॥
লোহিতাক্ষো মহাবাহুরূর্দ্ধকেশো মহাননঃ।
মেঘসংঘাতবর্ষ্মা চ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো ভয়ানকঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
তমাপতন্তং দৃষ্ট্বৈব তথা বিকৃতদর্শনম্।
হিড়িম্বোবাচ বিত্রস্তা ভীমসেনমিদং বচঃ ॥৩॥
আপতত্যেষ দুষ্টাত্মা সংক্রুদ্ধঃ পুরুষাদকঃ।
সাহং ত্বাং ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং যদ্‌ব্রবীমি তথা কুরু ॥৪॥
অহং কামগমা বীর! রক্ষোবলসমন্বিতা।
আরুহেমাং মম শ্রোণিং নেষ্যামি ত্বাং বিহায়সা ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি। তাং হিড়িম্বাম্। আশু দ্রুতম্। মহাননো বিশালবদনঃ। মেঘানাং সংঘাতঃ সমূহ ইব বর্ষ্ম শরীরং যস্য সঃ। "শরীরং বর্ষ্ম বিগ্রহঃ" ইত্যমরঃ ॥১—২॥

তমিতি। আপতন্তম্ আগচ্ছন্তম্। বিকৃতদর্শনং ভীষণাকৃতিম্। বিত্রস্তা অতীবভীতা ॥৩॥

আপততীতি। আপততি আগচ্ছতি। পুরুষাদকো মানুষভক্ষকো রাক্ষসঃ ॥৪॥

অহমিতি। কামগমা ইচ্ছানুসারেণ গমনসমর্থা, রক্ষসো রাক্ষসস্য বলেন সমন্বিতা, শ্রোণিং নিতম্বদেশম্। বিহায়সা আকাশমার্গেণ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হিড়িম্বা বহুকাল গিয়াছে জানিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হিড়িম্ব সেই বৃক্ষ হইতে নামিয়া দ্রুতবেগে পাণ্ডবগণের দিকে আসিতে লাগিল। তাহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ, বাহুযুগল বিশাল, চুলগুলি উঁচু উঁচু, মুখখানা বৃহৎ, শরীরটা মেঘসমূহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং দাঁতগুলি সুতীক্ষ্ণ; সুতরাং অতিভয়ঙ্কর আকৃতি ছিল ॥১—২॥

সেইরূপ বিকৃতমূর্ত্তি হিড়িম্ব আসিতেছে দেখিয়াই হিড়িম্বা অত্যন্তভীত হইয়া ভীমসেনকে এই কথা বলিল—॥৩॥

"নরভক্ষক দুরাত্মা হিড়িম্ব ক্রুদ্ধ হইয়া এই আসিতেছে। অতএব ভ্রাতাদের সহিত আপনাকে আমি যাহা বলি, আপনি তাহা করুন ॥৪॥

হে বীর! আমি ইচ্ছানুসারে গমন করিতে সমর্থ এবং রাক্ষসের বলই

প্রবোধয়ৈতান্ সংসুপ্তান্ মাতরঞ্চ পরন্তপ!।
সর্ব্বানেব গমিষ্যামি গৃহীত্বা বো বিহায়সা ॥৬॥

ভীমসেন উবাচ।

মা ভৈস্ত্বং বিপুলশ্রোণি! নৈব কশ্চিন্ময়ি স্থিতে।
হিংসিতুং শক্নুয়াদ্রক্ষ ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥৭॥
অহমেনং হনিষ্যামি প্রেক্ষন্ত্যাস্তে সুমধ্যমে!।
নায়ং প্রতিবলো ভীরু! রাক্ষসাপসদো মম।
সোঢ়ুং যদি পরিস্পন্দমথবা সর্ব্বরাক্ষসাঃ ॥৮॥
পশ্য বাহূ সুবৃত্তৌ মে হস্তিহস্তনিভাবিমৌ।
ঊরূ পরিঘসঙ্কাশৌ সংহতঞ্চাপ্যুরো মহৎ ॥৯॥
বিক্রমং মে যথেন্দ্রস্য সাদ্য দ্রক্ষ্যসি শোভনে!।
মাবমংস্থাঃ পৃথুশ্রোণি! মত্বা মামিহ মানুষম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

পক্ষান্তরমাহ প্রবোধয়েতি। সংসুপ্তান্ নিদ্রিতান্। বো যুষ্মান্ ॥৬॥

মেতি। মা ভৈর্ন ভয়ং কুরু। হে বিপুলশ্রোণি! বিশালনিতম্বে!। রক্ষো রাক্ষসঃ ॥৭॥

অহমিতি। প্রেক্ষন্ত্যাঃ প্রেক্ষমাণায়াঃ। প্রতিবলস্তুল্যবলঃ প্রতিপক্ষঃ। পরিস্পন্দং হস্তপদাদিসঞ্চালনব্যাপারং মম মুষ্টিপ্রহারাদিকমিত্যর্থঃ, সোঢ়ুং যদি শক্নুয়ুরিতি শেষঃ। ষট্পদমিদং পদ্যম্ ॥৮॥

পশ্যেতি। সুবৃত্তৌ সুগোলৌ, হস্তিনো হস্তনিভৌ শুণ্ডাতুল্যৌ। সংহতং নিবিড়ম্ ॥৯॥

ধারণ করি। অতএব আপনি আমার এই নিতম্বদেশে আরোহণ করুন; আমি আপনাকে আকাশপথে লইয়া যাইব ॥৫॥

অথবা আপনি নিদ্রিত মাতাকে এবং ভ্রাতৃগণকে জাগরিত করুন; আমি আপনাদের সকলকেই লইয়া আকাশপথে চলিয়া যাইব' ॥৬॥

ভীমসেন বলিলেন—হে বিপুলনিতম্বে! তুমি ভয় করিও না; আমি থাকিতে কোন রাক্ষসই হিংসা করিতে সমর্থ হইবে না; ইহা আমার নিশ্চয় ধারণা[১] ॥৭॥

হে ভয়শীলে! তোমার সাক্ষাতেই আমি ইহাকে বধ করিব; কেন না এই রাক্ষসাধম আমার সমান বলবান নহে। সমস্ত রাক্ষস একত্র হইয়া যদি আমার প্রহার সহ্য করিতে পারে, (একাকী এ বেটা ত নহেই) ॥৮॥

তুমি দেখ আমার বাহুদ্বয় হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুদীর্ঘ ও সুগোল, ঊরুদ্বয় পরিঘতুল্য এবং বক্ষ বিশাল ও নিবিড় ॥৯॥

(১) মা ভৈস্ত্বং পৃথুসুশ্রোণি!…।

হিড়িম্বোবাচ।

নাবমন্যে নরব্যাঘ্র ! ত্বামহং দেবরূপিণম্।
দৃষ্টপ্রভাবাস্তু ময়া মানুষেশ্বর ! রাক্ষসাঃ ॥১১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা সংজল্পতস্তস্য ভীমসেনস্য ভারত !
বাচঃ শুশ্রাব তাঃ ক্রুদ্ধো রাক্ষসঃ পুরুষাদকঃ ॥১২॥
অবেক্ষমাণস্তস্যাশ্চ হিড়িম্বো মানুষং বপুঃ।
স্রগ্দামপূরিতশিখাং সমগ্রেন্দুনিভাননাম্ ॥১৩॥
সুভ্রূ-নাসাক্ষি-কেশান্তাং সুকুমারনখত্বচম্।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তাং সুসূক্ষ্মাম্বরধারিণীম্ ॥১৪॥
তাং তথা মানুষং রূপং বিভ্রতীং সুমনোহরম্।
পুংস্কামাং শঙ্কমানশ্চ চুক্রোধ পুরুষাদকঃ ॥১৫॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

বিক্রমমিতি। মা অবমংস্থা ন অবমন্যস্ব। হে পৃথুশ্রোণি। বিশালনিতম্বে ! ॥১০॥

নেতি। দৃষ্টপ্রভাবা দৃষ্টবলাঃ। অতএব তেভ্যস্ত্বদর্থে বিভেমীতি ভাবঃ ॥১১॥

তথেতি। সংজল্পতঃ কথয়তঃ। রাক্ষসো হিড়িম্বঃ ॥১২॥

অবেক্ষমাণ ইতি। তস্যা হিড়িম্বায়াঃ। সমগ্রেন্দুনিভাননাং পূর্ণচন্দ্রতুল্যমুখীম্। শোভনা ভ্রূনাসাক্ষিকেশান্তা যস্যাস্তাম্। পুমাংসং কাময়ত ইতি তাম্। পুরুষাদকো হিড়িম্বঃ ॥১৩—১৫॥

সুন্দরি ! আজ তুমি ইন্দ্রের তুল্য আমার বিক্রম দেখিতে পাইবে। অতএব বিশালনিতম্বে ! আমাকে মানুষ মনে করিয়া অবজ্ঞা করিও না' ॥১০॥

হিড়িম্বা বলিল—'হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ! আপনি দেবরূপী ; সুতরাং আপনাকে আমি অবজ্ঞা করিতেছি না, তবে রাক্ষসদের শক্তি আমি দেখিয়াছি' ॥১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীম সেইরূপ বলিতেছিলেন, সে কথাগুলি হিড়িম্ব আসিয়া শুনিতে পাইল, তাহাতেই সে ক্রুদ্ধ হইল ॥১২॥

আর হিড়িম্ব হিড়িম্বার মানুষের রূপ দেখিল,—হিড়িম্বা মাথায় ফুলের মালা পড়িয়াছে ; মুখখানিকে পূর্ণচন্দ্রের মত করিয়াছে ; ভ্রূযুগল, নাসিকা, নয়নযুগল এবং কেশকলাপকে মনোহর করিয়াছে ; নখ ও চর্ম্ম কোমল করিয়াছে এবং সমস্ত অলঙ্কার ও সুন্দর সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। তাহাকে

(১১)···দৃষ্টপ্রভাবস্তু ময়া মানুষেষেব রাক্ষসঃ। (১৩) স্রগ্দামপূরিতশিখম্ ইত্যাদি-পাঠান্তরম্।

সংক্রুদ্ধো রাক্ষসস্তস্যা ভগিন্যাঃ কুরুসত্তম !।
উৎফাল্য বিপুলে নেত্রে ততস্তামিদমব্রবীৎ ॥১৬॥
কো হি মে ভোক্তুকামস্য বিঘ্নং চরতি দুর্ম্মতিঃ।
ন বিভেষি হিড়িম্বে ! কিং মৎকোপাদ্বিপ্রমোহিতা ॥১৭॥
ধিক্ ত্বামসতি ! পুংস্কামে ! মম বিপ্রিয়কারিণি !।
পূর্ব্বেষাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং সর্ব্বেষামযশস্করি ! ॥১৮॥
যানিমানাশ্রিতাঽকার্ষীর্বিপ্রিয়ং সুমহন্মম।
এষ তানদ্য বৈ সর্ব্বান্ হনিষ্যামি ত্বয়া সহ ॥১৯॥
এবমুক্ত্বা হিড়িম্বাং স হিড়িম্বো লোহিতেক্ষণঃ।
বধায়াভিপপাতৈষাং দন্তৈর্দন্তানুপস্পৃশন্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

সংক্রুদ্ধ ইতি। রাক্ষসো হিড়িম্বঃ। তস্যা হিড়িম্বায়া উপরি। উৎফাল্য বিস্ফার্য ॥১৬॥
ক ইতি। বিপ্রমোহিতা মানুষরূপেণাতিশয়মোহিতা ॥১৭॥
ধিগিতি। অসতি! পুরুষান্তরকামুকত্বাৎ ॥১৮॥
যানিতি। আশ্রিতা রক্ষকত্বেন প্রাপ্তা সতী ॥১৯॥
এবমিতি। অভিপপাত দধাব। উপস্পৃশন্ সংঘট্টয়ন্ ॥২০॥

সেইরূপ মনোহর মানুষমূর্ত্তি ধারণ করিতে দেখিয়াই পুরুষসঙ্গম করিতে ইচ্ছা করিয়াছে ইহা মনে করিয়া হিড়িম্ব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল ॥১৩—১৫॥

হে কৌরবশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর হিড়িম্ব, ভগিনী হিড়িম্বার উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, বিশাল নয়নযুগল বিস্ফারিত করিয়া, হিড়িম্বাকে এই কথা বলিল—॥১৬॥

'আমি ভোজন করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, এ অবস্থায় কোন্ দুর্ম্মতি তাহার বিঘ্ন করিতেছে রে ? হিড়িম্বা ! তুই মোহিত হইয়া আমার কোপের ভয় করিতেছিস না ? ॥১৭॥

ধিক্ তোকে ; তুই অন্য পুরুষের কামনা করিয়া অসতী হইয়াছিস্, আমার অপ্রিয় আচরণ করিয়াছিস্ এবং প্রাচীন রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণের নিন্দা জন্মাইয়াছিস্ ॥১৮॥

তুই যাহাদের আশ্রয় লইয়া আমার গুরুতর অপ্রিয় আচরণ করিয়াছিস্, এই এখনই আমি তোর সহিত তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিতেছি' ॥১৯॥

সেই হিড়িম্ব হিড়িম্বাকে এইরূপ বলিয়া, আরক্তনয়ন হইয়া, দন্ত দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিয়া, পাণ্ডবগণকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইল ॥২০॥

[২০]···বধায়াভিপপাতৈনান্···।

তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ।
ভৎ'সয়ামাস তেজস্বী তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥২১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভীমসেনস্তু তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসং প্রহসন্নিব।
ভগিনীং প্রতি সংক্রুদ্ধমিদং বচনমব্রবীৎ ॥২২॥
কিং তে হিড়িম্ব! এতৈর্ব্বা সুখসুপ্তৈঃ প্রবোধিতৈঃ।
মামাসাদয় দুর্ব্বুদ্ধে! তরসা ত্বং নরাশন! ॥২৩॥
ময্যেব প্রহরৈহি ত্বং ন স্ত্রিয়ং হন্তুমর্হসি।
বিশেষতো নাপকৃতে পরেণাপকৃতে সতি ॥২৪॥
নহীয়ং স্ববশা বালা কাময়ত্যদ্য মামিহ।
চোদিতৈষা হ্যনঙ্গেন শরীরান্তরচারিণা।
ভগিনী তব দুর্ব্বৃত্ত! রক্ষসাং বৈ যশোহর! ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। আপতন্তমাগচ্ছন্তম্। প্রহরতাং যোদ্ধৃণাম্ ॥২১॥

ভীমেতি। রাক্ষসং হিড়িম্বম্। ভগিনীং হিড়িম্বাম্ ॥২২॥

কিমিতি। প্রবোধিতৈর্গর্জনেন জাগরিতৈঃ, কিংপ্রয়োজনম্। তরসা বলেন ॥২৩॥

ময়ীতি। এহি আগচ্ছ। নাপকৃতে অনয়া অপকারকরণাভাবে, পরেণ ময়ৈব অপকৃতে সতি, মদ্রূপেণাকর্ষণাদেবানয়া তবাপকারকরণপ্রতীতেরিতি ভাবঃ ॥২৪॥

নহীতি। চোদিতা প্রণোদিতা, অনঙ্গেন কামেন। ষট্পদমিদং পদ্যম্ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তামিতি। মেঘসঙ্ঘাতবর্ষ্মা অতিকৃষ্ণশরীরঃ ॥২—১৩॥ বাসসমিতি সমাসান্তষ্টচ্, তেন

যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ ও তেজস্বী ভীমসেন তাহাকে আসিতে দেখিয়া তিরস্কার করিলেন এবং 'থাম্ থাম্' এই কথা বলিলেন—॥২১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীম সেই রাক্ষসকে ভগিনীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া, হাসিতে হাসিতেই যেন এই কথা বলিলেন—॥২২॥

'হিড়িম্ব! ইহারা সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, গর্জন করিয়া ইহাদিগকে জাগাইয়া তোর কি ফল হইবে? দুর্ব্বুদ্ধি রাক্ষস! তুই বলপূর্ব্বক আমাকেই ধর্ ॥২৩॥

আয়, তুই আমাকেই আগে প্রহার কর; তুই স্ত্রীহত্যা করিতে পারিবি না; ও, তোর্ কোন অপকার করে নাই; আমিই তোর্ অপকার করিয়াছি ॥২৪॥

[২৪]…বিশেষতোঽনপকৃতে…।

ত্বন্নিয়োগেন চৈবেয়ং রূপং মম সমীক্ষ্য চ।
কাময়ত্যদ্য মাং ভীরুস্তব নৈষাপরাধ্যতি ॥২৬॥
অনঙ্গেন কৃতে দোষে নেমাং গর্হিতুমর্হসি।
ময়ি তিষ্ঠতি দুষ্টাত্মন্! ন স্ত্রিয়ং হন্তুমর্হসি ॥২৭॥
সঙ্গচ্ছস্ব ময়া সার্দ্ধমেকেনৈকো নরাশন!।
অহমেকো নয়িষ্যামি ত্বামদ্য যমসাদনম্ ॥২৮॥
অদ্য মদ্বলনিষ্পিষ্টং শিরো রাক্ষস! দীর্য্যতাম্।
কুঞ্জরস্যেব পাদেন বিনিষ্পিষ্টং বলীয়সঃ ॥২৯॥
অদ্য গাত্রাণি তে কঙ্কাঃ শ্যেনা গোমায়বস্তথা।
কর্ষন্তু ভুবি সংহৃষ্টা নিহতস্য ময়া মৃধে ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

ত্বদিতি। ত্বন্নিয়োগেন আগতেতি শেষঃ। ভীরুস্ত্বত্ত এব ভয়শীলা ॥২৬॥
অনঙ্গেনেতি। অথ মদাদেশাপালনাদেবৈনাং গর্হামি হন্মি চেত্যাহ ময়ীতি ॥২৭॥
সঙ্গচ্ছস্বেতি। সঙ্গচ্ছস্ব সম্মিলিতো ভব। নয়িষ্যামি নেষ্যামি ॥২৮॥
অদ্যেতি। শিরস্তব মস্তকম্। কুঞ্জরস্য হস্তিনঃ ॥২৯॥
অদ্যেতি। গাত্রাণি অঙ্গানি। কঙ্কাঃ পক্ষিবিশেষাঃ। গোমায়বঃ শৃগালাঃ ॥৩০॥

হে দুর্বৃত্ত! হে রাক্ষসগণের যশোনাশক! এই বালিকা আপন বশে থাকিয়া আজ আমাকে কামনা করে নাই; শরীরাভ্যন্তর্গত কামই উহাকে প্রণোদিত করিয়াছে ॥২৫॥

ও, তোর আদেশে আসিয়া, আমার রূপ দেখিয়াই আমাকে কামনা করিতেছে এবং এখনও তোর ভয় করিতেছে; সুতরাং তোর কাছে কোন অপরাধ করে নাই ॥২৬॥

দোষ করিয়াছে কাম; তাহাতে ইহাকে তিরস্কার করিতে পারিস্ না। দুরাত্মা! আমি থাকিতে তুই স্ত্রীহত্যা করিতে পারিবি না ॥২৭॥

নরখাদক! তুই একা, আমিও একা; তুই আমার সহিত মিলিত হ। আমি একাই আজ তোকে যমালয়ে পাঠাইব ॥২৮॥

রাক্ষস! বলবান্ হস্তীর চরণতুল্য মদ্বাহু দ্বারা তোর মস্তক নিষ্পিষ্ট হইয়া আজ বিদীর্ণ হইয়া যাউক ॥২৯॥

আমি তোকে নিহত করিলে কঙ্ক, শ্যেন ও শৃগালগণ আনন্দিত হইয়া, ভূতললুণ্ঠিত তোর অঙ্গ সকল আজ আকর্ষণ করুক ॥৩০॥

ক্ষণেনাদ্য করিষ্যেঽহমিদং বনমরাক্ষসম্ ।
পুরা যদ্দূষিতং নিত্যং ত্বয়া ভক্ষয়তা নরান্ ॥৩১॥
অদ্য ত্বাং ভগিনী রক্ষঃ! কৃষ্যমাণং ময়াঽসকৃৎ ।
দ্রক্ষ্যত্যদ্রিপ্রতীকাশং সিংহেনেব মহাদ্বিপম্ ॥৩২॥
নিরাবাধাস্ত্বয়ি হতে ময়া রাক্ষসপাংসন ! ।
বনমেতচ্চরিষ্যন্তি পুরুষা বনচারিণঃ ॥৩৩॥

হিড়িম্ব উবাচ ।

গর্জ্জিতেন বৃথা কিন্তে কত্থিতেন চ মানুষ ! ।
কৃত্বৈতৎ কর্ম্মণা সর্ব্বং কত্থেথা মা চিরং কৃথাঃ ॥৩৪॥
বলিনং মন্যসে যচ্চাপ্যাত্মানং সপরাক্রমম্ ।
জ্ঞাস্যস্যদ্য সমাগম্য ময়াত্মানং বলাধিকম্ ॥৩৫॥
ন তাবদেতান্ হিংসিষ্যে স্বপন্ত্বেতে যথাসুখম্ ।
এষ ত্বামেব দুর্ব্বুদ্ধে ! নিহন্ম্যদ্যাপ্রিয়ংবদম্ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষণেনেতি । ক্ষণেনেত্যনেনাত্মনো বলাধিক্যং সূচিতম্ ॥৩১॥
অদ্যেতি । হে রক্ষঃ ! রাক্ষস ! তব ভগিনী হিড়িম্বা । অদ্রিপ্রতীকাশং পর্ব্বততুল্যম্ ॥৩২
নিবিতি । নিরাবাধা নির্বিঘ্নাঃ । হে রাক্ষসপাংসন ! রাক্ষসাধম ! ॥৩৩॥
গর্জ্জিতেনেতি । কত্থিতেন আত্মশ্লাঘয়া । কত্থেথাঃ শ্লাঘেথাঃ । চিরং বিলম্বম্ ॥৩৪॥
বলিনমিতি । ময়া সহ সমাগম্য যুদ্ধায় মিলিত্বা । বলাধিকং ন বা ॥৩৫॥

আমি আজ ক্ষণকালমধ্যেই এই বনটাকে রাক্ষসশূন্য করিব। যে হেতু পূ
তুই মানুষ ভক্ষণ করিতে থাকিয়া সর্ব্বদাই এই বনটাকে দূষিত করিয়াছিস্ ॥৩

রাক্ষস! সিংহ যেমন বৃহৎ হস্তীকে আকর্ষণ করে, তেমন আমিও অ
পর্ব্বততুল্য তোকে বার বার আকর্ষণ করিব ; ইহা তোর ভগিনী দেখিবে ॥৩

রাক্ষসাধম! আমি তোকে বধ করিলে, বনচারী মনুষ্যগণ নির্বিঘ্ন হই
এই বনে বিচরণ করিবে' ॥৩৩॥

হিড়িম্ব বলিল—'হে মানুষ! তোর অনর্থক গর্জন করায় ফল কি
আত্মপ্রশংসায়ই বা ফল কি? মুখে যাহা বলিলি, কার্য্য দ্বারা সে সকল করি
পরে আত্মপ্রশংসা কর্ ; বিলম্ব করিস্ না ॥৩৪॥

তুই যে আপনাকে আপনি পরাক্রমশালী ও বলবান্ বলিয়া মনে করিতে
আমার সহিত মিলিত হইয়াই তাহা আজ জানিতে পারিবি যে নিজে বল
কি না ॥৩৫॥

পীত্বা তবাসৃগ্‌গাত্রেভ্যস্ততঃ পশ্চাদিমানপি।
হনিষ্যামি ততঃ পশ্চাদিমাং বিপ্রিয়কারিণীম্ ॥৩৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো বাহুং প্রগৃহ্য পুরুষাদকঃ।
অভ্যদ্রবত সংক্রুদ্ধো ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥৩৮॥
তস্যাভিদ্রবতস্তূর্ণং ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
বেগেন প্রহিতং বাহুং নিজগ্রাহ হসন্নিব ॥৩৯॥
নিগৃহ্য তং বলাদ্ভীমো বিস্ফুরন্তং চকর্ষ হ।
তস্মাদ্দেশাদ্ধনূংষ্যষ্টৌ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা ॥৪০॥
ততঃ স রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবেন বলার্দ্দিতঃ।
ভীমসেনং সমালিঙ্গ্য ব্যনদদ্ভৈরবং রবম্ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। এতান্ ত্বদিতরান্ মানুষান্। অপ্রিয়ংবদং কটুভাষিণম্ ॥৩৬॥

পীত্বেতি। অসৃক্ শোণিতম্। ইমান্ শয়িতান্ মানুষান্। ইমাং হিড়িম্বাম্ ॥৩৭॥

এবমিতি। প্রগৃহ্য প্রসার্য্য, পুরুষাদকো রাক্ষসো হিড়িম্বঃ ॥৩৮॥

তস্যেতি। তস্য হিড়িম্বস্য। প্রহিতং ধারণায় প্রেরিতং প্রসারিতমিত্যর্থঃ ॥৩৯॥

নিগৃহ্যেতি। বিস্ফুরন্তং করচরণাদিসঞ্চালনাৎ স্পন্দমানম্। অষ্টৌ ধনূংষি দ্বাত্রিংশদ্ধস্ত-পরিমিতদেশমিত্যর্থঃ, "চতুর্বিংশাঙ্গুলো হস্তো ধনুস্তচ্চতুরুত্তরম্" ইতি স্মৃতেঃ ॥৪০॥

তত ইতি। ভৈরবং ভয়ঙ্করং রবং ব্যনদৎ অকরোদিত্যর্থঃ ॥৪১॥

প্রথমে ইহাদিগকে বধ করিব না, ইহারা যথাসুখে শয়ন করিয়া থাক্। কিন্তু দুর্ম্মতি! তুই অপ্রিয়ভাষী বলিয়া এই আমি তোকেই বধ করিতেছি ॥৩৬॥

আগে তোর শরীর হইতে রক্ত পান করিয়া, তাহার পর ইহাদিগকেও বধ করিব, তৎপরে এই অপ্রিয়কারিণী হিড়িম্বাকেও বধ করিব' ॥৩৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথা বলিয়া হিড়িম্ব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, বাহু প্রসারিত করিয়া, শত্রুহন্তা ভীমের প্রতি ধাবিত হইল ॥৩৮॥

হিড়িম্ব বেগে ধাবিত হইয়া সত্বর বাহু প্রসারণ করিলে, ভয়ঙ্কর-পরাক্রম-শালী ভীমসেন হাসিতে হাসিতেই যেন সে বাহু ধারণ করিলেন ॥৩৯॥

তখন হিড়িম্ব অঙ্গসঞ্চালন করিতে থাকিলে, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র হরিণকে লইয়া যায়, সেইরূপ ভীমসেন বলপূর্ব্বক হিড়িম্বকে সে স্থান হইতে বত্রিশ হাত দূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেলেন ॥৪০॥

তাহার পর, হিড়িম্ব ভীমের আক্রমণে পীড়িত হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীমকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিয়া, ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল ॥৪১॥

পুনর্ভীমো বলাদেনং বিচকর্ষ মহাবলঃ।
মা শব্দঃ সুখসুপ্তানাং ভ্রাতৄণাং মে ভবেদিতি ॥৪২॥
অন্যোন্যং তৌ সমাসাদ্য বিচকর্ষতুরোজসা।
হিড়িম্বো ভীমসেনশ্চ বিক্রমং চক্রতুঃ পরম্ ॥৪৩॥
বভঞ্জতুস্তদা বৃক্ষাল্লঁতাশ্চাকর্ষতুস্তদা।
মত্তাবিব চ সংরব্ধৌ বারণৌ ষষ্টিহায়নৌ ॥৪৪॥
তয়োঃ শব্দেন মহতা বিবুদ্ধাস্তে নরর্ষভাঃ।
সহ মাত্রা চ দদৃশুর্হিড়িম্বামগ্রতঃ স্থিতাম্ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি হৈড়িম্বে ভীমহিড়িম্বযুদ্ধে সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

পুনরিতি। ভ্রাতৄণাং নিদ্রাব্যাঘাতকো মা ভবেদিতি হেতোঃ ॥৪২॥
অন্যোন্যমিতি। সমাসাদ্য গৃহীত্বা। বিচকর্ষতুরিতি গুণ আর্ষঃ ॥৪৩॥
বভঞ্জতুরিতি। আকর্ষতুরাচকৃষতুঃ। অভ্যাসলোপো গুণশ্চার্ষঃ। সংরব্ধৌ ক্রুদ্ধৌ ॥৪৪॥
তয়োরিতি। মাত্রা কুন্ত্যা সহ, তে যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ, বিবুদ্ধা জাগরিতাঃ ॥৪৫॥
ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি হৈড়িম্বে সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

অকারান্তঃ শব্দঃ ॥১৪—২৭॥ গমিষ্যামি গময়িষ্যামি। নয়িষ্যামীতি বা পাঠঃ ॥২৮—৪৩॥ আকর্ষতুঃ আচকৃষতুঃ ॥৪৪—৪৫॥
ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৭॥

সেই শব্দ সুখনিদ্রিত ভ্রাতাদের নিদ্রার ব্যাঘাত না করে এই জন্য মহাবল ভীম বলপূর্ব্বক পুনরায় হিড়িম্বকে আকর্ষণ করিয়া আরও দূরে লইয়া গেলেন ॥৪২॥

তখন ভীম ও হিড়িম্ব পরস্পর পরস্পরকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বিক্রম প্রকাশ করিতে থাকিলেন ॥৪৩॥

তখন ষষ্টিবর্ষবয়স্ক (পূর্ণযৌবন,) মত্ত ও ক্রুদ্ধ দুইটী হস্তীর ন্যায় তাঁহারা গাছ ভাঙ্গিতে লাগিলেন এবং লতা ছিড়িতে থাকিলেন ॥৪৪॥

তাঁহাদের গুরুতর শব্দে কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি জাগরিত হইয়া, সম্মুখে হিড়িম্বাকে দেখিতে পাইলেন ॥৪৫॥

---

* '...একপঞ্চাশদধিকঃ...' '...ত্রিপঞ্চাশদধিকঃ...' '...পঞ্চষষ্ট্যধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রবুদ্ধাস্তে হিড়িম্বায়া রূপং দৃষ্ট্বাতিমানুষম্।
বিস্মিতাঃ পুরুষব্যাঘ্রা বভূবুঃ পৃথয়া সহ ॥১॥
ততঃ কুন্তী সমীক্ষ্যৈনাং বিস্মিতা রূপসম্পদা।
উবাচ মধুরং বাক্যং সান্ত্বপূর্ব্বমিদং শনৈঃ ॥২॥
কস্য ত্বং সুরগর্ভাভে! কা বাঽসি বরবর্ণিনি!।
কেন কার্য্যেণ সম্প্রাপ্তা কুতশ্চাগমনং তব ॥৩॥
যদি বাঽস্য বনস্য ত্বং দেবতা যদি বাঽপ্সরাঃ।
আচক্ষ্ব মম তৎ সর্ব্বং কিমর্থং বেহ তিষ্ঠসি ॥৪॥

হিড়িম্বোবাচ।

যদেতৎ পশ্যসি বনং নীলমেঘনিভং মহৎ।
নিবাসো রাক্ষসস্যৈষ হিড়িম্বস্য মমৈব চ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

প্রবুদ্ধা ইতি। প্রবুদ্ধা ভীমহিড়িম্বয়োর্গর্জ্জনেন জাগরিতাঃ। পৃথয়া কুন্ত্যা ॥১॥
তত ইতি। রূপসম্পদা হিড়িম্বায়াঃ সৌন্দর্য্যাতিরেকেণ। সান্ত্বপূর্বম্ অনুদ্ধতম্ ॥২॥
কস্যেতি। হে সুরগর্ভাভে! দেববালিকাতুল্যে!। সম্প্রাপ্তা অত্রোপস্থিতা ॥৩॥
যদীতি। আচক্ষ্ব ব্রূহি ॥৪॥
যদিতি। নিবাসো বসতিস্থানম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি কুন্তীর সহিত জাগরিত হইয়া, হিড়িম্বার অলৌকিক রূপ দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥১॥

তাহার পর, কুন্তী হিড়িম্বাকে দেখিয়া, তাহার রূপে বিস্মিত হইয়া, বিনয়-সহকারে ধীরে ধীরে এই মধুর বাক্য বলিলেন—॥২॥

'হে দেববালিকাতুল্যে! সুন্দরি! তুমি কে? বা কাহার? কি কার্য্যেই বা আসিয়াছ? কোথা হইতেই বা তোমার আগমন হইয়াছে? ॥৩॥

তুমি কি এই বনের দেবতা? না অপ্সরা? কি জন্যই বা এখানে অবস্থান করিতেছ? এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট বল' ॥৪॥

হিড়িম্বা বলিল—'নীলমেঘের ন্যায় এই যে বিশাল বন দেখিতেছেন, ইহাই হিড়িম্ব রাক্ষসের এবং আমার বাসস্থান ॥৫॥

[৫] নিবাসো রাক্ষসস্যৈব···।

তস্য মাং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভগিনীং বিদ্ধি ভাবিনি ! ।
ভ্রাত্রা সম্প্রেষিতামার্য্যে ! সপুত্রাং ত্বাং জিঘাংসতা ॥৬॥
ক্রূরবুদ্ধেরহং তস্য বচনাদাগতা ত্বিহ ।
অদ্রাক্ষং নবহেমাঙ্গং তব পুত্রং মহাবলম্ ॥৭॥
ততোঽহং সর্বভূতানাং ভাবে বিচরতা শুভে ।
চোদিতা তব পুত্রস্য মন্মথেন বশানুগা ॥৮॥
ততো বৃতো ময়া ভর্ত্তা তব পুত্রো মহাবলঃ ।
অপনেতুঞ্চ যতিতো ন চৈব শকিতো ময়া ॥৯॥
চিরায়মাণাং মাং জ্ঞাত্বা ততঃ স পুরুষাদকঃ ।
স্বয়মেবাগতো হন্তুমিমান্ সর্বাংস্তবাত্মজান্ ॥১০॥
স তেন মম কান্তেন তব পুত্রেণ ধীমতা ।
বলাদিতো বিনিষ্পিষ্য ব্যপনীতো মহাত্মনা ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। বিদ্ধি জানীহি। জিঘাংসতা হন্তুমিচ্ছতা ॥৬॥
ক্রূরেতি। নবং হেমেব গৌরমঙ্গং যস্য তম্ ॥৭॥
তত ইতি। হে শুভে !। ভাবে আত্মনি। চোদিতা প্রণোদিতা সতী ॥৮॥
তত ইতি। অপনেতুম্ ইতঃ অপসারয়িতুম্। যতিতঃ শকিত ইত্যুভয়ত্রাপীড়াগম আর্ষঃ ॥৯॥
চিরেতি। চিরায়মাণাং বিলম্বমানাম্। পুরুষাদকো নরভক্ষকো হিড়িম্বঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রবুদ্ধা ইতি ॥১—৫॥ জিঘাংসিতুং হন্তুং স্বার্থে সন্ ॥৬—৭॥ ভাবে চিত্তে ॥৮—১০॥

আমি সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হিড়িম্বের ভগিনী; আর্য্যে! পুত্রগণের সহিত আপনাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া সেই ভ্রাতাই আমাকে পাঠাইয়াছেন ॥৬॥

আমিও খলপ্রকৃতি সেই রাক্ষসের আদেশ-অনুসারে এখানে আসিয়া, নবকাঞ্চনবর্ণ এবং অত্যন্ত বলবান্ আপনার পুত্রকে দেখিলাম ॥৭॥

তাহার পরেই সকল প্রাণীর চিত্তে বিচরণকারী কামদেবের প্রেরণায় আমি আপনার পুত্রের বশবর্ত্তিনী হইয়া পড়িয়াছি ॥৮॥

তাহার পর আমি আপনার বলবান্ পুত্রকে পতিরূপে বরণ করিলাম এবং এস্থান হইতে সরাইয়া নিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না ॥৯॥

তৎপরে সেই রাক্ষস আমার বিলম্ব দেখিয়া নিজেই আপনার এই সব কয়টি পুত্রকেই বধ করিবার জন্য আসিয়াছিল ॥১০॥

[৬]…সপুত্রাং ত্বাং জিঘাংসিতুম্।

বিকর্ষন্তৌ মহাবেগৌ গর্জ্জমানৌ পরস্পরম্।
পশ্য ত্বং যুধি বিক্রান্তাবেতৌ চ নররাক্ষসৌ ॥১২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্যাঃ শ্রুত্বৈব বচনমুৎপপাত যুধিষ্ঠিরঃ।
অর্জ্জুনো নকুলশ্চৈব সহদেবশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১৩॥
তৌ তে দদৃশুরাসক্তৌ বিকর্ষন্তৌ পরস্পরম্।
কাঙ্ক্ষমাণৌ জয়ঞ্চৈব সিংহাবিব বলোৎকটৌ ॥১৪॥
অথান্যোন্যং সমাশ্লিষ্য বিকর্ষন্তৌ পুনঃ পুনঃ।
দাবাগ্নিধূমসদৃশং চক্রতুঃ পার্থিবং রজঃ ॥১৫॥
বসুধা-রেণু-সংবীতৌ বসুধাধর-সন্নিভৌ।
বভ্রাজতুর্যথা শৈলৌ নীহারেণাভিসংবৃতৌ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স হিড়িম্বঃ। ভীমেন জ্ঞাপিতত্বাদেব তব পুত্রেণেত্যুক্তম্ ॥১১॥

বিকর্ষন্তাবিতি। বিক্রান্তৌ মহাশক্তিশালিনৌ ॥১২॥

তস্যা ইতি। তস্যা হিড়িম্বায়াঃ। উৎপপাত শয়নাদুত্তস্থৌ ॥১৩॥

তাবিতি। তৌ ভীমহিড়িম্বৌ, তে যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ, আসক্তৌ পরস্পরমিলিতৌ ॥১৪॥

অথেতি। পার্থিবং ভৌমম্, রজো ধূলিম্, চক্রতুঃ উত্থাপয়ামাসতুঃ ॥১৫॥

বসুধেতি। বসুধারেণুভিঃ পার্থিবধূলিভিঃ সংবীতৌ আবৃতাঙ্গৌ। বসুধাধরঃ পর্ব্বতঃ ॥১৬॥

তখন আমার পতি, আপনার সেই বুদ্ধিমান্ পুত্র বলপূর্ব্বক সেই রাক্ষসকে নিষ্পেষণ করিয়া এস্থান হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন ॥১১॥

আপনি দেখুন—ঐ সে মানুষ ও রাক্ষস পরস্পর গর্জ্জন ও আকর্ষণ করিতে থাকিয়া, মহাবেগে ও মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন ॥১২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হিড়িম্বার কথা শুনিয়াই বলবান্ যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব গাত্রোত্থান করিলেন ॥১৩॥

তখন তাঁহারা দেখিলেন—বলমত্ত দুইটা সিংহের ন্যায় ভীম ও হিড়িম্ব পরস্পর মিলিত হইয়া আকর্ষণ করতঃ পরস্পর জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥১৪॥

সে সময়ে তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া, বার বার আকর্ষণ করতঃ দাবাগ্নির ধূমের মত ধূলি উড়াইতেছিলেন ॥১৫॥

তখন পর্ব্বততুল্য বিশাল শরীর ভীমসেন ও হিড়িম্ব ধূলিব্যাপ্ত হইয়া, নীহার-ব্যাপ্ত পর্ব্বতদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৬॥

রাক্ষসেন তদা ভীমং ক্লিশ্যমানং নিরীক্ষ্য চ।
উবাচেদং বচঃ পার্থঃ প্রহসন্ শনকৈরিব ॥১৭॥
ভীম! মা ভৈর্মহাবাহো! ন ত্বাং বুধ্যামহে বয়ম্।
সমেতং ভীমরূপেণ রক্ষসা শ্রমকর্ষিতম্ ॥১৮॥
সাহায্যেঽস্মি স্থিতঃ পার্থঃ পাতয়িষ্যামি রাক্ষসম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ মাতরং গোপয়িষ্যতঃ ॥১৯॥

ভীমসেন উবাচ।

উদাসীনো নিরীক্ষস্ব ন কার্য্যঃ সম্ভ্রমস্ত্বয়া।
ন জাত্বয়ং পুনর্জীবেন্মদ্বাহ্বন্তরমাগতঃ ॥২০॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কিমনেন চিরং ভীম! জীবতা পাপরক্ষসা।
গন্তব্যে ন চিরং স্থাতুমিহ শক্যমরিন্দম! ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

রাক্ষসেনেতি। ক্লিশ্যমানং পীড্যমানম্। পার্থোঽর্জ্জুনঃ, যোগ্যত্বাৎ ॥১৭॥

ভীমেতি। ন বুধ্যামহে জ্যোৎস্নায়াং সত্যামপি রাত্রিবশান্ন সম্যগ্ জানীমহে ॥১৮॥

সাহায্য ইতি। সাহায্যে তব সাহায্যকরণে। পার্থোঽহমর্জ্জুনঃ ॥১৯॥

উদাসীন ইতি। উদাসীনো মৎপক্ষপাতরহিতঃ। সম্ভ্রমো রাক্ষসবিনাশায় ব্যস্ততা ॥২০॥

কিমিতি। কিং ফলম্, অপি তু কিমপি নেত্যর্থঃ। গন্তব্যে ইতোঽস্মাকং গমনৌচিত্যে ॥২১॥

তখন হিড়িম্ব ভীমকে নিপীড়ন করিতেছে দেখিয়া অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতেই যেন ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন—॥১৭॥

'আর্য্য! মহাবাহু ভীমসেন! ভয় করিবেন না; আপনি ভীষণ রাক্ষসের সহিত মিলিত হইয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছেন কি না আমরা বুঝিতে পারিতেছি না ॥১৮॥

আমি অর্জ্জুন; আপনার সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি; আমি উহাকে নিপাত করিব; নকুল ও সহদেব মাতৃদেবীকে রক্ষা করিবে' ॥১৯॥

ভীম বলিলেন—'অর্জ্জুন! ব্যস্ত হইও না; নিরপেক্ষ থাকিয়া নিরীক্ষণ কর। এই রাক্ষস আমার বাহুযুগলের ভিতরে আসিয়াছে; সুতরাং আর কখনও বাঁচিতে পারিবে না' ॥২০॥

অর্জ্জুন বলিলেন—'আর্য্য ভীম! এই পাপাত্মা রাক্ষসকে বেশী কাল জীবিত রাখিয়া ফল কি? আমাদের যাইতে হইবে, এখানে বেশী কাল থাকা উচিত নহে ॥২১॥

পুরা সংরজ্যতে প্রাচী পুরা সন্ধ্যা প্রবর্ত্ততে।
রৌদ্রে মুহূর্ত্তে রক্ষাংসি প্রবলানি ভবন্ত্যত ॥২২॥
ত্বরস্ব ভীম! মা ক্রীড় জহি রক্ষো বিভীষণম্।
পুরা বিকুরুতে মায়াং ভুজয়োঃ সারমর্পয় ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অর্জ্জুনেনৈবমুক্তস্তু ভীমো রোষাজ্জ্বলন্নিব।
বলমাহারয়ামাস যদ্বায়োর্জগতঃ ক্ষয়ে ॥২৪॥
ততস্তস্যাম্বুদাভস্য ভীমো রোষাত্তু রক্ষসঃ।
উৎক্ষিপ্যাভ্রাময়দ্দেহং তূর্ণং শতগুণং তদা ॥২৫॥

ভীমসেন উবাচ।

বৃথা মাংসৈর্বৃথা পুষ্টো বৃথা বৃদ্ধো বৃথামতিঃ।
বৃথা মরণমর্হস্ত্বং বৃথাদ্য ন ভবিষ্যসি ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

পুরেতি। পুরা অব্যবহিতপরসময়ে, সংরজ্যতে অরুণোদয়াৎ রক্তবর্ণা ভবিষ্যতি। পুরা কিয়ৎপরমেব। রৌদ্রে তদাখ্যে সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্ববর্ত্তিনি। রক্ষাংসি রাক্ষসাঃ ॥২২॥

ত্বরস্বেতি। বিভীষণং বিশেষেণ ভয়ঙ্করম্। পুরা পরবর্ত্তিনি রৌদ্রে মুহূর্ত্তে, বিকুরুতে আবিষ্করিষ্যতি, অয়ং রাক্ষস ইতি শেষঃ। সারং সর্ব্বং বলম্ ॥২৩॥

অর্জ্জুনেনেতি। যদ্ যাদৃশং বলং ভবতি, তাদৃশং বলম্, আহারয়ামাস বাহ্বোরানিন্যে ॥২৪॥

তত ইতি। অম্বুদাভস্য মেঘতুল্যকৃষ্ণবর্ণস্য। উৎক্ষিপ্য উত্তোল্য ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্যপনীতো দূরে নীতঃ ॥১১—২০॥ গন্তব্যে সতি চিরং স্থাতুং ন শক্যম্ ॥২১—২২॥ বিভীষণং বিশেষেণ ভয়ঙ্করম্, পুরা প্রাগেব মায়াং বিকুরুতে রক্ষো রৌদ্রে মুহূর্ত্তে, অতঃ, অস্মিন্ সারং বলম্, অর্পয় নিপাতয়, এনং শীঘ্রং জহীত্যর্থঃ ॥২৩—২৪॥ আভ্রাময়ৎ সমন্তাদ্ভ্রামিতবান্ ॥২৫॥

কিছু কাল পরেই পূর্ব্বদিক্ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে, প্রাতঃসন্ধ্যার কাল আসিবে; সেই রৌদ্রমুহূর্ত্তে রাক্ষসেরা প্রবল হইয়া থাকে ॥২২॥

অতএব আর্য্য! ভীম! সত্বর হউন, খেলা করিবেন না, ভীষণ রাক্ষসকে মারিয়া ফেলুন; না হইলে, কিছু পরেই ও মায়া বিস্তার করিবে। সুতরাং বাহুদ্বয়ের সম্পূর্ণ বল দিন' ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে, ভীমসেন ক্রোধে জ্বলিতে থাকিয়াই যেন, বাহুযুগলে প্রলয়কালীন বায়ুর তুল্য বল আহরণ করিলেন ॥২৪॥

তাহার পর, ভীম ক্রোধবশতঃ সেই কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসের শরীরটাকে উত্তোলন করিয়া তখনই শতগুণ বেগে সত্বর ঘুরাইতে লাগিলেন ॥২৫॥

ক্ষেমমগ্য করিষ্যামি যথা বনমকণ্টকম্ ।
ন পুনর্ম্মানুষান্ হত্বা ভক্ষয়িষ্যসি রাক্ষস ! ॥২৭॥

অর্জ্জুন উবাচ ।

যদি বা মন্যসে ভারং ত্বমিমং রাক্ষসং যুধি ।
করোমি তব সাহায্যং শীঘ্রমেব নিপাত্যতাম্ ॥২৮॥
অথবাঽপ্যহমেবৈনং হনিষ্যামি বৃকোদর ! ।
কৃতকর্ম্মা পরিশ্রান্তঃ সাধু তাবদুপারম ॥২৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভীমসেনোঽত্যমর্ষণঃ ।
নিষ্পিষ্যৈনং বলাদ্ভূমৌ পশুমারমমারয়ৎ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

বৃথেতি। বৃথা দেবাদিভ্যোঽদত্তত্বান্নিষ্ফলৈর্ম্মাংসৈঃ, বৃথা পুষ্টো লোকোপকারাকরণান্নিষ্ফলং সবলীভূতঃ, বৃথা বৃদ্ধো জ্ঞানানুদয়াৎ, বৃথামতির্নিষ্ফলবুদ্ধির্বিবেকাভাবাৎ, বৃথা মরণং রোগব্যতিরিক্তকারণেন মৃত্যুম্, অর্হঃ প্রাপ্তং যোগ্যস্ত্বম্, অদ্য বৃথা ন ভবিষ্যসি, অপি তু ভবিষ্যস্যেবেত্যর্থঃ, মৃতত্বাৎ ॥২৬॥

ক্ষেমমিতি। ক্ষেমম্ অস্য দেশস্য মঙ্গলম্। যথা যতঃ, বনমকণ্টকং করিষ্যামি ॥২৭॥

যদীতি। ভারং হন্তুং দুষ্করম্ ॥২৮॥

অথবেতি। কৃতকর্ম্মা রাক্ষসস্য কাতরতাকরণাদেব কৃতকার্য্যঃ। উপারম বিরম ॥২৯॥

তস্যেতি। অত্যমর্ষণো নিতান্তক্রুদ্ধঃ সন্। পশোরিব মারো মারণং যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্‌যথা তথা ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

বৃথা বৃদ্ধো দীর্ঘত্বং গতঃ, বৃথামরণং বাহুযুদ্ধেন হতস্য স্বর্গকীর্ত্ত্যোরভাবাৎ ॥২৬—২৭॥ ক্রোধো-

ভীমসেন বলিলেন—'তুই বৃথা মাংস দ্বারা বৃথা পরিপুষ্ট, বৃথা বৃদ্ধ ও বৃথাবুদ্ধি হইয়াছিস্ ; সুতরাং তোর বৃথা মৃত্যু হওয়াই উচিত ; তুই আজ বৃথা হইবি না ? ॥২৬॥

আমি আজ এই বনটাকে নিষ্কণ্টক করিয়া এ দেশের মঙ্গল করিব। রাক্ষস ! তুই আর মানুষ মারিয়া খাইতে পারিবি না' ॥২৭॥

অর্জ্জুন বলিলেন—'আর্য্য ! আপনি যদি যুদ্ধে এই রাক্ষসকে ভার বলিয়া মনে করেন, তবে আমি আপনার সাহায্য করিতেছি, সত্বর ইহাকে নিপাত করুন ॥২৮॥

অথবা আমিই ইহাকে বধ করিব ; আপনি কৃতকার্য্য হইয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছেন ; সুতরাং আপনি বিরত হউন ॥২৯॥

স মার্য্যমাণো ভীমেন ননাদ বিপুলং স্বনম্।
পূরয়ংস্তদ্বনং সর্ব্বং জলার্দ্র ইব দুন্দুভিঃ ॥৩১॥
বাহুভ্যাং যোক্ত্রয়িত্বা তং বলবান্ পাণ্ডুনন্দনঃ।
মধ্যে ভঙ্‌ক্ত্বা মহাবাহুর্হর্ষয়ামাস পাণ্ডবান্ ॥৩২॥
হিড়িম্বং নিহতং দৃষ্ট্বা সংহৃষ্টাস্তে তরস্বিনঃ।
অপূজয়ন্নরব্যাঘ্রং ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥৩৩॥
অভিপূজ্য মহাত্মানং ভীমং ভীমপরাক্রমম্।
পুনরেবার্জ্জুনো বাক্যমুবাচেদং বৃকোদরম্ ॥৩৪॥
ন দূরে নগরং মন্যে বনাদস্মাদহং বিভো!।
শীঘ্রং গচ্ছাম ভদ্রং তে ন নো বিদ্যাৎ সুযোধনঃ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। মার্য্যমাণো নিহন্যমানঃ। ননাদ চকার ॥৩১॥

বাহুভ্যামিতি। আত্মনো বাহুভ্যাম্, যোক্ত্রয়িত্বা পৃষ্ঠোপরি পদং দত্ত্বা শিরসা সহ চরণ-দ্বয়ং যোজয়িত্বা। যোক্ত্রং যুক্তং কৃত্বেতি যোক্ত্রয়িত্বা করোত্যর্থেনন্তাৎ ক্ত্বা ॥৩২॥

হিড়িম্বমিতি। তে যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ, তরস্বিনো বলবন্তঃ। অপূজয়ন্ প্রাশংসন্ ॥৩৩॥

অভিপূজ্যেতি। ইদমনুপদমুচ্যমানম্ ॥৩৪॥

নেতি। তে তব, ভদ্রং মঙ্গলমস্তু। নঃ অস্মান্, বিদ্যাৎ অত্র স্থিতত্বেন জানীয়াৎ ॥৩৫॥

ভারতভাবদীপঃ

দীপনায়ার্জ্জুন উবাচ। যদি বেত্তি ॥২৮—৩১॥ যোক্ত্রয়িত্বা নিবধ্য উরোদেশে গৃহীত্বা প্রতীপং

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অর্জ্জুনের সেই কথা শুনিয়া, ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, হিড়িম্বকে বলপূর্ব্বক ভূতলে নিষ্পেষণ করিয়া পশুর মত মারিয়া ফেলিলেন ॥৩০॥

ভীম যখন হিড়িম্বকে বধ করিতেছিলেন, তখন সে সেই বন পরিপূর্ণ করিয়া জলার্দ্র দুন্দুভির ন্যায় বিশাল শব্দ করিল ॥৩১॥

বলবান্ ভীমসেন হস্ত দ্বারা হিড়িম্বরাক্ষসের মস্তকের সহিত পাদদ্বয় সংযুক্ত করিয়া, মধ্যদেশে ভাঙ্গিয়া, অপর পাণ্ডবগণকে আনন্দিত করিলেন ॥৩২॥

তখন বলবান্ পাণ্ডবগণ হিড়িম্বরাক্ষসকে নিহত দেখিয়া, আনন্দিত হইয়া, শত্রুহন্তা নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

তাহার পর, অর্জ্জুন ভয়ঙ্কর-শক্তিশালী মহাত্মা ভীমসেনের পূজা করিয়া, তাঁহাকে পুনরায় এই কথা বলিলেন—॥৩৪॥

'আর্য্য! আমি মনে করি—এই বন হইতে নগর অধিক দূরে নহে।

ততঃ সর্ব্বে তথেত্যুক্ত্বা মাত্রা সহ মহারথাঃ।
প্রযযুঃ পুরুষব্যাঘ্রা হিড়িম্বা চৈব রাক্ষসী ॥৩৬॥

*ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি হৈড়িম্বে হিড়িম্ববধো নামাষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ **

—:*:—

ঊনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—:*:—

ভীমসেন উবাচ।

স্মরন্তি বৈরং রক্ষাংসি মায়ামাশ্রিত্য মোহিনীম্।
হিড়িম্বে! ব্রজ পন্থানং ত্বমিমং ভ্রাতৃসেবিতম্ ॥১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক্রুদ্ধোঽপি পুরুষব্যাঘ্র! ভীম! মাস্ম স্ত্রিয়ং বধীঃ।
শরীরগুপ্ত্যভ্যধিকং ধর্ম্মং গোপায় পাণ্ডব! ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। মাত্রা কুন্ত্যা। হিড়িম্বা চ তৈঃ সার্দ্ধং প্রযযৌ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি হৈড়িম্বে অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

স্মরন্তীতি। ইমং ময়ৈব কৃতম্, তব ভ্রাত্রা হিড়িম্বেন সেবিতমাশ্রিতং মৃত্যুমিত্যর্থঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

বিনাম্য যষ্টিবন্মধ্যদেশে ভঙ্‌ক্ত্বা ত্রোটয়িত্বা পশুমারমমারয়ৎ পাণ্ডবাংশ্চ হর্ষয়ামাসে-ত্যন্বয়ঃ ॥৩২—৩৬॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৮॥

—:*:—

সুতরাং আমরা সত্বর সেখানে যাইব; তাহা হইলে আর দুর্য্যোধন আমাদিগকে জানিতে পারিবে না। আপনার মঙ্গল হউক' ॥৩৫॥

'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া, পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারথ পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তীর সহিত যাইতে লাগিলেন; হিড়িম্বাও তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে থাকিল ॥৩৬॥

—:০:—

ভীম বলিলেন—'রাক্ষসেরা মোহিনী মায়া অবলম্বন করিয়া শত্রুতা সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং হিড়িম্বা! তুইও তোর ভাইয়ের এই পথেই যা' ॥১॥

* '…দ্বিপঞ্চাশদধিকঃ…' '…চতুঃপঞ্চাশদধিকঃ…' '…ষট্‌ষষ্ট্যধিকঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

[২]…শরণাগতগুপ্ত্যা ত্বং ধর্ম্মম্ ।

বধাভিপ্রায়মায়ান্তমবধীস্ত্বং মহাবলম্।
রক্ষসন্তস্য ভগিনী কিং নঃ ক্রুদ্ধা করিষ্যতি ॥৩॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
হিড়িম্বা তু ততঃ কুন্তীমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
যুধিষ্ঠিরঞ্চ কৌন্তেয়মিদং বচনমব্রবীৎ ॥৪॥
আর্য্যে! জানাসি যদ্দুঃখমিহ স্ত্রীণামনঙ্গজম্।
তদিদং মামনুপ্রাপ্তং ভীমসেনকৃতং শুভে! ॥৫॥
সোঢ়ং তৎ পরমং দুঃখং ময়া কালপ্রতীক্ষয়া।
সোঽয়মভ্যাগতঃ কালো ভবিতা মে সুখোদয়ঃ ॥৬॥
ময়া হ্যুৎসৃজ্য সুহৃদঃ স্বধর্ম্মং স্বজনং তথা।
বৃতোঽয়ং পুরুষব্যাঘ্রস্তব পুত্রঃ পতিঃ শুভে! ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ক্রুদ্ধ ইতি। শরীরস্য গুপ্তে রক্ষণাদভ্যধিকম্। গোপায় রক্ষ ॥২॥
বধেতি। বধস্য অভিপ্রায়ো যস্য তং হিড়িম্বম্। তদ্ভগিন্যাস্ততো দুর্বলত্বমিত্যাশয়ঃ ॥৩॥
হিড়িম্বেতি। ভীমপ্রাপ্তৌ গত্যন্তরাভাবাৎ কুন্তীযুধিষ্ঠিরয়োরনুনয়োঽয়ম্ ॥৪॥
আর্য্য ইতি। জানাসি, আত্মনঃ স্ত্রীত্বাদেবেতি ভাবঃ। অনঙ্গজং কামাজ্জাতম্ ॥৫॥
সোঢ়মিতি। কালপ্রতীক্ষয়া যদি কদাচিন্মনোমতঃ পুরুষঃ প্রাপ্যেত ইত্যাশয়েত্যর্থঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

স্মরন্তীতি। ভ্রাতৃসেবিতং পন্থানং মৃত্যুম্ ॥১—৩॥ অভিবাদ্য আর্য্যে! ইত্যাভাষ্য,

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীম! ক্রুদ্ধ হইয়াও স্ত্রীহত্যা করিও না। কারণ, আত্মরক্ষা অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষা অধিক; সুতরাং সেই ধর্ম্ম রক্ষা কর ॥২॥

মহাবল হিড়িম্ব আমাদিগকে বধ করিবার অভিপ্রায়েই আসিয়াছিল, তুমি তাহাকে বধ করিয়াছ; এ অবস্থায় তাহার ভগিনী ক্রুদ্ধ হইয়াই বা আমাদের কি করিবে'? ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, হিড়িম্বা কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, তাঁহাদের নিকট এই কথা বলিল—॥৪॥

'আর্য্যে! স্ত্রীলোকদের কামজনিত যে কি দুঃখ হয়, তাহা আপনি জানেন। আপনার ভীমসেনকৃত সেই দুঃখ এই আমার উপস্থিত হইয়াছে ॥৫॥

সেই দারুণ দুঃখ আমি কালপ্রতীক্ষা করিয়া এ যাবৎ সহ্য করিয়াছি; সেই কাল এই উপস্থিত হইয়াছে; এখন সুখের আবির্ভাব হইবে ॥৬॥

[৬]…ময়া কামপরীতয়া…।

বীরেণাহং তথানেন ত্বয়া চাপি যশস্বিনি ! ।
প্রত্যাখ্যাতা ন জীবামি সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে ॥৮॥
তদর্হসি কৃপাং কর্ত্তুং ময়ি ত্বং বরবর্ণিনি ! ।
তন্মাং মূঢ়েতি মত্বা ত্বং ভক্তা চানুগতেতি চ ॥৯॥
ভর্ত্রানেন মহাভাগে ! সংযোজয় সুতেন তে ।
তমুপাদায় গচ্ছেয়ং যথেষ্টং দেবরূপিণম্ ।
পুনশ্চৈবানয়িষ্যামি বিশ্রম্ভং কুরু মে শুভে ! ॥১০॥
অহং হি মনসা ধ্যাতা সর্বান্নেষ্যামি বঃ সদা ।
বৃজিনাত্তারয়িষ্যামি দুর্গেষু বিষমেষু চ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ময়েতি। স্বধর্ম্মমিত্যনেন রাক্ষসোচিতস্বৈরচারিত্বপরিত্যাগসূচনেনাত্মনঃ পবিত্রতা সূচিতা ॥৭॥

বীরেণেতি। অনেন ভীমসেনেন। প্রত্যাখ্যাতা নিরাকৃতা ॥৮॥

তদিতি। মূঢ়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানহীনা ॥৯॥

ভর্ত্রেতি। গচ্ছেয়ং রন্তুমিতি শেষঃ। আনয়িষ্যামি তবান্তিকমেবানেষ্যামি। বিশ্রম্ভং ময়ি মদ্বাক্যে চ বিশ্বাসম্। ষট্‌পদমিদং পদ্যম্ ॥১০॥

অহমিতি। ধ্যাতা যুষ্মাভিশ্চিন্তিতা। বৃজিনাদ্বিপদঃ। দুর্গেষু দুর্গমেষু ॥১১॥

আমি বন্ধুবর্গ, স্বধর্ম্ম ও স্বজন পরিত্যাগ করিয়া, পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনার এই পুত্রটীকে পতিরূপে বরণ করিয়াছি ॥৭॥

হে যশস্বিনি ! এই বীর ভীমসেন এবং আপনি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে আমি বাঁচিব না ; ইহা আপনার নিকট সত্য বলিতেছি ॥৮॥

অতএব আপনি আমাকে মুগ্ধা, ভক্তা ও অনুগতা মনে করিয়া আমার উপরে দয়া করুন ॥৯॥

ভাগ্যবতি ! আপনার এই পুত্রই আমার পতি। সুতরাং আপনি উঁহার সহিত আমাকে সংযুক্ত করিয়া দিন। আমি এই দেবমূর্ত্তি পতিকে লইয়া অভীষ্ট স্থানে যাইব, আবার আনিয়া দিব ; আপনি আমার উপরে বিশ্বাস করুন ॥১০॥

আপনারা আমাকে মনে মনে চিন্তা করিবামাত্রই আমি আপনাদের সকলকেই দুর্গম বিষম স্থানেও লইয়া যাইব এবং বিপদ হইতে উদ্ধার করিব ॥১১॥

(৮)…ত্বয়া বাপি…। (৯) মত্বা মূঢ়েতি যন্মাং ত্বং ভক্তা বানুগতেতি বা…।

পৃষ্ঠেন বো বহিষ্যামি শীঘ্রং গতিমভীপ্সতঃ।
যূয়ং প্রসাদং কুরুত ভীমসেনো ভজেত মাম্ ॥১২॥
আপদস্তরণে প্রাণান্ ধারয়েদ্যেন তেন বা।
সর্ব্বমাদৃত্য কর্ত্তব্যং তং ধর্ম্মমনুবর্ত্ততা ॥১৩॥
আপৎসু যো ধারয়তি ধর্ম্মং ধর্ম্মবিদুত্তমঃ।
ব্যসনং হ্যেব ধর্ম্মস্য ধর্ম্মিণামাপদুচ্যতে ॥১৪॥
পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে।
যেন যেনাচরেদ্ধর্ম্মং তস্মিন্ গর্হা ন বিদ্যতে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

পৃষ্ঠেনেতি। বো যুষ্মান্, বহিষ্যামি বক্ষ্যামি। ইড়াগম আর্ষঃ। প্রসাদমনুগ্রহম্ ॥১২॥

অথ রিরংসাজ্ঞাপনেন স্ত্রিয়াস্তে মহত্যেব ন্যূনতেত্যাহ আপদ ইতি। অনুবর্ত্ততানুসরতা ॥১৩॥

কামাপদো মমোদ্ধারেণ যুষ্মাকং ধর্ম্ম এব ভবেদিত্যাহ আপৎস্বিতি। য আপৎসু পরস্য ধর্ম্মম্, ধারয়তি রক্ষতি স এব উত্তমো ধর্ম্মবিৎ। তব কা নাম আপদিত্যাহ ব্যসনমিতি। ধর্ম্মস্য ব্যসনং ভ্রংশঃ। ভীমস্য পতিত্বেন বরণাদিদানীং পুরুষান্তরগ্রহণে ধর্ম্মভ্রংশ এবেতি ভাবঃ ॥১৪॥

অথ রাক্ষসীপরিণয়ে ভীমস্য নিন্দা ভবেদিত্যাহ পুণ্যমিতি। ধারয়তি রক্ষতি। অতএব পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে। ধর্ম্মং তৎ পুণ্যম্। গর্হা নিন্দা। ভীমেন পরিণয়াভাবে মৎপ্রাণা ন স্থাস্যন্তীতি ভাবঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

চৌরাদিকস্য বদে রূপম্ ॥৪—১১॥ বহিষ্যামি প্রাপয়িষ্যামি, আর্ষ ইট্। "প্রবক্ষ্যামি" ইতি পাঠেঽপি বহেরেব রূপম্। গতিং গম্যং দেশম্ ॥১২॥ আবৃত্যাঙ্গীকৃত্য ॥১৩॥ ব্যসনং

আপনারা শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করিলে, আমি আপনাদিগকে পিঠে করিয়া বহন করিব। আপনারা অনুগ্রহ করুন, ভীম আমার পাণি গ্রহণ করুন ॥১২॥

বিপদ উপস্থিত হইলে, যে কোন উপায়ে তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়া প্রাণ ধারণ করিবে এবং ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া আদরপূর্ব্বক সকল কার্য্যই করিবে ॥১৩॥

বিপদের সময় যিনি পরের ধর্ম্ম রক্ষা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ; আর ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হওয়াকেই ধার্ম্মিকের বিপদ বলা হয় ॥১৪॥

ধর্ম্ম প্রাণ রক্ষা করে, এই জন্যই ধর্ম্মকে প্রাণদাতা বলে। অতএব যে যে উপায়ে ধর্ম্ম করা যায়, তাহাতে কোন নিন্দা নাই ॥১৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবমেব যথাত্থ ত্বং হিড়িম্বে! নাত্র সংশয়ঃ।
স্থাতব্যন্তু ত্বয়া সত্যে যথা ব্রুয়াং সুমধ্যমে!॥১৬॥
স্নাতং কৃতাহ্নিকং ভদ্রে! কৃতকৌতুকমঙ্গলম্।
ভীমসেনং ভজেথাস্ত্বং প্রাগস্তগমনাদ্রবেঃ॥১৭॥
অহঃস্থ বিহরানেন যথাকামং মনোজবা।
অয়ং ত্বানয়িতব্যস্তে ভীমসেনঃ সদা নিশি॥১৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথেতি তৎ প্রতিজ্ঞায় ভীমসেনোঽব্রবীদিদম্।
শৃণু রাক্ষসি! সত্যেন সময়ং তে বদাম্যহম্॥১৯॥
যাবৎ কালেন ভবতি পুত্রস্যোৎপাদনং শুভে!।
তাবৎ কালং গমিষ্যামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে!॥২০॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। আত্থ ব্রবীষি। সত্যে স্থাতব্যং ন পুনঃ প্রতারণা কর্ত্তব্যেতি ভাবঃ॥১৬॥
স্নাতমিতি। দিবসে তু তাদৃশং রাক্ষসমায়াভয়মস্মাকং নাস্তীত্যাশয়ঃ॥১৭॥
অহঃস্বিতি। অনেন ভীমেন সহ। মনস ইব জবো বেগো যস্যাঃ সা॥১৮॥
তথেতি। সময়ং ত্বয়া সার্দ্ধং মম বিহারকালম্॥১৯॥
যাবদিতি। গমিষ্যামি যথেষ্টবিহারায়েতি ভাবঃ॥২০॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'হিড়িম্বে! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে, সুন্দরি! আমি যেরূপ বলিতেছি, তোমার সেইরূপ সত্য রক্ষা করিতে হইবে॥১৬॥

ভদ্রে! ভীম স্নান, আহ্নিক ও মাঙ্গলিক বেশ-ভূষাদি করিলে পর, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তুমি উহার সহিত বিহার করিবে॥১৭॥

তুমি মনের ন্যায় বেগশালিনী হইয়া দিনের বেলায় ইচ্ছানুসারে উহার সহিত বিহার করিবে; কিন্তু প্রত্যহই রাত্রিবেলায় উহাকে আমাদের নিকটে আনিয়া দিতে হইবে'॥১৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—'তাহাই হইবে' এইরূপ স্বীকার করিয়া ভীম এই কথা বলিলেন—'রাক্ষসি! শোন, আমি তোমার নিকট সত্যভাবে বিহারের সময় বলিতেছি—॥১৯॥

'সুন্দরি! যে পর্য্যন্ত তোমার পুত্র জন্মিবে, সেই পর্য্যন্তই আমি তোমার সহিত বিহার করিবার জন্য গমন করিব, (তাহার পরে আর পারিব না)॥২০॥

তথেতি তৎ প্রতিশ্রুত্য হিড়িম্বা রাক্ষসী তদা।
ভীমসেনমুপাদায় সোর্দ্ধমাচক্রমে ততঃ ॥২১॥
শৈলশৃঙ্গেষু রম্যেষু দেবতায়তনেষু চ।
মৃগপক্ষিবিঘুষ্টেষু রমণীয়েষু সর্ব্বদা ॥২২॥
কৃত্বা চ পরমং রূপং সর্ব্বাভরণভূষিতা।
সঞ্জল্পন্তী সুমধুরং রময়ামাস পাণ্ডবম্ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)
তথৈব বনদুর্গেষু পুষ্পিতদ্রুমসানুষু।
সরঃসু রমণীয়েষু পদ্মোৎপলযুতেষু চ ॥২৪॥
নদীদ্বীপপ্রদেশেষু বৈদূর্য্যসিকতাসু চ।
সুতীর্থবনতোয়াসু তথা গিরিনদীষু চ ॥২৫॥
কাননেষু বিচিত্রেষু পুষ্পিতদ্রুমবল্লিষু।
হিমবদ্‌গিরিকুঞ্জেষু গুহাসু বিবিধাসু চ ॥২৬॥
প্রফুল্লশতপত্রেষু সরঃস্বমলবারিষু।
সাগরস্য প্রদেশেষু মণিহেমচিতেষু চ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। সা হিড়িম্বা, ঊর্দ্ধম্, আচক্রমে গতবতী ॥২১॥

শৈলেতি। মৃগপক্ষিভির্বিঘুষ্টেষু শব্দিতেষু। পরমং সুন্দরম্ ॥২২—২৩॥

তথেতি। সপ্তম্যন্তানাং পদানাং বক্ষ্যমাণয়া রময়ামাসেত্যনয়া ক্রিয়য়ান্বয়ঃ। বনান্যেব দুর্গাণি তেষু। পুষ্পিতা দ্রুমা যেষু তাদৃশেষু সানুষু পর্বতসমতলদেশেষু। বৈদূর্য্যরূপাঃ সিকতা-স্তাসু। শোভনানি তীর্থানি ঘট্টাঃ বনানি তোয়ানি চ যাসাং তাসু। পুষ্পিতা দ্রুমা বল্লয়ো লতাশ্চ যেষু তেষু। প্রফুল্লানি বিকসিতানি শতপত্রাণি পদ্মানি যেষু তেষু। মণিভির্হেম-

'তাহাই হইবে' এইরূপ স্বীকার করিয়া হিড়িম্বা রাক্ষসী তখনই ভীমকে লইয়া উপরের দিকে চলিয়া গেল ॥২১॥

তাহার পর, হিড়িম্বা মনোহর রূপ ধারণ করিয়া, সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, অতিমধুর বাক্য বলিতে থাকিয়া, পশু-পক্ষীর রবযুক্ত মনোহর পর্ব্বত-শৃঙ্গে এবং সুন্দর সুন্দর দেবতার স্থানে যাইয়া ভীমের সহিত বিহার করিতে লাগিল ॥২২—২৩॥

এবং দুর্গম বন, পুষ্পিত-বৃক্ষ-পূর্ণ পার্ব্বত্য সমতল ভূমি, পদ্ম ও উৎপলযুক্ত মনোহর সরোবর, নদীর দ্বীপ, বৈদূর্য্যমণিময়-বালুকাভূমি, সুন্দর ঘাট, বন ও জলযুক্ত পার্ব্বত্যনদী, পুষ্পিত বৃক্ষ-লতা-পূর্ণ বিচিত্র বন, হিমালয়কুঞ্জ, নানা-

(২৭) পল্বলেষু চ রম্যেষু মহাশালবনেষু চ। দেবারণ্যেষ…।

পত্তনেষু চ রম্যেষু তথৈবোপবনেষু চ।
দেবারণ্যেষু পুণ্যেষু তথা পর্ব্বতসানুষু ॥২৮॥
গুহ্যকানাং নিবাসেষু তাপসায়তনেষু চ।
সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পেষু মানসেষু সরঃসু চ ॥২৯॥
বিভ্রতী পরমং রূপং রময়ামাস পাণ্ডবম্।
রময়ন্তী তথা ভীমং তত্র তত্র মনোজবা ॥৩০॥ (কুলকম্)
প্রজজ্ঞে রাক্ষসী পুত্রং ভীমসেনান্মহাবলম্।
বিরূপাক্ষং মহাবক্ত্রং শঙ্কুকর্ণং বিভীষণম্ ॥৩১॥
ভীমনাদং সুতাম্রোষ্ঠং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং মহারবম্।
মহেষ্বাসং মহাবীর্য্যং মহাসত্ত্বং মহাভুজম্ ॥৩২॥
মহাজবং মহাকায়ং মহামায়মরিন্দমম্।
দীর্ঘঘোণং মহোরস্কং বিকটোদ্বদ্ধপিণ্ডিকম্ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

ভিশ্চ চিতেষু ব্যাপ্তেষু। পত্তনেষু নগরেষু। গুহ্যকানাং যক্ষাণাম্। সর্ব্বেষু ঋতুষু ফলানি পুষ্পাণি চ যেষু তেষু, মানসেষু তদাখ্যেষু। গৌরবাদ্বহুবচনম্। রময়ন্তী হাবভাবাদিনা আনন্দয়ন্তী, মনোজবা মনোবদেব বেগবতী হিড়িম্বা ॥২৪—৩০॥

প্রজজ্ঞ ইতি। প্রজজ্ঞে জনয়ামাস। সকর্ম্মকত্বমার্ষম্। রাক্ষসী হিড়িম্বা। বিরূপে বিকৃতে অক্ষিণী যস্য তম্। শঙ্কুবৎ সূক্ষ্মাগ্রৌ কর্ণৌ যস্য তম্, বিশেষেণ ভীষণস্তম্। মহেষ্বাসং মহাধনুর্দ্ধরম্। মহাসত্ত্বং বিশেষাধ্যবসায়শীলম্। দীর্ঘা ঘোণা নাসিকা যস্য তম্

ভারতভাবদীপঃ

বাধকম্ ॥১৪—৩০॥ শঙ্কুকর্ণং তীক্ষ্ণাগ্রস্তব্ধকর্ণম্ ॥৩১—৩২॥ দীর্ঘঘোণং দীর্ঘনাসিকম্।

বিধ গুহা, প্রস্ফুটিত পদ্ম ও নির্ম্মল-জলযুক্ত সরোবর, মণিময় ও সুবর্ণময় সমুদ্রতীর, মনোহর নগর ও উপবন, পবিত্র দেববন ও পার্ব্বত্য সমতল ভূমি, যক্ষালয়, তপস্বীর আশ্রম এবং সকল ঋতুতেই পুষ্প ও ফলযুক্ত মানসসরোবর, এই সকল স্থানে মনের ন্যায় বেগগামিনী হিড়িম্বা মনোহর রূপ ধারণ করিয়া, হাব-ভাবাদি দ্বারা ভীমসেনকে আনন্দিত করিতে থাকিয়া, তাঁহার সহিত বিহার করিল ॥২৪—৩০॥

তাহার পর, হিড়িম্বা ভীমসেন হইতে একটী বলবান্ পুত্র প্রসব করিল; তাহার নয়নযুগল বিকৃত, মুখমণ্ডল বিশাল, কর্ণযুগল শঙ্কুর (পেরেকের) ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র, শব্দ ভয়ঙ্কর, ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, দন্ত সুতীক্ষ্ণ, কণ্ঠস্বর বিকট, ধনুর্বিদ্যা অধিক, তেজ গুরুতর, অধ্যবসায় অত্যন্ত, বাহুযুগল সুদীর্ঘ, বেগ গুরুতর, শরীর বিশাল,

অমানুষং মানুষজং ভীমবেগং মহাবলম্।
যঃ পিশাচানতীত্যান্যান্ বভূবাতীব রাক্ষসান্॥৩৪॥ (কলাপকম্)
বালোঽপি যৌবনং প্রাপ্তোঽমানুষেষু বিশাংপতে!।
সর্ব্বাস্ত্রেষু পরং বীরঃ প্রকর্ষমগমদ্বলী॥৩৫॥
সদ্যো হি গর্ভান্ রাক্ষস্যো লভন্তে প্রসবন্তি চ।
কামরূপধরাশ্চৈব ভবন্তি বহুরূপিকাঃ॥৩৬॥
প্রণম্য বিকচঃ পাদাবগৃহ্লাৎ স পিতুস্তদা।
মাতুশ্চ পরমেষ্বাসস্তৌ চ নামাস্য চক্রতুঃ॥৩৭॥
ঘটোহাস্যোৎকচ ইতি মাতা তং প্রত্যভাষত।
অব্রবীত্তেন নামাস্য ঘটোৎকচ ইতি স্ম হ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

বিকটং বিশালং যথা স্যাত্তথা উদ্বদ্ধা জানুগুল্ফয়োর্মধ্যে ধৃতা পিণ্ডিকা রথচক্রনাভিবৎ গোল-াংসস্তূপো যেন তম্। অমানুষং রাক্ষসম্। অন্যান্ পিশাচান্ রাক্ষসাংশ্চ অতীত্য অতীব ভুঙ্গ ইত্যর্থঃ॥৩১—৩৪॥

নন্বু প্রসূতমাত্রে কথমীদৃশতেত্যাহ বাল ইতি। অমানুষেষু রাক্ষসেষু মধ্যে॥৩৫॥

অথ তথাপি কথমেতদুপপদ্যত ইত্যাহ সদ্য ইতি। সদ্য ইতি সর্ব্বত্রান্বীয়তে॥৩৬॥

প্রণম্যেতি। বিশিষ্টাঃ কচাঃ কেশা যস্য সঃ। পরমেষ্বাসো মহাধনুর্দ্ধরঃ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

বিকটে বক্রে উদ্বদ্ধে উচ্চে পিণ্ডিকে জানুগুল্ফান্তরে, পাশ্চাত্যপ্রদেশঃ পিণ্ডিকা, তে দ্বে যস্য তং বিকটোদ্বদ্ধপিণ্ডিকম্॥৩৩—৩৬॥ বিকচঃ কেশহীনঃ॥৩৭॥ ঘট ইতি। ঘটসাদৃশ্যাৎ ঘটঃ শিরঃ। "ঘটঃ সমাধিভেদে না শিরঃকূটকটেষু চ" ইতি মেদিনী। হ স্পষ্টম্, অস্য

মায়া ভয়ঙ্কর, নাসিকা দীর্ঘ, বক্ষ বৃহৎ, জানু ও গুল্ফের পশ্চাদ্ভাগ বিশাল ও গোল এবং আকৃতি অতিভীষণ ছিল; আর সে মানুষ হইতে জন্মিয়াও অমানুষ (রাক্ষস) হইয়াছিল এবং অন্যান্য রাক্ষস ও পিশাচগণকে অতিক্রম করিয়া তখনই অতিভীষণ হইয়াছিল॥৩১—৩৪॥

মহারাজ! সেই হিড়িম্বার পুত্র বালক হইয়াও যৌবন লাভ করিয়াছিল এবং বলবান্ বীর হইয়া রাক্ষসের মধ্যে সমস্ত অস্ত্রে অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল॥৩৫॥

কারণ, রাক্ষসীরা গর্ভ ধারণ করিয়া সদ্যই প্রসব করে এবং সেই সন্তানও সদ্যই কামরূপী ও বহুরূপী হইয়া থাকে॥৩৬॥

বিলক্ষণ-কেশ-যুক্ত সেই হিড়িম্বাপুত্র তখনই পিতা ও মাতাকে নমস্কার করিয়া তাঁহাদের চরণ ধারণ করিল; তাঁহারাও উহার নামকরণ করিলেন॥৩৭॥

অনুরক্তশ্চ তানাসীৎ পাণ্ডবান্ স ঘটোৎকচঃ।
তেষাঞ্চ দয়িতো নিত্যমাত্মভূতো বভূব সঃ ॥৩৯॥
সংবাসসময়ো জীর্ণ ইত্যাভাষ্য ততস্তু তান্।
হিড়িম্বা সময়ং কৃত্বা স্বাং গতিং প্রত্যপদ্যত ॥৪০॥
ঘটোৎকচো মহাকায়ঃ পাণ্ডবান্ পৃথয়া সহ।
অভিবাদ্য যথান্যায়মব্রবীচ্চ প্রভাষ্য তান্ ॥৪১॥
কিং করোম্যহমার্য্যাণাং নিঃশঙ্কং বদতানঘাঃ!।
তং ব্রুবন্তং ভৈমসেনিং কুন্তী বচনমব্রবীৎ ॥৪২॥
ত্বং কুরূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্ভীমসমো হ্যসি।
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রোঽসি পঞ্চানাং সাহায্যং কুরু পুত্রক! ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

ঘটেতি। ঘটস্যেব উহো বিতর্কো যস্য তত্তাদৃশং যৎ আস্যং মুখং মস্তকমিত্যর্থঃ তত্র ঊর্দ্ধাঃ কচাঃ কেশা যস্য সঃ। ইতি হেতোঃ। অব্রবীৎ লোক ইতি শেষঃ ॥৩৮॥

অন্বিতি। অনু লক্ষ্যীকৃত্য রক্তো ভক্ত্যাসক্তঃ। আত্মভূত আত্মীয়ান্তর্গতঃ ॥৩৯॥

সংবাসেতি। সংবাসস্য ভীমেন সহ বাসস্য সময়ঃ জীর্ণঃ অতীতঃ, পুত্রোৎপত্তিপর্য্যন্তং পূর্ব্বং ভীমেন নিয়মিতত্বাদিতি ভাবঃ। সময়ং শপথম্। স্বাং গতিং স্বস্থানম্ ॥৪০॥

ঘটোৎকচ ইতি। পৃথয়া কুন্ত্যা। প্রভাষ্য সম্বোধ্য ॥৪১॥

কিমিতি। আর্য্যাণাং পূজ্যানাং ভবতাম্ ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

পুত্রস্য উৎকচো বিকেশো যতস্ততো ঘট উৎকচো যস্যেতি যোগাৎ ঘটোৎকচ ইতি নামাব্রবীৎ

সেই হিড়িম্বাপুত্রের মাথাটা ঘটের মত এবং তাহাতে উঁচু উঁচু চুল ছিল বলিয়া হিড়িম্বা তাহাকে 'ঘটোৎকচ' বলিল; তাহাতেই সকলে তাহাকে 'ঘটোৎকচ' বলিয়া ডাকিত ॥৩৮॥

সেই ঘটোৎকচ পাণ্ডবগণের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল বলিয়া সে তাঁহাদের সর্ব্বদা প্রিয় এবং আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল ॥৩৯॥

ভীমের সহিত সহবাস করিবার সময় অতীত হইয়াছিল বলিয়া হিড়িম্বা পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় লইয়া এবং একটি শপথ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল ॥৪০॥

বিশালশরীর ঘটোৎকচ কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে যথানিয়মে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল—॥৪১॥

'হে নিষ্পাপগণ! আমি আপনাদের কি করিব, তাহা নিঃশঙ্কভাবে বলুন'। ঘটোৎকচ এই কথা বলিলে, কুন্তী তাহাকে বলিলেন—॥৪২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পৃথয়াঽপ্যেবমুক্তস্তু প্রণম্যৈব বচোঽব্রবীৎ।
যথা হি রাবণো লোকে ইন্দ্রজিচ্চ মহাবলঃ।
বর্ষ্ম বীর্য্যসমো লোকে বিশিষ্টশ্চাভবং নৃষু ॥৪৪॥
কৃত্যকাল উপস্থাস্যে পিতৃনিতি ঘটোৎকচঃ।
আমন্ত্র্য রক্ষসাং শ্রেষ্ঠঃ প্রতস্থে চোত্তরাং দিশম্ ॥৪৫॥
স হি সৃষ্টো মঘবতা শক্তিহেতোর্মহাত্মনা।
কর্ণস্যাপ্রতিবীর্য্যস্য প্রতিযোদ্ধা মহারথঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি হৈড়িম্বে ঘটোৎকচোৎপত্তির্নামোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ত্বমিতি। পঞ্চানাং পাণ্ডবানাম্ ॥৪৩॥

পৃথয়েতি। ইন্দ্রজিচ্চ তৎপুত্রস্তৎসম এব মহাবল আসীদিতি শেষঃ। তথৈবাহং পিতু-র্ভীমসেনস্য বর্ষ্মণা দেহেন বীর্য্যেণ চ সমঃ অভবম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৪॥

কৃত্যেতি। কৃত্যকালে কার্য্যকালে। এতেন হিড়িম্বায়া অপি সময় উক্তঃ ॥৪৫॥

নন্ন ঘটোৎকচঃ কথমীদৃশীকৃত্য বিধাত্রা সৃষ্ট ইত্যাহ স ইতি। মঘবতা ইন্দ্রেণ। শক্তি-হেতোঃ স্বদত্তশক্তিনামাস্ত্রব্যয়হেতোঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি হৈড়িম্বে উনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৩৮॥ আত্মনিত্যং স্ববশঃ ॥৩৯॥ সংবাসসময়ঃ সহবাসকালঃ, জীর্ণঃ অতীতঃ; পুত্রোৎপত্তি-

---

'তুমি কুরুবংশে জন্মিয়াছ, সাক্ষাৎ ভীমের তুল্য হইয়াছ এবং পঞ্চ পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াছ; অতএব পুত্র! তুমি আমাদের সাহায্য কর' ॥৪৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—কুন্তী এইরূপ বলিলে, ঘটোৎকচ প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বলিল—'পূর্ব্বকালে যেমন রাবণ ছিলেন, তাঁহার পুত্র ইন্দ্রজিৎও তেমনই মহাবল ছিলেন; আমিও সেইরূপ মনুষ্যলোকে আকারে ও বলে পিতার তুল্যই বিশিষ্ট হইয়াছি ॥৪৪॥

অতএব কার্য্যের সময়ে আমি পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হইব' এই কথা বলিয়া বিদায় লইয়া, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচ উত্তর দিকে চলিয়া গেল ॥৪৫॥

৪১—৪৪ অয়মংশঃ কতিপয়পুস্তকে নাস্তি। * '...ত্রিপঞ্চাশদধিকঃ...' '...পঞ্চপঞ্চাশ-দধিকঃ...' '...উনসপ্তত্যুত্তরঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

——:*:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে বনেন বনং গত্বা ঘ্নন্তো মৃগগণান্ বহূন্।
অপক্রম্য যযূ রাজন্! ত্বরমাণা মহারথাঃ ॥১॥
মৎস্যান্ ত্রিগর্ত্তান্ পাঞ্চালান্ কীচকানন্তরেণ চ।
রমণীয়ান্ বনোদ্দেশান্ প্রেক্ষমাণাঃ সরাংসি চ ॥২॥
জটাঃ কৃত্বাত্মনঃ সর্ব্বে বল্কলাজিনবাসসঃ।
সহ কুন্ত্যা মহাত্মানো বিভ্রতস্তাপসং বপুঃ ॥৩॥
কচিদ্বহন্তো জননীং ত্বরমাণা মহারথাঃ।
ক্বচিচ্ছন্দেন গচ্ছন্তস্তে জগ্মুঃ প্রসভং পুনঃ ॥৪॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। বনেন বনপথেন, বনং বনান্তরম্। এতেন পাণ্ডবা হিড়িম্বাশ্রিতবনং বিহায় ঘটোৎকচোৎপত্তিপর্য্যন্তং বনান্তর এবাসন্নিতি প্রতীয়তে। অপক্রম্য বনান্নির্গত্য ॥১॥

মৎস্যানিতি। মৎস্যাদয়ো দেশাঃ। অন্তরেণ তত্তদ্দেশমধ্যেন। আত্মন আত্মন ইতি বীপ্সা জ্ঞেয়া। বপুরাকারম্। ছন্দেন অভিপ্রায়েণ শনৈঃ শনৈরিত্যর্থঃ। "অভিপ্রায়শ্ছন্দ আশয়ঃ" ইত্যমরঃ। প্রসভং সবলং সবেগমিতি তাৎপর্য্যম্ ॥২—৪॥

ভারতভাবদীপঃ

পর্য্যন্তমেব তস্য কৃতত্বাৎ ॥৪০—৪৪॥ সময়মেবাহ—কৃত্যেতি ॥৪৫॥ ঘটোৎকচোৎপত্তি-প্রয়োজনমাহ—স হীতি ॥৪৬॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৯॥

——:*:——

মহাত্মা ইন্দ্র নিজদত্ত শক্তি-অস্ত্র ব্যয় করাইবার জন্য অপ্রতিবল কর্ণের প্রতিযোদ্ধা মহারথ করিবার উদ্দেশে ঘটোৎকচকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥৪৬॥

——:○:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! পাণ্ডবগণ বনপথে অন্য বনে যাইয়া, বহুতর মৃগ বধ করিয়া, সে বন হইতে নির্গত হইয়া, সত্বর গমন করিতে লাগিলেন ॥১॥

তাঁহারা সকলেই জটা, বল্কল ও মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়া, তপস্বী সাজিয়া, মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল ও কীচকদেশের ভিতর দিয়া, মনোহর বনপ্রান্ত এবং সরোবর দেখিতে থাকিয়া, কোথাও কুন্তীর সহিত, কোথাও কুন্তীকে বহন

(১) তে বলেন বনং গত্বা…, তে বনেন বনং বীরাঃ…। (৪)…ক্বচিচ্ছন্দেন…।

ব্রাহ্মং বেদমধীয়ানা বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বশঃ।
নীতিশাস্ত্রঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞা দদৃশুস্তে পিতামহম্ ॥৫॥
তেঽভিবাদ্য মহাত্মানং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং তদা।
তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে সহ মাত্রা পরন্তপাঃ ॥৬॥

ব্যাস উবাচ।

ময়েদং ব্যসনং পূর্ব্বং মনসা বিদিতং নৃপাঃ!।
যথা তু তৈরধর্ম্মেণ ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্ব্বিবাসিতাঃ ॥৭॥
তদ্বিদিত্বাস্মি সম্প্রাপ্তশ্চিকীর্ষুঃ পরমং হিতম্।
ন বিষাদোঽত্র কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বমেতৎ সুখায় বঃ ॥৮॥
সমাস্তে চৈব মে সর্ব্বে যূয়ং চৈব ন সংশয়ঃ।
দীনতো বালতশ্চৈব স্নেহং কুর্ব্বন্তি বান্ধবাঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মমিতি। ব্রাহ্মং ব্রহ্মপ্রতিপাদকং শাস্ত্রমুপনিষদাদি। পিতামহং ব্যাসম্ ॥৫॥

ত ইতি। তে পাণ্ডবাঃ। মাত্রা কুন্ত্যা ॥৬॥

ময়েতি। ব্যসনং বিপৎ। হে নৃপাঃ! নৃপপুত্রাঃ! ॥৭॥

তদিতি। সম্প্রাপ্তো যুষ্মাকং সন্নিধাবুপস্থিতঃ। চিকীর্ষুঃ কর্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ত ইতি। বনেন বনং বনাদ্বনম্ ॥১—৪॥ ব্রাহ্মং বেদং ব্রহ্মপ্রতিপাদকমুপনিষদ্-

করিয়া লইয়া, কোথাও ধীরে এবং কোথাও বেগে গমন করিতে লাগিলেন ॥২—৪॥

উপনিষদ, বেদ, সমস্ত বেদাঙ্গ এবং নীতিশাস্ত্র পাঠ করিতে থাকিয়া যাইতে যাইতে তাঁহারা কোন সময়ে আপনাদের পিতামহ বেদব্যাসকে দেখিতে পাইলেন ॥৫॥

তখন কুন্তীর সহিত তাঁহারা সকলেই মহাত্মা বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন ॥৬॥

তখন বেদব্যাস বলিলেন—'রাজপুত্রগণ! আমি পূর্ব্বেই তোমাদের এই বিপদের বিষয় মনে মনে জানিতে পারিয়াছি যে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা অন্যায় করিয়া তোমাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে ॥৭॥

তাহা জানিয়াই আমি তোমাদের বিশেষ মঙ্গল সাধন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। তোমরা ইহাতে দুঃখ করিও না; এ সমস্তই তোমাদের সুখের জন্য হইতেছে ॥৮॥

(৯)···সোঽহং কুর্বন্তি মানবাঃ।

তস্মাদভ্যধিকঃ স্নেহো যুষ্মাসু মম সাম্প্রতম্ ।
স্নেহপূর্ব্বং চিকীর্ষামি হিতং বস্তন্নিবোধত ॥১০॥
ইদং নগরমভ্যাসে রমণীয়ং নিরাময়ম্ ।
বসতেহ প্রতিচ্ছন্না মমাগমনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥১১॥
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এবং স তান্ সমাশ্বাস্য ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ।
একচক্রামভিগতঃ কুন্তীমাশ্বাসয়ৎ প্রভুঃ ॥১২॥
পুনরেব চ ধর্ম্মাত্মা ইদং বচনমব্রবীৎ ।
ব্যাস উবাচ ।
জীব পুত্রি ! সুতস্তেঽয়ং ধর্ম্মনিত্যো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

সমা ইতি। যূয়ম্, তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ সর্ব্ব এব মে সমাস্তুল্যাঃ, উভয়ত্রাপি তুল্যসম্পর্কাৎ। দীনতো বালতশ্চেত্যুভয়ত্রাপি ভাবপ্রধাননির্দ্দেশঃ। তেন দৈন্যাদ্বাল্যাচ্চেত্যর্থঃ ॥৯॥

তস্মাদিতি। তস্মাদিদানীং দীনত্বাৎ। বো যুষ্মাকম্ ॥১০॥

ইদমিতি। অভ্যাসে সমীপে। প্রতিচ্ছন্না ঈদৃশবেশেনৈব গুপ্তস্বরূপাঃ ॥১১॥

এবমিতি। একচক্রাং তদাখ্যাং নগরীম্, অভি লক্ষ্যীকৃত্য, গতঃ প্রস্থিতঃ ॥১২॥

তোমরা এবং তাহারা সকলেই আমার নিকট সমান; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি দীনতা ও শিশুতানিবন্ধন বন্ধুগণ অধিক স্নেহ জন্মাইয়া থাকে ॥৯॥

অতএব এখন তোমাদের উপরেই আমার অধিক স্নেহ দাঁড়াইয়াছে। তাই আমি স্নেহপূর্ব্বক তোমাদের হিত করিবার ইচ্ছা করিতেছি; তাহা শোন ॥১০॥

মনোহর অথ চ রোগপীড়াবিহীন এই একটী নগর নিকটে দেখা যাইতেছে; পুনরায় আমার আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া তোমরা এই গুপ্তবেশেই এখানে বাস কর' ॥১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস এইভাবে পাণ্ডবগণকে আশ্বস্ত করিয়া, একচক্রাপুরীর দিকে যাইতে থাকিয়া, কুন্তীকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন ॥১২॥

ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস পুনরায় এই কথা বলিলেন। ব্যাস কহিলেন—'কুন্তি! বাঁচিয়া থাক; সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষশ্রেষ্ঠ তোমার এই পুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম

(১৩) অয়ং শ্লোকঃ ক্বচিন্নাস্তি।...জীবৎপুত্রি!...।

ধর্ম্মেণ পৃথিবীং জিত্বা মহাত্মা পুরুষর্ষভঃ।
পৃথিব্যাং পার্থিবান্ সর্ব্বান্ প্রশাসিষ্যতি ধর্ম্মরাট্ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
পৃথিবীমখিলাং জিত্বা সর্বাং সাগরমেখলাম্।
ভীমসেনার্জ্জুনবলাদ্ ভোক্ষ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৫॥
পুত্রাস্তব চ মাদ্র্যাশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ।
সরাষ্ট্রে বিহরিষ্যন্তি সুখং সুমনসঃ সদা ॥১৬॥
যক্ষ্যন্তি চ নরব্যাঘ্রা নির্জ্জিত্য পৃথিবীমিমাম্।
রাজসূয়াশ্বমেধাদ্যৈঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥১৭॥
অনুগৃহ্য সুহৃদ্বর্গং ভোগৈশ্বর্য্যসুখেন চ।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যমিমে ভোক্ষ্যন্তি তে সুতাঃ ॥১৮॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্ত্বা নিবেশ্যৈতান্ ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে।
অব্রবীৎ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠমৃষির্দ্বৈপায়নস্তদা ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

পুনরিতি। ধর্ম্মাত্মা ব্যাসঃ। পুত্রি! কুন্তি!। পার্থিবান্ নৃপতীন্ ॥১৩—১৪॥
পৃথিবীমিতি। ন বিদ্যতে খিলং প্রতিবন্ধকং যস্যামিত্যখিলমিত্যপৌনরুক্ত্যম্ ॥১৫॥
পুত্রা ইতি। সুমনসঃ শত্রোরভাবাৎ প্রসন্নচিত্তাঃ ॥১৬॥
যক্ষ্যন্তীতি। নরব্যাঘ্রা ইমে পাণ্ডবাঃ ॥১৭॥
অন্বিতি। ভোগৈশ্বর্য্যসুখেন তত্তৎসম্পাদনেন ॥১৮॥
এবমিতি। এতান্ পাণ্ডবান্। নিবেশনে ভবনে ॥১৯॥

অনুসারে পৃথিবী জয় করিয়া, ধর্ম্মরাজ হইয়া, পৃথিবীর সকল রাজাকে শাসন করিবে ॥১৩—১৪॥

যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুনের শক্তিতে বিনা বাধায় সমুদ্রবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া ভোগ করিবে; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৫॥

তোমার ও মাদ্রীর পুত্রেরা সকলেই মহারথ; সুতরাং ইহারা সর্ব্বদাই আপন রাজ্যে প্রসন্নচিত্ত হইয়া সুখে বিচরণ করিবে ॥১৬॥

নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ এই পৃথিবী জয় করিয়া, প্রচুর দক্ষিণা দিয়া, রাজসূয় ও অশ্বমেধপ্রভৃতি যজ্ঞ করিবে ॥১৭॥

তোমার এই পুত্রেরা ভোগ, সম্পদ ও সুখ সম্পাদন করিয়া বন্ধুবর্গের প্রতি অনুগ্রহ করিতে থাকিয়া পৈতৃক রাজ্য ভোগ করিবে' ॥১৮॥

ইহ মাং সম্প্রতীক্ষধ্বমাগমিষ্যাম্যহং পুনঃ।
দেশকালৌ বিদিত্বৈব লপ্স্যধ্বং পরমাং মুদম্ ॥২০॥
স তৈঃ প্রাঞ্জলিভিঃ সর্ব্বৈস্তথেত্যুক্তো নরাধিপ!।
জগাম ভগবান্ ব্যাসো যথাগতমৃষিঃ প্রভুঃ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি হৈড়িম্বে একচক্রাপ্রবেশো নাম পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ইহেতি। দেশকালৌ বিদিত্বা কস্মিন্ দেশে কালে বা কিং কর্ত্তব্যমিতি জ্ঞাত্বা ॥২০॥

স ইতি। যথা আগতং তথৈব জগামেত্যর্থঃ ॥২১॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি হৈড়িম্বে পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

ভাগং ব্রাহ্মণযোগ্যং বা। পিতামহং ব্যাসম্ ॥৫—১১॥ একচক্রামভিগতঃ তৈঃ সহেতি শেষঃ ॥১২—২১॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথা বলিয়া মহর্ষি বেদব্যাস পাণ্ডবগণকে কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে প্রবেশ করাইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—॥১৯॥

'তোমরা এইখানে থাকিয়া আমার প্রতীক্ষা কর; আমি আবার আসিব। দেশ ও কাল বুঝিয়া চলিতে পারিলে তোমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিতে পারিবে' ॥২০॥

মহারাজ! তখন পাণ্ডবেরা সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—'তাহাই হইবে'। তখন ভগবান্ বেদব্যাস যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই খানেই চলিয়া গেলেন ॥২১॥

---

* '...চতুঃপঞ্চাশদধিকঃ...' '...ষট্‌পঞ্চাশদধিকঃ...' '...সপ্তত্যধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

———:*:———

জনমেজয় উবাচ।

একচক্রাং গতাস্তে তু কুন্তীপুত্রা মহারথাঃ।
অত ঊর্দ্ধং দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কিমকুর্ব্বত পাণ্ডবাঃ ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

একচক্রাং গতাস্তে তু কুন্তীপুত্রা মহারথাঃ।
ঊষুর্নাতিচিরং কালং ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে ॥২॥
রমণীয়ানি পশ্যন্তো বনানি বিবিধানি চ।
পার্থিবানপি চোদ্দেশান্ সরিতশ্চ সরাংসি চ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)
চেরুর্ভিক্ষাং তদা তে তু সর্ব্ব এব বিশাংপতে!।
বভূবুর্নাগরাণাঞ্চ স্বৈর্গুণৈঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥৪॥
নিবেদয়ন্তি স্ম তদা কুন্ত্যাং ভৈক্ষ্যং সদা নিশি।
তয়া বিভক্তান্ ভাগাংস্তে ভুঞ্জতে স্ম পৃথক্ পৃথক্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

একেতি। পাণ্ডবা ইত্যুক্তাবপি পুনঃ কুন্তীপুত্রা ইত্যুপাদানং তেসাং প্রাধান্যজ্ঞাপনার্থং :গোবৃষন্যায়াৎ ॥১॥

একেতি। ঊষুঃ স্থিতাঃ। নাতিচিরং ষণ্মাসান্, "ষণ্মাসানেকচক্রায়াম্" ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ। ।াথিবান্ ভৌমান্, উদ্দেশান্ ঘট্টচত্বরাদীন্ ॥২—৩॥

চেরুরিতি। নাগরাণাং নগরবাসিনাং জনানাম্। স্বৈর্গুণৈর্বিনয়াদিভিঃ। ব্রাহ্মণানাং :দ্রোণাদীনাং যুদ্ধব্যবসায় ইব ক্ষত্রিয়াণামপি যুধিষ্ঠিরাদীনামাপদি ভিক্ষাব্যবসায়ো ন দোষায় ॥৪॥

নিবেদয়ন্তীতি। নিবেদয়ন্তি স্ম অর্পয়ামাসুঃ। ভৈক্ষ্যং ভিক্ষালব্ধং দ্রব্যম্ ॥৫॥

জনমেজয় বলিলেন—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! মহারথ পাণ্ডবগণ একচক্রানগরে ত গমন করিলেন, তাহার পর তাঁহারা কি করিলেন? ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারথ পাণ্ডবগণ একচক্রায় যাইয়া মনোহর নানাবিধ বন, স্থান, নদী ও সরোবর দেখিতে থাকিয়া, সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অনতিদীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন ॥২—৩॥

মহারাজ! তখন তাঁহারা সকলেই ভিক্ষা করিতেন এবং আপন আপন গুণে নগরবাসিগণের প্রিয়দর্শন হইয়া পড়িলেন ॥৪॥

অর্দ্ধং তে ভুঞ্জতে বীরাঃ সহ মাত্রা পরন্তপাঃ।
অর্দ্ধং ভৈক্ষ্যস্য সর্ব্বস্য ভীমো ভুঙ্‌ক্তে মহাবলঃ ॥৬॥
তথা তু তেষাং বসতাং তস্মিন্ রাষ্ট্রে মহাত্মনাম্।
অতিচক্রাম সুমহান্ কালোঽথ ভরতর্ষভ! ॥৭॥
ততঃ কদাচিদ্ভৈক্ষ্যায় গতাস্তে ভরতর্ষভাঃ।
সঙ্গত্যা ভীমসেনস্তু তত্রাস্তে পৃথয়া সহ ॥৮॥
অথার্ত্তিজং মহাশব্দং ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে।
ভৃশমুৎপতিতং ঘোরং কুন্তী শুশ্রাব ভারত! ॥৯॥
রোরূয়মাণাংস্তান্ দৃষ্ট্বা পরিদেবয়তশ্চ সা।
কারুণ্যাৎ সাধুভাবাচ্চ কুন্তী রাজন্! ন চক্ষমে ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অর্দ্ধমিতি। তে ভীমেতরে পাণ্ডবাঃ। ভৈক্ষ্যস্য ভিক্ষালব্ধদ্রব্যস্য ॥৬॥
তথেতি। সুমহান্ ষণ্মাসাত্মকঃ ॥৭॥
তত ইতি। সঙ্গত্যা কার্য্যবিশেষসম্বন্ধেন দৈবযোগেন বা। আস্তে তিষ্ঠতি স্ম ॥৮॥
অথেতি। আর্ত্তিজং পীড়াজাতম্। উৎপতিতম্ উত্থিতম্ ॥৯॥
রোরূয়েতি। রোরূয়মাণান্ ভৃশং রুবত আর্ত্তনাদং কুর্ব্বতঃ। পরিদেবয়তো বিলপতঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

একচক্রামিতি ॥১—২॥ পার্থিবান্ পৃথিবীসম্বন্ধিনঃ ॥৩॥ ভৈক্ষ্যং ভিক্ষালব্ধমন্নম্, চেরু-

---

তাঁহারা দিনের বেলায় ভিক্ষা করিয়া রাত্রিতে আসিয়া প্রত্যহই কুন্তীর নিকট ভিক্ষালব্ধ বস্তু সমর্পণ করিতেন; কুন্তী তাহা ভাগ করিয়া দিলে, তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভোজন করিতেন ॥৫॥

যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি চারি জন কুন্তীর সহিত ভিক্ষালব্ধ বস্তুর অর্দ্ধ ভোজন করিতেন; আর অপরার্দ্ধ এক ভীমসেনই ভোজন করিতেন ॥৬॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই ভাবে সেই রাজ্যে বাস করিবার সময়ে তাঁহাদের বহু দিন অতীত হইল ॥৭॥

তাহার পর, এক দিন যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি চারি জন ভিক্ষা করিতে গেলেন; কিন্তু কোন কারণবশতঃ ভীম কুন্তীর সহিত সেই বাড়ীতেই থাকিলেন ॥৮॥

তৎপরে সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল; কুন্তী তাহা শুনিতে পাইলেন ॥৯॥

তাঁহারা আর্ত্তনাদ ও বিলাপ করিতেছেন জানিয়া কুন্তী দয়া ও সৌজন্য-বশতঃ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥১০॥

মথ্যমানেন দুঃখেন হৃদয়েন পৃথা তদা।
উবাচ ভীমং কল্যাণী কৃপান্বিতমিদং বচঃ ॥১১॥
বসামঃ সুসুখং পুত্র ! ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে।
অজ্ঞাতা ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য সৎকৃতা বীতমন্যবঃ ॥১২॥
সা চিন্তয়ে সদা পুত্র ! ব্রাহ্মণস্যাস্য কিম্বহম্।
প্রিয়ং কুর্য্যামিতি গৃহে যৎ কুর্য্যুরুষিতাঃ সুখম্ ॥১৩॥
এতাবান্ পুরুষস্তাত ! কৃতং যস্মিন্ন নশ্যতি।
যাবচ্চ কুর্য্যাদন্যোঽস্য কুর্য্যাদভ্যধিকং ততঃ ॥১৪॥
তদিদং ব্রাহ্মণস্যাস্য দুঃখমাপতিতং ধ্রুবম্।
তত্রাস্য যদি সাহায্যং কুর্য্যামুপকৃতং ভবেৎ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

মথ্যেতি। দুঃখেন মথ্যমানেন হৃদয়েনোপলক্ষিতা, পৃথা কুন্তী ॥১১॥

বসাম ইতি। সৎকৃতা আদৃতাঃ, বীতমন্যবস্ত্যক্তদৈন্যাঃ ॥১২॥

সেতি। গৃহে উষিতাঃ স্থিতা অপরে সজ্জনাঃ, যৎ কুর্য্যুঃ ॥১৩॥

এতাবানিতি। যস্মিন্ পুরুষে, কৃতমুপকৃতম্, ন নশ্যতি প্রত্যুপকারকরণান্ন নিষ্ফলী-ভবতি; স এব এতাবান্ মহান্ পুরুষঃ। অন্যো যুষ্মদ্ভিন্নঃ। কুর্য্যাৎ অস্মৎপক্ষ ইতি শেষঃ ॥১৪॥

তদিতি। আপতিতমুপস্থিতম্। উপকৃতং প্রত্যুপকারঃ কৃতো ভবেৎ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ত্তক্ষিতবন্তঃ, আপদি ক্ষত্রিয়স্যাপি তদৌচিত্যাৎ ॥৪—৯॥ পরিদেবয়তো বিবিধং লালপ্যমানান্ ॥১০—১২॥ গৃহে সুখমুষিতাঃ দুর্ব্বাসঃপ্রভৃতয় ইব ॥১৩॥ কৃতমুপকৃতম্, ন নশ্যতি প্রত্যুপকারং

তখন কুন্তী দুঃখবশতঃ উদ্বেলিত হৃদয়ে ভীমের নিকট এই দয়াযুক্ত বাক্য বলিলেন—॥১১॥

'বৎস ! আমরা এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আদৃত ও দৈন্যহীন হইয়া দুর্য্যোধনের অজ্ঞাতভাবে অতিসুখে বাস করিতেছি ॥১২॥

বৎস ! আমি সর্ব্বদাই চিন্তা করি যে, অন্যান্য সজ্জনেরা সুখে গৃহে বাস করিয়া গৃহীর যেরূপ প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকেন, আমি এই ব্রাহ্মণের সেইরূপ কি প্রিয় কার্য্য করিতে পারি ॥১৩॥

যে ব্যক্তি উপকারীর প্রত্যুপকার করে, সে-ই মহাপুরুষ। সুতরাং অন্যে ইহার যে প্রত্যুপকার করিত, তদপেক্ষা অধিক তোমাদের করিতে হইবে ॥১৪॥

নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্মণের কোন দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; তাহাতে আমি যদি উঁহার সাহায্য করিতে পারি, তাহা হইলে বাস্তবিক প্রত্যুপকার করা হইবে ॥১৫॥

ভীমসেন উবাচ।

জ্ঞায়তামস্য যদ্দুঃখং যতশ্চৈব সমুত্থিতম্।
বিদিত্বা ব্যবসিষ্যামি যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করম্ ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং তৌ কথয়ন্তৌ তু ভূয়ঃ শুশ্রুবতুঃ স্বনম্।
আর্ত্তিজং তস্য বিপ্রস্য সভার্য্যস্য বিশাংপতে! ॥১৭॥
অন্তঃপুরং ততস্তস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
বিবেশ ত্বরিতা কুন্তী বদ্ধবৎসেব সৌরভী ॥১৮॥
ততস্তং ব্রাহ্মণং তত্র ভার্য্যয়া চ সুতেন চ।
দুহিত্রা চৈব সহিতং দদর্শ বিকৃতাননম্ ॥১৯॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ধিগিদং জীবিতং লোকে নলসারমনর্থকম্।
দুঃখমূলং পরাধীনং ভৃশমপ্রিয়ভাগি চ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

জ্ঞায়তামিতি। ব্যবসিষ্যামি তদ্দুঃখনাশায় যতিষ্যে ॥১৬॥
এবমিতি। তৌ কুন্তীভীমসেনৌ। আর্ত্তিজং পীড়াজাতম্, স্বনং পূর্ব্ববদেব শব্দম্ ॥১৭॥
অন্তরিতি। গৃহাভ্যন্তরে বদ্ধো বৎসো যস্যাঃ সা, সৌরভী ধেনুরিব ॥১৮॥
তত ইতি। বিকৃতাননং দুঃখমলিনমুখম্ ॥১৯॥
ধিগিতি। নলস্য তদাখ্যতৃণস্যেব সারো যস্য তৎ অন্তঃসারশূন্যমিত্যর্থঃ ॥২০॥

ভীম বলিলেন—'উঁহার যাহা হইতে যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জানুন; তৎপরে যদি অতিদুষ্করও হয়, তথাপি তাহা করিবার চেষ্টা করিব' ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুন্তী ও ভীম পরস্পর এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন, তখন আবার তাঁহারা ভার্য্যার সহিত সেই ব্রাহ্মণের আর্ত্তনাদ শুনিলেন ॥১৭॥

তাহার পর, ঘরের ভিতরে বাছুর বাঁধা থাকিলে, গরু যেমন সেখানে সত্বর প্রবেশ করে, কুন্তীও সেইরূপ সেই ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে সত্বর প্রবেশ করিলেন ॥১৮॥

কুন্তী যাইয়া দেখিলেন—সেখানে ভার্য্যা, পুত্র ও কন্যার সহিত ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছেন; বিষাদে তাঁহার মুখখানা মলিন হইয়া রহিয়াছে ॥১৯॥

ব্রাহ্মণ বলিতেছিলেন—'জগতে এই জীবন নলের মত অসার, অনর্থক,

---

(১৮) অভ্যন্তরং ততস্তস্য···। (২০)···হতসারমনর্থকম···।

জীবিতে পরমং দুঃখং জীবিতে পরমো জ্বরঃ।
জীবিতে বর্ত্তমানস্য দ্বন্দ্বানামাগমো ধ্রুবঃ ॥২১॥
আত্মা হ্যেকো হি ধর্ম্মার্থৌ কামঞ্চৈব নিষেবতে।
এতৈশ্চ বিপ্রয়োগোঽপি দুঃখং পরমনন্তকম্ ॥২২॥
আহুঃ কেচিৎ পরং মোক্ষং স চ নাস্তি কথঞ্চন।
অর্থপ্রাপ্তৌ চ নরকঃ কৃৎস্ন এবোপপদ্যতে ॥২৩॥
অর্থেপ্সুতা পরং দুঃখমর্থপ্রাপ্তৌ ততোঽধিকম্।
জাতস্নেহস্য চার্থেষু বিপ্রয়োগে মহত্তরম্ ॥২৪॥
যাবন্তো যস্য সংযোগা দ্রব্যৈরিষ্টৈর্ভবন্ত্যুত।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

জীবিত ইতি। জ্বরো নানাবিষয়কঃ সন্তাপঃ। দ্বন্দ্বানাং পরস্পরবিরোধিনাং শীতোষ্ণাদীনাম্ ॥২১॥

আত্মেতি। আত্মা জীবঃ। বিপ্রয়োগো বিচ্ছেদঃ। দুঃখং দুঃখজনকঃ ॥২২॥

আহুরিতি। নাস্তি তত্ত্বজ্ঞানাভাবাৎ। নরকস্তদ্ভোগদুঃখম্ ॥২৩॥

অর্থেতি। বিপ্রয়োগে ব্যয়েনার্থস্য বিরহে, মহত্তরমেব দুঃখম্। ইত্থমন্যত্রাপ্যুক্তম্। যথা—"অর্থানামর্জনে দুঃখমর্জিতানাঞ্চ রক্ষণে। নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং দুঃখভাজনম্ ॥" ॥২৪॥

যাবন্ত ইতি। দ্রব্যৈঃ পুত্রকলত্রধনাদিভিঃ। নিখন্যন্তে বিধাত্রা, তেষাং বিয়োগসম্ভবাৎ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

বিনা নাবসীদতি, এতাবানেব পুরুষো ন চান্যঃ ॥১৪—১৭॥ সৌরভী কামধেনুসন্ততির্গোঃ

দুঃখভোগের কারণ, পরাধীন এবং অত্যন্ত অপ্রিয়প্রাপ্তির হেতু। অতএব ইহাকে ধিক্ ॥২০॥

বাঁচিয়া থাকিলেই গুরুতর দুঃখ, গুরুতর সন্তাপ এবং শীত ও উষ্ণপ্রভৃতি পরস্পরবিরোধী ভাব নিশ্চয়ই উপস্থিত হইয়া থাকে ॥২১॥

একমাত্র জীবই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করে, আবার এই গুলি না পাইলেই গুরুতর দুঃখ অনুভব করে ॥২২॥

কেহ কেহ বলেন—পুরুষার্থের মধ্যে মুক্তিই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তাহা ত কোন প্রকারেই হইবার নহে। তবে, পাওয়া যায় অর্থ; তাহাতে আবার সমস্ত নরক ভোগ হয় ॥২৩॥

অর্থলাভের চেষ্টায় গুরুতর দুঃখ, অর্থলাভ হইয়া গেলে তদপেক্ষা অধিক দুঃখ এবং অর্থের প্রতি মমতা জন্মিলে পর, তাহা নষ্ট হইলে, আরও গুরুতর দুঃখ ॥২৪॥

তদিদং জীবিতং প্রাপ্য অল্পকালং মহাভয়ম্।
ত্যাগো হি ন ময়া প্রাপ্তো ভার্য্যয়া সহিতেন চ ॥২৬॥
নহি যোগং প্রপশ্যামি যেন মুচ্যেয়মাপদঃ।
পুত্রদারেণ বা সার্দ্ধং প্রদ্রবেয়মনাময়ম্ ॥২৭॥
যতিতং বৈ ময়া পূর্ব্বং বেত্থ ব্রাহ্মণি! তত্তথা।
ক্ষেমং যতস্ততো গন্তুং ত্বয়া তু মম ন শ্রুতম্ ॥২৮॥
ইহ জাতা বিবৃদ্ধাস্মি পিতা চাপি মমেতি বৈ।
উক্তবত্যসি দুর্ম্মেধে! যাচ্যমানা ময়াঽসকৃৎ ॥২৯॥
স্বর্গতো হি পিতা বৃদ্ধস্তথা মাতা চিরং তব।
বান্ধবা ভূতপূর্ব্বাশ্চ তত্র বাসে তু কা রতিঃ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। ত্যাগো রোগাদিনা জীবিতস্যৈব। তথা সতীদং দুঃখং ন স্যাদিতি ভাবঃ ॥২৬॥
নহীতি। যোগমুপায়ম্। প্রদ্রবেয়ং পলায়েয়, অনাময়ং পরলোকমিত্যর্থঃ ॥২৭॥
যতিতমিতি। যতো যস্মিন্ দেশে, ক্ষেমং মঙ্গলমস্তি। ততস্তস্মিন্। শ্রুতং তদ্বাক্যম্ ॥২৮॥
ইহেতি। ইহ দেশে। যাচ্যমানা নিরাপদং দেশং গন্তুং প্রার্থ্যমানা ত্বম্ ॥২৯॥
স্বরিতি। মাতাপি স্বর্গতা। বান্ধবাঃ পিতৃব্যাদয়োঽপি স্বর্গতা ইতি সম্বন্ধঃ ॥৩০॥

অভীষ্ট বস্তুর সহিত যাহার যতগুলি সংযোগ হয়, বিধাতা তাহার হৃদয়ে ততগুলি শোক-শঙ্কু (পেরেক) প্রবেশ করাইয়া রাখেন ॥২৫॥

অতএব আমি ভার্য্যার সহিত অল্পকালের জন্য এই দারুণ জীবন লাভ করিয়া, ইহাকে আর ত্যাগ করিতে পারিলাম না ॥২৬॥

আমি সে রূপ কোন উপায় দেখিতেছি না, যাহা দ্বারা এই বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। অথবা স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গেই একেবারে পরলোকে পলাইয়া যাই ॥২৭॥

ব্রাহ্মণি! আমি পূর্ব্বে যে চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহা তুমি জান। যে খানে কোন বিপদ ছিল না, আমি সেই খানে যাইতে চাহিয়াছিলাম; তুমি আমার সে কথা তখন শোন নাই ॥২৮॥

বুদ্ধিহীন ব্রাহ্মণি! দেশান্তরে যাইবার জন্য আমি বার বার প্রার্থনা করিলে, তুমি বলিয়াছ—'এই খানেই জন্মিয়াছি ও বাড়িয়াছি এবং পিতাও এই খানেই ছিলেন' ॥২৯॥

বহুকাল পূর্ব্বে তোমার পিতা ও মাতা বৃদ্ধ হইয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, ভূত-

২৫—২৬ শ্লোকৌ সর্ব্বত্র ন দৃশ্যেতে। [৩০] স্বর্গতোঽপি···।

সোঽয়ং তে বন্ধুকামায়া অশৃণ্বত্যা বচো মম।
বন্ধুপ্রণাশঃ সম্প্রাপ্তো ভৃশং দুঃখকরো মম ॥৩১॥
অথবা মদ্বিনাশোঽয়ং নহি শক্যামি কঞ্চন।
পরিত্যক্তুমহং বন্ধুং স্বয়ং জীবন্নৃশংসবৎ ॥৩২॥
সহধর্ম্মচরীং দান্তাং নিত্যং মাতৃসমাং মম।
সখায়ং বিহিতাং দেবৈর্নিত্যং পরমিকাং গতিম্ ॥৩৩॥
পিত্রা মাত্রা চ বিহিতাং সদা গার্হস্থ্যভাগিনীম্।
বরয়িত্বা যথান্যায়ং মন্ত্রবৎ পরিণীয় চ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বন্ধুকামায়া বন্ধুভিঃ সহ বাসমিচ্ছন্ত্যাঃ। সম্প্রাপ্ত উপস্থিতঃ ॥৩১॥

অথবেতি। অয়ং প্রাপ্তো মদ্বিনাশ এব ভবত্বিত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ ॥৩২॥

অথ স্ত্রীত্বেনাসারাং মামেব পরিত্যজেত্যাহ সহেতি। দান্তাম্ ইন্দ্রিয়দমনশীলাম্। গৌরবে মাতৃসমামিত্যাশয়ঃ। গতিমাশ্রয়ভূতাম্। মন্ত্রবদ্‌যথা স্যাত্তথা পরিণীয় আনীতামিতি

ভারতভাবদীপঃ

॥১৮—২৬॥ যোগমুপায়ম্ ॥২৭—২৯॥ ভূতপূর্ব্বাঃ পূর্ব্বং ভূতাঃ, নষ্টা ইত্যর্থঃ ॥৩০—৩২॥ মাতৃসমাম্ আদিভূমিসমাং গোসমাং বা। "মাতা গৌর্য্যাদিজননী গোব্রাহ্মণ্যাদিভূমিষু" ইতি মেদিনী ॥৩৩—৫০॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫১॥

পূর্ব্ব বন্ধুগণও স্বর্গে গিয়াছিলেন; তবে আর সে দেশে বাস করিবার ইচ্ছা ছিল কেন? ॥৩০॥

তুমি বন্ধুগণের সহিত এক দেশে বাস করিবার ইচ্ছায় আমার কথা শোন নাই; হায়! এখন আমার দারুণ দুঃখজনক সেই বন্ধুনাশই উপস্থিত হইল ॥৩১॥

অথবা, এটা আমারই বিনাশই হউক। কারণ, আমি নৃশংসের মত নিজে জীবিত থাকিয়া কোন বন্ধুকেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না ॥৩২॥

যিনি সহধর্ম্মিণী, সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়সংযমশালিনী এবং মাতৃতুল্যা, দেবতারা যাঁহাকে আমার সখী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদাই প্রধান আশ্রয়, পিতা ও মাতা যাঁহাকে সর্ব্বদার জন্যই আমার গৃহস্থ ধর্ম্মের অংশভাগিনী করিয়া দিয়াছেন, আমি যাঁহাকে বরণ করিয়া এবং যথানিয়মে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পরিণয় করিয়া আনিয়াছি, যিনি সৎকুলোৎপন্না, সৎস্বভাবসম্পন্না, সন্তানের জননী, সচ্চরিত্রা এবং কোন অপকার করেন নাই, আর সর্ব্বদাই যিনি আমার

[৩১]…অশৃণ্বন্ত্যা বচো মম…। [৩২]…ন হি শক্যামি কিঞ্চন…।

কুলীনাং শীলসম্পন্নামপত্যজননীমপি।
ত্বামহং জীবিতস্যার্থে সাধ্বীমনপকারিণীম্ ॥৩৫॥
পরিত্যক্তুং ন শক্ষ্যামি ভার্য্যাং নিত্যমনুব্রতাম্।
কুত এব পরিত্যক্তুং সুতাং শক্ষ্যাম্যহং স্বয়ম্ ॥৩৬॥
বালামপ্রাপ্তবয়সমজাতব্যঞ্জনাকৃতিম্।
ভর্ত্তুরর্থায় নিক্ষিপ্তাং ন্যাসং ধাত্রা মহাত্মনা ॥৩৭॥
যয়া দৌহিত্রজাল্লোঁকানাশংসে পিতৃভিঃ সহ।
স্বয়মুৎপাদ্য তাং বালাং কথমুৎস্রষ্টুমুৎসহে ॥৩৮॥ (কুলকম্)
মন্যন্তে কেচিদধিকং স্নেহং পুত্রে পিতুর্নরাঃ।
কন্যায়াং কেচিদপরে মম তুল্যাবুভৌ স্মৃতৌ ॥৩৯॥
যস্যাং লোকাঃ প্রসূতিশ্চ স্থিতা নিত্যমথো সুখম্।
অপাপাং তামহং বালাং কথমুৎস্রষ্টুমুৎসহে ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

শেষঃ। জীবিতস্য মম জীবনস্য। অনুব্রতামনুকূলাম্। ন জাতং ব্যঞ্জনং স্ত্রীত্বসূচকং স্তনাদিচিহ্নং যস্যাং সা তাদৃশী আকৃতির্যস্যাস্তাম্। ন্যাসং নিক্ষেপমিব, নিক্ষিপ্তাং ময়ি স্থাপিতাম্। আশংসে প্রাপ্ত্যাশাবিষয়ীকরোমি। উৎস্রষ্টুং ত্যক্তুম্, উৎসহে শক্নোমি। কুতোঽপি নেত্যর্থঃ ॥৩৩—৩৮॥

মন্যন্ত ইতি। উভৌ কন্যাপুত্রৌ, তুল্যৌ সমানস্নেহভাগিনৌ ॥৩৯॥

যস্যামিতি। প্রসূতির্দৌহিত্রঃ, তেন চ লোকাঃ স্বর্গাঃ ॥৪০॥

অনুকূল হইয়া চলিয়া থাকেন, এহেন ভার্য্যাকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তা'র পর, আমি নিজেই বা কি করিয়া কন্যাটীকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইব; যে এখনও বালিকা, যাহার এখনও বয়স হয় নাই বা স্ত্রীলোকের কোন চিহ্ন হয় নাই এবং আমি পিতৃগণের সহিত যাহা দ্বারা দৌহিত্র-সম্পাদিত স্বর্গ লাভ করিবার আশা করি, আর নিজেই যাহাকে উৎপাদন করিয়াছি, সেই বালিকা কন্যাটীকে কি করিয়া আমি ত্যাগ করিতে পারি ? ॥৩৩—৩৮॥

পুত্রের উপরেই পিতার অধিক স্নেহ হয় ইহা কতকগুলি লোক মনে করে, আবার কন্যার উপরেই অধিক স্নেহ হয় বলিয়া অন্য লোকেরা মনে করে; কিন্তু আমার কাছে দু-ই তুল্য ॥৩৯॥

আর, যাহার পুত্রের উপরে স্বর্গ লাভ নির্ভর করে এবং যে সর্ব্বদাই সুখের

---

(৩৬)···সুতং শক্ষ্যাম্যহং স্বয়ম্। (৩৭) বালমপ্রাপ্তবয়সম্···।

কুত এব পরিত্যক্তুং সুতং শক্ষ্যাম্যহং স্বয়ম্।
প্রার্থয়েয়ং পরাং প্রীতিং যস্মিন্ স্বর্গফলানি চ ॥৪১॥
যস্য জাতস্য পিতরো মুখং দৃষ্ট্বা দিবং গতাঃ।
অহং মুক্তঃ পিতৃঋণাদ্যস্য জাতস্য তেজসা ॥৪২॥
দয়িতং মে কথং বালমহং ত্যক্তুমিহোৎসহে।
তমহং জ্যেষ্ঠপুত্রং মে কুলনির্হারকং বিভুম্ ॥৪৩॥
মম পিণ্ডোদকনিধিং কথং ত্যক্ষ্যামি পুত্রকম্।
ত্যাগোঽয়ং মম সম্প্রাপ্তো মম বা মে সুতস্য বা ॥৪৪॥
তব বা তব পুত্র্যা বা অত্র বাসস্য তৎ ফলম্।
ন শৃণোষি বচো মহ্যং তৎফলং ভুঙ্ক্ষ্ব ভামিনি ! ॥৪৫॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

তর্হি পুত্রং পরিত্যজেত্যাহ কুত ইতি। যস্মিন্ সতি স্বর্গফলানি চ প্রার্থয়েয়ম্ ॥৪১॥

যস্যেতি। দিবং গতাঃ, "লোকানন্ত্যদিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ" ইতি স্মরণাৎ ॥৪২॥

দয়িতমিতি। দ্বিতীয়স্যাহংপদস্য ত্যক্ষ্যামীতি পরেণান্বয়ঃ। অতএব বিশেষকমিদম্। কুলস্য নির্হারকং সন্তানোৎপাদনাৎ পরত্রাপি প্রাপকম্। ত্যাগো জীবনস্য। বিষাদান্মমেত্যস্য দ্বিরুক্তাবপি ন দোষঃ, "দৈন্যেঽথ লাটানুপ্রাসে" ইত্যাদিসাহিত্যদর্পণাৎ। মহ্যং মম ॥৪৩—৪৫॥

কারণ, সেই নিরপরাধা ও বালিকা কন্যাটীকে আমি কি করিয়া ত্যাগ করিতে পারি ? ॥৪০॥

আমি নিজে কি করিয়া পুত্রটীকেই বা পরিত্যাগ করিতে পারিব ? কেন না, যাহা দ্বারা পরম আনন্দ এবং স্বর্গ লাভ করিবার ইচ্ছা করি ॥৪১॥

জন্মিবার পরে যাহার মুখ দেখিয়া পিতৃলোকেরা স্বর্গে গমন করিয়াছেন এবং আমিও যাহার প্রভাবে পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছি ॥৪২॥

আমিই আমার সেই প্রিয় ও বালক পুত্রটীকে কি করিয়া ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব ? সে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, সে আমার বংশরক্ষক এবং আমার শ্রাদ্ধ ও তর্পণের একমাত্র অধিকারী ; এ অবস্থায় আমি সেই পুত্রকে কি করিয়া ত্যাগ করিব। অতএব আমার, আমার পুত্রের, তোমার এবং তোমার কন্যার সকলেরই এই প্রাণত্যাগের সময় উপস্থিত হইয়াছে। কোপনে ! তুমি যে আমার কথা শোন নাই, এখন তাহার ফলভোগ কর ॥৪৩—৪৫॥

৪১ ইতঃ প্রভৃতি সপ্ত শ্লোকাঃ কতিপয়পুস্তকে ন দৃশ্যন্তে।

অথবাহং ন শক্ষ্যামি স্বয়ং মর্ত্তুং সুতং মম।
একং ত্যক্তুং ন শক্নোমি ভবতীঞ্চ সুতামপি ॥৪৬॥
অথ মদ্রক্ষণার্থং বা নহি শক্ষ্যামি কঞ্চন।
পরিত্যক্তুমহং বন্ধুং স্বয়ং জীবন্নৃশংসবৎ ॥৪৭॥
ত্যক্তা হ্যেতে ময়া ব্যক্তং নেহ শক্ষ্যন্তি জীবিতুম্।
এবাঞ্চান্যতমত্যাগো নৃশংসো গর্হিতো বুধৈঃ ॥৪৮॥
আত্মত্যাগে কৃতে চেমে মরিষ্যন্তি ময়া বিনা।
স কৃচ্ছ্র মহমাপন্নো ন শক্তস্তর্ত্তুমাপদম্ ॥৪৯॥
অহো ধিক্ কাং গতিং ত্বদ্য গমিষ্যামি সবান্ধবঃ।
সর্ব্বৈঃ সহ মৃতং শ্রেয়ো ন চ মে জীবিতুং ক্ষমম্ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বকবধে ব্রাহ্মণবিষাদো নামৈকপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অথবেতি। মর্ত্তুং প্রাণাংস্ত্যক্তুম্। ভবতীং ত্বাং ভার্য্যাম্ ॥৪৬॥

অথ বন্ধন্তরমানীয় ত্যজ্যতামিত্যাহ অথেতি। বন্ধুং ভার্য্যাপুত্রকন্যাভ্যো ভিন্নম্ ॥৪৭॥

তদা খল্বাত্মত্যাগ এব তে শ্রেয়ানিত্যাহ ত্যক্তা ইতি। ময়া আত্মানং ত্যজতা, ত্যক্তা বিরহিতাঃ, এতে ভার্য্যাদয়ঃ, ব্যক্তং ধ্রুবমেব ইহ জীবিতুং ন শক্ষ্যন্তি, পালকাভাবাৎ ॥৪৮॥

উক্তমেবার্থং স্পষ্টয়তি আত্মেতি। কৃচ্ছ্রং কষ্টম্, আপন্নঃ প্রাপ্তঃ ॥৪৯॥

কেবল আমি নিজে মরিতে পারিব না, অথবা একমাত্র পুত্রটীকে, বা একমাত্র তোমাকে, কিংবা একমাত্র কন্যাটীকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না ॥৪৬॥

অথবা আমাদের সকলেরই রক্ষার জন্য আমি নিজে জীবিত থাকিয়া নৃশংসের মত অন্য কোন বন্ধুকে আনিয়া দিতে পারিব না ॥৪৭॥

তা'র পর, আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিলে, নিশ্চয়ই তোমরা জীবিত থাকিতে পারিবে না। তোমাদের মধ্যে কাহাকেও ত্যাগ করা নৃশংসের কার্য্য এবং তাহা সজ্জনগর্হিত ॥৪৮॥

আমি যদি জীবন ত্যাগ করি, তবে আমা ব্যতীত তোমরা মরিয়া যাইবে। সুতরাং আমি দারুণ কষ্টে পড়িয়াছি; এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার কোনই উপায় নাই ॥৪৯॥

---

(৪৮) যাবন্তি পুস্তকানি পর্য্যালোচ্যন্তে, তাবৎস্ব এবাত্র পাঠভেদাঃ পরিলক্ষ্যন্তে।

* 'পঞ্চপঞ্চাশদধিকঃ...' '...সপ্তপঞ্চাশদধিকঃ...' '...একসপ্তত্যধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—————:*:—————

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ প্রাকৃতেনেব কর্হিচিৎ।
ন হি সন্তাপকালোঽয়ং বৈদ্যস্য তব বিদ্যতে ॥১॥
অবশ্যং নিধনং সর্ব্বৈর্গন্তব্যমিহ মানবৈঃ।
অবশ্যম্ভাবিন্যর্থে বৈ সন্তাপো নেহ বিদ্যতে ॥২॥
ভার্য্যা পুত্ত্রোঽথ দুহিতা সর্ব্বমাত্মার্থমিষ্যতে।
ব্যথাং জহি স্ববুদ্ধ্যা ত্বং স্বয়ং যাস্যামি তত্র চ ॥৩॥
এতদ্ধি পরমং নার্য্যাঃ কার্য্যং লোকে সনাতনম্।
প্রাণানপি পরিত্যজ্য যদ্ভর্ত্তুর্হিতমাচরেৎ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

অহো ইতি। গতিমুপায়ম্। গমিষ্যামি প্রাপ্স্যামি। ক্ষমমুচিতম্ ॥৫০॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বকবধে একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—————:*:—————

নেতি। প্রাকৃতেন অজ্ঞজনেনেব। বিদ্যামনুশীলয়তীতি বৈদ্যস্তস্য ॥১॥
অবশ্যমিতি। অর্থে বিষয়ে। সন্তাপো বিষাদঃ ॥২॥
ভার্য্যেতি। ব্যথাং মনঃপীড়াম্। স্বয়মহম্। তত্র বকরাক্ষসভোজনস্থানে ॥৩॥
এতদিতি। পরমমুৎকৃষ্টম্। সনাতনং চিরকালাগতম্ ॥৪॥

হায়! আমি আজ বন্ধুবর্গের সহিত কি উপায় অবলম্বন করিব। যাহা হউক, সকলেরই এক সঙ্গে মরা ভাল; কিন্তু আমার জীবিত থাকা উচিত নহে ॥৫০॥

—:○:—

ব্রাহ্মণী বলিলেন—'আপনি কখনও মূর্খলোকের ন্যায় বিষাদ প্রকাশ করিবেন না। কারণ, আপনি বিদ্বান্; সুতরাং আপনার এটা বিষাদ করিবার সময় নহে ॥১॥

এই জগতে সকল লোকেরই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, ইহা নিশ্চয়। সুতরাং নিশ্চিত বিষয়ে সন্তাপ করিবার কোন কারণ নাই ॥২॥

ভার্য্যা, পুত্ত্র ও কন্যা এসমস্তই মানুষ নিজের জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকে। অতএব আপনি বিষাদ পরিত্যাগ করুন, আমিই সেখানে যাইব ॥৩॥

তচ্চ তত্র কৃতং কর্ম্ম তবাপীদং সুখাবহম্ ।
ভবত্যমুত্র চাক্ষয্যং লোকেঽস্মিংশ্চ যশস্করম্ ॥৫॥
এষ চৈব গুরুর্ধর্ম্মো যং প্রবক্ষ্যাম্যহং তব ।
অর্থশ্চ তব ধর্ম্মশ্চ ভূয়ানত্র প্রদৃশ্যতে ॥৬॥
যদর্থমিষ্যতে ভার্য্যা প্রাপ্তঃ সোঽর্থস্ত্বয়া ময়ি ।
কন্যা চৈব কুমারশ্চ কৃতাহমনৃণা ত্বয়া ॥৭॥
সমর্থঃ পোষণে চাপি সুতয়ো রক্ষণে তথা ।
ন ত্বহং সুতয়োঃ শক্তা তথা রক্ষণপোষণে ॥৮॥
মম হি ত্বদ্বিহীনায়াঃ সর্ব্বপ্রাণধনেশ্বর ! ।
কথং স্যাতাং সুতৌ বালৌ ভবেয়ঞ্চ কথং ত্বহম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। তত্র বকভোজনস্থানে, তৎ তস্য খাদ্যপ্রাপণরূপং কর্ম্ম, ময়া কৃতং সৎ। অমুত্র পরলোকে, অক্ষয্যং মমাক্ষয়ফলজনকম্ ॥৫॥

এষ ইতি। গুরুর্মহান্। ভূয়ান্ বহুলঃ ॥৬॥

যদর্থমিতি। কোঽসাবর্থ ইত্যাহ কন্যা কুমারশ্চেতি। কৃতা কন্যাপুত্রোৎপাদনাৎ ॥৭॥

সমর্থ ইতি। সমর্থো ভবান্। তথা ভবানিব, ন শক্তা, স্ত্রীত্বাদিতি ভাবঃ ॥৮॥

মমেতি। কথং কিম্ভূতৌ। কথং কীদৃশী। সর্ব্বথৈব বিকৃতা ভবাম ইতি ভাবঃ ॥৯॥

ইহাই স্ত্রীলোকের চিরকালের উৎকৃষ্ট কার্য্য যে, সে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও ভর্ত্তার হিত সাধন করে ॥৪॥

সুতরাং আমা দ্বারা সেখানে সে কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তাহা আপনারও সুখজনক হইবে, আর আমারও ইহলোকে যশ এবং পরলোকে অক্ষয় ফল জন্মাইবে ॥৫॥

আমি আপনার নিকট যাহা বলিব, তাহাই প্রধান ধর্ম্ম এবং তাহাতে আপনার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই বহুপরিমাণে দেখা যাইতেছে ॥৬॥

লোকে যে জন্য ভার্য্যা ইচ্ছা করে, তাহা আপনি আমাতে পাইয়াছেন। কেন না, আপনি পুত্র ও কন্যা দু-ই পাইয়াছেন; এবং আপনিও আমাতে পুত্র-কন্যা জন্মাইয়া আমাকে ঋণশূন্য করিয়াছেন ॥৭॥

এখন আপনি সেই পুত্র ও কন্যার ভরণ-পোষণে এবং রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ; কিন্তু আমি আপনার মত তাহাতে সমর্থ নহি ॥৮॥

প্রাণেশ্বর! স্বামী! আপনি না থাকিলে, আমার এই শিশু পুত্র ও কন্যা কি রকম হইয়া যাইবে, আমিই বা কি রকম হইয়া পড়িব ॥৯॥

কথং হি বিধবাঽনাথা বালপুত্রা বিনা ত্বয়া।
মিথুনং জীবয়িষ্যামি স্থিতা সাধুগতে পথি ॥১০॥
অহং কৃতাবলেপৈশ্চ প্রার্থ্যমানামিমাং সুতাম্।
অযুক্তৈস্তব সম্বন্ধে কথং শক্ষ্যামি রক্ষিতুম্ ॥১১॥
উৎসৃষ্টমামিষং ভূমৌ প্রার্থয়ন্তি যথা খগাঃ।
প্রার্থয়ন্তি জনাঃ সর্ব্বে পতিহীনাং তথা স্ত্রিয়ম্ ॥১২॥
সাঽহং বিচাল্যমানা বৈ প্রার্থ্যমানা দুরাত্মভিঃ।
স্থাতুং ন পথি শক্ষ্যামি সজ্জনেষ্টে দ্বিজোত্তম! ॥১৩॥
কথং তব কুলস্যৈকামিমাং বালামসংস্কৃতাম্।
পিতৃপৈতামহে মার্গে নিযোক্তুমহমুৎসহে ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। মিথুনং পুত্রকন্যাদ্বয়ম্। সাধুগতে সজ্জনাচরিতে ॥১০॥

অহমিতি। কৃতাবলেপৈস্তৎকন্যাগ্রহণে কৃতগর্ব্বৈর্জনৈঃ। অযুক্তৈঃ কুলাদিনা অযোগ্যৈঃ ॥১১॥

উৎসৃষ্টমিতি। ভূমৌ উৎসৃষ্টং ত্যক্তম্, আমিষং মাংসম্ ॥১২॥

সেতি। বিচাল্যমানা সৎপথাদবতার্য্যমাণা। সজ্জনেষ্টে সতীজনাভীষ্টে ॥১৩॥

কথমিতি। অসংস্কৃতাম্ অবিবাহিতাম্। মার্গে যোগ্যসম্বন্ধে। উৎসহে শক্নোমি ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

নেতি। বৈশ্যস্য বিদ্যাবতঃ ॥১—৪॥ তত্র ভর্ত্তৃহিতনিমিত্তম্, তচ্চ প্রাণত্যাগরূপং কর্ম্ম ॥৫—১০॥ অহঙ্কৃতাঃ গর্ব্বিতাঃ, অবলিপ্তাঃ কলঙ্কিতাঃ। "অবলেপস্তু গর্ব্বে স্যাল্লেপনে

আপনিও চলিয়া যাইবেন, পুত্রটীও বালক; এঅবস্থায় আমি বিধবা ও অনাথা হইয়া, সৎপথে থাকিয়া, কি করিয়া এই দুইটীকে বাঁচাইব ॥১০॥

আপনার বংশে সম্বন্ধ করিবার পক্ষে অযোগ্য, অথ চ গর্ব্বিত লোকেরা যখন এই কন্যাটীকে চাহিবে, তখন আমি কি করিয়া ইহাকে রক্ষা করিব ॥১১॥

ভূতলে মাংস ফেলিয়া রাখিলে, পক্ষিগণ যেমন তাহা প্রার্থনা করে, তেমন সকল পুরুষই পতিহীনা রমণীকে প্রার্থনা করে ॥১২॥

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! দুরাত্মারা আমাকে প্রার্থনা করিয়া যখন সৎপথ হইতে বিচলিত করিবে, তখন আমি সে সৎপথে থাকিতে পারিব বলিয়া বোধ হয় না ॥১৩॥

আপনার বংশে এই একটিমাত্র কন্যা, ইহার এখনও বিবাহ হয় নাই; এ অবস্থায় আমি কি করিয়া আপনার পৈতৃক নিয়মে ইহাকে সৎপাত্রে দান করিতে সমর্থ হইব ॥১৪॥

(১১) অহঙ্কৃতাবলিপ্তৈশ্চ···। (১২)···বীরহীনাং তথা স্ত্রিয়ম্।

কথং শক্ষ্যামি বালেঽস্মিন্ গুণানাধাতুমীপ্সিতান।
অনাথে সর্বতো লুপ্তে যথা ত্বং ধর্ম্মদর্শিবান্ ॥১৫॥
ইমামপি চ তে বালামনাথাং পরিভূয় মাম্।
অনর্হাঃ প্রার্থয়িষ্যন্তি শূদ্রা বেদশ্রুতিং যথা ॥১৬॥
তাঞ্চেদহং ন দিৎসেয়ং সদ্‌গুণৈরুপবৃংহিতাম্।
প্রমথ্যৈনাং হরেয়ুস্তে হবির্ধ্বাঙ্ক্ষা ইবাধ্বরাৎ ॥১৭॥
সম্প্রেক্ষমাণা পুত্রং তে নানুরূপমিবাত্মনঃ।
অনর্হবশমাপন্নামিমাঞ্চাপি সুতাং তব ॥১৮॥
অবজ্ঞাতা চ লোকেষু তথাত্মানমজানতী।
অবলিপ্তৈর্নরৈর্ব্রহ্মন্! মরিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। গুণান্ বিদ্যাদীন্ আধাতুং প্রবর্ত্তয়িতুম্। সর্বতো লুপ্তে সর্বচারিত্রভ্রষ্টে ॥১৫॥
ইমামিতি। অনর্হা অযোগ্যা জনাঃ। শ্রূয়ত ইতি শ্রুতিঃ শব্দঃ ॥১৬॥
তামিতি। দিৎসেয়ং দাতুমিচ্ছেয়ম্। উপবৃংহিতাং বর্দ্ধিতাম্। ধ্বাঙ্ক্ষাঃ কাকাঃ ॥১৭॥
সমিতি। আত্মন আত্মবংশস্য। অনর্হবশমাপন্নাম্ অযোগ্যপাত্রাধীনতাং প্রাপ্তাম্। তথা অবজ্ঞাপাত্রত্বেন। অবলিপ্তৈঃ সৎকুলত্বাদিনা গর্বিতৈঃ। মরিষ্যামি আত্মহত্যয়া ॥১৮—১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

দূষণেঽপি চ" ইতি মেদিনী ॥১১—১৩॥ মার্গে সৎকুলসম্বন্ধরূপে ॥১৪॥ গুণান্ বিদ্যাদীন্

এই বালকটীর কোন অভিভাবক থাকিবে না; সুতরাং এ, সর্ব্বপ্রকার সচ্চরিত্র হইতে ভ্রষ্ট হইতে থাকিবে; তখন আপনি যেমন পারিবেন, তেমন আমি কি করিয়া ইহার অভীষ্ট গুণ শিক্ষা দেওয়াইতে পারিব ॥১৫॥

শূদ্রেরা যেমন বেদলাভের প্রার্থনা করে, তেমন অযোগ্য লোকেরা আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া, আপনার এই অনাথা বালিকা কন্যাটীকে প্রার্থনা করিবে ॥১৬॥

তা'র পর, আমি যদি সদ্‌গুণসম্পন্না এই কন্যাটীকে দান করিতে ইচ্ছা না করি, তবে কাক যেমন যজ্ঞস্থান হইতে হবি হরণ করে, তেমন তাহারা বলপূর্ব্বক আপনার এই কন্যাটীকে হরণ করিবে ॥১৭॥

ক্রমে, পুত্রটী আপনার বংশের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে, কন্যাটীও অযোগ্য পাত্রের অধীন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা আমি দেখিতে থাকিব; অথ চ (নিজের কোন ক্ষমতা না থাকায়) আত্মাকে অবজ্ঞার পাত্র বলিয়া মনে করিব না; কিন্তু গর্বিত লোকেরা আমাকে অবজ্ঞাই করিতে থাকিবে; তখন আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়া মরিব ॥১৮—১৯॥

(১৭)···ত্বদ্‌গুণৈঃ···তদ্‌গুণৈঃ···। (১৯)···যথাস্থানমজানতী···।

তৌ চ হীনৌ ময়া বালৌ ত্বয়া চৈব তথাত্মজৌ।
বিনশ্যেতাং ন সন্দেহো মৎস্যাবিব জলক্ষয়ে ॥২০॥
ত্রিতয়ং সর্ব্বথাঽপ্যেবং বিনশিষ্যত্যসংশয়ম্।
ত্বয়া বিহীনং তস্মাত্ত্বং মাং পরিত্যক্তুমর্হসি ॥২১॥
ব্যুষ্টিরেষা পরা স্ত্রীণাং পূর্ব্বং ভর্ত্তুঃ পরা গতিঃ।
ননু ব্রহ্মন্! সপুত্রাণামিতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥২২॥
পরিত্যক্তঃ সুতশ্চায়ং দুহিতেয়ং তথা ময়া।
বান্ধবাশ্চ পরিত্যক্তাস্ত্বদর্থং জীবিতঞ্চ মে ॥২৩॥
যজ্ঞৈস্তপোভির্নিয়মৈর্দানৈশ্চ বিবিধৈস্তথা।
বিশিষ্যতে স্ত্রিয়া ভর্ত্তুর্নিত্যং প্রিয়হিতে স্থিতিঃ ॥২৪॥
তদিদং যচ্চিকীর্ষামি ধর্ম্মং পরমসম্মতম্।
ইষ্টঞ্চৈব হিতঞ্চৈব তব চৈব কুলস্য চ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি। বিনশ্যেতাম্, আত্মন এবাযোগ্যত্বাৎ অযোগ্যেন পত্যা রক্ষণাসম্ভবাচ্চ ॥২০॥

ত্রিতয়মিতি। ত্রিতয়ম্—অহং পুত্রঃ কন্যা চেতি ত্রয়ম্ ॥২১॥

ব্যুষ্টিরিতি। সপুত্রাণাং স্ত্রীণাম্, এষা পরা উৎকৃষ্টা, ব্যুষ্টিঃ সমৃদ্ধিঃ, যৎ, ভর্ত্তুঃ পূর্ব্বম্, তাসাং পরা পরলোকসম্বন্ধিনী গতির্ভবতি। "ব্যুষ্টিঃ ফলে সমৃদ্ধৌ চ" ইত্যমরঃ ॥২২॥

পরিত্যক্ত ইতি। মে মম জীবিতং জীবনঞ্চ ময়া পরিত্যক্তমিতি সম্বন্ধঃ ॥২৩॥

যজ্ঞৈরিতি। নিয়মৈর্ব্রতৈঃ। বিশিষ্যতে প্রাধান্যেনাঙ্গীক্রিয়তে মুনিভিঃ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৫—১৬॥ ধ্বাঙ্ক্ষাঃ কাকাঃ ॥১৭—২১॥ পরা ব্যুষ্টিঃ মহত্ত্বাগ্যম্। "ব্যুষ্টিঃ ফলে সমৃদ্ধৌ

তখন এই বালক পুত্র ও বালিকা কন্যা ইহারা আপনার ও আমার অভাবে, জলাভাবে মৎস্যের ন্যায় বিনষ্ট হইবে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥২০॥

এই ভাবে একমাত্র আপনার অভাবে তিনটী লোকই বিনষ্ট হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব আপনি আমাকেই ত্যাগ করুন ॥২১॥

ব্রাহ্মণ! পুত্রবতী স্ত্রীদিগের ইহা পরম সৌভাগ্য যে, তাঁহারা ভর্ত্তার পূর্ব্বে পরলোকে গমন করেন; ইহা ধর্ম্মজ্ঞেরা মনে করেন ॥২২॥

আমি আপনার জন্য নিজের জীবন, এই পুত্র, এই কন্যা এবং সমস্ত বন্ধুবর্গকে পরিত্যাগ করিলাম ॥২৩॥

কেন না, নানাবিধ যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও দান অপেক্ষা সর্ব্বদা ভর্ত্তার প্রিয় ও হিত সাধনে থাকাই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম ॥২৪॥

---

(২২)…পরাং গতিম্। গন্তুং ব্রহ্মন্!…।

ইষ্টানি চাপ্যপত্যানি দ্রব্যাণি সুহৃদঃ প্রিয়াঃ।
আপদ্ধর্ম্মপ্রমোক্ষায় ভার্য্যা চাপি সতাং মতম্ ॥২৬॥
আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি ॥২৭॥
দৃষ্টাদৃষ্টফলার্থং হি ভার্য্যা পুত্রো ধনং গৃহম্।
সর্ব্বমেতদ্বিধাতব্যং বুধানামেষ নিশ্চয়ঃ ॥২৮॥
একতো বা কুলং কৃৎস্নমাত্মা বা কুলবর্দ্ধনঃ।
ন সমং সর্ব্বমেবেতি বুধানামেষ নিশ্চয়ঃ ॥২৯॥
স কুরুস্ব ময়া কার্য্যং তারয়াত্মানমাত্মনা।
অনুজানীহি মামার্য্য! সুতৌ মে পরিপালয় ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। অহং যৎ চিকীর্ষামি, তদিদং পরমসম্মতং ধর্ম্মমিত্যাদিসম্বন্ধঃ ॥২৫॥

ইষ্টানীতি। আপদো ধর্ম্মাদবস্থাতঃ প্রমোক্ষায় ইতি সতাং মতম্ ॥২৬॥

আপদিতি। আপদর্থে আপন্নিবৃত্তৌ বিষয়ে ॥২৭॥

দৃষ্টেতি। দৃষ্টফলং জীবনাদি, অদৃষ্টফলং স্বর্গাদি। বিধাতব্যং নিযোক্তব্যম্ ॥২৮॥

একত ইতি। আত্মা বা অপরতঃ। সর্ব্বং তদুভয়ং ন সমম্, আত্মনঃ প্রধানত্বাৎ ॥২৯॥

স ইতি। কার্য্যং স্বজীবনরক্ষণম্। আত্মনা আত্মসম্বন্ধিন্যা ময়া ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

স্ত্রী" ইতি মেদিনী ॥২২—২৭॥ ফলার্থং বিধাতব্যমিতি সম্বন্ধঃ ॥২৮॥ আত্মনা সমং সর্ব্বং

আমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহা সাধুসম্মত ধর্ম্ম এবং আপনার ও আপনার বংশের অভীষ্ট ও হিতজনক ॥২৫॥

অভীষ্ট সন্তান, ধন, সুহৃদ, প্রিয় লোক এবং ভার্য্যা, এ সমস্তই আপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য; ইহা সাধুদিগের মত ॥২৬॥

বিপদ নিবৃত্তির জন্য ধন রক্ষা করিবে, সে ধন দ্বারাও ভার্য্যা রক্ষা করিবে এবং সে ধন ও ভার্য্যা উভয় দ্বারাই সর্ব্বদা আপনাকে রক্ষা করিবে ॥২৭॥

ভার্য্যা, পুত্র, ধন এবং গৃহ, এসমস্তই লৌকিক ফল ও অলৌকিক ফলের জন্য নিয়োগ করিবে; ইহাই জ্ঞানিগণের মত ॥২৮॥

এক দিকে সমস্ত বংশ এবং অপর দিকে বংশবর্দ্ধক নিজে; এই দুইও সমান নহে; ইহাও জ্ঞানিগণের মত ॥২৯॥

অতএব আপনি আমা দ্বারা নিজের জীবন রক্ষা করুন, আপনার বস্তু দ্বারাই আপনাকে উদ্ধার করুন, আমাকে অনুমতি দিন, আর আমার সন্তান দুইটীকে প্রতিপালন করিতে থাকুন ॥৩০॥

অবধ্যাং স্ত্রিয়মিত্যাহুর্ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মনিশ্চয়ে।
ধর্ম্মজ্ঞান্ রাক্ষসানাহুর্ন হন্যাৎ স চ মামপি ॥৩১॥
নিঃসংশয়ো বধঃ পুংসাং স্ত্রীণাং সংশয়িতো বধঃ।
অতো মামেব ধর্ম্মজ্ঞ! প্রস্থাপয়িতুমর্হসি ॥৩২॥
ভুক্তং প্রিয়াণ্যবাপ্তানি ধর্ম্মশ্চ চরিতো ময়া।
ত্বৎ প্রসূতিঃ প্রিয়া প্রাপ্তা ন মাং তপ্স্যত্যজীবিতম্ ॥৩৩॥
জাতপুত্রা চ বৃদ্ধা চ প্রিয়কামা চ তে সদা।
সমীক্ষ্যৈতদহং সর্ব্বং ব্যবসায়ং করোম্যতঃ ॥৩৪॥
উৎসৃজ্যাপি হি মামার্য্য! প্রাপ্স্যস্যন্যামপি স্ত্রিয়ম্।
ততঃ প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্মো ভবিষ্যতি পুনস্তব ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

মৎপ্রেরণে মজ্জীবনস্থিতিরপি সম্ভবতীত্যাহ অবধ্যামিতি। ন হন্যাৎ স্ত্রীবুদ্ধ্যা ॥৩১॥
নম্নু রাক্ষসাঃ কথমপি ন ধর্ম্মজ্ঞা ইত্যাহ নিরিতি। সংশয়িতঃ স্ত্রীত্বাদেব ॥৩২॥
ভুক্তমিতি। ভুক্তং স্রক্‌চন্দনাদিভোগঃ কৃতঃ, প্রিয়াণি তব মধুরবচনাদীনি অবাপ্তানি। ত্বৎ ত্বত্তঃ, প্রিয়া প্রসূতিঃ সন্তানঃ প্রাপ্তা। জীবিতস্যাভাবঃ অজীবিতং মরণম্ ॥৩৩॥
জাতেতি। সমীক্ষ্য পর্য্যালোচ্য। ব্যবসায়ং মরণাধ্যবসায়ম্ ॥৩৪॥
উৎসৃজ্যেতি। উৎসৃজ্য পরিত্যজ্য। ধর্ম্মো গার্হস্থ্যম্ ॥৩৫॥

ভারতভাবদীপঃ

নেতি এষ বুধানাং নিশ্চয়ঃ ॥২৯—৩২॥ ত্বৎ ত্বত্তঃ, প্রসূতিঃ সন্ততিঃ। অজীবিতং মরণম্

ধর্ম্মজ্ঞেরা ধর্ম্মনিশ্চয় করিবার সময়ে বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক অবধ্য; আর রাক্ষসদিগকেও তাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়াছেন। অতএব সে রাক্ষস আমাকে নাও মারিতে পারে ॥৩১॥

পুরুষের বধ নিশ্চিত, আর স্ত্রীলোকের বধ সংশয়িত। সুতরাং আপনি আমাকেই পাঠাইয়া দিন ॥৩২॥

আমি ভোগ করিয়াছি, প্রিয় বস্তু পাইয়াছি, ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছি এবং আপনা হইতে প্রিয়তম সন্তান লাভ করিয়াছি। সুতরাং এখন আর আমার মৃত্যু আমাকে সন্তপ্ত করিতে পারিবে না ॥৩৩॥

আমার পুত্র জন্মিয়াছে, আমি বৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছি এবং সর্ব্বদাই আপনার প্রিয় কামনা করিয়াছি; এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া আমি এখন মৃত্যুর জন্য উদ্যম করিতেছি ॥৩৪॥

(৩৩)…চরিতো মহান্। ত্বৎ প্রসূতিং প্রিয়াং প্রাপ্তাম্…।

ন চাপ্যধর্ম্মঃ কল্যাণ! বহুপত্নীকতা নৃণাম্।
স্ত্রীণামধর্ম্মঃ সুমহান্ ভর্ত্তুঃ পূর্ব্বস্য লঙ্ঘনে ॥৩৬॥
এতৎ সর্বং সমীক্ষ্য ত্বমাত্মত্যাগঞ্চ গর্হিতম্।
আত্মানং তারয়াদ্যাশু কুলঞ্চেমৌ চ দারকৌ ॥৩৭॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তস্তয়া ভর্ত্তা তাং সমালিঙ্গ্য ভারত!।
মুমোচ বাষ্পং শনকৈঃ সভার্য্যো ভৃশদুঃখিতঃ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বকবধে ব্রাহ্মণীবাক্যং নাম দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

নেতি। নৃণাং পুরুষাণাম্। লঙ্ঘনে অতিক্রমে অন্যভর্তৃগ্রহণ ইত্যর্থঃ ॥৩৬॥
এতদিতি। সমীক্ষ্য পর্য্যালোচ্য। আত্মত্যাগঞ্চ গর্হিতং সমীক্ষ্যেতি সম্বন্ধঃ ॥৩৭॥
এবমিতি। সভার্য্যো ভার্য্যাপি বাষ্পং মুমোচেত্যর্থঃ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বকবধে দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৩৩—৩৫॥ পূর্ব্বস্য লঙ্ঘনে তং বিনা ভর্ত্রন্তরকরণে ॥৩৬—৩৮॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫২॥

আর্য্য! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও অন্য স্ত্রী লাভ করিতে পারিবেন এবং তাহা হইতেই পুনরায় আপনার গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে ॥৩৫॥

হে মঙ্গলাস্পদ! পুরুষের বহুস্ত্রী গ্রহণ করা অধর্ম্ম নহে; কিন্তু পূর্ব্ব পতি ছাড়িয়া অন্য পতি গ্রহণ করা স্ত্রীলোকের গুরুতর অধর্ম্ম ॥৩৬॥

আপনি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া এবং আত্মত্যাগ করাকে নিন্দনীয় মনে করিয়া আপনাকে, বংশকে এবং এই সন্তান দুইটীকে উদ্ধার করুন' ॥৩৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! ব্রাহ্মণী এইরূপ বলিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, তাঁহার সহিত ধীরে ধীরে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

---

* '…ষট্পঞ্চাশদধিকঃ…' '…অষ্টপঞ্চাশদধিকঃ…' '…দ্বিসপ্তত্যধিকঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

———:*:———

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তয়োর্দুঃখিতয়োর্বাক্যমতিমাত্রং নিশম্য তু।
ততো দুঃখপরীতাঙ্গী কন্যা তাবভ্যভাষত ॥১॥
কিমেবং ভৃশদুঃখার্ত্তৌ রোরূয়েতামনাথবৎ।
মমাপি শ্রূয়তাং বাক্যং শ্রুত্বা চ ক্রিয়তাং ক্ষমম্ ॥২॥
ধর্ম্মতোঽহং পরিত্যাজ্যা যুবয়োর্নাত্র সংশয়ঃ।
ত্যক্তব্যাং মাং পরিত্যজ্য ত্রাহি সর্বং ময়ৈকয়া ॥৩॥
ইত্যর্থমিষ্যতেঽপত্যং তারয়িষ্যতি মামিতি।
তস্মিন্নুপস্থিতে কালে তরধ্বং প্লববন্ময়া ॥৪॥
ইহ বা তারয়েদ্দুর্গাদুত বা প্রেত্য তারয়েৎ।
সর্ব্বথা তারয়েৎ পুত্রঃ পুত্র ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তয়োরিতি। তয়োর্মাতাপিত্রোঃ। অতিমাত্রং দুঃখিতয়োরিতি সম্বন্ধঃ ॥১॥
কিমিতি। রোরূয়েতাম্ আর্ত্তনাদং কুর্য্যাতাম্। ক্ষমমুচিতম্ ॥২॥
ধর্ম্মত ইতি। পরিত্যাজ্যা বরায় দেয়া। পরিত্যজ্য বকায় দত্ত্বা, দানমাত্রাবিশেষাৎ ॥৩॥
ইতীতি। ইতি ইদমপত্যম্, মাং বিপদি তারয়িষ্যতি। প্লববৎ নৌকয়েব ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তয়োরিতি ॥১—২॥ ত্যক্তব্যাম্ অবশ্যদেয়াম্, পরিত্যজ্য রক্ষসে দত্ত্বা ॥৩॥ প্লববৎ

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অত্যন্ত দুঃখিত পিতা ও মাতার কথা শুনিয়া কন্যাটী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিল—॥১॥

'আপনারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অনাথের ন্যায় কেন এ রকম আর্ত্তনাদ করিতেছেন? আমার কথাও শুনুন, শুনিয়া, যাহা সঙ্গত হয়, তাহা করুন ॥২॥

আপনাদের ত ধর্ম্মানুসারে আমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে; এ বিষয়ে ত কোন সন্দেহই নাই। অতএব ত্যক্তব্যা আমাকে ত্যাগ করিয়া, একা আমা দ্বারাই সকলকে রক্ষা করুন ॥৩॥

লোকে এই জন্যই সন্তান ইচ্ছা করে যে, সন্তান বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে। তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং নৌকার ন্যায় আমা দ্বারা আপনারা বিপৎসাগর হইতে উত্তীর্ণ হউন ॥৪॥

[৫]…উত বা প্রেত্য ভারত!…।

আকাঙ্ক্ষন্তে চ দৌহিত্রান্ ময়ি নিত্যং পিতামহাঃ।
তান্ স্বয়ং বৈ পরিত্রাস্যে রক্ষন্তী জীবিতং পিতুঃ ॥৬॥
ভ্রাতা চ মম বালোঽয়ং গতে লোকমমুং ত্বয়ি।
অচিরেণৈব কালেন বিনশ্যেত ন সংশয়ঃ ॥৭॥
তাতেঽপি হি গতে স্বর্গং বিনষ্টে চ মমানুজে।
পিণ্ডঃ পিতৄণাং ব্যুচ্ছিদ্যেত্ততেষাং বিপ্রিয়ং ভবেৎ ॥৮॥
পিত্রা ত্যক্তা তথা মাত্রা ভ্রাত্রা চাহমসংশয়ম্।
দুঃখাদ্দুঃখতরং প্রাপ্য ম্রিয়েঽহমতথোচিতা ॥৯॥
ত্বয়ি ত্বরোগে নির্ম্মুক্তে মাতা ভ্রাতা চ মে শিশুঃ।
সন্তানশ্চৈব পিণ্ডশ্চ প্রতিষ্ঠাস্যত্যসংশয়ম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তর্হি অপত্যত্বাবিশেষাৎ পুত্রঃ কথং ন ত্যজ্যত ইত্যাহ ইহেতি। প্রেত্য পরলোকে ॥৫॥
স্বয্যুৎপৎস্যমানো দৌহিত্রোঽপি পুত্রবদেবেত্যাহ আকাঙ্ক্ষন্ত ইতি। স্বয়মহম্ ॥৬॥
ভ্রাতেতি। অমুং পরম্। ত্বয়ি পিতরি। বিনশ্যেত রক্ষকাভাবাৎ ॥৭॥
তাত ইতি। ব্যুচ্ছিদ্যেৎ লুপ্যেত, দাতুরভাবাৎ। কর্ম্মকর্ত্তরি পরস্মৈপদমার্ষম্ ॥৮॥
পিত্রেতি। ম্রিয়ে যুষ্মাকং শোকেন, অতথোচিতা অশোকমরণযোগ্যা ॥৯॥
নন্থ মন্মাত্রমরণে মাতৃভ্রাত্রোরপি কথং শোক ইত্যাহ ত্বয়ীতি। নির্ম্মুক্তে মৃতে ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

নৌকয়েব ময়া তরধ্বং দুঃসহদুঃখনদীমতিক্রামধ্বম্ ॥৪॥ পুত্রঃ পুন্নাম্নো নরকাৎ ত্রায়ত ইতি

পুত্র ইহলোকে বিপদ হইতে উদ্ধার করে এবং পরলোকে নরক হইতে উদ্ধার করে; অতএব পুত্র সর্ব্বপ্রকারেই উদ্ধার করিয়া থাকে। এই জন্যই জ্ঞানীরা পুত্র বলিয়া থাকেন ॥৫॥

তবে, পিতৃলোকেরা আমাতেও দৌহিত্রের আশা করেন বটে; কিন্তু আমি পিতার জীবন রক্ষা করিয়া নিজেই তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করিব ॥৬॥

আপনি পরলোকে চলিয়া গেলে, আমার এই বালক ভ্রাতাটী অচিরকাল-মধ্যেই বিনষ্ট হইবে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৭॥

পিতাও স্বর্গে গেলে এবং আমার ছোট ভাইটীও মরিয়া গেলে, পিতৃলোকের পিণ্ডলোপই হইবে; তাহা তাঁহাদের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া পড়িবে ॥৮॥

শোকে আমার মৃত্যু হওয়া উচিত নহে; অথ চ পিতা, মাতা এবং ভ্রাতা ইঁহারা সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলে, আমি নিশ্চয়ই সংসারে গুরুতর দুঃখ পাইয়া শোকেই মরিয়া যাইব ॥৯॥

আত্মা পুত্রঃ সখা ভার্য্যা কৃচ্ছ্রন্তু দুহিতা কিল।
স কৃচ্ছ্রান্মোচয়াত্মানং মাঞ্চ ধর্ম্মে নিযোজয় ॥১১॥
অন্যথা কৃপণা বালা যত্র ক্বচন গামিনী।
ভবিষ্যামি ত্বয়া তাত! বিহীনা কৃপণা সদা ॥১২॥
অথবাহং করিষ্যামি কুলস্যাস্য বিমোচনম্।
ফলসংস্থা ভবিষ্যামি কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্ ॥১৩॥
অথবা যাস্যসে তত্র ত্যক্ত্বা মাং দ্বিজসত্তম!।
পীড়িতাহং ভবিষ্যামি তদবেক্ষস্ব মামপি ॥১৪॥
তদস্মদর্থং ধর্ম্মার্থং প্রসবার্থঞ্চ সত্তম!।
আত্মানং পরিরক্ষস্ব ত্যক্তব্যাং মাঞ্চ সংত্যজ।
অবশ্যকরণীয়ে চ মা ত্বাং কালোঽত্যগাদয়ম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

স্বমরণে যুক্ত্যন্তরমাহ আত্মেতি। পুত্রঃ, আত্মা, "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ইতি স্মরণাৎ। ভার্য্যা, সখা, লতা বাহুরিত্যাদিবদ্রূপকবিষয়ত্বাল্লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। কৃচ্ছ্রং কষ্টহেতুমাত্রম্ ॥১১॥

অন্যথেতি। কৃপণা দীনা। কৃপণা কথমিত্যাহ ত্বয়া বিহীনাহং সদৈব কৃপণা ॥১২॥

অথবেতি। কর্ম্ম রাক্ষসায়াত্মসমর্পণরূপং কার্য্যম্। ফলসংস্থা সফলজন্মা ॥১৩॥

অথবেতি। তন্মামপ্যবেক্ষস্ব, অহমপি ত্বয়া সার্দ্ধং তত্র যাস্যামীতি ভাবঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

যোগাৎ পুত্র ইত্যর্থঃ ॥৫॥ তৎ স্বয়মিতি দৌহিত্রাপেক্ষয়া সন্নিহিতা দুহিতৈবাহং তারয়া-

আপনি বিনা রোগে মরিয়া গেলে, আমার মাতা, শিশু ভ্রাতা, আপনার বংশ এবং পিতৃলোকের পিণ্ড এসমস্তই নষ্ট হইবে, কোন সন্দেহ নাই ॥১০॥

পুত্র আত্মস্বরূপ এবং ভার্য্যা সুহৃৎস্বরূপ; কিন্তু কন্যা কেবল কষ্টেরই কারণ। অতএব আপনি সেই কষ্ট হইতে আত্মাকে মুক্ত করুন, আমাকেই ধর্ম্মার্থে নিযুক্ত করুন ॥১১॥

না হইলে, আমি বালিকা এবং দীনা; সুতরাং আমার যে কোন জায়গায় যাইয়া আশ্রয় লইতে হইবে। কেন না, বাবা! আপনি না থাকিলে আমি দীনাই হইব ॥১২॥

অথবা আমি নিজেই অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য করিয়া এই বংশের উদ্ধার করিব এবং নিজের জন্মকে সফল করিব ॥১৩॥

অথবা, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া সেখানে যাইবেন, তাহাতে আমি বড়ই দুঃখিত হইব। অতএব আমারও অপেক্ষা করুন ॥১৪॥

কিংন্বতঃ পরমং দুঃখং যদ্বয়ং স্বর্গতে ত্বয়ি।
যাচমানাঃ পরাদন্নং পরিধাবেমহি শ্ববৎ ॥১৬॥

ত্বয়ি ত্বরোগে নির্ম্মুক্তে ক্লেশাদস্মাৎ সবান্ধবে।
অমৃতেব সতী লোকে ভবিষ্যামি সুখান্বিতা ॥১৭॥
ইতঃ প্রদানে দেবাশ্চ পিতরশ্চেতি নঃ শ্রুতম্।
ত্বয়া দত্তেন তোয়েন ভবিষ্যন্তি হিতায় বৈ ॥১৮॥
ইত্যেতদুভয়ং তাত! নিশাম্য তব যদ্ধিতম্।
তদ্ব্যবস্য তথাম্বায়া হিতং স্বস্য সুতস্য চ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। অস্মদর্থং মজ্জন্মসাফল্যার্থম্। প্রসবার্থং পুত্রার্থম্। ষট্‌পদমিদং পদ্যম্ ॥১৫॥
কিংন্বিতি। পরাদন্যস্মাজ্জনাৎ। পরিধাবেমহি সর্ব্বত্র ধাবেম। শ্ববৎ কুকুরবৎ ॥১৬॥
ত্বয়ীতি। অরোগে নিপ্পীড়ে। মৃতাপি অমৃতেব, যশসশ্চিরস্থায়িত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৭॥
নমু তবার্পণে দৌহিত্রাসম্ভবাৎ পিতরো দেবাশ্চ মহৎ কুপিষ্যন্তীত্যাহ ইত ইতি। ইতঃ স্থানাৎ, রাক্ষসায় মম প্রদানেঽপি, ত্বয়া দত্তেন তোয়েনৈব দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব তব হিতায়ৈব ভবিষ্যন্তি; দৌহিত্রাপেক্ষয়া পুত্রাদেঃ প্রাধান্যাদিতি ভাবঃ। ইতি নোঽস্মাকং শ্রুতমাসীৎ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

মীত্যর্থঃ ॥৬—১২॥ ফলসংস্থা সফলমরণ। ॥১৩॥ তত্র রাক্ষসসমীপে ॥১৪॥ প্রসবার্থং বংশার্থম্ ॥১৫—১৬॥ অমৃতেব জীবন্তীব ইহ লোকে কীর্ত্তেঃ সত্বাৎ ॥১৭॥ ইতঃ প্রদানে অস্মিন্ রাক্ষসাহারায় কন্যাদানে দুর্দ্দানত্বাৎ পিতুর্দুর্ম্মরণাচ্চ কন্যায়াঃ দেবাশ্চ পিতরশ্চ হিতায় নেতি

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার জন্ম সফল করিবার জন্য এবং ধর্ম্ম ও পুত্র রক্ষার জন্য আত্মরক্ষা করুন; আমাকে ত ত্যাগ করিবেনই; সুতরাং আমাকেই ত্যাগ করুন; আর অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়ে আপনার এই সময়টা যেন অনর্থক চলিয়া যায় না ॥১৫॥

বাবা! ইহা অপেক্ষা গুরুতর দুঃখ আর কি হইতে পারে যে, আপনি স্বর্গে গেলে পর আমরা কুকুরের মত পরের নিকট অন্ন ভিক্ষা করিতে থাকিয়া সর্ব্বত্র ধাবিত হইব ॥১৬॥

আর, আপনি বান্ধবগণের সহিত অনায়াসে এই কষ্ট হইতে নিস্তার পাইলে, আমি সুখী হইব এবং মরিয়াও জগতে অমৃতার মতই থাকিব ॥১৭॥

আপনি এখান হইতে আমাকে পাঠাইয়া দিলেও আপনার প্রদত্ত জল দ্বারাই দেবগণ ও পিতৃগণ আপনার হিতকারী হইবেন, ইহা আমাদের শুনা আছে ॥১৮॥

মাতাপিত্রোশ্চ পুত্রাস্তু ভবিতারো গুণান্বিতাঃ।
ন তু পুত্রস্য পিতরৌ পুনর্জাতু ভবিষ্যতঃ ॥২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বহুবিধং তস্যা নিশম্য পরিদেবিতম্।
পিতা মাতা চ সা চৈব কন্যা প্ররুরুদুস্ত্রয়ঃ ॥২১॥
ততঃ প্ররুদিতান্ সর্ব্বান্ নিশম্যাথ সুতস্তদা।
উৎফুল্লনয়নো বালঃ কলমব্যক্তমব্রবীৎ ॥২২॥
মা পিতা রুদ মা মাতর্মা স্বসস্ত্বিতি চাব্রবীৎ।
প্রহসন্নিব সর্ব্বাংস্তানেকৈকমুপসর্পতি ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। উভয়ং তবাত্মদানং মম দানঞ্চ। ব্যবস্য কর্ত্তুং যতস্ব। স্বস্য স্বকীয়স্য ॥১৯॥

মন্মরণেঽপি যুবয়োঃ কন্যান্তরসম্ভাবনাস্তীত্যাহ মাতেতি। পুত্রপদমুভয়ত্রাপ্যপত্যপরম্। পিতরৌ মাতাপিতরৌ। জাতু কদাচিৎ। অতঃ সর্ব্বথৈব মদ্দানং শ্রেয় ইতি ভাবঃ ॥২০॥

এবমিতি। পরিদেবিতং বিলাপোক্তিম্। ত্রয়ো জনাঃ ॥২১॥

তত ইতি। উৎফুল্লনয়ন উৎসাহাদ্বিস্ফারিতনেত্রঃ। কলং বালবাক্যত্বাদেব মধুরম্ ॥২২॥

বালস্বভাবং বর্ণয়তি মেতি। পিতরিত্যাদিসম্বোধনত্রয়ম্। হে স্বসর্ভগিনি!। একৈকং কৃত্বা সর্ব্বানেব তান্ পিত্রাদীন্ উপসর্পতি স্ম ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রুতং যদ্যপি তথাপি ত্বয়া দত্তেন তোয়েন তব মম চ হিতায় তে ভবিষ্যস্তীত্যর্থঃ ॥১৮—২১॥

বাবা! এই দুই পক্ষ শুনিয়া, আপনার নিজের, মাতৃদেবীর এবং আপন পুত্রের যাহাতে হিত হয়, তাহা করিবার জন্য চেষ্টা করুন ॥১৯॥

মাতা-পিতার অপর গুণবান্ সন্তানও জন্মিতে পারে; কিন্তু সন্তানের পিতা-মাতা পুনরায় কখনও হয় না' ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কন্যাটীর এইরূপ নানাবিধ বিলাপোক্তি শুনিয়া পিতা, মাতা ও সেই কন্যাটী, ইহারা তিন জনই অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন ॥২১॥

তাহার পর, সকলকেই রোদন করিতে দেখিয়া, তাঁহাদের সেই বালক পুত্রটী উৎফুল্লনয়ন হইয়া, মধুর ও অস্পষ্টভাবে বলিল— ॥২২॥

'বাবা! মা! ভগিনি! আপনারা কাঁদিবেন না' এই কথা বলিল এবং হাসিতে হাসিতেই যেন এক এক করিয়া তাঁহাদের সকলের নিকট গেল ॥২৩॥

১৯—২০ শ্লোকৌ কতিপয়পুস্তকে ন দৃশ্যেতে। (২৩)···একৈকমনুসর্পতি।

ততঃ স তৃণমাদায় প্রহৃষ্টঃ পুনরব্রবীৎ।
অনেনাহং হনিষ্যামি রাক্ষসং পুরুষাদকম্ ॥২৪॥
তথাপি তেষাং দুঃখেন পরীতানাং নিশম্য তৎ।
বালস্য বাক্যমব্যক্তং হর্ষঃ সমভবন্মহান্ ॥২৫॥
অয়ং কাল ইতি জ্ঞাত্বা কুন্তী সমুপসৃত্য তান্।
গতাসূনমৃতেনেব জীবয়ন্তীদমব্রবীৎ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বকবধে ব্রাহ্মণকন্যাপুত্রবাক্যং নাম ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অনেন তৃণেন। পুরুষাদকং নরভক্ষকম্ ॥২৪॥

তথেতি। দুঃখেন পরীতানাং ব্যাপ্তহৃদয়ানামপি তেষাম্। তথা তাদৃশম্ ॥২৫॥

অয়মিতি। অয়ং কালঃ প্রষ্টুং সময়ঃ, কৌতুকহর্ষেণৈষাং শোকান্তরালোদয়াৎ ॥২৬॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বকবধে ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

কলং মধুরম্ ॥২২॥ হে পিতঃ! মা রুদ রোদনং মা কুরু, এতেন বাললীলাপি ভাবিশুভাশুভ-সূচিকেতি সূচিতম্ ॥২৩—২৬॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৩॥

তাহার পর, সেই বালক একটী তৃণ হাতে করিয়া, প্রহৃষ্ট হইয়া, পুনরায় বলিল—'আমি ইহা দ্বারা সেই নরখাদক রাক্ষসকে বধ করিব' ॥২৪॥

তাঁহাদের হৃদয় দুঃখে আকুল থাকিলেও, সেইরূপ সেই বালকের গদ্গদ বাক্য শুনিয়া গুরুতর আনন্দ জন্মিল ॥২৫॥

'জিজ্ঞাসা করিবার এই সময়' ইহা বুঝিয়া, কুন্তী তাঁহাদের নিকটে যাইয়া, মৃতপ্রায় সেই লোক কয়টীকে অমৃত দ্বারাই যেন বাঁচাইতে থাকিয়া, এই কথা বলিলেন—॥২৬॥

* '…সপ্তপঞ্চাশদধিকঃ…' '…ঊনষষ্ট্যধিকঃ…' '…ত্রিসপ্তত্যধিকঃ…' ইতি পাঠভেদাঃ।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

কুন্ত্যুবাচ।

কুতোমূলমিদং দুঃখং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
বিদিত্বা ব্যপকর্ষেয়ং শক্যঞ্চেদপকর্ষিতুম্ ॥১॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

উপপন্নং সতামেতদ্ যদ্‌ব্রবীষি তপোধনে!।
ন তু দুঃখমিদং শক্যং মানুষেণ ব্যপোহিতুম্ ॥২॥
তথাপি তত্ত্বমাখ্যাস্যে দুঃখস্যৈতস্য সম্ভবম্।
শক্যং বা যদি বাঽশক্যং শৃণু ভদ্রে! যথাতথম্ ॥৩॥
সমীপে নগরস্যাস্য বকো বসতি রাক্ষসঃ।
ঈশো জনপদস্যাস্য পুরস্য চ মহাবলঃ ॥৪॥
পুষ্টো মানুষমাংসেন দুর্বুদ্ধিঃ পুরুষাদকঃ।
রক্ষত্যসুররাড় নিত্যমিমং জনপদং বলী ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কুত ইতি। কুতো মূলং যস্যেতি কুতোমূলং কিংকারণকমিত্যর্থঃ। কুত ইত্যব্যয়ম্। ব্যপকর্ষেয়ং তদ্দুঃখং দূরীকুর্য্যাম্। অপকর্ষিতুং দূরীকর্ত্তুম্ ॥১॥

উপেতি। উপপন্নং যুক্তম্। ব্যপোহিতুম্ অপনেতুম্ ॥২॥

তথেতি। তত্ত্বং সত্যম্। সম্ভবমুৎপত্তিকারণম্ ॥৩॥

সমীপ ইতি। বকো নাম। ঈশঃ স্বামী ॥৪॥

পুষ্ট ইতি। অসুররাট্ সুরবিরোধিনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ ॥৫॥

কুন্তী বলিলেন—'আপনাদের এই দুঃখের কারণ কি, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। জানিয়া, যদি তাহা দূর করিতে পারি, তবে দূর করিব' ॥১॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—'তপস্বিনি! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা বলা সজ্জনের সঙ্গতই বটে; তবে এ দুঃখ দূর করা মানুষের অসাধ্য ॥২॥

তথাপি এই দুঃখের কারণ যথাযথভাবে আপনাকে বলিতেছি; ভদ্রে! আপনি ইহা দূর করিতে পারুন বা না-ই পারুন, শুনুন ॥৩॥

এই নগরের নিকটে অত্যন্ত বলবান্ একটা রাক্ষস বাস করে, তাহার নাম-'বক' সে এই দেশের এবং এই নগরের অধীশ্বর ॥৪॥

(১)···বিদিত্বাঽপ্যপকর্ষেয়ম্···। (৩) অয়ং শ্লোকঃ সর্বত্র ন দৃশ্যতে।

নগরঞ্চৈব দেশঞ্চ রক্ষোবলসমন্বিতম্।
তৎকৃতে পরচক্রাচ্চ ভূতেভ্যশ্চ ন নো ভয়ম্ ॥৬॥
বেতনং তস্য বিহিতং শালিবাহস্য ভোজনম্।
মহিষৌ পুরুষশ্চৈকো যস্তদাদায় গচ্ছতি ॥৭॥
একৈকশ্চাপি পুরুষস্তৎ প্রয়চ্ছতি ভোজনম্।
স বারো বহুভির্বর্ষৈর্ভবত্যসুতরো নরৈঃ ॥৮॥
তদ্বিমোক্ষায় যে কেচিদ্ যতন্তি পুরুষাঃ ক্বচিৎ।
সপুত্রদারাংস্তান্ হত্বা তদ্রক্ষো ভক্ষয়ত্যুত ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

নগরমিতি। বলসমন্বিতং রক্ষঃ স রাক্ষসঃ পাতীতি শেষঃ। পরচক্রাৎ পররাজ্যাৎ ॥৬॥

বেতনমিতি। তস্য বকরাক্ষসস্য, শালীনাং শালিধান্যতণ্ডুলানাং বাহঃ পরিমাণবিশেষস্তস্য অন্নমিতি শেষঃ। "দশকুম্ভো বাহঃ" ইতি স্বামী। বস্তুতস্তু প্রচুরমন্নম্। দ্বৌ মহিষৌ, একশ্চ পুরুষঃ, এতেষাং ভোজনম্, বেতনং দেশাদিরক্ষাকর্ম্মমূল্যম্, রাজ্ঞা বিহিতম্। অথ কোঽসৌ পুরুষ ইত্যাহ—যস্তৎসর্বমাদায় তত্র গচ্ছতি ॥৭॥

একৈক ইতি। বারো নিয়মিতদিবসঃ। অসুতরঃ অনায়াসেন তরীতুমশক্যঃ ॥৮॥

তদিতি। ততো বকভোজনবিপদো বিমোক্ষায়। তদ্রক্ষঃ স বকরাক্ষসঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

কুত ইতি। কুতোমূলং কুত উত্থিতমিত্যর্থঃ ॥১—৬॥ শালিবাহো বিংশতিখারীপরিমিতশালিতণ্ডুলৌদনঃ। "বাহো বিংশতিখারীকঃ" ইত্যুক্তেঃ ॥৭॥ বারঃ পর্য্যায়াগতো দিবসঃ

সেই দুর্বুদ্ধি রাক্ষস দেববিরোধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সে মানুষের মাংস খাইয়া পরিপুষ্ট ও বলবান্ হইয়া সর্ব্বদা এই দেশ রক্ষা করিতেছে ॥৫॥

সেই বলবান্ রাক্ষস দেশ ও নগর রক্ষা করে বলিয়া আমাদের অন্য কোন রাজ্য বা প্রাণী হইতে কোন ভয় নাই ॥৬॥

প্রচুর অন্ন, দুইটী মহিষ, আর এইগুলি লইয়া যাইতে পারে এইরূপ একটী পুরুষ, এই গুলিকে রাজা সেই বকরাক্ষসের খাদ্যরূপ বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন ॥৭॥

প্রতিদিন এই একটী পুরুষ এই খাদ্য নিয়া বকরাক্ষসকে দিয়া থাকে। বহু বৎসর পরে এক এক ব্যক্তির এই পালা পড়িয়া থাকে; ইহা হইতে নিস্তার পাওয়া দুষ্কর ॥৮॥

যাহারা এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করে, পুত্রকলত্রাদির সহিত তাহাদিগকে বধ করিয়া বকরাক্ষস ভক্ষণ করে ॥৯॥

বেত্রকীয়গৃহে রাজা নায়ং নয়মিহাস্থিতঃ।
উপায়ং তং ন কুরুতে যত্নাদপি স মন্দধীঃ।
অনাময়ং জনস্যাস্য যেন স্যাদদ্য শাশ্বতম্ ॥১০॥
এতদর্হা বয়ং নূনং বসামো দুর্বলস্য যে।
বিষয়ে নিত্যমুদ্বিগ্নাঃ কুরাজানমুপাশ্রিতাঃ ॥১১॥
ব্রাহ্মণাঃ কস্য বাস্তব্যাঃ কস্য বা চ্ছন্দচারিণঃ।
গুণৈরেতে হি বৎসন্তি কামগাঃ পক্ষিণো যথা ॥১২॥
রাজানং প্রথমং বিন্দেত্ততো ভার্য্যাং ততো ধনম্।
ত্রয়স্য সঞ্চয়েনাস্য জ্ঞাতীন্ পুত্রাংশ্চ তারয়েৎ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

বেত্রেতি। বেত্রকীয়গৃহং নাম রাজধানী তত্র। নয়ং প্রজারক্ষানীতিম্, আস্থিত আশ্রিতঃ। অনাময়ং রাক্ষসবিপত্তেরভাবঃ। শাশ্বতং চিরস্থায়ি। ষট্পদং পদ্যমিদম্ ॥১০॥

এতদিতি। কুরাজানমুপাশ্রিতাঃ, অতএব নিত্যমুদ্বিগ্নাঃ, যে বয়ম্, দুর্ব্বলস্য তস্য রাজ্ঞো বিষয়ে দেশে বসামঃ, তে সর্ব্ব এব বয়ম্, এতদর্হা বকরাক্ষসভোজনযোগ্যাঃ ॥১১॥

ব্রাহ্মণা ইতি। কস্য জনস্য, অধীনাঃ সন্ত ইতি শেষঃ, বাস্তব্যা বসেয়ুঃ, কস্যাপি নেত্যর্থঃ। ছন্দেন অভিপ্রায়েণ চরন্তীতি তে, কস্যাপি নেতি তাৎপর্য্যম্। এতে ব্রাহ্মণাঃ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৮—৯॥ বেত্রকীয়গৃহে স্থানবিশেষে, ইতঃ অদূরে রাজাস্তি অয়মিহ নগরে নয়ং ন আস্থিতঃ অস্য নগরস্যাবেক্ষাং ন করোতীত্যর্থঃ। স্বয়ং রাক্ষসং হন্তুমশক্তত্বাদুপায়মপ্যন্যদ্বারা ন কুরুতে, যতো মন্দধীঃ ॥১০॥ এতদর্হাঃ এতস্য দুঃখস্য যোগ্যা বয়ম্, তত্র হেতুঃ বসাম ইত্যাদিঃ। বিষয়ে দেশে, নিত্যবাস্তব্যা নিত্যং বাসকর্ত্তারঃ। নিত্যমুদ্বিগ্না ইত্যপি পঠন্তি ॥১১॥ কস্য কেন হেতুনা, কস্য কেন পুংসা, বক্তব্যা ইতো মা গচ্ছতেতি বক্তুং শক্যাঃ; কৃষ্যাদিকারিত্বাভাবাৎ। অতএব চ্ছন্দচারিণঃ। গুণৈর্দেশস্য রাজ্ঞো বা বৎস্যন্তি বাসং করিষ্যন্তি ন তু নির্ব্বন্ধেন ইত্যর্থঃ ॥১২॥ সঞ্চয়েন সম্বন্ধ্যা, অরাজকে হি রাষ্ট্রে কৃতা ভার্য্যা চোরহার্য্যা স্যাৎ।

বেত্রকীয়নামক রাজধানীতে এক রাজা আছেন, তিনি প্রজারক্ষার নীতি অনুসরণ করেন না এবং নিতান্ত অল্পবুদ্ধি; সুতরাং তিনি সেরূপ উপায় করেন না, যাহাতে এই সকল লোক চিরকাল নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারে ॥১০॥

আমরা সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিয়া সেই দুর্ব্বল নিকৃষ্ট রাজার আশ্রয়ে যাহারা বাস করি, তাহারা সকলেই এই বিপদ ভোগ করিবার যোগ্য ॥১১॥

ব্রাহ্মণেরা কাহার অধীন হইয়া বাস করেন? কাহারই বা ইচ্ছানুসারে চলিয়া থাকেন; (কাহারই নহে); ইঁহারা পক্ষিগণের ন্যায় ইচ্ছানুসারে চলিয়া বাস করিবেন ॥১২॥

বিপরীতং ময়া চেদং ত্রয়ং সর্ব্বমুপার্জিতম্।
তদিমামাপদং প্রাপ্য ভৃশং তপ্যামহে বয়ম্ ॥১৪॥
সোঽয়মস্মাননুপ্রাপ্তো বারঃ কুলবিনাশনঃ।
ভোজনং পুরুষশ্চৈকঃ প্রদেয়ং বেতনং ময়া ॥১৫॥
ন চ মে বিদ্যতে বিত্তং সংক্রেতুং পুরুষং ক্বচিৎ।
সুহৃজ্জনং প্রদাতুঞ্চ ন শক্যামি কদাচন ॥১৬॥
গতিঞ্চৈব ন পশ্যামি তস্মান্মোক্ষায় রক্ষসঃ।
সোঽহং দুঃখার্ণবে মগ্নো মহত্যসুতরে ভৃশম্ ॥১৭॥
সহৈবৈতৈর্গমিষ্যামি বান্ধবৈরদ্য রাক্ষসম্।
ততো নঃ সহিতান্ ক্ষুদ্রঃ সর্ব্বানেবোপভোক্ষ্যতি ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

রাজানমিতি। বিন্দেৎ আশ্রয়ত্বেন লভেত। সঞ্চয়েন সংগ্রহেণ অবলম্বনেনেত্যর্থঃ ॥১৩॥

বিপরীতমিতি। রাজ্ঞো দুর্ব্বলত্বাৎ, ভার্য্যায়া অবশস্থিতত্বাৎ ধনস্য চাল্পত্বাদ্বৈপরীত্য-মিতি ভাবঃ॥১৪॥

স ইতি। বারো নিয়মিতদিবসঃ ॥১৫॥

অথ পুরুষান্তরং ক্রীত্বানীয় সুহৃজ্জনো বা কশ্চিদ্দীয়তামিত্যাহ নেতি। বিত্তং ধনম্ ॥১৬॥

গতিমিতি। গতিমুপায়ম্। অসুতরে অনায়াসেন তরীতুমশক্যে ॥১৭॥

সহেতি। এতৈঃ পুত্রকলত্রকন্যারূপৈঃ। সবশোকনিবৃত্ত্যর্থমিতি ভাবঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

অভার্য্যাস্থায়জনো ধনং রাজহার্য্যং স্যাৎ ॥১৩॥ বিপরীতং কুরাজ্যে ভার্য্যোদ্বহনাৎ উদ্বাহান-

মানুষ প্রথমে রাজাকে, তাহার পর ভার্য্যাকে এবং তাহার পর ধন আশ্রয় করে; এই ভাবে এই তিনের আশ্রয় করিয়া জ্ঞাতি ও সন্তানদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করে ॥১৩॥

কিন্তু আমি এই তিনটীই বিপরীত পাইয়াছি। তাই, এই বিপদ উপস্থিত হওয়ায় আমরা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি ॥১৪॥

বংশনাশক সেই পালা আজ আমার উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং সেই খাদ্য এবং একটী পুরুষ আজ আমাকেই দিতে হইবে ॥১৫॥

আমার এমন ধন নাই, যাহা দ্বারা একটী পুরুষ কিনিয়া দিতে পারি এবং কখনও কোন বন্ধুজনকেও আমি দিতে পারিব না ॥১৬॥

অথ চ সেই রাক্ষসের হাত হইতে মুক্তির কোন উপায়ও দেখিতেছি না। অতএব আমি বিশাল ও দুস্তর দুঃখসাগরে অত্যন্ত নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছি ॥১৭॥

১৮ শ্লোকাৎ পরং ক্বচিদধ্যায়সমাপ্তির্দৃশ্যতে।

কুন্ত্যুবাচ।

ন বিষাদস্ত্বয়া কার্য্যো ভয়াদস্মাৎ কথঞ্চন।
উপায়ঃ পরিদৃষ্টোঽত্র তস্মান্মোক্ষায় রক্ষসঃ ॥১৯॥

একস্তব সুতো বালঃ কন্যা চৈকা তপস্বিনী।
ন চৈতয়োস্তথা পত্ন্যা গমনং তব রোচয়ে ॥২০॥

মম পঞ্চ সুতা ব্রহ্মন্! তেষামেকো গমিষ্যতি।
ত্বদর্থং বলিমাদায় তস্য পাপস্য রক্ষসঃ ॥২১॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

নাহমেতৎ করিষ্যামি জীবিতার্থী কথঞ্চন।
ব্রাহ্মণস্যাতিথেশ্চৈব স্বার্থে প্রাণৈর্বিযোজনম্ ॥২২॥

ন ত্বেতদকুলীনাসু নাধর্ম্মিষ্ঠাসু চ বিদ্যতে।
যদ্‌ব্রাহ্মণার্থং বিসৃজেদাত্মানমপি চাত্মজম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। কার্য্যঃ কর্ত্তব্যঃ ॥১৯॥

এক ইতি। তপস্বিনী ক্ষুদ্রা। তব চ গমনং রোচয়ে ॥২০॥

মমেতি। বলিম্ উক্তবিধমুপহারম্ ॥২১॥

নেতি। এতৎ প্রাণৈর্বিযোজনমিতি সম্বন্ধঃ ॥২২॥

(এখন স্থির করিয়াছি যে) আমি আজ এই বন্ধুবর্গের সহিতই রাক্ষসের নিকট যাইব; তাহার পর সেই নীচাশয় রাক্ষস আমাদের সকলকেই এক সঙ্গে ভোজন কবিবে ॥১৮॥

কুন্তী বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! আপনি এই ভয়ে কোন রকমেই দুঃখ করিবেন না। কারণ, সেই রাক্ষসের হাত হইতে মুক্তির জন্য আমি একটি উপায় দেখিয়াছি ॥১৯॥

আপনার একটীমাত্র বালক পুত্র এবং একটীমাত্র ক্ষুদ্র কন্যা, ইহাদের, বা আপনার পত্নীর, কিংবা আপনার গমন করা আমার অভিপ্রেত নহে ॥২০॥

আমার পাঁচটী পুত্র আছে; তাহার একটী পুত্র আপনার জন্য সেই পাপাত্মা রাক্ষসের উপহার লইয়া সে খানে যাইবে' ॥২১॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—'তপস্বিনি! আমার এবং আমার আত্মীয়বর্গের জীবনের জন্য, একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার অতিথি, এহেন ব্যক্তির প্রাণনাশ আমি কোন রকমেই স্বীকার করিতে পারি না ॥২২॥

(২২)…প্রাণৈর্ব্বিযোজয়ন্।

আত্মনস্তু ময়া শ্রেয়ো বোদ্ধব্যমিতি রোচয়ে।
ব্রহ্মবধ্যাত্মবধ্যা বা শ্রেয়ানাত্মবধো মম ॥২৪॥
ব্রহ্মবধ্যা পরং পাপং নিষ্কৃতির্নাত্র বিদ্যতে।
অবুদ্ধিপূর্ব্বং কৃত্বাপি বরমাত্মবধো মম ॥২৫॥
ন ত্বহং বধমাকাঙ্ক্ষে স্বয়মেবাত্মনঃ শুভে!।
পরৈঃ কৃতে বধে পাপং ন কিঞ্চিন্ময়ি বিদ্যতে ॥২৬॥
অভিসন্ধিকৃতে তস্মিন্ ব্রাহ্মণস্য বধে ময়া।
নিষ্কৃতিং ন প্রপশ্যামি নৃশংসং ক্ষুদ্রমেব চ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। এতত্ত্বাচরণম্, অকুলীনাসু অধর্ম্মিষ্ঠাসু চ স্ত্রীষু ন বিদ্যতে ॥২৩॥

আত্মন ইতি। ত্বৎপুত্রসমর্পণাপেক্ষয়া আত্মনঃ সমর্পণমেব ময়া শ্রেয়ো বোদ্ধব্যম্। অতস্তদেব রোচয়ে। ব্রহ্মবধ্যা ব্রহ্মহত্যা, আত্মবধ্যা আত্মহত্যা, এতয়োর্মধ্যে শ্রেয়ান্ ॥২৪॥

উক্তার্থে হেতুমাহ ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মবধ্যা পরং পাপম্। অতস্তৎ অবুদ্ধিপূর্ব্বং কৃত্বাপি নিষ্কৃতিস্ততো নিস্তারঃ, অত্র জগতি ন বিদ্যতে। অতো মমাত্মবধ এব শ্রেয়ান্ ॥২৫॥

তর্হি কিমাত্মবধমেবাকাঙ্ক্ষসীত্যাহ ন ত্বিতি। পরৈঃ কৃতে আত্মনো বধে ॥২৬॥

অভীতি। অভিসন্ধিনা আত্মনো বান্ধবানাঞ্চ রক্ষণোদ্দেশেন কৃতে। তচ্চ ব্রাহ্মণহননম্, নৃশংসং নিষ্ঠুরাচরণম্, ক্ষুদ্রং ক্ষুদ্রজনকার্য্যঞ্চ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

স্বরং ধনলাভাচ্চ ॥১৪—১৮॥ ন বিষাদ ইতি ॥১৯—২২॥ এতৎ ত্বদুক্তম্ অকুলীনাস্বধর্ম্মিষ্ঠাস্বপি প্রজাসু ন বিদ্যতে তৎ কথং মাদৃশেষু স্যাৎ ইত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণার্থমাত্মাদিবিসর্জ্জনমেব আত্মনঃ শ্রেয়ো ময়া বোদ্ধব্যমিতি সম্বন্ধঃ ॥২৩—২৪॥ অবুদ্ধিপূর্ব্বকব্রহ্মবধাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বং কৃতে আত্মবধে স্বল্পং পাপং তদপি মম পরেণ কৃতে বধে নাস্তীত্যাহ, সার্দ্ধেন অবুদ্ধীত্যাদিনা

এইরূপ আচরণ অসৎকুলোৎপন্ন বা পাপিষ্ঠ স্ত্রীলোকের হইতে পারে না যে, ব্রাহ্মণের জন্য আপনাকে বা আপন পুত্রকে সমর্পণ করে ॥২৩॥

আপনার পুত্রকে সমর্পণ অপেক্ষা নিজেকে সমর্পণ করাই ভাল এবং তাহাই আমি ইচ্ছা করি। কারণ, ব্রহ্মহত্যা ও আত্মহত্যা, এই দু'য়ের মধ্যে আত্মহত্যাই ভাল ॥২৪॥

ব্রহ্মহত্যায় গুরুতর পাপ হয়; সুতরাং তাহা না জানিয়া করিলেও তাহা হইতে নিস্তার নাই। অতএব আমার আত্মহত্যাই তদপেক্ষা ভাল ॥২৫॥

তবে, আমি নিজেই নিজের মৃত্যু কামনা করিতেছি না; অন্যে যদি আমাকে বধ করে, তাহাতে আমার কোন পাপ নাই ॥২৬॥

কিন্তু আপনার ও আপন লোকের জীবনের জন্য আমি যদি ব্রহ্মহত্যা

আগতস্য গৃহে ত্যাগস্তথৈব শরণার্থিনঃ।
যাচমানস্য চ বধো নৃশংসো গর্হিতো বুধৈঃ ॥২৮॥
কুর্য্যান্ন নিন্দিতং কর্ম্ম ন নৃশংসং কথঞ্চন।
ইতি পূর্ব্বে মহাত্মান আপদ্ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥২৯॥
শ্রেয়াংস্তু সহদারস্য বিনাশোঽদ্য মম স্বয়ম্।
ব্রাহ্মণস্য বধং নাহমনুমংস্যে কদাচন ॥৩০॥

কুন্ত্যুবাচ।

মমাপ্যেষা মতির্ব্রহ্মন্! বিপ্রা রক্ষ্যা ইতি স্থিরা।
ন চাপ্যনিষ্টঃ পুত্রো মে যদি পুত্রশতং ভবেৎ ॥৩১॥
ন চাসৌ রাক্ষসঃ শক্তো মম পুত্রবিনাশনে।
বীর্য্যবান্ মন্ত্রসিদ্ধশ্চ তেজস্বী চ সুতো মম ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

আগতস্যেতি। গৃহে আগতস্য, তথা শরণার্থিনো জনস্য বধায় ত্যাগঃ ॥২৮॥

কুর্য্যাদিতি। পূর্ব্বে প্রাচীনাঃ ॥২৯॥

তর্হি পুত্রাদিসহিতস্যৈব তে বিনাশো ভবিষ্যতীত্যাহ শ্রেয়ানিতি। স্বয়মাত্মনা ॥৩০॥

মমেতি। এতেন ক্ষত্রিয়ৈর্মৎপুত্রৈরেব ভবন্তো বিপ্রা রক্ষণীয়া ইতি ধ্বনিতম্ ॥৩১॥

অথ তর্হীষ্টমেব তে পুত্রং রাক্ষসো বিনাশয়েদিত্যাহ ন চেতি। তেজস্বী উৎসাহী ॥৩২॥

করি, তবে, তাহার নিষ্কৃতির উপায় দেখি না এবং তাহা নৃশংস ও ক্ষুদ্রলোকের কার্য্য ॥২৭॥

গৃহাগত ও শরণাগত ব্যক্তিকে মৃত্যুপথে সমর্পণ করা এবং প্রার্থী লোককে হত্যা করা এই কার্য্যগুলিকে জ্ঞানীরা নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন ॥২৮॥

মানুষ কোন কারণেই নিন্দিত বা নৃশংস কার্য্য করিবে না ইহাই প্রাচীন ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মারা বলিয়াছেন ॥২৯॥

আজ নিজেই পত্নীর সহিত নিজের বিনাশ করান বরং ভাল; তথাপি আমি কখনও ব্রাহ্মণবধের অনুমোদন করিতে পারিব না ॥৩০॥

কুন্তী বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! আমারও এই দৃঢ় ধারণা যে, ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতে হয়। তা'র পর, আমার যদি এক শত পুত্রও হইত, তথাপি কোন পুত্রই আমার বিদ্বেষের পাত্র হইত না (সুতরাং আমি বিদ্বেষবশতঃ সে পুত্রকে পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছি না) ॥৩১॥

(২৮) আগতস্য গৃহং ত্যাগঃ···।

রাক্ষসায় চ তৎ সর্ব্বং প্রাপয়িষ্যতি ভোজনম্।
মোক্ষয়িষ্যতি চাত্মানমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥৩৩॥
সমাগতাশ্চ বীরেণ দৃষ্টপূর্ব্বাশ্চ রাক্ষসাঃ।
বলবন্তো মহাকায়া নিহতাশ্চাপ্যনেকশঃ ॥৩৪॥
ন ত্বিদং কেষুচিদ্ব্রহ্মন্! ব্যাহর্ত্তব্যং কথঞ্চন।
বিদ্যার্থিনো হি মে পুত্রান্ বিপ্রকুর্য্যুঃ কুতূহলাৎ ॥৩৫॥
গুরুণা চাননুজ্ঞাতো গ্রাহয়েদ্যং সুতো মম।
ন স কুর্য্যাত্তয়া কার্য্যং বিদ্যয়েতি সতাং মতম্ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

রাক্ষসায়েতি। প্রাপয়িষ্যতি স মম সুত ইতি শেষঃ ॥৩৩॥

নন্বীদৃশমতিনিশ্চয়ে কো হেতুরিত্যাহ সমাগতা ইতি। বীরেণ মম পুত্রেণ সহ ॥৩৪॥

নেতি। ইদং মৎপুত্রস্য মন্ত্রসিদ্ধত্বং তৎপ্রেরণঞ্চ, ব্যাহর্ত্তব্যং ত্বয়া বক্তব্যম্। হি যস্মাৎ, বিদ্যার্থিনস্তন্মন্ত্রশিক্ষার্থিনো জনাঃ। বিপ্রকুর্য্যুস্তন্মন্ত্রশিক্ষয়া প্রতারয়েয়ুঃ ॥৩৫॥

অথাস্তাং বিপ্রকারস্তথাপি পরোপকারায়াসৌ মন্ত্রঃ পরস্মৈ দাতব্য এবেত্যাহ গুরুণেতি। কিঞ্চ মম সুতো গুরুণা পরস্মৈ তন্মন্ত্রদানে অননুজ্ঞাতঃ সন্, যং জনম্, গ্রাহয়েৎ তং মন্ত্রং শিক্ষয়েৎ, স জনঃ, তয়া বিদ্যয়া মন্ত্রেণ, কিমপি কার্য্যং ন কুর্য্যাৎ কর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ, গুরোরননুজ্ঞানাদেবেতি ভাবঃ। ইতি সতাং মতম্। ব্রাহ্মণজীবনার্থত্বাৎ মিথ্যোক্ত্যাপি কুন্ত্যা ন পাতকম্ ॥৩৬॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৫—২৬॥ অভিসন্ধিকৃতে বুদ্ধিপূর্ব্বং কৃতে ॥২৭—৩৪॥ বিপ্রকুর্য্যুঃ বাধেরন্ ॥৩৫॥ নন্বয়মপি

সে রাক্ষসও আমার পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিবে না। কারণ, আমার সে পুত্র বলবান্, মন্ত্রসিদ্ধ এবং তেজস্বী ॥৩২॥

সুতরাং আমার সে পুত্র রাক্ষসের নিকট তাহার সমস্ত খাদ্য পৌঁছাইয়া দিবে এবং তাহার হাত হইতে আপনাকে মুক্তও করিবে, ইহা আমার নিশ্চয় ধারণা ॥৩৩॥

অনেক রাক্ষসই যুদ্ধের জন্য আমার বীর পুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং বলবান্ ও বিশালাকৃতি অনেক রাক্ষসকে সে বিনাশও করিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি ॥৩৪॥

তবে, ব্রাহ্মণ! আপনি এই বিষয়টী কাহারও নিকটে কোন কারণেই বলিতে পারিবেন না। কারণ, হয় ত অনেকেই কৌতুকবশতঃ সেই মন্ত্র শিক্ষা করিয়া আমার পুত্রগণকে প্রতারিত করিবে ॥৩৫॥

আর, গুরুর অনুমতি ব্যতীত আমার পুত্র যাহাকে সেই মন্ত্র শিক্ষা দিবে,

এবমুক্তস্তু পৃথয়া স বিপ্রো ভার্য্যয়া সহ।
হৃষ্টঃ সম্পূজয়ামাস তদ্বাক্যমমৃতোপমম্ ॥৩৭॥
ততঃ কুন্তী চ বিপ্রশ্চ সহিতাবনিলাত্মজম্।
তমব্রুতাং কুরুষ্বেতি স তথেত্যব্রবীচ্চ তৌ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বকবধে ভীমবকবধাঙ্গীকারো নাম চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। পৃথয়া কুন্ত্যা। অমৃতোপমং স্বর্গজীবনহেতুত্বাদিতি ভাবঃ ॥৩৭॥
তত ইতি। সহিতৌ মিলিতৌ, অনিলাত্মজং ভীমম্। কুরুষ এতৎ কার্য্যম্। স ভীমঃ ॥৩৮॥
ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বকবধে চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

তান্ বাধতাং নেত্যাহ, গুরুণা চেতি। গ্রাহয়েৎ গ্রাহবদাচরেৎ, কবলয়েৎ, স মম সুতস্তৎ কার্য্যং তথা ন কুর্য্যাৎ যথা বিদ্যয়া শিক্ষয়া গুর্ব্বাজ্ঞয়া কুর্য্যাদিতি ॥৩৬—৩৮॥
ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৪॥

সে ব্যক্তি সে মন্ত্র দ্বারা কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হইবে না, ইহাই সেই গুরুর মত ॥৩৬॥

কুন্তী এইরূপ বলিলে, সেই ব্রাহ্মণ আপন ভার্য্যার সহিত আনন্দিত হইয়া কুন্তীর সেই অমৃততুল্য বাক্যের অনেক প্রশংসা করিলেন ॥৩৭॥

তাহার পর, কুন্তী ও ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে যাইয়া ভীমকে বলিলেন—'ভীম! তুমি এই কার্য্য সম্পাদন কর'। তখন ভীম তাঁহাদিগকে বলিলেন—'তাহাই করিব' ॥৩৮॥

* '...একোনষষ্ট্যধিকঃ...' '...একষষ্ট্যধিকঃ ' '...পঞ্চসপ্তত্যধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—————:*:—————

বৈশম্পায়ন উবাচ।

করিষ্য ইতি ভীমেন প্রতিজ্ঞাতেঽথ ভারত ! ।
আজগ্মুস্তে ততঃ সর্ব্বে ভৈক্ষ্যমাদায় পাণ্ডবাঃ ॥১॥
আকারেণৈব তং জ্ঞাত্বা পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
রহঃ সমুপবিশ্যৈকস্ততঃ পপ্রচ্ছ মাতরম্ ॥২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং চিকীর্ষত্যয়ং কর্ম্ম ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
ভবত্যনুমতে কচ্চিৎ স্বয়ং বা কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥৩॥

কুন্ত্যুবাচ।

মমৈব বচনাদেষ করিষ্যতি পরন্তপঃ।
ব্রাহ্মণার্থে মহৎ কৃত্যং মোক্ষায় নগরস্য চ ॥৪॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিমিদং সাহসং তীক্ষ্ণং ভবত্যা দুষ্করং কৃতম্।
পরিত্যাগং হি পুত্রস্য ন প্রশংসন্তি সাধবঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

করিষ্য ইতি। অথেত্যধ্যায়ান্তরারম্ভে। করিষ্যে বকবধম্। তে যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ ॥১॥
আকারেণেতি। আকারেণ প্রসন্নবদনত্বাদিনা। যুদ্ধসম্ভবে ভীমস্য হর্ষঃ প্রসিদ্ধঃ ॥২॥
কিমিতি। ভবত্যাস্তব অনুমতে ভবত্যনুমতে। সর্ব্বনাম্নো বৃত্তৌ পুংবদ্ভাবাভাব আর্ষঃ ॥৩॥
মমেতি। কৃত্যং বকরাক্ষসবধরূপং কার্য্যম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! 'করিব' বলিয়া ভীম প্রতিজ্ঞা করিলে, তৎপরে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ ভিক্ষা লইয়া উপস্থিত হইলেন ॥১॥

তাহার পর, যুধিষ্ঠির ভীমের আকৃতি দেখিয়াই তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, নির্জনে যাইয়া, কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'মা ! ভীমপরাক্রম ভীমসেন কি কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিতেছে ? তাহা কি আপনার অনুমতিক্রমে ? না নিজেই করিবার ইচ্ছা করিতেছে ? ॥৩॥

কুন্তী বলিলেন—'শত্রুসন্তাপক ভীমসেন আমার আদেশেই ব্রাহ্মণের জীবনরক্ষার জন্য এবং এই নগরকে মুক্ত করিবার জন্য গুরুতর কার্য্যকরিবে' ॥৪॥

---

(১) করিষ্যামীতি ভীমেন…।

কথং পরসুতস্যার্থে স্বসুতং ত্যক্তুমিচ্ছসি।
লোকবেদবিরুদ্ধং হি পুত্রত্যাগাৎ কৃতং ত্বয়া ॥৬॥
যস্য বাহূ সমাশ্রিত্য সুখং সর্ব্বে শয়ামহে।
রাজ্যঞ্চাপহৃতং ক্ষুদ্রৈরাজিহীর্ষামহে পুনঃ ॥৭॥
যস্য দুর্য্যোধনো বীর্য্যং চিন্তয়ন্নমিতৌজসঃ।
ন শেতে রজনীঃ সর্ব্বা দুঃখাচ্ছকুনিনা সহ ॥৮॥
যস্য বীরস্য বীর্য্যেণ মুক্তা জতুগৃহাদ্বয়ম্।
অন্যেভ্যশ্চৈব পাপেভ্যো নিহতশ্চ পুরোচনঃ ॥৯॥
যস্য বীর্য্যং সমাশ্রিত্য বসুপূর্ণাং বসুন্ধরাম্।
ইমাং মন্যামহে প্রাপ্তাং নিহত্য ধৃতরাষ্ট্রজান্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

পূর্ব্বস্মাদেবাবগতবকরাক্ষসাত্যাচারো যুধিষ্ঠিরস্তদ্বধমেবাহুমায পৃচ্ছতি কিমিতি। তীক্ষ্ণং দারুণম্ ॥৫॥

কথমিতি। ব্রাহ্মণার্থ ইতি শ্রবণাদেবাহ পরসুতস্যার্থ ইতি ॥৬॥

যস্যেতি। বাহূ বাহ্বোর্বলম্। ক্ষুদ্রৈঃ ক্ষুদ্রহৃদয়ৈর্দুর্য্যোধনাদিভিঃ ॥৭॥

যস্যেতি। ন শেতে নিদ্রাং ন লভতে, দুঃখাৎ দারুণোদ্বেগকষ্টাৎ ॥৮॥

যস্যেতি। পাপেভ্যো হিড়িম্বরাক্ষসাদিভ্যঃ, মুক্তা ইতি সম্বন্ধঃ ॥৯॥

যস্যেতি। বসুপূর্ণাং ধনপূর্ণাম্ ॥১০॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'মা! আপনি কেন এই দুষ্কর ভয়ঙ্কর সাহস করিলেন? সজ্জনেরা পুত্র পরিত্যাগের প্রশংসা করেন না ॥৫॥

কেন আপনি পরের পুত্রের জন্য নিজের পুত্রকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন? আপনি পুত্রত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া লোকবিরুদ্ধ এবং বেদ-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন ॥৬॥

আমরা সকলেই যাহার বাহুবলের ভরসা করিয়া সুখে নিদ্রা যাইয়া থাকি এবং নীচাশয়-দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক অপহৃত রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করি ॥৭॥

যে মহাবীরের বল চিন্তা করিয়া দুর্য্যোধন শকুনির সহিত দারুণ উদ্বেগে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায় না ॥৮॥

যে মহাবীরের বাহুবলে আমরা জতুগৃহ ও অন্যান্য পাপাত্মাদের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি এবং পুরোচন নিহত হইয়াছে ॥৯॥

এবং যাহার বাহুবলের ভরসা করিয়া আমরা দুর্য্যোধনপ্রভৃতিকে নিহত করিয়া এই ধন-রত্ন-পূর্ণ পৃথিবীটাকে লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে করি ॥১০॥

তস্য ব্যবসিতস্ত্যাগো বুদ্ধিমাস্থায় কাং ত্বয়া।
কচ্চিন্নু দুঃখৈর্বুদ্ধিস্তে বিলুপ্তা গতচেতসঃ ॥১১॥

কুন্ত্যুবাচ।

যুধিষ্ঠির! ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যো বৃকোদরে।
ন চায়ং বুদ্ধিদৌর্বল্যাদ্ব্যবসায়ঃ কৃতো ময়া ॥১২॥
ইহ বিপ্রস্য ভবনে বয়ং পুত্র! সুখোষিতাঃ।
অজ্ঞাতা ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং সৎকৃতা বীতমন্যবঃ ॥১৩॥
তস্য প্রতিক্রিয়া পার্থ! ময়েয়ং প্রসমীক্ষিতা।
এতাবানেব পুরুষঃ কৃতং যস্মিন্ন নশ্যতি ॥১৪॥
যাবচ্চ কুর্য্যাদন্যোঽস্য কুর্য্যাদ্বহুগুণং ততঃ।
ব্রাহ্মণার্থে মহান্ ধর্ম্মো জানামীত্থং বৃকোদরে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। ব্যবসিতঃ কর্ত্তুমারব্ধঃ। আস্থায় আশ্রিত্য। গতচেতসো নষ্টচৈতন্যায়াঃ ॥১১॥
যুধীতি। ব্যবসায়ো রাক্ষসান্তিকে প্রেরণোদ্যমঃ ॥১২॥
ইহেতি। সৎকৃতা অনেন ব্রাহ্মণেনৈবাদৃতাঃ, বীতমন্যবস্ত্যক্তদৈন্যাশ্চ ॥১৩॥
তস্যেতি। তস্য উপকারস্য, প্রতিক্রিয়া প্রত্যুপকারঃ। প্রসমীক্ষিতা পর্য্যালোচিতা ॥১৪॥
যাবদিতি। অন্যো জনঃ, অস্য উপকর্ত্তুঃ, যাবৎ প্রত্যুপকারং কুর্য্যাৎ, ততো বহুগুণং প্রত্যুপকারং সৎপুরুষঃ কুর্য্যাৎ। ব্রাহ্মণার্থে ইত্থং করণে, বৃকোদরে মহান্ ধর্ম্মো ভবিষ্যতীতি জানামি ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

করিষ্য ইতি ॥১—৩॥ মোক্ষায় বকভয়াদিতি শেষঃ ॥৪—১৪॥ বিশ্বাসঃ অসাধ্যমপি

আপনি কোন্ বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিবার উপক্রম করিয়াছেন। দারুণ কষ্টে আপনার কি জ্ঞান ও চৈতন্য লোপ পাইয়াছে। ॥১১॥

কুন্তী বলিলেন—'যুধিষ্ঠির! তুমি ভীমের বিষয়ে সন্তাপ করিও না; আমিও বুদ্ধির দোষে এই উপক্রম করি নাই ॥১২॥

পুত্র! আমরা এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সুখে বাস করিতেছি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা জানিতে পারে নাই এবং উনি আদর করিয়া থাকেন বলিয়া আমাদের কোন দৈন্য নাই ॥১৩॥

যুধিষ্ঠির! আমি পর্য্যালোচনা করিয়া সেই উপকারের এই প্রত্যুপকার স্থির করিয়াছি। কারণ, সে-ই পুরুষ, যাহার ব্যবহারে কৃত-উপকার নষ্ট হয় না ॥১৪॥

[১৫] দ্বিতীয়ার্দ্ধং কতিপয়পুস্তকে নাস্তি।

দৃষ্ট্বা ভীমস্য বিক্রান্তং তদা জতুগৃহে মহৎ।
হিড়িম্বস্য বধাচ্চৈব বিশ্বাসো মে বৃকোদরে ॥১৬॥
বাহ্বোর্বলং হি ভীমস্য নাগাযুতসমং মহৎ।
যেন যূয়ং গজপ্রখ্যা নির্ব্যূঢ়া বারণাবতাৎ ॥১৭॥
বৃকোদরেণ সদৃশো বলেনান্যো ন বিদ্যতে।
যো ব্যতীয়াদ্‌যুধি শ্রেষ্ঠমপি বজ্রধরং স্বয়ম্ ॥১৮॥
জাতমাত্রঃ পুরা চৈব মমাঙ্কাৎ পতিতো গিরৌ।
শরীরগৌরবাদস্য শিলা গাত্রৈর্বিচূর্ণিতা ॥১৯॥
তদহং প্রজ্ঞয়া জ্ঞাত্বা বলং ভীমস্য পাণ্ডব!।
প্রতিকার্য্যে চ বিপ্রস্য ততঃ কৃতবতী মতিম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্ট্বেতি। বিক্রান্তং পুরোচনদাহাদিনা বিক্রমম্। বিশ্বাসো মহাবলতয়া ॥১৬॥
বাহ্বোরিতি। গজপ্রখ্যা হস্তিতুল্যবিশালাকৃতয়োঽপি যূয়ম্, নির্ব্যূঢ়াঃ কৃতবহনাঃ ॥১৭॥
বৃকোদরেণেতি। স্বয়ং বজ্রধরমিন্দ্রমপি, ব্যতীয়াৎ বলেনাতিক্রামেৎ॥১৮॥
জাতেতি। অস্য ভীমস্য, শরীরগৌরবাদ্দেহভারাৎ ॥১৯॥
তদিতি। প্রজ্ঞয়া স্থিরবুদ্ধ্যা। প্রতিকার্য্যে অবশ্যকর্ত্তব্যে প্রত্যুপকারে ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

সাধয়েদিতি প্রত্যয়ঃ ॥১৫—১৬॥ নির্ব্যূঢ়া স্কন্ধে কৃত্বা বহির্নিষ্কাশিতাঃ। "নিগূঢ়াঃ" ইতি পাঠে গূঢ়া রক্ষিতাঃ। বারণাবতাৎ বারণাবতং ত্যক্ত্বা পথীতি শেষঃ ॥১৭—১৯॥ প্রতিকার্য্যে

অপর লোক উপকারীর যত টুকু প্রত্যুপকার করে, সৎপুরুষ তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক প্রত্যুপকার করিবেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের জন্য এইরূপ করিলে, ভীমের গুরুতর ধর্ম্ম হইবে বলিয়া আমি জানি ॥১৫॥

তখন জতুগৃহে ভীমের গুরুতর বিক্রম এবং হিড়িম্বরাক্ষসের বধ দেখিয়া আমার ভীমের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে ॥১৬॥

ভীমের বাহুবল দশ হাজার হাতীর বলের মত অধিক; যে হেতু সে, বারণাবত হইতে হাতীর মত তোমাদের কয় জনকে বহন করিয়া আনিয়াছে ॥১৭॥

ভীমের সমান বলবান্ বর্ত্তমানে অন্য কেহই নাই; যে ভীম যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলবান্ স্বয়ং দেবরাজকেও অতিক্রম করিতে পারে ॥১৮॥

পূর্ব্বে ভীম জন্মিবামাত্র আমার ক্রোড় হইতে পর্ব্বতের উপরে পড়িয়া গিয়াছিল; তখন উহার শরীরের ভারে এবং অঙ্গের আঘাতে এক খানা পাথর ভাঙ্গিয়াছিল ॥১৯॥

[২০]···প্রতীকারে চ বিপ্রস্য···।

নেদং লোভান্ন চাজ্ঞানান্ন চ মোহাদ্বিনিশ্চিতম্ ।
বুদ্ধিপূর্ব্বস্তু ধর্ম্মস্য ব্যবসায়ঃ কৃতো ময়া ॥২১॥
অর্থৌ দ্বাবপি নিষ্পন্নৌ যুধিষ্ঠির ! ভবিষ্যতঃ ।
প্রতীকারশ্চ বাসস্য ধর্ম্মশ্চাচরিতো মহান্ ॥২২॥
যো ব্রাহ্মণস্য সাহায্যং কুর্য্যাদর্থেষু কর্হিচিৎ ।
ক্ষত্রিয়ঃ স শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াদিতি মে মতিঃ ॥২৩॥
ক্ষত্রিয়স্যৈব কুর্ব্বাণঃ ক্ষত্রিয়ো বধমোক্ষণম্ ।
বিপুলাং কীর্ত্তিমাপ্নোতি লোকেঽস্মিংশ্চ পরত্র চ ॥২৪॥
বৈশ্যস্যার্থে চ সাহায্যং কুর্ব্বাণঃ ক্ষত্রিয়ো ভুবি ।
স সর্ব্বেষ্বপি লোকেষু প্রজা রঞ্জয়তি ধ্রুবম্ ॥২৫॥
শূদ্রন্তু মোচয়েদ্রাজা শরণার্থিনমাগতম্ ।
প্রাপ্নোতীহ কুলে জন্ম সদ্দ্রব্যে রাজপূজিতে ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। ধর্ম্মস্য ব্রাহ্মণপ্রত্যুপকারনিবন্ধনপুণ্যস্য, ব্যবসায়ো বিধানোদ্যমঃ ॥২১॥
অর্থাবিতি। অর্থৌ বিষয়ৌ। বাসস্য অস্মদ্বাসদানোপকারস্য, প্রতীকারঃ প্রত্যুপকারঃ ॥২২
য ইতি। অর্থেষু প্রয়োজনেষু। মে ব্যাসস্য, 'ব্যাসঃ প্রোবাচ' ইতি বক্ষ্যমাণাৎ ॥২৩॥
ক্ষত্রিয়স্যেতি। কীর্ত্তিং ধর্ম্মনিবন্ধনাং প্রশংসাম্ ॥২৪॥
বৈশ্যস্যেতি। প্রজা রঞ্জয়তি, স্বগুণপ্রদর্শনেন সর্ব্বাকর্ষণাদিতি ভাবঃ ॥২৫॥

ভীমের সেইরূপ বল আছে ইহা আমি স্থির বুদ্ধিতে জানিয়া, তা'র পরেই ব্রাহ্মণের প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ॥২০॥

আমি অজ্ঞান, লোভ বা মোহবশতঃ এই বিষয় স্থির করি নাই, জ্ঞানপূর্ব্বকই এই ধর্ম্মের কার্য্য করাইবার উপক্রম করিয়াছি ॥২১॥

যুধিষ্ঠির ! এই কার্য্য করিলে, দুইটী বিষয় সম্পন্ন হইবে ; এক—বাস করার দরুণ উপকারের প্রত্যুপকার ; আর, দ্বিতীয়—গুরুতর ধর্ম্ম ॥২২॥

যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের যে কোন প্রয়োজনে সাহায্য করেন, সে ক্ষত্রিয় সর্ব্বমঙ্গলময় স্বর্গ লাভ করেন ; ইহাই আমার ধারণা ॥২৩॥

ক্ষত্রিয়, অপর ক্ষত্রিয়কে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে বিশাল কীর্ত্তি লাভ করেন ॥২৪॥

ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সাহায্য করিয়া জগতের সর্ব্বত্র প্রজাবর্গকে অনুরক্ত করিতে পারেন ॥২৫॥

[২৬]···সদ্দ্রব্যে রাজসৎকৃতে।

এবং মাং ভগবান্ ব্যাসঃ পুরা কৌরবনন্দন!।
প্রোবাচাসুকরপ্রজ্ঞস্তস্মাদেবং চিকীর্ষিতম্ ॥২৭॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বকবধে কুন্তীযুধিষ্ঠিরসংবাদো নাম পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

যুধিষ্ঠির উবাচ।
উপপন্নমিদং মাতঃ! ত্বয়া যদ্‌বুদ্ধিপূর্ব্বকম্।
আর্ত্তস্য ব্রাহ্মণস্যৈতদনুক্রোশাদিদং কৃতম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

শূদ্রমিতি। ইহ জগতি। সন্তি বিদ্যমানানি দ্রব্যাণি ধনানি যস্য তস্মিন্ ॥২৬॥
এবমিতি। অসুকরা অনায়াসেনাসাধ্যা প্রজ্ঞা জ্ঞানং যস্য সঃ ॥২৭॥
ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বকবধে পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

উপেতি। ইদম্, উপপন্নং ভীমস্য মহাবলত্বাদ্‌যুক্তম্। এতদনুক্রোশাৎ এতদ্দয়াতঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

শত্রৌ মতিং কৃতবতী প্রতিকর্ত্তুমিতি শেষঃ ॥২০—২১॥ প্রতীকারঃ প্রত্যুপকারঃ ॥২২—২৭॥
ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৫॥

ক্ষত্রিয়, শরণাগত শূদ্রকে বিপদ হইতে মুক্ত করিলে, তিনি ইহলোকে ধনসম্পন্ন এবং রাজসম্মানিত বংশে জন্ম লাভ করেন ॥২৬॥

যুধিষ্ঠির! অসাধারণ জ্ঞানী ভগবান্ বেদব্যাস পূর্ব্বে আমার নিকট এইরূপ বলিয়াছিলেন। সেই জন্যই আমি এইরূপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ॥২৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'মা! আপনার এ কার্য্য যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। কেন না, আপনি যখন এই সমস্ত বুঝিয়াই দয়াবশতঃ বিপন্ন ব্রাহ্মণের জন্য ইহা করিয়াছেন ॥১॥

[২৭]···প্রোবাচাশুতরপ্রজ্ঞঃ ··। * '···ষষ্ট্যধিকঃ···' '···দ্বিষষ্ট্যধিকঃ···' '···ষট্‌সপ্তত্যধিকঃ···' ইতি পাঠান্তরাণি।

ধ্রুবমেষ্যতি ভীমোঽয়ং নিহত্য পুরুষাদকম্।
সর্ব্বথা ব্রাহ্মণস্যার্থে যদনুক্রোশবত্যসি ॥২॥
যথা ত্বিদং ন বিন্দেয়ুর্নরা নগরবাসিনঃ।
তথাঽয়ং ব্রাহ্মণো বাচ্যঃ পরিগ্রাহ্যশ্চ যত্নতঃ ॥৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামন্নমাদায় পাণ্ডবঃ।
ভীমসেনো যযৌ তত্র যত্রাসৌ পুরুষাদকঃ ॥৪॥
আসাদ্য তু বনং তস্য রক্ষসঃ পাণ্ডবো বলী।
আজুহাব ততো নাম্না তদন্নমুপপাদয়ন্ ॥৫॥
ততঃ স রাক্ষসঃ শ্রুত্বা ভীমস্য বচনং তদা।
আজগাম সুসংক্রুদ্ধো যত্র ভীমো ব্যবস্থিতঃ ॥৬॥
মহাকায়ো মহাবেগো দারয়ন্নিব মেদিনীম্।
লোহিতাক্ষঃ করালশ্চ লোহিতশ্মশ্রুমূর্দ্ধজঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ধ্রুবমিতি। পুরুষাদকং নরখাদকং রাক্ষসম্। অনুক্রোশবতী দয়াশালিনী ॥২॥
যথেতি। ইদং ভীমস্য পাণ্ডবত্বম্। বিন্দেয়ুর্জানীয়ুঃ। পরিগ্রাহ্যো জ্ঞাপ্যঃ ॥৩॥
তত ইতি। ব্যতীতায়াং প্রভাতায়াম্। পুরুষাদকো নরভক্ষকো রাক্ষসঃ ॥৪॥
আসাদ্যেতি। পাণ্ডবো ভীমঃ। নাম্না বকেতি সম্বোধনেন। উপপাদয়ন্ ভুঞ্জানঃ ॥৫॥
তত ইতি। বচনং সম্বোধনোক্তিম্। দারয়ন্নিব পদভরেণ। করালো বিকটঃ।

নিশ্চয়ই ভীম, রাক্ষস বধ করিয়া আসিবে। যে হেতু, আপনি ব্রাহ্মণের উপরে সর্ব্বপ্রকারে দয়াশালিনী হইয়াছেন ॥২॥

কিন্তু নগরবাসী লোকেরা যাহাতে ভীমের পরিচয় না পায়, সেইরূপ আপনি ব্রাহ্মণকে বলিয়া দিবেন এবং যত্নপূর্ব্বক বুঝাইয়া দিবেন ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, রাত্রি প্রভাত হইলে, ভীমসেন খাদ্য লইয়া সেই খানে গেলেন, যেখানে সেই রাক্ষস ছিল ॥৪॥

তৎপরে বলবান্ ভীমসেন বকরাক্ষসের বনের নিকটে যাইয়া, তাহার অন্ন খাইতে থাকিয়া, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন ॥৫॥

তাহার পর, বকরাক্ষস ভীমের উক্তি শুনিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীম যে খানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই খানে উপস্থিত হইল। তাহার আকৃতি বিশাল, বেগ ভয়ঙ্কর, নয়নযুগল রক্তবর্ণ, শ্মশ্রু এবং কেশও রক্তবর্ণ, বিকট

(৬)···ক্রুদ্ধো ভীমস্য বচনাত্তদা···।

আকর্ণাদ্ভিন্নবক্ত্রশ্চ শঙ্কুকর্ণো বিভীষণঃ।
ত্রিশিখাং ভ্রূকুটীং কৃত্বা সন্দশ্য দশনচ্ছদম্ ॥৮॥ (বিশেষকম্)
ভুঞ্জানমন্নং তং দৃষ্ট্বা ভীমসেনং স রাক্ষসঃ।
বিবৃত্য নয়নে ক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৯॥
কোঽয়মন্নমিদং ভুঙ্‌ক্তে মদর্থমুপকল্পিতম্।
পশ্যতো মম দুর্বুদ্ধির্যিযাসুর্যমসাদনম্ ॥১০॥
ভীমসেনস্তু তচ্ছ্রুত্বা প্রহসন্নিব ভারত!।
রাক্ষসং তমনাদৃত্য ভুঙ্‌ক্ত এব পরাঙ্মুখঃ ॥১১॥
রবং স ভৈরবং কৃত্বা সমুদ্যম্য করাবুভৌ।
অভ্যদ্রবদ্ভীমসেনং জিঘাংসুঃ পুরুষাদকঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

আকর্ণাৎ কর্ণপর্য্যন্তম্, ভিন্নবক্ত্রো বিবৃতমুখগর্ত্তঃ। শঙ্কুকর্ণঃ শঙ্কুবদেব ক্রমিকসূক্ষ্মকর্ণাগ্রঃ, বিভীষণঃ অতিভয়ঙ্করঃ। ত্রিশিখাং রেখাত্রয়যুক্তাম্। দশনচ্ছদমোষ্ঠম্ ॥৬—৮॥

ভুঞ্জানমিতি। নয়নে নয়নদ্বয়ম্, বিবৃত্য বিস্ফার্য্য ॥৯॥

ক ইতি। পশ্যতো মম পশ্যন্তং মামনাদৃত্য, অনাদরে ষষ্ঠী ॥১০॥

ভীমেতি। প্রহসন্নিব, অবজ্ঞয়া অন্তরে হাস্যং কুর্ব্বন্নিব ॥১১॥

রবমিতি। ভৈরবং ভয়ঙ্করম্। সমুদ্যম্য প্রহারার্থমুত্তোল্য ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

উপপন্নমিতি। কৃতং ত্রাণমিতি শেষঃ ॥১—২॥ পরিগ্রাহঃ অনুগ্রাহঃ ॥৩—৭॥ ভিন্নবক্ত্রো বিদীর্ণবক্ত্রঃ, ত্রিশিখাং ত্রিরেখাম্, ভ্রুকুটিং ভ্রূমধ্যম্ ॥৮—৯॥ যিযাসুঃ গন্তুমিচ্ছুঃ,

মূর্ত্তি, মুখবিবর কর্ণ পর্য্যন্ত এবং কর্ণযুগল শঙ্কুর ন্যায় (পেরেকের মত) ক্রমিক সূক্ষ্ম। এহেন ভীষণাকৃতি বকরাক্ষস রেখাত্রয়যুক্ত ভ্রূকুটী করিয়া এবং ওষ্ঠ দংশন করিতে থাকিয়া, পদভরে ভূতল যেন বিদীর্ণ করিতে করিতে উপস্থিত হইল ॥৬—৮॥

ভীমসেন সেই অন্ন ভোজন করিতেছেন দেখিয়া, বকরাক্ষস ক্রুদ্ধ হইয়া, নয়নযুগল বিস্তৃত করিয়া, এই কথা বলিল—॥৯॥

'আমি দেখিতেছি, এই অবস্থায় আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া, আমারই জন্য প্রস্তুত এই অন্ন কে খাইতেছে রে! কোন্ দুর্বুদ্ধি যমালয়ে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে রে!' ॥১০॥

ভীমসেন কিন্তু তাহা শুনিয়া, মনে মনে যেন হাসিতে থাকিয়া, সে রাক্ষসকে অবজ্ঞা করিয়া, মুখ ফিরাইয়া, খাইতেই থাকিলেন ॥১১॥

তথাপি পরিভূয়ৈনং প্রেক্ষমাণো বৃকোদরঃ।
রাক্ষসং ভুঙ্‌ক্ত এবান্নং পাণ্ডবঃ পরবীরহা ॥১৩॥
অমর্ষেণ তু সম্পূর্ণঃ কুন্তীপুত্রং বৃকোদরম্।
জঘান পৃষ্ঠে পাণিভ্যামুভাভ্যাং পৃষ্ঠতঃ স্থিতঃ ॥১৪॥
তথা বলবতা ভীমঃ পাণিভ্যাং ভৃশমাহতঃ।
নৈবাবলোকয়ামাস রাক্ষসং ভুঙ্‌ক্ত এব সঃ ॥১৫॥
ততঃ স ভূয়ঃ সংক্রুদ্ধো বৃক্ষমাদায় রাক্ষসঃ।
তাড়য়িষ্যংস্তদা ভীমং পুনরভ্যদ্রবদ্বলী ॥১৬॥
ততো ভীমঃ শনৈর্ভুক্ত্বা তদন্নং পুরুষর্ষভঃ।
বার্য্যুপস্পৃশ্য সংহৃষ্টস্তস্থৌ যুধি মহাবলঃ ॥১৭॥
ক্ষিপ্তং ক্রুদ্ধেন তং বৃক্ষং প্রতিজগ্রাহ বীর্য্যবান্।
সব্যেন পাণিনা ভীমঃ প্রহসন্নিব ভারত! ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তথাপীতি। পরিভূয় অবজ্ঞায়। পরবীরহা শত্রুবীরহন্তা ॥১৩॥
অমর্ষেণেতি। অমর্ষেণ ক্রোধেন, সম্পূর্ণো ব্যাপ্তান্তঃকরণঃ। পৃষ্ঠতঃ স্থিতো বকঃ ॥১৪॥
তথেতি। পরিণীতহিড়িম্বারাক্ষসীসমানজাতীয়ত্বাদ্বকস্য স্পর্শেঽপি ভীমস্য ভোজনম্ ॥১৫॥
তত ইতি। হস্তাভ্যাং তাড়নেঽপি ভীমবৈকল্যাদর্শনাদ্‌বৃক্ষাদানম্ ॥১৬॥
তত ইতি। শনৈরিত্যনেন সম্ভ্রমাভাবঃ সূচিতঃ। বার্য্যুপস্পৃশ্য বারিণা আচম্য ॥১৭॥

তখন সেই রাক্ষস ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া, দুই হাত তুলিয়া, ভীমসেনকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইল ॥১২॥

তথাপি শত্রুহন্তা পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন অবজ্ঞাপূর্ব্বক রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, সেই অন্ন ভোজন করিতেই লাগিলেন ॥১৩॥

তখন বকরাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, পিঠের দিকে থাকিয়া, দুই হাত দিয়াই ভীমের পিঠে আঘাত করিল ॥১৪॥

কিন্তু বলবান্ রাক্ষস হস্তযুগল দ্বারা সেইরূপ গুরুতর আঘাত করিলেও ভীমসেন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না, খাইতেই থাকিলেন ॥১৫॥

তাহার পর, বলবান্ বকরাক্ষস আবার ক্রুদ্ধ হইয়া, একটা গাছ তুলিয়া লইয়া, ভীমকে আঘাত করিবে বলিয়া, পুনরায় ধাবিত হইল ॥১৬॥

তৎপরে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবল ভীমসেন ধীরে ধীরে সেই সমস্ত অন্ন ভোজনপূর্ব্বক আচমন করিয়া, অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিলেন ॥১৭॥

(১৬)···তাড়য়িত্বা তদা ভীমম্···।

ততঃ স পুনরুদ্যম্য বৃক্ষান্ বহুবিধান্ বলী।
প্রাহিণোদ্ভীমসেনায় তস্মৈ ভীমশ্চ পাণ্ডবঃ ॥১৯॥
তদ্বৃক্ষযুদ্ধমভবন্মহীরুহবিনাশনম্।
ঘোররূপং মহারাজ! নররাক্ষসরাজয়োঃ ॥২০॥
নাম বিশ্রাব্য তু বকঃ সমভিদ্রুত্য পাণ্ডবম্।
ভুজাভ্যাং পরিজগ্রাহ ভীমসেনং মহাবলম্ ॥২১॥
ভীমসেনোঽপি তদ্রক্ষঃ পরিরভ্য মহাভুজঃ।
বিস্ফুরন্তং মহাবেগং বিচকর্ষ বলাদ্বলী ॥২২॥
স কৃষ্যমাণো ভীমেন কর্ষমাণশ্চ পাণ্ডবম্।
সমযুজ্যত তীব্রেণ শ্রমেন পুরুষাদকঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষিপ্তমিতি। ক্রুদ্ধেন রাক্ষসেন। সব্যেন বামেন ॥১৮॥

তত ইতি। উদ্যম্য উৎপাট্য। প্রাহিণোৎ ব্যক্ষিপৎ। তস্মৈ রাক্ষসায়, ভীমশ্চ প্রাহিণোৎ ॥১৯॥

তদিতি। মহীরুহাণাং বৃক্ষাণাং বিনাশনম্, উত্তোলনাদিতি ভাবঃ ॥২০॥

নামেতি। নামবিশ্রাবণং প্রসিদ্ধস্যাত্মনো ভীষণতাজ্ঞাপনার্থম্ ॥২১॥

ভীমেতি। তদ্রক্ষঃ তং রাক্ষসম্, পরিরভ্য বাহুভ্যামাবেষ্ট্য। বিস্ফুরন্তং স্পন্দমানম্, "শব্দাভিধেয়ে লিঙ্গং স্যাচ্ছব্দলিঙ্গমথাপি বা" ইত্যুক্তেৰ্বকস্য পুংস্ত্বাৎ পুংস্ত্বম্ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

যমসাদনং যমগৃহম্ ॥১০—১৪॥ উপদেবত্বাদ্রাক্ষসস্য তৎস্পর্শেঽপি দোষাভাবাৎ ভুঙ্ক্ত

তখন বকরাক্ষস সেই বৃক্ষটা নিক্ষেপ করিল; কিন্তু বলবান্ ভীমসেন হাসিতে হাসিতেই যেন বাম হস্ত দ্বারা সেই বৃক্ষটা ধরিয়া ফেলিলেন ॥১৮॥

তাহার পর, বলশালী বকরাক্ষস নানাবিধ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ভীমের উপরে নিক্ষেপ করিল; ভীমও তাহার উপরে সেইরূপ করিলেন ॥১৯॥

মহারাজ! মানুষ ও রাক্ষসের সেই বৃক্ষযুদ্ধ ভয়ঙ্করই হইয়াছিল এবং তাহাতে বহুতর বৃক্ষেরই ধ্বংস হইয়াছিল ॥২০॥

তাহার পর, বকরাক্ষস আপন নাম শুনাইয়া, বেগে যাইয়া, বাহুযুগল দ্বারা পাণ্ডুনন্দন মহাবল ভীমসেনকে জড়াইয়া ধরিল ॥২১॥

মহাবাহু বলবান্ ভীমসেনও সেই রাক্ষসকে জড়াইয়া ধরিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; তখন রাক্ষস মহাবেগে ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল ॥২২॥

(২২)···বিস্ফুরন্তং মহাবাহুম্···।

তয়োর্বেগেন মহতা পৃথিবী সমকম্পত।
পাদপাংশ্চ মহাকায়াংশ্চূর্ণয়ামাসতুস্তদা ॥২৪॥
হীয়মানস্তু তদ্রক্ষঃ সমীক্ষ্য পুরুষাদকম্।
নিষ্পিষ্য ভূমৌ জানুভ্যাং সমাজঘ্নে বৃকোদরঃ ॥২৫॥
ততোঽস্য জানুনা পৃষ্ঠমবপীড্য বলাদিব।
বাহুনা পরিজগ্রাহ দক্ষিণেন শিরোধরাম্ ॥২৬॥
সব্যেন চ কটীদেশে গৃহ্য বাসসি পাণ্ডবঃ।
তদ্রক্ষো দ্বিগুণং চক্রে রুবন্তং ভৈরবং রবম্ ॥২৭॥
ততোঽস্য রুধিরং বক্ত্রাৎ প্রাদুরাসীদ্বিশাম্পতে!।
ভজ্যমানস্য ভীমেন তস্য ঘোরস্য রক্ষসঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বকবধে ভীমবকযুদ্ধং নাম ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি। কর্ষমাণঃ কর্ষন্, পাণ্ডবং ভীমম্। ক্লমেন পরিশ্রমেণ ॥২৩॥
তয়োরিতি। পৃথিবী তত্রত্যভূমিঃ। চূর্ণয়ামাসতুর্বভঞ্জতুর্ভীমরাক্ষসৌ ॥২৪॥
হীয়েতি। বলেন হীয়মানমত্যন্তমেবাবসন্নম্। সমাজঘ্নে আহতবান্ ॥২৫॥
তত ইতি। ভীমঃ স্বকীয়েন জানুনা, অস্য বকস্য পৃষ্ঠম্। শিরোধরাং গ্রীবাম্ ॥২৬॥
সব্যেনেতি। সব্যেন বামেন বাহুনা। বাসসি বস্ত্রপরিধানস্থানে ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

এবেতি ভাবঃ ॥১৫—২০॥ পরিজগ্রাহ আলিঙ্গিতবান্ ॥২১॥ বিস্ফুরন্তমিতি পুংস্ত্বং বক-

ভীম রাক্ষসকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; রাক্ষসও ভীমকে আকর্ষণ করিতে লাগিল; ক্রমে রাক্ষস অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল ॥২৩॥

তখন ভীম ও রাক্ষসের গুরুতর বেগে সেই স্থানটা কাঁপিতে লাগিল এবং তাঁহারা বড় বড় গাছ ভাঙ্গিতে লাগিলেন ॥২৪॥

ভীমসেন নরখাদক সেই রাক্ষসকে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে দেখিয়া, তাহাকে ভূতলে নিষ্পেষণ করিয়া, জানু দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

তাহার পর, ভীম বলপূর্ব্বক জানু দ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার গ্রীবাদেশ ধারণ করিলেন ॥২৬॥

এবং বাম হস্ত দ্বারা কটীদেশ ধারণ করিয়া বস্ত্রপরিধানস্থানে দ্বিগুণ (দুই ভাজ) করিতে লাগিলেন; তখন সেই রাক্ষস ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকিল ॥২৭॥

* '...একষষ্ট্যধিকঃ...' '...ত্রিষষ্ট্যধিকঃ...' '...সপ্তসপ্তত্যধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

——:*:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ স ভগ্নপার্শ্বাঙ্গো নদিত্বা ভৈরবং রবম্।
শৈলরাজপ্রতীকাশো গতাসুরভবদ্বকঃ ॥১॥
তেন শব্দেন বিত্রস্তো জনস্তস্যাথ রক্ষসঃ।
নিষ্পপাত গৃহাদ্রাজন্! সহৈব পরিচারিভিঃ ॥২॥
তান্ ভীতান্ বিগতজ্ঞানান্ ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ।
সান্ত্বয়ামাস বলবান্ সময়ে চ ন্যবেশয়ৎ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। প্রাদুরাসীৎ নিঃসৃতমভবৎ ॥২৮॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বকবধে ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:*:——

তত ইতি। শৈলরাজপ্রতীকাশো বৃহৎপর্ব্বতপ্রমাণঃ, গতাসুর্নির্গতপ্রাণঃ ॥১॥

তেনেতি। তস্য বকস্য, জনঃ পরিজনঃ, নিষ্পপাত নির্জ্জগাম ॥২॥

তানিতি। তান্ বকপরিজনান্। সময়ে শপথে, ন্যবেশয়ৎ স্থাপিতবান্ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

নামলিঙ্গাপেক্ষয়া ॥২২—২৫॥ শিরোধরাং কন্ধরাম্ ॥২৬॥ চক্রে কৃতম্, কটিকন্ধরয়োর্যোজনেন পৃষ্ঠবংশং বভঞ্জেত্যর্থঃ। রবন্তমিতি রববৎ প্রাগ্বৎ লিঙ্গম্ ॥২৭—২৮॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৬॥

——:*:——

তৎপরে ভীমসেন সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে ভগ্ন করিতে লাগিলে, তাহার মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল ॥২৮॥

——:০:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পর্ব্বতপ্রমাণ বকরাক্ষসের মেরুদণ্ড এবং অন্যান্য অঙ্গ ভগ্ন হইলে, সে ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল ॥১॥

তাহার পর, সেই বকরাক্ষসের পরিজনবর্গ সেই শব্দ শুনিয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া, দাস-দাসীপ্রভৃতির সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইল ॥২॥

তখন মহাবীর ভীমসেন, ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় সেই বক-পরিজনগণকে আশ্বস্ত করিলেন এবং একটী প্রতিজ্ঞা করাইলেন ॥৩॥

ন হিংস্যা মানুষা ভূয়ো যুষ্মাভিরিহ কর্হিচিৎ।
হিংসতাং হি বধঃ শীঘ্রমেবমেব ভবেদিতি ॥৪॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা তানি রক্ষাংসি ভারত!।
এবমস্ত্বিতি তং প্রাহুর্জগৃহুঃ সময়ঞ্চ তম্ ॥৫॥
ততঃ প্রভৃতি রক্ষাংসি তত্র সৌম্যানি ভারত!।
নগরে প্রত্যদৃশ্যন্ত নরৈর্নগরবাসিভিঃ ॥৬॥
ততো ভীমস্তমাদায় গতাসুং পুরুষাদকম্।
দ্বারদেশে বিনিক্ষিপ্য জগামানুপলক্ষিতঃ ॥৭॥
দৃষ্ট্বা ভীমবলোদ্ধৃতং বকং বিনিহতং তদা।
জ্ঞাতয়োঽস্য ভয়োদ্বিগ্নাঃ প্রতিজগ্মুস্ততস্ততঃ ॥৮॥
ততঃ স ভীমস্তং হত্বা গত্বা ব্রাহ্মণবেশ্ম তৎ।
আচচক্ষে যথা বৃত্তং রাজ্ঞঃ সর্ব্বমশেষতঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অথ কোঽসৌ সময় ইত্যাহ নেতি। ন হিংস্যা ন বিনাশনীয়াঃ ॥৪॥
তস্যেতি। তস্য ভীমস্য। তং ভীমোক্তম্, সময়ং শপথঞ্চ, জগৃহুঃ স্বীকৃতবন্তঃ ॥৫॥
তত ইতি। সৌম্যানি হিংসাপরিত্যাগেন শান্তস্বভাবানি ॥৬॥
তত ইতি। গতাসুং মৃতম্। দ্বারদেশে নগরস্য। অনুপলক্ষিতঃ অন্যৈরজ্ঞাতঃ ॥৭॥
দৃষ্ট্বেতি। ভীমস্য বলেন উদ্ধৃতং দ্বারদেশে নিক্ষিপ্তম্। ভয়েন উদ্বিগ্না ব্যস্তচিত্তাঃ ॥৮॥
তত ইতি। রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্য সমীপে। অশেষতঃ শেষমরক্ষিত্বা ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। ভগ্নানি পার্শ্বানি পর্শবঃ অঙ্গানি চ হস্তপাদাদীনি চ যস্য স তথা ॥১—৮॥

'তোমরা আর কখনও মানুষের হিংসা করিতে পারিবে না; যদি কর, তবে এইরূপই তোমাদেরও সত্বর প্রাণবিনাশ হইবে' ॥৪॥

মহারাজ! ভীমের সেই কথা শুনিয়া সেই রাক্ষসেরা 'ইহাই হউক' এই কথা ভীমকে বলিল এবং সেই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল ॥৫॥

তদবধি নগরবাসী লোকেরা সেই রাক্ষসগণকে শান্তমূর্ত্তিই দেখিতে লাগিল ॥৬॥

তাহার পর, ভীমসেন বকরাক্ষসের সেই শরীরটাকে নিয়া নগরের দ্বারদেশে নিক্ষেপ করিয়া, অন্যের অজ্ঞাতভাবে চলিয়া গেলেন ॥৭॥

তখন বকরাক্ষসের জ্ঞাতিরা বকরাক্ষসকে ভীমকর্ত্তৃক নিহত ও নিক্ষিপ্ত দেখিয়া, ভয়ে অস্থির হইয়া সেই সেই স্থানে চলিয়া গেল ॥৮॥

ততো নরা বিনিষ্ক্রান্তা নগরাৎ কল্যমেব তু।
দদৃশুর্নিহতং ভূমৌ রাক্ষসং রুধিরোক্ষিতম্ ॥১০॥
তমদ্রিকূটসদৃশং বিনিকীর্ণং ভয়ানকম্।
দৃষ্ট্বা সংহৃষ্টরোমাণো বভূবুস্তত্র নাগরাঃ ॥১১॥
একচক্রাং ততো গত্বা প্রবৃত্তিং প্রদদুঃ পুরে।
ততঃ সহস্রশো রাজন্! নরা নগরবাসিনঃ।
তত্রাজগ্মুর্বকং দ্রষ্টুং সস্ত্রীবৃদ্ধকুমারকাঃ ॥১২॥
ততস্তে বিস্মিতাঃ সর্ব্বে কর্ম্ম দৃষ্ট্বাতিমানুষম্।
দৈবতান্যর্চ্চয়াঞ্চক্রুঃ সর্ব্ব এব বিশাংপতে! ॥১৩॥
ততঃ প্রগণয়ামাসুঃ কস্য বারোঽদ্য ভোজনে।
জ্ঞাত্বা চাগম্য তং বিপ্রং পপ্রচ্ছুঃ সর্ব্ব এব তে ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। কল্যং প্রভাতং প্রাপ্যৈব। "প্রত্যুষোঽহর্ম্মুখং কল্যম্" ইত্যমরঃ ॥১০॥

তমিতি। অদ্রিকূটসদৃশং পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্যম্, বিনিকীর্ণং নগরদ্বারে নিক্ষিপ্তম্ ॥১১॥

একেতি। প্রবৃত্তিং বকবধবৃত্তান্তম্। পুরে একচক্রায়ামেব। ষট্পদমিদং পদ্যম্ ॥১২।

তত ইতি। সর্ব্বে বিস্মিতাঃ, সর্ব্ব এব চ দৈবতান্যর্চ্চয়াঞ্চক্রুরিতি সর্ব্বশব্দস্যাপৌনরুক্ত্যম্ ॥১৩॥

তত ইতি। ভোজনে রাক্ষসায় ভোজনার্পণে। বারং জ্ঞাত্বা ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

গত্বা গতবান্, "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" ইতি গমেঃ ক্বনিপ্, ততোঽনুনাসিকলোপে তুগাগমে

এদিকে ভীমসেন বকরাক্ষসকে বধ করিয়া, সেই ব্রাহ্মণের বাড়ী যাইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন ॥৯॥

তাহার পর, প্রভাতকালেই বহুতর লোক নগর হইতে নির্গত হইয়া ভূতলে বকরাক্ষসকে নিহত ও রুধিরলিপ্ত অবস্থায় দর্শন করিল ॥১০॥

তখন নগরবাসী লোকেরা পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্য সেই ভয়ঙ্কর বকরাক্ষসকে নগরদ্বারে নিক্ষিপ্ত দেখিয়া বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইল ॥১১॥

তাহার পর, তাহারা একচক্রাপুরীতে যাইয়া সেই সংবাদ জানাইল। তদনন্তর, বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকের সহিত সেই সহস্র সহস্র নগরবাসী লোক বকরাক্ষসকে দেখিবার জন্য সেই নগরদ্বারে উপস্থিত হইল ॥১২॥

তৎপরে, তাহারা সকলে মানুষের অসাধ্য কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল এবং সকলে মিলিয়াই দেবার্চ্চনা করিল ॥১৩॥

এবং পৃষ্টঃ স বহুশো রক্ষমাণশ্চ পাণ্ডবান্ ।
উবাচ নাগরান্ সর্ব্বানিদং বিপ্রর্ষভস্তদা ॥১৫॥
আজ্ঞাপিতং মামশনে রুদন্তং সহ বন্ধুভিঃ ।
দদর্শ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিন্মন্ত্রসিদ্ধো মহামনাঃ ॥১৬॥
পরিপৃচ্ছ্য স মাং পূর্ব্বং পরিক্লেশং পুরস্য চ ।
অব্রবীদ্‌ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠো বিশ্বাস্য প্রহসন্নিব ॥১৭॥
প্রাপয়িষ্যাম্যহং তস্মা অন্নমেতদ্দুরাত্মনে ।
মন্নিমিত্তং ভয়ঞ্চাপি ন কার্য্যমিতি চাব্রবীৎ ॥১৮॥
স তদন্নমুপাদায় গতো বকবনং প্রতি ।
তেন নূনং ভবেদেতৎ কর্ম্ম লোকহিতং কৃতম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। রক্ষমাণো লোকেভ্যো গোপয়ন্ ॥১৫॥
আজ্ঞাপিতমিতি। অশনে রাক্ষসভোজনবিষয়ে, রাজ্ঞা আজ্ঞাপিতম্ ॥১৬॥
পরীতি। পরিক্লেশং রাক্ষসকৃতং কষ্টম্। বিশ্বাস্য রাক্ষসাবধ্যত্ববিশ্বাসমুৎপাদ্য ॥১৭॥
প্রাপয়িষ্যামীতি। তস্মৈ বকরাক্ষসায়। ন কার্য্যং যুষ্মাভির্ন কর্ত্তব্যম্ ॥১৮॥
স ইতি। স মন্ত্রসিদ্ধো ব্রাহ্মণঃ। নূনং নিশ্চিতম্ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

চৈতদ্রূপম্। আচচক্ষে ব্রাহ্মণ ইতি শেষঃ ॥৯॥ কল্যঃ প্রাতঃকালে ॥১০—১৫॥ আজ্ঞা-

তাহার পর, তাহারা সকলেই হিসাব করিতে লাগিল যে, আজ রাক্ষসকে খাদ্য দিবার পালা কাহার ছিল ; তৎপরে তাহা ঠিক্ করিয়া আসিয়া তাহারা সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল ॥১৪॥

তখন বহুলোকেই এই বিষয় জিজ্ঞাসা করায় সেই ব্রাহ্মণ পাণ্ডবগণকে গোপন রাখিয়া সমস্ত নগরবাসীকে এই কথা বলিলেন—॥১৫॥

'রাক্ষসের খাদ্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত রাজা আমাকে আদেশ করিলে, আমি বন্ধুবর্গের সহিত রোদন করিতেছিলাম ; তখন মন্ত্রসিদ্ধ এবং উদারচেতা কোন ব্রাহ্মণ আমাকে দেখিয়াছিলেন ॥১৬॥

তখন তিনি প্রথমে আমার নিকট এই নগরের উৎপাতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া, নিজের উপরে আমাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া হাসিতে হাসিতেই যেন বলিলেন—॥১৭॥

'আমি এই অন্ন সেই দুরাত্মা রাক্ষসের নিকট লইয়া যাইব ; আপনারা আমার জন্য কোন ভয় করিবেন না' একথাও বলিলেন ॥১৮॥

ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে ক্ষত্রিয়াশ্চ সুবিস্মিতাঃ।
বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মুদিতাশ্চক্রুর্ব্রহ্মমহং তদা ॥২০॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো জানপদাঃ সর্ব্ব আজগ্মুর্নগরং প্রতি।
তদদ্ভুততমং দৃষ্ট্বা পার্থাস্তত্রৈব চাবসন্ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বকবধে বকবধো নাম সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ব্রহ্মমহং বকরাক্ষসঘাতিব্রাহ্মণোদ্দেশে তৎসম্মানায়োৎসবম্ ॥২০॥

তত ইতি। পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ, তত্রৈব তদ্‌ব্রাহ্মণগৃহ এব ॥২১॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বকবধে সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

পিতং রাজকীয়ৈরিতি শেষঃ। অশনে রাক্ষসস্য ভোজনার্থম্ ॥১৮—১৯॥ ব্রহ্মমহং ব্রাহ্মণেন রাক্ষসো হত ইতি শ্রুত্বা ব্রাহ্মণানাং সুখার্থং মহমুৎসবং ব্রাহ্মণপূজনাদিকং চক্রুঃ ॥২০—২১॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৭॥

তিনি সেই অন্ন লইয়া বকবনে গিয়াছিলেন ; নিশ্চয়ই তিনি এই লোক-হিতকর কার্য্য করিয়া থাকিবেন' ॥১৯॥

তাহার পর, সেই সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া তখনই সেই ব্রাহ্মণের উদ্দেশে উৎসব করিলেন ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, দেশবাসীরা সকলে সেই বিশেষ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া নগরে আসিল ; আর, পাণ্ডবেরা সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন ॥২১॥

---

* '…দ্বিষষ্ট্যধিকঃ…' '…চতুঃষষ্ট্যধিকঃ…' '…অষ্টসপ্তত্যধিকঃ…' ইতি পাঠভেদাঃ।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—————:*:—————

জনমেজয় উবাচ ।

তে তথা পুরুষব্যাঘ্রা নিহত্য বকরাক্ষসম্ ।
অত ঊর্দ্ধং ততো ব্রহ্মন্ ! কিমকুর্ব্বত পাণ্ডবাঃ ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথৈব ন্যবসন্ রাজন্ ! নিহত্য বকরাক্ষসম্ ।
অধীয়ানাঃ পরং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে ॥২॥
ততঃ কতিপয়াহস্য ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ ।
প্রতিশ্রয়ার্থী তদ্বেশ্ম ব্রাহ্মণস্যাজগাম হ ॥৩॥
স সম্যক্ পূজয়িত্বা তং বিপ্রং বিপ্রর্ষভস্তদা ।
দদৌ প্রতিশ্রয়ং তস্মৈ সদা সর্ব্বাতিথিব্রতঃ ॥৪॥
ততস্তে পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে সহ কুন্ত্যা নরর্ষভাঃ ।
উপাসাঞ্চক্রিরে বিপ্রং কথয়ন্তং কথাঃ শুভাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। সাক্ষাদ্ভীমেন হননেঽপি কৌশলোপদেশদ্বারা সর্বেষামেব তৎকর্ত্তৃত্বম্ ॥১॥
তথেতি। ব্রহ্ম বেদম্। "বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম ব্রহ্মা বিপ্রঃ প্রজাপতিঃ" ইত্যমরঃ ॥২॥
তত ইতি। কতিপয়াহস্য অতিক্রমে। ব্রাহ্মণঃ অন্যঃ কশ্চিৎ। প্রতিশ্রয়ার্থী বাসার্থী ॥৩॥
স ইতি। স গৃহস্বামী। সর্ব্বেষ্বেব জনেষু অথিতিব্রতং যস্য সঃ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তে তথা পুরুষব্যাঘ্রা ইতি ॥১॥ ব্রহ্ম উপনিষদং পরমত্যন্তমধীয়ানা ইতি সম্বন্ধঃ ॥২॥

জনমেজয় বলিলেন—'মহর্ষি বৈশম্পায়ন! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ সেই ভাবে বকরাক্ষসকে বধ করিয়া, তাহার পর সেখানে কি করিলেন?' ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! পাণ্ডবগণ সেই ভাবে বকরাক্ষসকে বধ করিয়া বিশেষভাবে বেদ অধ্যয়ন করিতে থাকিয়া, সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন ॥২॥

তাহার পর, কয়েক দিন অতীত হইলে, ব্রতচারী অপর কোন ব্রাহ্মণ কয়েক দিন অতিথিরূপে বাস করিবার জন্য সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আসিলেন ॥৩॥

তখন সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার অতিথিরই আশ্রয়দাতা গৃহস্বামী সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আগন্তুক ব্রাহ্মণের বিশেষ সম্মান করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন ॥৪॥

কথয়ামাস দেশাংশ্চ তীর্থানি সরিতস্তথা।
রাজ্ঞশ্চ বিবিধাশ্চর্য্যান্ দেশাংশ্চৈব পুরাণি চ ॥৬॥
স তত্রাকথয়দ্বিপ্রঃ কথান্তে জনমেজয়!।
পাঞ্চালেষদ্ভুতাকারং যাজ্ঞসেন্যাঃ স্বয়ংবরম্ ॥৭॥
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চোৎপত্তিমুৎপত্তিঞ্চ শিখণ্ডিনঃ।
অযোনিজত্বং কৃষ্ণায়া দ্রুপদস্য মহামখে ॥৮॥
তদদ্ভুততমং শ্রুত্বা লোকে তস্য মহাত্মনঃ।
বিস্তরেণৈব পপ্রচ্ছুঃ কথান্তে পুরুষর্ষভাঃ ॥৯॥

পাণ্ডবা ঊচুঃ।

কথং দ্রুপদপুত্রস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য পাবকাৎ।
বেদিমধ্যাচ্চ কৃষ্ণায়াঃ সম্ভবঃ কথমদ্ভুতঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। উপাসাঞ্চক্রিরে শুশ্রূষিতবন্তঃ, বিপ্রম্ অথিতিভূতম্ ॥৫॥

কথয়ামাসেতি। বিবিধানি আশ্চর্য্যাণি চরিত্রেষু যেষাং তান্। দেশান্ তেষাং রাজ্যানি ॥৬॥

স ইতি। কথান্তে কথামধ্যে। পাঞ্চালেষু পাঞ্চালদেশে। যাজ্ঞসেন্যা দ্রৌপদ্যাঃ ॥৭॥

ধৃষ্টেতি। কৃষ্ণায়া দ্রৌপদ্যাঃ। মহামখে মহাযজ্ঞে। অকথয়দিত্যনুকর্ষঃ ॥৮॥

তদিতি। তস্য দ্রুপদস্য। পুরুষর্ষভাঃ পাণ্ডবাঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

শংসিতব্রত ইতি তালব্যাদিদন্ত্যমধ্যপাঠে শংসা প্রশংসা সঞ্জাতা যস্য তচ্ছংসিতং ব্রতং যস্য সঃ প্রশস্তব্রত ইত্যর্থঃ। প্রতিশ্রয়ার্থী বাসার্থী ॥৩॥ অতিথিব্রতোঽতিথিপূজনৈকনিষ্ঠঃ ॥৪—৬॥

তদনন্তর, কুন্তীর সহিত পাণ্ডবেরা সকলেই সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন; সে ব্রাহ্মণও নানাবিধ উপাখ্যান বলিতে থাকিলেন ॥৫॥

সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণ অনেক দেশ, তীর্থ, নদী, নানাবিধ-আশ্চর্য্য চরিত্রসম্পন্ন রাজগণ, তাঁহাদের রাজ্য ও রাজধানীর বিষয় বলিতে থাকিলেন ॥৬॥

মহারাজ! তখন সেই ব্রাহ্মণ উপাখ্যানের মধ্যেই পাঞ্চালদেশে দ্রৌপদীর অদ্ভুত স্বয়ংবরবৃত্তান্ত বলিলেন ॥৭॥

আর, তিনি দ্রুপদ রাজার মহাযজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর উৎপত্তি এবং দ্রৌপদীর অযোনি-জন্মের কথাও বলিলেন ॥৮॥

মহাত্মা দ্রুপদ-রাজার জগতের মধ্যে সেই অদ্ভুত যজ্ঞের বৃত্তান্ত শুনিয়া পাণ্ডবগণ কথার অবসরে বিস্তরক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৯॥

কথং দ্রোণান্মহেষ্বাসাৎ সর্ব্বাণ্যস্ত্রাণ্যশিক্ষত।
কথং বিপ্র! সখায়ৌ তৌ ভিন্নৌ কস্য কৃতেন বা ॥১১॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং তৈশ্চোদিতো রাজন্! স বিপ্রঃ পুরুষর্ষভৈঃ।
কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং দ্রৌপদীসম্ভবং তদা ॥১২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি চৈত্ররথে অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। পাবকাদগ্নেঃ। এষাং নামানি পাণ্ডবৈঃ শ্রুতানীতি প্রশ্নসম্ভবঃ ॥১০॥

কথমিতি। তৌ দ্রোণদ্রুপদৌ, ভিন্নৌ বৈরং প্রাপ্তৌ, কস্য কতরস্য, কৃতেন কর্ম্মণা ॥১১॥

এবমিতি। তৈঃ পাণ্ডবৈঃ, চোদিতো বক্তুং প্রণোদিতঃ ॥১২॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ববণি চৈত্ররথে অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

যাজ্ঞসেন্যা দ্রৌপদ্যাঃ ॥৭—১০॥ হে বিপ্র! তৌ দ্রোণদ্রুপদৌ ভিন্নৌ বৈরং প্রাপ্তৌ ॥১১—১২॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৮॥

—:*:—

পাণ্ডবগণ বলিলেন—'দ্রুপদরাজার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের যজ্ঞাগ্নি হইতে এবং দ্রৌপদীর যজ্ঞবেদি হইতে কি প্রকারে সেই অদ্ভুত উৎপত্তি হইয়াছিল? ॥১০॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন কি প্রকারে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিলেন? কি প্রকারেই বা দ্রোণ ও দ্রুপদ পরস্পর সখা হইয়াছিলেন? আবার কাহার দোষেই বা তাঁহারা পরস্পর শত্রু হইলেন?' ॥১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! পাণ্ডবগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই ব্রাহ্মণ সেই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং দ্রৌপদীর উৎপত্তির বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ॥১২॥

—:○:—

* '...ত্রিষষ্ট্যধিকঃ...', '...পঞ্চষষ্ট্যধিকঃ...' '...ঊনাশীত্যধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

ঊনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রাহ্মণ উবাচ।

গঙ্গাদ্বারং প্রতি মহান্ বভূবর্ষির্মহাতপাঃ।
ভরদ্বাজো মহাপ্রাজ্ঞঃ সততং সংশিতব্রতঃ ॥১॥
সোঽভিষেক্তুং গতো গঙ্গাং পূর্বমেবাগতাং নদীম্।
দদর্শাপ্সরসং তত্র ঘৃতাচীমাপ্লুতামৃষিঃ ॥২॥
তস্যা বায়ুর্নদীতীরে বসনং ব্যহরত্তদা।
অপকৃষ্টাম্বরাং দৃষ্ট্বা তামৃষিশ্চকমে তদা ॥৩॥
তস্যাং সংসক্তমনসঃ কৌমারব্রহ্মচারিণঃ।
চিরস্য রেতশ্চস্কন্দ তদৃষির্দ্রোণ আদধে ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

গঙ্গেতি। গঙ্গাদ্বারং প্রতি গঙ্গায়া নির্গমস্থানে ॥১॥

স ইতি। পূর্ব্বং ভরদ্বাজাগমনাৎ প্রাক্, অভিষেক্তুং স্নাতুমেবাগতাম্। আপ্লুতাং স্নাতাম্ ॥২॥

তস্যা ইতি। ব্যহরৎ অপাহরৎ। ঋষির্ভরদ্বাজঃ ॥৩॥

তস্যামিতি। কৌমারাদ্বয়স আরভ্যৈব ব্রহ্মচারিণঃ। রেতঃ শুক্রম্ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

গঙ্গাদ্বারমিতি ॥১॥ "ততো গঙ্গাম্" ইতি পাঠে তু গঙ্গাং ততঃ পূর্ব্বং ভরদ্বাজাগমনাৎ পূর্ব্বমভিষেক্তুমাগতামিত্যর্থঃ ॥২॥ ব্যহরৎ বিশেষেণ হৃতবান্। চকমে কামিতবান্ ॥৩॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—গঙ্গার নির্গমস্থানে সর্ব্বদা ব্রতপরায়ণ এবং অত্যন্ত তপস্বী ও বিদ্বান্ ভরদ্বাজনামে এক মহর্ষি ছিলেন ॥১॥

তিনি একদা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বেই ঘৃতাচী-নামে এক অপ্সরা গঙ্গায় আসিয়া স্নান করিয়া উঠিয়াছিল, ঋষি তাহাকে দেখিলেন ॥২॥

তখন নদীতীরের উন্মুক্ত বায়ু ঘৃতাচীর বস্ত্র অপহরণ করিল; সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া ঋষি কামার্ত্ত হইয়া পড়িলেন ॥৩॥

তিনি কৌমারবয়স হইতেই ব্রহ্মচারী ছিলেন, তথাপি ঘৃতাচীর প্রতি চিত্ত আসক্ত হওয়ায় তাঁহার শুক্রস্খলন হইল, তাহা তিনি একটা কলসীতে রাখিলেন ॥৪॥

ততঃ সমভবদ্দ্রোণঃ কুমারস্তস্য ধীমতঃ।
অধ্যগীষ্ট স বেদাংশ্চ বেদাঙ্গানি চ সর্বশঃ ॥৫॥
ভরদ্বাজস্য তু সখা পৃষতো নাম পার্থিবঃ।
তস্যাপি দ্রুপদো নাম তদা সমভবৎ সুতঃ ॥৬॥
স নিত্যমাশ্রমং গত্বা দ্রোণেন সহ পার্ষতঃ।
চিক্রীড়াধ্যয়নঞ্চৈব চকার ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ॥৭॥
ততস্তু পৃষতেঽতীতে স রাজা দ্রুপদোঽভবৎ।
দ্রোণোঽপি রামং শুশ্রাব দিৎসন্তং বসু সর্ব্বশঃ ॥৮॥
বনন্তু প্রস্থিতং রামং ভরদ্বাজসুতোঽব্রবীৎ।
আগতং বিত্তকামং মাং বিদ্ধি দ্রোণং দ্বিজোত্তম ! ॥৯॥

রাম উবাচ।

শরীরমাত্রমেবাদ্য ময়েদমবশেষিতম্।
অস্ত্রাণি বা শরীরং বা ব্রহ্মন্নেকতরং বৃণু ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তস্য ভরদ্বাজস্য। অধ্যগীষ্ট অধীতবান্ ॥৫॥
ভরেতি। তস্য পৃষতস্যাপি। তদা ভরদ্বাজপুত্রজন্মকালে ॥৬॥
স ইতি। স দ্রুপদঃ। দ্রোণে জাতে তদা দ্রোণেন ভরদ্বাজপুত্রেণ ॥৭॥
তত ইতি। অতীতে মৃতে। সর্বশঃ সমগ্রং, বসু ধনম্, দিৎসন্তং দাতুমিচ্ছন্তম্ ॥৮॥
বনমিতি। বিত্তকামং ধনার্থিনম্ ॥৯॥

তাহা হইতেই ভরদ্বাজের দ্রোণনামে একটী পুত্র জন্মিল; সেই দ্রোণ সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥৫॥

এ দিকে ভরদ্বাজের সখা পৃষতনামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহারও দ্রুপদ নামে একটী পুত্র সেই সময়েই জন্মিয়াছিল ॥৬॥

সেই দ্রুপদ প্রত্যহই ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইয়া দ্রোণের সহিত খেলা করিতেন এবং অধ্যয়ন করিতেন ॥৭॥

তাহার পর, পৃষত পরলোকে গমন করিলে, দ্রুপদ রাজা হইলেন; দ্রোণও শুনিলেন যে, পরশুরাম নিজের সমস্ত সম্পত্তি দান করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন ॥৮॥

পরশুরাম বনে প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে যাইয়া দ্রোণ তাঁহাকে বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি ধনার্থী হইয়া আসিয়াছি; আমার নাম—'দ্রোণ' ॥৯॥

(১০) • ব্রহ্মন্নেকতমং বৃণু।

মহাভারতম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

আদিপর্ব্ব

চতুর্দ্দশখণ্ডম্

দর্শনাচার্য্য

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

শব্দাচার্য্য-পুরাণশাস্ত্রি-সাংখ্যরত্ন-ব্যাকরণতীর্থ-কাব্যতীর্থ-

স্মৃতিতীর্থোপাধিমতা মহোপদেশকেন

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

কলিকাতা ৪১ সংখ্যকস্থুরিবর্ম্ম স্থসিদ্ধান্তবিদ্যালয়াৎ
সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব সম্পাদিতং প্রকাশিতঞ্চ

মূল্যং ১৲ সাধারণপক্ষে মূল্যং ১।০

দ্রোণ উবাচ।

অস্ত্রাণি চৈব সর্ব্বাণি তেষাং সংহারমেব চ।
প্রয়োগঞ্চৈব সর্ব্বেষাং দাতুমর্হতি মে ভবান্ ॥১১॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা ততস্তস্মৈ প্রদদৌ ভৃগুনন্দনঃ।
পরিগৃহ্য তদা দ্রোণঃ কৃতকৃত্যোঽভবত্তদা ॥১২॥
সম্প্রহৃষ্টমনা দ্রোণো রামাৎ পরমসম্মতম্।
ব্রহ্মাস্ত্রং সমনুপ্রাপ্য নরেষ্বভ্যধিকোঽভবৎ ॥১৩॥
ততো দ্রুপদমাসাদ্য ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
অব্রবীৎ পুরুষব্যাঘ্র! সখায়ং বিদ্ধি মামিতি ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

শরীরমিতি। অবশেষিতম্, অন্যৎ সর্ব্বমেব দত্তমিতি ভাবঃ ॥১০॥
অস্ত্রাণীতি। সংহারং নিবর্ত্তনম্। প্রয়োগং লক্ষ্যে ব্যাপারণম্ ॥১১॥
তথেতি। তস্মৈ দ্রোণায়। ভৃগুনন্দনো রামঃ ॥১২॥
সমিতি। পরমসম্মতম্ অতীবাভীষ্টম্। অভ্যধিকঃ সর্ব্বপ্রধানো যোদ্ধা ॥১৩॥
তত ইতি। ভারদ্বাজো দ্রোণঃ, প্রতাপবান্ সর্ব্বাস্ত্রলাভাদেবেতি ভাবঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

কুমারাণং সনৎকুমারাদীনাং সমূহঃ কৌমারং তত্তুল্যাস্ত ব্রহ্মচারিণঃ ॥৪—৯॥ একতমমেকতরম্। অস্ত্রসমুদায়স্যাবিবক্ষিতত্বাদ্বা তমপ্ ॥১০—১২॥ তমনুজ্ঞপ্য নিশম্য, "মারণতোষণনিশামনেষু জ্ঞা" ইতি মিত্বাৎ হ্রস্বঃ। জ্ঞাপ্যেত্যপপাঠঃ। প্রাপ্যেত্যপি পঠন্তি ॥১৩—১৪॥

পরশুরাম বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! আমি এখন কেবল এই শরীরটাকেই অবশিষ্ট রাখিয়াছি। অতএব অস্ত্র বা শরীর, ইহার একটিই নিতে পারেন ॥১০॥

দ্রোণ বলিলেন—'সমস্ত অস্ত্র এবং তাহার প্রয়োগ ও উপসংহার আপনি আমাকে দান করুন' ॥১১॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া পরশুরাম দ্রোণকে সেই সমস্ত দান করিলেন; দ্রোণও তাহা পাইয়া কৃতকার্য্য হইলেন ॥১২॥

দ্রোণ পরশুরামের নিকট একান্ত অভীষ্ট ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং মনুষ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান যোদ্ধা হইলেন ॥১৩॥

তাহার পর, প্রতাপশালী দ্রোণ দ্রুপদ রাজার নিকট যাইয়া বলিলেন—'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে সখা বলিয়া মনে করুন' ॥১৪॥

(১৩)···ব্রহ্মাস্ত্রং সমনুজ্ঞপ্য ··।

দ্রুপদ উবাচ।

নাশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়স্য নারথী রথিনঃ সখা।
নারাজা পার্থিবস্যাপি সখিপূর্ব্বং কিমিষ্যতে ॥১৫॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

স বিনিশ্চিত্য মনসা পাঞ্চাল্যং প্রতি বুদ্ধিমান্।
জগাম কুরুমুখ্যানাং নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥১৬॥
তস্মৈ পৌত্রান্ সমাদায় বসূনি বিবিধানি চ।
প্রাপ্তায় প্রদদৌ ভীষ্মঃ শিষ্যান্ দ্রোণায় ধীমতে ॥১৭॥
দ্রোণঃ শিষ্যাংস্ততঃ সর্ব্বানিদং বচনমব্রবীৎ।
সমানীয় তু তান্ শিষ্যান্ দ্রুপদস্যাসুখায় বৈ ॥১৮॥
আচার্য্যবেতনং কিঞ্চিদ্ধৃদি যদ্বর্ত্ততে মম।
কৃতাস্ত্রৈস্তৎ প্রদেয়ং স্যাত্তদৃতং বদতানঘাঃ!।
সোঽর্জ্জুনপ্রমুখৈরুক্তস্তথাস্ত্বিতি গুরুস্তদা ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। শ্রোত্রিয়স্য বেদজ্ঞব্রাহ্মণস্য। সখিপূর্ব্বং সখিত্বনিবন্ধনম্ ॥১৫॥

স ইতি। পাঞ্চাল্যং দ্রুপদং প্রতি, কর্ত্তব্যং বিনিশ্চিত্য ॥১৬॥

তস্মা ইতি। বসূনি ধনানি। প্রাপ্তায় উপস্থিতায় ॥১৭॥

দ্রোণ ইতি। অসুখায় জয়েন দুঃখোৎপাদনায় ॥১৮॥

আচার্য্যেতি। আচার্য্যবেতনং শিক্ষকস্য শিক্ষাশুল্কম্। কৃতাস্ত্রৈর্যুষ্মাভিঃ। ঋতং সত্যম্। ষট্পাদমিদং পদ্যম্ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

পূর্ব্বং সখা ইতি সখিপূর্ব্বম্, বাল্যে কৃতং সখ্যং কিং কথমিষ্যতে প্রাজ্ঞৈঃ? ন কথমপীত্যর্থঃ। বালো হি মৌঢ্যাদতুল্যেনাপি সখ্যমিচ্ছতি ন তু প্রাজ্ঞ ইতি ভাবঃ ॥১৫—১৬॥ সমাদায়

দ্রুপদ বলিলেন—'অশ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের, অরথী রথীর এবং অরাজা রাজার সখা হয় না। (সে যাহা হউক), আপনি সখিত্বনিবন্ধন কি চাহিতেছেন?' ॥১৫॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—বুদ্ধিমান্ দ্রোণ মনে মনে দ্রুপদের প্রতি কর্ত্তব্যনিশ্চয় করিয়া কৌরবদিগের রাজধানী হস্তিনায় গমন করিলেন ॥১৬॥

বুদ্ধিমান্ দ্রোণ উপস্থিত হইলে, ভীষ্ম তাঁহাকে নানাবিধ ধন দান করিয়া, তাঁহার নিকট আপন পৌত্রগণকে শিষ্যরূপে সমর্পণ করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর, দ্রোণ সেই সকল শিষ্যকে নিকটে আনিয়া, দ্রুপদরাজার দুঃখ উৎপাদনের জন্য এই কথা বলিলেন—॥১৮॥

যদা চ পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে কৃতাস্ত্রাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ।
ততো দ্রোণোঽব্রবীদ্ভূয়ো বেতনার্থমিদং বচঃ ॥২০॥
পার্ষতো দ্রুপদো নাম চ্ছত্রবত্যাং নরেশ্বরঃ।
তস্মাদাকৃষ্য তদ্রাজ্যং মম শীঘ্রং প্রদীয়তাম্ ॥২১॥
ততঃ পাণ্ডুসুতাঃ পঞ্চ নির্জ্জিত্য দ্রুপদং যুধি।
দ্রোণায় দর্শয়ামাসুর্বদ্ধা সসচিবং তদা ॥২২॥

দ্রোণ উবাচ।

প্রার্থয়ামি ত্বয়া সখ্যং পুনরেব নরাধিপ !।
অরাজা কিল নো রাজ্ঞঃ সখা ভবিতুমর্হতি ॥২৩॥
অতঃ প্রযতিতং রাজ্যে যজ্ঞসেন ! ত্বয়া সহ।
রাজাসি দক্ষিণে কূলে ভাগীরথ্যাহমুত্তরে ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

যদেতি। কৃতনিশ্চয়া দ্রোণাভীষ্টসম্পাদনে। ততস্তদা। বেতনার্থং গুরুার্থম্ ॥২০॥
পার্ষত ইতি। পার্ষতঃ পৃষতপুত্রঃ। ছত্রবত্যাং তদাখ্যায়াং নগর্য্যাম্ ॥২১॥
তত ইতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং তত্র পরাজিতত্বান্ন তেষামুপাদানম্ ॥২২॥
প্রেতি। ত্বয়া সার্দ্ধম্। অরাজেতি ত্বন্মতানুসারাদেবেতি ভাবঃ ॥২৩॥
অত ইতি। রাজ্যে রাজত্বকরণে। ভাগীরথ্যাহমিতি বিসর্গলোপেঽপি পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

হস্তে গৃহীত্বা প্রদদৌ ॥১৭—২০॥ ছত্রবত্যামহিচ্ছত্রে ॥২১—২৩॥ রাজ্যে রাজ্যার্থম্, ত্বয়া

'হে নিষ্পাপ শিষ্যগণ ! আমার মনে যে শিক্ষকের বেতনের বিষয় রহিয়াছে, তোমরা অস্ত্রশিক্ষা করিয়া তাহা আমাকে দিবে, সত্য বল'। তখন অর্জ্জুনপ্রভৃতি শিষ্যগণ দ্রোণকে বলিলেন—'তাহাই হইবে' ॥১৯॥

তাহার পর, পাণ্ডবপ্রভৃতি শিষ্যগণ অস্ত্রশিক্ষা করিয়া যখন দ্রোণের অভীষ্ট পূরণের জন্য কৃতনিশ্চয় হইলেন ; তখন দ্রোণ আবার এই কথা বলিলেন ॥২০॥

'পৃষতের পুত্র দ্রুপদনামে এক ব্যক্তি ছত্রবতীর রাজা ; তোমরা সত্বর তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার রাজ্য আনিয়া আমাকে দান কর' ॥২১॥

তাহার পর, পাণ্ডবগণ যুদ্ধে জয় করিয়া, মন্ত্রিগণের সহিত দ্রুপদকে বাঁধিয়া আনিয়া দ্রোণকে দেখাইলেন ॥২২॥

দ্রোণ বলিলেন—'রাজা ! আমি পুনরায় আপনার সখিত্ব প্রার্থনা করি ; অথ চ (আপনার মতে) অরাজা রাজার সখা হইতে পারে না ॥২৩॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

এবমুক্তো হি পাঞ্চাল্যো ভারদ্বাজেন ধীমতা।
উবাচাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠং দ্রোণং ব্রাহ্মণসত্তমম্ ॥২৫॥
এবং ভবতু ভদ্রং তে ভারদ্বাজ! মহামতে!।
সখ্যং তদেব ভবতু শশ্বদ্‌যদভিমন্যসে ॥২৬॥
এবমন্যোন্যমুক্ত্বা তৌ কৃত্বা সখ্যমনুত্তমম্।
জগ্মতুর্দ্রোণপাঞ্চাল্যৌ যথাগতমরিন্দমৌ ॥২৭॥
অসৎকারঃ স তু মহান্ মুহূর্ত্তমপি তস্য তু।
নাপৈতি হৃদয়াদ্রাজ্ঞো দুর্ম্মনাঃ স কৃশোঽভবৎ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথে দ্রৌপদীসম্ভবে ঊনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। পাঞ্চাল্যো দ্রুপদঃ। ভরদ্বাজেন দ্রোণেন ॥২৫॥
এবমিতি। শশ্বৎ চিরস্থায়ি ॥২৬॥
এবমিতি। অনুত্তমং সৌজন্যালিঙ্গনাদিনা সর্বোৎকৃষ্টম্ ॥২৭॥
অসদিতি। অসৎকারো রাজ্যহরণাদিনা দ্রোণকৃতোঽপকারঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ররথে ঊনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

সহ সঙ্গম্যেতি শেষঃ। ভাগীরথ্যাহমিতি সন্ধিরার্ষঃ ॥২৪—২৬॥ উক্ত্বা বচনেনৈব সখ্যং কৃত্বা ন তু মনসা, ব্রাহ্মণস্যাদ্রোহিত্বেঽপি ক্ষত্রিয়স্য দীর্ঘদ্রোহিত্বাৎ ॥২৭॥ তদেবাহ অসৎকার ইতি ॥২৮॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৯॥

অতএব আমি আপনার সহিত একত্র রাজত্ব করিবার জন্যই এই যত্ন করিয়াছি। আপনি গঙ্গার দক্ষিণ তীরে রাজা হইলেন; আর আমি তাহার উত্তর তীরে রাজা হইলাম' ॥২৪॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন—বুদ্ধিমান্ দ্রোণ এইরূপ বলিলে, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ অথ চ ব্রাহ্মণপ্রধান দ্রোণকে বলিলেন—॥২৫॥

'মহামতি দ্রোণ! আপনার মঙ্গল হউক, এইরূপই হউক; আপনার সহিত সেই সখিত্বই চিরস্থায়ী হউক, আপনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন' ॥২৬॥

শত্রুজেতা দ্রোণ ও দ্রুপদ পরস্পর এইরূপ বলিয়া, উৎকৃষ্ট সখিত্ব স্থাপন করিয়া, যথাস্থানে চলিয়া গেলেন ॥২৭॥

* '…চতুঃষষ্ট্যধিকঃ…' '…ষট্‌ষষ্ট্যধিকঃ…' '…অশীত্যধিকঃ…' ইতি পাঠভেদাঃ।

ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অমর্ষাদ্দ্রুপদো রাজা কর্ম্মসিদ্ধান্ দ্বিজর্ষভান্।
অন্বিচ্ছন্ পরিচক্রাম ব্রাহ্মণাবসথান্ বহূন্ ॥১॥
পুত্রজন্ম পরীপ্সন্ বৈ শোকোপহতচেতনঃ।
নাস্তি শ্রেষ্ঠমপত্যং মে ইতি নিত্যমচিন্তয়ৎ ॥২॥
জাতান্ পুত্রান্ স নির্ব্বেদাদ্ধিগ্‌বন্ধূনিতি চাব্রবীৎ।
নিশ্বাসপরমশ্চাসীদ্দ্রোণং প্রতি চিকীর্ষয়া ॥৩॥
প্রভাবং বিনয়ং শিক্ষাং দ্রোণস্য চরিতানি চ।
ক্ষাত্রেণ চ বলেনাস্য চিন্তয়ন্নাধ্যগচ্ছত ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

অমর্ষাদিতি। অমর্ষাৎ দ্রোণং প্রতি সঞ্চিতক্রোধাৎ। কর্ম্মসু প্রত্যক্ষফলসাধকযাগাদিকার্য্যেষু সিদ্ধান্ প্রসিদ্ধান্। অন্বিচ্ছন্ মার্গয়ন্। ব্রাহ্মণানাম্ আবসথান্ আবাসান্ ॥১॥

পুত্রেতি। পরীপ্সন্ লব্ধুমিচ্ছন্। শ্রেষ্ঠমপত্যং দ্রোণপ্রতীকারসমর্থ উৎকৃষ্টপুত্রঃ ॥২॥

জাতানিতি। জাতান্ পূর্ব্বোৎপন্নান্। চিকীর্ষয়া প্রত্যপকারকরণেচ্ছয়া ॥৩॥

প্রভাবমিতি। ক্ষাত্রেণ বলেন, নাধ্যগচ্ছত পরাভবসম্ভাবনাং নাকরোৎ ॥৪॥

কিন্তু দ্রোণকৃত সেই গুরুতর অপকার মুহূর্ত্ত কালের জন্যও দ্রুপদ রাজার চিত্ত হইতে গেল না এবং তিনি বিষণ্ণচিত্ত থাকিয়া ক্রমে কৃশ হইতে লাগিলেন ॥২৮॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—দ্রুপদ রাজা দ্রোণের প্রতি ক্রোধবশতঃ যাগাদিকার্য্যে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের অন্বেষণ করিতে থাকিয়া বহুতর ব্রাহ্মণের বসতিস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥১॥

'আমার উৎকৃষ্ট পুত্র নাই' এইরূপ চিন্তা সর্ব্বদাই করিতে লাগিলেন এবং সেই শোকেই মুগ্ধপ্রায় হইয়া উৎকৃষ্ট পুত্র ইচ্ছা করিতে থাকিলেন ॥২॥

নির্ব্বেদবশতঃ পূর্ব্বজাত পুত্রগণকে এবং বন্ধুবর্গকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং দ্রোণের প্রতীকার করিবার ইচ্ছায় সর্ব্বদাই নিশ্বাসত্যাগ করিতে থাকিলেন ॥৩॥

(১) অমর্ষী দ্রুপদো রাজা…।

প্রতিকর্ত্তুং নরশ্রেষ্ঠো যতমানোঽপি ভারত ! ।
অভিতঃ সোঽথ কল্মাষীং গঙ্গাকূলে পরিভ্রমন্ ॥৫॥
ব্রাহ্মণাবসথং পুণ্যমাসসাদ মহীপতিঃ ।
তত্র নাস্নাতকঃ কশ্চিন্ন চাসীদব্রতী দ্বিজঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
তথৈব চ মহাভাগঃ সোঽপশ্যৎ সংশিতব্রতৌ ।
যাজোপযাজৌ ব্রহ্মর্ষী শাম্যন্তৌ পরমেষ্ঠিনৌ ॥৭॥
তারণে যুক্তরূপৌ তৌ ব্রাহ্মণাবৃষিসত্তমৌ ।
স তাবামন্ত্রয়ামাস সর্ব্বকামৈরতন্দ্রিতঃ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)
বুদ্ধা বলং তয়োস্তত্র কনীয়াংসমুপহ্বরে ।
প্রপেদে ছন্দয়ন্ কামৈরুপযাজং ধৃতব্রতম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

প্রতীতি। কল্মাষীং কৃষ্ণবর্ণাং যমুনাম্, অভিতঃ সমীপে, গঙ্গাকূলে চ। অস্নাতকঃ অনিত্যস্নায়ী অব্রহ্মচারী বা ॥৫—৬॥

তথেতি। যাজোপযাজৌ তদাখ্যৌ। শাম্যন্তৌ শমগুণান্বিতৌ, পরমেষ্ঠিনৌ সাক্ষাদ্-ব্রহ্মাণাবিব। তারণে লোকানাং বিপদ উদ্ধারণে। সর্বকামৈঃ সবাভীষ্টদানাঙ্গীকারৈঃ ॥৭—৮॥

বুদ্ধেতি। উপহ্বরে নির্জনে। কামৈরভীষ্টদানাঙ্গীকারৈঃ, ছন্দয়ন্ প্রলোভয়ন্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

অমর্ষীতি ॥১—২॥ পুত্রান্ বন্ধূংশ্চ ধিগিত্যব্রবীদিত্যন্বয়ঃ ॥৩—৪॥ কল্মাষীং কৃষ্ণবর্ণাং যমুনামভিতঃ গঙ্গাকূলে চ পরিভ্রমন্; কল্মাষপাদস্য পুরীং কল্মাষীমভিতঃ সমীপে ইত্যন্যে ॥৫—৬॥ পরমে ব্রহ্মণি বেদে বা স্থাতুং শীলং যয়োস্তৌ ॥৭॥ তারণেয়ৌ কুমারীপ্রভবৌ কণবৎ কানীনৌ "তরণির্দ্যুমণৌ পুংসি কুমারীনৌকয়োঃ স্ত্রিয়াম্" ইতি মেদিনী। সূর্য্যভক্তৌ বা,

কিন্তু দ্রোণের প্রভাব, বিনয়, শিক্ষা এবং চরিত্র চিন্তা করিয়া, ক্ষত্রিয়শক্তি দ্বারা তাঁহার পরাভবের সম্ভাবনা করিতে পারিলেন না ॥৪॥

তাহার পর, দ্রুপদ রাজা দ্রোণের প্রতীকার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকিয়া, গঙ্গা ও যমুনার উভয় তীরেই বিচরণ করতঃ একটী পবিত্র ব্রাহ্মণবসতি পাইলেন; সেখানে কোন ব্রাহ্মণই অব্রহ্মচারী বা অব্রতী ছিলেন না ॥৫—৬॥

দ্রুপদ রাজা সেখানে বিচরণ করিতে থাকিয়া যাজ ও উপযাজনামে দুইটী ব্রহ্মর্ষিকে দেখিতে পাইলেন; তাঁহারা ব্রতচারী, শমগুণান্বিত, ব্রহ্মার তুল্য প্রভাবশালী এবং লোককে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ ছিলেন। আলস্য-হীন দ্রুপদ রাজা সমস্ত অভীষ্ট দান করিবার অঙ্গীকার করিয়া যজ্ঞ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন ॥৭—৮॥

(৭) তথৈব নামহাভাগঃ···।

পাদশুশ্রূষণে যুক্তঃ প্রিয়বাক্ সর্বকামদঃ।
অর্চ্চয়িত্বা যথান্যায়মুপযাজমুবাচ সঃ ॥১০॥
যেন মে কর্ম্মণা ব্রহ্মন্! পুত্রঃ স্যাদ্দ্রোণমৃত্যবে।
উপযাজ! কৃতে তস্মিন্ গবাং দাতাস্মি তেঽর্বুদম্ ॥১১॥
যদ্বা তেঽন্যদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মনসঃ সুপ্রিয়ং ভবেৎ।
সর্ব্বং তত্তে প্রদাতাঽহং নহি মেঽত্রাস্তি সংশয়ঃ ॥১২॥
ইত্যুক্তো নাহমিত্যেবং তমৃষিঃ প্রত্যভাষত।
আরাধয়িষ্যন্ দ্রুপদঃ স তং পর্য্যচরৎ পুনঃ ॥১৩॥
ততঃ সংবৎসরস্যান্তে দ্রুপদং স দ্বিজোত্তমঃ।
উপযাজোঽব্রবীৎ কালে রাজন্! মধুরয়া গিরা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

পাদেতি। যুক্তো নিরতঃ। সর্ব্বকামদঃ সর্ব্বাভীষ্টদানাঙ্গীকারা। স দ্রুপদঃ ॥১০॥
যেনেতি। তস্মিন্ কর্ম্মণি। অর্বুদং দশকোটীঃ। অধিকসংখ্যাপরমিদম্ ॥১১॥
যদিতি। সুপ্রিয়ম্ অতীবাভীষ্টম্। প্রদাতেতি তৃন্ ॥১২॥
ইতীতি। অহং ন তৎ করিষ্যামীতি শেষঃ। আরাধয়িষ্যন্ সন্তোষয়িষ্যন্ ॥১৩॥
তত ইতি। সংবৎসরস্যান্তে কাল ইতি সম্বন্ধঃ। হে রাজন্! রাজতুল্যাকৃতে! ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্রাহ্মণৌ ব্রহ্মবিদৌ। ঋষিসত্তমৌ মন্ত্রদ্রষ্টৃষু শ্রেষ্ঠৌ ॥৮॥ উপহ্বরে একান্তে। প্রপেদে

সেখানে তাঁহাদের ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া, সমস্ত অভীষ্ট বস্তু দান করিবার অঙ্গীকারে প্রলোভন দেখাইয়া, ব্রতচারী কনিষ্ঠ উপযাজের শরণাপন্ন হইলেন ॥৯॥

তখন, তিনি উপযাজের পাদসংবাহনে নিযুক্ত হইয়া, প্রিয় বাক্য বলিতে থাকিয়া সমস্ত অভীষ্ট বস্তু দান করিবার অঙ্গীকার করিয়া এবং যথানিয়মে সম্মান দেখাইয়া, উপযাজকে বলিলেন—॥১০॥

'ব্রহ্মর্ষি! যে কার্য্য দ্বারা দ্রোণবধের জন্য আমার পুত্র জন্মে, আপনি সেই কার্য্য করিলে, আপনাকে আমি বহুতর গরু দান করিব ॥১১॥

অথবা, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! অন্য যে সকল বস্তু আপনার অত্যন্ত অভীষ্ট হইবে, সেই সকল বস্তুই আমি আপনাকে দান করিব; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই' ॥১২॥

দ্রুপদ এইরূপ বলিলে, উপযাজ তাঁহাকে বলিলেন—'আমি উহা করিব না'। তাহার পর, উপযাজকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দ্রুপদ পুনরায় তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তাহার পর, এক বৎসর অতীত হইলে, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উপযাজ মধুর বাক্যে দ্রুপদকে বলিলেন—॥১৪॥

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা মমাগৃহ্লাদ্বিচরন্ গহনে বনে।
অপরিজ্ঞাতশৌচায়াং ভূমৌ নিপতিতং ফলম্ ॥১৫॥
তদপশ্যমহং ভ্রাতুরসাম্প্রতমনুব্রজন্।
বিমর্শং সঙ্করাদানে নায়ং কুর্য্যাৎ কদাচন ॥১৬॥
দৃষ্ট্বা ফলস্য নাপশ্যদ্দোষান্ পাপানুবন্ধকান্।
বিবিনক্তি ন শৌচং যঃ সোঽন্যত্রাপি কথং ভবেৎ ॥১৭॥
সংহিতাধ্যয়নং কুর্ব্বন্ বসন্ গুরুকুলে চ যঃ।
ভৈক্ষ্যমুৎসৃষ্টমন্যেষাং ভুঙ্ক্তে স্ম চ যদা তদা ॥১৮॥
কীর্ত্তয়ন্ গুণমন্নানামঘৃণী চ পুনঃ পুনঃ।
তং বৈ ফলার্থিনং মন্যে ভ্রাতরং তর্কচক্ষুষা ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

জ্যেষ্ঠ ইতি। ন পরিজ্ঞাতং শৌচং পবিত্রতা যস্যাস্তস্যাম্ ॥১৫॥

তদিতি। অনুব্রজন্নহম্, ভ্রাতুস্তৎ অসাম্প্রতং শৌচাশৌচপবিজ্ঞানাভাবাদযুক্তং ফলগ্রহণম্, অপশ্যম্। অতএবায়ং মম জ্যেষ্ঠভ্রাতা, কদাচনাপি, সঙ্করস্য শৌচাশৌচসঙ্কীর্ণবস্তুন আদানে, বিমর্শং বিচারং ন কুর্য্যাৎ। "যুক্তে দ্বে সাম্প্রতং স্থানে" ইত্যমরঃ ॥১৬॥

তত্র হেতুমাহ দৃষ্ট্বেতি। পাপানুবন্ধকান্ পাপজনকান্, দোষান্ অশৌচরূপান্। বিবিনক্তি বিচারয়তি কথং ভবেৎ শৌচবিবেকীতি শেষঃ ॥১৭॥

হেত্বন্তরমাহ সংহিতেতি। উৎসৃষ্টং পরিত্যক্তং ভুক্তাবশিষ্টমিত্যর্থঃ। ভৈক্ষ্যং ভিক্ষালব্ধমন্নম্। অঘৃণী উৎসৃষ্টত্বেঽপি ঘৃণারহিতঃ। ফলার্থিনং যাজনাদিনা ধনার্থিনম্ ॥১৮—১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

শরণং গতবান্ ॥৯—১০॥ তস্মিন্ কার্য্যে কৃতে সতি অর্ব্বুদং দশকোটীঃ দাতাস্মি দাস্যামি ॥১১—১৫॥ অসাম্প্রতম্ অযুক্তম্। অনুব্রজন্ অপশ্যম্, বিমর্শং বিচারম্, সঙ্করাদানে সঙ্করো দোষসম্পর্কঃ তদ্যুক্তবস্ত্বাদানে ॥১৬—১৭॥ উৎসৃষ্টম্ উচ্ছিষ্টম্ ॥১৮॥ অঘৃণী লজ্জাহীনঃ ॥১৯॥

একদা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিবিড় বনে বিচরণ করিতে থাকিয়া, ভূমির পবিত্রতা না জানিয়াই তাহাতে নিপতিত একটী ফল গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥১৫॥

আমি পিছনে যাইতে যাইতে ভ্রাতার সেই অসঙ্গত কার্য্য দেখিয়াছিলাম; সুতরাং উনি কখনও পবিত্রতা বা অপবিত্রতাযুক্ত বস্তু গ্রহণ করিতে বিবেচনা করিবেন না ॥১৬॥

যিনি ফলটী দেখিয়াই তাহার পাপজনক দোষের কোন পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন না এবং তাহার পবিত্রতার বিষয়েও কোন বিবেচনা করিয়াছিলেন না, তিনি অন্য স্থানেই বা কেন তাহা করিবেন ॥১৭॥

আর যিনি গুরুগৃহে বাস করিবার সময়ে বেদপাঠ করিতেন, অথ চ যখন

তং বৈ গচ্ছস্ব নৃপতে! স ত্বাং সংযাজয়িষ্যতি।
জুগুপ্সমানো নৃপতির্মনসেদং বিচিন্তয়ন্ ॥২০॥
উপযাজবচঃ শ্রুত্বা যাজস্যাশ্রমমভ্যগাৎ।
অভিসম্পূজ্য পূজার্হমথ যাজমুবাচ হ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
অযুতানি দদাম্যষ্টৌ গবাং যাজয় মাং বিভো!।
দ্রোণবৈরাভিসন্তপ্তং প্রহ্লাদয়িতুমর্হসি ॥২২॥
স হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো ব্রহ্মাস্ত্রে চাপ্যনুত্তমঃ।
তস্মাদ্‌দ্রোণঃ পরাজৈষ্ট মাং বৈ স সখিবিগ্রহে ॥২৩॥
ক্ষত্রিয়ো নাস্তি তস্যাস্যাং পৃথিব্যাং কশ্চিদগ্রণীঃ।
কৌরবাচার্য্যমুখ্যস্য ভারদ্বাজস্য ধীমতঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। উপযাজবচঃ শ্রুত্বা, ইদং যাজকার্য্যং বিচিন্তয়ন্, মনসা জুগুপ্সমানো যাজং নিন্দন্। পূজার্হং মুনিত্বাৎ পূজাযোগ্যম্ ॥২০—২১॥

অযুতানীতি। অত্রাপ্যযুতানীতি বহুসংখ্যাপরম্। প্রহ্লাদয়িতুমানন্দয়িতুম্ ॥২২॥

স ইতি। পরাজৈষ্ট পরাজিতবান্। সখ্যোরাবয়োর্বিগ্রহে যুদ্ধে ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

হে নৃপতে! তং গচ্ছ, হে স্ব! হে আত্মীয়! মনসা ইদং যাজচরিতং জুগুপ্সমানো নিন্দন্, বিচিন্তয়ন্ স্বকার্য্যঞ্চেতি শেষঃ ॥২০—২১॥ অষ্টাবযুতানি দদানি "রিক্তপাণির্ন পশ্যেত রাজানং দেবতাং গুরুম্" ইতি স্মৃতেরুপায়নমাত্রমেতৎ, ন দক্ষিণা, অর্ব্বুদপ্রতিজ্ঞানাৎ ॥২২॥ পরাজৈষ্ট

তখন অন্যের উচ্ছিষ্ট ভিক্ষান্ন ভোজন করিতেন এবং ঘৃণাশূন্য হইয়া বার বার সেই অন্নের প্রশংসা করিতেন, সেই ভ্রাতাকে আমি তর্ক দ্বারা ধনলোভী বলিয়া মনে করি ॥১৮—১৯॥

অতএব রাজা! আপনি আমার সেই ভ্রাতার নিকট গমন করুন, তিনিই আপনাকে পুত্রার্থে যজ্ঞ করাইবেন'। দ্রুপদ রাজা উপযাজের সেই কথা শুনিয়া, যাজের কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিয়া, মনে মনে তাঁহাকে নিন্দা করিতে থাকিয়া, তাঁহারই আশ্রমে গেলেন, তৎপরে তাঁহার পূজা করিয়া বলিলেন—॥২০—২১॥

'মহর্ষি! আপনি আমার যজ্ঞ করুন; আমি আপনাকে বহুতর গরু দান করিব। আমি দ্রোণের শত্রুতাচরণে বড়ই সন্তপ্ত হইয়াছি; আপনি আমাকে আনন্দিত করুন ॥২২॥

তিনি বেদজ্ঞের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাস্ত্রেও সর্ব্বপ্রধান; তাহাতেই তিনি আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন ॥২৩॥

দ্রোণস্য শরজালানি প্রাণিদেহহরাণি চ।
ষড়রত্নি ধনুশ্চাস্য দৃশ্যতে পরমং মহৎ ॥২৫॥
স হি ব্রাহ্মণবেশেন ক্ষাত্রং বেগমসংশয়ম্।
প্রতিহন্তি মহেম্বাসো ভারদ্বাজো মহামনাঃ ॥২৬॥
ক্ষত্রোচ্ছেদায় বিহিতো জামদগ্ন্য ইব স্থিতঃ।
তস্য হ্যস্ত্রবলং ঘোরমপ্রধৃষ্যং নরৈর্ভুবি ॥২৭॥
ব্রাহ্মং সন্ধারয়ংস্তেজো হুতাহুতিরিবানলঃ।
সমেত্য সংদহত্যাজৌ ক্ষাত্রং ব্রহ্মপুরঃসরঃ ॥২৮॥
ব্রহ্মক্ষত্রে চ বিহিতে ব্রাহ্মং তেজো বিশিষ্যতে।
সোঽহং ক্ষত্রবলাদ্ভীতো ব্রাহ্মং তেজঃ প্রপেদিবান্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষত্রিয় ইতি। ভারদ্বাজস্য ভারদ্বাজাৎ, অগ্রণীঃ প্রধানঃ ॥২৪॥
দ্রোণস্যেতি। ষট্ অরত্নয়ো নিষ্কনিষ্ঠমুষ্টয়ঃ প্রমাণমস্যেতি ষড়রত্নি ॥২৫।
স ইতি। ব্রাহ্মণবেশেন ব্রাহ্মতেজসা। বেগং শক্তিনিবন্ধনম্ ॥২৬॥
ক্ষত্রেতি। বিহিতো বিধাত্রা। অপ্রধৃষ্যম্ অজয্যম্ ॥২৭॥
ব্রাহ্মমিতি। ব্রহ্ম ব্রাহ্মং তেজঃ পুরঃসরং যস্য তৎ ক্ষাত্রং তেজঃ, সমেত্য প্রাপ্য ॥২৮॥
ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মক্ষত্রে তয়োস্তেজসী, বিহিতে বিধাত্রা। প্রপেদিবান্ আশ্রিতবান্ ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

পরাজিতবান্, "বিপরাভ্যাং জেঃ" ইতি তঙ্ ॥২৩॥ তস্য তস্মাৎ। অগ্রণীঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥২৪—২৮॥ ব্রহ্মক্ষত্রে ইতি সার্দ্ধঃ শ্লোকঃ, চোঽপ্যর্থে, ব্রহ্মতেজঃসহিতক্ষত্রতেজসি দ্রোণগতে বিহিতে শ্রেষ্ঠে সত্যপি কেবলং ব্রাহ্মং ত্বদীয়ং বিশিষ্যতে ক্ষাত্রাদ্বলাৎ, অহং তু হীনো ব্রাহ্মবলেন।

কৌরবগণের অস্ত্রশিক্ষক ও বুদ্ধিমান্ সেই দ্রোণ অপেক্ষা প্রধান যোদ্ধা এই পৃথিবীতে কোন ক্ষত্রিয়ই নাই ॥২৪॥

দ্রোণের বাণ-সমূহ প্রাণিগণের দেহ হইতে প্রাণ হরণ করে এবং তাঁহার ধনু খানা ছয় অরত্নি প্রমাণ সুবৃহৎ ॥২৫॥

মহাধনুর্দ্ধর ও মহামনা সেই দ্রোণ নিশ্চয়ই ব্রাহ্ম তেজে ক্ষাত্র তেজ প্রতিহত করেন ॥২৬॥

বিধাতা তাঁহাকে পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়ধ্বংসের জন্যই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই জন্যই তাঁহার অস্ত্রবল ভয়ঙ্কর এবং জগতে মনুষ্যের অজেয় ॥২৭॥

আহুতিপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় তিনি ব্রাহ্ম তেজ ধারণ করেন এবং সেই ব্রাহ্মতেজকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, ক্ষাত্র তেজ ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধে বিপক্ষদিগকে দগ্ধ করেন ॥২৮॥

দ্রোণাদ্বিশিষ্টমাসাদ্য ভবন্তং ব্রহ্মবিত্তমম্।
দ্রোণান্তকমহং পুত্রং লভেয়ং যুধি দুর্জ্জয়ম্ ॥৩০॥
তৎ কর্ম্ম কুরু মে যাজ! বিতরাম্যর্ব্বুদং গবাম্।
তথেত্যুক্ত্বা তু তং যাজো যাজ্যার্থমুপকল্পয়ৎ ॥৩১॥
গুর্ব্বর্থ ইতি চাকামমুপযাজমচোদয়ৎ।
যাজো দ্রোণবিনাশায় প্রতিজজ্ঞে তথা চ সঃ ॥৩২॥
ততস্তস্য নরেন্দ্রস্য উপযাজো মহাতপাঃ।
আচখ্যৌ কর্ম্ম বৈতানং তদা পুত্রফলায় বৈ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

দ্রোণাদিতি। বিশিষ্টং প্রধানম্, ব্রহ্মবিত্তমং বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠম্ ॥৩০॥

তদিতি। যাজ্য এবার্থো বিষয়স্তম্, উপকল্পয়ৎ অঙ্গীকৃতবান্। অড়ভাব আর্ষঃ ॥৩১॥

গুর্ব্বিতি। গুর্ব্বর্থঃ পুত্রফলকযাগো দুষ্করঃ, ইতি হেতোঃ, অকামং তত্রানিচ্ছুমপি, উপযাজং তদাখ্যমনুজম্, অচোদয়ৎ তদ্যাগস্য দ্রব্যসম্ভারং বক্তুং প্রৈরয়ৎ স্বয়মসকলজ্ঞঃ ॥৩২॥

তত ইতি। বৈতানং শ্রৌতহোমং তদীয়দ্রব্যসম্ভারমিত্যর্থঃ ॥৩৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ভীত ইতি পাঠে ব্রাহ্মাদ্বলাৎ ভীতো ব্রাহ্মং তেজঃ প্রপেদিবান্ শরণং কৃতবান্ ॥২৯—৩০॥ যেন পুত্রং লভেয়ং তৎকর্ম্ম কুরু, যাজ্যার্থং দ্রুপদস্যেষ্টসাধনং যাগমুপকল্পয়ৎ মনসা তৎপ্রয়োগং স্মৃতবান্, অড়ভাব আর্ষঃ ॥৩১॥ গুর্ব্বর্থো গুরুশ্চাসাবর্থশ্চেতি, অতিভারোঽয়ং যৎ দ্রোণহন্তুঃ পুত্রস্যোৎপাদনম্, ইতি হেতোঃ উপযাজমকামমপ্যচোদয়ৎ উৎকল্পনে প্রেরিতবান্। "আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ" ইতি ন্যায়েন উপযাজমপি নিশ্চয়ার্থং সংবাদিতবান্ ॥৩২॥ বৈতানং শ্রৌতাগ্নি-

বিধাতা ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র এই দুইটী তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহার মধ্যে ব্রাহ্ম তেজই শ্রেষ্ঠ। সেই জন্যই আমি ক্ষাত্র তেজ থাকিতেও ভীত হইয়াই ব্রাহ্ম তেজের আশ্রয় লইয়াছি ॥২৯॥

দ্রোণ অপেক্ষা প্রধান বেদজ্ঞ আপনাকে পাইয়া আমি, যুদ্ধে দুর্জ্জয় ও দ্রোণহন্তা পুত্র লাভ করিব ॥৩০॥

মহর্ষি যাজ! আপনি আমার সেই যজ্ঞ করুন; আমি বহুতর গরু দক্ষিণা দিব'। 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া যাজ দ্রুপদকে যজমান বলিয়া স্বীকার করিলেন ॥৩১॥

পুত্রযাগ অত্যন্ত দুষ্কর এই জন্য যাজ তাহার দ্রব্যসম্ভারের কথা বলিয়া দিবার জন্য উপযাজকে বলিলেন এবং দ্রোণবিনাশার্থ যজ্ঞ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন ॥৩২॥

স চ পুত্রো মহাবীর্য্যো মহাতেজা মহাবলঃ।
ইষ্যতে যদ্বিধো রাজন্ ! ভবিতা তে তথাবিধঃ ॥৩৪॥
ভারদ্বাজস্য হন্তারং সোঽভিসন্ধায় ভূপতিঃ।
আজহ্রে তত্তথা সর্ব্বং দ্রুপদঃ কর্ম্ম সিদ্ধয়ে ॥৩৫॥
যাজস্তু হবনস্যান্তে দেবীমাজ্ঞাপয়ত্তদা।
প্রৈহি মাং রাজ্ঞি ! পৃষতি ! মিথুনং ত্বামুপস্থিতম্ ॥৩৬॥
রাজ্ঞ্যুবাচ।
অবলিপ্তং মুখং ব্রহ্মন্ ! দিব্যান্ গন্ধান্ বিভর্ম্মি চ।
সুতার্থে নোপলব্ধাস্মি তিষ্ঠ যাজ ! মম প্রিয়ে ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

উপযাজোক্তিমনুবদতি স ইতি। সযজ্ঞফলত্বেন ভাবী ॥৩৪॥

ভারেতি। হন্তারং পুত্রম্। আজহ্রে অনুষ্ঠিতবান্। সিদ্ধয়ে তাদৃশপুত্রনিষ্পত্তয়ে ॥৩৫॥

যাজ ইতি। হবনস্য হোমস্য। দেবীং দ্রুপদমহিষীম্। হে পৃষতি ! তদাখ্যে ! ॥৩৬॥

অবেতি। অবলিপ্তং লালাদিদূষিতম্। বিভর্ম্মি অধুনাপি ধারয়ামি। উভয়ত্রাপি

ভারতভাবদীপঃ

সাধ্যম্। আচখ্যৌ আখ্যাতবান্ ॥৩৩॥ স চেতি উপযাজ উবাচ ॥৩৪॥ বৈশম্পায়ন উবাচ। ভারদ্বাজস্যেতি। আজহ্রে কৃতবান্, কর্ম্মসিদ্ধয়ে কর্ম্মফলসিদ্ধ্যর্থম্ ॥৩৫॥ প্রৈহি প্রকর্ষেণ শীঘ্রমেহি, হবির্গ্রহীতুমিতি শেষঃ। পৃষতি পৃষতস্নুষে ! ইত এব সম্বন্ধাৎ পুংযোগে ঙীষ্। অন্যে তু পার্ষতীতি পাঠং কল্পয়ন্তি ॥৩৬॥ অবলিপ্তং দূষিতং লালাদিনা অপ্রক্ষালিতত্বাদিতি ভাবঃ। "অবলেপস্তু গর্ব্বে স্যাল্লেপনে দূষণেঽপি চ" ইতি মেদিনী। গন্ধান্ অঙ্গরাগাদিজান্। অস্নাতাস্মীতি ভাবঃ। "যা দতো ধাবতে তস্যৈ শ্যাবদন্ যা স্নাতি তস্যা অপ্সু মা রুক্" ইত্যাদ্যুক্ত্য। "তিস্রো রাত্রীর্ব্রতং চরেৎ" ইতি বিহিতৌ অস্পৃশ্যৌ অধর্ম্মাবেতৌ। তদেবাহ নোপলব্ধাস্মি উপলব্ধুং স্প্রষ্টুং যোগ্যা নাস্মি। তস্মান্মলবদ্বাসসা ন সংবদেতেতি তয়া সহ সংবাদস্যাপি নিষেধাৎ, অতো হেতোঃ হে যাজ ! মম প্রিয়ে ইষ্টে সুতার্থে সুতরূপে প্রয়ো-

তাহার পর, তখনই অত্যন্ত তপস্বী উপযাজ পুত্রলাভের জন্য দ্রুপদ রাজার নিকট পুত্রযাগের সমস্ত দ্রব্যের কথা বলিলেন, (আরও বলিলেন যে,) ॥৩৩॥

'মহারাজ ! আপনি যে প্রকার মহোৎসাহী, মহাপ্রতাপ ও মহাবল পুত্র লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন, আপনার সেই প্রকার পুত্রই হইবে' ॥৩৪॥

তদনন্তর, দ্রুপদ রাজা, দ্রোণহন্তা পুত্র লাভ করিবার ইচ্ছায় এবং তাহার সিদ্ধির জন্য যাজ ও উপযাজের উপদেশক্রমে সেই পুত্রযাগ সম্পন্ন করিলেন ॥৩৫॥

যাগ হইয়া গেলে, তখন যাজ দ্রুপদের মহিষীকে বলিলেন—'রাজ্ঞি ! পৃষতি ! আপনি আসুন, আপনার দুইটী সন্তান উপস্থিত হইয়াছে' ॥৩৬॥

যাজ উবাচ।

যাজেন শ্রপিতং হব্যমুপযাজাভিমন্ত্রিতম্।
কথং কামং ন সন্দধ্যাৎ সা ত্বং বিপ্রেহি তিষ্ঠ বা ॥৩৮॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু যাজেন হুতে হবিষি সংস্কৃতে।
উত্তস্থৌ পাবকাত্তস্মাৎ কুমারো দেবসন্নিভঃ ॥৩৯॥
জ্বালাবর্ণো ঘোররূপঃ কিরীটী বর্ম্ম চোত্তমম্।
বিভ্রৎ সখড়্গঃ সশরো ধনুষ্মান্ বিনদন্ মুহুঃ ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)
সোঽধ্যারোহদ্রথবরং তেন চ প্রযযৌ তদা।
ততঃ প্রণেদুঃ পাঞ্চালাঃ প্রহৃষ্টাঃ সাধু সাধ্বিতি ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

অস্নাতত্বাদিতি ভাবঃ। অতএব মম প্রিয়েঽপি সুতার্থে পুত্রবিষয়ে, ন উপলব্ধাস্মি হব্যং ন গ্রহীষ্যামি ॥৩৭॥

যাজেনেতি। শ্রপিতং পক্বম্। কামম্ অভীষ্টম্। সন্দধ্যাৎ জনয়েৎ ॥৩৮॥

এবমিতি। সংস্কৃতে অভিমন্ত্রিতে। জ্বালাবর্ণঃ অগ্নিশিখাবর্ণঃ ॥৩৯—৪০॥

স ইতি। স কুমারঃ। প্রণেদুঃ কোলাহলং চক্রুঃ ॥৪১॥

ভারতভাবদীপঃ

জনে তিষ্ঠ শুদ্ধিকালং প্রতীক্ষস্বেত্যর্থঃ ॥৩৭॥ শ্রপিতং পক্বম্, ক্ষেত্রং রেতঃসেকঞ্চ বিনা আবয়োঃ সামর্থ্যান্মিথুনমুৎপৎস্যত ইত্যর্থঃ। বিপ্রেহি দূরং বা গচ্ছ তিষ্ঠ বা। প্রয়োগবিধিস্তু

রাণী বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! আমি এখনও মুখ প্রক্ষালন করি নাই এবং স্নান না করায় এখনও অঙ্গে তৈলের সুন্দর সৌরভ রহিয়াছে। অতএব যাজ! একটু অপেক্ষা করুন; পুত্র আমার প্রিয় হইলেও এখনই আমি হব্য গ্রহণ করিতে পারি না' ॥৩৭॥

যাজ বলিলেন—'যাজ পাক করিয়াছেন, উপযাজ অভিমন্ত্রিত করিয়াছেন। সুতরাং এই হবি কেন অভীষ্ট ফল জন্মাইবে না?। অতএব রাণি! আপনি আসুন বা থাকুন' ॥৩৮॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—যাজ এইরূপ বলিয়া অভিমন্ত্রিত হবি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, তৎক্ষণাৎ অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ, ভয়ঙ্করাকৃতি এবং কিরীট, উত্তম বর্ম্ম, তরবারি, বাণ ও কার্ম্মুকধারী, দেবতার তুল্য একটী কুমার গর্জন করিতে করিতে সেই অগ্নি হইতে উত্থিত হইল ॥৩৯—৪০॥

এবং তখনই সেই কুমার উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া গমন করিল। তাহাতে পাঞ্চালগণ আনন্দিত হইয়া সাধু সাধু বলিয়া কোলাহল করিল ॥৪১॥

হর্ষাবিষ্টাংস্ততশ্চৈতান্ নেয়ং সেহে বসুন্ধরা।
ভয়াপহো রাজপুত্রঃ পাঞ্চালানাং যশস্করঃ ॥৪২॥
রাজ্ঞঃ শোকাপহো জাত এষ দ্রোণবধায় বৈ।
ইত্যুবাচ মহদ্ভূতমদৃশ্যং খেচরং তদা ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্)
কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদিমধ্যাৎ সমুত্থিতা।
সুভগা দর্শনীয়াঙ্গী স্বসিতায়তলোচনা ॥৪৪॥
শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা।
তাম্র-তুঙ্গ-নখী সুভ্রূশ্চারুপীনপয়োধরা ॥৪৫॥
মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা সাক্ষাদমরবর্ণিনী।
নীলোৎপলসমো গন্ধো যস্যাঃ ক্রোশাৎ প্রধাবিতঃ ॥৪৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

হর্ষেতি। এতান্ পাঞ্চালান্। ন সেহে ধারয়িতুং ন শশাক। রাজ্ঞো দ্রুপদস্য। ভূতং প্রাণী। তচ্চ স্বরগাম্ভীর্য্যাদনুমিতমিতি বোধ্যম্ ॥৪২—৪৩॥

কুমারীতি। কুমারী কাচিৎ কন্যা। সুভগা সুশ্রীকা। শোভনে অসিতে কৃষ্ণে আয়তে দীর্ঘে চ লোচনে যস্যাঃ সা। শ্যামা শ্যামবর্ণা। তাম্রাণি তুঙ্গানি উন্নতানি চ নখানি যস্যাঃ সা। বিগ্রহমাকৃতিম্। অমরবর্ণিনী দেবী ॥৪৪—৪৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ন বিলম্বং সহতে ইত্যর্থঃ ॥৩৮—৪১॥ নেয়ং সেহে ন সোঢ়বতী, অযোনিজস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য

তখন এই পৃথিবী হর্ষাবিষ্ট পাঞ্চালগণকে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিলেন। আর, সেই সময়ে গগনচর অদৃশ্য এক মহাপ্রাণী এই কথা বলিল যে, দ্রোণবধের জন্য উৎপন্ন এই রাজপুত্র পাঞ্চালগণের ভয় দূর করিবে এবং যশ জন্মাইবে, আবার রাজারও শোক নষ্ট করিবে ॥৪২—৪৩॥

আর, যজ্ঞবেদির মধ্য হইতে একটী কন্যা উত্থিত হইল; তাহার নাম—'পাঞ্চালী', দেহের কান্তি মনোহর, অঙ্গসকল সুদৃশ্য, নয়নযুগল সুন্দর, কৃষ্ণবর্ণ এবং সুদীর্ঘ, শরীরের বর্ণ শ্যাম, নয়নযুগল পদ্মপত্রের ন্যায়, কেশকলাপ কুঞ্চিত ও কৃষ্ণবর্ণ, নখসমূহ তাম্রবর্ণ ও উন্নত, ভ্রূযুগল মনোহর, আর স্তন দুইটী সুন্দর ও স্থূল। সুতরাং কোন দেবী যেন মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন; আর তাহার অঙ্গের নীলোৎপলতুল্য গন্ধ এক ক্রোশের উপরেও যাইতেছিল ॥৪৪—৪৬॥

---

[৪৬]···ক্রোশাৎ প্রধাবতি, ক্রোশাৎ প্রবাতি বৈ।

যা বিভর্ত্তি পরং রূপং যস্যা নাস্ত্যুপমা ভুবি।
দেবদানবযক্ষাণামীপ্সিতা দেবরূপিণী ॥৪৭॥
তাঞ্চাপি জাতাং সুশ্রোণীং বাগুবাচাশরীরিণী।
সর্বযোষিদ্বরা কৃষ্ণা নিনীষুঃ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষয়ম্ ॥৪৮॥
সুরকার্য্যমিয়ং কালে করিষ্যতি সুমধ্যমা।
অস্যা হেতোঃ কৌরবাণাং মহদুৎপৎস্যতে ভয়ম্ ॥৪৯॥
তচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাঞ্চালাঃ প্রণেদুঃ সিংহসংঘবৎ।
ন চৈতান্ হর্ষসম্পূর্ণানিয়ং সেহে বসুন্ধরা ॥৫০॥
তৌ দৃষ্ট্বা পার্ষতী যাজং প্রপেদে বৈ সুতার্থিনী।
ন বৈ মদন্যাং জননীং জানীয়াতামিমাবিতি ॥৫১॥
তথেত্যুবাচ তাং যাজো রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
তয়োশ্চ নামনী চক্রুর্দ্বিজাঃ সম্পূর্ণমানসাঃ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

যেতি। পরমুৎকৃষ্টম্। ঈপ্সিতা হৃদ্যা। অতএব দেবেত্যাদৌ ষষ্ঠী ॥৪৭॥

তামিতি। সুশ্রোণীং শোভননিতম্বাম্। নিনীষুর্নেতুমিচ্ছুঃ ॥৪৮॥

সুরেতি। সুরকার্য্যং দুর্য্যোধনাদিধ্বংসরূপং দেবকার্য্যম্ ॥৪৯॥

তদিতি। প্রণেদুরানন্দকোলাহলং চক্রুঃ। সেহে ধারয়িতুং শশাক ॥৫০॥

তাবিতি। পার্ষতী পৃষতপুত্রদ্রুপদমহিষী। প্রপেদে প্রাপ্তা। ইতি বদন্তী সতী ॥৫১॥

আর, যে মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং জগতে যাহার উপমা ছিল না। সুতরাং সেই দেবরূপিণী কন্যাটী দেব, দানব ও যক্ষগণেরও অভীষ্ট ছিল ॥৪৭॥

সুন্দরনিতম্বা সেই কন্যাটী জন্মিলে পরও দৈববাণী হইয়াছিল যে, 'এই কন্যাটীর নাম—'কৃষ্ণা' এবং এ সকল স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠা, আর এ ক্ষত্রিয়দিগের ধ্বংসের কারণ হইবে ॥৪৮॥

এই সুন্দরী যথাকালে দেবকার্য্য সম্পাদন করিবে; আর ইহার জন্যই কুরুবংশের গুরুতর ভয় আসিবে' ॥৪৯॥

সেই দৈববাণী শুনিয়া পাঞ্চালগণ সিংহসমূহের ন্যায় কোলাহল করিতে লাগিল। তখন এই পৃথিবী সেই আনন্দপূর্ণ পাঞ্চালগণকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না ॥৫০॥

এদিকে দ্রুপদরাজার মহিষী সেই কুমার ও কুমারীকে দেখিয়া, তাহাদিগকে পুত্র ও কন্যা করিবার ইচ্ছায় যাজের নিকট যাইয়া বলিলেন যে, 'ইহারা যেন আমাকে ছাড়া অন্যকে জননী বলিয়া না জানে' ॥৫১॥

ধৃষ্টত্বাদতিধৃষ্টাচ্চ ধর্ম্মাদ্‌দ্যুম্নতরাদপি।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ কুমারোঽয়ং দ্রুপদস্য ভবত্বিতি ॥৫৩॥
কৃষ্ণেত্যেবাব্রুবন্ কৃষ্ণাং কৃষ্ণাভূৎ সা হি বর্ণতঃ।
তথা তন্মিথুনং জজ্ঞে দ্রুপদস্য মহামখে ॥৫৪॥
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু পাঞ্চাল্যমানীয় স্বং নিবেশনম্।
উপাকরোদস্ত্রহেতোর্ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। তয়োরুৎপন্নয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োঃ। সম্পূর্ণমানসাঃ সফলমনোরথাঃ ॥৫২॥

ধৃষ্টত্বাদিতি। অতিধৃষ্টাৎ অত্যন্তাৎ, ধৃষ্টত্বাৎ ধর্ম্মাৎ প্রগল্‌ভত্বরূপগুণাৎ, দ্যুম্নতরাৎ প্রচুর-ধনলভ্যকবচকুণ্ডলাদিসাহিত্যোনৈবোৎপত্তেরপি চ হেতোঃ, অয়ং দ্রুপদস্য কুমারঃ, নাম্না ধৃষ্টদ্যুম্নো ভবতু, ইতি তে দ্বিজা উক্তবন্ত ইত্যর্থঃ। "হিরণ্যং দ্রবিণং দ্যুম্নমর্থ-রৈ-বিভবা অপি" ইত্যমরঃ ॥৫৩॥

কৃষ্ণেতি। কৃষ্ণাং শ্যামবর্ণামিমাং কন্যাম্, কৃষ্ণা ইত্যেব পূর্ব্বং দেবা অব্রুবন্, তথা বর্ণতশ্চ সা কৃষ্ণা, ইত্যেব হেতোঃ, সা নাম্নাপি কৃষ্ণাভূৎ। তৎ কৃষ্ণাধৃষ্টদ্যুম্নরূপম্ ॥৫৪॥

ধৃষ্টেতি। অস্ত্রহেতোঃ অস্ত্রশিক্ষাদানেনেত্যর্থঃ, উপাকরোৎ উপকৃতবান্ ॥৫৫॥

ভারতভাবদীপঃ

দুঃসহত্বাদিতি ভাবঃ ॥৪২—৪৫॥ অমরবর্ণিনী দেবকুমারী দুষ্টবধায়োত্থতা দুর্গেত্যর্থঃ ॥৪৬—৫২॥ ধৃষ্টত্বাৎ প্রগল্‌ভত্বাৎ, "ধৃষ্ণুত্বাৎ" ইতি পাঠে পালনে শক্তত্বাৎ, অত্যন্তমমর্ষঃ শত্রুৎকর্ষাসহিষ্ণুত্বং তদ্বত্বাৎ। দ্যুম্নং বিত্তং তচ্চ রাজ্ঞাং বলমেব কবচকুণ্ডলাদিকং বা সহোৎ-পন্নং তদাদির্যস্য শস্ত্রাস্ত্রশৌর্য্যোৎসাহাদেঃ তৎ দ্যুম্নাদি, তস্যোৎসম্ভবাৎ উৎকর্ষেণোৎপত্তেশ্চ ॥৫৩—৫৪॥ উপাকরোদুপকৃতবান্, অস্ত্রহেতোঃ অস্ত্রদানেন হেতুনা, রাজ্যার্দ্ধস্য হৃতত্বাৎ

যাজও রাজার সন্তোষ জন্মাইবার ইচ্ছায় মহিষীকে বলিলেন যে, 'তাহাই হইবে'। তৎপরে পূর্ণমনোরথ ব্রাহ্মণগণ তাহাদের নাম করণ করিলেন—॥৫২॥

'অত্যন্ত প্রগল্‌ভ হইয়াছে বলিয়া এবং বহুমূল্য কবচ ও কুণ্ডলপ্রভৃতির সহিতই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই দ্রুপদরাজার পুত্রটীর নাম হউক—'ধৃষ্টদ্যুম্ন' ॥৫৩॥

আর, দৈববাণী এই শ্যামাঙ্গীকে কৃষ্ণা বলিয়াছে এবং বর্ণেও এ শ্যামাই হইয়াছে; সুতরাং ইহার নাম হইল—'কৃষ্ণা'। দ্রুপদরাজার মহাযজ্ঞে সেই ভাবে সেই কুমার ও কুমারী জন্মিয়াছিল ॥৫৪॥

তাহার পর, প্রতাপশালী দ্রোণ দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে আপন ভবনে আনয়ন করিয়া, অস্ত্রশিক্ষা দিয়া তাহার উপকার করিলেন ॥৫৫॥

---

(৫৩) ধৃষ্টত্বাদত্যমর্ষিত্বাদ্দ্যুম্নাদ্যুৎসম্ভবাদপি ।

অমোক্ষণীয়ং দৈবং হি ভাবি মত্বা মহামতিঃ।
তথা তৎ কৃতবান্ দ্রোণ আত্মকীর্ত্ত্যনুরক্ষণাৎ ॥৫৬॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি
চৈত্ররথে দ্রৌপদীসম্ভবো নাম ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু কৌন্তেয়াঃ শল্যবিদ্ধা ইবাভবন্।
সর্ব্বে চাস্বস্থমনসো বভূবুস্তে মহাবলাঃ ॥১॥
ততঃ কুন্তী সুতান্ দৃষ্ট্বা সর্ব্বাংস্তদ্গতচেতসঃ।
যুধিষ্ঠিরমুবাচেদং বচনং সত্যবাদিনী ॥২॥

ভারতকৌমুদী

নন্বাত্মবিনাশার্থমেব জাতস্য তথাত্বেন জ্ঞাতস্য চ ধৃষ্টদ্যুম্নস্য কথমস্ত্রশিক্ষাদানেনোপকারং কৃতবানিত্যাহ অমোক্ষণীয়মিতি। অমোক্ষণীয়ম্ অনিবারণীয়ম্। আত্মকীর্ত্ত্যনুরক্ষণাৎ তদভিপ্রেত্যোত্যর্থঃ। অন্যথা ভয়েন নিবৃত্তিরিতি লোকাপবাদঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥৫৭॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ররথে ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

এতদিতি। শল্যবিদ্ধা ইবাভবন্, দ্রোণবধসম্ভাবনয়া উদ্বেগাতিশয়াদিতি ভাবঃ ॥১॥
তত ইতি। তদ্গতচেতসো দ্রোণবধাদিবিষয়কমনোবৃত্তীন্ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

ভাবতৈবোপাকরোৎ ॥৫৫॥ কীর্ত্ত্যনুরক্ষণাৎ অন্যথা দ্রোণো দ্বেষাৎ ভয়াচ্চ ন বিদ্যাং দত্তবা-নিত্যকীর্ত্তিঃ স্যাৎ ॥৫৬॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬০॥

—:*:—

কারণ, অনিবার্য্য দৈব অবশ্যই হইবে ইহা ভাবিয়াই মহামতি দ্রোণ আপনার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সেই ভাবে তাহা করিয়াছিলেন ॥৫৬॥

—:⊙:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই উপাখ্যান শুনিয়া সেই মহাবীর পাণ্ডবেরা সকলেই শল্যবিদ্ধের ন্যায় হইলেন এবং অসুস্থচিত্ত হইয়া পড়িলেন ॥১॥

* '...পঞ্চষষ্ট্যধিকঃ...' 'সপ্তষষ্ট্যধিকঃ...' '.. একাশীত্যধিকঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

কুন্ত্যুবাচ।

চিররাত্রোষিতাঃ স্মেহ ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে।
রমমাণাঃ পুরে রম্যে লব্ধভৈক্ষা মহাত্মনঃ ॥৩॥
যানীহ রমণীয়ানি বনান্যুপবনানি চ।
সর্ব্বাণি তানি দৃষ্টানি পুনঃ পুনররিন্দম ! ॥৪॥
পুনর্দ্রষ্টুং হি তানীহ প্রীণয়ন্তি ন নস্তথা।
ভৈক্ষ্যঞ্চ ন তথা বীর ! লভ্যতে কুরুনন্দন ! ॥৫॥
তে বয়ং সাধু পঞ্চালান্ গচ্ছামো যদি মন্যসে।
অপূর্বদর্শনং বীর ! রমণীয়ং ভবিষ্যতি ॥৬॥
সুভিক্ষাশ্চৈব পাঞ্চালাঃ শ্রূয়ন্তে শত্রুকর্ষণ !।
যজ্ঞসেনশ্চ রাজাসৌ ব্রহ্মণ্য ইতি শুশ্রুম ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

চিরেতি। চিররাত্রোষিতাশ্চিরস্থিতাঃ, "চিরায় চিররাত্রায়" ইত্যাদ্যমরঃ ॥৩॥
যানীতি। ইহ নগরে ॥৪॥
পুনরিতি। পুনর্দ্রষ্টুং প্রবৃত্তানিতি শেষঃ। নঃ অস্মান্। তথা পূর্ব্ববৎ ॥৫॥
ত ইতি। অপূর্ব্বাণাং পূর্ব্বমদৃষ্টানাং বনাদীনাং দর্শনম্ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

এতদিতি। "এতচ্ছ্রুত্বা তু কৌন্তেয়া" ইতি স্পষ্টার্থোঽধ্যায়ঃ ॥১—১১॥
ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬১॥

———:*:———

তাহার পর, সত্যবাদিনী কুন্তী সকল পুত্রকেই সেই বিষয় ভাবিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন—॥২॥

কুন্তী বলিলেন—'যুধিষ্ঠির ! আমরা এই মনোহর নগরে আনন্দে বিচরণ করতঃ ভিক্ষা লাভ করিতে থাকিয়া এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দীর্ঘকাল থাকিলাম ॥৩॥

এখানে মনোহর যত বন বা উপবন আছে, সে সমস্তই আমরা বার বার দেখিয়াছি ॥৪॥

এখন আবার তাহাই দেখিতে প্রবৃত্ত হইলে, সে গুলি আমাদিগকে সে রূপ সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না ; বিশেষতঃ এখন ভিক্ষাও সে রূপ পাওয়া যাইতেছে না ॥৫॥

অতএব যদি তোমার মত হয়, তবে চল, আমরা পঞ্চালদেশে যাই ; সে খানে নূতন বস্তু দেখা ভালই হইবে ॥৬॥

একত্র চিরবাসশ্চ ক্ষমো ন চ মতো মম।
তে তত্র সাধু গচ্ছামো যদি ত্বং পুত্র! মন্যসে ॥৮॥
যুধিষ্ঠির উবাচ।
ভবত্যা যন্মতং কার্য্যং তদস্মাকং পরং হিতম্।
অনুজাংস্তু ন জানামি গচ্ছেয়ুর্নেতি বা পুনঃ ॥৯॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ কুন্তী ভীমসেনমর্জ্জুনং যমজৌ তথা।
উবাচ গমনং তে চ তথেত্যেবাব্রুবংস্তদা ॥১০॥
তত আমন্ত্র্য তং বিপ্রং কুন্তী রাজন্! সুতৈঃ সহ।
প্রতস্থে নগরীং রম্যাং দ্রুপদস্য মহাত্মনঃ ॥১১॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথে পাঞ্চালযাত্রা নামৈকষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

সুভিক্ষা ইতি। ব্রহ্মভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো হিত ইতি ব্রহ্মণ্যঃ ॥৭॥
একত্রেতি। ন ক্ষম উচিতঃ, তত্র প্রণয়াকর্ষণেন কূপমণ্ডূকত্বাপাতাদিতি ভাবঃ ॥৮॥
ভবত্যা ইতি। যৎ কার্য্যং মতং কর্ত্তুমভিপ্রেতম্। গচ্ছেয়ুর্গন্তুমিচ্ছেয়ুঃ ॥৯॥
তত ইতি। যমজৌ নকুলসহদেবৌ ॥১০॥
তত ইতি। তং গৃহস্বামিনম্। প্রতস্থে প্রস্থানায়োদ্যোগং কৃতবতী ॥১১॥
ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথে একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

যুধিষ্ঠির! শুনিতে পাই যে, পাঞ্চালদেশে অনায়াসে ভিক্ষা পাওয়া যায় এবং সেই দ্রুপদ রাজা ব্রাহ্মণদের বিশেষ হিতকারী ॥৭॥

আর, এক জায়গায়ও দীর্ঘকাল থাকা উচিত বলিয়া আমি মনে করি না। অতএব আমরা সেই খানেই যাই, যদি তোমার মত হয়' ॥৮॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'মা! আপনি যে কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা আমাদের অত্যন্ত হিতকর। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতারা যাইতে ইচ্ছা করিবে কি না জানি না' ॥৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, কুন্তী ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের নিকটেও পাঞ্চালদেশে যাইবার কথা বলিলেন; তখন তাঁহারাও বলিলেন—'তাহাই হউক' ॥১০॥

* '...ষট্ষষ্ট্যধিকঃ...' '...অষ্টষষ্ট্যধিকঃ...' '...ত্র্যশীত্যধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বসৎসু তেষু প্রচ্ছন্নং পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
আজগামাথ তান্ দ্রষ্টুং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥১॥

তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য প্রত্যুদ্‌গম্য পরন্তপাঃ।
প্রণিপত্যাভিবাদ্যৈনং তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা ॥২॥

সমনুজ্ঞাপ্য তান্ সর্বানাসীনান্ মুনিরব্রবীৎ।
প্রসন্নঃ পূজিতঃ পার্থৈঃ প্রীতিপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥৩॥

অয়ি! ধর্ম্মেণ বর্ত্তধ্বং শাস্ত্রেণ চ পরন্তপাঃ।
অয়ি! বিপ্রেষু পূজা বঃ পূজার্হেষু ন হীয়তে ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

বসৎস্বিতি। বসৎসু তদ্‌ব্রাহ্মণাবসথ এব; অন্যথা পূর্বোক্তব্যাসাগমনপ্রতীক্ষাভঙ্গঃ স্যাৎ ॥১॥
তমিতি। পরন্তপাঃ পাণ্ডবাঃ। প্রণিপত্য ভূমৌ পতিত্বেতি নার্থপৌনরুক্ত্যম্ ॥২॥
সমিতি। সমনুজ্ঞাপ্য উপবেষ্টুমিতি শেষঃ ॥৩॥
অয়ীতি। অয়ীতি সস্নেহসম্বোধনে। বর্ত্তধ্বং তিষ্ঠথ ॥৪॥

মহারাজ! তৎপরে কুন্তীদেবী পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া, সেই গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের নিকট অনুমতি লইয়া, মহাত্মা দ্রুপদের মনোহর রাজধানীতে যাইবার উপক্রম করিলেন ॥১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাত্মা পাণ্ডবেরা সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গুপ্তভাবে থাকিতে থাকিতেই সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন ॥১॥

তিনি আসিয়াছেন দেখিয়া পাণ্ডবগণ প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া, নমস্কার করিয়া, তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিলেন ॥২॥

তখন বেদব্যাস তাঁহাদিগকে উপবেশন করিবার আদেশ করিলে, তাঁহারা উপবেশন করিলেন; পরে বেদব্যাস পাণ্ডবগণের পূজায় প্রসন্ন হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন—॥৩॥

'বৎসগণ! তোমরা ধর্ম্ম ও শাস্ত্র অনুসারে চলিতেছ ত? এবং পূজনীয় ব্রাহ্মণগণের পূজার ব্যতিক্রম হয় নাই ত?' ॥৪॥

অথ ধর্ম্মার্থবদ্বাক্যমুক্ত্বা স ভগবানৃষিঃ।
বিচিত্রাশ্চ কথাস্তাস্তাঃ পুনরেবেদমব্রবীৎ ॥৫॥
আসীত্তপোবনে কাচিদৃষেঃ কন্যা মহাত্মনঃ।
বিলগ্নমধ্যা সুশ্রোণী সুভ্রূঃ সর্ব্বগুণান্বিতা ॥৬॥
কর্ম্মভিঃ স্বকৃতৈঃ সা তু দুর্ভগা সমপদ্যত।
নাধ্যগচ্ছৎ পতিং সা তু কন্যা রূপবতী সতী ॥৭॥
তপস্তপ্তুমথারেভে পত্যর্থমসুখা ততঃ।
তোষয়ামাস তপসা সা কিলোগ্রেণ শঙ্করম্ ॥৮॥
তস্যাঃ স ভগবাংস্তুষ্টস্তামুবাচ যশস্বিনীম্।
বরং বরয় ভদ্রং তে বরদোঽস্মীতি শঙ্করঃ ॥৯॥
অথেশ্বরমুবাচেদমাত্মনঃ সা বচো হিতম্।
পতিং সর্ব্বগুণোপেতমিচ্ছামীতি পুনঃ পুনঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। তাস্তা উপাখ্যানান্তরাণি ॥৫॥
আসীদিতি। বিলগ্নঃ পিপীলিকা তদ্বন্মধ্যঃ কটীদেশো যস্যাঃ সা কৃশকটীদেশেত্যর্থঃ ॥৬॥
কর্ম্মভিরিতি। দুর্ভগা অচরিতার্থকামা। তত্র হেতুমাহ নাধ্যগচ্ছদিত্যাদি ॥৭॥
তপ ইতি। অসুখা পত্যলাভাৎ সুখহীনা। উগ্রেণ ভয়ঙ্করেণ ॥৮॥
তস্যা ইতি। ভদ্রম্ আত্মনো মঙ্গলভূতং বরম্, বরয় প্রার্থয় ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

বসৎস্বিতি। প্রতস্থে ইত্যুক্তং ততঃ প্রাগেবাজগামেত্যর্থঃ ॥১—৩॥ অগ্নীতি কোমলা-

তাহার পর, তিনি ধর্ম্ম ও অর্থসঙ্গত কথা বলিয়া এবং আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বহু উপাখ্যান বলিয়া পুনরায় এই কথা বলিলেন—॥৫॥

'এক তপোবনে এক মহর্ষির একটী কন্যা ছিল ; তাহার কটীদেশ পিপীলিকার ন্যায় কৃশ এবং নিতম্বযুগল ও ভ্রূযুগল সুন্দর ছিল, আর তাহাতে সমস্ত গুণই ছিল ॥৬॥

সে আপন কর্ম্মের ফলে দুর্ভগা হইয়াছিল। কেন না, সে সুন্দরী হইয়াও উপযুক্ত পতি পাইয়াছিল না ॥৭॥

তাহার পর, সেই দুঃখিনী কন্যাটী উপযুক্ত পতি লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে সে ভয়ঙ্কর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিল ॥৮॥

মহাদেব সেই কন্যাটীর উপরে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন—'আমি তোমাকে বর দিব। সুতরাং তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর' ॥৯॥

তামথ প্রত্যুবাচেদমীশানো বদতাং বরঃ।
পঞ্চ তে পতয়ো ভদ্রে! ভবিষ্যন্তীতি ভারতাঃ ॥১১॥
এবমুক্তা ততঃ কন্যা দেবং বরদমব্রবীৎ।
একমিচ্ছাম্যহং দেব! ত্বৎপ্রসাদাৎ পতিং প্রভো! ॥১২॥
পুনরেবাব্রবীদ্দেব ইদং বচনমুত্তমম্।
পঞ্চকৃত্বস্ত্বয়া হ্যুক্তঃ পতিং দেহীত্যহং পুনঃ।
দেহমন্যং গতায়াস্তে যথোক্তং তদ্ভবিষ্যতি ॥১৩॥
দ্রুপদস্য কুলে জজ্ঞে সা কন্যা দেবরূপিণী।
নির্দ্দিষ্টা ভবতাং পত্নী কৃষ্ণা পার্ষত্যনিন্দিতা ॥১৪॥
পাঞ্চালনগরে তস্মান্নিবসধ্বং মহাবলাঃ!।
সুখিনস্তামনুপ্রাপ্য ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। সা কন্যা। পুনঃ পুনঃ পঞ্চকৃত্ব ইত্যর্থঃ ॥১০॥

তামিতি। ভারতা ভরতবংশীয়াঃ ॥১১॥

এবমিতি। বরদং দেবং মহাদেবম্ ॥১২॥

পুনরিতি। হি যস্মাৎ, ত্বয়া অহম্, পতিং দেহীতি পঞ্চকৃত্ব উক্তঃ। ষট্পদমিদং পদ্যম্ ॥১৩॥

দ্রুপদস্যেতি। নির্দ্দিষ্টা তেনেশ্বরেণৈব। পৃষতস্যাপত্যং পৌত্রীতি পার্ষতী ॥১৪॥

পাঞ্চালেতি। হে মহাবলাঃ!। তাং কৃষ্ণাম্ ॥১৫॥

তাহার পর, 'সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি' এই আপন হিতকর বাক্যটী পাঁচ বার মহাদেবের নিকট সেই কন্যাটী বলিল ॥১০॥

তখন মহাদেব তাহাকে বলিলেন—'ভদ্রে! তোমার ভরতবংশীয় পাঁচটী পতি হইবে' ॥১১॥

মহাদেব এইরূপ বলিলে, সেই কন্যাটী বরদাতা মহাদেবকে বলিল—'দেব! প্রভো! আপনার অনুগ্রহে আমি একটী পতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি' ॥১২॥

তখন মহাদেব পুনরায় এই উত্তম কথা বলিলেন যে, 'পতি দান করুন' এই কথাটী তুমি আমাকে পাঁচ বার বলিয়াছ। সুতরাং জন্মান্তরে তোমার পাঁচটী পতিই হইবে' ॥১৩॥

সেই দেবরূপিণী কন্যাটী দ্রুপদের বংশে জন্মিয়াছে; সুতরাং পৃষতপৌত্রী অনিন্দ্যসুন্দরী সেই কৃষ্ণানাম্নী কন্যাটীকে মহাদেবই তোমাদের পত্নী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন ॥১৪॥

অতএব বীরগণ! তোমরা পাঞ্চালনগরে যাইয়াই বাস কর; পরে সেই কন্যাটীকে লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই' ॥১৫॥

এবমুক্ত্বা মহাভাগঃ পাণ্ডবান্ স পিতামহঃ।
পার্থানামন্ত্র্য কুন্তীঞ্চ প্রাতিষ্ঠত মহাতপাঃ ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথে দ্রৌপদীজন্মান্তরকথনং নাম দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গতে ভগবতি ব্যাসে পাণ্ডবা হৃষ্টমানসাঃ।
আমন্ত্র্য ব্রাহ্মণং পূর্বমভিবাদ্যাভিমান্য চ ॥১॥
তে প্রতস্থুঃ পুরস্কৃত্য মাতরং পুরুষর্ষভাঃ।
সমৈরুদঙ্মুখৈর্মার্গৈর্যথোদ্দিষ্টং পরন্তপাঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। পিতামহঃ পাণ্ডবানামেব। আমন্ত্র্য প্রস্থানায় সম্বোধ্য ॥১৬॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ররথে দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

গত ইতি। ব্রাহ্মণং গৃহস্বামিনম্। অভিমান্য অভিবাদনেনৈব সম্পূজ্য। সমৈঃ সরলৈঃ। যথোদ্দিষ্টং পাঞ্চালদেশম্ ॥১—২॥

ভারতভাবদীপঃ

মন্ত্রণে ॥৪—৫॥ বিলগ্নমধ্যা কৃশমধ্যা ॥৬—১৩॥ পার্ষতী পার্ষতদুহিতা ॥১৪—১৬॥
ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬২॥

পাণ্ডবগণকে এইরূপ বলিয়া তাঁহাদের পিতামহ মহাতপা বেদব্যাস তাঁহা-দের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বেদব্যাস চলিয়া গেলে, পুরুষশ্রেষ্ঠ ও শত্রুদমনকারী পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া, গৃহস্বামী ব্রাহ্মণকে অভিবাদনপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়া এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, মাতা কুন্তীকে সম্মুখে রাখিয়া, উত্তরমুখ সরল পথে পাঞ্চালদেশে যাত্রা করিলেন ॥১—২॥

* '…সপ্তষষ্ট্যধিকঃ…' '…উনসপ্তত্যধিকঃ…' '…চতুরশীত্যধিকঃ…' ইতি পাঠভেদাঃ।
(২) শনৈরুদঙ্মুখৈঃ…।

তে ত্বগচ্ছন্নহোরাত্রাত্তীর্থং সোমাশ্রয়ায়ণম্।
আসেতুঃ পুরুষব্যাঘ্রা গঙ্গায়াং পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥৩॥
উল্মূকস্তু সমুদ্যম্য তেষামগ্রে ধনঞ্জয়ঃ।
প্রকাশার্থং যযৌ তত্র রক্ষার্থঞ্চ মহারথঃ ॥৪॥
তত্র গঙ্গাজলে রম্যে বিবিক্তে ক্রীড়য়ন্ স্ত্রিয়ঃ।
ঈর্ষুর্গন্ধর্ব্বরাজো বৈ জলক্রীড়ামুপাগতঃ ॥৫॥
শব্দং তেষাং স শুশ্রাব নদীং সমুপসর্পতাম্।
তেন শব্দেন চাবিষ্টশ্চুক্রোধ বলবদ্বলী ॥৬॥
স দৃষ্ট্বা পাণ্ডবাংস্তত্র মাত্রা সহ পরন্তপান্।
বিস্ফারয়ন্ ধনুর্ঘোরমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৭॥
সন্ধ্যা সংরজ্যতে ঘোরা পূর্ব্বরাত্রাগমেষু যা।
অশীলিভির্নরৈর্হীনং তন্মুহূর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। সোমাশ্রয়ায়ণং নাম তীর্থম্। আসেদুরাগতাঃ ॥৩॥
উল্মূকমিতি। উল্মূকং প্রজ্বলিতাগ্নিকং কাষ্ঠম্। প্রকাশার্থম্ আলোকার্থম ॥৪॥
তত্রেতি। বিবিক্তে নির্জনে। ঈর্ষুঃ পরদর্শনাদিকমসহিষ্ণুঃ ॥৫॥
শব্দমিতি। সমুপসর্পতামাগচ্ছতাম্, তেষাং পাণ্ডবানাম্, শব্দং কণ্ঠস্বরম্ ॥৬॥
স ইতি। স গন্ধর্বরাজঃ। বিস্ফারয়ন্ আকর্ষণেন বিস্তারয়ন্ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

গতে ইতি ॥১—২॥ সোমাশ্রয়শ্চন্দ্রধরো রুদ্রস্তস্য স্থানং সোমাশ্রয়ায়ণম্ ॥৩॥ উল্মূকং

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ এক অহোরাত্রের পর সোমাশ্রয়ায়ণনামক তীর্থে গমন করিলেন এবং গঙ্গাতীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩॥

মহারথ অর্জ্জুন পথ দেখিবার জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য এক খানা জ্বলৎ কাষ্ঠ তুলিয়া ধরিয়া সকলের আগে আগে গঙ্গার দিকে যাইতে লাগিলেন ॥৪॥

এদিকে কোপনস্বভাব গন্ধর্ব্বরাজ সেই মনোহর অথ চ নির্জন গঙ্গাজলে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ক্রীড়া করিবার জন্য আসিয়াছিলেন ॥৫॥

তিনি গঙ্গায় যাইবার সময়ে পাণ্ডবগণের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন এবং সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়াই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৬॥

তাহার পর, তিনি মাতার সহিত পাণ্ডবগণকে সে খানে দেখিয়াই ভয়ঙ্কর ধনু বিস্ফারিত করিয়া এই কথা বলিলেন—॥৭॥

(৩)···সোমাশ্রমায়ণম্। (৮)···অশীতিভির্নবৈর্হীনম্···।

বিহিতং কামচারাণাং যক্ষগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্।
শেষমন্যন্মনুষ্যাণাং কামচারেষু বৈ স্মৃতম্ ॥৯॥
লোভাৎ প্রচারং চরতস্তাসু বেলাসু বৈ নরান্।
উপক্রান্তান্ নিগৃহ্নীমো রাক্ষসৈঃ সহ বালিশান্ ॥১০॥
অতো রাত্রৌ প্রাপ্নুবতো জলং ব্রহ্মবিদো জনাঃ।
গর্হয়ন্তি নরান্ সর্ব্বান্ বলস্থান্ নৃপতীনপি ॥১১॥
আরাত্তিষ্ঠত মা মহ্যং সমীপমুপসর্পত।
কস্মান্মাং নাভিজানীত প্রাপ্তং ভাগীরথীজলম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

সন্ধ্যেতি। পূর্ব্বরাত্র্যাগমেষু রাত্রেঃ পূর্ব্বভাগোপস্থিতিষু, যা ঘোরা সন্ধ্যা, সংরজ্যতে রক্তবর্ণা ভবতি; তন্মুহূর্ত্তম্, অশীলিভিরসচ্চরিত্রৈর্নরৈঃ, হীনং বর্জ্জিতম্, প্রচক্ষতে ব্রুবন্তি মুনয়ঃ। সচ্চরিত্রৈর্মুন্যাদিভিস্তু নবৈঃ সন্ধ্যাবন্দনাদ্যর্থং সেবিতমেবেতি ভাবঃ। "সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ। রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু ॥" ইতি তিথিতত্ত্বধৃতবচনমপ্যত্র প্রমাণম্ ॥৮॥

বিহিতমিতি। বিহিতং তন্মুহূর্ত্তং বিধাত্রেতি শেষঃ। কামচারেষু ইচ্ছাবিহারেষু ॥৯॥

লোভাদিতি। প্রচারং চরতো গমনং কুর্ব্বতঃ। উপক্রান্তান্ উপস্থিতান্ ॥১০॥

অত ইতি। বলস্থান্ সেনামধ্যস্থান্। অন্যেষু কা কথেতি ভাবঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

জলংকাষ্ঠম্ ॥৪—৫॥ বলবৎ অতিশয়িতম্ ॥৬—৭॥ পূর্ব্বরাত্র্যাগমেষু পশ্চিমায়াং দিশি অর্দ্ধাস্তমিতার্কমণ্ডলরূপা যা সন্ধ্যা সংরজ্যতে রক্তা ভবতি তস্যাং মুহূর্ত্তং প্রস্থানকালমশীতিভির্লবৈর্নিমেষার্দ্ধৈর্হীনং প্রচক্ষতে ॥৮॥ তদেব মুহূর্ত্তং যক্ষাদীনাং কর্ম্মচারেষু বিহিতম্। অন্যন্মনুষ্যাণাং কর্ম্মচারেষু স্মৃতমিত্যন্বয়ঃ। সন্ধ্যায়ামশীতিলবোপরি রাত্রৌ যক্ষাদীনামেব

'প্রথম রাত্রি উপস্থিত হইলে, যে সন্ধ্যা ভয়ঙ্কর রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, সেই মুহূর্ত্তটাকে মুনিরা অসচ্চরিত্র লোকের বর্জ্জিত বলিয়া কহিয়া থাকেন ॥৮॥

এবং সেই মুহূর্ত্তটা কামচারী যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; অবশিষ্ট অন্য মুহূর্ত্তগুলিই মনুষ্যদিগের ইচ্ছাবিহারের সময় ॥৯॥

সেই সময়ে মনুষ্যেরা লোভবশতঃ বিচরণ করিতে থাকিয়া উপস্থিত হইলে, আমরা রাক্ষসদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে নিগৃহীত করিয়া থাকি ॥১০॥

অতএব সর্ব্বপ্রকার মনুষ্য, এমন কি সৈন্যবেষ্টিত রাজারাও যদি রাত্রিতে নদীর জলে উপস্থিত হন, তবে ব্রহ্মজ্ঞ লোকেরা তাঁহাদের নিন্দা করেন ॥১১॥

(৯)…কর্ম্মচারেষু বৈ স্মৃতম্। (১১)"…বনস্থান্ নৃপতীনপি" ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে রঘুনন্দনধৃতঃ পাঠঃ। (১২)…সমীপমুপতিষ্ঠত…।

অঙ্গারপর্ণং গন্ধর্ব্বং বিত্ত মাং স্ববলাশ্রয়ম্ ।
অহং হি মানী চের্ষু্শ্চ কুবেরস্য প্রিয়ঃ সখা ॥১৩॥
অঙ্গারপর্ণমিত্যেবং খ্যাতঞ্চেদং বনং মম ।
অনুগঙ্গং চরন্ কামাংশ্চিত্রং যত্র রমাম্যহম্ ॥১৪॥
ন কৌণপাঃ শৃঙ্গিণো বা ন দেবা ন চ মানুষাঃ ।
ইদং সমুপসর্পন্তি তৎ কিং সমুপসর্পথ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

আরাদিতি। আরাৎ দূরে। মহ্যং মম। ন অভিজানীত ন অবগচ্ছত ॥১২॥
অঙ্গারেতি। অঙ্গারপর্ণং তদাখ্যম্। বিত্ত জানীত। স্ববলাশ্রয়ম্ অন্যবলনিরপেক্ষম্ ॥১৩॥
অঙ্গারেতি। ইদং দৃশ্যমানম্। অনুগঙ্গং গঙ্গাসমীপে। কামান্ চরন্। যত্র বনে ॥১৪॥
নেতি। কৌণপা রাক্ষসাঃ; শৃঙ্গিণো গবাদয়ঃ। সমুপসর্পন্তি মদ্বিহারকালে ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

সঞ্চারকালঃ, অন্যদহর্মনুষ্যাণামিত্যর্থঃ ॥৯—১০॥ জলং প্রাপ্নুবতো নরান্ ॥১১—১৪॥ "ন নংহসাঃ শৃঙ্গিণো বা ন চ দেবাঞ্জনস্রজঃ। কুবেরস্য যথোষ্ণীষং কিং মাং সমুপসর্পথ" ইতি প্রাচীনঃ পাঠো দেববোধাদিভির্ব্যাখ্যাতত্বাৎ প্রামাণিকঃ, অস্যায়মর্থঃ—হসন্তি বিকসন্তি তে হসাঃ নমন্তো হসা যেষাং তে নংহসাঃ ভক্তানুগ্রাহকা দেবাঃ সর্ব্বত্রাপ্রতিহতগতয়স্তে ভবন্তো ন ভূচরত্বাৎ, "কৌণপাঃ" ইতি পাঠে তু রাক্ষসাঃ করালাকৃতয়ো যূয়ং ন রম্যাকৃতিত্বাৎ, "ন কুলসাঃ" ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ; কুলং স্যন্তি অন্তং নয়ন্তি তে কুলসাঃ কুলকণ্টকা ইত্যর্থঃ। শৃঙ্গিণঃ কাপালিকা আভিচারিকা বীরসাধনাদিপরাঃ, তেঽপি নিশীথে জলপ্রবেশার্হাঃ, ন চ শৃঙ্গকপালাদিতচ্চিহ্নং যুষ্মাসু দৃশ্যতে, ন চ দেবাঞ্জনস্রজঃ দেবানাং সম্বন্ধীন্যঞ্জনাদীনি দিব্যদৃষ্টিপ্রদানি স্রজশ্চ আকাশাদিগতিপ্রদা যেষু সন্তি তে গন্ধর্ব্বযক্ষাদয়ঃ উল্মুকধারিত্বাৎ জলে শব্দকরত্বাচ্চ যক্ষাদিসজ্ঞবিদামপ্যজ্ঞাতত্বাৎ। যদ্বা কুবেরস্যোষ্ণীষমিবোষ্ণীষং শিরোমণ্ডনভূতং সন্তং মাং কিং সমনুসর্পথ হেলয়া উপযাথ? যদ্বা কুবেরস্য কুৎসিতশরীরস্য হীনশক্তেঃ যথা

সুতরাং তোমরা দূরে থাক, আমার নিকটে আসিও না। আমি যে গঙ্গার জলে বিহার করিতেছি, তাহা তোমরা বুঝিতেছ না কেন? ॥১২॥

আমি গন্ধর্ব্ব, আমার নাম অঙ্গারপর্ণ এবং আমি আপন শক্তি অনুসারেই চলিয়া থাকি ইহা জানিও, আর আমি অভিমানী, ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও কুবেরের প্রিয় সখা ॥১৩॥

'অঙ্গারপর্ণ'—নামে বিখ্যাত এই বন আমার; আমি গঙ্গার নিকটে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিয়া যে বনে নানাপ্রকার বিহার করিয়া থাকি ॥১৪॥

(১৪)···অনু গঙ্গাঞ্চ রাকীঞ্চ চিত্রং যত্র রমাম্যহম্। (১৫) ননহসাঃ শৃঙ্গিণো বা ন চ দেবাঞ্জনস্রজঃ। কুবেরস্য যথোষ্ণীষং কিং মাং সমুপসর্পথ ॥ ঈদৃশঃ পাঠঃ কচিৎ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সমুদ্রে হিমবৎপার্শ্বে নদ্যামস্যাঞ্চ দুর্ম্মতে!।
রাত্রাবহনি সন্ধ্যায়াং কস্য গুপ্তঃ পরিগ্রহঃ ॥১৬॥
ভুক্তো বাপ্যথবাঽভুক্তো রাত্রাবহনি খেচর!।
ন কালনিয়মো হ্যস্তি গঙ্গাং প্রাপ্য সরিদ্বরাম্ ॥১৭॥
বয়ঞ্চ শক্তিসম্পন্না অকালে ত্বামধৃষ্ণুম।
অশক্তা হি রণে ক্রূর! যুষ্মানর্চ্চন্তি মানবাঃ ॥১৮॥
পুরা হিমবতশ্চৈষা হৈমশৃঙ্গাদ্বিনিঃসৃতা।
গঙ্গা গত্বা সমুদ্রাম্ভঃ সপ্তধা সমগচ্ছত ॥১৯॥
গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চৈব প্লক্ষজাতাং সরস্বতীম্।
রথস্থাং সরযূঞ্চৈব গোমতীং গণ্ডকীং তথা।
অপর্য্যুষিতপাপাস্তে নদীঃ সপ্ত পিবন্তি যে ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

সমুদ্র ইতি। কস্য পরিগ্রহো জলগ্রহণম্, গুপ্তো বারিতঃ, কস্যাপি নেত্যর্থঃ ॥১৬॥

ভুক্ত ইতি। ভুক্তাদীনাং কস্যাপি জলগ্রহণে কালনিয়মো নাস্তীত্যর্থঃ ॥১৭॥

বয়মিতি। অকালে ত্বদ্বিহারসময় ইত্যর্থঃ, অধৃষ্ণুম প্রগল্‌ভয়া বাচা অনিন্দাম। "ঞি ধৃষা প্রাগল্‌ভ্যে" ইতি স্বাদিধৃষধাতোর্হ্যস্তন্যা উত্তমপুরুষবহুবচনে রূপম্ ॥১৮॥

পুরেতি। সপ্তধা গঙ্গাদিভিঃ সপ্তভিঃ প্রকারৈঃ, সমুদ্রাম্ভঃ সমগচ্ছত ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

উষ্ণীষং যঃ কশ্চিৎ হেলয়া উপসর্পতি তদ্বৎ মাং কথং জানীথেত্যর্থঃ ॥১৫॥ যৎ তু রাত্রৌ জলং ন স্প্রষ্টব্যমিত্যুক্তং তত্রাহ, সমুদ্রে ইতি ॥১৬—১৭॥ অহং হি মানীত্যুক্তং তত্রাহ, বয়-

দেবতা, রাক্ষস, মানুষ, বা পশু কোন প্রাণীই আমার জলবিহারের সময়ে এখানে আসে না; সুতরাং তোমরা আসিয়াছ কেন?' ॥১৫॥

অর্জ্জুন বলিলেন—'দুর্ম্মতি! সমুদ্রে, হিমালয়ের পার্শ্বে এবং এই গঙ্গানদীতে দিনে, রাত্রিতে, বা সন্ধ্যাকালে জলগ্রহণ করিতে কাহার বাধা আছে? ॥১৬॥

ভুক্তই হউক, আর অভুক্তই হউক, দিন হউক, বা রাত্রি হউক, নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গার জল গ্রহণ করিতে কাহারও কোন কালনিয়ম নাই ॥১৭॥

আমরা শক্তিশালী বলিয়াই তোমাকে তিরস্কার করিলাম; আর যুদ্ধে অসমর্থ মানুষেরাই তোমাদের পূজা করিয়া থাকে ॥১৮॥

এই গঙ্গা পূর্ব্বকালে হিমালয়ের হেমশৃঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া যাইয়া সপ্তপ্রকারে সমুদ্রের জলে মিশিয়াছে ॥১৯॥

ইয়ং ভূত্বা চৈকবপ্রা শুচিরাকাশগা পুনঃ।
দেবেষু গঙ্গা গন্ধর্ব্ব! প্রাপ্নোত্যলকনন্দতাম্ ॥২১॥
তথা পিতৄন্ বৈতরণী দুস্তরা পাপকর্ম্মভিঃ।
গঙ্গা ভবতি বৈ প্রাপ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥২২॥
অসংবাধা দেবনদী স্বর্গসম্পাদনী শুভা।
কথমিচ্ছসি তাং রোদ্ধুং নৈষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥২৩॥
অনিবার্য্যমসংবাধং তব বাচা কথং বয়ম্।
ন স্পৃশেম যথাকামং পুণ্যং ভাগীরথীজলম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

অথ কে তে সপ্ত প্রকারা ইত্যাহ গঙ্গামিতি। রথস্থাং রথবদুন্নতগিরিশৃঙ্গনির্গতামিতি সরযুবিশেষণম্, অতো নাষ্টপ্রকারাপত্তিঃ। ন পর্য্যুষিতং পরদিনেঽপি স্থিতং পাপং যেষাং তে সদ্য এব নষ্টপাপা ইত্যর্থঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২০॥

ইয়মিতি। ইয়ং শুচিঃ পবিত্রা গঙ্গা, একমাকাশমাত্রং বপ্রং তটং যস্যাঃ সা তাদৃশী আকাশগা সতী, দেবেষু দেবলোকেষু, অলকনন্দতাম্ অলকনন্দেতি নাম প্রাপ্নোতি। সংজ্ঞায়ামপি হ্রস্বত্বমার্ষম্। "পিতৃকেদারয়োর্বপ্রো বপ্রঃ প্রাকাররোধসোঃ" ইতি বিশ্বঃ ॥২১॥

তথেতি। গঙ্গা পিতৄন্ পিতৃলোকান্ প্রাপ্য পাপকর্ম্মভির্জনৈর্দুস্তরা বৈতরণী ভবতীত্যন্বয়ঃ ॥২২॥

অসমিতি। অসংবাধা কেনাপ্যবাধনীয়া ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

মিতি। অধৃষ্ণুম ধর্ষিতবন্তঃ ॥১৮॥ সপ্তধা—বস্বৌকসারা নলিনী পাবনী সীতা চক্ষুঃ সিন্ধুরলকনন্দেতি সপ্তধা। গত্বা সমুদ্রান্তঃ সমপদ্যতেতি যোজনা। অপর্য্যুষিতপাপা নিঃশেষিতপাপাঃ ॥১৯—২০॥ একমাকাশরূপং বপ্রং তটং যস্যাঃ সা, "তটং বপ্রম্" ইতি মেদিনী ॥২১—২২॥ অসম্বাধা নিঃসঙ্কটা, ইতরনদীবৎ প্রাবৃষি রজস্বলাত্বেন ক্ষণমপ্যস্পৃশ্যত্বং ন

গঙ্গা, যমুনা, প্লক্ষজাতা, সরস্বতী, সরযু, গোমতী ও গণ্ডকী এই সাতটী নদীর জল যাহারা পান করে, তৎক্ষণাৎ তাহাদের পাপ নষ্ট হয় ॥২০॥

এই পবিত্রগঙ্গা আকাশপথে যাইয়া দেবলোকে 'অলকনন্দা'—নাম ধারণ করিয়াছে ॥২১॥

আবার, এই গঙ্গাই পিতৃলোকে যাইয়া পাপিষ্ঠ লোকের দুস্তরণীয়া বৈতরণী নদী হইয়াছে; এই সকল কথা স্বয়ং বেদব্যাস বলিয়াছেন ॥২২॥

অতএব স্বর্গ ও সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলজনিকা এই গঙ্গার জল ব্যবহার করিতে কেহই বাধা দিতে পারে না; তুমি বাধা দিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন? ইহা ত সনাতন ধর্ম্ম নহে। ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অঙ্গারপর্ণস্তচ্ছ্রুত্বা ক্রুদ্ধ আয়ম্য কার্ম্মুকম্।
মুমোচ বাণান্নিশিতানহীনাশীবিষানিব ॥২৫॥
উল্মুকং ভ্রাময়ংস্তূর্ণং পাণ্ডবশ্চর্ম্ম চোত্তমম্।
ব্যপোবাহ শরাংস্তস্য সর্বানেব ধনঞ্জয়ঃ ॥২৬॥

অর্জ্জুন উবাচ।

বিভীষিকা বৈ গন্ধর্ব্ব! নাস্ত্রজ্ঞেষু প্রযুজ্যতে।
অস্ত্রজ্ঞেষু প্রযুক্তেয়ং ফেনবৎ প্রবিলীয়তে ॥২৭॥
মানুষানতিগন্ধর্ব্বান্ সর্ব্বান্ গন্ধর্ব্ব! লক্ষয়ে।
তস্মাদস্ত্রেণ দিব্যেন যোৎস্যেঽহং ন তু মায়য়া ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

অনিবার্য্যমিতি। কেনাপ্যনিবার্য্যম্, অসংবাধং শাস্ত্রনিষেধরহিতঞ্চ ॥২৪॥
অঙ্গারেতি। আশীবিষান্ তীক্ষ্ণবিষান্, অহীন্ সর্পানিব ॥২৫॥
উল্মুকমিতি। উল্মুকং হস্তধৃতং জ্বলৎকাষ্ঠম্। ব্যপোবাহ নিবারয়ামাস ॥২৬॥
বিভীষিকেতি। বিভীষিকা ভয়প্রদর্শনম্। ইয়ং বিভীষিকা ॥২৭॥
মানুষানিতি। সর্ব্বানেব গন্ধর্ব্বান্, মানুষান্, অতি বলেনাতিক্রান্তান্। দিব্যেন স্বর্গীয়েণ ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ ॥২৩—২৪॥ অহীন্ সর্পান্, আশীবিষান্ বিষদংষ্ট্রান্ ॥২৫॥ চর্ম্ম ছত্রাকার-

যাহাতে কেহ বাধা দিতে পারে না, বা শাস্ত্রীয় কোন নিষেধ নাই; কেবল তোমার কথায় আমরা সেই পবিত্র গঙ্গাজল ইচ্ছানুসারে কেন স্পর্শ করিব না? ॥২৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অঙ্গারপর্ণ অর্জ্জুনের উক্তি শুনিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, ধনু আয়ত করিয়া, তীক্ষ্ণবিষ সর্পের ন্যায় অনেক নিশিত বাণ নিক্ষেপ করিল ॥২৫॥

তখন অর্জ্জুন হস্তস্থিত জ্বলৎকাষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট চর্ম্ম (ঢাল) ঘুরাইতে থাকিয়া সত্বরই অঙ্গারপর্ণের সমস্ত বাণ ব্যর্থ করিয়া দিলেন ॥২৬॥

পরে, অর্জ্জুন বলিলেন—'গন্ধর্ব্ব! অস্ত্রজ্ঞদিগের প্রতি তোমাদের এই ভয়প্রদর্শন সফল হয় না; কেন না, অস্ত্রজ্ঞদিগের প্রতি এইরূপ ভয়প্রদর্শন করিলে, তাহা ফেনের ন্যায় লয় পাইয়া যায় ॥২৭॥

গন্ধর্ব্ব! সকল গন্ধর্ব্বকেই মানুষ অপেক্ষা প্রবল দেখিতে পাই। অতএব আমি তোমার সহিত স্বর্গীয় অস্ত্র দ্বারাই যুদ্ধ করিব, কিন্তু মায়া দ্বারা নহে ॥২৮॥

পুরাস্ত্রমিদমাগ্নেয়ং প্রাদাৎ কিল বৃহস্পতিঃ।
ভরদ্বাজায় গন্ধর্ব! গুরুর্মান্যঃ শতক্রতোঃ ॥২৯॥
ভরদ্বাজাদগ্নিবেশ্যো হগ্নিবেশ্যাদ্‌গুরুর্মম।
সাধ্বিদং মহ্যমদদদ্‌দ্রোণো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥৩০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা পাণ্ডবঃ ক্রুদ্ধো গন্ধর্ব্বায় মুমোচ হ।
প্রদীপ্তমস্ত্রমাগ্নেয়ং দদাহাস্য রথস্তু তৎ ॥৩১॥
বিরথং বিপ্লুতং তন্তু স গন্ধর্ব্বং মহাবলম্‌।
অস্ত্রতেজঃপ্রমূঢ়ঞ্চ প্রপতন্তমবাঙ্মুখম্‌ ॥৩২॥
শিরোরুহেষু জগ্রাহ মাল্যবৎসু ধনঞ্জয়ঃ।
ভ্রাতৄন্‌ প্রতি চকর্ষাথ সোঽস্ত্রপাতাদচেতসম্‌ ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্‌)

ভারতকৌমুদী

পুরেতি। শতক্রতোরিন্দ্রস্য গুরুঃ, অতএব তস্যাপি মান্যঃ। ততশ্চাস্যাব্যর্থত্বম্‌ ॥২৯॥
ভরেতি। প্রথমার্দ্ধে প্রাপ্তবানিতি শেষঃ। সাধু সম্যক্‌ ॥৩০॥
ইতীতি। পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ। তদাগ্নেয়মস্ত্রং কর্তৃ। অস্য অঙ্গারপর্ণস্য ॥৩১॥
বিরথমিতি। বিপ্লুতং বিহ্বলম্‌। স ধনঞ্জয়ঃ। অস্ত্রতেজসা প্রমূঢ়ং মূর্চ্ছিতম্‌। মাল্যবৎসু পুষ্পমালাশোভিতেষু, শিরোরুহেষু কেশেষু। অচেতসং সংজ্ঞাহীনম্‌ ॥৩২—৩৩॥

ভারতভাবদীপঃ

মায়ুধপাতত্রাণম্‌। ব্যপোহত অপসারিতবান্‌ ॥২৬॥ মানুষানতি মানুষাধিকান্‌ লক্ষয়ে

গন্ধর্ব্ব! দেবরাজের গুরু ও মাননীয় স্বয়ং বৃহস্পতি পূর্ব্বকালে এই আগ্নেয় অস্ত্র মহর্ষি ভরদ্বাজকে দিয়াছিলেন ॥২৯॥

ভরদ্বাজ হইতে অগ্নিবেশ্য এবং অগ্নিবেশ্য হইতে আমার গুরু দ্রোণ ইহা পাইয়াছিলেন; সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দ্রোণ আবার আমাকে ইহা দান করিয়াছেন ॥৩০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, সেই প্রজ্বলিত আগ্নেয় অস্ত্র গন্ধর্ব্বের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; সেই অস্ত্র গন্ধর্ব্বের রথ খানা দগ্ধ করিল ॥৩১॥

তখন মহাবলশালী সেই গন্ধর্ব্ব রথহীন, বিহ্বল এবং অস্ত্রের তেজে অচৈতন্য হইয়া অধোমুখে পড়িতে লাগিল; সেই সময়ে অর্জ্জুন যাইয়া তাহার পুষ্পমালাশোভিত কেশকলাপ ধারণ করিলেন এবং অস্ত্রাঘাতে অচৈতন্য সেই গন্ধর্ব্বকে ভ্রাতৃগণের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে লাগিলেন ॥৩২—৩৩॥

যুধিষ্ঠিরং তস্য ভার্য্যা প্রপেদে শরণার্থিনী।
নাম্না কুম্ভীনসী নাম পতিত্রাণমভীপ্সতী ॥৩৪॥

গন্ধর্ব্ব্যুবাচ।

ত্রায়স্ব মাং মহাভাগ! পতিঞ্চেমং বিমুঞ্চ মে।
গন্ধর্ব্বীং শরণং প্রাপ্তাং নাম্না কুম্ভীনসীং প্রভো! ॥৩৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যুদ্ধে জিতং যশোহীনং স্ত্রীনাথমপরাক্রমম্।
কো নিহন্যাদ্রিপুং তাত! মুঞ্চেমং রিপুসূদন! ॥৩৬॥

অর্জ্জুন উবাচ।

জীবিতং প্রতিপদ্যস্ব গচ্ছ গন্ধর্ব! মা শুচঃ।
প্রদিশত্যভয়ং তেঽদ্য কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৭॥

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

জিতোঽহং পূর্ব্বকং নাম মুঞ্চাম্যঙ্গারপর্ণতাম্।
ন চ শ্লাঘে বলেনাঙ্গ! ন নাম্না জনসংসদি ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

যুধীতি। প্রপেদে প্রাপ্তা। নাম প্রসিদ্ধা। অভীপ্সতী ইচ্ছন্তী। নলোপ আর্ষঃ ॥৩৪॥
ত্রায়স্বেতি। পত্যুর্মোচনেনৈব মম ত্রাণমিতি ভাবঃ ॥৩৫॥
যুদ্ধ ইতি। স্ত্রী ভার্য্যৈব নাথো রক্ষিকা যস্য তম্ ॥৩৬॥
জীবিতমিতি। প্রতিপদ্যস্ব লভস্ব। মা শুচঃ পরাভববশাৎ শোকং ন কুরু ॥৩৭॥

তখন কুম্ভীনসীনাম্নী সেই গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা পতির প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছায় তৎক্ষণাৎ যাইয়া যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইল ॥৩৪॥

গন্ধর্ব্বী বলিল—'হে প্রভো! হে মহাত্মন্! আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমার এই পতিকে ছাড়িয়া দিন; আমিও গন্ধর্ব্বী, আমার নাম কুম্ভীনসী, আমি আপনার শরণাগতা ॥৩৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'যুদ্ধে জয় করায় যাহার যশ নাই, পরাক্রম নাই এবং স্ত্রীমাত্রই রক্ষক, সে শত্রুকে কোন্ ব্যক্তি বধ করে? অতএব অর্জ্জুন! ইহাকে তুমি ছাড়িয়া দাও' ॥৩৬॥

অর্জ্জুন বলিলেন—'গন্ধর্ব্ব! জীবন লাভ কর এবং চলিয়া যাও, শোক করিও না। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির আজ তোমাকে অভয় দিয়াছেন' ॥৩৭॥

(৩৫) ইতঃ পরম্ 'দৃষ্ট্বোবাচ মহাবাহুঃ ফাল্গুনং বৈ যুধিষ্ঠিরঃ' ইত্যর্দ্ধমধিকং কচিৎ।
(৩৮)…ন চ শ্লাঘে বলেনাঙ্গ…।

সাধ্বিমং লব্ধবাল্লাঁভং যোঽহং দিব্যাস্ত্রধারিণম্ ।
গান্ধর্ব্ব্যা মায়য়েচ্ছামি সংযোজয়িতুমর্জ্জুনম্ ॥৩৯॥
অস্ত্রাগ্নিনা বিচিত্রোঽয়ং দগ্ধো মে রথ উত্তমঃ ।
সোঽহং চিত্ররথো ভূত্বা নাম্না দগ্ধরথোঽভবম্ ॥৪০॥
সম্ভৃতা চৈব বিদ্যেয়ং তপসেহ ময়া পুরা ।
নিবেদয়িষ্যে তামদ্য প্রাণদায় মহাত্মনে ॥৪১॥
সংস্তম্ভয়িত্বা তরসা জিতং শরণমাগতম্ ।
যো রিপুং যোজয়েৎ প্রাণৈঃ কল্যাণং কিং ন সোঽর্হতি ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

জিত ইতি। অঙ্গারো জ্বলৎ কাষ্ঠং তদ্বৎ পর্ণং বাহনং রথো যস্য সঃ অঙ্গারপর্ণস্তত্তাং তদ্রূপমিত্যর্থঃ, পূর্ব্বকং পূর্ব্ববর্ত্তি। শ্লাঘে আত্মগৌরবং করোমি। অঙ্গেতি সম্বোধনে ॥৩৮॥

সাধ্বিতি। লাভং লাভবদেব সুখম্। যুধিষ্ঠিরঃ প্রদিশতীত্যনেনানুমানাদর্জ্জুন-মিত্যুক্তম্ ॥৩৯॥

অস্ত্রেতি। দগ্ধরথো ভূত্বা, নাম্না চিত্ররথঃ অভবমিত্যন্বয়ঃ ॥৪০॥

সম্ভৃতেতি। সম্ভৃতা প্রাপ্তা। নিবেদয়িষ্যে জ্ঞাপয়িষ্যামি ॥৪১॥

সমিতি। তরসা বলেন, সংস্তম্ভয়িত্বা সংজ্ঞালোপেন স্তব্ধীকৃত্য ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

অতো দিব্যেনাস্ত্রেণ যোৎস্যে ॥২৭—৩১॥ বিপ্লুতং রথাচ্চ্যুতম্, অতএব প্রমূঢ়ম্ ॥৩২—৩৫॥ স্ত্রী নাথো রক্ষিতা যস্য তম্ ॥৩৬—৩৭॥ অঙ্গারবৎ ভাস্বরং দুঃস্পর্শঞ্চ পর্ণং বাহনং রথো যস্য সোঽঙ্গারপর্ণস্তস্য ভাবস্তত্তাম্ ॥৩৮॥ লাভং লাভবৎসুখদং সখায়ম্ ॥৩৯—৪০॥ সংভৃতা

গন্ধর্ব্ব বলিল—'আমি পরাজিত হইয়াছি বলিয়া পূর্ব্বের 'অঙ্গারপর্ণ' নাম পরিত্যাগ করিলাম ; আর লোকসভায় শক্তি বা নাম দ্বারা আত্মশ্লাঘা করিব না ॥৩৮॥

আমি এটা ভাল লাভ করিলাম যে, আমি দিব্যাস্ত্রধারী অর্জ্জুনকে গান্ধর্ব্বী মায়ায় সংযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিতে পারিতেছি ॥৩৯॥

অস্ত্রাগ্নি আমার এই বিচিত্র উত্তম রথখানিকে দগ্ধ করিয়া দিয়াছে ; সুতরাং আমি দগ্ধরথ হইয়া নামতঃ 'চিত্ররথ' হইলাম ॥৪০॥

আমি পূর্ব্বে তপস্যা দ্বারা এই বিদ্যাটী লাভ করিয়াছিলাম ; আজ তাহা প্রাণদাতা মহাত্মাকে দান করিব ॥৪১॥

যিনি আপন শক্তিতে জয় করিয়া শত্রুকে স্তব্ধ করিয়াছিলেন, পরে আবার

---

(৪০)·· রথসত্তমঃ··· ।

চাক্ষুষী নাম বিদ্যেয়ং যাং সোমায় দদৌ মনুঃ।
দদৌ স বিশ্বাবসবে মম বিশ্বাবসুর্দদৌ ॥৪৩॥
সেয়ং কাপুরুষপ্রাপ্তা গুরুদত্তা প্রণশ্যতি।
আগমোঽস্যা ময়া প্রোক্তো বীর্য্যং প্রতিনিবোধ মে ॥৪৪॥
যচ্চক্ষুষা দ্রষ্টুমিচ্ছেত্ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
তৎ পশ্যেদযাদৃশঞ্চেচ্ছেত্তাদৃশং দ্রষ্টুমর্হতি ॥৪৫॥
একপাদেন ষণ্মাসান্ স্থিতো বিদ্যাং লভেদিমাম্।
অনুনেষ্যাম্যহং বিদ্যাং স্বয়ং তুভ্যং ব্রতেঽকৃতে ॥৪৬॥
বিদ্যয়া হ্যনয়া রাজন্! বয়ং নৃভ্যো বিশেষিতাঃ।
অবিশিষ্টাশ্চ দেবানামনুভাবপ্রদর্শিনঃ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

চাক্ষুষীতি। সোমায় চন্দ্রায়। বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ ॥৪৩॥

সেতি। প্রণশ্যতি নিষ্ফলা ভবতি। আগমঃ পরম্পরয়া প্রাপ্তিঃ। বীর্য্যং শক্তিম্ ॥৪৪॥

যদিতি। যাদৃশং যদ্যদ্ধর্ম্মবিশিষ্টম্। তাদৃশং তত্তদ্ধর্ম্মবিশিষ্টম্ ॥৪৫॥

একেতি। ব্রতে একপাদেন ষণ্মাসস্থিতিরূপে নিয়মে, ত্বয়া অকৃতেঽপি, স্বয়মেবাহম্, তুভ্যম্, অনুনেষ্যামি প্রাপয়িষ্যামি দাস্যামীত্যর্থঃ ॥৪৬॥

ভারতভাবদীপঃ

অর্জ্জিতা তপসা ॥৪১॥ প্রাণৈর্যোজয়েৎ ন হন্যাৎ ॥৪২—৪৪॥ যদিতি। তৎ ধর্ম্মিস্বরূপং পশ্যেৎ, যাদৃশং যদ্ধর্ম্মবিশিষ্টং সামান্যতো বিশেষতশ্চ সর্ব্বং সর্ব্বাবস্থং বস্তু সর্ব্বদা স্বসঙ্কল্পানুসারেণ পশ্যেদিত্যর্থঃ ॥৪৫॥ অনুনেষ্যামি পশ্চাৎ প্রাপয়িষ্যামি ॥৪৬॥ বিশেষিতাঃ বিশিষ্টাঃ,

সেই শত্রু শরণাগত হইলে তাহাকে প্রাণ দান করিয়াছেন, তিনি কোন্ মঙ্গলকর বস্তু না পাইতে পারেন? ॥৪২॥

এই বিদ্যার নাম—'চাক্ষুষী', যাহা মনু চন্দ্রকে দিয়াছিলেন, চন্দ্র বিশ্বাবসুকে দিয়াছিলেন, বিশ্বাবসু আবার আমাকে দিয়াছেন ॥৪৩॥

গুরুপ্রদত্ত এই বিদ্যা কাপুরুষের নিকট গেলে বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার প্রাপ্তির বিষয় আমি বলিলাম; এখন শক্তির বিষয় শ্রবণ করুন ॥৪৪॥

লোক ত্রিভুবনের মধ্যে যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা করিবে, এই বিদ্যার প্রভাবে তাহাই দেখিতে পাইবে এবং যে রকম দেখিতে ইচ্ছা করিবে, সেই রকমই দেখিতে পারিবে ॥৪৫॥

ছয় মাস যাবৎ এক পায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া এই বিদ্যা লাভ করিতে পারে; কিন্তু আপনি এ ব্রত না করিয়া থাকিলেও আমি নিজেই আপনাকে এই বিদ্যা দিব ॥৪৬॥

গন্ধর্ব্বজানামশ্বানামহং পুরুষসত্তম !।
ভ্রাতৃভ্যস্তব তুভ্যঞ্চ পৃথগ্ দাতা শতং শতম্ ॥৪৮॥
দেব ! গন্ধর্ব্ববাহাস্তে দিব্যবর্ণা মনোজবাঃ।
ক্ষীণাক্ষীণা ভবন্ত্যেতে ন হীয়ন্তে চ রংহসঃ ॥৪৯॥
পুরা কৃতং মহেন্দ্রস্য বজ্রং বৃত্রনিবর্হণম্।
দশধা শতধা চৈব তচ্ছীর্ণং বৃত্রমূর্দ্ধনি ॥৫০॥
ততো ভাগীকৃতো দেবৈর্বজ্রভাগ উপাস্যতে।
লোকে যশোধনং কিঞ্চিৎ সা বৈ বজ্রতনুঃ স্মৃতা ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

বিদ্যয়েতি। নৃভ্যো মনুষ্যেভ্যঃ, বিশেষিতা অধিকীকৃতাঃ। অবশিষ্টাঃ সমানাঃ, অনুভাবপ্রদর্শিনঃ প্রভাবপ্রদর্শনক্ষমাঃ। "অনুভাবঃ প্রভাবেঽপি" ইত্যমরঃ ॥৪৭॥

গন্ধর্ব্বেতি। গন্ধর্ব্বজানাং তদ্দেশজাতানাম্। দাতা দাস্যামি। তৃন্‌প্রত্যয়ঃ ॥৪৮॥

দেবেতি। হে দেব ! রাজন্ ! রাজপুত্রেতি যাবৎ, গন্ধর্ব্বাণাং বাহা অশ্বাঃ। ক্ষীণাক্ষীণাঃ প্রয়োজনানুসারেণ কৃশা অকৃশাশ্চ। রংহসো বেগাৎ, ক্ষীণত্বেঽপি ন হীয়ন্তে ॥৪৯॥

তদশ্বোৎকর্ষং বক্তুমুপক্রমতে পুরেতি। বৃত্রনিবর্হণং বৃত্রাসুরনাশকম্। দশধা শতধা দশগুণিতশতধা সহস্রধেত্যর্থঃ, শীর্ণং ভগ্নম্ ॥৫০॥

ভারতভাবদীপঃ

অবশিষ্টাস্তুল্যাঃ, অনুভাবস্য আকাশগমনাদৃশ্যত্বাদেঃ প্রদর্শিনো দর্শনশীলাঃ ॥৪৭—৪৮॥ ক্ষীণাশ্চ অক্ষীণাশ্চ ক্ষীণাক্ষীণাঃ বৃদ্ধা অক্ষীণাস্তরুণা বা এতে ন ভবন্তি, রংহসো বেগাচ্চ ন হীয়ন্তে ইতি নকারানুষঙ্গেণ যোজ্যম্। "ক্ষীণাঃ ক্ষীণা" ইতি পাঠে সমর্থাঃ অসমর্থা ইত্যর্থঃ, ঐশ্বর্য্যার্থস্য ক্ষয়তেঃ কর্ত্তরি নিষ্ঠায়াং দৈর্ঘ্যং ণত্বঞ্চ। এতে রংহসো বেগাতিশয়াৎ ন হীয়ন্তে অপি তু অধিকমধিকং সমর্থা ভবন্তীত্যর্থঃ। রংহসো বেগাৎ ॥৪৯॥ অশ্বোৎপত্তিমাহ চতুর্ভিঃ পুরেতি ॥৫০॥ ভাগীকৃতঃ শীর্ণত্বাদনেকধাভূতো বজ্রভাগঃ তেষু তেষু স্থানেষু দেবৈরুপাস্যতে।

রাজপুত্র! আমরা এই বিদ্যার গুণেই মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছি এবং দেবগণের সমানই প্রভাব দেখাইতে পারি ॥৪৭॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার ভ্রাতৃগণকে এবং আপনাকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এক শত করিয়া গন্ধর্ব্বদেশীয় অশ্ব দান করিব ॥৪৮॥

রাজপুত্র ! গন্ধর্ব্বদেশীয় সেই অশ্বগুলি সুন্দরবর্ণ, মনের ন্যায় বেগবান্ এবং প্রয়োজন অনুসারে ক্ষীণ ও অক্ষীণ হইতে পারে, আর কখনও বেগভ্রষ্ট হয় না ॥৪৯॥

পূর্ব্বকালে বৃত্রাসুরবধের জন্য ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল ; পরে তাহা বৃত্রাসুরেরই মস্তকে পতিত হইয়া সহস্রভাগে বিভক্ত হইয়াছিল ॥৫০॥

বজ্রপাণির্ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ক্ষত্রং বজ্ররথং স্মৃতম্।
বৈশ্যা বৈ দানবজ্রাশ্চ কর্ম্মবজ্রা যবীয়সঃ ॥৫২॥
ক্ষত্রবজ্রস্য ভাগেন অবধ্যা বাজিনঃ স্মৃতাঃ।
রথাঙ্গং বড়বা সূতে শূরাশ্চাশ্বেষু যে মতাঃ ॥৫৩॥
কামবর্ণাঃ কামজবাঃ কামতঃ সমুপস্থিতাঃ।
ইতি গন্ধর্ব্বজাঃ কামং পূরয়িষ্যন্তি মে হয়াঃ ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ভাগীকৃতো বৃত্রমূর্দ্ধেব খণ্ডখণ্ডীকৃতঃ। যশোধনমুৎকৃষ্টম্ ॥৫১॥

বজ্রেতি। বজ্রমুৎকৃষ্টং হবিঃ পাণৌ যস্য সঃ। বজ্রং তদ্বজ্জয়সাধকো রথো যস্য তৎ। দানমেব বজ্রমুৎকৃষ্টং যেষাং তে। যবীয়সো যবীয়াংসঃ কনিষ্ঠাঃ শূদ্রাঃ, কর্ম্ম দ্বিজসেবৈব বজ্রমুৎকৃষ্টং যেষাং তে। হবিঃপ্রদানাদিনা পাণ্যাদয় এব ব্রাহ্মণাদীনাং বজ্রা বা ॥৫২॥

ক্ষত্রেতি। উক্তরীত্যা ক্ষত্রস্য বজ্রং রথস্তস্য ভাগেন চালকতয়া অংশভূতত্বেন হেতুনা, বাজিনোঽশ্বাঃ, অবধ্যা অনায়াসেন হন্তুমশক্যাঃ। কে তে ইত্যাহ—বড়বা অশ্বা ন পুনরশ্বতরেত্যর্থঃ, যং রথাঙ্গমশ্বম্, সূতে, অশ্বেষু মধ্যে যে চ শূরাঃ ॥৫৩॥

কামেতি। কামবর্ণা ইচ্ছানুসারেণ বর্ণধারিণ ইত্যর্থঃ। এবমন্যত্রাপি। গন্ধর্ব্বজা গন্ধর্ব্বদেশজাতাঃ, মে মম, হয়া অশ্বাঃ, ইতি পূর্ব্বোক্তেভ্যো হেতুভ্যঃ, তব কামং পূরয়িষ্যন্তি ॥৫৪॥

ভারতভাবদীপঃ

স্থানান্যেব সামান্যতো বিশেষতশ্চাহ, লোকে ইতি। যশোধনম্ উৎকৃষ্টং স্পৃহণীয়ম্; সৈব বজ্রতনুঃ বজ্রস্য স্বরূপম্। সৈবেতি বিধেয়লিঙ্গাপেক্ষয়া স্ত্রীত্বম্। "তপ্তে পয়সি দধ্যানয়তি সা স্থানেষু বৈশ্বদেব্যামিক্ষা" ইতিবৎ ॥৫১॥ ব্রাহ্মণস্য পাণিঃ হবিঃপ্রদত্বাৎ বজ্রঃ, ইতরেষামার্ত্বিজ্যাভাবেন হবিঃপ্রক্ষেপানর্হত্বাৎ; অতঃ স দেবৈরুপাস্যতে। রথো হি দেবব্রাহ্মণদ্বিষাং নাশহেতুত্বাৎ বজ্রং দেবোপাস্যম্। দানকর্ম্মণোরপি ব্রহ্মক্ষত্রপ্রীতিকরত্বাৎ বজ্রত্বম্। তেন বজ্রবন্তো ব্রাহ্মণাদয়ো দেবৈরুপজীব্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥৫২॥ প্রকৃতে কিমায়াতং তদাহ, ক্ষত্রেতি। ক্ষত্রবজ্রং রথস্তস্য ভাগেন অংশত্বেন অবধ্যা অবধিভূতাঃ বাজিনো বেগবন্তঃ। রথস্য বজ্রত্বে অশ্বোৎকর্ষ এব মুখ্যং কারণং ন ধ্বজাদিকমিত্যর্থঃ। রথাঙ্গং রথচালকম্। বড়বা অশ্বা। যে শূরাস্তে চ রথাঙ্গম্। রথিনা তুল্যোঽশ্ব ইত্যর্থঃ ॥৫৩॥ স্বীয়েষ্বশ্বেষু বিশেষমাহ, কামেতি।

তদবধি দেবতারা সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বজ্রখণ্ডগুলির আদর করিয়া আসিতেছেন। জগতে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট আছে, সে সমস্তই বজ্রের অংশ ॥৫১॥

ব্রাহ্মণের হাত বজ্র, ক্ষত্রিয়ের রথ বজ্র, বৈশ্যের দান বজ্র এবং শূদ্রের সেবা বজ্র ॥৫২॥

অশ্বা যে অশ্বকে প্রসব করে, কিংবা অশ্বের মধ্যে যে গুলি বীর, সে গুলি ক্ষত্রিয়ের বজ্রস্বরূপ রথের অংশ। সুতরাং সে গুলিকে অনায়াসে বধ করা যায় না ॥৫৩॥

অর্জ্জুন উবাচ।

যদি প্রীতেন মে দত্তং সংশয়ে জীবিতস্য বা।
বিদ্যা ধনং শ্রুতং বাপি ন তদ্গন্ধর্ব্ব! রোচয়ে ॥৫৫॥

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

সংযোগো বৈ প্রীতিকরো মহৎসু প্রতিদৃশ্যতে।
জীবিতস্য প্রদানেন প্রীতো বিদ্যাং দদামি তে ॥৫৬॥
ত্বত্তোঽপ্যহং গ্রহীষ্যামি অস্ত্রমাগ্নেয়মুত্তমম্।
তথৈব সখ্যং বীভৎসো! চিরায় ভরতর্ষভ! ॥৫৭॥

অর্জ্জুন উবাচ।

ত্বত্তোঽস্ত্রেণ বৃণোম্যশ্বান্ সংযোগঃ শাশ্বতোঽস্তু নৌ।
সখে! তদ্ব্রূহি গন্ধর্ব্ব! যুষ্মভ্যো যদ্ভয়ং ভবেৎ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি। জীবিতস্য সংশয়ে স্থিতেন বেত্যর্থঃ। বিদ্যা উক্তরূপা, শ্রুতং ধনম্ উক্তরূপা অশ্বাঃ, শ্রুতং শাস্ত্রং বা। তৎ সর্ব্বমহং নেতুং ন রোচয়ে, প্রতিদানাশক্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥৫৫॥

সংযোগ ইতি। ত্বয়া মহ্যং জীবনং দত্তম্, অহমপি তুভ্যং বিদ্যাদিকং দদামীতি ভাবঃ ॥৫৬॥

অথ সতো জীবনস্য ময়া কথং দানং সম্ভবতীত্যাহ ত্বত্ত ইতি। চিরায় সখ্যম্ ॥৫৭॥

ভারতভাবদীপঃ

গন্ধর্ব্বজাঃ গন্ধর্ব্বলোকজাঃ ॥৫৪॥ প্রীতেন দত্তমপি প্রতিপ্রদানমন্তরেণ ন রোচয়ে। "দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্"

আমাদের গন্ধর্ব্বদেশীয় অশ্বগুলি ইচ্ছানুসারে রূপ ধরিতে পারে, ইচ্ছানুসারে বেগবান্ হইতে পারে এবং ইচ্ছানুসারে উপস্থিত হইতে পারে; অতএব অবশ্যই সে গুলি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিবে' ॥৫৪॥

অর্জ্জুন বলিলেন—'গন্ধর্ব্ব! আপনি সন্তুষ্ট হইয়া, অথবা জীবনে সংশয়াপন্ন হইয়া আমাকে যে বিদ্যা, ধন এবং উপদেশ দিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহার প্রতিদান করিতে পারিব না বলিয়া তাহা আমি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না' ॥৫৫॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—'প্রধান লোকের সংসর্গই সন্তোষজনক হয়, ইহা দেখা যায়। সে যাহা হউক, আপনি আমাকে জীবন দিয়াছেন, আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে চাক্ষুষী বিদ্যা দিতেছি ॥৫৬॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! আমিও আপনার নিকট হইতে উত্তম আগ্নেয় অস্ত্র এবং চিরস্থায়ী সখিত্ব গ্রহণ করিব' ॥৫৭॥

(৫৭)···তথৈব যোগ্যং বীভৎসো!···।

কারণং ব্রূহি গন্ধর্ব্ব! কিং তদ্যেন স্ম ধর্ষিতাঃ।
যান্তো বেদবিদঃ সর্বে সন্তো রাত্রাবরিন্দমাঃ ॥৫৯॥

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

অনগ্নয়োঽনাহুতয়ো ন চ বিপ্রপুরস্কৃতাঃ।
যূয়ং ততো ধর্ষিতাঃ স্থ ময়া বৈ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥৬০॥
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বাঃ পিশাচোরগদানবাঃ।
বিস্তরং কুরুবংশস্য ধীমন্তঃ কথয়ন্তি তে ॥৬১॥
নারদপ্রভৃতীনাস্তু দেবর্ষীণাং ময়া শ্রুতম্।
গুণান্ কথয়তাং বীর! পূর্ব্বেষাং তব ধীমতাম্ ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

ত্বত্ত ইতি। অস্ত্রেণ আগ্নেয়াস্ত্রদানেন। বৃণোমি গৃহ্লামি। সংযোগঃ সখ্যম্, শাশ্বত-শ্চিরস্থায়ী, নৌ আবয়োঃ। যুষ্মভ্যো যুষ্মৎ। অদাদেশাভাব আর্ষঃ ॥৫৮॥

কারণমিতি। বয়ং সর্ব এব বেদবিদঃ অরিন্দমাশ্চ সন্তঃ, রাত্রৌ যান্ত এব যেন ত্বয়া ধর্ষিতা আক্রান্তাঃ, তত্তদীয়ং কারণং ব্রূহি ॥৫৯॥

অনেতি। অনগ্নয়ো বিবাহাকরণাত্তত্রাপ্যস্থাপিতাগ্নয়ঃ, অনাহুতয়ঃ অন্যত্রাপ্যদত্তাহুতয়ঃ, বিপ্রঃ পুরস্কৃতঃ অগ্রগামীকৃতো যৈস্তে তাদৃশাশ্চ ন ॥৬০॥

যক্ষেতি। বিস্তরম্ অনন্যসাধারণকর্ম্মণাং তৎকীর্ত্তীনাঞ্চ বাহুল্যম্ ॥৬১॥

ভারতভাবদীপঃ

ইত্যুক্তেঃ। অন্যথা মম ঋণিত্বং স্যাদিতি ভাবঃ। পক্ষান্তরে তু মম যশোহানিঃ ॥৫৫॥ আশুং পক্ষমাদত্তে সংযোগ ইত্যাদিনা ॥৫৬—৫৭॥ যুষ্মভ্যো যুষ্মত্তঃ, যৎ যস্মাদ্ধেতোঃ ॥৫৮—৫৯॥

অর্জ্জুন বলিলেন—'গন্ধর্ব্ব! আমি তোমাকে অস্ত্র দান করিয়া তোমার নিকট হইতে অশ্ব গ্রহণ করিব, আর আমাদের চিরস্থায়ী সখ্য হউক। কিন্তু সখে! তোমাদের নিকট হইতে মানুষের যে ভয় হয়, তাহার কারণ কি বল ॥৫৮॥

গন্ধর্ব্ব! আমরা সকলেই বেদজ্ঞ ও শত্রুদমনকারী হইয়াও রাত্রিতে চলিতে থাকিয়াই তোমাকর্ত্তৃক যে আক্রান্ত হইলাম, তাহার কারণ কি, বল' ॥৫৯॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—পাণ্ডবগণ! তোমরা অগ্নি স্থাপন কর নাই, বা অন্য অগ্নিতেও আহুতি দাও নাই, কিংবা ব্রাহ্মণকেও সম্মুখে করিয়া চল নাই, তাহাতেই আমাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলে ॥৬০॥

সখে! বুদ্ধিমান্ যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ ও দানবগণ তোমার কুরুবংশের বহু বৃত্তান্ত বলিয়া থাকে ॥৬১॥

স্বয়ঞ্চাপি ময়া দৃষ্টশ্চরতা সাগরাম্বরাম্।
ইমাং বসুমতীং কৃৎস্নাং প্রভাবঃ স্বকুলস্য তে ॥৬৩॥
বেদে ধনুষি চাচার্য্যমভিজানামি তেঽর্জ্জুন ! ।
বিশ্রুতং ত্রিষু লোকেষু ভারদ্বাজং যশস্বিনম্ ॥৬৪॥
ধর্ম্মং বায়ুঞ্চ শক্রঞ্চ বিজানাম্যশ্বিনৌ তথা।
পাণ্ডুঞ্চ কুরুশার্দ্দুল ! ষড়েতান্ কুরুবর্দ্ধনান্।
পিতৃনেতানহং পার্থ ! দেবমানুষসত্তমান্ ॥৬৫॥
বিদ্যাত্মানো মহাত্মানঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরাঃ।
ভবন্তো ভ্রাতরঃ শূরাঃ সর্ব্বে সুচরিতব্রতাঃ ॥৬৬॥
উত্তমাঞ্চ মনোবুদ্ধিং ভবতাং ভাবিতাত্মনাম্।
জানন্নপি চ বঃ পার্থ ! কৃতবানিহ ধর্ষণাম্ ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

নারদেতি। তব পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বপুরুষাণাম্ ॥৬২॥

স্বয়মিতি। স্বকুলস্য সদ্বংশস্য তত্রোৎপন্নপূর্ব্বপুরুষগণস্যেত্যর্থঃ ॥৬৩॥

বেদ ইতি। আচার্য্যং শিক্ষকম্। বিশ্রুতং বিখ্যাতম্। ভারদ্বাজং দ্রোণম্ ॥৬৪॥

ধর্ম্মমিতি। শক্রমিন্দ্রম্। দেবসত্তমা ধর্ম্মাদয়ঃ পঞ্চ, মানুষসত্তমশ্চ পাণ্ডুঃ। বিজানামি লোকপরম্পরয়া শ্রবণাদিতি ভাবঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬৫॥

বিদ্যেতি। বিদ্যা আত্মনি যেষাং তে। সুচরিতং ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং যৈস্তে ॥৬৬॥

ভারতভাবদীপঃ

অনগ্নয়ো দারহীনত্বাৎ। অনাহুতয়ঃ সমাবৃতত্বাৎ। আশ্রমবিশেষহীনঃ অব্রাহ্মণো ধর্ষণীয়

বীর ! জ্ঞানী নারদপ্রভৃতি দেবর্ষিগণ যখন তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের গুণ-কীর্ত্তন করেন, তখন আমি তাহা শুনিয়াছি ॥৬২॥

আর, আমি নিজেও এই সমুদ্রবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতে থাকিয়া তোমার বংশজাত পূর্ব্বপুরুষগণের প্রভাব দেখিয়াছি ॥৬৩॥

অর্জ্জুন ! ত্রিভুবনবিখ্যাত ও যশস্বী দ্রোণ তোমাকে বেদ ও ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা আমি জানি ॥৬৪॥

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ! ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই পাঁচ জন দেবশ্রেষ্ঠ, আর মনুষ্যশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু, এই কুরুবংশবর্দ্ধক ছয় জন তোমাদের পিতা ইহাও আমি জানি ॥৬৫॥

আর, তোমরা সব কয়টী ভাইই যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্যব্রত করিয়াছ, বিদ্বান্ হইয়াছ এবং উদারচেতা ও সকল অস্ত্রজ্ঞের মধ্যে প্রধান বীর হইয়াছ ॥৬৬॥

(৬৩)…প্রভাবঃ স্বকুলস্য তে।

স্ত্রীসকাশে চ কৌরব্য! ন পুমান্ ক্ষন্তুমর্হতি।
ধর্ষণামাত্মনঃ পশ্যন্ বাহুদ্রবিণমাশ্রিতঃ ॥৬৮॥
নক্তঞ্চ বলমস্মাকং ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।
যতস্ততো মাং কৌন্তেয়! সদারং মন্যুরাবিশৎ ॥৬৯॥
সোঽহং ত্বয়েহ বিজিতঃ সংখ্যে তাপত্যবর্দ্ধন!।
যেন তেনেহ বিধিনা কীর্ত্ত্যমানং নিবোধ মে ॥৭০॥
ব্রহ্মচর্য্যং পরো ধর্ম্মঃ স চাপি নিয়তস্ত্বয়ি।
যস্মাত্তস্মাদহং পার্থ! রণেঽস্মি বিজিতস্ত্বয়া ॥৭১॥
যস্তু স্যাৎ ক্ষত্রিয়ঃ কশ্চিৎ কামবৃত্তঃ পরন্তপ!।
নক্তঞ্চ যুধি যুধ্যেত ন স জীবেৎ কথঞ্চন ॥৭২॥

ভারতকৌমুদী

উত্তমামিতি। মনোযুক্তা বুদ্ধিরিতি মনোবুদ্ধিস্তাম্। মধ্যপদলোপী সমাসঃ ॥৬৭॥
স্ত্রীতি। ধর্ষণামবমাননাম্। বাহুদ্রবিণং বাহুবলম্ ॥৬৮॥
নক্তমিতি। নক্তং রাত্রৌ। মন্যুঃ ক্রোধঃ ॥৬৯॥
স ইতি। সংখ্যে যুদ্ধে। তেন তদ্বিষয়কেণ ॥৭০॥
ব্রহ্মেতি। নিয়তো নিয়মেন স্থিতঃ ॥৭১॥
য ইতি। কাম এব বৃত্তং ব্যবহারো যস্য সঃ। নক্তং রাত্রৌ ॥৭২॥

ভারতভাবদীপঃ

ইত্যর্থঃ ॥৬০—৬৬॥ মনোবুদ্ধিং মনঃসহিতাং বুদ্ধিং সঙ্কল্পনিশ্চয়ৌ, ভাবিতাত্মনাং শোধিত-

অর্জ্জুন! তোমাদের মন ও বুদ্ধি ভাল এবং শিক্ষা দ্বারা আত্মাও বিশুদ্ধ হইয়াছে; ইহা আমি জানিয়াও তোমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম ॥৬৭॥

তাহার কারণ এই যে, বাহুবলসম্পন্ন পুরুষ স্ত্রীর সাক্ষাতে নিজের অপমান দেখিয়া সহ্য করিতে পারে না ॥৬৮॥

বিশেষতঃ, রাত্রিতে আমাদের বল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সেই জন্যই আমার ও আমার স্ত্রীর ক্রোধ জন্মিয়াছিল ॥৬৯॥

তথাপি তুমি আমাকে যে কারণে যুদ্ধে জয় করিয়াছ, তাহা আমি যথা-নিয়মে বলিতেছি, শোন ॥৭০॥

অর্জ্জুন! ব্রহ্মচর্য্যই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহাও যে হেতু নিয়তভাবে তোমাতে রহিয়াছে, সেই হেতুই তুমি আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিয়াছ ॥৭১॥

অর্জ্জুন! যে ক্ষত্রিয় কামপরায়ণ হয়, সে যদি রাত্রিতে যুদ্ধ করে, তবে সে কোন প্রকারেই জীবিত থাকে না ॥৭২॥

যস্তু স্যাৎ কামবৃত্তোঽপি স্যাচ্চ ব্রহ্মপুরস্কৃতঃ।
জয়েন্নক্তঞ্চরান্ সর্ব্বান্ স ধুর্গতপুরোহিতঃ ॥৭৩॥
তস্মাত্তাপত্য! যৎকিঞ্চিন্নৃণাং শ্রেয় ইহেপ্সিতম্।
তস্মিন্ কর্ম্মণি যোক্তব্যা দান্তাত্মানঃ পুরোহিতাঃ ॥৭৪॥
বেদে ষড়ঙ্গে নিরতাঃ শুচয়ঃ সত্যবাদিনঃ।
ধর্ম্মাত্মানঃ কৃতাত্মানঃ স্যুর্নৃপাণাং পুরোহিতাঃ ॥৭৫॥
জয়শ্চ নিয়তো রাজ্ঞঃ স্বর্গশ্চ তদনন্তরম্।
যস্য স্যাদ্ধর্ম্মবিদ্বাগ্মী পুরোধাঃ শীলবান্ শুচিঃ ॥৭৬॥
লাভং লব্ধুমলব্ধং বা লব্ধং বা পরিরক্ষিতুম্।
পুরোহিতং প্রকুর্বীত রাজা গুণসমন্বিতম্ ॥৭৭॥
পুরোহিতমতে তিষ্ঠেদ্ য ইচ্ছেদ্ভূতিমাত্মনঃ।
প্রাপ্তুং বসুমতীং সর্ব্বাং সর্ব্বশঃ সাগরাম্বরাম্ ॥৭৮॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। ব্রহ্মা ব্রাহ্মণঃ পুরস্কৃতো যেন সঃ। নক্তঞ্চরান্ রাত্রিচরান্ গন্ধর্ব্বরাক্ষসাদীন্। ধুরং কৌশলাদ্যুপদেশদানভারং গতঃ প্রাপ্তঃ পুরোহিতো যস্য সঃ ॥৭৩॥

তস্মাদিতি। দান্তাত্মানঃ কামবিষয়ান্নিবারিতচিত্তাঃ ॥৭৪॥

বেদ ইতি। শুচয়ঃ পবিত্রাঃ। কৃতাত্মানঃ সর্ববিষয়েষু শিক্ষিতাঃ ॥৭৫॥

জয় ইতি। স্বর্গশ্চ নিয়ত ইতি সম্বন্ধঃ। পুরোধাঃ পুরোহিতঃ ॥৭৬॥

লাভমিতি। লভ্যত ইতি লাভো ধনং তম্। প্রকুর্বীত তদুপদেশাদিলাভায় ॥৭৭॥

কিন্তু যে ক্ষত্রিয় কামপরায়ণ হইয়াও ব্রাহ্মণকে সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধ করে, সে সেই পুরোহিত-ব্রাহ্মণের উপদেশেই সমস্ত রাত্রিচরকে জয় করিতে পারে ॥৭৩॥

অতএব হে তাপত্য! এই জগতে মনুষ্যদিগের যে কিছু মাঙ্গলিক বিষয় অভীষ্ট আছে, তাহাতেই সংযতচিত্ত পুরোহিত নিযুক্ত করিতে হইবে ॥৭৪॥

রাজাদের এমন পুরোহিত হওয়া চাই, যাঁহারা ষড়ঙ্গ বেদে নিরত থাকেন এবং পবিত্র, সত্যবাদী, ধর্ম্মাত্মা ও শিক্ষিত হন ॥৭৫॥

যে রাজার ধর্ম্মজ্ঞ, বাগ্মী, সৎস্বভাব ও পবিত্র পুরোহিত থাকেন, সে রাজার ইহকালেও জয় নিশ্চিত, পরকালেও স্বর্গ নিশ্চিত ॥৭৬॥

রাজা অলব্ধ ধন লাভ করিবার জন্য, কিংবা লব্ধ ধন রক্ষা করিবার জন্য গুণবান্ পুরোহিত নিযুক্ত করিবেন ॥৭৭॥

(৭৩)···স চেদ্ব্রহ্মপুরস্কৃতঃ, পার্থ! ব্রহ্মপুরস্কৃতঃ।···স পুরোহিতধূর্গতঃ।

নহি কেবলশৌর্য্যেণ তাপত্যাভিজনেন চ।
জয়েদব্রাহ্মণঃ কশ্চিদ্ভূমিং ভূমিপতিঃ ক্বচিৎ ॥৭৯॥
তস্মাদেবং বিজানীহি কুরূণাং বংশবর্দ্ধন !।
ব্রাহ্মণপ্রমুখং রাজ্যং শক্যং পালয়িতুং চিরম্ ॥৮০॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথে গন্ধর্ব্বপরাভবো নাম ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

পুরোহিতেতি। ভূতিং সম্পদম্। সর্ব্বশঃ সর্বৈঃ প্রকারৈঃ ॥৭৮॥
নহীতি। অভিজনেন কুলেন। অব্রাহ্মণঃ পুরোহিতব্রাহ্মণরহিতঃ ॥৭৯॥
তস্মাদিতি। ব্রাহ্মণ এব প্রমুখম্ উপদেশাদিদানায় অগ্রবর্ত্তী যস্মিংস্তৎ ॥৮০॥
ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথে ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

চিত্তানাম্ ॥৬৭॥ বাহুদ্রবিণং বাহুবলম্ ॥৬৮—৭১॥ কামবৃত্তঃ কৃতদারঃ ॥৭২—৭৬॥ লাভং লব্ধব্যং ধনম্ ॥৭৭—৮০॥
ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৩॥

যে রাজা নিজের সম্পদ ইচ্ছা করেন এবং সর্ব্বপ্রকারে সমুদ্রবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পুরোহিতের মতে চলিবেন ॥৭৮॥

অর্জ্জুন! কোন রাজাই পুরোহিত না রাখিয়া কেবল বীরত্বে বা কেবল কৌলীন্যে কখনও রাজ্য জয় করিতে পারেন না ॥৭৯॥

অতএব সখে! ইহা জানিও যে, ব্রাহ্মণকে সম্মুখে রাখিয়াই চিরকাল রাজ্য পালন করিতে পারা যায়' ॥৮০॥

---

* '…অষ্টষষ্ট্যধিকঃ…' '…সপ্তত্যধিকঃ…' '…ষড়শীত্যধিক…' ইতি পাঠান্তরাণি।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

তাপত্য ইতি যদ্বাক্যমুক্তবানসি মামিহ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি তাপত্যার্থবিনিশ্চয়ম্ ॥১॥
তপতী নাম কা চৈষা তাপত্যা যৎকৃতে বয়ম্।
কৌন্তেয়া হি বয়ং সাধো! তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স গন্ধর্ব্বঃ কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্।
বিশ্রুতাং ত্রিষু লোকেষু শ্রাবয়ামাস বৈ কথাম্ ॥৩॥

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

হন্ত! তে কথয়িষ্যামি কথামেতাং মনোরমাম্।
যথাবদখিলাং পার্থ! সর্ববুদ্ধিমতাং বর! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তাপত্যসম্বোধনহেতুং জিজ্ঞাসতে তাপত্য ইতি। তাপত্যার্থস্তাপত্যশব্দার্থো বিনিশ্চীয়তে অনেনেতি তম্ অস্মাসু তাপত্যশব্দপ্রয়োগহেতুমিত্যর্থঃ ॥১॥

তাপত্য ইত্যপত্যার্থপ্রত্যয়াস্ততাবগমাত্তত্র চ পূর্ব্বেষাং পুংসাং নামজ্ঞানাৎ স্ত্রীণাঞ্চ তদজ্ঞানাৎ স্ত্রীত্বেন পৃচ্ছতি তপতীতি। যৎকৃতে যন্নিমিত্তে। তত্ত্বম্ অস্মাসু তাপত্যত্বম্ ॥২॥

এবমিতি। বিশ্রুতাং বিখ্যাতাম্। কথামুপাখ্যানম্ ॥৩॥

হন্তেতি। হর্ষদ্যোতকমিদম্। হর্ষশ্চ মনোরমকথাকথনারম্ভাদেব ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

পুরোহিতপ্রসাদাদেব তাপত্যত্বং খ্যাপয়িতুং "তাপত্য" ইতি সম্বোধনং কৃতম্; তদর্থং

অর্জ্জুন বলিলেন—'সখে! তুমি আমার প্রতি যে 'তাপত্য' এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছ, আমি তাহার কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি ॥১॥

তপতী নামে ইনি কে? যাঁহার জন্য আমরা 'তাপত্য' হইয়াছি; বস্তুতঃ আমরা ত 'কৌন্তেয়'। অতএব ইহার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি' ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে, সেই গন্ধর্ব্ব অর্জ্জুনকে ত্রিভুবনবিখ্যাত উপাখ্যান শুনাইতে লাগিল ॥৩॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—'অর্জ্জুন! তোমার নিকট এই মনোহর উপাখ্যানটী যথাযথভাবে সম্পূর্ণই বলিব ॥৪॥

উক্তবানস্মি যেন ত্বাং তাপত্য ইতি যদ্বচঃ।
তত্তেঽহং কথয়িষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনা ভব ॥৫॥
য এষ দিবি ধিষ্ণ্যেন নাকং ব্যাপ্নোতি তেজসা।
এতস্য তপতী নাম বভূব সদৃশী সুতা ॥৬॥
বিবস্বতো বৈ দেবস্য সাবিত্র্যবরজা বিভো!।
বিশ্রুতা ত্রিষু লোকেষু তপতী তপসা যুতা ॥৭॥
ন দেবী নাসুরী চৈব ন যক্ষী ন চ রাক্ষসী।
নাপ্সরা ন চ গন্ধর্ব্বী তথা রূপেণ কাচন ॥৮॥
সুবিভক্তানবদ্যাঙ্গী স্বসিতায়তলোচনা।
স্বাচারা চৈব সাধ্বী চ সুবেশা চৈব ভাবিনী ॥৯॥
ন তস্যাঃ সদৃশং কঞ্চিত্রিষু লোকেষু ভারত!।
ভর্ত্তারং সবিতা মেনে রূপশীলগুণশ্রুতৈঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

উক্তবানিতি। একমনা মদ্বক্তব্যে একাগ্রচিত্তঃ ॥৫॥

য ইতি। ধিষ্ণ্যেন শুদ্ধেন অগ্নিময়েন বা, "ধিষ্ণ্যঃ শুদ্ধে চ পাবকে" ইত্যরুণদত্তঃ ॥৬॥

বিবস্বত ইতি। সাবিত্র্যবরজা সাবিত্রীতঃ কনিষ্ঠা ॥৭॥

নেতি। তথা তাদৃশী তপতীসদৃশীত্যর্থঃ ॥৮॥

স্বিতি। সুবিভক্তানি বিধাত্রা সুষ্ঠু বিভজ্য নির্ম্মিতানি অনবদ্যানি অনিন্দনীয়ানি অঙ্গানি যস্যাঃ সা, সুষ্ঠু অসিতে কৃষ্ণে আয়তে চ লোচনে যস্যাঃ সা। ভাবিনী শৃঙ্গারভাবান্বিতা ॥৯॥

আমি তোমার প্রতি যে কারণে 'তাপত্য' এই রূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শোন ॥৫॥

যিনি এই আকাশে থাকিয়া অগ্নিময় তেজ দ্বারা সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করেন, ইঁহারই 'তপতী' নামে নিজের অনুরূপ একটী কন্যা হইয়াছিল ॥৬॥

এই সূর্য্যদেবেরই কন্যা সাবিত্রী অপেক্ষা তপতী কনিষ্ঠা ছিলেন এবং তিনি ত্রিভুবনবিখ্যাত তপস্বিনী হইয়াছিলেন ॥৭॥

দেবী, অসুরী, যক্ষী, রাক্ষসী, অপ্সরা, কিংবা গন্ধর্ব্বী, ইহাদের মধ্যে কোন রমণীই রূপে তপতীর তুল্য ছিলেন না ॥৮॥

তাঁহার সকল অঙ্গই সুগঠিত ও অনিন্দিত ছিল এবং নয়নযুগল দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ ছিল; আর তিনি সদাচারসম্পন্না, সচ্চরিত্রা, সুবেশা ও হাবভাবযুক্তা ছিলেন ॥৯॥

(১০) নহ্যস্যাঃ সদৃশং কঞ্চিৎ, ন তস্যাঃ সদৃশং কিঞ্চিৎ···।

সম্প্রাপ্তযৌবনাং পশ্যন্ দেয়াং দুহিতরঞ্চ তাম্।
নোপলেভে ততঃ শান্তিং সম্প্রদানং বিচিন্তয়ন্ ॥১১॥
অথর্ক্ষপুত্রঃ কৌন্তেয় ! কুরূণামৃষভো বলী।
সূর্য্যমারাধয়ামাস নৃপঃ সম্বরণস্তদা ॥১২॥
অর্ঘ্যমাল্যোপহারাদ্যৈর্গন্ধৈশ্চ নিয়তঃ শুচিঃ।
নিয়মৈরুপবাসৈশ্চ তপোভির্বিবিধৈরপি ॥১৩॥
শুশ্রূষুরনহংবাদী শুচিঃ পৌরবনন্দনঃ।
অংশুমন্তং সমুদ্যন্তং পূজয়ামাস ভক্তিমান্ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
ততঃ কৃতজ্ঞং ধর্ম্মজ্ঞং রূপেণাসদৃশং ভুবি।
তপত্যাঃ সদৃশং মেনে সূর্য্যঃ সম্বরণং পতিম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। সবিতা তপত্যাঃ পিতা সূর্য্যঃ। শ্রুতং শাস্ত্রজ্ঞানম্ ॥১০॥

সম্প্রাপ্তেতি। সম্প্রদীয়তে যস্মৈ ইতি সম্প্রদানং বরম্ ॥১১॥

অথেতি। ঋক্ষ ঋক্ষবংশীয়ঃ অজমীঢ়স্তস্য পুত্রঃ, কুরূণাং তৎপূর্ব্বপুরুষাণাং মধ্যে ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ। ঈদৃশব্যাখ্যানাভাবে পূর্ব্বোক্তবিরোধাপত্তিরিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥১২॥

অর্ঘ্যেতি ! নিয়তো নিত্যপ্রবৃত্তঃ। অনহংবাদী অহঙ্কারশূন্যঃ। অংশুমন্তং সূর্য্যম্ ॥১৩—১৪॥

তত ইতি। তপত্যাঃ সদৃশমনুরূপং পতিম্ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

পৃচ্ছতি তাপত্য ইতি। তাপত্যার্থং তাপত্যপদার্থম্ ॥১—৫॥ ধিষ্ণ্যেন মণ্ডলেন ॥৬—১০॥

রূপ, গুণ, স্বভাব ও শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা ত্রিভুবনের মধ্যে কোন পুরুষকেই তপতীর অনুরূপ বর বলিয়া সূর্য্য মনে করিতে পারিয়াছিলেন না ॥১০॥

অথ চ তপতীর যৌবন উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে দান করা আবশ্যক হইয়া পড়িল ; কিন্তু তাঁহার বরের বিষয় চিন্তা করিয়া সূর্য্য শান্তি পাইতে লাগিলেন না ॥১১॥

অর্জ্জুন ! সেই সময়ে ঋক্ষবংশীয় অজমীঢ়ের পুত্র এবং কুরুবংশের মধ্যে প্রধান বলবান্ সম্বরণ রাজা সূর্য্যের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥১২॥

তিনি প্রত্যহ পবিত্র হইয়া, অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া এবং শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত থাকিয়া, অর্ঘ্য, মাল্য ও গন্ধপ্রভৃতি উপহার, ব্রত, উপবাস ও নানাপ্রকার তপস্যা দ্বারা ভক্তিসহকারে উদয়কালে সূর্য্যের পূজা করিতে লাগিলেন ॥১৩-১৪॥

তাহার পর, কৃতজ্ঞ, ধার্ম্মিক এবং জগতে অতুলনীয় রূপবান্ সম্বরণকেই তপতীর অনুরূপ বর বলিয়া সূর্য্যদেব মনে করিলেন ॥১৫॥

দাতুমৈচ্ছত্ততঃ কন্যাং তস্মৈ সম্বরণায় তাম্।
নৃপোত্তমায় কৌরব্য! বিশ্রুতাভিজনায় চ ॥১৬॥
যথা হি দিবি দীপ্তাংশুঃ প্রভাসয়তি তেজসা।
তথা ভুবি মহীপালো দীপ্ত্যা সম্বরণোঽভবৎ ॥১৭॥
যথার্চ্চয়ন্তি চাদিত্যমুদ্যন্তং ব্রহ্মবাদিনঃ।
তথা সম্বরণং পার্থ! ব্রাহ্মণাবরজাঃ প্রজাঃ ॥১৮॥
স সোমমতি কান্তত্বাদাদিত্যমতি তেজসা।
বভূব নৃপতিঃ শ্রীমান্ সুহৃদাং দুর্হৃদামপি ॥১৯॥
এবংগুণস্য নৃপতেস্তথাবৃত্তস্য কৌরব!।
তস্মৈ দাতুং মনশ্চক্রে তপতীং তপনঃ স্বয়ম্ ॥২০॥
স কদাচিদথো রাজা শ্রীমানমিতবিক্রমঃ।
চচার মৃগয়াং পার্থ! পর্ব্বতোপবনে কিল ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

দাতুমিতি। বিশ্রুতাভিজনায় বিখ্যাতবংশায় ॥১৬॥

যথেতি। দীপ্তাংশুঃ সূর্য্যঃ। অভবৎ প্রভাসক ইতি শেষঃ ॥১৭॥

যথেতি। ব্রাহ্মণাদবরজাঃ পরজাতাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ॥১৮॥

স ইতি। শ্রীমান্ কান্তিমান্ স নৃপতিঃ সম্বরণঃ, কান্তত্বাৎ কমনীয়গুণশালিত্বাৎ, সুহৃদাং পক্ষে সোমং চন্দ্রম্, অতি অতিক্রান্তঃ অতীবসন্তোষক ইত্যর্থঃ, তথা তেজসা, দুর্হৃদাং পক্ষেঽপি চ আদিত্যম্ অতি অতিক্রান্তঃ অতীবতাপক ইতি তাৎপর্য্যম্, বভূব। অত্র যথাসংখ্যমলঙ্কারঃ ॥১৯॥

এবমিতি। নৃপতেঃ স্থিতত্বাদিতি শেষঃ ॥২০॥

তাহার পর, সূর্য্য, রাজশ্রেষ্ঠ এবং বিখ্যাতবংশসম্ভূত সেই সম্বরণকেই সেই কন্যাটী দান করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১৬॥

কারণ, সূর্য্য যেমন আপন তেজে আকাশে আলোক বিস্তার করেন, সম্বরণ রাজাও তেমনই আপন তেজে পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ॥১৭॥

ব্রহ্মজ্ঞেরা যেমন উদয়কালীন সূর্য্যের অর্চ্চনা করেন, তেমন ক্ষত্রিয়প্রভৃতি প্রজারা সম্বরণ রাজার অর্চ্চনা করিত ॥১৮॥

মনোহরমূর্ত্তি সম্বরণ রাজা কমনীয়তাগুণে বন্ধুবর্গের পক্ষে চন্দ্রকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; আবার আপন প্রতাপে শত্রুবর্গের পক্ষে সূর্য্যকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন ॥১৯॥

অর্জ্জুন! সম্বরণ রাজা এইরূপ গুণবান্ ও আচারবান্ ছিলেন বলিয়া স্বয়ং সূর্য্যদেবই তাঁহার হস্তে তপতীকে দান করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥২০॥

চরতো মৃগয়াং তস্য ক্ষুৎপিপাসাসমন্বিতঃ।
মমার রাজ্ঞঃ কৌন্তেয়! গিরাবপ্রতিমো হয়ঃ ॥২২॥
স মৃতাশ্বশ্চরন্ পার্থ! পদ্ভ্যামেব গিরৌ নৃপঃ।
দদর্শাসদৃশীং লোকে কন্যামায়তলোচনাম্ ॥২৩॥
স এক একামাসাদ্য কন্যাং পরবলার্দ্দনঃ।
তস্থৌ নৃপতিশার্দ্দূলঃ পশ্যন্নবিচলেক্ষণঃ ॥২৪॥
স হি তাং তর্কয়ামাস রূপতো নৃপতিঃ শ্রিয়ম্।
পুনঃ স তর্কয়ামাস রবেভ্রষ্টামিব প্রভাম্ ॥২৫॥
বপুষা বর্চ্চসা চৈব শিখামিব বিভাবসোঃ।
প্রসন্নত্বে চ কান্ত্যা চ চন্দ্ররেখামিবামলাম্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। পর্ব্বতোপবনে পর্ব্বতসমীপবর্ত্তিবনে ॥২১॥
চরত ইতি। অপ্রতিমঃ অশ্বেষু নিরুপমঃ, হয়ঃ অশ্বঃ ॥২২॥
স ইতি। মৃতঃ অশ্বো যস্য সঃ, অতএব পদ্ভ্যাং চরন্ ॥২৩॥
স ইতি। পরবলার্দ্দনঃ শত্রুসৈন্যবিজেতা। অবিচলেক্ষণো নির্নিমেষনয়নঃ ॥২৪॥
স ইতি। রূপতো রূপদর্শনাৎ। শ্রিয়ং লক্ষ্মীদেবীম্। প্রভাং স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণীম্ ॥২৫॥
বপুষেতি। বপুষা উজ্জ্বলেন, বর্চ্চসা তেজসা। তর্কয়ামাসেতি পূর্ব্বানুকর্ষঃ ॥২৬॥

তাহার পর, মনোহরমূর্ত্তি ও অসাধারণবিক্রমশালী সম্বরণ রাজা কোন সময়ে পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গমন করেন ॥২১॥

তিনি মৃগয়া করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার নিরুপম অশ্বটী ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া সেই পর্ব্বতেই প্রাণত্যাগ করিল ॥২২॥

তখন সেই রাজা চরণযুগল দ্বারাই সেই পর্ব্বতে বিচরণ করিতে থাকিয়া জগতে অতুলনীয়া দীর্ঘনয়না একটী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন ॥২৩॥

শত্রুসৈন্যবিজয়ী একাকী সম্বরণ রাজা একাকিনী সেই কন্যাটী দেখিয়া নির্নিমেষনয়নে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

এবং তিনি তাহার রূপ দেখিয়া, তাহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী বলিয়া এবং সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিচ্যুতা স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণী সূর্য্যপ্রভার ন্যায় মনে করিতে থাকিলেন ॥২৫॥

আবার, তাহার উজ্জ্বল আকৃতি ও উজ্জ্বল তেজ দেখিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় এবং নির্ম্মলতা ও মনোহরতা দেখিয়া তাহাকে চন্দ্রকলার ন্যায় ধারণা করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

গিরিপৃষ্ঠে চ সা তস্মিন্ স্থিতা স্বসিতলোচনা।
বিভ্রাজমানা শুশুভে প্রতিমেব হিরণ্ময়ী ॥২৭॥
তস্যা রূপেণ স গিরির্বেশেন চ বিশেষতঃ।
সমবৃক্ষক্ষুপলতো হিরণ্ময় ইবাভবৎ ॥২৮॥
অবমেনে চ তাং দৃষ্ট্বা সর্ব্বলোকেষু যোষিতঃ।
অবাপ্তং চাত্মনো মেনে স রাজা চক্ষুষঃ ফলম্ ॥২৯॥
জন্মপ্রভৃতি যৎ কিঞ্চিদ্দৃষ্টবান্ স মহীপতিঃ।
রূপং ন সদৃশং তস্যাস্তর্কয়ামাস কিঞ্চন ॥৩০॥
তয়া বদ্ধমনশ্চক্ষুঃ পাশৈর্গুণময়ৈস্তদা।
ন চচাল ততো দেশাদ্বুবুধে ন চ কিঞ্চন ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

গিরীতি। সুষ্ঠু অসিতে কৃষ্ণবর্ণে লোচনে যস্যাঃ সা, হিরণ্ময়ী স্বর্ণনির্ম্মিতা ॥২৭॥

তস্যা ইতি। রূপেণ উজ্জ্বলতেজসা। সমা তেজসৈবাবকাশপূরণাৎ সমানা বৃক্ষাঃ ক্ষুপা হ্রস্বশাখা বৃক্ষা লতাশ্চ যস্মিন্ সঃ, হিরণ্ময়ঃ স্বর্ণময়ঃ ॥২৮॥

অবেতি। অবমেনে রূপতো নিকর্ষাদবজজ্ঞে। অবাপ্তং লব্ধম্ ॥২৯॥

জন্মেতি। তস্যাঃ কন্যায়া রূপেণ সদৃশং কিঞ্চন ন তর্কয়ামাস ॥৩০॥

তয়েতি। তয়া কন্যয়া কর্ত্র্যা, গুণময়ৈ রূপাদিগুণস্বরূপৈঃ পাশৈঃ করণৈর্বদ্ধমনশ্চক্ষুঃ সম্বরণঃ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

সম্প্রদানং দানমাত্রম্ ॥১১—১৮॥ সুহৃদাং দুর্হৃদামপি মধ্যে শ্রীমান্ ॥১৯—২৭॥ ক্ষুপঃ গুল্মঃ।

সেই নীলনয়না কন্যাটী পর্ব্বতের উপরে থাকিয়া স্বর্ণময়ী প্রতিমার ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥২৭॥

তাহার রূপের ও পরিচ্ছদের কিরণে সেই পর্ব্বতের উচ্চ বৃক্ষ, ক্ষুদ্র বৃক্ষ এবং লতা সকল যেন সমান হইয়া গিয়াছিল এবং পর্ব্বতটাই যেন স্বর্ণময় হইয়াছিল ॥২৮॥

সম্বরণ রাজা সেই কন্যাটীকে দেখিয়া ত্রিভুবনের সকল রমণীকেই অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন এবং নিজের চোখের ফল পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিতে থাকিলেন ॥২৯॥

আর, তিনি জন্মাবধি যত কিছু রূপ দেখিয়াছিলেন, তাহার কোন রূপই সেই কন্যাটীর রূপের তুল্য নহে বলিয়া ধারণা করিতে লাগিলেন ॥৩০॥

তখন সেই কন্যাটী নিজের গুণরূপ রজ্জু দ্বারা রাজার মন ও চক্ষু বন্ধন

অস্যা নূনং বিশালাক্ষ্যাঃ সদেবাসুরমানুষম্ ।
লোকং নির্ম্মথ্য ধাত্রেদং রূপমাবিষ্কৃতং কৃতম্ ॥৩২॥
এবং সন্তর্কয়ামাস রূপদ্রবিণসম্পদা ।
কন্যামসদৃশীং লোকে নৃপঃ সম্বরণস্তদা ॥৩৩॥
তাঞ্চ দৃষ্টৈব কল্যাণীং কল্যাণাভিজনো নৃপঃ ।
জগাম মনসা চিন্তাং কামবাণেন পীড়িতঃ ॥৩৪॥
দহ্যমানঃ স তীব্রেণ নৃপতির্মন্মথাগ্নিনা ।
অপ্রগল্‌ভাং প্রগল্‌ভস্থাং তদোবাচ মনোহরাম্ ॥৩৫॥
কাসি কস্যাসি রম্ভোরু ! কিমর্থঞ্চেহ তিষ্ঠসি ।
কথঞ্চ নির্জনেঽরণ্যে চরস্যেকা শুচিস্মিতে ! ॥৩৬॥
ত্বং হি সর্ব্বানবদ্যাঙ্গী সর্ব্বাভরণভূষিতা ।
বিভূষণমিবৈতেষাং ভূষণানামভীপ্সিতম্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

অস্যা ইতি। দেবাসুরাভ্যাং লোকাভ্যাং স্বর্গপাতালাভ্যাং সহেতি সদেবাসুরো মানুষো লোকস্তম্ ॥৩২॥

এবমিতি। রূপমেব দ্রবিণম্ আদরণীয়ত্বাদ্ধনং তৎসম্পদা, অসদৃশীমতুলনীয়াম্ ॥৩৩॥

তামিতি। কল্যাণাভিজনো মঙ্গলময়বংশঃ ॥৩৪॥

দহ্যমান ইতি। প্রগল্‌ভে প্রগল্‌ভতাযোগ্যে যৌবনে বয়সি তিষ্ঠতীতি তামপি ॥৩৫॥

কাসীতি। কস্য কন্যা ভার্য্যা বা চরস্যেকা একাকিনী ॥৩৬॥

করিয়া ফেলিল বলিয়া তিনি সে স্থান হইতে যাইতে বা অন্য কিছু জানিতে পারিলেন না ॥৩১॥

বিধাতা নিশ্চয়ই দেবলোক, অসুরলোক ও মনুষ্যলোক মন্থন করিয়া এই বিশালনয়নার এই মনোহর রূপ বাহির করিয়াছিলেন ॥৩২॥

সম্বরণ রাজা উক্তরূপ ধারণা করিলেন এবং তাহার রূপরাশি দেখিয়া তাহাকে জগতে অতুলনীয় বলিয়া মনে করিলেন ॥৩৩॥

সেই সুন্দরীকে দেখিয়াই সদ্বংশজাত সম্বরণ রাজা কামবাণে পীড়িত হইয়া মনে মনে অনেক বিষয় চিন্তা করিলেন ॥৩৪॥

সম্বরণ রাজা তখন দারুণ কামানলে দগ্ধ হইতে থাকিয়া সেই সরলা সুন্দরী যুবতিকে বলিলেন—॥৩৫॥

'সুন্দরি ! তুমি কে ? কাহার কন্যা বা ভার্য্যা ? কি জন্যই বা এখানে অবস্থান করিতেছ ? একাকিনীই বা কেন নির্জন বনে বিচরণ করিতেছ ? ॥৩৬॥

ন দেবীং নাসুরীঞ্চৈব ন যক্ষীং ন চ রাক্ষসীম্।
ন চ ভোগবতীং মন্যে ন গন্ধর্ব্বীং ন মানুষীম্ ॥৩৮॥
যা হি দৃষ্টা ময়া কাশ্চিচ্ছ্রুতা বাপি বরাঙ্গনাঃ।
ন তাসাং সদৃশীং মন্যে ত্বামহং মত্তকাশিনি! ॥৩৯॥
দৃষ্ট্বৈব চারুবদনে! চন্দ্রাৎ কান্ততরং তব।
বদনং পদ্মপত্রাক্ষং মাং মথ্নাতীব মন্মথঃ ॥৪০॥
এবং তাং স মহীপালো বভাষে ন তু সা তদা।
কামার্ত্তং নির্জ্জনেঽরণ্যে প্রত্যভাষত কিঞ্চন ॥৪১॥
ততো লালপ্যমানস্য পার্থিবস্যায়তেক্ষণা।
সৌদামিনীব চাভ্রেষু তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

ত্বমিতি। বিভূষণম্ অলঙ্করণমিব, শোভাতিশয়জননাদিতি ভাবঃ ॥৩৭॥
নেতি। ভোগবতীং নাগীম্। ন মন্যে ত্বৎসদৃশীমিতি শেষঃ ॥৩৮॥
যা ইতি। যৌবনমদেন মত্তা সতী কাশতে শোভত ইতি তৎসম্বোধনম্ ॥৩৯॥
দৃষ্ট্বেতি। কান্ততরং সুন্দরতরম্। পদ্মপত্রে ইব অক্ষিণী যস্য তৎ ॥৪০॥
এবমিতি। কামার্ত্তং রাজানম্। কিঞ্চন কিঞ্চিদপি ॥৪১॥
তত ইতি। লালপ্যমানস্য পূর্ব্বোক্তবদেব পুনঃ পুনর্লপতো ব্রুবতঃ। অভ্রেষু মেঘেষু ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

"হ্রস্বশাখা শিফঃ ক্ষুপঃ" ইত্যমরঃ ॥২৯—৩৮॥ মত্তেব কাশত ইতি মত্তকাশিনী ॥৩৯—৪২॥

তোমার সকল অঙ্গই সুন্দর। সুতরাং তুমি সকল অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া এই অলঙ্কারগুলিরই যেন অভীষ্ট বিশেষ অলঙ্কার হইয়াছ ॥৩৭॥

তোমার তুল্য রূপবতী কোন দেবী, অসুরী, যক্ষী, রাক্ষসী, নাগী, গন্ধর্ব্বী বা মানুষী আছে বলিয়া আমি মনে করি না ॥৩৮॥

হে যৌবনমত্তে! আমি যত কিছু সুন্দরী রমণী দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, তোমাকে তাহাদের তুল্য বলিয়া মনে করিতে পারি না ॥৩৯॥

চারুবদনে! পদ্মদলতুল্য-নয়নযুক্ত তোমার মুখ খানিকে চন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর দেখিয়াই কামদেব যেন আমাকে মন্থন করিতেছেন ॥৪০॥

সম্বরণ রাজা এইরূপ তাহাকে বলিলেন; কিন্তু সে রমণী তখন সেই নির্জ্জন বনমধ্যেও তাঁহার নিকট কোন প্রত্যুত্তরই করিল না ॥৪১॥

তথাপি রাজা বার বারই সেইরূপ বলিতে লাগিলে, বিদ্যুৎ যেমন মেঘের ভিতরে অন্তর্হিত হয়, তেমনই সেই দীর্ঘনয়না সেইখানেই অন্তর্হিত হইল ॥৪২॥

তামন্বেষ্টুং স নৃপতিঃ পরিচক্রাম সর্ব্বতঃ।
বনং বনজপত্রাক্ষীং ভ্রমন্নুন্মত্তবত্তদা ॥৪৩॥
অপশ্যমানঃ স তু তাং বহু তত্র বিলপ্য চ।
নিশ্চেষ্টঃ পার্থিবশ্রেষ্ঠো মুহূর্ত্তং স ব্যতিষ্ঠত ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ববণি চৈত্ররথে তপত্যুপাখ্যানে চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

গন্ধর্ব্ব উবাচ।
অথ তস্যামদৃশ্যায়াং নৃপতিঃ কামমোহিতঃ।
পাতনঃ শত্রুসংঘানাং পপাত ধরণীতলে ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি। বনজপত্রাক্ষীং পদ্মদলতুল্যনয়নাম্। "বনে সলিলকাননে" ইত্যমরঃ ॥৪৩॥
অপশ্যমান ইতি। আত্মনেপদবিষয় আনশ্প্রত্যয় আর্ষঃ ॥৪৪॥
ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ববণি চৈত্ররথে চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

তথেতি। পাতয়তীতি পাতনঃ সংহর্ত্তা। নন্দ্যাদিত্বাৎ কর্ত্তরি যুঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

বনজপত্রাক্ষীং জলজপত্রাক্ষীম্ ॥৪৩—৪৪॥
ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৪॥

তখন রাজা সেই পদ্মনয়না রমণীকে অন্বেষণ করিবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে থাকিয়া সমস্ত বন বিচরণ করিলেন ॥৪৩॥

কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া আবার সেই খানে আসিয়া বহু বিলাপ করিয়া রাজশ্রেষ্ঠ সম্বরণ নিশ্চেষ্ট হইয়া কিছু কাল দাঁড়াইয়া থাকিলেন ॥৪৪॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—সেই কন্যাটী অদৃশ্য হইলে, শত্রুবিজয়ী সম্বরণ রাজা কাম-পীড়নে মোহিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥১॥

* '…একোনসপ্তত্যধিকঃ…' '…একসপ্তত্যধিকঃ…' '…সপ্তাশীত্যধিকঃ…' ইতি পাঠভেদাঃ।

তস্মিন্ নিপতিতে ভূমাবথ সা চারুহাসিনী।
পুনঃ পীনায়তশ্রোণী দর্শয়ামাস তং নৃপম্ ॥২॥
তং কুরূণাং কুলকরং কামাভিহতচেতসম্।
উবাচ মধুরং বাক্যং তপতী প্রহসন্ত্যপি ॥৩॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে ন ত্বমর্হস্যরিন্দম !।
মোহং নৃপতিশার্দ্দূল ! গন্তুমাবিষ্কৃতঃ ক্ষিতৌ ॥৪॥
এবমুক্তোঽথ নৃপতির্বাচা মধুরয়া তদা।
দদর্শ বিপুলশ্রোণীং তামেবাভিমুখে স্থিতাম্ ॥৫॥
অথ তামসিতাপাঙ্গীমাবভাষে স পার্থিবঃ।
মন্মথাগ্নিপরীতাত্মা সন্দিগ্ধাক্ষরয়া গিরা ॥৬॥
সাধু ত্বমসিতাপাঙ্গি ! কামার্ত্তং মত্তকাশিনি !।
ভজস্ব ভজমানং মাং প্রাণা হি প্রজহন্তি মাম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্নিতি। দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ ॥২॥
তমিতি। কুলকরম্ অবিচ্ছিন্নবংশপ্রবর্ত্তকম্। প্রহসন্তী স্ময়মানা ॥৩॥
উত্তিষ্ঠেতি। তে তব ভদ্রমস্তু। আবিষ্কৃতো বিধাত্রা আবির্ভাবিতঃ ॥৪॥
এবমিতি। বাচা উক্তরূপয়া ॥৫॥
অথেতি। মন্মথাগ্নিপরীতাত্মা কামানলব্যাপ্তচিত্তঃ। সন্দিগ্ধাক্ষরয়া অস্পষ্টত্বাৎ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

অথেতি ॥১—২॥ প্রহসন্ অন্য ইব ॥৩॥ আবিষ্কৃতঃ প্রখ্যাতঃ। স্ত্রীলিঙ্গপাঠে তু

তিনি ভূতলে পতিত হইলে, মধুরহাসিনী ও সুনিতম্বা সেই কন্যাটী আসিয়া পুনরায় রাজাকে দেখা দিল ॥২॥

এবং মৃদু হাস্য করিতে করিতে কুরুবংশরক্ষক কামার্ত্ত রাজাকে এই মধুর বাক্য বলিল— ॥৩॥

'হে শত্রুবিজয়ী রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনি উঠুন উঠুন ; আপনার মঙ্গল হউক ; বিধাতা আপনাকে রাজা করিয়া ভূতলে পাঠাইয়াছেন ; সুতরাং আপনি অল্প কারণে মূর্চ্ছিত হইতে পারেন না' ॥৪॥

রাজা মধুর বাক্যে এইরূপ অভিহিত হইয়া তখনই সম্মুখস্থিতা সেই বিশাল-নিতম্বা কন্যাটীকে দেখিতে পাইলেন ॥৫॥

তাহার পর, কামাকুলহৃদয় সম্বরণ রাজা অস্পষ্ট বাক্যে সেই সুলোচনা কন্যাটীকে বলিতে লাগিলেন— ॥৬॥

(৩)···তপতী প্রহসন্নিব, তপতী হসতীব সা।

ত্বদর্থং হি বিশালাক্ষি ! মাময়ং নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
কামঃ কমলগর্ভাভে ! প্রতিবিধ্যন্ ন শাম্যতি ॥৮॥
দষ্টমেবমনাক্রন্দে ! ভদ্রে ! কামমহাহিনা ।
সা ত্বং পীনায়তশ্রোণি ! মামাপ্নু হি বরাননে ! ॥৯॥
ত্বদধীনা হি মে প্রাণাঃ কিন্নরোদ্‌গীতভাষিণি ! ।
চারুসর্বানবদ্যাঙ্গি ! পদ্মেন্দুপ্রতিমাননে ! ॥১০॥
নহ্যহং ত্বদৃতে ভীরু ! শক্ষ্যামি খলু জীবিতুম্ ।
কামঃ কমলপত্রাক্ষি ! প্রতিবিধ্যতি মাময়ম্ ॥১১॥
তস্মাৎ কুরু বিশালাক্ষি ! ময্যনুক্রোশমঙ্গনে ! ।
ভক্তং মামসিতাপাঙ্গি ! ন পরিত্যক্তুমর্হসি ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

সাধ্বিতি। প্রজহস্তি পরিত্যজন্তি। নকারলোপাভাব আর্ষঃ ॥৭॥

ত্বদিতি। কমলগর্ভস্য পদ্মকোষস্য আভা ইব আভা যস্যাস্তৎসম্বোধনম্ ॥৮॥

দষ্টমিতি। কাম এব মহাহির্মহাসর্পস্তেন দষ্টং মাম্। ন বিদ্যতে আক্রন্দো মদাশ্বাসন-শব্দো যস্যাস্তৎসম্বোধনম্। "আরাবে রুদিতে ত্রাতর্য্যাক্রন্দো দারুণে রণে" ইত্যমরঃ ॥৯॥

ত্বদিতি। কিন্নরস্য উদ্‌গীতবদুৎকৃষ্টগানবৎ ভাষত ইতি তৎসম্বোধনম্ ॥১০॥

নহীতি। ত্বদৃতে ত্বাং বিনা। প্রতিবিধ্যতি শরৈরিতি শেষঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

আবির্ভূতাস্মি ॥৪—৬॥ প্রজহস্তি প্রজহতি ॥৮॥ অনাক্রন্দে অত্রাতরি কালে। "আক্রন্দঃ

'ভাল; হে সুলোচনে! হে যৌবনমত্তে! আমি কামার্ত্ত হইয়া তোমাতে আসক্ত হইয়াছি, তুমিও আমাতে আসক্ত হও; না হইলে প্রাণ আমাকে পরিত্যাগ করিবে ॥৭॥

হে বিশালনয়নে! হে পদ্মকোষবর্ণে! তোমার জন্যই কাম আমাকে নিশিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকিয়া কিছুতেই নিবৃত্তি পাইতেছে না ॥৮॥

ভদ্রে! কামরূপ মহাসর্প আমাকে দংশন করিয়াছে; কিন্তু সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি আশ্বাসবাক্যও বলিতেছ না, সত্বর আসিয়া আমাকে রক্ষা কর ॥৯॥

হে অনিন্দ্যসুন্দরি! তোমার কণ্ঠস্বর কিন্নরের উৎকৃষ্ট গানের ন্যায় এবং তোমার মুখখানি পদ্ম ও চন্দ্রের তুল্য; সুতরাং আমার প্রাণ তোমারই অধীন হইয়াছে ॥১০॥

সুন্দরি! তোমাকে ছাড়িয়া আমি জীবিত থাকিতে পারিব না। কারণ, এই কাম আমাকে অনবরত বিদ্ধ করিতেছে ॥১১॥

ত্বং হি মাং প্রীতিযোগেন ত্রাতুমর্হসি ভাবিনি ! ।
ত্বদ্দর্শনকৃতস্নেহং মনশ্চলতি মে ভৃশম্ ॥১৩॥
ন ত্বাং দৃষ্ট্বা পুনশ্চান্যাং দ্রষ্টুং কল্যাণি ! রোচতে।
প্রসীদ বশগোঽহং তে ভক্তং মাং ভজ ভাবিনি ! ॥১৪॥
দৃষ্ট্বৈব ত্বাং বরারোহে ! মন্মথো ভৃশমঙ্গনে ! ।
অন্তর্গতং বিশালাক্ষি ! বিধ্যতি স্ম পতত্রিভিঃ ॥১৫॥
মন্মথাগ্নিসমুদ্ভূতং দাহং কমললোচনে ! ।
প্রীতিসংযোগযুক্তাভিরদ্ভিঃ প্রহ্লাদয়স্ব মে ॥১৬॥
পুষ্পায়ুধং দুরাধর্ষং প্রচণ্ডশরকার্ম্মুকম্ ।
ত্বদ্দর্শনসমুদ্ভূতং বিধ্যন্তং দুঃসহৈঃ শরৈঃ ।
উপশাময় কল্যাণি ! আত্মদানেন ভাবিনি ! ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি। অনুক্রোশং দয়াম্। হে অঙ্গনে! উত্তমস্ত্রি! ॥১২॥

ত্বমিতি। প্রীত্যা যোগো রমণায় সংযোগস্তেন। চলতি অধীরং ভবতি ॥১৩॥

নেতি। অন্যাং রমণীম্। এতেন সপত্নীসম্ভাবনাপি তে নাস্তীতি সূচিতম্ ॥১৪॥

দৃষ্ট্বেতি। অন্তর্গতং যথা স্যাত্তথা বিধ্যতি। স্মেতি পাদপূরণে। পতত্রিভির্বাণৈঃ ॥১৫॥

মন্মথেতি। প্রীত্যা সংযোগে যুক্তাঃ সঙ্গতাঃ প্রীতিসংযোগরূপাভিরিত্যর্থঃ, অদ্ভির্জলৈঃ, প্রহ্লাদয়স্ব প্রহ্লাদনপূর্ব্বকং শময়স্ব ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্রন্দনে হ্বানে মিত্রদারুণযুদ্ধয়োঃ। ভ্রাতর্য্যপি চ পুংসি স্যাৎ" ইতি মেদিনী ॥৯—১৬॥

অতএব বিশালনয়নে! তুমি আমার প্রতি দয়া কর; আমি তোমার ভক্ত; সুতরাং তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না ॥১২॥

সুন্দরি! তুমি প্রীতিপূর্ব্বক সংযোগ ঘটাইয়া আমাকে রক্ষা কর; তোমাকে দেখার পরে আমার মনে অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাই সে মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছে ॥১৩॥

কল্যাণি! তোমাকে দেখিয়া আর আমার অন্য রমণীকে দেখিবারও ইচ্ছা হইতেছে না, তুমি প্রসন্ন হও, আমি তোমার অধীন এবং ভক্ত; অতএব আমাকে ভজন কর ॥১৪॥

সুন্দরি! তোমাকে দেখার পরেই কামদেব বাণ দ্বারা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত বিদ্ধ করিতেছেন ॥১৫॥

কমলনয়নে! কামানল হইতে আমার যে দাহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তুমি নিজের প্রণয়সংযোগরূপ জল দ্বারা নিবারিত কর ॥১৬॥

---

(১৪)…পুনরন্যাম্…কল্যাণি! রোচয়ে…।

গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন মামুপৈহি বরাঙ্গনে ! ।
বিবাহানাং হি রম্ভোরু ! গান্ধর্ব্বঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥১৮॥

তপত্যুবাচ ।

নাহমীশাত্মনো রাজন্ ! কন্যা পিতৃমতী হ্যহম্ ।
ময়ি চেদস্তি তে প্রীতির্যাচস্ব পিতরং মম ॥১৯॥
যথা হি তে ময়া প্রাণাঃ সংগৃহীতা নরেশ্বর ! ।
দর্শনাদেব ভূয়স্ত্বং তথা প্রাণান্ মমাহরঃ ॥২০॥
ন চাহমীশা দেহস্য তস্মান্নৃপতিসত্তম ! ।
সমীপং নোপগচ্ছামি ন স্বতন্ত্রা হি যোষিতঃ ॥২১॥
কা হি সর্ব্বেষু লোকেষু বিশ্রুতাভিজনং নৃপম্ ।
কন্যা নাভিলষেন্নাথং ভর্ত্তারং ভক্তবৎসলম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

পুষ্পেতি । তব দর্শনেনৈব সমুদ্ভূতমুৎপন্নম্ । ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥
গান্ধর্ব্বেণেতি । শ্রেষ্ঠ আসুরাদ্যপেক্ষয়া ॥১৮॥
নেতি । আত্মনো ন ঈশা দানাদৌ সমর্থা । হি যস্মাদহং পিতৃমতী ॥১৯॥
যথেতি । সংগৃহীতা আকৃষ্টাঃ । ভূয়ঃ অধিকং যথাস্যাত্তথা, অহরো হৃতবান্ ॥২০॥
নেতি । অহং মম দেহস্যৈব ন ঈশা দানাদৌ সমর্থা । সমীপং তবেত্যর্থঃ ॥২১॥

কল্যাণি ! তোমার দর্শনমাত্রেই আমার হৃদয়ে কাম জন্মিয়াছে, সেই দুর্দ্ধর্ষ কাম বিশাল বাণ ও ধনু ধারণ করিয়া দুঃসহ বাণ দ্বারা আমাকে বিদ্ধ করিতেছে ; অতএব সুন্দরি ! তুমি আত্মসমর্পণ করিয়া তাহাকে শান্ত কর ॥১৭॥

সুন্দরি ! তুমি গান্ধর্ব্ব বিবাহ অনুসারে আমার সহিত মিলিত হও । রম্ভোরু ! বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ একটি শ্রেষ্ঠ বিবাহ ॥১৮॥

তপতী বলিলেন—'রাজা ! আমার দেহের উপরে আমার আধিপত্য নাই । কারণ, আমার পিতা আছেন । সুতরাং আপনার যদি আমার উপরে প্রণয় জন্মিয়া থাকে, তবে আমার পিতার নিকট আমাকে প্রার্থনা করুন ॥১৯॥

রাজা ! আমি যেমন দর্শনমাত্রেই আপনার প্রাণ হরণ করিয়াছি, আপনিও তেমন আমা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আমার প্রাণ হরণ করিয়াছেন ॥২০॥

কিন্তু আমি আমার দেহের প্রভু নহি ; তাই আমি আপনার নিকট যাইতেছি না । কারণ, স্ত্রীজাতি স্বাধীন নহে ॥২১॥

ত্রিভুবনের মধ্যে কোন্ কন্যা বিখ্যাতবংশসম্ভূত এবং ভক্তবৎসল রাজাকে প্রতিপালক ও পতিরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা না করে ? ॥২২॥

তস্মাদেবং গতে কালে যাচস্ব পিতরং মম।
আদিত্যং প্রণিপাতেন তপসা নিয়মেন চ ॥২৩॥
স চেৎ কাময়তে দাতুং তব মামরিসূদন!।
ভবিষ্যাম্যথ তে রাজন্! সততং বশবর্ত্তিনী ॥২৪॥
অহং হি তপতী নাম সাবিত্র্যবরজা সুতা।
অস্য লোকপ্রদীপস্য সবিতুঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ! ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথে তাপত্যে পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

কেতি। বিশ্রুতাভিজনং বিখ্যাতবংশম্। নাথং রক্ষকম্ ॥২২॥

তস্মাদিতি। এবং গতে ইত্থম্ভূতে আবয়োঃ পরস্পরানুরাগসম্বন্ধিনীত্যর্থঃ ॥২৩॥

স ইতি। কাময়তে ইচ্ছতি। তব হস্তে ॥২৪॥

অহমিতি। সাবত্রীতঃ অবরজা কনিষ্ঠা। সবিতুঃ সূর্য্যস্য ॥২৫॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ররথে পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

রোচতে রুচির্ভবতি ॥১৪—১৯॥ ভূয়োঽধিকং অহরঃ হৃতবানসি ॥২০॥ তর্হি ক্রিয়তাং সঙ্গ ইতি চেৎ তত্রাহ—ন চেতি ॥২১—২৫॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৫॥

অতএব আপনি এইরূপ সময়ে প্রণিপাত, তপস্যা ও ব্রত দ্বারা আমার পিতা সূর্য্যদেবের নিকট আমাকে প্রার্থনা করুন ॥২৩॥

মহারাজ! তিনি যদি আমাকে আপনার হাতে দিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি চিরকালের জন্যই আপনার বশবর্ত্তিনী হইব ॥২৪॥

হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! জগতের প্রদীপ এই সূর্য্যদেবের কন্যা সাবিত্রী; আমি তাঁহারই কনিষ্ঠা ভগিনী; আমার নাম—'তপতী' ॥২৫॥

---

* '...সপ্তত্যধিকঃ...' '...দ্বিসপ্তত্যধিকঃ...' '... অষ্টাশীত্যধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততস্তূর্ণং জগামোর্দ্ধমনিন্দিতা।
স তু রাজা পুনর্ভূমৌ তত্রৈব নিপপাত হ ॥১॥
অন্বেষমাণঃ সবলস্তং রাজানং নৃপোত্তমম্।
অমাত্যঃ সানুযাত্রশ্চ তং দদর্শ মহাবনে ॥২॥
ক্ষিতৌ নিপতিতং কালে শক্রধ্বজমিবোচ্ছ্রিতম্।
তং হি দৃষ্ট্বা মহেষ্বাসং নিরশ্বং পতিতং ভুবি ॥৩॥
বভূব সোঽস্য সচিবঃ সম্প্রদীপ্ত ইবাগ্নিনা।
ত্বরয়া চোপসঙ্গম্য স্নেহাদাগতসম্ভ্রমঃ ॥৪॥
তং সমুত্থাপয়ামাস নৃপতিং কামমোহিতম্।
ভূতলাদ্ভূমিপালেশং পিতেব পতিতং সুতম্ ॥৫॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। অনিন্দিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তপতী। রাজা সম্বরণঃ ॥১॥

অন্বেষমাণ ইতি। সবলঃ সসৈন্যঃ। সানুযাত্রঃ সানুচরঃ ॥২॥

ক্ষিতাবিতি। উচ্ছ্রিতং প্রাগুত্তোলিতম্, কালে নিপতিতং শক্রধ্বজমিব। নিরশ্বং বাহনীভূতাশ্বশূন্যম্। সম্প্রদীপ্তো জ্বলিত ইব সন্তাপাতিরেকাৎ। আগতসম্ভ্রম উপস্থিতাধৈর্য্যঃ। নৃপতিং সম্বরণম্ ॥৩—৫॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১॥ অনুযাত্রঃ শিবিরভাণ্ডাদ্যাহর্ত্তৃভিঃ সহিতঃ সানুযাত্রঃ ॥২॥ নিরস্তং তপত্যা

গন্ধর্ব্ব বলিল—সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তপতী এইরূপ বলিয়া, তাহার পরেই উপরের দিকে চলিয়া গেলেন; কিন্তু সম্বরণ রাজা পুনরায় সেই খানেই ভূতলে পতিত হইলেন ॥১॥

তাহার পর, সৈন্যগণ ও অনুচরগণের সহিত মন্ত্রী অন্বেষণ করিতে করিতে সেই মহাবনেই আসিয়া সেই অবস্থায় রাজাকে দেখিতে পাইলেন ॥২॥

এবং যথাসময়ে উত্তোলিত আবার ভূতলে পতিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় মহাধনুর্দ্ধর রাজাকে অশ্ববিহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত দেখিয়া সেই মন্ত্রী সন্তাপানলে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং সত্বর যাইয়া, স্নেহের বশে ব্যস্ত হইয়া, পিতা যেমন

(৩)'... নিরস্তং পতিতং ভুবি' ইতি নীলকণ্ঠসম্মতঃ পাঠঃ।

প্রজ্ঞয়া বয়সা চৈব বৃদ্ধঃ কীর্ত্ত্যা নয়েন চ।
অমাত্যস্তং সমুত্থাপ্য বভূব বিগতজ্বরঃ ॥৬॥
উবাচ চৈনং কল্যাণ্যা বাচা মধুরয়োত্থিতম্।
মা ভৈর্ম্মনুজশার্দ্দূল! ভদ্রমস্তু তবানঘ! ॥৭॥
ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তং তর্কয়ামাস বৈ নৃপম্।
পতিতং পাতনং সংখ্যে শাত্রবাণাং মহীতলে ॥৮॥
বারিণা চ সুশীতেন শিরস্তস্যাভ্যষেচয়ৎ।
অস্ফুটন্মুকুটং রাজ্ঞঃ পুণ্ডরীকসুগন্ধিনা ॥৯॥
ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণস্তদ্বলং বলবান্নৃপঃ।
সর্ব্বং বিসর্জয়ামাস তমেকং সচিবং বিনা ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

প্রজ্ঞয়েতি। প্রজ্ঞয়া বুদ্ধ্যা। নয়েন নীতিজ্ঞানেন চ। বিগতজ্বরঃ সন্তাপশূন্যঃ ॥৬॥

উবাচেতি। কল্যাণ্যা মঙ্গলজনিকয়া। ভদ্রং মঙ্গলম্ ॥৭॥

ক্ষুদিতি। ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তম্, অতএব পতিতম্। পাতনং নিপাতকম্, সংখ্যে যুদ্ধে ॥৮॥

বারিণেতি। অস্ফুটং বারিসেকেন ধূল্যাদিমলাপগমাৎ উজ্জ্বলমভবৎ ॥৯॥

তত ইতি। প্রত্যাগতপ্রাণ উপস্থিতচৈতন্যঃ। বলং সৈন্যম্ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

ত্যক্তম্ ॥৩॥ আগতসম্ভ্রমো জাতভয়ঃ ॥৪—৮॥ পুণ্ডরীকযুক্তেন সুগন্ধিনা উশীরমূলেন নির্ম্মিতং মুকুটং দাহাপনয়নার্থং রাজ্ঞঃ শিরসি নিহিতমাত্রমস্ফুটং বিশীর্ণং সদ্যঃ শুদ্ধমভূৎ ইত্যর্থঃ।

পুত্রকে উত্তোলন করেন, তেমনই কামমোহিত ভূতল পতিত রাজাকে ভূতল হইতে উত্তোলন করিলেন ॥৩—৫॥

জ্ঞানে, বয়সে, যশে ও নীতিকৌশলে বৃদ্ধ সেই মন্ত্রী রাজা সম্বরণকে উত্তোলন করিয়া সন্তাপশূন্য হইলেন ॥৬॥

এবং তিনি মঙ্গলময় মধুর বাক্যে সম্মুখস্থিত রাজাকে কহিলেন—'রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি ভীত হইবেন না, আপনার মঙ্গল হউক' ॥৭॥

আর, মন্ত্রী মনে করিলেন—'যুদ্ধে শত্রুনিপাতকারী রাজা ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়াই ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন' ॥৮॥

তাহার পর, তিনি পদ্মসৌরভযুক্ত শীতল জল দ্বারা রাজার মস্তক সিক্ত করিলেন; তাহাতে ময়লা দূর হওয়ায় রাজার মুকুট খানি আরও উজ্জ্বল হইল ॥৯॥

(৯) অস্পৃশন্মুকুটং রাজ্ঞঃ···।

ততস্তস্যাজ্ঞয়া রাজ্ঞো বিপ্রতস্থে মহদ্বলম্ ।
স তু রাজা গিরিপ্রস্থে তস্মিন্ পুনরুপাবিশৎ ॥১১॥
ততস্তস্মিন্ গিরিবরে শুচিভূর্ত্বা কৃতাঞ্জলিঃ ।
আরিরাধয়িষুঃ সূর্য্যং তস্থাবূর্দ্ধমুখঃ ক্ষিতৌ ॥১২॥
জগাম মনসা চৈব বশিষ্ঠমৃষিসত্তমম্ ।
পুরোহিতমমিত্রঘ্নস্তদা সম্বরণো নৃপঃ ॥১৩॥
নক্তন্দিনমথৈকত্র স্থিতে তস্মিন্ জনাধিপে ।
অথাজগাম বিপ্রর্ষিস্তদা দ্বাদশমেঽহনি ॥১৪॥
স বিদিত্বৈব নৃপতিং তপত্যা হৃতমানসম্ ।
দিব্যেন বিধিনা জ্ঞাত্বা ভাবিতাত্মা মহানৃষিঃ ॥১৫॥
তথা তু নিয়তাত্মানং তং নৃপং মুনিসত্তমঃ ।
আবভাষে স ধর্ম্মাত্মা তস্যৈবার্থচিকীর্ষয়া ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। মহদ্বলং মহতী চমূঃ। গিরিপ্রস্থে পর্ব্বতসানৌ ॥১১॥

তত ইতি। আরিরাধয়িষুঃ আরাধয়িতুমিচ্ছুঃ। তস্থৌ স রাজা ॥১২॥

জগামেতি। জগাম সস্মার। অমিত্রঘ্নঃ শত্রুহন্তা ॥১৩॥

নক্তমিতি। নক্তন্দিনং দিবারাত্রম্। দ্বাদশমে দ্বাদশসংখ্যাপরিমিতে ॥১৪॥

স ইতি। দিব্যেন অলৌকিকেন বিধিনা ধ্যানেনেত্যর্থঃ, ভাবিতাত্মা জ্ঞানশোধিতচিত্তঃ। তস্য নৃপস্যৈব, অর্থচিকীর্ষয়া প্রয়োজনসাধনেচ্ছয়া ॥১৫—১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পাঠান্তরে স্পষ্টোঽর্থঃ ॥৯॥ বলং সৈন্যম্ ॥১০॥ গিরিপ্রস্থে শৈলশিখরে ॥১১—১৩॥ দ্বাদশমে

পরে, রাজা চৈতন্য লাভ করিয়া, কেবল সেই মন্ত্রী ব্যতীত সমস্ত সৈন্যকেই বিদায় করিলেন ॥১০॥

তদনন্তর, রাজার আদেশে সেই বিশাল সৈন্য রাজধানীর দিকে প্রস্থান করিল; কিন্তু রাজা সেই পর্ব্বতের সমতল ভূমিতেই পুনরায় উপবেশন করিলেন ॥১১॥

তাহার পর, তিনি সূর্য্যদেবের আরাধনা করিবার ইচ্ছায় সেই পর্ব্বতেই পবিত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ঊর্দ্ধমুখে ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১২॥

এবং মনে মনে ঋষিশ্রেষ্ঠ পুরোহিত বশিষ্ঠকে স্মরণ করিতে থাকিলেন ॥১৩॥

রাজা এই ভাবে সেই স্থানে দিবারাত্র অবস্থান করিতে থাকিলে, বার দিনের দিন ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ সে খানে আগমন করিলেন ॥১৪॥

জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক মহর্ষি বশিষ্ঠ তপতীই যে সম্বরণ রাজার চিত্ত অপহরণ

স তস্য মনুজেন্দ্রস্য পশ্যতো ভগবানৃষিঃ।
ঊর্দ্ধমাচক্রমে দ্রষ্টুং ভাস্করং ভাস্করদ্যুতিঃ ॥১৭॥
সহস্রাংশুং ততো বিপ্রঃ কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ।
বশিষ্ঠোঽহমিতি প্রীত্যা স চাত্মানং ন্যবেদয়ৎ ॥১৮॥
তমুবাচ মহাতেজা বিবস্বান্ মুনিসত্তমম্।
মহর্ষে! স্বাগতং তেঽস্তু কথয়স্ব যথেপ্সিতম্ ॥১৯॥
যদিচ্ছসি মহাভাগ! মত্তঃ প্রবদতাং বর!।
তত্তে দদ্যামভিপ্রেতং যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করম্ ॥২০॥
এবমুক্তঃ স তেনর্ষির্বশিষ্ঠঃ প্রত্যভাষত।
প্রণিপত্য বিবস্বন্তং ভানুমন্তং মহাতপাঃ ॥২১॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যৈষা তে তপতী নাম সাবিত্র্যবরজা সুতা।
তাং ত্বাং সম্বরণস্যার্থে বরয়ামি বিভাবসো! ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। তস্য তমনাদৃত্য। আচক্রমে জগাম ॥১৭॥
সহস্রেতি। সহস্রাংশুং সূর্য্যম্ ॥১৮॥
তমিতি। বিবস্বান্ সূর্য্যঃ। স্বাগতং স্বাগতপ্রশ্নেন সমাদরণম্ ॥১৯॥
যদিতি। মত্তো মম সকাশাৎ ॥২০॥
এবমিতি। ভানুমন্তং প্রশস্তকিরণং সহস্রকিরণং বা ॥২১॥
যেতি। বরয়ামি প্রার্থয়ামি। প্রার্থনার্থত্বাদ্দ্বিকর্ম্মকত্বম্ ॥২২॥

করিয়াছেন ইহা ধ্যানে জানিয়া, তাঁহারই উদ্দেশ্য সাধন করিবার ইচ্ছায় তাঁহার সহিত কিছু আলাপ করিলেন ॥১৫—১৬॥

পরে, রাজা দেখিতেছিলেন, এই অবস্থায়ই সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী ভগবান্ বশিষ্ঠ সূর্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপরের দিকে চলিয়া গেলেন ॥১৭॥

তাহার পর, বশিষ্ঠ কৃতাঞ্জলি হইয়া সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 'আমি বশিষ্ঠ' এইরূপে প্রণয়পূর্ব্বক আত্মপরিচয় দিলেন ॥১৮॥

তখন সূর্য্যদেব মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বলিলেন—'মহর্ষি! আপনার উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতেছি, আপনি অভীষ্ট বিষয় বলুন ॥১৯॥

মহাত্মন্! আপনি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা অতিদুষ্কর হইলেও আমি আপনাকে দিব' ॥২০॥

সূর্য্যদেব এইরূপ বলিলে, বশিষ্ঠ প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন— ॥২১॥

স হি রাজা বৃহৎকীর্ত্তির্ধর্ম্মার্থবিদুদারধীঃ।
যুক্তঃ সম্বরণো ভর্ত্তা দুহিতুস্তে বিহঙ্গম ! ॥২৩॥
ইত্যুক্তঃ স তদা তেন দদানীত্যেব নিশ্চিতঃ।
প্রত্যভাষত তং বিপ্রং প্রতিনন্দ্য দিবাকরঃ ॥২৪॥
বরঃ সম্বরণো রাজ্ঞাং ত্বমৃষীণাং বরো মুনে ! ।
তপতী যোষিতাং শ্রেষ্ঠা কিমন্যদপসর্জনাৎ ॥২৫॥
ততঃ সর্ব্বানবদ্যাঙ্গীং তপতীং তপনঃ স্বয়ম্।
দদৌ সম্বরণস্যার্থে বশিষ্ঠায় মহাত্মনে ॥২৬॥
প্রতিজগ্রাহ তাং কন্যাং মহর্ষিস্তপতীং তদা।
বশিষ্ঠোঽথ বিসৃষ্টস্তু পুনরেবাজগাম হ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বিহায়সা আকাশেন গচ্ছতীতি বিহঙ্গমঃ সূর্য্যস্তৎসম্বোধনম্ ॥২৩॥
ইতীতি। নিশ্চিতঃ পূর্ব্বমেব নিশ্চয়েন কৃতসঙ্কল্পঃ। প্রতিনন্দ্য আদৃত্য ॥২৪॥
বর ইতি। বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। অপসর্জনাৎ দানাৎ, অন্যৎ কিং কর্ত্তব্যমস্তি ॥২৫॥
তত ইতি। তপনঃ সূর্য্যঃ, স্বয়মাত্মনৈব ন পুনরন্যদ্বারা ॥২৬॥
প্রতীতি। বিসৃষ্টঃ সূর্য্যেণেতি শেষঃ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

দ্বাদশসংখ্যয়া মিতে ॥১৪॥ দিব্যেন বিধিনা যোগবলেন ॥১৫—১৬॥ পশ্যতঃ সতঃ পশ্যতো-

বশিষ্ঠ বলিলেন—'সূর্য্যদেব ! সাবিত্রীর কনিষ্ঠা তপতী নামে আপনার যে একটী কন্যা আছে, সেটীকে সম্বরণ রাজার জন্য আপনার নিকট আমি প্রার্থনা করি ॥২২॥

সম্বরণ রাজা অত্যন্ত যশস্বী, ধর্ম্মার্থজ্ঞ এবং উদারচেতা ; সুতরাং তিনিই আপনার কন্যার উপযুক্ত বর' ॥২৩॥

সূর্য্যদেব পূর্ব্বেই সম্বরণ রাজাকে কন্যা দান করিবেন এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন ; সুতরাং তখন বশিষ্ঠ ঐরূপ বলিলে, তাঁহাকে আদর করিয়া বলিলেন—॥২৪॥

'মহর্ষি ! সম্বরণ, রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আপনি মুনিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তপতীও নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। অতএব সম্বরণের হস্তে তপতীকে দান করা ভিন্ন আর কি করিব' ॥২৫॥

তাহার পর, সূর্য্যদেব নিজেই সম্বরণ রাজার জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তপতীকে মহাত্মা বশিষ্ঠের নিকট সমর্পণ করিলেন ॥২৬॥

যত্র বিখ্যাতকীর্ত্তিঃ স কুরূণামৃষভোঽভবৎ।
স রাজা মন্মথাবিষ্টস্তদ্গতেনান্তরাত্মনা ॥২৮॥
দৃষ্ট্বা চ দেবকন্যাং তাং তপতীং চারুহাসিনীম্।
বশিষ্ঠেন সহায়ান্তীং সংহৃষ্টোঽভ্যধিকং বভৌ ॥২৯॥
রুরুচে সাধিকং সুভ্রূরাপতন্তী নভস্তলাৎ।
সৌদামিনীব বিভ্রষ্টা দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা ॥৩০॥
কৃচ্ছ্রাদ্দ্বাদশরাত্রে তু তস্য রাজ্ঞঃ সমাহিতে।
আজগাম বিশুদ্ধাত্মা বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ॥৩১॥
তপসারাধ্য বরদং দেবং গোপতিমীশ্বরম্।
লেভে সম্বরণো ভার্য্যাং বশিষ্ঠস্যৈব তেজসা ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

যত্রেতি। তদ্গতেন তপতীগতেন। মন্মথাবিষ্টঃ অভবদিতি সম্বন্ধঃ ॥২৮॥

দৃষ্ট্বেতি। সংহৃষ্টঃ অত্যানন্দিতঃ সম্বরণ ইতি শেষঃ ॥২৯॥

রুরুচ ইতি। আপতন্তী আগচ্ছন্তী। সৌদামিনী বিদ্যুৎ। ত্বিষা শরীরকান্ত্যা ॥৩০॥

কৃচ্ছ্রাদিতি। দ্বাদশরাত্রে, কৃচ্ছ্রাৎ স্বযাব্রতাচরণকষ্টাৎ, সমাহিতে সমাধিনা অতি-বাহিতে ॥৩১॥

তপসেতি। গোপতিং তেজসাং পতিম্, ঈশ্বরং সূর্য্যম্ ॥৩২॥

ভারতভাবদীপঃ

হর্থে বা ॥১৭—২২॥ বিহঙ্গম! হে খেচর! ॥২৩—২৪॥ নিমন্ত্রেচ্ছন্, অপবর্জনাৎ দানাৎ ॥২৫—৩০॥ কৃচ্ছ্রাৎ ক্লেশাৎ, দ্বাদশরাত্রমধ্যে সমাহিতে সমাধৌ নিয়মে সমাপ্তে সতি ॥৩১॥

মহর্ষি বশিষ্ঠও তখন তপতীনাম্নী সেই কন্যাটাকে গ্রহণ করিলেন এবং সূর্য্যদেবের নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় চলিয়া আসিলেন ॥২৭॥

বিখ্যাতকীর্ত্তি কুরুশ্রেষ্ঠ সম্বরণ রাজা তপতীকে ভাবিতে থাকিয়া কামাবিষ্ট হইয়া যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন ॥২৮॥

রাজা, চারুহাসিনী দেবকন্যা তপতীকে বশিষ্ঠের সহিত আসিতে দেখিয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৯॥

সুন্দরী তপতীও মেঘবিচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায় আপন কান্তি দ্বারা সমস্ত দিক্ আলোকিত করিয়া, আকাশ হইতে আসিতে থাকিয়া, অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩০॥

তখন রাজা কষ্টসাধ্য সূর্য্যোপাসনায় দ্বাদশ দিন অতিবাহিত করিলে, শুদ্ধচিত্ত বশিষ্ঠ তপতীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥৩১॥

ততস্তস্মিন্ গিরিশ্রেষ্ঠে দেবগন্ধর্ব্বসেবিতে।
জগ্রাহ বিধিবৎ পাণিং তপত্যাঃ স নরর্ষভঃ ॥৩৩॥
বশিষ্ঠেনাভ্যনুজ্ঞাতস্তস্মিন্নেব ধরাধরে।
সোঽকাময়ত রাজর্ষির্বিহর্ত্তুং সহ ভার্য্যয়া ॥৩৪॥
ততঃ পুরে চ রাষ্ট্রে চ বনেষূপবনেষু চ।
আদিদেশ মহীপালস্তমেব সচিবং তদা ॥৩৫॥
নৃপতিং ত্বভ্যনুজ্ঞাপ্য বশিষ্ঠোঽথাপচক্রমে।
সোঽথ রাজা গিরৌ তস্মিন্ বিজহারামরো যথা ॥৩৬॥
ততো দ্বাদশ বর্ষাণি কাননেষু বনেষু চ।
রেমে তস্মিন্ গিরৌ রাজা তয়ৈব সহ ভার্য্যয়া ॥৩৭॥
তস্য রাজ্ঞঃ পুরে তস্মিন্ সমা দ্বাদশ সত্তম !।
ন ববর্ষ সহস্রাক্ষো রাষ্ট্রে চৈবাস্য ভারত ! ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। স নরর্ষভঃ সম্বরণঃ ॥৩৩॥
বশিষ্ঠেনেতি। ধরাধরে পর্বতে। অকাময়ত ঐচ্ছৎ ॥৩৪॥
তত ইতি। আদিদেশ শাসনাদিকং বিধাতুমিতি শেষঃ ॥৩৫॥
নৃপতিমিতি। অপচক্রমে প্রতস্থে ॥৩৬॥
তত ইতি। কাননেষু মহারণ্যেষু, বনেষু উপবনেষু ॥৩৭॥
তস্যেতি। সমা বৎসরান্। সহস্রাক্ষ ইন্দ্রঃ। রাষ্ট্রে রাজ্যে ॥৩৮॥

সম্বরণ রাজা তপস্যা দ্বারা বরদাতা জগদীশ্বর সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া এবং বশিষ্ঠের প্রভাবে তপতীকে ভার্য্যারূপে লাভ করিলেন ॥৩২॥

তাহার পর, দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণসেবিত সেই পর্ব্বতে থাকিয়াই সম্বরণ রাজা যথাবিধানে তপতীর পাণিগ্রহণ করিলেন ॥৩৩॥

পরে, বশিষ্ঠের অনুমতিক্রমে রাজা সেই পর্ব্বতে থাকিয়াই ভার্য্যা তপতীর সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥৩৪॥

তৎপরে, তিনি রাজধানী, রাজ্য, বন ও উপবনপ্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য সেই মন্ত্রীকেই আদেশ করিলেন ॥৩৫॥

তাহার পর, বশিষ্ঠ রাজাকে ঐরূপ অনুমতি দিয়া চলিয়া গেলেন; রাজাও সেই পর্ব্বতে থাকিয়া দেবতার ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

তৎপরে রাজা বার বৎসরপর্য্যন্ত সেই পর্ব্বতে থাকিয়া বনে ও উপবনে সেই ভার্য্যার সহিত রমণ করিলেন ॥৩৭॥

ততস্তস্যামনাবৃষ্ট্যাং প্রবৃত্তায়ামরিন্দম!।
প্রজাঃ ক্ষয়মুপাজগ্মুঃ সর্ব্বাঃ সস্থাণুজঙ্গমাঃ ॥৩৯॥
তস্মিংস্তথাবিধে কালে বর্ত্তমানে সুদারুণে।
নাবশ্যায়ঃ পপাতোর্ব্ব্যাং ততঃ শস্যানি নারুহন্ ॥৪০॥
ততো বিভ্রান্তমনসো জনাঃ ক্ষুদ্ভয়পীড়িতাঃ।
গৃহাণি সম্পরিত্যজ্য বভ্রমুঃ প্রদিশো দিশঃ ॥৪১॥
ততস্তস্মিন্ পুরে রাষ্ট্রে ত্যক্তদারপরিগ্রহাঃ।
পরস্পরমমর্য্যাদাঃ ক্ষুধার্ত্তা জহ্নিরে জনাঃ ॥৪২॥
তৎক্ষুধার্ত্তৈর্নিরাহারৈঃ শবভূতৈস্তথা নরৈঃ।
অভবৎ প্রেতরাজস্য পুরং প্রেতৈরিবাবৃতম্ ॥৪৩॥
ততস্তত্তাদৃশং দৃষ্ট্বা স এব ভগবানৃষিঃ।
প্রত্যপদ্যত ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। প্রবৃত্তায়াং জাতায়াম্। সস্থাণুজঙ্গমাঃ সচরাচরাঃ ॥৩৯॥
তস্মিন্নিতি। অবশ্যায়স্তুষারোঽপি। নারুহন্ নোৎপন্নানি ॥৪০॥
তত ইতি। বিভ্রান্তমনসঃ অস্থিরচিত্তাঃ। প্রদিশো দিগন্তরালানি ॥৪১॥
তত ইতি। পরিগ্রহাঃ পরিজনাঃ। অমর্য্যাদাঃ কর্ত্তব্যনিয়মশূন্যাঃ ॥৪২॥
তদিতি। তৎ রাজপুরম্। শবভূতৈর্মৃতপ্রায়ৈঃ। প্রেতরাজস্য যমস্য ॥৪৩॥

ভারতভাবদীপঃ

গোপতিং সূর্য্যম্ ॥৩২—৩৭॥ ন ববর্ষ রাজ্ঞঃ কামসক্ত্যা বার্ষিকজ্যোতিষ্টোমাদিক্রিয়ালোপাৎ

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই বার বৎসরের মধ্যে সেই রাজার রাজ্যে ও রাজধানীতে ইন্দ্র বর্ষা করিলেন না ॥৩৮॥

সেই অনাবৃষ্টি চলিতে থাকিলে স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত প্রজাই ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে লাগিল ॥৩৯॥

সেইরূপ ভয়ঙ্কর সময়ে ভূতলে হিমবিন্দুও পড়ে নাই; তাহাতে কোন শস্যই জন্মে নাই ॥৪০॥

তাহাতে লোক সকল ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, অস্থির-চিত্তে দিক্ বিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল ॥৪১॥

এবং সেই রাজ্য ও রাজধানীর মানুষেরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভার্য্যা ও পরিজন-বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর কর্ত্তব্যহীন হইয়া পড়িল ॥৪২॥

ক্ষুধার্ত্ত অথ চ উপবাসী মৃতপ্রায় লোকে পরিপূর্ণ সেই রাজধানীটা, প্রেতে পরিপূর্ণ যমালয়ের ন্যায় হইয়া পড়িল ॥৪৩॥

তঞ্চ পার্থিবশার্দ্দূলমানয়ামাস তৎ পুরম্ ।
তপত্যা সহিতং রাজন্ ! বর্ষে দ্বাদশমে গতে ।
ততঃ প্রবৃত্তস্তত্রাসীদ্যথাপূর্ব্বং সুরারিহা ॥৪৫॥
তস্মিন্ নৃপতিশার্দ্দূলে প্রবিষ্টে নগরং পুনঃ ।
প্রববর্ষ সহস্রাক্ষঃ শস্যানি জনয়ন্ প্রভুঃ ॥৪৬॥
ততঃ সরাষ্ট্রং মুমুদে তৎ পুরং পরয়া মুদা ।
তেন পার্থিবমুখ্যেন ভাবিতং ভাবিতাত্মনা ॥৪৭॥
ততো দ্বাদশ বর্ষাণি পুনরীজে নরাধিপঃ ।
তপত্যা সহিতঃ পত্ন্যা যথা শচ্যা মরুৎপতিঃ ॥৪৮॥
এবমাসীন্মহাভাগা তপতী নাম পৌর্ব্বিকী ।
তব বৈবস্বতী পার্থ ! তাপত্যস্ত্বং যয়া মতঃ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তৎ রাজপুরম্, তাদৃশং ক্লিষ্টজনাকুলম্। প্রত্যপদ্যত আগচ্ছৎ ॥৪৪॥

তমিতি আনয়ামাস আনিনায়। দ্বাদশ মা মানং পরিমাণং যস্য তস্মিন্। সুরারিহা ইন্দ্রঃ, যথাপূর্ব্বং পূর্ব্ববদেব, তত্র দেশে, প্রবৃত্তো বর্ষণকারী। ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪৫॥

তস্মিন্নিতি। সহস্রাক্ষ ইন্দ্রঃ। জনয়ন্ জনয়িষ্যন্ ॥৪৬॥

তত ইতি। ভাবিতং সৌভাগ্যশালীকৃতম্। ভাবিতাত্মনা নির্ম্মলীকৃতমনসা ॥৪৭॥

তত ইতি। ঈজে যজ্ঞং চকার। মরুৎপতিরিন্দ্রঃ ॥৪৮॥

এবমিতি। পৌর্ব্বিকী পূর্ব্বমুৎপন্না। বৈবস্বতী বিবস্বতঃ কন্যা ॥৪৯॥

তাহার পর, সেই রাজধানীটাকে সেইরূপ দেখিয়া, ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ সেই বশিষ্ঠই সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥৪৪॥

এবং তিনি বার বৎসর অতীত হইলে, তপতীর সহিত সম্বরণ রাজাকে সেই রাজধানীতে আনয়ন করিলেন ; তাহার পর, সেই দেশে দেবরাজ পূর্ব্বের ন্যায় বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৪৫॥

সম্বরণ রাজা রাজধানীতে প্রবেশ করিলে,, দেবরাজ শস্য জন্মাইবেন বলিয়া বর্ষা করিতে লাগিলেন ॥৪৬॥

নির্ম্মলহৃদয় সম্বরণ রাজা ভাগ্য ফিরাইয়া আনিলে, রাজ্যের সহিত সেই রাজধানী অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিল ॥৪৭॥

তাহার পর, শচীদেবীর সহিত মিলিত দেবরাজের ন্যায় সম্বরণ রাজা তপতীর সহিত মিলিত হইয়া, আবার বার বৎসর যজ্ঞ করিলেন ॥৪৮॥

(৪৫)···রাজন্ন্যষিতং দ্বাদশাঃ সমাঃ, ব্যুষিতং শাশ্বতীঃ সমাঃ··· ।

তস্যাং স জনয়ামাস কুরুং সম্বরণো নৃপঃ।
তপত্যাং তপতাং শ্রেষ্ঠ! তাপত্যস্ত্বং ততোঽর্জ্জুন! ॥৫০॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি
চৈত্ররথে তাপত্যং নাম ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——০:—:০——

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

——:*:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স গন্ধর্ব্ববচঃ শ্রুত্বা তত্তদা ভরতর্ষভ!।
অর্জ্জুনঃ পরয়া প্রীত্যা পূর্ণচন্দ্র ইবাবভৌ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তস্যামিতি। তপতাং প্রতাপেন শক্রতাপিনাম্। তপত্যা অপত্যমিতি তাপত্যম্ ॥৫০॥
ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথে ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——০:০:০——

স ইতি। প্রীত্যা মহাজনবংশে জন্মশ্রবণানন্দেন। পূর্ণচন্দ্র ইব উৎফুল্লাকারত্বাৎ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৩৮—৩৯॥ অবশ্যায়ঃ নীহারোঽপি ন পপাত কুতো বৃষ্টিরিত্যর্থঃ ॥৪০—৪২॥ তৎ তদা, শবভূতৈঃ মৃতসদৃশৈঃ ॥৪৩—৫০॥
ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৬॥

——০:*:০——

অর্জ্জুন! তোমা হইতে পূর্ব্বোৎপন্না সূর্য্যকন্যা তপতী এইরূপ ভাগ্যবতী ছিলেন; যাঁহার নাম অনুসারে তুমি 'তাপত্য' হইয়াছ ॥৪৯॥

হে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! সেই সম্বরণ রাজা সেই তপতীর গর্ভে 'কুরু' নামে একটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তপতীর বংশে জন্মিয়াছ বলিয়া তুমি 'তাপত্য' ॥৫০॥

——:০:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন অর্জ্জুন সেই গন্ধর্ব্বের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১॥

* '...একসপ্তত্যধিকঃ...' '...ত্রিসপ্তত্যধিকঃ...' '...একোননবত্যধিকঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি। (১)...পরয়া ভক্ত্যা...।

উবাচ চ মহেষ্বাসো গন্ধর্ব্বং কুরুসত্তমঃ।
জাতকৌতূহলোঽতীব বশিষ্ঠস্য তপোবলাৎ ॥২॥
বশিষ্ঠ ইতি যস্যৈতদৃষের্নাম ত্বয়েরিতম্।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং যথাবত্তদ্বদস্ব মে ॥৩॥
য এষ গন্ধর্বপতে! পূর্ব্বেষাং নঃ পুরোহিতঃ।
আসীদেতন্মমাচক্ষ্ব ক এষ ভগবানৃষিঃ ॥৪॥

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো বশিষ্ঠোঽরুন্ধতীপতিঃ।
তপসা নির্জ্জিতৌ শশ্বদজেয়াবমরৈরপি ॥৫॥
কামক্রোধাবুভৌ যস্য চরণৌ সংববাহতুঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং বশকরো বশিষ্ঠ ইতি চোচ্যতে ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
যথা কামশ্চ ক্রোধশ্চ নির্জ্জিতাবজিতৌ নরৈঃ।
জিতারয়ো জিতা লোকাঃ পন্থানশ্চ জিতা দিশঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

উবাচেতি। মহেষ্বাসো মহাধনুর্দ্ধরঃ। তপোবলাৎ তপোবলশ্রবণাৎ ॥২॥

বশিষ্ঠ ইতি। ঈরিতমুক্তম্। তৎ বশিষ্ঠোপাখ্যানম্ ॥৩॥

য ইতি। নঃ অস্মাকম্, পূর্বেষাং পূর্ব্বপুরুষাণাম্ ॥৪॥

ব্রহ্মণ ইতি। মানসো মনঃসঙ্কল্পমাত্রেণৈব জাতঃ। শশ্বৎ সর্বদা, অমরৈরপি অজেয়ৌ কামক্রোধৌ নির্জিতাবিতি সম্বন্ধঃ। তৌ চোভৌ, যস্য চরণৌ, সংববাহতুঃ সংবাহয়ামাসতুঃ চরণসংবাহকৌ ভৃত্যাবিব বশীবভূবতুরিত্যর্থঃ। আর্ষোঽয়ং প্রয়োগঃ ॥৫—৬॥

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন বশিষ্ঠের তপস্যার প্রভাব শুনিয়া অত্যন্ত কৌতুকান্বিত হইয়া গন্ধর্ব্বকে বলিলেন—॥২॥

'সখে! তুমি যে মহর্ষির 'বশিষ্ঠ' এই নাম বলিলে, তাঁহার বৃত্তান্ত আমি শুনিতে ইচ্ছা করি; সুতরাং আমার নিকট তাহা তুমি বল ॥৩॥

গন্ধর্ব্বরাজ! যিনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের পুরোহিত ছিলেন, এই মহর্ষি কে? তাহা আমার নিকট বল' ॥৪॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং অরুন্ধতীর পতি; ইনি তপস্যার প্রভাবে দেবগণেরও অজেয় কাম ও ক্রোধকে জয় করিয়াছেন; তাই কাম ও ক্রোধ ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার বশীভূত এবং তিনি অন্যান্য ইন্দ্রিয়কেও বশ করিয়াছেন; তাহাতেই লোকে তাঁহাকে 'বশিষ্ঠ' বলে ॥৫—৬॥

---

(৬)···চরণৌ সমুবাহতুঃ। ৭ শ্লোকঃ কুত্রচিৎ পুস্তকে ন দৃশ্যতে।

যস্তু নোচ্ছেদনং চক্রে কুশিকানামুদারধীঃ।
বিশ্বামিত্রাপরাধেন ধারয়ন্ মন্যুমুত্তমম্ ॥৮॥
পুত্রব্যসনসন্তপ্তঃ শক্তিমানপ্যশক্তবৎ।
বিশ্বামিত্রবিনাশায় ন চক্রে কর্ম্ম দারুণম্ ॥৯॥
মৃতাংশ্চ পুনরাহর্ত্তুং যঃ স পুত্রান্ যমক্ষয়াৎ।
কৃতান্তং নাতিচক্রাম বেলামিব মহোদধিঃ ॥১০॥
যং প্রাপ্য বিজিতাত্মানং মহাত্মানং নরাধিপাঃ।
ইক্ষ্বাকবো মহীপালা লেভিরে পৃথিবীমিমাম্ ॥১১॥
পুরোহিতমিমং প্রাপ্য বশিষ্ঠমৃষিমুত্তমম্।
ঈজিরে ক্রতুভিশ্চৈব নৃপাস্তে কুরুনন্দন! ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

বশিষ্ঠনাম্নি যোগান্তরমাহ যথেতি। অরয়ো লোভাদয়োঽন্তঃশত্রবঃ। জিতা ইতি বিসর্গলোপেঽপি পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ। পন্থানঃ কামাদীনামন্তঃশত্রূণাং প্রসরণমার্গাশ্চ ॥৭॥

য ইতি। উত্তমমুৎকটম্, মন্যুং ক্রোধম্, ধারয়ন্ অন্তরেব নিরুন্ধন্ ॥৮॥

পুত্রেতি। পুত্রব্যসনসন্তপ্তঃ শতপুত্রবধেনোত্তেজিতঃ। কর্ম্ম অভিচারাদিকম্ ॥৯॥

মৃতানিতি। যমস্য ক্ষয়াদ্ভবনাৎ। কৃতান্তং তমেব যমম্। বেলাং তীরম্ ॥১০॥

যমিতি। বিজিতাত্মানং বশীকৃতেন্দ্রিয়ম্। ইক্ষ্বাকব ইক্ষ্বাকুবংশীয়াঃ ॥১১॥

পুরোহিতমিতি। ঈজিরে দেবান্ পূজয়ামাসুঃ। তে ইক্ষ্বাকুবংশীয়াঃ ॥১২॥

তিনি মানুষের অজেয় কাম ও ক্রোধকে যেমন জয় করিয়াছেন, তেমন লোভপ্রভৃতি শত্রু, সমস্ত লোক, কামাদির পথ এবং সকল দিক্ও জয় করিয়াছেন ॥৭॥

যে মহাত্মা দারুণ ক্রোধের বেগ সম্বরণ করিয়া বিশ্বামিত্রের অপরাধে তাঁহার কুশিকবংশেরই উচ্ছেদ করেন নাই ॥৮॥

যিনি পুত্রবধে উত্তেজিত এবং প্রতিবিধানে সমর্থ হইয়াও অসমর্থেরই মত থাকিয়া বিশ্বামিত্রের বিনাশের জন্য কোন ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই ॥৯॥

যিনি যমালয় হইতে মৃত পুত্রগণকে পুনরায় আনিবার জন্য, সমুদ্র যেমন তীর অতিক্রম করে না, সেইরূপ যমকে অতিক্রম করেন নাই ॥১০॥

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজারা যে জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাকে পুরোহিত পাইয়া এই পৃথিবী লাভ করিয়া গিয়াছেন ॥১১॥

এবং সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজারা ঋষিশ্রেষ্ঠ যে বশিষ্ঠকে পুরোহিত পাইয়া নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া গিয়াছেন ॥১২॥

স হি তান্ যাজয়ামাস সর্ব্বান্ নৃপতিসত্তমান্।
ব্রহ্মর্ষিঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! বৃহস্পতিরিবামরান্ ॥১৩॥
তস্মাদ্ধর্ম্মপ্রধানাত্মা বেদধর্ম্মবিদীপ্সিতঃ।
ব্রাহ্মণো গুণবান্ কশ্চিৎ পুরোধাঃ প্রতিদৃশ্যতাম্ ॥১৪॥
ক্ষত্রিয়েণাভিজাতেন পৃথিবীং জেতুমিচ্ছতা।
পূর্ব্বং পুরোহিতঃ কার্য্যঃ পার্থ! রাজ্যাভিবৃদ্ধয়ে ॥১৫॥
মহীং জিগীষতা রাজ্ঞা ব্রহ্ম কার্য্যং পুরঃসরম্।
তস্মাৎ পুরোহিতঃ কশ্চিৎ গুণবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিদ্বান্ ভবতু বো বিপ্রো ধর্ম্মকামার্থতত্ত্ববিৎ ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথে বাশিষ্ঠে সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি। তান্ ইক্ষ্বাকুবংশীয়ান্ ॥১৩॥

তস্মাদিতি। পুরোধাঃ পুরোহিতঃ, প্রতিদৃশ্যতাম্ অন্বিষ্যতামিত্যর্থঃ ॥১৪॥

ক্ষত্রিয়েণেতি। অভিজাতেন সৎকুলোৎপন্নেন ॥১৫॥

মহীমিতি। ব্রহ্ম ব্রাহ্মণগতো বেদঃ, বেদজ্ঞো ব্রাহ্মণ ইত্যর্থঃ। ষট্‌পদমিদং পদ্যম্ ॥১৬॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথে সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

স গন্ধর্ব্বেতি ॥১—৭॥ অপরাধেন পুত্রশতবধরূপেণ ॥৮—১৫॥ প্রকরণার্থমুপসংহরতি তস্মাদিতি ॥১৬॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৭॥

বৃহস্পতি যেমন দেবগণের যাজন করেন, তেমন সেই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ সমস্ত সূর্য্যবংশীয় রাজাদের যাজন করিয়াছেন ॥১৩॥

অতএব সখে! ধার্ম্মিক, বেদজ্ঞ ও গুণবান্ কোন ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিবার জন্য তোমরা অন্বেষণ কর ॥১৪॥

অর্জ্জুন! পৃথিবীজিগীষু সৎকুলোৎপন্ন ক্ষত্রিয় রাজ্যবৃদ্ধির জন্য সকল কার্য্যের পূর্ব্বে পুরোহিত নির্ব্বাচন করিবেন ॥১৫॥

রাজা পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্ত্তী করিবেন। অতএব ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয় এবং গুণবান্ কোন ব্রাহ্মণ তোমাদের পুরোহিত হউন ॥১৬॥

* '...দ্বিসপ্তত্যধিকঃ...' '...চতুঃসপ্তত্যধিকঃ...' '...নবত্যধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

———:*:———

অর্জ্জুন উবাচ।

কিংনিমিত্তমভূদ্বৈরং বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠয়োঃ।

বসতোরাশ্রমে দিব্যে শংস নঃ সর্বমেব তৎ ॥১॥

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

ইদং বাশিষ্ঠমাখ্যানং পুরাণং পরিচক্ষতে।

পার্থ! সর্ব্বেষু লোকেষু যথাবত্তন্নিবোধ মে ॥২॥

কান্যকুব্জে মহানাসীৎ পার্থিবো ভরতর্ষভ!।

গাধীতি বিশ্রুতো লোকে কুশিকস্যাত্মসম্ভবঃ ॥৩॥

তস্য ধর্ম্মাত্মনঃ পুত্রঃ সমৃদ্ধবলবাহনঃ।

বিশ্বামিত্র ইতি খ্যাতো বভূব রিপুমর্দ্দনঃ ॥৪॥

স চচার সহামাত্যো মৃগয়াং গহনে বনে।

মৃগান্ বিধ্যন্ বরাহাংশ্চ রম্যেষু মরুধন্বসু ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। আশ্রমে বসতো দ্বেষাদিশূন্যত্বাদ্বৈরস্যৈবাসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥১॥

ইদমিতি। আখ্যানং বৃত্তান্তম্, পুরাণং প্রাচীনম্ ॥২॥

কান্যেতি। কান্যকুব্জে তদাখ্যে দেশে। বিশ্রুতো বিখ্যাতঃ ॥৩॥

তস্যেতি। তস্য গাধেঃ। সমৃদ্ধানি প্রচুরাণি বলানি সৈন্যানি বাহনানি চ যস্য সঃ ॥৪॥

স ইতি। মরুষু নির্জ্জলেষু ধন্বসু সজলেষু চ স্থলেষু। "ধন্ব স্থলচাপয়োঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

কিংনিমিত্তমিতি ॥১—৪॥ মরুধন্বসু মরুসংজ্ঞকেষু অল্পজলপ্রদেশেষু। "ধন্বা তু মরুদেশে

অর্জ্জুন বলিলেন—'বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উৎকৃষ্ট তপোবনে বাস করিতেন; সুতরাং তাঁহাদের পরস্পর শত্রুতা হইয়াছিল কেন? সেই সমস্ত বৃত্তান্তই আমাদের নিকট বল' ॥১॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—'অর্জ্জুন! সমস্ত জগতের লোকই এই বশিষ্ঠের উপাখ্যান প্রাচীন বলিয়া থাকে; তাহা আমার নিকট যথাযথভাবে শোন ॥২॥

কান্যকুব্জে কুশিক রাজার পুত্র 'গাধি'—নামে জগদ্বিখ্যাত এক মহারাজ ছিলেন ॥৩॥

সেই ধর্ম্মাত্মা গাধি রাজার 'বিশ্বামিত্র—' নামে একটী পুত্র জন্মে; সেই বিশ্বামিত্রের প্রচুর সৈন্য ও বাহন ছিল এবং তিনি শত্রুবিজয়ী হইয়াছিলেন ॥৪॥

ব্যায়ামকর্ষিতঃ সোঽথ মৃগলিপ্সুঃ পিপাসিতঃ।
আজগাম নরশ্রেষ্ঠ! বশিষ্ঠস্যাশ্রমং প্রতি ॥৬॥
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য বশিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠভাগৃষিঃ।
বিশ্বামিত্রং নরশ্রেষ্ঠং প্রতিজগ্রাহ পূজয়া ॥৭॥
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ৈস্তু স্বাগতেন চ ভারত।
তথৈব পরিজগ্রাহ বন্যেন হবিষা তথা ॥৮॥
তস্যাথ কামধুগ্‌ধেনুর্বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
উক্তা কামান্ প্রযচ্ছেতি সা কামান্ দুদুহে ততঃ ॥৯॥
বাষ্পাঢ্যস্যৌদনস্যৈব রাশয়ঃ পর্ব্বতোপমাঃ।
নিষ্ঠানানি চ সূপাংশ্চ দধিকুল্যাস্তথৈব চ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ব্যায়ামেতি। ব্যায়ামেন পরিশ্রমেণ কর্ষিতঃ ক্লিষ্টঃ ॥৬॥

তমিতি। শ্রেষ্ঠভাক্ প্রধানত্বাৎ শ্রেষ্ঠস্থানভাগী। প্রতিজগ্রাহ আদৃতবান্ ॥৭॥

পাদ্যেতি। হবিষা হোমযোগ্যেন নীবারৌদনাদিনা ॥৮॥

তস্যেতি। কামান্ দোগ্ধীতি কামধুক্ অভীষ্টদাত্রী। কামান্ কাম্যবস্তূনি ॥৯॥

বাষ্পেতি। বাষ্পাঢ্যস্য বাষ্পযুক্তস্য, ওদনস্য অন্নস্য, রাশয়ো ধেন্বা দুদুহিরে ইতি বাক্য-ভেদঃ। নিষ্ঠানানি ব্যঞ্জনানি। "স্যাত্তেমনন্তু নিষ্ঠানম্" ইত্যমরঃ। দধ্নঃ কুল্যাঃ কৃত্রিম-

ভারতভাবদীপঃ

না ক্লীবে চাপে স্থলেঽপি চ" ইতি মেদিনী ॥৫॥ ব্যায়ামকর্ষিতঃ শ্রমেণ ম্লানঃ ॥৬॥ শ্রেষ্ঠভাক্

একদা সেই বিশ্বামিত্র মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া গহন বনে প্রবেশ করিয়া, মরুভূমিতে এবং রম্য স্থানে হরিণ ও শূকরপ্রভৃতি বিদ্ধ করিতে থাকিয়া মৃগয়া করেন ॥৫॥

তাহার পর, মৃগলিপ্সু বিশ্বামিত্র পরিশ্রমে ক্লান্ত এবং পিপাসার্ত্ত হইয়া বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করেন ॥৬॥

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ নরশ্রেষ্ঠ সেই বিশ্বামিত্রকে উপস্থিত দেখিয়া যথেষ্ট আদর করেন ॥৭॥

এবং পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্বাগতপ্রশ্ন ও বন্য খাদ্য দ্বারা বিশ্বামিত্রের সৎকার করেন ॥৮॥

মহাত্মা বশিষ্ঠের একটি কামধেনু ছিল; তিনি তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন—'আমার অভীষ্ট বস্তু সকল দান কর'। পরে, সেই কামধেনু বশিষ্ঠের অভীষ্ট বস্তু সকল দান করিল ॥৯॥

পর্ব্বতপ্রমাণ উষ্ণ অন্নের রাশি, নানাবিধ ব্যঞ্জন ও ডা'ল, দধির ক্ষুদ্র নদী,

কূপাংশ্চ ঘৃতসম্পূর্ণান্ গৌড্যান্নানি সহস্রশঃ।
ইক্ষূন্ মধূনি লাজাংশ্চ মৈরেয়াংশ্চ বরাসবান্ ॥১১॥
গ্রাম্যারণ্যাশ্চৌষধীশ্চ দুদুহে পয় এব চ।
ষড়্রসঞ্চামৃতনিভং রসায়নমনুত্তমম্ ॥১২॥
ভোজনীয়ানি পেয়ানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।
লেহ্যান্যমৃতকল্পানি চোষ্যাণি চ তথার্জ্জুন! ॥১৩॥
রত্নানি চ মহার্হাণি বাসাংসি বিবিধানি চ।
তৈঃ কামৈঃ সর্ব্বসম্পূর্ণৈঃ পূজিতশ্চ মহীপতিঃ।
সামাত্যঃ সবলশ্চৈব তুতোষ স ভৃশং তদা ॥১৪॥ (কুলকম্)
ষড়ুন্নতাং সুপার্শ্বোরুং পৃথুপঞ্চসমাবৃতাম্।
মণ্ডূকনেত্রাং স্বাকারাং পীনোধসমনিন্দিতাম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষুদ্রনদীঃ। গৌড্যান্নানি গুড়যুক্তান্নানি। মৈরেয়ান্ বরাসবান্ ইত্যুভয়মপি মদ্যবিশেষপরম্। তথা চ মাধবঃ—"শীধুরিক্ষুরসৈঃ পক্কৈরপক্কৈরাসবো ভবেৎ। মৈরেয়ং ধাতকীপুষ্পগুড়ধান্যাম্লসংহিতম্॥" অত্র মৈরেয়ানিতি পুংস্ত্বমার্ষম্। গ্রাম্যা ওষধীর্যবাদীঃ, আরণ্যাশ্চ নীবারাদীঃ, পয়ো দুগ্ধম্। ষড়্রসং মধুরাদি, রসায়নং পুষ্টিকরং দ্রব্যম্। ভোজনীয়ানি পায়সাদীনি, পেয়ানি তরলান্নানি, ভক্ষ্যাণি চর্ব্ব্যাণি পিষ্টকাদীনি, লেহ্যানি ঘনীকৃতদুগ্ধাদীনি, চোষ্যাণি পূপবিশেষান্। মহার্হাণি মহামূল্যানি। কামৈঃ কাম্যবস্তুভিঃ। মহীপতিবিশ্বামিত্রঃ, পূজিতো বশিষ্ঠেনেতি শেষঃ। সবলঃ সসৈন্যঃ। স বিশ্বামিত্রঃ। চতুর্দ্দশপদ্যং ষট্পদম্ ॥১০—১৪॥

ষড়িতি। ষট্ শিরোগ্রীবাসক্থিগলকম্বললাঙ্গূলস্তনা উন্নতা যস্যাস্তাম্, শোভনৌ পার্শ্বোরূ

ভারতভাবদীপঃ

পূজ্যাপূজকঃ ॥৭॥ পরিজগ্রাহ নিমন্ত্রিতবান্ ॥৮—১১॥ গ্রাম্যা ব্রীহ্যাদয়ঃ। আরণ্যা নীবারাদয়ঃ। ষড়্রসা মধুরাদয়ঃ। রসায়নং দিব্যদেহতাপাদকম্ ॥১২॥ পেয়ানি ক্ষীরাদীনি। ভক্ষ্যাণি দন্তৈরবখণ্ডনীয়ান্যপূপাদীনি। লেহ্যানি পায়সাদীনি। চোষ্যাণি ইক্ষুকাণ্ডাদীনি। সবলঃ

ঘৃতপূর্ণ কূপ, সহস্রপ্রকার গুড়যুক্ত অন্ন, ইক্ষু, মধু, খৈ, মৈরেয়মদ্য, উৎকৃষ্ট আসবমদ্য, গ্রাম্য ও বন্য ওষধি, দুগ্ধ, অমৃততুল্য ষড়্বিধ রস, উৎকৃষ্ট রসায়ন, নানাবিধ খাদ্য, পেয়, চর্ব্ব্য, অমৃতকল্প লেহ্য, চোষ্য, মহামূল্য রত্ন এবং নানাপ্রকার বস্ত্র, এই সকল বস্তুই কামধেনু দান করিল। তখন বশিষ্ঠ সেই অভীষ্ট বস্তুগুলি দ্বারা বিশ্বামিত্রের সৎকার করিলেন; তখন বিশ্বামিত্র মন্ত্রিগণ ও সৈন্যগণের সহিত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ॥১০—১৪॥

১০—১১ শ্লোকৌ কতিপয়পুস্তকে ন দৃশ্যেতে।

সুবালধিং শঙ্কুকর্ণাং চারুশৃঙ্গাং মনোরমাম্।
পুষ্টায়তশিরোগ্রীবাং বিস্মিতঃ সোঽভিবীক্ষ্য তাম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
অভিনন্দ্য স তাং রাজন্ ! নন্দিনীং গাধিনন্দনঃ।
অব্রবীচ্চ ভৃশং তুষ্টঃ স রাজা তমৃষিং তদা ॥১৭॥
অর্বুদেন গবাং ব্রহ্মন্ ! মম রাজ্যেন বা পুনঃ।
নন্দিনীং সম্প্রয়চ্ছস্ব ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং মহামুনে ! ॥১৮॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

দেবতাতিথিপিত্রর্থমিজ্যার্থঞ্চ পয়স্বিনী।
অদেয়া নন্দিনীয়ং বৈ রাজ্যেনাপি তবানঘ ! ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

যস্যাস্তাম্, পৃথুভির্বিশালৈঃ পঞ্চভিঃ ললাট-কর্ণদ্বয়-নয়নদ্বয়ৈঃ সমাবৃতা সমন্বিতা তাম্, মাণ্ডূকস্য ভেকস্যেব উৎফুল্লে নেত্রে যস্যাস্তাম্, শোভন আকারো যস্যাস্তাম্, তথা পীনং স্থূলম্ ঊধো দুগ্ধধারণাঙ্গং যস্যাস্তাম্, সুবালধিং সুন্দরলাঙ্গুলাম্, শঙ্কুকর্ণাং শঙ্কুবৎ ক্রমিকসূক্ষ্মকর্ণাগ্রাম্, পুষ্টে স্থূলে আয়তে দীর্ঘে চ শিরোগ্রীবে যস্যাস্তাম্। তাং কামধেনুম্। স বিশ্বামিত্রঃ ॥১৫—১৬॥

অভীতি। অভিনন্দ্য প্রশস্য। নন্দিনীং তদাখ্যাম্ ॥১৭॥

অর্বুদেনেতি। অর্বুদেন দশভিঃ কোটিভিঃ। অধিকসংখ্যাপরমিদম্ ॥১৮॥

দেবতেতি। ইজ্যার্থং যজ্ঞার্থম্। পয়স্বিনী প্রচুরদুগ্ধা ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

সসৈন্যঃ ॥১৩—১৪॥ ষড়ুন্নতাং ষড়ায়তাম্, "শিরো গ্রীবা সকৃথিনী চ সাস্না পুচ্ছমথ স্তনাঃ। শুভান্যেতানি ধেনূনামায়তানি প্রচক্ষতে ॥" তথা পৃথুভিঃ পঞ্চভিরঙ্গৈঃ সমাবৃতাং যুক্তাম্ "ললাটং শ্রবণৌ চৈব নয়নদ্বিতয়ং তথা। পৃথূন্যেতানি শস্যন্তে ধেনূনাং পঞ্চ সূরিভিঃ ॥" মণ্ডূকস্যেব উচ্ছূনে নেত্রে যস্যাঃ পীনমূধঃ ক্ষীরাশয়ো যস্যাস্তাং পীনোধসম্ ॥১৫॥ সুবালধিং

মস্তকপ্রভৃতি ছয়টী অঙ্গ উন্নত, ললাটপ্রভৃতি পাঁচটী অঙ্গ বিস্তৃত, নয়নযুগল ভেকের ন্যায় স্ফীত, পালানটী স্থূল, লাঙ্গুলটী ও শৃঙ্গ দুইটী মনোহর, কর্ণযুগল শঙ্কুর (পেরেকের) ন্যায় ক্রমিক সূক্ষ্ম এবং মস্তক ও গ্রীবা স্থূল ও বৃহৎ, এহেন অনিন্দ্য-সুন্দরাকৃতি কামধেনুটী দেখিয়া বিশ্বামিত্র বিস্মিত হইলেন ॥১৫—১৬॥

তখন বিশ্বামিত্র রাজা সেই নন্দিনীর অনেক প্রশংসা করিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, বশিষ্ঠকে বলিলেন—॥১৭॥

'মহর্ষি ! আপনি বহুসংখ্যক ধেনু, অথবা আমার রাজ্য গ্রহণ করিয়া, এই নন্দিনীকে দান করুন, পরে রাজ্য ভোগ করুন' ॥১৮॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—'মহারাজ ! দেবতা, অতিথি ও পিতৃলোকের কার্য্য

বিশ্বামিত্র উবাচ।

ক্ষত্রিয়োঽহং ভবান্ বিপ্রস্তপঃস্বাধ্যায়সাধনঃ।
ব্রাহ্মণেষু কুতো বীর্য্যং প্রশান্তেষু ধৃতাত্মসু ॥২০॥
অর্ব্বুদেন গবাং যস্ত্বং ন দদাসি মমেপ্সিতম্।
স্বধর্ম্মং ন প্রহাস্যামি নেষ্যামি চ বলেন গাম্ ॥২১॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

বলস্থশ্চাসি রাজা চ বাহুবীর্য্যশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ।
যথেচ্ছসি তথা ক্ষিপ্রং কুরু মা ত্বং বিচারয় ॥২২॥

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

এবমুক্তস্তদা পার্থ! বিশ্বামিত্রো বলাদিব।
হংসচন্দ্রপ্রতীকাশাং নন্দিনীং তাং জহার গাম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষত্রিয় ইতি। তপঃ স্বাধ্যায়ং বেদপাঠঞ্চ সাধয়তীতি সঃ। প্রশান্তেষু শমগুণান্বিতেষু, ধৃতাত্মসু সংযতেন্দ্রিয়েষু। এষ্বেব নিরতত্বাদ্বীর্য্যাভাব ইত্যাশয়ঃ ॥২০॥

অর্ব্বুদেনেতি। স্বধর্ম্মং প্রসহ্যহরণরূপম্, ন প্রহাস্যামি ন ত্যক্ষ্যামি ॥২১॥

বলেতি। বলস্থঃ সৈন্যবেষ্টিতঃ। বাহ্বোর্বীর্য্যং যস্য সঃ। ক্ষিপ্রং শীঘ্রম্ ॥২২॥

এবমিতি। বলাদিব বলপ্রয়োগাদেবেত্যর্থঃ। হংসচন্দ্রপ্রতীকাশামত্যন্তশুভ্রাম্ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

শোভনপুচ্ছাম্, শঙ্কু ইব তীক্ষ্ণাগ্রৌ কর্ণৌ যস্যাঃ সা ॥১৬॥ নন্দিনীং নামতঃ ॥১৭—২৩॥

এবং যজ্ঞসম্পাদন করিবার জন্য আপনার রাজ্য গ্রহণ করিয়াও এই দুগ্ধবতী নন্দিনীকে দেওয়া যাইতে পারে না' ॥১৯॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন—'আমি ক্ষত্রিয়; আর আপনি তপস্বী ও বেদপাঠনিরত ব্রাহ্মণ। সুতরাং শমগুণান্বিত ও সংযতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণের বল কোথায়? ॥২০॥

আপনি যখন বহুসংখ্যক গরু নিয়াও আমার অভীষ্ট বস্তু দিতেছেন না, তখন আমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না, বলপূর্ব্বকই গরুটী লইব' ॥২১॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—'আপনি সৈন্যপরিবেষ্টিত, রাজা এবং বাহুবলসম্পন্ন ক্ষত্রিয়। সুতরাং আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই সত্বর করুন, কোন বিবেচনা করিবেন না' ॥২২॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—'অর্জ্জুন! বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে, বিশ্বামিত্র তখনই বলপূর্ব্বক হংস ও চন্দ্রের তুল্য শুভ্রবর্ণা সেই নন্দিনীকে হরণ করিলেন ॥২৩॥

(২৩) এবমুক্তস্তথা পার্থ!...।

কশাদণ্ডপ্রতিহতা কাল্যমানা ততস্ততঃ।
হম্বায়মানা কল্যাণী বশিষ্ঠস্যাথ নন্দিনী ॥২৪॥
আগম্যাভিমুখী পার্থ! তস্থৌ ভগবদুন্মুখী।
ভৃশঞ্চ তাড্যমানা বৈ ন জগামাশ্রমাত্ততঃ ॥২৫॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

শৃণোমি তে রবং ভদ্রে! বিনদন্ত্যাঃ পুনঃ পুনঃ।
হ্রিয়সে ত্বং বলাদ্ভদ্রে! বিশ্বামিত্রেণ নন্দিনি!।
কিং কর্ত্তব্যং ময়া তত্র ক্ষমাবান্ ব্রাহ্মণো হ্যহম্ ॥২৬॥

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

সা ভয়ান্নন্দিনী তেষাং বলানাং ভরতর্ষভ!।
বিশ্বামিত্রভয়োদ্বিগ্না বশিষ্ঠং সমুপাগমৎ ॥২৭॥

গৌরুবাচ।

কশাগ্রদণ্ডাভিহতাং ক্রোশন্তীং মামনাথবৎ।
বিশ্বামিত্রবলৈর্ঘোরৈর্ভগবন্! কিমুপেক্ষসে ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

কশেতি। কশৈব দণ্ডস্তেন প্রতিহতা তাড়িতা, কাল্যমানা চাল্যমানা হম্বায়মানা হম্বারবং কুর্বতী। ভগবতো বশিষ্ঠস্য উন্মুখী সতী ॥২৪—২৫॥

শৃণোমীতি। তত্র তব হরণবিষয়ে। হি যস্মাৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৬॥

সেতি। বলানাং সৈন্যানাম্। বিশ্বামিত্রভয়েন উদ্বিগ্না অস্থিরা ॥২৭॥

কশেতি। ক্রোশন্তীং বিলপন্তীম্। উপেক্ষসে অমুং বিশ্বামিত্রং মাঞ্চ ॥২৮॥

তিনি চাবুক দিয়া আঘাত করিয়া নন্দিনীকে এদিক্ ওদিক্ চালাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু নন্দিনী বশিষ্ঠের অভিমুখে আসিয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অত্যন্ত তাড়ন করিতে থাকিলেও সে আশ্রম হইতে গেল না ॥২৪—২৫॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—'নন্দিনি! বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক তোমাকে হরণ করিতেছেন; তাহাতে তুমি বার বার বিলাপ করিতেছ; আমিও সে রব শুনিতেছি; তথাপি আমার সে বিষয়ে কি কর্ত্তব্য হইতে পারে? আমি ত ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ' ॥২৬॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—'অর্জ্জুন! নন্দিনী, বিশ্বামিত্র এবং তাঁহার সৈন্যগণের ভয়ে অস্থির হইয়া বশিষ্ঠের নিকট গেল ॥২৭॥

---

(২৪) কশাদণ্ডপ্রণুদিতাং কাল্যমানামিতস্ততঃ…।

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

নন্দিন্যামেবং ক্রন্দন্ত্যাং ধর্ষিতায়াং মহামুনিঃ।
ন চুক্ষুভে তদা ধৈর্য্যান্ন চচাল ধৃতব্রতঃ ॥২৯॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ক্ষত্রিয়াণাং বলং তেজো ব্রাহ্মণানাং ক্ষমা বলম্।
ক্ষমা মাং ভজতে যস্মাদ্‌গম্যতাং যদি রোচতে ॥৩০॥

গৌরুবাচ।*

কিন্নু ত্যক্তাস্মি ভগবন্! যদেবং ত্বং প্রভাষসে।
অত্যক্তাহং ত্বয়া ব্রহ্মন্! নেতুং শক্যা ন বৈ বলাৎ ॥৩১॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ন ত্বাং ত্যজামি কল্যাণি! স্থীয়তাং যদি শক্যতে।
দৃঢ়েন দাম্না বদ্ধৈষ বৎসস্তে হ্রিয়তে বলাৎ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

নন্দিন্যামিতি। ধর্ষিতায়াং বিশ্বামিত্রেণ বলাদায়ত্তীকৃতায়াম্। মহামুনির্ব্বশিষ্ঠঃ ॥২৯॥
ক্ষত্রিয়াণামিতি। তেজঃ প্রতাপঃ। নন্দিনীং প্রত্যুক্তিরিয়ম্ ॥৩০॥
কিন্নিতি। ত্যক্তা ত্বয়েতি শেষঃ ॥৩১॥
নেতি। দাম্না রজ্জ্বা। হ্রিয়তে বিশ্বামিত্রলোকেন ॥৩২॥

এবং সে বলিল—'ভগবন্! বিশ্বামিত্রের নিষ্ঠুর সৈন্যেরা চাবুক দিয়া আমাকে আঘাত করিতেছে, আর আমি অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতেছি; এ অবস্থায় আপনি কেন উপেক্ষা করিতেছেন?' ॥২৮॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—'বিশ্বামিত্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নন্দিনী এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলেও ক্ষমাশীল বশিষ্ঠ ক্ষুব্ধ বা ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না' ॥২৯॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—'ক্ষত্রিয়ের বল প্রতাপ এবং ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা। সুতরাং ক্ষমা যখন আমাকে এখনও অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তখন তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে যাইতে পার' ॥৩০॥

নন্দিনী বলিল—'ভগবন্! আপনি কি আমাকে ত্যাগ করিলেন যে, এইরূপ বলিতেছেন?। যদি আপনি আমাকে ত্যাগ না করিয়া থাকেন, তবে বলপূর্ব্বক আমাকে কেহই নিতে পারিবে না' ॥৩১॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—'কল্যাণি! আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই; সুতরাং

* নন্দিন্যুবাচ।

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

স্থীয়তামিতি তচ্ছ্রুত্বা বশিষ্ঠস্য পয়স্বিনী।
ঊর্দ্ধাঞ্চিতশিরোগ্রীবা প্রবভৌ রৌদ্রদর্শনা ॥৩৩॥
ক্রোধরক্তেক্ষণা সা গৌর্হম্বারবঘনস্বনা।
বিশ্বামিত্রস্য তৎ সৈন্যং ব্যদ্রাবয়ত সর্বশঃ ॥৩৪॥
কশাগ্রদণ্ডাভিহতা কাল্যমানা ততস্ততঃ।
ক্রোধরক্তেক্ষণা ক্রোধং ভূয় এব সমাদধে ॥৩৫॥
আদিত্য ইব মধ্যাহ্নে ক্রোধদীপ্তবপুর্বভৌ।
অঙ্গারবর্ষং মুঞ্চন্তী মুহুর্বালধিতো মহৎ ॥৩৬॥
অসৃজৎ পহ্নবান্ পুচ্ছাৎ প্রস্রবাদ্‌দ্রবিড়াঙ্ককান্।
যোনিদেশাচ্চ যবনান্ শকৃতঃ শবরান্ বহূন্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

স্থীয়তামিতি। পয়স্বিনী গৌঃ, ঊর্দ্ধম্ অঞ্চিতে নীতে শিরোগ্রীবে যয়া সা ॥৩৩॥
ক্রোধেতি। হম্বেতি রব এব ঘনো নিরন্তরঃ স্বনঃ শব্দো যস্যাঃ সা ॥৩৪॥
কশেতি। কাল্যমানা চাল্যমানা। সমাদধে ধৃতবতী ॥৩৫॥
আদিত্য ইতি। অঙ্গারবর্ষং জ্বলৎকাষ্ঠখণ্ডবৃষ্টিম্। বালধিতো লাঙ্গূলাৎ ॥৩৬॥
অসৃজদিতি। পহ্নবাদয়ো জাতিবিশেষাঃ। প্রস্রবাদ্ধর্ম্মাৎ। শকৃতো গোময়াৎ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

কশাদণ্ডপ্রণুদিতাং কশাঘাতেন খেদং প্রাপিতাম্, কাল্যমানামিতস্ততো নিরোধ্যমানাম্

যদি পার, তবে থাক। কিন্তু দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া তোমার বৎসটীকে বলপূর্ব্বক নিয়া যাইতেছে' ॥৩২॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—'থাক' এই কথা শুনিয়া বশিষ্ঠের কামধেনু মস্তক ও গ্রীবা উত্তোলন করিয়া, ভয়ঙ্করমূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইল ॥৩৩॥

ক্রোধে তাহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইল; সে ঘন ঘন 'হম্বা'—রব করিতে লাগিল এবং বিশ্বামিত্রের সেই সৈন্যগণকে সকল দিকে তাড়াইয়া দিল ॥৩৪॥

পরে, আবার সেই সৈন্যেরা চাবুক আঘাত করিয়া তাহাকে সেই সেই দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল; তখন নন্দিনী ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া দারুণ ক্রোধ প্রকাশ করিল ॥৩৫॥

নন্দিনী আপন লাঙ্গূল হইতে অনবরত বিশাল অগ্নিময় অঙ্গার বর্ষণ করিতে থাকিয়া মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় ক্রোধে দীপ্তিময়দেহ হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৩৬॥

(৩৫)···ভূয় এব সমাদদে।

মূত্রতশ্চাসৃজৎ কাংশ্চিচ্ছবরাংশ্চৈব পার্শ্বতঃ।
পৌণ্ড্রান্ কিরাতান্ যবনান্ সিংহলান্ বর্ব্বরান্ খশান্ ॥৩৮॥
চিবুকাংশ্চ পুলিন্দাংশ্চ চীনান্ হূনান্ সকেরলান্।
সসর্জ ফেনতঃ সা গৌর্ম্লেচ্ছান্ বহুবিধানপি ॥৩৯॥
তৈর্বিসৃষ্টৈর্মহাসৈন্যৈর্নানাম্লেচ্ছগণৈস্তদা।
নানাবরণসংছন্নৈর্নানায়ুধধরৈস্তথা ॥৪০॥
অবাকীর্য্যত সংরব্ধৈর্বিশ্বামিত্রস্য পশ্যতঃ।
একৈকশ্চ তদা যোধঃ পঞ্চভিঃ সপ্তভির্বৃতঃ ॥৪১॥ (যুগ্মকম্)
অস্ত্রবর্ষেণ মহতা বধ্যমানং বলং তদা।
প্রভগ্নং সর্ব্বতস্ত্রস্তং বিশ্বামিত্রস্য পশ্যতঃ ॥৪২॥
ন চ প্রাণৈর্বিযুজ্যন্তে কেচিত্তত্রাস্য সৈনিকাঃ।
বিশ্বামিত্রস্য সংক্রুদ্ধৈর্বাশিষ্ঠৈর্ভরতর্ষভ!।
সা গৌস্তৎ সকলং সৈন্যং কালয়ামাস দূরতঃ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

মূত্রত ইতি। কাংশ্চিৎ শকৃতো জাতেতরান্। পার্শ্বতশ্চ পৌণ্ড্রাদীন্ ॥৩৮॥

চিবুকানিতি। ফেনতো দুগ্ধফেনাৎ মুখফেনাচ্চ ॥৩৯॥

তৈরিতি। নানাবরণসংছন্নৈর্বহুবিধবর্ম্মাবৃতৈঃ। সংরব্ধৈঃ ক্রুদ্ধৈঃ। যোধো বিশ্বামিত্রস্য যোদ্ধা, পঞ্চভিঃ সপ্তভিশ্চ বশিষ্ঠযোধৈঃ, বৃতো যোদ্ধৃং পরিবেষ্টিতঃ ॥৪০—৪১॥

অস্ত্রেতি। অস্ত্রবর্ষেণ বশিষ্ঠযোধানামিতি শেষঃ। প্রভগ্নং পরাজিতম্ ॥৪২॥

এবং সে লাঙ্গুল হইতে পহ্লব, ঘর্ম্ম হইতে দ্রবিড় ও শক, যোনি হইতে যবন এবং শকৃৎ (বিষ্ঠা) হইতে বহুতর শবর সৃষ্টি করিল ॥৩৭॥

আর, মূত্র হইতে কতকগুলি শবর এবং দুই পার্শ্বদেশ হইতে পৌণ্ড্র, কিরাত, যবন, সিংহল, বর্ব্বর ও খশ সৃষ্টি করিল ॥৩৮॥

এবং নন্দিনী মুখফেন ও দুগ্ধফেন হইতে চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হূন, কেরল ও বহুবিধ ম্লেচ্ছ উৎপাদন করিল ॥৩৯॥

নানাবিধ আবরণে আবৃত এবং নানাবিধ-অস্ত্রধারী সেই নানাবিধ ম্লেচ্ছসৈন্য ক্রুদ্ধ হইয়া, পাঁচ সাত জনে মিলিয়া, বিশ্বামিত্রের সমক্ষেই তাঁহার এক এক জন সৈন্যকে পরিবেষ্টন করিল ॥৪০—৪১॥

এবং তাহাদের বিশাল অস্ত্রবৃষ্টিতে আহত ও ভীত হইয়া বিশ্বামিত্রের সমক্ষেই তাঁহার সৈন্যগণ সকল দিকেই পরাভূত হইল ॥৪২॥

(৩৮) মূত্রতশ্চাসৃজৎ কাঞ্চীন্…।

বিশ্বামিত্রস্য তৎ সৈন্যং কাল্যমানং ত্রিযোজনম্।
ক্রোশমানং ভয়োদ্বিগ্নং ত্রাতারং নাধ্যগচ্ছত ॥৪৪॥
বিশ্বামিত্রস্ততো দৃষ্ট্বা ক্রোধাবিষ্টঃ স রোদসী।
ববর্ষ শরবর্ষাণি বশিষ্ঠে মুনিসত্তমে ॥৪৫॥
ঘোররূপাংশ্চ নারাচান্ ক্ষুরান্ ভল্লান্ মহামুনিঃ।
বিশ্বামিত্রপ্রযুক্তাংস্তান্ বৈণবেন ব্যমোচয়ৎ ॥৪৬॥
বশিষ্ঠস্য তদা দৃষ্ট্বা কর্ম্মকৌশলমাহবে।
বিশ্বামিত্রোঽপি কোপেন ভূয়ঃ শত্রুনিপাতনঃ।
দিব্যাস্ত্রবর্ষং তস্মৈ স প্রাহিণোন্মুনয়ে রুষা ॥৪৭॥
আগ্নেয়ং বারুণঞ্চৈন্দ্রং যাম্যং বায়ব্যমেব চ।
বিসসর্জ্জ মহাভাগে বশিষ্ঠে ব্রহ্মণঃ সুতে ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। বিযুজ্যন্ত ইতি সকর্ম্মকত্বমতীতত্বঞ্চার্ষম্। প্রাণবিযোজনে বশিষ্ঠস্য ক্ষমাভঙ্গ ইতি ভাবঃ। কালয়ামাস উৎপাদিতস্বসৈন্যৈর্দময়ামাস। ষট্‌পদমিদং পদ্যম্ ॥৪৩॥

বিশ্বেতি। ত্রিযোজনং ত্রিযোজনব্যাপি। ক্রোশমানং বিলপৎ ॥৪৪॥

বিশ্বেতি। রোদসী ভূম্যাকাশৌ ব্যাপ্য। বশিষ্ঠস্যৈব প্রধানশত্রুত্বাদিতি ভাবঃ ॥৪৫॥

ঘোরেতি। মহামুনির্বশিষ্ঠঃ। বৈণবেন বংশদণ্ডেন। ব্যমোচয়ৎ ব্যর্থীকৃতবান্ ॥৪৬॥

বশিষ্ঠস্যেতি। কর্ম্মণঃ অস্ত্রনিবারণস্য কৌশলং নৈপুণ্যম্। কোপেন শত্রুনিপাতন ইতি সম্বন্ধাৎ রুষেত্যনেন ন পৌনরুক্ত্যম্। ইদমপি ষট্‌পদং পদ্যম্ ॥৪৭॥

আগ্নেয়মিতি। বিসসর্জ্জ চিক্ষেপ বিশ্বামিত্র ইতি শেষঃ ॥৪৮॥

অর্জ্জুন! বশিষ্ঠের সৈন্যেরা ক্রুদ্ধ হইয়াও বিশ্বামিত্রের কোন সৈন্যেরই প্রাণবিয়োগ করিল না। নন্দিনী এই ভাবে দূরে থাকিয়া বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্যকেই দমন করিল ॥৪৩॥

তখন ত্রিযোজনব্যাপী বিশ্বামিত্রসৈন্য ভয়ে অস্থির হইয়া, আর্ত্তনাদ করিতে থাকিয়া, কাহাকেও রক্ষক পাইল না ॥৪৪॥

তাহার পর, বিশ্বামিত্র তাহা দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৪৫॥

কিন্তু মহর্ষি বশিষ্ঠ একখানি বংশদণ্ড দ্বারাই বিশ্বামিত্রনিক্ষিপ্ত সেই সকল ভয়ঙ্কর নারাচ, ক্ষুর ও ভল্লগুলিকে ব্যর্থ করিলেন ॥৪৬॥

তখন শত্রুহন্তা বিশ্বামিত্রও যুদ্ধে বশিষ্ঠের সেই কার্য্যকৌশল দেখিয়া, ক্রোধবশতঃ পুনরায় তাঁহার প্রতি দিব্যাস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥

অস্ত্রাণি সর্ব্বতো জ্বালাং বিসৃজন্তি প্রপেদিরে।
যুগান্তসময়ে ঘোরাঃ পতঙ্গস্যেব রশ্ময়ঃ ॥৪৯॥
বশিষ্ঠোঽপি মহাতেজা ব্রহ্মশক্তিপ্রযুক্তয়া।
যষ্ট্যা নিবারয়ামাস সর্ব্বাণ্যস্ত্রাণি স স্ময়ন্ ॥৫০॥
ততস্তে ভস্মসাদ্ভূতাঃ পতন্তি স্ম মহীতলে।
অপোহ্য দিব্যান্যস্ত্রাণি বশিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥৫১॥
নির্জ্জিতোঽসি মহারাজ! দুরাত্মন্! গাধিনন্দন!।
যদি তেঽস্তি পরং শৌর্য্যং তদ্দর্শয় ময়ি স্থিতে ॥৫২॥
দৃষ্ট্বা তন্মহদাশ্চর্য্যং ব্রহ্মতেজোভবং তদা।
বিশ্বামিত্রঃ ক্ষত্রভাবান্নির্বিণ্ণো বাক্যমব্রবীৎ ॥৫৩॥
ধিগ্বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্।
বলাবলং বিনিশ্চিত্য তপ এব পরং বলম্ ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

অস্ত্রাণীতি। জ্বালাম্ অগ্নিশিখাম্, বিসৃজন্তি উদ্গিরন্তি। পতঙ্গস্য সূর্য্যস্য ॥৪৯॥

বশিষ্ঠ ইতি। ব্রহ্মশক্তিপ্রযুক্তয়া ব্রাহ্মণ্যতেজঃপ্রণুন্নয়া। স্ময়ন্ ঈষদ্ধসন্ ॥৫০॥

তত ইতি। তে বিশ্বামিত্রপ্রযুক্তা অস্ত্রসমূহাঃ। অপোহ্য নিবার্য্য ॥৫১॥

নির্জ্জিত ইতি। পরম্ অন্যৎ ॥৫২॥

দৃষ্ট্বেতি। ক্ষত্রভাবাদাত্মনঃ ক্ষত্রিয়ত্বাদ্ধেতোঃ, নির্বিণ্ণ আত্মগ্লানিযুক্তঃ ॥৫৩॥

ধিগিতি। ব্রহ্মতেজোবলমেব বলম্ উৎকৃষ্টং বলমিত্যর্থঃ। বলাবলং বিনিশ্চিত্য বলাবলয়োর্বিনিশ্চয়মধিকৃত্য, তপ এব পরমুৎকৃষ্টং বলং মন্য ইতি শেষঃ ॥৫৪॥

তিনি, ব্রহ্মার পুত্র মহাত্মা বশিষ্ঠের প্রতি আগ্নেয়, বারুণ, ঐন্দ্র, যাম্য এবং বায়ব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥৪৮॥

সেই অস্ত্রগুলি সকল দিকে অগ্নিশিখা ছড়াইতে ছড়াইতে যাইয়া, যুগান্তকালীন ভয়ঙ্কর সূর্য্যরশ্মির ন্যায় পড়িতে লাগিল ॥৪৯॥

অত্যন্ত তেজস্বী বশিষ্ঠও মৃদু হাস্য করিতে করিতে ব্রহ্মতেজঃপ্রযুক্ত যষ্টি দ্বারা বিশ্বামিত্রের সমস্ত অস্ত্র নিবারণ করিলেন ॥৫০॥

তাহার পর, সেই অস্ত্রগুলি ভস্ম হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। এই ভাবে সমস্ত অস্ত্র নিবারণ করিয়া বশিষ্ঠ এই কথা বলিলেন—॥৫১॥

'দুরাত্মা বিশ্বামিত্র! তুই পরাজিত হইয়াছিস্, যদি তোর অন্যপ্রকার বীরত্ব থাকে, তবে তাহাও দেখা; আমি রহিলাম' ॥৫২॥

বিশ্বামিত্র তখন ব্রহ্মতেজের সেই আশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া, নিজের ক্ষত্রিয়ত্ব-নিবন্ধন আত্মধিক্কার করিয়া বলিলেন—॥৫৩॥

স রাজ্যং স্ফীতমুৎসৃজ্য তাঞ্চ দীপ্তাং নৃপশ্রিয়ম্ ।
ভোগাংশ্চ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা তপস্যেব মনো দধে ॥৫৫॥
স গত্বা তপসা সিদ্ধিং লোকান্ বিষ্টভ্য তেজসা ।
ততাপ সর্ব্বান্ দীপ্তৌজা ব্রাহ্মণত্বমবাপ্তবান্ ॥৫৬॥
অপিবচ্চ ততঃ সোমমিন্দ্রেণ সহ কৌশিকঃ ।
এবংবীর্য্যস্তু রাজর্ষির্ব্রহ্মর্ষিঃ সম্বভূব হ ॥৫৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথে বাশিষ্ঠে বিশ্বামিত্রপরাভবো নামাষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স বিশ্বামিত্রঃ। স্ফীতং বিস্তৃতম্। পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ ॥৫৫॥
স ইতি। স বিশ্বামিত্রঃ। বিষ্টভ্য বিস্ময়োৎপাদনেন স্তব্ধীকৃত্য ॥৫৬॥
অপিবদিতি। সোমং যজ্ঞীয়ং সোমরসম্। এবংবীর্য্য ঈদৃশশক্তিকঃ ॥৫৭॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ররথে অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৪—৩৬॥ পহ্নবাদয়ো ম্লেচ্ছবিশেষাঃ, প্রস্রবাৎ উধঃপ্রদেশাৎ, শকৃতো গোময়াৎ ॥৩৭—৫৫॥ বিষ্টভ্য ব্যাপ্য ॥৫৬—৫৭॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৮॥

'ক্ষত্রিয়বলে ধিক্; ব্রহ্মতেজই প্রধান বল। উৎকৃষ্ট বল এবং নিকৃষ্ট বল নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি ব্রহ্মতেজকেই উৎকৃষ্ট বল বলিয়া মনে করি' ॥৫৪॥

তাহার পর, বিশ্বামিত্র বিস্তৃত রাজ্য, উজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী এবং সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ করিয়া তপস্যাতেই মনোনিবেশ করিলেন ॥৫৫॥

পরে, তিনি তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়া এবং আপন তেজে সমস্ত জগৎকে স্তব্ধ করিয়া এবং ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া সকলকেই সন্তপ্ত করিয়াছিলেন ॥৫৬॥

তাহার পর, বিশ্বামিত্র ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন। এইরূপ শক্তিশালী বিশ্বামিত্র রাজর্ষি হইয়াও ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন ॥৫৭॥

---

* '...ত্রিসপ্তত্যধিকঃ...' '...পঞ্চসপ্তত্যধিকঃ...' 'একনবত্যধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

ঊনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

——:*:——

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

কল্মাষপাদ ইত্যেবং লোকে রাজা বভূব হ।
ইক্ষ্বাকুবংশজঃ পার্থ! তেজসাঽসদৃশো ভুবি ॥১॥
স কদাচিদ্বনং রাজা মৃগয়াং নির্য্যযৌ পুরাৎ।
মৃগান্ বিধ্যন্ বরাহাংশ্চ চচার রিপুমর্দ্দনঃ ॥২॥
তস্মিন্ বনে মহাঘোরে খড়্গাংশ্চ বহুশোঽহনৎ।
হত্বা চ সুচিরং শ্রান্তো রাজা নিববৃতে ততঃ ॥৩॥
অকাময়ত্তং যাজ্যার্থে বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্।
স তু রাজা মহাত্মানং বাশিষ্ঠমৃষিমুত্তমম্ ॥৪॥
তৃষ্ণার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ একায়নগতঃ পথি।
অপশ্যদজিতঃ সংখ্যে মুনিং প্রতিমুখাগতম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কল্মাসেতি। ভুবি লোক ইতি সম্বন্ধঃ। তেজসা প্রতাপেন, অসদৃশো নিরুপমঃ ॥১॥
স ইতি। মৃগয়াং কর্ত্তুমিতি শেষঃ ॥২॥
তস্মিন্নিতি। খড়্গান্ গণ্ডকান্। অহনদিতি বিকরণলোপাভাব আর্ষঃ ॥৩॥
অকাময়দিতি। যাজ্যাথে যাজ্যং কর্ত্তুমিত্যর্থঃ। বাশিষ্ঠং বশিষ্ঠপুত্রম্। একস্যৈব

ভারতভাবদীপঃ

কল্মাষপাদ ইতি। অসদৃশো নাস্তি সদৃশস্তুল্যো যস্য সঃ ॥১—৩॥ যাজ্যার্থে অয়ং মম যাজ্যো ভবত্বিত্যেতদর্থে ॥৪॥ একায়নগত একস্যৈব অয়নং গমনং যত্র তত্র গতঃ অতি-

---

গন্ধর্ব্ব বলিল—অর্জ্জুন! মর্ত্ত্যলোকে অতুলনীয় প্রতাপশালী 'কল্মাষপাদ' নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন ॥১॥

তিনি কোন সময়ে মৃগয়া করিবার জন্য রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া বনে গমন করেন এবং তথায় হরিণ ও শূকরপ্রভৃতি বিদ্ধ করতঃ বিচরণ করেন ॥২॥

রাজা সেই ভয়ঙ্কর বনে বহুতর গণ্ডারও বধ করেন; তাহার পর তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে থাকেন ॥৩॥

এদিকে বিশ্বামিত্রমুনি সেই কল্মাষপাদ রাজাকে যজমান করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্ষুধার্ত্ত কল্মাষপাদ রাজা এমন একটী ক্ষুদ্র পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন যে, সে পথে একজন ভিন্ন যাইতে বা আসিতে পারে না। তখন মহাত্মা বশিষ্ঠের এক শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র

শক্ত্রিং নাম মহাভাগং বশিষ্ঠকুলবর্দ্ধনম্ ।
জ্যেষ্ঠং পুত্রং পুত্রশতাদ্বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥৬॥ (বিশেষকম্)
অপগচ্ছ পথোঽস্মাকমিত্যেবং পার্থিবোঽব্রবীৎ ।
তথা ঋষিরুবাচেদং সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥৭॥
মম পন্থা মহারাজ ! ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ ।
রাজ্ঞা সর্ব্বেষু ধর্ম্মেষু দেয়ঃ পন্থা দ্বিজাতয়ে ॥৮॥
এবং পরস্পরং তৌ তু পথোঽর্থং বাক্যমূচতুঃ ।
অপসর্পাপসর্পেতি বাগুত্তরমকুর্ব্বতাম্ ॥৯॥
ঋষিস্তু নাপচক্রাম তস্মিন্ ধর্ম্মপথে স্থিতঃ ।
নাপি রাজা মুনের্ম্মানাৎ ক্রোধাচ্চাপজগাম হ ॥১০॥
অমুঞ্চন্তস্তু পন্থানং তমৃষিং নৃপসত্তমঃ ।
জঘান কশয়া মোহাত্তদা রাক্ষসবন্মুনিম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

জনস্ত অয়নং ক্ষুদ্ররূপত্বাদ্গমনং যত্র তাদৃশে স্থানে গতঃ। সংখ্যে যুদ্ধে। পুত্রশতাৎ জ্যেষ্ঠম্ ॥৪—৬॥

অপেতি। পথ একজনমাত্রগমনযোগ্যান্মার্গাৎ। শ্লক্ষ্ণয়া কোমলয়া ॥৭॥

মমেতি। ধর্ম্ম আচারঃ। ধর্ম্মেষু অবস্থাসু। দেয়ো বর্ণগুরুত্বাদিতি ভাবঃ ॥৮॥

এবমিতি। বাচা উত্তরং বাগুত্তরম্ ॥৯॥

ঋষিরিতি। ধর্ম্মপথে আচারসিদ্ধনিয়মে। মানাদ্গৌরবাৎ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

সঙ্কুচিতমার্গে গত ইত্যর্থঃ ॥৫—৬॥ পথো মার্গাৎ ॥৭॥ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ "রাজ্ঞঃ পন্থা ব্রাহ্মণেনাসমেত্য সমেত্য তু ব্রাহ্মণস্যৈব পন্থাঃ।" ইত্যাদিশাস্ত্রবিহিতঃ ॥৮—৯॥ মানাৎ ক্রোধাচ্চ

শক্ত্রি সেই পথ দিয়াই রাজার দিকে আসিতে লাগিলেন; সেই অবস্থায় যুদ্ধবিজয়ী কল্মাষপাদ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন ॥৪—৬॥

তখন রাজা তাঁহাকে বলিলেন—'তুমি আমার পথ হইতে সরিয়া যাও'। ঋষিও কোমল বাক্যে রাজাকে শান্তভাবে বলিলেন—॥৭॥

'মহারাজ! এটা আমারই পথ। কেন না, রাজা সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণকে পথ ছাড়িয়া দিবেন, ইহাই চিরন্তন লোকাচার' ॥৮॥

তাঁহারা দুই জনেই পথের জন্য পরস্পর এইরূপ কথা বলিলেন এবং 'সরিয়া যান' 'সরিয়া যান' এইরূপও পরস্পর কহিলেন ॥৯॥

কিন্তু ঋষিও প্রাচীন আচারের অনুবর্ত্তিতা নিবন্ধন সরিয়া গেলেন না এবং রাজাও ক্রোধবশতঃ মুনির সম্মানার্থে অপসৃত হইলেন না ॥১০॥

কশাপ্রহারাভিহতস্ততঃ স মুনিসত্তমঃ।
তং শশাপ নৃপশ্রেষ্ঠং বাশিষ্ঠঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১২॥
হংসি রাক্ষসবদ্যস্মাদ্রাজাপসদ! তাপসম্।
তস্মাত্ত্বমদ্য প্রভৃতি পুরুষাদো ভবিষ্যসি ॥১৩॥
মনুষ্যপিশিতে সক্তশ্চরিষ্যসি মহীমিমাম্।
গচ্ছ রাজাধমেত্যুক্তঃ শক্ত্রিণা বীর্য্যশক্তিনা ॥১৪॥
ততো যাজ্যনিমিত্তস্তু বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠয়োঃ।
বৈরমাসীত্তদা তন্তু বিশ্বামিত্রোঽন্বপদ্যত ॥১৫॥
তয়োর্বিবদতোরেবং সমীপমুপচক্রমে।
ঋষিরুগ্রতপাঃ পার্থ! বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

অমুক্তমিতি। ঋষির্মন্ত্রদ্রষ্টা মুনিস্তু মননশীল ইত্যুভয়োর্ন পৌনরুক্ত্যম্ ॥১১॥
কশেতি। বাশিষ্ঠো বশিষ্ঠপুত্রঃ শক্ত্রিঃ। ক্রোধেন মূর্চ্ছিতঃ কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনঃ ॥১২।
হংসীতি। রাক্ষসবদবিবেকেনেতি ভাবঃ। পুরুষাদো নরমাংসভোক্তা ॥১৩॥
মনুষ্যেতি। মনুষ্যস্য পিশিতে মাংসে। বীর্য্যং তপঃপ্রভাব এব শক্তির্যস্য তেন ॥১৪॥
তত ইতি। যাজ্যনিমিত্তম্ একস্য কল্মাষপাদস্য যাজননিমিত্তম্। আসীৎ পূর্বত এব। তদা শক্ত্রিণা সহ বিবাদকালে, তং কল্মাষপাদম্, অন্বপদ্যত প্রাপ্তবান্ ॥১৫॥
তয়োরিতি। এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারম্, বিবদতোঃ, তয়োঃ শক্ত্রিকল্মাষপাদয়োঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

মুনের্মার্গান্নাপচক্রাম, অথ হঠাতিশয়ানন্তরম্ ॥১০—১৪॥ তত ইতি। এবং বিশ্বামিত্রঃ স্ববিদ্যাবলাৎ শক্ত্রিনৃপয়োর্ব্বৈরমুৎপাদ্য তং নৃপং যাজ্যং যদা বিশ্বামিত্রোঽন্বপদ্যত তদা তয়োর্বৈর-

শক্ত্রিমুনি যখন পথ ছাড়িলেন না, তখনই রাজা রাক্ষসের ন্যায় মোহবশতঃ কশা (চাবুক) দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন ॥১১॥

তখন শক্ত্রিমুনি কশার আঘাতে ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া রাজশ্রেষ্ঠ কল্মাষপাদকে অভিসম্পাত করিলেন—(বলিলেন—) ॥১২॥

'রাজাধম! তুমি যখন রাক্ষসের ন্যায় তপস্বীকে আঘাত করিলে, তখন তুমি আজ হইতেই নরমাংসভোজী রাক্ষস হইবে ॥১৩॥

তুমি মনুষ্যমাংসে আসক্ত থাকিয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে; যাও রাজাধম!' তপঃপ্রভাবশালী শক্ত্রি এইরূপ বলিলেন ॥১৪॥

কল্মাষপাদ রাজাকে যজমান করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পরস্পর শত্রুতা ছিল; সুতরাং বিশ্বামিত্র তখন সেই সুযোগ পাইয়া কল্মাষপাদের অনুসন্ধানে উপস্থিত হইলেন ॥১৫॥

ততঃ স বুবুধে পশ্চাত্তমৃষিং নৃপসত্তমঃ।
ঋষেঃ পুত্রং বশিষ্ঠস্য বশিষ্ঠমিব তেজসা ॥১৭॥
অন্তর্ধায় তদাত্মানং বিশ্বামিত্রোঽপি ভারত!।
তাবুভাবতিচক্রাম চিকীর্ষন্নাত্মনঃ প্রিয়ম্ ॥১৮॥
স তু শপ্তস্তদা তেন শক্তিণা বৈ নৃপোত্তমঃ।
জগাম শরণং শক্তিং প্রসাদয়িতুমর্হয়ন্ ॥১৯॥
তস্য ভাবং বিদিত্বা স নৃপতেঃ কুরুসত্তম!।
বিশ্বামিত্রস্ততো রক্ষ আদিদেশ নৃপং প্রতি ॥২০॥
শাপাত্তস্য তু বিপ্রর্ষের্বিশ্বামিত্রস্য চাজ্ঞয়া।
রাক্ষসঃ কিঙ্করো নাম বিবেশ নৃপতিং তদা ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ততঃ পশ্চাদিত্যন্বয়ঃ। তং শাপদাতারম্ ॥১৭॥
অন্তরিতি। অতিচক্রাম রক্ষস আদেশার্থং কিয়দ্দূরং জগাম ॥১৮॥
স ইতি। অর্হয়ন্ চরণধারণাদিনা পূজয়ন্ ॥১৯॥
তস্যেতি। রক্ষঃ কঞ্চিৎ রাক্ষসম্। নৃপং প্রতি নৃপদেহমধিষ্ঠাতুম্ ॥২০॥
শাপাদিতি। তস্য শক্তেঃ। বিবেশ অধিষ্ঠিতবান্ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

মাসীৎ ইত্যর্থঃ ॥১৫॥ তয়োঃ শক্তিনৃপয়োর্বিবদতোঃ সতোঃ, ঋষী রাজর্ষিঃ ॥১৬॥ পশ্চাৎ বিশ্বামিত্রাগমনানন্তরম্, ঋষিং শক্তিম্ ॥১৭॥ ততোঽত্মানং তত আত্মানম্ উভৌ শক্তি-রাজানৌ, অতিচক্রাম বঞ্চিতবান্ ॥১৮—১৯॥ তস্য রাজ্ঞো ভাবমন্তরভিপ্রায়ং শক্তিপ্রসাদন-

অর্জ্জুন! ভয়ঙ্কর তপস্বী ও প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র পূর্ব্বোক্তপ্রকার বিবাদ করিবার সময়েই শক্তি ও কল্মাষপাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥১৬॥

তাহার পর, রাজশ্রেষ্ঠ কল্মাষপাদ সেই শাপদাতাকে বশিষ্ঠমুনির পুত্র এবং বশিষ্ঠেরই তুল্য তেজস্বী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন ॥১৭॥

অর্জ্জুন! তখন বিশ্বামিত্রও নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিবার ইচ্ছায় নিজের শরীরটাকে অদৃশ্য করিয়া তাঁহাদের দুই জনকেই অতিক্রম করিলেন ॥১৮॥

এদিকে রাজা শক্তি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইতে চলিলেন ॥১৯॥

তখন বিশ্বামিত্র তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া, তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিবার জন্য একটা রাক্ষসকে আদেশ করিলেন ॥২০॥

(১৮) অন্তর্ধায় ততোঽত্মানম্…।

রক্ষসা তং গৃহীতন্তু বিদিত্বা মুনিসত্তমঃ।
বিশ্বামিত্রোঽপ্যপাক্রামত্তস্মাদ্দেশাদরিন্দম! ॥২২॥
ততঃ স নৃপতিস্তেন রক্ষসান্তর্গতেন চ।
বলবৎ পীড়িতঃ পার্থ! নান্ববুধ্যত কিঞ্চন ॥২৩॥
দদর্শাথ দ্বিজঃ কশ্চিদ্রাজানং প্রস্থিতং বনম্।
অযাচত ক্ষুধাপন্নঃ সমাংসং ভোজনং তদা ॥২৪॥
তমুবাচাথ রাজর্ষির্দ্বিজং মিত্রসহস্তদা।
আস্স্ব ব্রহ্মংস্ত্বমত্রৈব মুহূর্ত্তং প্রতিপালয়ন্ ॥২৫॥
নিবৃত্তঃ প্রতিদাস্যামি ভোজনং তে যথেপ্সিতম্।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ রাজা তস্থৌ স দ্বিজসত্তমঃ ॥২৬॥
ততো রাজা পরিক্রম্য যথাকামং যথাসুখম্।
নিবৃত্তোঽন্তঃপুরং পার্থ! প্রবিবেশ মহামনাঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

রক্ষসেতি। অপাক্রামৎ অপগতবান্ ॥২২॥
তত ইতি। রক্ষসা রাক্ষসেন। বলবৎ একান্তম্। নান্ববুধ্যত কর্ত্তব্যম্ ॥২৩॥
দদর্শেতি। প্রস্থিতমাগতম্। ভুজ্যত ইতি ভোজনমন্নম্ ॥২৪॥
তমিতি। মিত্রং সহত ইতি মিত্রসহঃ সুহৃৎপ্রার্থনাপূরক ইত্যর্থঃ। আস্স্ব তিষ্ঠ ॥২৫॥
নিবৃত্ত ইতি। নিবৃত্তো গৃহাৎ প্রত্যাবৃত্তঃ। প্রযযৌ স্বগৃহম্ ॥২৬॥
তত ইতি। নিবৃত্তঃ স্বগৃহং গতঃ ॥২৭॥

সেই সময়ে শক্ত্রির শাপে এবং বিশ্বামিত্রের আদেশে কিঙ্করনামক সেই রাক্ষস কল্মাষপাদ রাজার শরীরে প্রবেশ করিল ॥২১॥

রাক্ষস কল্মাষপাদের শরীরে প্রবেশ করিয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রও সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন ॥২২॥

অর্জ্জুন! তাহার পর, রাজা শরীরপ্রবিষ্ট রাক্ষস দ্বারা অত্যন্ত বিকলচিত্ত হইয়া কোন কর্ত্তব্য বিষয়ই বুঝিতে পারিলেন না ॥২৩॥

এই সময়ে ক্ষুধার্ত্ত কোন ব্রাহ্মণ রাজাকে বনের ভিতরে উপস্থিত দেখিলেন এবং তাঁহার নিকট মাংসযুক্ত অন্ন ভোজন করিতে চাহিলেন ॥২৪॥

তখন বন্ধুজনপ্রতিপালক রাজা সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! আপনি এই খানেই আমার প্রতীক্ষা করিতে থাকিয়া কিছু কাল অবস্থান করুন ॥২৫॥

আমি ফিরিয়া আসিয়া আপনার অভীষ্ট অন্ন দান করিব' এই কথা বলিয়া রাজা আপন ভবনে চলিয়া গেলেন; ব্রাহ্মণ সেই খানেই রহিলেন ॥২৬॥

ততোঽৰ্দ্ধরাত্র উত্থায় সূদমানায্য সত্বরম্ ।
উবাচ রাজা সংস্মৃত্য ব্রাহ্মণস্য প্রতিশ্রুতম্ ॥২৮॥
গচ্ছামুষ্মিন্ বনোদ্দেশে ব্রাহ্মণো মাং প্রতীক্ষতে ।
অন্নার্থী তং ত্বমন্নেন সমাংসেনোপপাদয় ॥২৯॥
এবমুক্তস্ততঃ সূদঃ সোঽনাসাদ্যামিষং ক্বচিৎ ।
নিবেদয়ামাস তদা তস্মৈ রাজ্ঞে ব্যথান্বিতঃ ॥৩০॥
রাজা তু রক্ষসাবিষ্টঃ সূদমাহ গতব্যথঃ ।
অপ্যেনং নরমাংসেন ভোজয়েতি পুনঃ পুনঃ ॥৩১॥
তথেত্যুক্ত্বা ততঃ সূদঃ সংস্থানং বধ্যঘাতিনম্ ।
গত্বাজহার ত্বরিতো নরমাংসমপেতভীঃ ॥৩২॥
স তৎ সংস্কৃত্য বিধিবদন্নোপহিতমাশু বৈ ।
তস্মৈ প্রাদাদ্‌ব্রাহ্মণায় ক্ষুধিতায় তপস্বিনে ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। উত্থায় নিদ্রাতঃ। রাক্ষসাবেশাদেব চ বিস্মরণেন নিদ্রা। সূদং পাচকম্ ॥২৮॥
গচ্ছেতি। অন্নার্থী ব্রাহ্মণ ইত্যন্বয়ঃ। উপপাদয় ক্ষুধাহীনং কুরু ॥২৯॥
এবমিতি। সূদঃ স পাচকঃ। আমিষং মাংসম্, অনাসাদ্য অপ্রাপ্য ॥৩০॥
রাজেতি। রক্ষসা আবিষ্টত্বাদেব এবমাহেত্যাশয়ঃ। নরমাংসেনাপীতি সম্বন্ধঃ ॥৩১॥
তথেতি। সংস্থানং দেশম্। আজহার আনিনায়। রাজাদেশাদেবাপেতভীর্নির্ভয়ঃ ॥৩২॥

তাহার পর, রাজা বাড়ী যাইয়া, ইচ্ছানুসারে ও যথাসুখে একটু বিচরণ করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥২৭॥

তৎপরে তিনি রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় গাত্রোত্থান করিয়া, ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত বিষয় স্মরণ করিয়া, সত্বর পাচককে আনাইয়া বলিলেন—॥২৮॥

'পাচক! তুমি যাও, ঐ বনের ভিতরে ক্ষুধার্ত্ত এক ব্রাহ্মণ আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন; তুমি মাংসযুক্ত অন্ন দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট কর' ॥২৯॥

রাজা এই কথা বলিলে, সেই পাচক কোথাও মাংস না পাইয়া, দুঃখিত হইয়া, সে বিষয় রাজাকে জানাইল ॥৩০॥

কিন্তু রাক্ষসাবিষ্ট রাজা দুঃখিত না হইয়াই বার বার সেই পাচককে বলিলেন—'তুমি সেই ব্রাহ্মণকে নরমাংসও ভোজন করাও' ॥৩১॥

'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সে পাচক বধ্যভূমিতে যাইয়া সত্বরই নির্ভয়ে নরমাংস লইয়া আসিল ॥৩২॥

(২৯) শ্লোকাৎ পরং 'গন্ধর্ব্ব উবাচ' ইতি ক্বচিদধিকঃ পাঠঃ।

স সিদ্ধচক্ষুষা দৃষ্ট্বা তদন্নং দ্বিজসত্তমঃ।
অভোজ্যমিদমিত্যাহ ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণঃ ॥৩৪॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

যস্মাদভোজ্যমন্নং মে দদাতি স নৃপাধমঃ।
তস্মাত্তস্যৈব মূঢ়স্য ভবিষ্যত্যত্র লোলুপা ॥৩৫॥
সক্তো মানুষমাংসেষু যথোক্তঃ শক্ত্রিণা পুরা।
উদ্বেজনীয়ো ভূতানাং চরিষ্যতি মহীমিমাম্ ॥৩৬॥
দ্বিরত্র ব্যাহৃতো রাজ্ঞঃ স শাপো বলবানভূৎ।
রক্ষোবলসমাবিষ্টো বিসংজ্ঞশ্চাভবন্নৃপঃ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স সূদঃ। সংস্কৃত্য পক্কা। অন্নোপহিতম্ অন্নযুক্তম্ ॥৩৩॥
স ইতি। সিদ্ধচক্ষুষা যোগবলাদনন্যদৃশ্যদৃষ্টিক্ষমনয়নেন ॥৩৪॥
যস্মাদিতি। অভোজ্যং নরমাংসযুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। লোলুপা লোভঃ ॥৩৫॥
সক্ত ইতি। সক্তো ভোজনব্যসনী। উদ্বেজয়তীত্যুদ্বেজনীয়ঃ, কর্ত্তর্য্যনীয়ঃ ॥৩৬॥
দ্বিরিতি। দ্বিঃ দ্বৌ বারৌ, ব্যাহৃতঃ শক্ত্রিণা তেন ব্রাহ্মণেন চ উক্তঃ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

পরং জ্ঞাত্বা তদন্তরে রক্ষঃ প্রবেশিতবান্ ॥২০—২২॥ বলবদত্যন্তম্ ॥২৩—৩৪॥ অত্র নর-

এবং সে তাহা যথাবিধানে পাক করিয়া, অন্নের সহিত নিয়া সত্বরই সেই ক্ষুধার্ত্ত তপস্বী ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিল ॥৩৩॥

তখন সেই ব্রাহ্মণ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা সেই অন্ন দেখিয়া, ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া বলিলেন—'এ অন্ন অখাদ্য' ॥৩৪॥

ব্রাহ্মণ আরও বলিলেন—'যখন সেই রাজাধমটা আমাকে অখাদ্য অন্ন দিয়াছে, তখন সেই মূর্খের এই অন্নে লোভ হইবে ॥৩৫॥

আর, পূর্ব্বে শক্ত্রি যেমন বলিয়াছেন, সেই ভাবেই সে রাজা নরমাংস-ভোজনে আসক্ত থাকিয়া, প্রাণিগণের ভয়জনক হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে' ॥৩৬॥

শক্ত্রি এবং সেই ব্রাহ্মণ একপ্রকারই দুই বার বলায় রাজার সে শাপ অত্যন্ত প্রবল হইল; তাহাতেই রাজা রাক্ষসাবিষ্ট হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন হইলেন ॥৩৭॥

(৩৭) দ্বিরহব্যাহৃতঃ…।

ততঃ স নৃপতিশ্রেষ্ঠো রাক্ষসোপহতেন্দ্রিয়ঃ।
উবাচ শক্তিং তং দৃষ্ট্বা ন চিরাদিব ভারত! ॥৩৮॥
যস্মাদসদৃশঃ শাপঃ প্রযুক্তোঽয়ং ময়ি ত্বয়া।
তস্মাত্ত্বত্তঃ প্রবর্ত্তিষ্যে খাদিতুং মানুষানহম্ ॥৩৯॥
এবমুক্ত্বা ততঃ সদ্যস্তং প্রাণৈর্বিপ্রযুজ্য সঃ।
তং শক্তিং ভক্ষয়ামাস ব্যাঘ্রঃ পশুমিবেপ্সিতম্ ॥৪০॥
তং শক্তিং নিহতং দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রঃ পুনঃ পুনঃ।
বশিষ্ঠস্যৈব পুত্রেষু তদ্রক্ষঃ সন্দিদেশ হ ॥৪১॥
স তান্ শক্ত্যবরান্ পুত্রান্ বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
ভক্ষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ॥৪২॥
বশিষ্ঠো ঘাতিতান্ শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রেণ তান্ সুতান্।
ধারয়ামাস তং শোকং মহাদ্রিরিব মেদিনীম্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। রাক্ষসেন উপহতেন্দ্রিয়ো বিকলীকৃতচিত্তাদিঃ সন্ ॥৩৮॥
যস্মাদিতি। অসদৃশো নির্দোষে দোষপ্রবর্ত্তনাদযোগ্যঃ। ত্বত্তঃ ত্বামারভ্যৈব ॥৩৯॥
এবমিতি। বিপ্রযুজ্য আঘাতেন বিযুক্তীকৃত্য ॥৪০॥
তমিতি। পুত্রেষু হত্যার্থং প্রবর্ত্তিতুমিতি শেষঃ। তদ্রক্ষঃ তং রাক্ষসম্ ॥৪১॥
স ইতি। স রাক্ষসাবিষ্টো রাজা। শক্ত্যবরান্ শক্তেঃ কনিষ্ঠান্ ॥৪২॥
বশিষ্ঠ ইতি। ঘাতিতান্ রাক্ষসেন প্রযোজ্যকর্ত্রা। ধারয়ামাস, অন্তর্নিরুরোধ ॥৪৩॥

এবং রাক্ষসের প্রভাবে রাজার সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিকৃত হইয়া গেল; তাহাতেই রাজা অচিরকালমধ্যে শক্তিকে দেখিয়া বলিলেন—॥৩৮॥

'যখন তুমি আমার প্রতি অসঙ্গত শাপ দিয়াছ, তখন আমি তোমা হইতে আরম্ভ করিয়াই মানুষ ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইব' ॥৩৯॥

এই কথা বলিয়াই রাজা তৎক্ষণাৎ শক্তির প্রাণ বিনষ্ট করিয়া, ব্যাঘ্র যেমন পশু ভক্ষণ করে, সেইরূপ শক্তিকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন ॥৪০॥

সেই শক্তিকে নিহত দেখিয়া বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের পুত্রগণকেই ভক্ষণ করিবার জন্য বার বার সেই রাক্ষসকে আদেশ করিলেন ॥৪১॥

তাহার পর, সিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন ক্ষুদ্র মৃগসমূহকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ রাজা শক্তির কনিষ্ঠ সেই বশিষ্ঠপুত্রগণকে ভক্ষণ করিলেন ॥৪২॥

(৩৮)…রক্ষসোপহতেন্দ্রিয়ঃ। (৪৩)…ঘাতিতান্ দৃষ্ট্বা…।

চক্রে চাত্মবিনাশায় বুদ্ধিং স মুনিসত্তমঃ।
ন ত্বেবং কৌশিকোচ্ছেদং মেনে মতিমতাং বরঃ ॥৪৪॥
স মেরুকূটাদাত্মানং মুমোচ ভগবানৃষিঃ।
গিরেস্তস্য শিলায়াস্তু তূলরাশাবিবাপতৎ ॥৪৫॥
ন মমার চ পাতেন স যদা তেন পাণ্ডব!।
তদাগ্নিমিদ্ধং ভগবান্ সংবিবেশ মহাবনে ॥৪৬॥
তং তদা সুসমিদ্ধোঽপি ন দদাহ হুতাশনঃ।
দীপ্যমানোঽপ্যমিত্রঘ্ন! শীতোঽগ্নিরভবত্ততঃ ॥৪৭॥
স সমুদ্রমভিপ্রেক্ষ্য শোকাবিষ্টো মহামুনিঃ।
বদ্ধা কণ্ঠে শিলাং গুর্ব্বীং নিপপাত তদাম্ভসি।
স সমুদ্রোর্ম্মিবেগেন স্থলে ন্যস্তো মহামুনিঃ ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

চক্র ইতি। স বশিষ্ঠঃ। কৌশিকোচ্ছেদং বিশ্বামিত্রবিনাশম্, ন মেনে কর্ত্তুং নাভিললাষ। যতো মতিমতাং বরো জ্ঞানিশ্রেষ্ঠঃ। তদ্বিনাশেঽপি পুনঃ পুত্রপ্রাপ্ত্যসম্ভবাদিতি ভাবঃ। আমুক্তের্বলবাংশ্চিত্তবিক্ষেপো বিদ্বাংসমপি বিকলীকরোতীতি বিশ্বামিত্রস্য ব্রহ্মহত্যায়াং রাক্ষসপ্রবর্ত্তনা বশিষ্ঠস্যাপ্যাত্মহত্যায়াং প্রবৃত্তিরিতি দিক্ ॥৪৪॥

স ইতি। মেরুকূটাৎ সুমেরুশৃঙ্গাৎ, আত্মানং শরীরম্, মুমোচ পাতয়ামাস ॥৪৫॥

নেতি। ইদ্ধং মহাবনে সংসক্তত্বাদেব প্রজ্বলিতম্ ॥৪৬॥

তমিতি। সুসমিদ্ধোঽপি অত্যন্তপ্রজ্বলিতোঽপি, অতএব চ দীপ্যমানো দীপ্তিমান্ ॥৪৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মাংসে লোলুপা লম্পটত্বম্; আসক্তিরিত্যর্থঃ ॥৩৫—৪৪॥ মুমোচ পাতয়ামাস, আত্মানং দেহম্

বিশ্বামিত্র রাক্ষস দ্বারা পুত্রগণকে হত্যা করাইয়াছেন শুনিয়া, মহাপর্ব্বত যেমন পৃথিবী ধারণ করে, বশিষ্ঠও তেমনই সে শোক ধারণ করিলেন ॥৪৩॥

মুনিশ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সেই শোকে আত্মহত্যা করিবারই ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্রকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছা করিলেন না ॥৪৪॥

তিনি সুমেরুপর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে আপন শরীরটাকে নিপাতিত করিলেন; কিন্তু সে শরীর তূলরাশির উপরে যেমন পড়ে, তেমন আসিয়া তাহার পাথরের উপরে পড়িল ॥৪৫॥

যখন বশিষ্ঠ সেই পতনেও মরিলেন না, তখন তিনি প্রজ্বলিত দাবাগ্নিতে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥৪৬॥

তখন প্রজ্বলিত ও দীপ্তিশালী সেই দাবাগ্নিও তাঁহাকে দগ্ধ করিল না, কিন্তু তাঁহার পক্ষে শীতল হইয়া গেল ॥৪৭॥

ন মমার যদা বিপ্রঃ কথঞ্চিৎ সংশিতব্রতঃ।
জগাম স ততঃ খিন্নঃ পুনরেবাশ্রমং প্রতি ॥৪৯॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথে বাশিষ্ঠে বশিষ্ঠশোকো নামোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—০:—:০—

সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

গন্ধর্ব্ব উবাচ।
ততো দৃষ্ট্বাশ্রমপদং রহিতং তৈঃ সুতৈর্মুনিঃ।
নির্জগাম সুদুঃখার্ত্তঃ পুনরপ্যাশ্রমাত্ততঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। গুর্ব্বীং বিশালাম্। ন্যস্তো নিক্ষিপ্তঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৮॥
নেতি। বিপ্রো বশিষ্ঠঃ। সংশিতব্রতো দীর্ঘজীবিত্বসম্পাদকপ্রাণায়ামাদিব্রতশালী ॥৪৯॥
ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথে ঊনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—০:—:০—

তত ইতি। আশ্রমপদম্ আশ্রমরূপং স্থানম্। মুনির্বশিষ্ঠঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৪৫—৪৮॥ "কৌশিকঃ কৃত্রিমো বিপ্রো জঘ্নেঽল্পার্থে শতং মুনীন্। জাতিবিপ্রো বশিষ্ঠস্তু খেদিতোঽপি ক্ষমাপরঃ" ॥৪৯॥
ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৯॥

—০:*:০—

তখন শোকাবিষ্ট বশিষ্ঠ সমুদ্র দেখিয়া, একটা বিশাল প্রস্তর কণ্ঠদেশে বন্ধন করিয়া, জলে পতিত হইলেন; কিন্তু সমুদ্রের তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে তীরে নিক্ষেপ করিল ॥৪৮॥

ব্রতচারী বশিষ্ঠ যখন কোন প্রকারেই মরিতে পারিলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পুনরায় আশ্রমে গেলেন ॥৪৯॥

—:০:—

গন্ধর্ব্ব বলিল—বশিষ্ঠ আপন আশ্রমটীকে সমস্ত-পুত্র-বিহীন দেখিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, পুনরায় তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥১॥

* '…চতুঃসপ্তত্যধিকঃ…' '…ষট্সপ্তত্যধিকঃ…' '…দ্বিনবত্যধিকঃ…' ইতি পাঠভেদাঃ।

সোঽপশ্যৎ সরিতং পূর্ণাং প্রাবৃট্‌কালে নবাম্ভসা।
বৃক্ষান্ বহুবিধান্ পার্থ! হরন্তীং তীরজান্ বহূন্ ॥২॥
অথ চিন্তাং সমাপেদে পুনঃ কৌরবনন্দন!।
অম্ভস্যস্যা নিমজ্জেয়মিতি দুঃখসমন্বিতঃ ॥৩॥
ততঃ পাশৈস্তদাত্মানং গাঢ়ং বদ্ধা মহামুনিঃ।
তস্যা জলে মহানদ্যা নিমমজ্জ সুদুঃখিতঃ ॥৪॥
অথ ছিত্ত্বা নদী পাশাংস্তস্যারিবলসূদন!।
স্থলস্থং তমৃষিং কৃত্বা বিপাশং সমবাসৃজৎ ॥৫॥
উত্ততার ততঃ পাশৈর্বিমুক্তঃ স মহানৃষিঃ।
বিপাশেতি চ নামাস্যা নদ্যাশ্চক্রে মহানৃষিঃ ॥৬॥
শোকে বুদ্ধিং তদা চক্রে ন চৈকত্র ব্যতিষ্ঠত।
সোঽগচ্ছৎ পর্ব্বতাংশ্চৈব সরিতশ্চ সরাংসি চ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। সরিতং কাঞ্চিন্নদীম্। প্রাবৃট্‌কালে বর্ষাকালে ॥২॥
অথেতি। সমাপেদে প্রাপ বশিষ্ঠ এব ॥৩॥
তত ইতি। আত্মানম্ আত্মনো হস্তপদাদ্যঙ্গম্ ॥৪॥
অথেতি। বেগেন বিপাশং পাশবন্ধনহীনম্, তরঙ্গেণ চ স্থলস্থং কৃত্বা ॥৫॥
উত্ততারেতি। বিগতঃ পাশো যয়েতি যোগাদ্বিপাশেতি নাম ॥৬॥
শোক ইতি। একত্রানবস্থানমেব দর্শয়তি সোঽগচ্ছদিতি ॥৭॥

তিনি যাইয়া দেখিলেন—একটা নদী বর্ষাকালে নূতন জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং তীরস্থ নানাপ্রকার বহুতর বৃক্ষ হরণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে ॥২॥

অর্জ্জুন! তাহার পর, পুত্রশোকার্ত্ত বশিষ্ঠ পুনরায় চিন্তা করিলেন যে, ‘এই নদীর জলে নিমগ্ন হইব’ ॥৩॥

তদনন্তর তিনি লতাপ্রভৃতি দ্বারা দৃঢ়ভাবে হস্ত-পদাদি বন্ধন করিয়া সেই মহানদীর জলে নিমগ্ন হইলেন ॥৪॥

তাহার পর, নদীটা তাঁহার বন্ধন ছিন্ন করিয়া এবং তাঁহাকে পাশবিহীন অবস্থায় তীরে উঠাইয়া ছাড়িয়া দিল ॥৫॥

তখন বশিষ্ঠ পাশমুক্ত অবস্থায় উঠিলেন এবং সেই নদীটার নাম করিলেন—‘বিপাশা’ ॥৬॥

তখন তিনি কেবলই শোক প্রকাশ করিতে থাকিলেন ; কোন এক জায়গায় থাকিতেন না ; সর্ব্বদা নদী, পর্ব্বত ও হ্রদে বিচরণ করিতেন ॥৭॥

স দৃষ্ট্বা পুনরেবর্ষির্নদীং হৈমবতীং তদা।
চণ্ডগ্রাহবতীং ভীমাং তস্যাঃ স্রোতস্যথাপতৎ ॥৮॥
সা তমগ্নিসমং বিপ্রমনুচিন্ত্য সরিদ্বরা।
শতধা বিদ্রুতা যস্মাচ্ছতদ্রুরিতি বিশ্রুতা ॥৯॥
ততঃ স্থলগতং দৃষ্ট্বা তত্রাপ্যাত্মানমাত্মনা।
মর্ত্তুং ন শক্যামীত্যুক্ত্বা পুনরেবাশ্রমং যযৌ ॥১০॥
স গত্বা বিবিধান্ শৈলান্ দেশান্ বহুবিধাংস্তথা।
অদৃশ্যন্ত্যাখ্যয়া বধ্বাঽথাশ্রমেঽনুসৃতোঽভবৎ ॥১১॥
অথ শুশ্রাব সঙ্গত্যা বেদাধ্যয়ননিস্বনম্।
পৃষ্ঠতঃ পরিপূর্ণার্থং ষড়্‌ভিরঙ্গৈরলঙ্কৃতম্ ॥১২॥
অনুব্রজতি কো ন্বেষ মামিত্যেবাথ সোঽব্রবীৎ।
অদৃশ্যন্ত্যেবমুক্তা বৈ তং স্নুষা প্রত্যভাষত ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। হৈমবতীং হিমবতো নির্গতাম্, চণ্ডগ্রাহবতীম্ উগ্রজলজন্তুসঙ্কুলাম্ ॥৮॥

সেতি। বিদ্রুতা তরঙ্গবেগেন বশিষ্ঠমুত্তার্য্য প্রস্থিতা ॥৯॥

তত ইতি। আত্মনা স্বয়ং মর্ত্তুং ন শক্যামীত্যুক্ত্বেত্যন্বয়ঃ। দৈবাদিকোঽয়ং শকধাতুঃ ॥১০॥

স ইতি। স বশিষ্ঠঃ। বধ্বা পুত্রবধ্বা, অনুসৃতঃ অনুগতঃ ॥১১॥

অথেতি। সঙ্গত্যা স্বরাদিসংলগ্নভাবেন। পৃষ্ঠতঃ শুশ্রাবেতি সম্বন্ধঃ। পরিপূর্ণার্থম্ উচ্চারণভঙ্গ্যৈব পরিপূর্ণার্থপ্রকাশকম্। অলঙ্কৃতং ষড়ঙ্গানুসরণাদ্বিশুদ্ধম্ ॥১২॥

একদা হিমালয় হইতে নির্গত হিংস্রজলজন্তুতে পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর একটা নদী দেখিয়া বশিষ্ঠ পুনরায় তাহার স্রোতে ঝাপাইয়া পড়িলেন ॥৮॥

কিন্তু সে নদীটা বশিষ্ঠকে অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণ ভাবিয়া, তরঙ্গের বেগে তাঁহাকে তীরে তুলিয়া দিয়া, শতগুণ বেগে প্রস্থান করিল; তাহাতেই তাহার নাম হইল—'শতদ্রু' ॥৯॥

তাহার পর, বশিষ্ঠ সে ঘটনাতেও আপনাকে স্থলগত দেখিয়া, 'নিজে মরিতে পারিব না' এই কথা বলিয়া পুনরায় আশ্রমের দিকে চলিলেন ॥১০॥

তিনি নানাবিধ পর্ব্বত এবং নানাবিধ দেশ অতিক্রম করিয়া আপন আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইলে, অদৃশ্যন্তীনাম্নী পুত্রবধূ তাঁহার অনুসরণ করিলেন ॥১১॥

তাহার পর, তিনি পিছনের দিকে বেদপাঠধ্বনি শুনিতে পাইলেন; সে

(১৩)…অহমিত্যদৃশ্যন্তীমং সা স্নুষা প্রত্যভাষত।…অহং হ্যদৃশ্যন্তী নাম তং স্নুষা প্রত্যভাষত।

শক্তের্ভার্য্যা মহাভাগ! তপোযুক্তা তপস্বিনী।
অহমেকাকিনী চাপি ত্বয়া গচ্ছামি নাপরঃ ॥১৪॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

পুত্রি! কস্যৈষ সাঙ্গস্য বেদস্যাধ্যয়নস্বনঃ।
পুরা সাঙ্গস্য বেদস্য শক্তেরিব ময়া শ্রুতঃ ॥১৫॥

অদৃশ্যন্ত্যুবাচ।

অয়ং কুক্ষৌ সমুৎপন্নঃ শক্তের্গর্ভঃ সুতস্য তে।
সমা দ্বাদশ তস্যেহ বেদানভ্যসতো মুনে! ॥১৬॥

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

এবমুক্তস্তয়া হৃষ্টো বশিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠভাগৃষিঃ।
অস্তি সন্তানমিত্যুক্ত্বা মৃত্যোঃ পার্থ! ন্যবর্ত্তত ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

অম্বিতি। স বশিষ্ঠঃ। অদৃশ্যন্তী তদাখ্যা, স্নুষা পুত্রবধূঃ ॥১৩॥

শক্তেরিতি। তপোযুক্তা বৈধব্যব্রতশালিনী, অতএব তপস্বিনী দীনা ॥১৪॥

পুত্রীতি। পুরা ময়া শ্রুতঃ, শক্তেঃ সাঙ্গস্য বেদস্য অধ্যয়নস্বন ইবেতি সম্বন্ধঃ ॥১৫॥

অয়মিতি। হে মুনে! অয়ং কুক্ষৌ মমোদরে সমুৎপন্নঃ, তে তব সুতস্য শক্তের্গর্ভঃ পুত্রঃ। ইহ ইদানীম্, বেদানভ্যসতস্তস্য, দ্বাদশ সমা বৎসরা বর্ত্তন্তে ॥১৬॥

এবমিতি। শ্রেষ্ঠভাক্ মুনিষু শ্রেষ্ঠস্থানবর্ত্তী। মৃত্যোর্মরণাৎ ॥১৭॥

ধ্বনি ব্যাকরণপ্রভৃতি ষড়ঙ্গবিশুদ্ধ, সম্পূর্ণ অর্থপ্রকাশক এবং উদাত্তাদিস্বরসঙ্গত হইতেছিল ॥১২॥

তদনন্তর তিনি বলিলেন—'এ কে আমার পিছনে আসিতেছে?'। তিনি এইরূপ বলিলে, সেই অদৃশ্যন্তীনাম্নী পুত্রবধূ তাঁহাকে বলিলেন— ॥১৩॥

'মহাত্মন্! আমি বৈধব্যব্রতচারিণী ও দীনা আপনার পুত্র শক্তির ভার্য্যা; আমি একাকিনীই আপনার সহিত যাইতেছি, অন্য কেহ নহে' ॥১৪॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—'তনয়ে! আমি পূর্ব্বে শক্তির যেমন সাঙ্গ-বেদ-পাঠের ধ্বনি শুনিতাম, সেইরূপ কাহার এই সাঙ্গ-বেদ-পাঠের ধ্বনি?' ॥১৫॥

অদৃশ্যন্তী বলিলেন—'ভগবন্! আমার গর্ভে একটী পুত্র রহিয়াছে, এটী আপনার পুত্র শক্তি হইতে উৎপন্ন; বর্ত্তমান সময়ে ইহার বার বৎসর বয়স হইয়াছে; এই-ই বেদপাঠ করিতেছে' ॥১৬॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—অদৃশ্যন্তী এই কথা বলিলে, মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ অত্যন্ত আন-

(১৪)…তপোযুক্তা তপস্বিনম্। কচিদুত্তরার্দ্ধং নাস্তি। (১৫)…বেদাধ্যয়ননিস্বনঃ…।

ততঃ প্রতিনিবৃত্তঃ স তয়া বধ্বা মহানঘ ! ।
কল্মাষপাদমাসীনং দদর্শ বিজনে বনে ॥১৮॥
স তু দৃষ্ট্বৈব তং রাজা ক্রুদ্ধ উত্থায় ভারত ! ।
আবিষ্টো রক্ষসোগ্রেণ ইয়েষাত্তুং তদা মুনিম্ ॥১৯॥
অদৃশ্যন্তী তু তং দৃষ্ট্বা ক্রূরকর্ম্মাণমগ্রতঃ ।
ভয়সংবিগ্নয়া বাচা বশিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ॥২০॥
অসৌ মৃত্যুরিবোগ্রেণ দণ্ডেন ভগবন্নিতঃ ।
প্রগৃহীতেন কাষ্ঠেন রাক্ষসোঽভ্যেতি দারুণঃ ॥২১॥
তং নিবারয়িতুং শক্তো নান্যোঽস্তি ভুবি কশ্চন ।
ত্বদৃতেঽদ্য মহাভাগ ! সর্ব্ববেদবিদাং বর ! ॥২২॥
পাহি মাং ভগবন্ ! পাপাদস্মাদ্দারুণদর্শনাৎ ।
রাক্ষসোঽয়মিহাত্তুং বৈ নূনমাবাং সমীহতে ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। প্রতিনিবৃত্ত আশ্রমং প্রতি গচ্ছন্ ॥১৮॥

স ইতি। উগ্রেণ রক্ষসা রাক্ষসেনাবিষ্টঃ। অত্তুং ভক্ষয়িতুম ॥১৯॥

অদৃশ্যন্তীতি। ভয়েন সংবিগ্নয়া বিকলয়া অস্পষ্টয়েতি যাবৎ ॥২০॥

অসাবিতি। কাষ্ঠেন কাষ্ঠময়েন দণ্ডেনোপলক্ষিতঃ ॥২১॥

তমিতি। ত্বদৃতে ত্বাং বিনা ॥২২॥

ন্দিত হইলেন এবং 'বংশ রহিয়াছে' এই কথা বলিয়া মৃত্যু হইতে নিবৃত্তি পাইলেন ॥১৭॥

তাহার পর তিনি পুত্রবধূর সহিত আশ্রমের দিকে যাইতে লাগিলেন, তখন নির্জন-বন-মধ্যে কল্মাষপাদ রাজাকে উপবিষ্ট দেখিলেন ॥১৮॥

অর্জ্জুন ! ভয়ঙ্কররাক্ষসাবিষ্ট সেই রাজা বশিষ্ঠকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া, উঠিয়া, তখনই তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা করিল ॥১৯॥

তখন অদৃশ্যন্তী সেই হিংস্রস্বভাব রাজাকে সম্মুখে দেখিয়া ভয়বিকলবাক্যে বশিষ্ঠকে এই কথা বলিলেন—॥২০॥

'ভগবন্ ! সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় ঐ ভয়ঙ্কর রাক্ষস কাষ্ঠময় ভয়ঙ্কর দণ্ড উত্তোলন করিয়া এই দিকেই আসিতেছে !' ॥২১॥

হে মহাত্মন্ ! হে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! আপনি ব্যতীত জগতে অন্য কোন লোকই আজ উহাকে বারণ করিতে সমর্থ হইবে না ॥২২॥

২৩ শ্লোকাৎ পরম্ অধ্যায়সমাপ্তিঃ ক্বচিৎ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

মা ভৈঃ পুত্রি! ন ভেতব্যং রাক্ষসাত্তু কথঞ্চন।
নৈতদ্রক্ষো ভয়ং যস্মাৎ পশ্যসি ত্বমুপস্থিতম্ ॥২৪॥
রাজা কল্মাষপাদোঽয়ং বীর্য্যবান্ প্রথিতো ভুবি।
স এষোঽস্মিন্ বনোদ্দেশে নিবসত্যতিভীষণঃ ॥২৫॥

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
বারয়ামাস তেজস্বী হুঙ্কারেণৈব ভারত! ॥২৬॥
মন্ত্রপূতেন চ পুনঃ স তমভ্যুক্ষ্য বারিণা।
মোক্ষয়ামাস বৈ শাপাত্তস্মাদ্‌ঘোরান্নরাধিপম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

পাহীতি। পাপাৎ পাপিষ্ঠাৎ, অস্মাৎ রাক্ষসাৎ। অত্তুং ভক্ষয়িতুম্ ॥২৩॥
মেতি। এতৎ রক্ষো রাক্ষসো ন ॥২৪॥
রাজেতি। বীর্য্যবান্ প্রথিতো বীর্য্যবত্তয়া প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥২৫॥
তমিতি। আপতন্তম্ আগচ্ছন্তম্ ॥২৬॥
মন্ত্রেতি। শাপাৎ শাপনিবন্ধনরাক্ষসভাবাৎ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

ততো দৃষ্ট্বেতি ॥১—১০॥ বধ্বা স্নুষয়া ॥১১—২৩॥ মা ভৈঃ মা ভৈষীঃ, গাতিস্থেতি সূত্রেভ্য ইতি বিভেতেরপি গ্রহণপক্ষে সিচো লুক্ ॥২৪—২৬॥ তস্মাদ্ যোগাৎ, অভ্যুক্ষণাদ্ যোগজ-

---

ভগবন্! আপনি এই ভয়ঙ্করাকৃতি পাপিষ্ঠ রাক্ষস হইতে আমাকে রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই এই রাক্ষস এখনই আমাদিগকে ভক্ষণ করিবার চেষ্টা করিবে' ॥২৩॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—'পুত্রি! ভয় করিও না, এ রাক্ষস হইতে কোন প্রকারেই ভয়ের সম্ভাবনা নাই। কারণ, এ রাক্ষস নহে, যাহা হইতে ভয় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া তুমি মনে করিতেছ ॥২৪॥

ইনি জগতে বলবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ কল্মাষপাদ রাজা; তিনিই এই ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিয়া এই বনে বাস করিতেছেন' ॥২৫॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—ভগবান্ বশিষ্ঠমুনি সেই রাক্ষসকে আসিতে দেখিয়া হুঙ্কার দ্বারাই বারণ করিলেন ॥২৬॥

এবং তিনি মন্ত্রপূত জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া সেই রাজাকে সেই ভয়ঙ্কর শাপ হইতে মুক্ত করিলেন ॥২৭॥

স হি দ্বাদশ বর্ষাণি বাশিষ্ঠস্যৈব তেজসা।
গ্রস্ত আসীদ্‌গ্রহেণেব পর্ব্বকালে দিবাকরঃ ॥২৮॥
রক্ষসা বিপ্রমুক্তোঽথ স নৃপস্তদ্বনং মহৎ।
তেজসা রঞ্জয়ামাস সন্ধ্যাভ্রমিব ভাস্করঃ ॥২৯॥
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞামভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
উবাচ নৃপতিঃ কালে বশিষ্ঠমৃষিসত্তমম্ ॥৩০॥
সৌদাসোঽহং মহাভাগ! যাজ্যস্তে মুনিসত্তম!।
অস্মিন্ কালে যদিষ্টন্তে ব্রূহি তৎ করবাণি কিম্ ॥৩১॥
বশিষ্ঠ উবাচ।
বৃত্তমেতদ্‌যথাকালং গচ্ছ রাজ্যং প্রশাধি বৈ।
ব্রাহ্মণাংস্তু মনুষ্যেন্দ্র! মাবমংস্থাঃ কদাচন ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বাশিষ্ঠস্য শক্তেঃ। গ্রহেণ রাহুণা। পর্ব্বকালে অমাবস্যায়াম্ ॥২৮॥
রক্ষসেতি। বিপ্রমুক্তস্ত্যক্তঃ। সন্ধ্যাভ্রং সন্ধ্যাকালীনং মেঘম্ ॥২৯॥
প্রতীতি। সংজ্ঞাং পূর্ব্বচৈতন্যম্ ॥৩০॥
সৌদাস ইতি। কল্মাষপাদস্যৈব সৌদাস ইতি নামান্তরম্ ॥৩১॥
বৃত্তমিতি। বৃত্তং জাতম্, এতত্তব রাক্ষসত্বম্। ততো ন দুঃখং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥৩২॥

ভারতভাবদীপঃ

সামর্থ্যাৎ ॥২৭॥ প্রাগেবৈতৎ কুতো ন কৃতমিত্যত আহ—স হীতি। বশিষ্ঠস্য শক্তিরূপস্য

অমাবস্যার দিন সূর্য্য যেমন রাহু দ্বারা আক্রান্ত হন, সেইরূপ কল্মাষপাদ রাজা বশিষ্ঠপুত্র শক্তিরই অভিসম্পাতে বার বৎসরপর্য্যন্ত আক্রান্ত ছিলেন ॥২৮॥

রাক্ষস ছাড়িয়া গেলে, সূর্য্য যেমন আপন তেজে সন্ধ্যাকালীন মেঘকে রঞ্জিত করেন, রাজাও তেমন আপন কান্তিতে সেই বিশাল বনটাকে রঞ্জিত করিলেন ॥২৯॥

তাহার পর, রাজা পূর্ব্ব চৈতন্য লাভ করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বলিলেন—॥৩০॥

'মহাত্মন্! আমি সৌদাস, আপনার যজমান। এখন আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহা বলুন, আমি কি করিব' ॥৩১॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—'তোমার এই অবস্থা যথাসময়ে ঘটিয়াছিল। এখন যাও, রাজ্য শাসন কর; কিন্তু রাজা! কখনও ব্রাহ্মণের অপমান করিও না' ॥৩২॥

(৩১)…ব্রূহি কিং করবাণি তে।

রাজোবাচ।

নাবমংস্যে মহাভাগ! কদাচিদ্‌ব্রাহ্মণর্ষভান্।
ত্বন্নিদেশে স্থিতঃ সম্যক্ পূজয়িষ্যাম্যহং দ্বিজান্ ॥৩৩॥
ইক্ষ্বাকূণাঞ্চ যেনাহম্ অনৃণঃ স্যাং দ্বিজোত্তম!।
তত্ত্বত্তঃ প্রাপ্তুমিচ্ছামি সর্ব্ববেদবিদাং বর! ॥৩৪॥
অপত্যমীপ্সিতং মহ্যং দাতুমর্হসি সত্তম!।
শীলরূপগুণোপেতমিক্ষ্বাকুকুলবৃদ্ধয়ে ॥৩৫॥

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

দদানীত্যেব তং তত্র রাজানং প্রত্যুবাচ হ।
বশিষ্ঠঃ পরমেষ্বাসং সত্যসন্ধো দ্বিজোত্তমঃ ॥৩৬॥
ততঃ প্রতিযযৌ কালে বশিষ্ঠঃ সহ তেন বৈ।
খ্যাতাং পুরীমিমাং লোকেষ্বযোধ্যাং মনুজেশ্বর! ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। ত্বন্নিদেশে তবাদেশস্যৈবাধীনতায়াম্ ॥৩৩॥
ইক্ষ্বাকূণামিতি। অনৃণঃ স্যাং পুত্রলাভেনেত্যাশয়ঃ। ত্বত্তস্তব সকাশাৎ ॥৩৪॥
তচ্চ কিমিত্যাহ অপত্যমিতি। অপত্যং পুত্রম্ ॥৩৫॥
দদানীতি। পরমেষ্বাসং মহাধানুষ্কম্। সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ ॥৩৬॥
তত ইতি। তেন রাজ্ঞা। হে মনুজেশ্বর! মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! ইত্যর্জ্জুনসম্বোধনম্ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৮—৩১॥ বৃত্তং নিষ্পন্নম্, এতৎ যৎ ত্বয়া কর্ত্তব্যমস্মদিষ্টম্, বিরুদ্ধলক্ষণয়া ইয়মুক্তিঃ। ত্বয়ৈব

রাজা বলিলেন—'মহাত্মন্! আমি আর কখনও ব্রাহ্মণের অপমান করিব না; বরং আপনার আদেশের অধীন থাকিয়া ব্রাহ্মণগণের সম্মানই করিব ॥৩৩॥

হে ব্রাহ্মণোত্তম! হে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ! আমি যাহা দ্বারা ইক্ষ্বাকুবংশীয় পূর্ব্বপুরুষগণের ঋণমুক্ত হইতে পারি, তাহা আপনার নিকট লাভ করিবার ইচ্ছা করি ॥৩৪॥

ইক্ষ্বাকুবংশের বৃদ্ধির জন্য রূপ, গুণ ও সৎস্বভাবযুক্ত একটী পুত্র আমাকে দান করুন ॥৩৫॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধর রাজাকে কহিলেন—'তোমাকে পুত্র দান করিব' ॥৩৬॥

অর্জ্জুন! তাহার পর বশিষ্ঠ সেই রাজার সহিত যথাসময়ে জগদ্বিখ্যাত অযোধ্যানগরীতে গমন করিলেন ॥৩৭॥

তং প্রজাঃ প্রতিমোদন্ত্যঃ সর্বাঃ প্রত্যুদ্গতাস্তদা ।
অপাপ্মানং মহাত্মানং দিবৌকস ইবেশ্বরম্ ॥৩৮॥
সুচিরায় মনুষ্যেন্দ্রো নগরীং পুণ্যলক্ষণাম্ ।
বিবেশ সহিতস্তেন বশিষ্ঠেন মহর্ষিণা ॥৩৯॥
দদৃশুস্তং মহীপালমযোধ্যাবাসিনো জনাঃ ।
পুরোহিতেন সহিতং দিবাকরমিবোদিতম্ ॥৪০॥
স চ তাং পূরয়ামাস লক্ষ্ম্যা লক্ষ্মীবতাং বরঃ ।
অযোধ্যাং ব্যোম শীতাংশুঃ শরৎকাল ইবোদিতঃ ॥৪১॥
সংসিক্তমৃষ্টপন্থানং পতাকাধ্বজশোভিতম্ ।
মনঃ প্রহ্লাদয়ামাস তস্য তৎ পুরমুত্তমম্ ॥৪২॥
তুষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা সা পুরী কুরুনন্দন ! ।
অশোভত তদা তেন শক্রেণেবামরাবতী ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। প্রতিমোদন্ত্যো রাজ্ঞো দর্শনাদেবানন্দন্ত্যঃ। ঈশ্বরং দেবরাজম্ ॥৩৮॥

সুচিরায়েতি। মনুষ্যেন্দ্রঃ কল্মাষপাদঃ। নগরীমযোধ্যাম্ ॥৩৯॥

দদৃশুরিতি। পুরোহিতেন বশিষ্ঠেন ॥৪০॥

স ইতি। লক্ষ্ম্যা কান্ত্যা। লক্ষ্মীবতাং কান্তিমতাম্। মোপধত্বাদ্বস্তুপ্রত্যয়ঃ। ব্যোম আকাশমিব। শীতাংশুশ্চন্দ্রঃ ॥৪১॥

সংসিক্তেতি। আদৌ সংসিক্তাঃ পরঞ্চ মৃষ্টাঃ পন্থানো যত্র তৎ। আর্ষমিদং পদম্ ॥৪২॥

তখন দেবতারা যেমন দেবরাজের প্রত্যুদ্গমন করেন, তেমন সমস্ত প্রজা আনন্দিত হইয়া সেই নিষ্পাপ ও মহাত্মা রাজার প্রত্যুদ্গমন করিল ॥৩৮॥

তদনন্তর, বহুকাল পরে রাজা মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া পুণ্য-লক্ষণা অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥৩৯॥

তখন অযোধ্যাবাসী লোকেরা উদিত সূর্য্যের ন্যায় বশিষ্ঠের সহিত রাজাকে দেখিতে লাগিল ॥৪০॥

শরৎকালোদিত চন্দ্র যেমন আপন কান্তি দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ করেন, সুন্দরশ্রেষ্ঠ রাজাও তেমন আপন কান্তি দ্বারা অযোধ্যানগরী পরিপূর্ণ করিলেন ॥৪১॥

ভৃত্যেরা অযোধ্যার পথগুলিকে পূর্ব্বেই প্রক্ষালিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল এবং ধ্বজপতাকা দ্বারা শোভিত করিয়াছিল ; সুতরাং সে পুরী রাজার মন আনন্দিত করিল ॥৪২॥

ততঃ প্রবিষ্টে রাজর্ষৌ তস্মিংস্তৎ পুরমুত্তমম্।
রাজ্ঞস্তস্যাজ্ঞয়া দেবী বশিষ্ঠমুপচক্রমে ॥৪৪॥
মহর্ষিঃ সংবিদং কৃত্বা সম্বভূব তয়া সহ।
দেব্যা দিব্যেন বিধিনা বশিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠভাগৃষিঃ ॥৪৫॥
ততস্তস্যাং সমুৎপন্নে গর্ভে স মুনিসত্তমঃ।
রাজ্ঞাভিবাদিতস্তেন জগাম পুনরাশ্রমম্ ॥৪৬॥
দীর্ঘকালেন সা গর্ভং সুষুবে ন তু তং যদা।
তদা দেব্যশ্মনা কুক্ষিং নির্বিভেদ যশস্বিনী ॥৪৭॥
তদা দ্বাদশমে বর্ষে স জজ্ঞে পুরুষর্ষভঃ।
অশ্মকো নাম রাজর্ষিঃ পৌদন্যং যো ন্যবেশয়ৎ ॥৪৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথে বাশিষ্ঠে সৌদাসসুতোৎপত্তির্নাম সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তুষ্টেতি। সা অযোধ্যা। তেন রাজ্ঞা। শক্রেণ ইন্দ্রেণ ॥৪৩॥

তত ইতি। দেবী কল্মাষপাদমহিষী। উপচক্রমে পুত্রজননায়োপগতা বভূব ॥৪৪॥

মহর্ষিরিতি। সংবিদং কৃত্বা 'অস্যাং যঃ পুত্ত্রোঃ জায়েত স রাজ্ঞ এব ভবেৎ' ইত্যেবং প্রতিজ্ঞাং বিধায়। "সংবিদাগূঃ প্রতিজ্ঞানম্" ইত্যমরঃ। সম্বভূব রমণায় মিলিত ইতি শেষঃ। দিব্যেন অলৌকিকেন অকামুকভাবেনেত্যর্থঃ ॥৪৫॥

তত ইতি। তস্যাং মহিষ্যাম্। স বশিষ্ঠঃ ॥৪৬॥

দীর্ঘেতি। দেবী মহিষী, অশ্মনা সুধারেণ প্রস্তরেণ ॥৪৭॥

ভারতভাবদীপঃ

রক্ষোঽভিভূতেন মম পুত্রশতং ভক্ষিতমিতি ভাবঃ ॥৩২—৪১॥ পদ্মানমিত্যার্ষং পুংস্ত্বম্

অর্জ্জুন! হৃষ্ট পুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ সেই অযোধ্যানগরী, ইন্দ্র দ্বারা অমরাবতীর ন্যায় তখন রাজা দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৩॥

রাজর্ষি কল্মাষপাদ মনোহর অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলে, তাঁহারই আদেশ অনুসারে তাঁহার মহিষী আসিয়া বশিষ্ঠের সহিত মিলিত হইলেন ॥৪৪॥

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠও শপথ করিয়া অকামুকভাবে সেই মহিষীর সহিত রমণ করিলেন ॥৪৫॥

তাহার পর, মহিষীর গর্ভ উৎপন্ন হইলে, রাজা বশিষ্ঠকে অভিবাদন করিলেন; পরে বশিষ্ঠ পুনরায় আশ্রমে চলিয়া গেলেন ॥৪৬॥

(৪৮) ততোঽপি দ্বাদশে বর্ষে…। * '…পঞ্চসপ্তত্যধিকঃ…' '…সপ্তসপ্তত্যধিকঃ…' '…অষ্টসপ্তত্যধিকঃ…' '…ত্রিনবত্যধিকঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

—— —:*:— ——

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

আশ্রমস্থা ততঃ পুত্রমদৃশ্যন্তী ব্যজায়ত।
শক্তেঃ কুলকরং রাজন্! দ্বিতীয়মিব শক্তিণম্ ॥১॥
জাতকর্ম্মাদিকাস্তস্য ক্রিয়াঃ স মুনিসত্তমঃ।
পৌত্রস্য ভরতশ্রেষ্ঠ! চকার ভগবান্ স্বয়ম্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তদেতি। দ্বাদশ মা মানং সংখ্যা যস্য তস্মিন্। পৌদন্যং নাম নগরম্ ॥৪৮॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ররথে সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:*:——

আশ্রমেতি। অদৃশ্যন্তী তদাখ্যা সা বশিষ্ঠপুত্রবধূঃ, ব্যজায়ত অজনয়ৎ। সকর্ম্মকত্ব-মার্ষম্। অস্মাদেব প্রমাণাৎ শক্তিশব্দ ইকারান্তো নকারান্তশ্চ মন্তব্যঃ ॥১॥

জাতেতি। ক্রিয়াঃ সংস্কারকর্ম্মাণি। স বশিষ্ঠঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৪২—৪৪॥ সংবিদমৈকমত্যম্, সম্বভূব মিথুনীবভূব, দিব্যেন স্বর্গ্যেণ অলৌল্যেন ইত্যর্থঃ ॥৪৫—৪৭॥ পৌদন্যং পুরম্, "বৌদন্যম্" ইতি তু পঠিতুং যুক্তম্, আদিবিকারো বা। বোদনং নিশামনং তদর্হম্, বোদনমিতি ভাষায়াং প্রসিদ্ধম্ ॥৪৮॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭০॥

——০:*:০——

এদিকে সেই মহিষী যখন দীর্ঘকালেও সে গর্ভ প্রসব করিতে পারিলেন না, তখন তিনি একখানি সুধার পাষাণ দ্বারা উদর বিদীর্ণ করিলেন ॥৪৭॥

তখন বার বৎসরের সময়ে সেই গর্ভ নির্গত হইল, যে পুরুষশ্রেষ্ঠ পরবর্ত্তী কালে 'অশ্মক'—নামে রাজর্ষি হইয়া পৌদন্যনামক রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন ॥৪৮॥

——:০০:——

গন্ধর্ব্ব বলিল—অর্জ্জুন! এদিকে বশিষ্ঠের পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তীদেবী সেই আশ্রমে থাকিয়া শক্তির বংশকর দ্বিতীয় শক্তির ন্যায় একটি পুত্র প্রসব করিলেন ॥১॥

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ নিজেই সেই পৌত্রটীর জাতকর্ম্মপ্রভৃতি সমস্ত সংস্কারকার্য্য করিলেন ॥২॥

পরাসুঃ স্থাপিতস্তেন বশিষ্ঠঃ স যতো মুনিঃ।
গর্ভস্থেন ততো লোকে পরাশর ইতি স্মৃতঃ ॥৩॥
অমন্যত স ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠং পিতরং মুনিম্।
জন্মপ্রভৃতি তস্মিংস্তু পিতরীবান্ববর্ত্তত ॥৪॥
স তাত ইতি বিপ্রর্ষিং বশিষ্ঠং প্রত্যভাষত।
মাতুঃ সমক্ষং কৌন্তেয়! অদৃশ্যন্ত্যাঃ পরন্তপ! ॥৫॥
তাতেতি পরিপূর্ণার্থং তস্য তন্মধুরং বচঃ।
অদৃশ্যন্ত্যশ্রুপূর্ণাক্ষী শৃণ্বতী তমুবাচ হ ॥৬॥
মা তাত তাত তাতেতি ব্রূহ্যেনং পিতরং পিতুঃ।
রক্ষসা ভক্ষিতস্তাত! তব তাতো বনান্তরে ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

পরেতি। তেন গর্ভস্থেন শক্ত্রিপুত্রেণ, যতো হেতোঃ, পরাসুর্বংশলোপাশঙ্কয়া নিষ্প্রাণ ইব, স বশিষ্ঠো মুনিঃ, স্থাপিত আত্মনা সবংশো রক্ষিতঃ; ততো হেতোঃ, স শক্ত্রিপুত্রঃ, পরাশর ইতি নাম্না লোকে স্মৃতঃ। তথা চ পরাসুং পিতামহবশিষ্ঠস্য পরাসুভাবং শৃণাতি হিনস্তীতি পরাশরঃ, পৃষোদরাদিত্বান্মধ্যবর্ত্তিসুশব্দলোপঃ, শৃণাতেশ্চ পচাদিত্বাদচ্ ॥৩॥

অমন্যতেতি। স পরাশরঃ। অন্ববর্ত্তত পিতৃসম্বোধনাদিনা ॥৪॥

স ইতি। স পরাশরঃ। অদৃশ্যন্ত্যাস্তদাখ্যায়া মাতুঃ ॥৫॥

তাতেতি। পরিপূর্ণার্থং সঙ্গতার্থম্, স্বদ্বারা তেনৈব বংশতননাদিতি ভাবঃ ॥৬॥

মেতি। পিতুঃ পিতরং পিতামহং বশিষ্ঠম্। হে তাত! বৎস! ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

আশ্রমস্থেতি ॥১—২॥ পরাসুরিতি পরাসোরাশাসনমবস্থানং যেন স পরাশরঃ, পরা

সেই শক্ত্রির পুত্রটি বংশরক্ষা করিয়া যে হেতু মৃতপ্রায় বশিষ্ঠকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, সেই হেতু জগতে তাঁহার নাম হইয়াছিল—‘পরাশর’ ॥৩॥

পরাশর বশিষ্ঠকেই পিতা বলিয়া মনে করিতেন এবং জন্মাবধি পিতার নিকট যেমন ভাবে চলিতে হয়, বশিষ্ঠের নিকট তেমন ভাবেই চলিতেন ॥৪॥

এবং তিনি মাতা অদৃশ্যন্তীদেবীর সমক্ষেই বশিষ্ঠকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন ॥৫॥

একদিন বশিষ্ঠের প্রতি সেই পরাশরের ‘তাত!’ এইরূপ যোগার্থযুক্ত মধুর বাক্য শুনিয়া অদৃশ্যন্তীদেবী অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে বলিলেন— ॥৬॥

‘বৎস! তুমি তোমার এই পিতামহকে ‘তাত! তাত!’ বলিয়া সম্বোধন করিও না; এক রাক্ষস বনের ভিতরে তোমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে ॥৭॥

(৩) পরাসুশ্চ যতস্তেন···। (৫)···বিপ্রর্ষির্বশিষ্ঠম্···।

মন্যসে যং তু তাতেতি নৈষ তাতস্তবানঘ ।
আর্য্য এষ পিতা তস্য পিতুস্তব যশস্বিনঃ ॥৮॥
স এবমুক্তো দুঃখার্ত্তঃ সত্যবাগৃষিসত্তমঃ ।
সর্ব্বলোকবিনাশায় মতিং চক্রে মহামনাঃ ॥৯॥
তং তথা নিশ্চিতাত্মানং স মহাত্মা মহাতপাঃ ।
ঋষির্ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো মৈত্রাবরুণিরগ্রধীঃ ।
বশিষ্ঠো বারয়ামাস হেতুনা যেন তচ্ছৃণু ॥১০॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

কৃতবীর্য্য ইতি খ্যাতো বভূব পৃথিবীপতিঃ ।
যাজ্যো বেদবিদাং লোকে ভৃগূণাং পার্থিবর্ষভঃ ॥১১॥
স তানগ্রভুজস্তাত ! ধান্যেন চ ধনেন চ ।
সোমান্তে তর্পয়ামাস বিপুলেন বিশাংপতিঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

মন্যস ইতি। আর্য্যঃ শ্বশুরত্বান্মম মান্যঃ ॥৮॥

স ইতি। স পরাশরঃ। সর্ব্বেষাং লোকানাং রাক্ষসানাং বিনাশায় ॥৯॥

তমিতি। নিশ্চিতাত্মানং সর্ব্বরাক্ষসবিনাশায় নির্দ্ধারিতচিত্তম্। মৈত্রাবরুণির্মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্রঃ, অগ্রা শ্রেষ্ঠা ধীর্বুদ্ধির্যস্য সঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥

কৃতেতি। ভৃগূণাং তদ্বংশীয়ানাম্ ॥১১॥

স ইতি। স কৃতবীর্য্যঃ। অগ্রভুজঃ পুরোহিতত্বাদগ্রে ভোক্তৄন্। সোমস্য যাগস্যান্তে ॥১২॥

বৎস ! তুমি যাঁহাকে পিতা বলিয়া মনে করিয়াছ, তিনি তোমার পিতা নহেন। এই মাননীয় ব্যক্তি তোমার পিতার পিতা' ॥৮॥

মাতা এইরূপ বলিলে, সত্যবাদী ঋষিশ্রেষ্ঠ পরাশর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সমস্ত রাক্ষস বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৯॥

তিনি সেইরূপ স্থির করিলে, মিত্রাবরুণনন্দন, বুদ্ধিমান্, বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ এবং প্রধান তপস্বী বশিষ্ঠ যে ভাবে তাঁহাকে বারণ করিয়াছিলেন, তাহা শোন ॥১০॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—বেদজ্ঞ ভৃগুবংশের যজমান কৃতবীর্য্যনামে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন ॥১১॥

সেই কৃতবীর্য্য রাজা নিজের সোমযাগ সমাপ্ত হইলে, দক্ষিণাস্বরূপ প্রচুর ধন-ধান্য দ্বারা সেই ভৃগুবংশীয়দিগকে সন্তুষ্ট করিতেন ॥১২॥

(১০)···মৈত্রাবরুণিরন্ত্যধীঃ। (১২)···বিপুলেন বিশাংপতে!।

তস্মিন্ নৃপতিশার্দ্দূলে স্বর্যাতেঽথ কথঞ্চন।
বভূব তৎকুলেয়ানাং দ্রব্যকার্য্যমুপস্থিতম্ ॥১৩॥
ভৃগূণাস্তু ধনং জ্ঞাত্বা রাজানঃ সর্ব্ব এব তে।
যাচিষ্ণবোঽভিজগ্মুস্তাংস্ততো ভার্গবসত্তমান্ ॥১৪॥
ভূমৌ তু নিদধুঃ কেচিদ্ভৃগবো ধনমক্ষয়ম্।
দদুঃ কেচিদ্দ্বিজাতিভ্যো জ্ঞাত্বা ক্ষত্রিয়তো ভয়ম্ ॥১৫॥
ভৃগবস্তু দদুঃ কেচিত্তেষাং বিত্তং যথেপ্সিতম্।
ক্ষত্রিয়াণাং তদা তাত! কারণান্তরদর্শনাৎ ॥১৬॥
ততো মহীতলং তাত! ক্ষত্রিয়েণ যদৃচ্ছয়া।
খনতাধিগতং বিত্তং কেনচিদ্ভৃগুবেশ্মনি ॥১৭॥
তদ্বিত্তং দদৃশুঃ সর্বে সমেতাঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
অবমন্য ততঃ ক্রোধাদ্ভৃগূংস্তান্ শরণাগতান্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্নিতি। তৎকুলেয়ানাং তৎকুলজাতানাম্। দ্রব্যকার্য্যং ধনসাধ্যং কর্ম্ম ॥১৩॥
ভৃগূণামিতি। ধনং ধনাস্তিত্বম্। যাচিষ্ণব ইত্যার্ষত্বাদিষ্ণুচ্ ॥১৪॥
ভূমাবিতি। ভূমৌ ভূম্যভ্যন্তরে। অক্ষয়ং কর্ত্তুমিতি শেষঃ ॥১৫॥
ভৃগব ইতি। কারণান্তরদর্শনাৎ ক্ষত্রিয়ৈর্ব্বলপ্রয়োগেণ গ্রহণানুমানাৎ ॥১৬॥
তত ইতি। অধিগতং প্রাপ্তম্, বিত্তং ধনম্। কস্যচিদ্ভৃগোর্ব্বেশ্মনি ॥১৭॥
তদিতি। অবমন্য স্থিতেঽপি ধনে তদ্গোপনাদবজ্ঞায় ॥১৮॥

তাহার পর, কৃতবীর্য্য পরলোক গমন করিলে, একদা তাঁহার বংশধরদিগের ধনের প্রয়োজন উপস্থিত হইল ॥১৩॥

তাই তাঁহারা সকলেই ভৃগুবংশীয়দিগের ধন আছে জানিয়া তাহা প্রার্থনা করিবার জন্য সেই ভৃগুবংশীয়গণের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১৪॥

কতকগুলি ভৃগুবংশীয় ধনকে অক্ষয় করিবার জন্য তাহা মাটীর ভিতরে রাখিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ ক্ষত্রিয়দের ভয়ে ব্রাহ্মণদিগকে দিয়া ফেলিয়াছিলেন ॥১৫॥

এবং না দিলে ক্ষত্রিয়েরা বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে ইহা ভাবিয়া অনেকে তখনই সেই ক্ষত্রিয়গণকে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে ধন সমর্পণ করিলেন ॥১৬॥

বৎস! তাহার পর কোন ক্ষত্রিয় কোন ভার্গবের ঘরের মাটী খুঁড়িতে থাকিয়া, ঈশ্বরের ইচ্ছায় ধন পাইলেন ॥১৭॥

তৎপরে সকল ক্ষত্রিয়ই আসিয়া, ক্রোধবশতঃ সেই শরণাগত ভার্গবদিগকে অবজ্ঞা করিয়া সেই ধন দেখিতে লাগিলেন ॥১৮॥

নিজঘ্নুঃ পরমেষ্বাসাঃ সর্ব্বাংস্তান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
আগর্ভাদবকৃন্তন্তশ্চেরুঃ সর্বাং বসুন্ধরাম্ ॥১৯॥
তত উচ্ছিদ্যমানেষু ভৃগুষ্বেবং ভয়াত্তদা।
ভৃগুপত্ন্যো গিরিং দুর্গং হিমবন্তং প্রপেদিরে ॥২০॥
তাসামন্যতমা গর্ভং ভয়াদ্দধ্রে মহৌজসম্।
ঊরুণৈকেন বামোরূর্ভর্ত্তুঃ কুলবিবৃদ্ধয়ে ॥২১॥
তং গর্ভমুপলভ্যাশু ব্রাহ্মণ্যেকা ভয়ার্দ্দিতা।
গত্বা বৈ কথয়ামাস ক্ষত্রিয়াণামুপহ্বরে ॥২২॥
ততস্তে ক্ষত্রিয়া জগ্মুস্তং গর্ভং হন্তুমুদ্যতাঃ।
দদৃশুর্ব্রাহ্মণীং তেঽথ দীপ্যমানাং স্বতেজসা ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

নিজঘ্নুরিতি। পরমেষ্বাসা মহাধানুষ্কাঃ ক্ষত্রিয়াঃ। আগর্ভাদ্গর্ভমারভ্য ॥১৯॥
তত ইতি। দুর্গং দুর্গমম্। প্রপেদিরে প্রাপ্তাঃ ॥২০॥
তাসামিতি। বামোরূঃ সুন্দরোরুদ্বয়া। একেন ঊরুণা দধ্রে উদরাদানীয় ধৃতবতী ॥২১॥
তমিতি। উপলভ্য জ্ঞাত্বা। উপহ্বরে নির্জনে ॥২২॥
তত ইতি। অথ গমনানন্তরম্। তে ক্ষত্রিয়াঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

আঙ্পূর্ব্বাৎ শাসের্ডরন্ প্রত্যয়ঃ কল্প্যঃ ॥৩—৯॥ মৈত্রাবরুণির্মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্রঃ, অস্ত্যধীঃ অস্তে সিদ্ধান্তে সাধ্বী অন্ত্যা ধীঃ যস্য সোঽন্ত্যধীঃ ॥১০—২১॥ তদ্গর্ভং তস্যা গর্ভমুপলভ্য ব্রাহ্মণী যা কাচিৎ ভয়ার্দ্দিতা জ্ঞাতস্যাপি গর্ভস্য কিমিতি গোপনং কৃতমিতি হেতোর্ভীতা

তদনন্তর মহাধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়গণ নিশিত বাণ দ্বারা সেই সকল ভার্গবকে বধ করিলেন এবং গর্ভপর্য্যন্ত নষ্ট করিতে থাকিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

এই ভাবে ভৃগুবংশ উৎসন্নপ্রায় হইলে, তাঁহাদের পত্নীরা ভয়বশতঃ সেই সময়েই দুর্গম হিমালয়পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয় লইলেন ॥২০॥

তাঁহাদের মধ্যে কোন ভৃগুপত্নী ভর্ত্তার বংশরক্ষা করিবার জন্য ক্ষত্রিয়ের ভয়ে এক খানি উরু দ্বারা গর্ভটীকে ধারণ করিলেন ॥২১॥

তখন কোন ব্রাহ্মণী সেই গর্ভের বিষয় জানিয়া, ভয়বশতঃ সত্বর যাইয়া, নির্জনে ক্ষত্রিয়দের নিকট সেই বৃত্তান্ত বলিয়া দিলেন ॥২২॥

তাহার পর, সেই ক্ষত্রিয়েরা সেই গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হইয়া উপ-

(২২)…ব্রাহ্মণী যা ভয়ার্দ্দিতা। গত্বৈকা কথয়ামাস…।

অথ গর্ভঃ স ভিত্ত্বোরুং ব্রাহ্মণ্যা নির্জগাম হ।
মুষ্ণন্ দৃষ্টীঃ ক্ষত্রিয়াণাং মধ্যাহ্ন ইব ভাস্করঃ।
ততশ্চক্ষুর্বিহীনাস্তে গিরিদুর্গেষু বভ্রমুঃ ॥২৪॥
ততস্তে মোঘসঙ্কল্পা ভয়ার্ত্তাঃ ক্ষত্রিয়াঃ পুনঃ।
ব্রাহ্মণীং শরণং জগ্মুর্দৃষ্ট্যর্থং তামনিন্দিতাম্ ॥২৫॥
ঊচুশ্চৈনাং মহাভাগাং ক্ষত্রিয়াস্তে বিচেতসঃ।
জ্যোতিঃপ্রহীণা দুঃখার্ত্তাঃ শান্তার্চ্চিষ ইবাগ্নয়ঃ ॥২৬॥
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন গচ্ছেৎ ক্ষত্রমনাময়ম্।
উপারম্য চ গচ্ছেম সহিতাঃ পাপকর্ম্মণঃ ॥২৭॥
সপুত্রা ত্বং প্রসাদং নঃ কর্ত্তুমর্হসি শোভনে!।
পুনর্দৃষ্টিপ্রদানেন রাজ্ঞঃ সন্ত্রাতুমর্হসি ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথে ঔর্ব্বে একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অথেতি। মুষ্ণন্ হরন্ নাশয়ন্নিত্যর্থঃ। দৃষ্টীশ্চক্ষংষি। "দৃগ্ দৃষ্টিঃ" ইত্যমরঃ। পূর্ব্বজন্মার্জিতঃ পৈতৃকো বাঽয়ং তপঃপ্রভাবো গর্ভস্য। অয়মপি ষট্ পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৪॥

তত ইতি। মোঘসঙ্কল্পা হননাশক্ত্যাদ্ব্যর্থাভিলাষাঃ। দৃষ্ট্যর্থং চক্ষুর্লাভার্থম্ ॥২৫॥

ঊচুরিতি। জ্যোতিঃপ্রহীণা নয়নতেজঃশূন্যাঃ। শান্তার্চ্চিষো নিবৃত্তশিখাঃ ॥২৬॥

ভগবত্যা ইতি। অনাময়ং নীরোগং সৎ। পাপকর্ম্মণঃ সকাশাৎ উপারম্য নিবৃত্য ॥২৭॥

স্থিত হইলেন; পরে তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণীকে আপন তেজে জাজ্বল্যমানা দেখিলেন ॥২৩॥

তদনন্তর, সেই গর্ভ ব্রাহ্মণীর ঊরুদেশ ভেদ করিয়া, মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় সেই ক্ষত্রিয়দিগের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করতঃ নির্গত হইল। তৎপরে সেই ক্ষত্রিয়েরা অন্ধ হইয়া সেই পর্ব্বতেই কিছুকাল ভ্রমণ করিলেন ॥২৪॥

পরে, তাঁহারা ব্যর্থসঙ্কল্প ও ভয়ার্ত্ত হইয়া, পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিবার জন্য সেই প্রশংসনীয় ব্রাহ্মণীরই শরণাপন্ন হইলেন ॥২৫॥

এবং নির্ব্বাপিতপ্রায় অগ্নির ন্যায় নয়নতেজোবিহীন সেই ক্ষত্রিয়েরা আকুলচিত্ত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—॥২৬॥

(২৫) ততস্তে মোহমাপন্না রাজানো নষ্টদৃষ্টয়ঃ···। (২৭)···গচ্ছেৎ ক্ষত্রং সচক্ষুষম্···।

* '···ষট্সপ্তত্যধিকঃ···' '···অষ্টসপ্তত্যধিকঃ···' '··ঊনাশীত্যধিকঃ···' '···চতুর্নবত্যধিকঃ···' ইতি পাঠান্তরাণি।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

নাহং গৃহ্ণামি বস্তাতাঃ! দৃষ্টীর্নাস্মি রুষান্বিতা।
অয়ন্তু ভার্গবো নূনমূরুজঃ কুপিতোঽদ্য বঃ ॥১॥
তেন চক্ষূংষি বস্তাতাঃ! ব্যক্তং কোপান্মহাত্মনা।
স্মরতা নিহতান্ বন্ধূনাদত্তানি ন সংশয়ঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

সপুত্রেতি। রাজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়ানস্মান্। "রাজা বাহুজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্" ইত্যমরঃ ॥২৮॥
ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ররথে একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

নেতি। বো যুষ্মাকম্, দৃষ্টীশ্চক্ষূংষি, ন গৃহ্ণামি ন নাশয়ামীত্যর্থঃ ॥১॥
তেনেতি। ব্যক্তং ধ্রুবম্। আদত্তানি গৃহীতানি নাশিতানি ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

উপহ্বরে সমীপে ॥২২॥ "ত্বদ্রুবৃত্তামনিন্দিতাম্" ইতি পাঠে হস্তমিতি শেষঃ ॥২৩—২৬॥
উপারম্য পাপনিবৃত্তিং কৃত্বা, পাপকর্ম্মণোঽপি বয়ম্ ॥২৭—২৮॥
ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭১॥

'দেবি! অপর ক্ষত্রিয়েরা আপনার অনুগ্রহে সুস্থ হইয়া চলিয়া যাইবে এবং আমরাও এই পাপের কার্য্য হইতে নিবৃত্তি পাইয়া সম্মিলিত হইয়াই চলিয়া যাইব ॥২৭॥

অতএব আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, পুনরায় দৃষ্টিশক্তি দান করিয়া ক্ষত্রিয়গণকে রক্ষা করুন' ॥২৮॥

ব্রাহ্মণী বলিলেন—'বৎসগণ! আমি কুপিত হইয়া তোমাদের দৃষ্টি হরণ করি নাই, কিন্তু নিশ্চয় এই উরুজাত ভৃগুবংশীয় বালকই তোমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে ॥১॥

বৎসগণ! তোমরা উহার বন্ধুবর্গকে বধ করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া নিশ্চয়ই সেই বালক ক্রোধবশতঃ তোমাদের দৃষ্টি হরণ করিয়াছে ॥২॥

গর্ভানপি যদা যূয়ং ভৃগূণাং ঘ্নত পুত্রকাঃ !।
তদাঽয়মূরুণা গর্ভো ময়া বর্ষশতং ধৃতঃ ॥৩॥
ষড়ঙ্গশ্চাখিলো বেদ ইমং গর্ভস্থমেব হ।
বিবেশ ভৃগুবংশস্য ভূয়ঃপ্রিয়চিকীর্ষয়া ॥৪॥
সোঽয়ং পিতৃবধাদ্ব্যক্তং ক্রোধাদ্বো হন্তুমিচ্ছতি।
তেজসা তস্য দিব্যেন চক্ষূংষি মুষিতানি বঃ ॥৫॥
তমেব যূয়ং যাচধ্বমৌর্ব্বং মম সুতোত্তমম্।
অয়ং বঃ প্রণিপাতেন তুষ্টো দৃষ্টীঃ প্রমোক্ষ্যতি ॥৬॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমুক্তাস্ততঃ সর্বে রাজানস্তে তমূরুজম্।
ঊচুঃ প্রসীদেতি তদা প্রসাদঞ্চ চকার সঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

গর্ভানিতি। যদা যতঃ। ঘ্নত ব্যনাশয়ত। অড়াগমাভাব আর্ষঃ। তদা ততঃ ॥৩॥
ষড়িতি। বিবেশ প্রাপ। ভূয়ঃপ্রিয়াণাং প্রচুরপ্রীতিকরকার্য্যাণাং চিকীর্ষয়া ॥৪॥
স ইতি। দিব্যেন অলৌকিকেন। মুষিতানি হৃতানি ॥৫॥
তমিতি। ঊরুতো জাত ইত্যৌর্ব্বস্তং তদাখ্যম্। প্রমোক্ষ্যতি ত্যক্ষ্যতি ॥৬॥
এবমিতি। রাজানঃ ক্ষত্রিয়াঃ। স ঔর্ব্বঃ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

নাহমিতি। ভো তাতাঃ ॥১॥ আদত্তানি আত্তানি, দদ দানেঽস্য রূপম্ ॥২—৫॥ তাত!

পুত্রগণ! যখন তোমরা ভৃগুপত্নীগণের গর্ভপর্য্যন্ত নষ্ট করিতেছিলে, তখন আমি দীর্ঘকালপর্য্যন্ত ঊরু দ্বারা এই গর্ভ ধারণ করিয়াছিলাম ॥৩॥

ছয়টী অঙ্গের সহিত সমস্ত বেদ ভৃগুবংশের প্রীতিসম্পাদনের জন্য গর্ভস্থ অবস্থাতেই এই বালকের অন্তরে প্রকাশ পাইয়াছিল ॥৪॥

নিশ্চয়, সেই বালকই পিতৃবধনিবন্ধন ক্রোধবশতঃ তোমাদিগকেও বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে এবং তাহার অলৌকিক তেজেই তোমাদের দৃষ্টি হরণ করিয়াছে ॥৫॥

অতএব তোমরা আমার পুত্র সেই ঔর্ব্বের নিকটে যাইয়া প্রার্থনা কর, তোমাদের অনুনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া সে তোমাদের দৃষ্টি ছাড়িয়া দিবে' ॥৬॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—ব্রাহ্মণী এইরূপ কহিলে, সেই ক্ষত্রিয়েরা সকলেই যাইয়া ঔর্ব্বকে বলিলেন যে, 'আপনি প্রসন্ন হউন'। তখন ঔর্ব্ব প্রসন্ন হইলেন ॥৭॥

[৩] গর্ভানপি যদা নূনং···। (৬) তমিমং তাত! যাচধ্বম্··।

অনেনৈব চ বিখ্যাতো নাম্না লোকেষু সত্তমঃ ।
স ঔর্ব্ব ইতি বিপ্রর্ষিরূরুং ভিত্ত্বা ব্যজায়ত ॥৮॥
চক্ষূংষি প্রতিলব্ধ্বা চ প্রতিজগ্মুস্ততো নৃপাঃ ।
ভার্গবস্তু মুনির্মেনে সর্বলোকপরাভবম্ ॥৯॥
স চক্রে তাত ! লোকানাং বিনাশায় মহামনাঃ ।
সর্ব্বেষামেব কার্ৎস্ন্যেন মনঃ প্রবণমাত্মনঃ ॥১০॥
ইচ্ছন্নপচিতিং কর্ত্তুং ভৃগূণাং ভৃগুনন্দনঃ ।
সর্ব্বলোকবিনাশায় তপসা মহতৈধিতঃ ॥১১॥
তাপয়ামাস লোকান্ স সদেবাসুরমানুষান্ ।
তপসোগ্রেণ মহতা নন্দয়িষ্যন্ পিতামহান্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

নন্থ "যাচধ্বমৌর্ব্বম্" ইত্যুক্তৌ কো হেতুরিত্যাহ অনেনেতি। যত উরুং ভিত্ত্বা ব্যজায়ত, অতঃ সত্তমঃ স বিপ্রর্ষিঃ 'ঔর্ব্বঃ' ইত্যনেনৈব নাম্না লোকেষু বিখ্যাতঃ; উরুতো জাত ইতি যোগাৎ ॥৮॥

চক্ষূংষীতি। সর্ব্বেষু লোকেষু তেষাং প্রাধান্যাত্তৎপরাভবেনৈব সর্ব্বপরাভব ইতি ভাবঃ ॥৯॥

স ইতি। কার্ৎস্ন্যেন সাকল্যেন। আত্মনো মনঃ, প্রবণমুন্মুখম্, চক্রে ॥১০॥

ইচ্ছন্নিতি। অপচিতিং পূজাং পূজাহেতুভূতং গৌরবমিত্যর্থঃ। এধিতো বর্দ্ধিতঃ ॥১১॥

তাপয়ামাসেতি। নন্দয়িষ্যন্ প্রমোদয়িষ্যন্, পিতামহান্ পিতৃলোকান্ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

হে তাতাঃ ! সম্বোধনার্থো নিপাতো বাঽয়ম্ ॥৬—৭॥ উরুত উৎপন্ন ঔর্ব্ব ইতি নিরুক্তিমাহ,

যে হেতু তিনি মাতার উরুদেশ ভেদ করিয়া জন্মিয়াছিলেন, সেই হেতুই সেই প্রধান ব্রহ্মর্ষি 'ঔর্ব্ব'—নামে জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥৮॥

তদনন্তর, ক্ষত্রিয়েরা পুনরায় চক্ষু লাভ করিয়া ফিরিয়া গেলেন ; তাহাতেই ঔর্ব্বমুনি সমস্ত লোকের পরাভব হইল বলিয়া মনে করিলেন ॥৯॥

বৎস ! তৎপরে ঔর্ব্ব সমস্ত লোক বিনষ্ট করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১০॥

তিনি ভৃগুবংশের গৌরব বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করিয়া সমস্ত লোক বিনাশের জন্য ক্রমে গুরুতর তপস্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন ॥১১॥

তিনি পিতৃলোককে আনন্দিত করিবেন বলিয়া ক্রমে গুরুতর ও ভয়ঙ্কর তপস্যা দ্বারা দেবতা; অসুর ও মানুষাদির সহিত সমস্ত লোক সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন ॥১২॥

ততস্তং পিতরস্তাত! বিজ্ঞায় কুলনন্দনম্।
পিতৃলোকাদুপাগম্য সর্ব্ব ঊচুরিদং বচঃ ॥১৩॥
ঔর্ব্ব! দৃষ্টঃ প্রভাবস্তে তপসোগ্রস্য পুত্রক!।
প্রসাদং কুরু লোকানাং নিয়চ্ছ ক্রোধমাত্মনঃ ॥১৪॥
নানীশৈর্হি তদা তাত! ভৃগুভির্ভাবিতাত্মভিঃ।
বধো হ্যুপেক্ষিতঃ সর্ব্বৈঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিহিংসতাম্ ॥১৫॥
আয়ুষা বিপ্রকৃষ্টেন যদা নঃ খেদ আবিশৎ।
তদাস্মাভির্ব্বধস্তাত! ক্ষত্রিয়ৈরীপ্সিতঃ স্বয়ম্ ॥১৬॥
নিখাতং যচ্চ বৈ বিত্তং ভৃগুভির্ভৃগুবেশ্মনি।
বৈরায়ৈব তদান্যস্তং ক্ষত্রিয়ান্ কোপয়িষ্ণুভিঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তং সর্ব্বলোকবিনাশায়োন্মুখম্, বিজ্ঞায় ॥১৩॥

ঔর্ব্বেতি। তপস ইতি বিসর্গলোপেঽপি পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ। নিয়চ্ছ সংবৃণু ॥১৪॥

নেতি। হে তাত! বৎস! তদা ক্ষত্রিয়ৈঃ স্বস্ববধসময়ে, ভাবিতাত্মভিস্তপসা সক্ষমী-কৃতাত্মভিঃ সর্ব্বৈর্ভৃগুভিঃ, অনীশৈস্তেষাং ক্ষত্রিয়াণাং বধে অসমর্থৈঃ সদ্ভিঃ, বিহিংসতাং ক্ষত্রিয়াণাম্, বধো নোপেক্ষিতঃ, অপি তু কারণান্তরাদেবোপেক্ষিত ইতি ভাবঃ ॥১৫॥

আয়ুষেতি। বিপ্রকৃষ্টেন দূরবর্ত্তিনা দীর্ঘেণেত্যর্থঃ। খেদো দুঃখম্ ॥১৬॥

নিখাতমিতি। আন্যস্তং ভূমৌ রোপিতম্। কোপয়িষ্ণুভিরিত্যার্ষ ইষ্ণুচ্প্রত্যয়ঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

অনেনেতি ॥৮—৯॥ আত্মনো মনঃ সর্ব্বেষামপচিতিং কর্ত্তুং প্রবণম্ উন্মুখম্, ইচ্ছন্ স্বমনো-

বৎস! তাহার পর, পিতৃলোকেরা তাঁহাকে সমস্ত-লোক-বিনাশে উদ্যত জানিয়া, পিতৃলোক হইতে আসিয়া এই কথা বলিলেন—॥১৩॥

'পুত্র! ঔর্ব্ব! তোমার দারুণ তপস্যার প্রভাব আমরা দেখিয়াছি; তুমি জগতের উপরে প্রসন্ন হও, ক্রোধ সম্বরণ কর ॥১৪॥

বৎস! তখন প্রভাবশালী ভৃগুবংশীয়েরা অসমর্থ হইয়া হিংসাকারী ক্ষত্রিয়-দের বধ উপেক্ষা করিয়াছিলেন না ॥১৫॥

বৎস! আমাদের দীর্ঘ আয়ু আছে ভাবিয়া যখন খেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন আমরা নিজেরাই ক্ষত্রিয় দ্বারা নিজেদের বধ ইচ্ছা করিয়াছিলাম ॥১৬॥

তা'র পর, ভৃগুবংশীয়েরা ঘরের ভিতরে যে ধন পুতিয়া রাখিয়াছিলেন,

১৩ শ্লোকাৎ পরম্ 'পিতর উচুঃ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। [১৬]···ক্রোধ আবিশৎ···।
[১৭]···কেনচিদ্ভৃগুবেশ্মনি···।

কিং হি বিত্তেন নঃ কার্য্যং স্বর্গেপ্সূনাং দ্বিজোত্তম ।
যদস্মাকং ধনাধ্যক্ষঃ প্রভূতং ধনমাহরৎ ॥১৮॥
যদা তু মৃত্যুরাদাতুং ন নঃ শক্নোতি সর্ব্বশঃ ।
তদাস্মাভিরয়ং দৃষ্ট উপায়স্তাত ! সম্মতঃ ॥১৯॥
আত্মহা চ পুমাংস্তাত ! ন লোকাল্লঁভতে শুভান্ ।
ততোঽস্মাভিঃ সমীক্ষ্যৈবং নাত্মনাত্মা নিপাতিতঃ ॥২০॥
ন চৈতন্নঃ প্রিয়ং তাত ! যদিদং কর্ত্তুমিচ্ছসি ।
নিয়চ্ছেদং মনঃ পাপাৎ সর্ব্বলোকপরাভবাৎ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। বিত্তেন ধনেন। ধনাধ্যক্ষঃ কুবেরঃ, আহরৎ আনীয় দত্তবান্ ॥১৮॥
যদেতি। অয়ং ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃকবধরূপঃ। সম্মতঃ সর্ব্বাভিপ্রেতঃ ॥১৯॥
অথ ক্ষত্রিয়ৈরাত্মবধং কলঙ্কজনকমকারয়িত্বা কথং স্বয়মেব তং ন কৃতবন্ত ইত্যাহ আত্মহেতি। আত্মহা আত্মঘাতী। সমীক্ষ্য পর্য্যালোচ্য। নিপাতিতো বিনাশিতঃ ॥২০॥
অথ ময়া সর্ব্বলোকবিনাশে যুষ্মাকং কা ক্ষতিরিত্যাহ নেতি। নিয়চ্ছ নিবর্ত্তয় ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

হপচিতিং কর্ত্তুং যোজয়তীত্যর্থঃ ॥১০—১৫॥ বিপ্রকৃষ্টেন অতিদূরগেণ বহুনা, ক্ষত্রিয়ৈঃ নিমিত্তমাত্রৈঃ ॥১৬—১৯॥ আত্মহেতি। এতেন ভৃগুপতনাদিনা মরণং ব্রাহ্মণেতরবিষয়ং

তাহা ক্ষত্রিয়গণকে ক্রুদ্ধ করিয়া তাহাদের সহিত শত্রুতা জন্মাইবার জন্যই করিয়াছিলেন ॥১৭॥

কেন না, আমরা স্বর্গলিপ্সু ছিলাম ; সুতরাং আমাদের ধন দ্বারা কি প্রয়োজন ছিল ?। বিশেষতঃ কুবেরই আমাদিগকে প্রচুর ধন আনিয়া দিতেন ॥১৮॥

বৎস ! যম যখন আমাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না, তখনই আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই উপায় পর্য্যালোচনা করিয়াছিলাম ॥১৯॥

বৎস ! আত্মঘাতী লোক স্বর্গে যাইতে পারে না ; এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়াই আমরা আত্মঘাতী হই নাই ॥২০॥

বৎস ! তুমি এই যাহা করিবার ইচ্ছা করিতেছ, ইহা আমাদের প্রীতিকর নহে। সুতরাং তুমি সমস্তলোকবিনাশরূপ পাপকার্য্য হইতে মনকে নিবৃত্ত কর ॥২১॥

---

[২০]···সমীক্ষ্যৈবমাত্মবাত্মা···।

মা বধীঃ ক্ষত্রিয়াংস্তাত! ন লোকান্ সপ্ত পুত্রক!।
দূষয়ন্তং তপস্তেজঃ ক্রোধমুৎপতিতং জহি ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথে ঔর্ব্বে ঔর্ব্ববারণং নাম দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ।

উক্তবানস্মি যাং ক্রোধাৎ প্রতিজ্ঞাং পিতরস্তদা।
সর্ব্বলোকবিনাশায় ন সা মে বিতথা ভবেৎ ॥১॥
বৃথা-রোষ-প্রতিজ্ঞো বৈ নাহং ভবিতুমুৎসহে।
অনিস্তীর্ণো হি মাং রোষো দহেদগ্নিরিবারণিম্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

মেতি। তপস্তেজো দূষয়ন্তম্, উৎপতিতম্ আত্মন্যুৎপন্নং ক্রোধম্, জহি নাশয় ॥২২।

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথে দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

উক্তবানিতি। হে পিতরঃ!। বিতথা মিথ্যা ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

দর্শিতম্ ॥২০—২১॥ মা বধীরিতি ক্ষত্রিযান্ তদনিয়ন্তৃত্বেন অনপরাধিনঃ সপ্ত লোকান্ ভূরাদীংশ্চ মা বধীঃ, কিন্তু তপঃসম্ভৃতং তেজো দূষয়ন্তং ক্রোধং জহি। পাঠান্তরমুপেক্ষ্যম্ ॥২২॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭২॥

বৎস! পুত্র! তুমি সপ্ত লোককে বা ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট করিও না। ক্রোধ তপস্যার প্রভাবকে দূষিত করে; সুতরাং সে ক্রোধ জন্মিয়া থাকিলেও তাহা রুদ্ধ কর' ॥২২॥

ঔর্ব্ব বলিলেন—'পিতৃগণ! আমি ক্রোধবশতঃ সমস্ত লোক বিনাশ করিবার জন্য তখন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কখনও মিথ্যা হইবে না ॥১॥

* '…সপ্তসপ্তত্যধিকঃ…' '…ঊনাশীত্যধিকঃ…' …অশীত্যধিকঃ…' '…পঞ্চনবত্যধিকঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

যো হি কারণতঃ ক্রোধং সঞ্জাতং ক্ষন্তুমর্হতি।
নালং স মনুজঃ সম্যক্ ত্রিবর্গং পরিরক্ষিতুম্ ॥৩॥
অশিষ্টানাং নিয়ন্তা হি শিষ্টানাং পরিরক্ষিতা।
স্থানে রোষঃ প্রযুক্তঃ স্যান্নৃপৈঃ সর্ব্বজিগীষুভিঃ ॥৪॥
অশ্রৌষমহমূরুস্থো গর্ভশয্যাগতস্তদা।
আরাবং মাতৃবর্গস্য ভৃগূণাং ক্ষত্রিয়ৈর্বধে ॥৫॥
সংহারো হি যদা লোকে ভৃগূণাং ক্ষত্রিয়াধমৈঃ।
আগর্ভোচ্ছেদনাৎ ক্রান্তস্তদা মাং মন্যুরাবিশৎ ॥৬॥
প্রকীর্ণকেশাঃ কিল মে মাতরঃ পিতরস্তথা।
ভয়াৎ সর্ব্বেষু লোকেষু নাধিজগ্মুঃ পরায়ণম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

বৃথেতি। অনিস্তীর্ণঃ তাং প্রতিজ্ঞামনুত্তীর্ণঃ। অরণিম্ অগ্ন্যুৎপাদনকাষ্ঠম্ ॥২॥

য ইতি। কারণতো ন্যায্যপর্য্যাপ্তকারণাৎ সঞ্জাতম্। ক্ষন্তুং সোঢ়ুং সম্বরীতুমিত্যর্থঃ। অলং সমর্থঃ। এতেনান্যায্যাপর্য্যাপ্তকারণজাত এব ক্রোধঃ সম্বরণীয় ইতি সূচিতম্ ॥৩॥

ন্যায্যপর্য্যাপ্তক্রোধাসম্বরণে দৃষ্টান্তমাহ অশিষ্টানামিতি। স্থানে উপযুক্তবিষয়ে ॥৪॥

আত্মনঃ ক্রোধস্য ন্যায্যপর্য্যাপ্তকারণজত্বমাহ অশ্রৌষমিতি। আরাবং বিলাপম্ ॥৫॥

সংহার ইতি। আগর্ভোচ্ছেদনাৎ সংহারঃ, ক্রান্ত আরব্ধঃ। মন্যুঃ ক্রোধঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

উক্তবানিতি ॥১॥ অনিস্তীর্ণঃ অকৃতকার্য্যঃ ॥২॥ বৃথোৎপন্নঃ ক্রোধো জেতব্যো ন তু সকারণক ইত্যাহ, যো হীতি ॥৩॥ ক্রোধকারণান্যাহ, অশিষ্টানামিতি। স্থানে যুক্তম্ ॥৪॥

আমি আমার ক্রোধ ও প্রতিজ্ঞাকে নিষ্ফল করিতে পারিব না। কেন না, আমি প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, অগ্নি যেমন অরণিকাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তেমন ক্রোধ আমাকে দগ্ধ করিবে ॥২॥

যে মানুষ কারণসঙ্গত ক্রোধ সম্বরণ করে, সে মানুষ সম্যক্ ভাবে ত্রিবর্গ-(ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-) রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না ॥৩॥

সমস্ত বিজয়াভিলাষী রাজারা অশিষ্টদিগের নিয়ামক ও শিষ্টদিগের রক্ষক ক্রোধকে উপযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করিয়া থাকেন ॥৪॥

ক্ষত্রিয়েরা যখন ভৃগুবংশীয়গণকে বধ করে, আমি তখন মাতার উরুদেশে গর্ভে থাকিয়া মাতৃবর্গের সেই বিলাপ শুনিয়াছিলাম ॥৫॥

ক্ষত্রিয়াধমেরা যে পর্য্যন্ত ভৃগুবংশীয়গণকে বধ করিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত আমি সহ্য করিয়াছিলাম; তা'র পর, যখন গর্ভপর্য্যন্ত নষ্ট করিতে লাগিল, তখন আমার ক্রোধ জন্মিল ॥৬॥

তান্ ভৃগূণাং যদা দারান্ কশ্চিন্নাভ্যুপপদ্যতে।
মাতা তদা দধারেয়মূরুণৈকেন মাং শুভা ॥৮॥
প্রতিষেদ্ধা হি পাপস্য যদা লোকেষু বিদ্যতে।
তদা লোকেষু সর্ব্বেষু পাপকৃন্নোপপদ্যতে ॥৯॥
যদা তু প্রতিষেদ্ধারং পাপো ন লভতে ক্বচিৎ।
তিষ্ঠন্তি বহবো লোকাস্তদা পাপেষু কর্ম্মসু ॥১০॥
জানন্নপি চ যঃ পাপং শক্তিমান্ ন নিয়চ্ছতি।
ঈশঃ সন্ সোঽপি তেনৈব কর্ম্মণা সম্প্রযুজ্যতে ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

প্রকীর্ণেতি। পরায়ণং বিশেষাশ্রয়ং রক্ষকমিতি যাবৎ। নাধিজগ্মুর্ন প্রাপ্তবন্তঃ ॥৭॥
তানিতি। নাভ্যুপপদ্যতে রক্ষিতুং নাশ্রয়তি ॥৮॥
প্রতীতি। নোপপদ্যতে ন ভবতি ॥৯॥
যদেতি। পাপঃ পাপকারী। তিষ্ঠন্তি প্রবৃত্তা ইতি শেষঃ ॥১০॥
জানন্নিতি। শক্তিমান্ অস্ত্রাদিনা সমর্থঃ। ঈশস্তপসা সমর্থো বা ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

দ্বিপরীতং ক্ষত্রিয়াশ্চক্রুরিত্যাহ, অশ্রৌষমিতি ॥৫॥ ক্রান্তঃ উপক্রান্তঃ ॥৬॥ তর্হি ক্ষত্রিয়া এব বধ্যা ন তু লোকা ইত্যত আহ, সম্পূর্ণেতি দ্বাভ্যাম্। কোশো জরায়ুরূপা মাংসপেশী, সম্পূর্ণঃ কোশো যাসাং তাঃ পরিপক্কগর্ভা ইত্যর্থঃ। "কোশোঽর্থসঞ্চয়ে মাংসপেশ্যাম্" ইতি বিশ্বঃ। "সম্পূর্ণশোকা" ইত্যপি পঠন্তি, লোকৈঃ সত্যপি সামর্থ্যে মন্মাতৃণাং ত্রাণং ন কৃতমতস্তেঽপি বধ্যা এবেত্যর্থঃ ॥৭—৮॥ এতদেবোপপাদয়তি, প্রতিষেদ্ধেতি। প্রতিষেদ্ধরি সতি পাপকৃদেব নোপলভ্যতে, অসতি তু সর্ব্বোঽপি পাপ এব প্রবর্ত্তত ইতি শ্লোকদ্বয়ার্থঃ

আমার মাতৃগণ ও পিতৃগণ ভয়ে মুক্তকেশ হইয়া সমস্ত জগতেই রক্ষক পাইয়া ছিলেন না ॥৭॥

যখন কোন লোকই ভৃগুপত্নীদিগকে রক্ষা করিল না, তখন আমার কল্যাণার্থিনী এই মাতা এক খানি উরুতে আমাকে ধারণ করিয়াছিলেন ॥৮॥

যদি জগতে পাপের প্রতিষেদ্ধা থাকে, তাহা হইলে সমস্ত জগতে কেহই পাপকারী হয় না ॥৯॥

আর, যদি পাপকারী কোথাও প্রতিষেদ্ধা না পায়, তবে বহু লোকই পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে ॥১০॥

এবং দৈহিকশক্তিশালী কিংবা তপঃশক্তিশালী যে লোক জানিয়াও পাপকার্য্যের নিষেধ না করে, সেও সেই পাপে লিপ্ত হয় ॥১১॥

রাজভিশ্চেশ্বরৈশ্চৈব যদি বৈ পিতরো মম ।
শক্তৈর্ন শকিতাস্ত্রাতুমিষ্টং মত্বেহ জীবিতম্ ॥১২॥
অত এষামহং ক্রুদ্ধো লোকানামীশ্বরো হ্যহম্ ।
ভবতাঞ্চ বচো নালমহং সমভিবর্ত্তিতুম্ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
মমাপি চেদ্ভবেদেবমীশ্বরস্য সতো মহৎ ।
উপেক্ষমাণস্য পুনর্লোকানাং কিল্বিষাদ্ভয়ম্ ॥১৪॥
যশ্চায়ং মন্যুজো মেঽগ্নির্লোকানাদাতুমিচ্ছতি ।
দহেদেষ চ মামেব নিগৃহীতঃ স্বতেজসা ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
ভবতাঞ্চ বিজানামি সর্ব্বলোকহিতেপ্সুতাম্ ।
তস্মাদ্বিধধ্বং যচ্ছ্রেয়ো লোকানাং মম চেশ্বরাঃ ! ॥১৬॥

পিতর ঊচুঃ ।

য এষ মন্যুজস্তেঽগ্নির্লোকানাদাতুমিচ্ছতি ।
অপ্সু তং মুঞ্চ ভদ্রন্তে লোকা হ্যপ্সু প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

রাজভিরিতি। ঈশ্বরৈস্তপঃশক্তিশালিভিঃ। যদি যতঃ। ইহ জীবিতমিষ্টং মত্বা জীবননাশাশঙ্কয়েত্যর্থঃ। ঈশ্বরস্তপঃশক্তিশালী। সমভিবর্ত্তিতুম্ অনুসর্ত্তুম্, নালং ন সমর্থঃ॥১২—১৩॥

মমেতি। লোকানাং নাশজনিতাদিতি শেষঃ। তদেতি পূরণীয়ম্। আদাতুং নাশয়িতুমিত্যর্থঃ। নিগৃহীতো নিরুদ্ধঃ, স্বতেজসা নিজসংযমপ্রভাবেণ ॥১৪—১৫॥

ভবতামিতি। বিধধ্বং কুরুত। হে ঈশ্বরাঃ! শক্তিমন্তঃ পিতরঃ! ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৯—১০॥ পাপং পাপকারিণম্ ॥১১—১৩॥ কিল্বিষাৎ অশাসনজাৎ ॥১৪—১৬॥ আদাতু-

---

রাজারা ও তপস্বীরা সমর্থ থাকিয়াও আপনাদের জীবন পরম প্রিয়তম মনে করিয়া যখন আমার পিতৃগণকে রক্ষা করেন নাই, তখন আমি তপঃশক্তিশালী এবং ক্রুদ্ধ হইয়াও এই জনসাধারণের ও আপনাদের কথার অনুসরণ করিতে পারিব না ॥১২—১৩॥

আমি তপঃশক্তিশালী ; এ অবস্থাতেও আমি যদি এই লোকসংহার উপেক্ষা করি, কিংবা আমারও লোকসংহারপাপের ভয় হয়, তবে আমার এই যে কোপানল লোকসংহার করিবার ইচ্ছা করিতেছে, এই কোপানল নিজসংযমে নিরুদ্ধ হইয়া আমাকেই দগ্ধ করিবে ॥১৪—১৫॥

আবার আমি আপনাদেরও সর্ব্বলোক-হিতৈষিতা জানি। অতএব হে ঈশ্বরগণ! যাহাতে জগতের ও আমার মঙ্গল হয়, তাহা আপনারা করুন ॥১৬॥

আপোময়াঃ সর্বরসাঃ সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ।
তস্মাদপ্সু বিমুঞ্চেমং ক্রোধাগ্নিং দ্বিজসত্তম ! ॥১৮॥
অয়ং তিষ্ঠতু তে বিপ্র ! যদীচ্ছসি মহোদধৌ।
মন্যুজোঽগ্নির্দহন্নাপো লোকা হ্যাপোময়াঃ স্মৃতাঃ ॥১৯॥
এবং প্রতিজ্ঞা সত্যেয়ং তবানঘ ! ভবিষ্যতি।
ন চৈবং সামরা লোকা গমিষ্যন্তি পরাভবম্ ॥২০॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ততস্তং ক্রোধজং তাত ! ঔর্ব্বোঽগ্নিং বরুণালয়ে।
উৎসসর্জ্জ স চৈবাপ উপযুঙ্‌ক্তে মহোদধৌ ॥২১॥
মহদ্ধয়শিরো ভূত্বা যত্তদ্বেদবিদো বিদুঃ।
তমগ্নিমুদ্গিরদ্বক্ত্রাৎ পিবত্যাপো মহোদধৌ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। মন্যুজঃ ক্রোধজাতঃ। আদাতুং নাশয়িতুম্। অপ্সু জলে ॥১৭॥
জলে ক্ষেপণে হেত্বন্তরমাহ আপ ইতি। আপঃশব্দঃ সকারান্তোঽপি ॥১৮॥
অয়মিতি। অয়ং মন্যুজোঽগ্নিবিতি সম্বন্ধঃ। আপো জলম্ ॥১৯॥
এবমিতি। এবমিত্থং করণে। সামরাঃ সদেবাঃ। পরাভবং নাশম্ ॥২০॥
তত ইতি। বরুণালয়ে সমুদ্রে। স চাগ্নিঃ। উপযুঙ্‌ক্তে ভক্ষয়তি ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

মুচ্ছেত্তুম্ ॥১৭॥ আপোময়া ইতি। কারণীভূতাস্বপ্‌সু দগ্ধাসু লোকা অপি দগ্ধপ্রায়া ইত্যর্থঃ

পিতৃলোকেরা বলিলেন—ঔর্ব্ব ! তোমার মঙ্গল হউক ; তোমার যে ক্রোধানল জগৎ নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাহা তুমি জলে নিক্ষেপ কর। কেন না, জলেই ত জগৎ রহিয়াছে ॥১৭॥

সমস্ত রস জলময় এবং সমস্ত জগৎ জলময়। অতএব হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! তোমার এই ক্রোধানল জলে নিক্ষেপ কর ॥১৮॥

ব্রাহ্মণ ! তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে তোমার এই ক্রোধানল জল দগ্ধ করিতে থাকিয়া সমুদ্রেই অবস্থান করুক। কারণ, লোক সকল জলময় ॥১৯॥

হে নিষ্পাপ ঔর্ব্ব ! এইরূপ করিলে, তোমার এই প্রতিজ্ঞাও সত্য হইবে, দেবতাদের সহিত সমস্ত জগৎও নষ্ট হইবে না' ॥২০॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—বৎস ! পরাশর ! তাহার পর ঔর্ব্ব সেই ক্রোধানলকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন ; সেই ক্রোধানলই সমুদ্রে থাকিয়া তাহার জল পান করে ॥২১॥

তস্মাত্ত্বমপি ভদ্রন্তে ন লোকান্ হন্তুমর্হসি।
পরাশর! পরাল্লোঁকান্ জানন্ জ্ঞানবতাং বর! ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথে ঔর্ব্বে ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

এবমুক্তঃ স বিপ্রর্ষির্বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
ন্যযচ্ছদাত্মনঃ ক্রোধং সর্বলোকপরাভবাৎ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

মহদিতি। হয়শিরো বড়বামস্তকম্। তম্ ঔর্ব্বক্রোধজম্। আপো জলম্ ॥২২॥
তস্মাদিতি। লোকান্, পরান্ উৎকৃষ্টান্ জানন্, তান্ লোকান্, হন্তুং নার্হসি ॥২৩॥
ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ররথে ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

এবমিতি। স পরাশরঃ। ন্যযচ্ছৎ নিবর্ত্তিতবান্। সর্বেসাং লোকানাং পরাভবাদ্বিনাশাৎ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৮—২০॥ উপযুঙ্‌ক্তে ভক্ষয়তি ॥২১॥ হয়শিরঃ বড়বামুখম্ ॥২২—২৩॥
ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৩॥

বেদজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন—ঔর্ব্বের ক্রোধ বিশাল বড়বামস্তক হইয়া, তাহার মুখ হইতে সেই অগ্নি উদ্‌গিরণ করিতে থাকিয়া, সমুদ্রের জল পান করে ॥২২॥

অতএব হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ পরাশর! তোমার মঙ্গল হউক; তুমিও জগৎকে উৎকৃষ্ট জানিয়া তাহা নষ্ট করিতে পার না' ॥২৩॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—মহাত্মা বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে, পরাশর সমস্ত জগৎ বিনাশ বিষয় হইতে আপন ক্রোধকে নিবর্ত্তিত করিলেন ॥১॥

* '...অষ্টসপ্তত্যধিকঃ...' '...অশীত্যধিকঃ...' '...ষণ্ণবত্যধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

ঈজে চ স মহাতেজাঃ সর্ববেদবিদাং বরঃ।
ঋষী রাক্ষসসত্রেণ শাক্তেয়োঽথ পরাশরঃ ॥২॥
ততো বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ রাক্ষসান্ স মহামুনিঃ।
দদাহ বিততে যজ্ঞে শক্তের্বধমনুস্মরন্ ॥৩॥
নহি তং বারয়ামাস বশিষ্ঠো রক্ষসাং বধাৎ।
দ্বিতীয়ামস্য মা ভাঙ্ক্ষং প্রতিজ্ঞামিতি নিশ্চয়াৎ ॥৪॥
ত্রয়াণাং পাবকানাং স সত্রে তস্মিন্ মহামুনিঃ।
আসীৎ পুরস্তাদ্দীপ্তানাং চতুর্থ ইব পাবকঃ ॥৫॥
তেন যজ্ঞেন শুভ্রেণ হূয়মানেন শক্তিতঃ।
তদ্ধি দীপিতমাকাশং সূর্য্যেণেব ঘনাত্যয়ে ॥৬॥
তং বশিষ্ঠাদয়ঃ সর্ব্বে মুনয়স্তত্র মেনিরে।
তেজসা দীপ্যমানং তং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ঈজ ইতি। রাক্ষসসত্রেণ ঈজে রাক্ষসসত্রাখ্যং যজ্ঞং কৃতবান্। শাক্তেয়ঃ শক্তিপুত্রঃ ॥২॥
তত ইতি। বিততে অঙ্গানুষ্ঠানাদিনা বিস্তারিতে ॥৩॥
নহীতি। অস্য পরাশরস্য। মা ভাঙ্ক্ষং ন নিবর্ত্তয়েয়ম্ ॥৪॥
ত্রয়াণামিতি। ত্রয়াণাং দক্ষিণাগ্নি-গার্হপত্যাহবনীয়াখ্যানাম্ ॥৫॥
তেনেতি। শুভ্রেণ ন্যায়াজ্জিতত্বান্নির্দোষেণ ঘৃতাদিনা দ্রব্যেণ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৩॥ মা ভাঙ্ক্ষং ন নাশয়েয়ম্ ॥৪—৫॥ শুভ্রেণ পাপিনাং নিগ্রহাৎ নির্ম্মলেন

তাহার পর, অত্যন্ত তেজস্বী সকল-বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ শক্তিপুত্র পরাশরমুনি রাক্ষসসত্রনামক যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২॥

তদনন্তর তিনি পিতৃহত্যা স্মরণ করিয়া সেই যজ্ঞে বালক ও বৃদ্ধ সকল রাক্ষসকেই দগ্ধ করিতে থাকিলেন ॥৩॥

কিন্তু পরাশরের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা আর ভঙ্গ করিব না এইরূপ স্থির করিয়া বশিষ্ঠ তাঁহাকে রাক্ষসবধ হইতে নিবারণ করিলেন না ॥৪॥

সুতরাং পরাশর সেই যজ্ঞে সম্মুখে দীপ্যমান তিনটী অগ্নির চতুর্থ অগ্নির ন্যায় হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥৫॥

বর্ষাকাল অতীত হইলে সূর্য্য দ্বারা আকাশ যেমন উদ্ভাসিত হয়, তেমন শক্তি অনুসারে উৎকৃষ্ট দ্রব্য আহুত হইতে থাকিলে সেই যজ্ঞদ্বারাও আকাশ উদ্ভাসিত হইতে লাগিল ॥৬॥

ততঃ পরমদুষ্প্রাপ্যমন্যৈ ঋষিরুদারধীঃ।
সমাপিপয়িষুঃ সত্রং তমত্রিঃ সমুপাগমৎ ॥৮॥
তথা পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুশ্চৈব মহাক্রতুঃ।
তত্রাজগ্মুরমিত্রঘ্ন! রক্ষসাং জীবিতেপ্সয়া ॥৯॥
পুলস্ত্যস্তু বধাত্তেষাং রক্ষসাং ভরতর্ষভ!।
উবাচেদং বচঃ পার্থ! পরাশরমরিন্দমম্ ॥১০॥
কচ্চিত্তাতাপবিঘ্নং তে কচ্চিন্নন্দসি পুত্রক!।
অজানতামদোষাণাং সর্ব্বেষাং রক্ষসাং বধাৎ ॥১১॥
প্রজোচ্ছেদমিমং মহ্যং নহি কর্ত্তুং ত্বমর্হসি।
নৈষ তাত! দ্বিজাতীনাং ধর্ম্মো দৃষ্টস্তপস্বিনাম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। তং প্রসিদ্ধম্। তং প্রক্রান্তং পরাশরম্ ॥৭॥

তত ইতি। অন্যৈ ঋষিভিঃ, পরমদুষ্প্রাপ্যম্ অতীবদুষ্করম্ ॥৮॥

তথেতি। জীবিতেপ্সয়া জীবনরক্ষেচ্ছয়া ॥৯॥

পুলস্ত্য ইতি। বধাদ্ধেতোঃ। অরিন্দমং রাক্ষসরূপশত্রুনাশকম্ ॥১০॥

কচ্চিদিতি। অপবিঘ্নং নির্ব্বিঘ্নং কার্য্যম্। অজানতাং ত্বৎপিতৃবধবৃত্তান্তমপি অনবগচ্ছতাম্, অতএব অদোষাণাম্, রক্ষসাম্, বধাৎ, নন্দসি আনন্দমনুভবসি ॥১১॥

প্রজেতি। প্রজোচ্ছেদং সন্তানবিলোপম্। মহ্যং মম ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

তেন যজ্ঞেন যজ্ঞিয়েন দ্রব্যেণ হূয়মানেন ॥৬—১০॥ অপবিঘ্নং তে সত্রমিতি শেষঃ, অজানতা-

বশিষ্ঠপ্রভৃতি সমস্ত মুনিরাই সেই যজ্ঞে পরাশরকে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় তেজ দ্বারা দীপ্তিমান্ মনে করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তাহার পর, অন্যের দুষ্কর সেই যজ্ঞ সমাপ্ত করিবার ইচ্ছায় উদারবুদ্ধি অত্রিমুনি পরাশরের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৮॥

অর্জ্জুন! পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং মহাক্রতু ইঁহারাও রাক্ষসগণের জীবন রক্ষা করিবার ইচ্ছায় সেখানে আসিলেন ॥৯॥

কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পুলস্ত্য রাক্ষসগণের হত্যা চলিতেছিল বলিয়া শত্রুহন্তা পরাশরকে এই কথা বলিলেন—॥১০॥

'বৎস! তোমার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে ত? পুত্র! যাহারা তোমার পিতৃবধের বৃত্তান্তও জানে না, সেই নির্দ্দোষ রাক্ষসগণকে বধ করিয়া তুমি আনন্দ লাভ করিতেছ ত? ॥১১॥

শম এব পরো ধর্ম্মস্তমাচর পরাশর ! ।
অধর্ম্মিষ্ঠং বরিষ্ঠঃ সন্ কুরুষে ত্বং পরাশর ! ॥১৩॥
শক্তিশ্চাপি হি ধর্ম্মজ্ঞং নাতিক্রান্তুমিহার্হসি।
প্রজায়াশ্চ মমোচ্ছেদং ন চৈবং কর্ত্তুমর্হসি ॥১৪॥
শাপাদ্ধি শক্তের্বাশিষ্ঠ ! তদা তদুপপাদিতম্।
আত্মজেন স দোষেণ শক্তির্নীত ইতো দিবম্ ॥১৫॥
নহি তং রাক্ষসঃ কশ্চিচ্ছক্তো ভক্ষয়িতুং মুনে ! ।
আত্মনৈবাত্মনস্তেন সৃষ্টো মৃত্যুস্তদাভবৎ ॥১৬॥
নিমিত্তভূতস্তত্রাসীদ্বিশ্বামিত্রঃ পরাশর ! ।
রাজা কল্মাষপাদশ্চ দিবমারুহ্য মোদতে ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

শম ইতি। শমঃ কামক্রোধাদিনিবৃত্তিঃ। অধর্ম্মিষ্ঠম্ অধর্ম্যমিদং হিংসনম্ ॥১৩॥
শক্তিমিতি। নাতিক্রান্তুং পাপানুষ্ঠানেন লঙ্ঘয়িতুম্। প্রজায়াঃ সন্তানস্য ॥১৪॥
শাপাদিতি। তং শক্তেরেব হননম্, উপপাদিতং রক্ষসা কৃতম্ ॥১৫॥
নহীতি। নহি শক্তঃ, প্রভাবাতিরেকাদিতি ভাবঃ। তেন শক্তিনা ॥১৬॥
নিমিত্তেতি। তত্র শক্তিবধে, বিশ্বামিত্রো রাজা কল্মাষপাদশ্চ নিমিত্তভূত আসীৎ, একেন কল্মাষপাদশরীরে রাক্ষসপ্রবেশনাৎ অপরেণ চ স্বশরীরে রাক্ষসধারণাদিতি ভাবঃ। তেন চ শক্তির্দিবমারুহ্য মোদতে। অতএবাত্র রাক্ষসস্য নাধিকোঽপরাধ ইত্যাশয়ঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মিতি পাপমপি কৃত্বা নন্দসীতি সাধিক্ষেপঃ প্রশ্নঃ ॥১১॥ মহং মম ॥১২—১৩॥ শক্তিশ্চেতি পুত্রদোষেণ পিতা নশ্যতীত্যুক্তম্ ॥১৪॥ শাপাৎ শক্তিনা শপ্তো রাজা শক্তিমেব

বৎস ! তুমি আমার বংশনাশ করিতে পারিবে না। কারণ, তপস্বী ব্রাহ্মণদের এরূপ ধর্ম্ম আমরা কখনও দেখি নাই ॥১২॥

পরাশর ! শান্তিই ব্রাহ্মণদের পরম ধর্ম্ম ; তুমি তাহাই অবলম্বন কর। কিন্তু তুমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া এটা অধর্ম্মের কার্য্য করিতেছ ॥১৩॥

তোমার পিতা শক্তি ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন ; সুতরাং তুমি পাপানুষ্ঠান করিয়া তাঁহার পথ অতিক্রম করিও না ; তুমি আমার বংশনাশ করিও না ॥১৪॥

পরাশর ! শক্তির শাপেই তখন সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল ; সুতরাং শক্তি নিজের দোষেই স্বর্গে গিয়াছেন ॥১৫॥

শক্তি তখন নিজেই নিজের মৃত্যু সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; না হইলে কোন রাক্ষসই তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইত না ॥১৬॥

যে চ শক্ত্র্যবরাঃ পুত্রা বশিষ্ঠস্য মহামুনেঃ।
তে চ সর্ব্বে মুদা যুক্তা মোদন্তে সহিতাঃ সুরৈঃ ॥১৮॥
সর্ব্বমেতদ্বশিষ্ঠস্য বিদিতং বৈ মহামুনে!।
রক্ষসাঞ্চ সমুচ্ছেদ এষ তাত! তপস্বিনাম্ ॥১৯॥
নিমিত্তভূতস্ত্বঞ্চাত্র ক্রতৌ বাশিষ্ঠনন্দন!।
তৎ সত্রং মুঞ্চ ভদ্রং তে সমাপ্তমিদমস্তু তে ॥২০॥

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

এবমুক্তঃ পুলস্ত্যেন বশিষ্ঠেন চ ধীমতা।
তদা সমাপয়ামাস সত্রং শাক্ত্র্যো মহামুনিঃ ॥২১॥
সর্ব্বরাক্ষসসত্রায় সম্ভৃতং পাবকং তদা।
উত্তরে হিমবৎপার্শ্বে উৎসসর্জ্জ মহাবনে ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। শক্ত্র্যবরাঃ শক্ত্রিতঃ কনিষ্ঠাঃ। তত্রাপি তাবেব নিমিত্তভূতাবিত্যর্থঃ ॥১৮॥
সর্ব্বমিতি। সমুচ্ছেদো জাত ইতি শেষঃ। তপস্বিনাং শোচ্যানাম্ ॥১৯॥
নিমিত্তেতি। বাশিষ্ঠঃ শক্ত্রিস্তস্য নন্দন! পুত্র!। মুঞ্চ ত্যজ ॥২০॥
এবমিতি। শাক্ত্রঃ শক্ত্রিপুত্রঃ পরাশরঃ ॥২১॥
সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং রাক্ষসানাং সত্রায় বধার্থকযজ্ঞায়, সম্ভৃতং সংগৃহীতম্ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

ভক্ষিতবান্, অতঃ শক্ত্রেরেব অয়মপরাধো ন রক্ষসামিত্যর্থঃ ॥১৫—১৬॥ মোদতে শক্ত্রিঃ

সুতরাং পরাশর! তাহাতে বিশ্বামিত্র এবং কল্মাষপাদ রাজা নিমিত্ত ছিলেন; এখন শক্ত্রি স্বর্গে আরোহণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছেন ॥১৭॥

আর, শক্ত্রির কনিষ্ঠ যে সকল বশিষ্ঠপুত্র ছিলেন, তাঁহারাও এখন সেই কারণেই আনন্দিত হইয়া দেবগণের সহিত বিচরণ করিতেছেন ॥১৮॥

বৎস পরাশর! এ সমস্তই মহর্ষি বশিষ্ঠের বিদিত আছে। আর, এখন শোচনীয় রাক্ষসগণের এই উচ্ছেদ হইল ॥১৯॥

শক্ত্রিনন্দন! এ যজ্ঞেও তুমি নিমিত্ত। অতএব তুমি এ যজ্ঞ ত্যাগ কর, তোমার মঙ্গল হউক, তোমার এ যজ্ঞ এই খানেই সমাপ্ত হউক ॥২০॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—জ্ঞানী পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে, মহর্ষি পরাশর তখনই যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন ॥২১॥

এবং তিনি রাক্ষসসত্রের জন্য সংগৃহীত অগ্নিকে হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে গহন বনমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন ॥২২॥

স তত্রাদ্যাপি রক্ষাংসি বৃক্ষানশ্মন এব চ।
ভক্ষয়ন্ দৃশ্যতে বহ্নিঃ সদা পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥২৩॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি
চৈত্ররথে চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

রাজ্ঞা কল্মাষপাদেন গুরৌ ব্রহ্মবিদাং বরে।
কারণং কিং পুরস্কৃত্য ভার্য্যা বৈ সন্নিযোজিতা ॥১॥
জানতা বৈ পরং ধর্ম্মং বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
অগম্যাগমনং কস্মাৎ কৃতং তেন মহর্ষিণা ॥২॥
অধর্ম্মিষ্ঠং বশিষ্ঠেন কৃতঞ্চাপি পুরা সখে!।
এতন্মে সংশয়ং সর্ব্বং ছেত্তুমর্হসি পৃচ্ছতঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। অশ্মনঃ পাষাণান্। পর্ব্বণি পর্ব্বণি প্রত্যেকচতুর্দ্দশ্যাদৌ ॥২৩॥
ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ররথে চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

রাজ্ঞেতি। পুরস্কৃত্য আশ্রিত্যেত্যর্থঃ। সন্নিযোজিতা রমণায়েতি শেষঃ ॥১॥
জানতেতি। পরভার্য্যাত্বাৎ পুত্রবধূতুল্যত্বাচ্চ অগম্যত্বমিতি ভাবঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৭—১৮॥ সমুচ্ছেদে এষ ত্বং নিমিত্তভূত ইতি যোজনা ॥১৯॥ মুঞ্চ ত্যজ ॥২০—২৩॥
ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৪॥

অদ্যাপি সেখানে প্রত্যেক পর্ব্বেই সেই অগ্নি রাক্ষস, বৃক্ষ ও প্রস্তর দগ্ধ করিয়া থাকে দেখা যায় ॥২৩॥

অর্জ্জুন বলিলেন—সখে! গুরু এবং বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের নিকটে কল্মাষপাদ রাজা কি কারণে আপন ভার্য্যাটীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন? ॥১॥

আবার, মহাত্মা ও মহর্ষি বশিষ্ঠই বা কেন ধর্ম্মের পরম তত্ত্ব জানিয়াও অগম্যাগমন করিয়াছিলেন? ॥২॥

* '...একোনাশীত্যধিকঃ...' '...একাশীত্যধিকঃ...' '...দ্ব্যশীত্যধিকঃ...' '...সপ্তনবত্যধিকঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

ধনঞ্জয়! নিবোধেদং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
বশিষ্ঠং প্রতি দুর্দ্ধর্ষ! তথা মিত্রসহং নৃপম্ ॥৪॥
কথিতং তে ময়া সর্ব্বং যথা শপ্তঃ স পার্থিবঃ।
শক্ত্রিণা ভরতশ্রেষ্ঠ! বাশিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥৫॥
স তু শাপবশং প্রাপ্তঃ ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
নির্জ্জগাম পুরাদ্রাজা সহদারঃ পরন্তপঃ ॥৬॥
অরণ্যং নির্জ্জনং গত্বা সদারঃ পরিচক্রমে।
নানামৃগগণাকীর্ণং নানাসত্ত্বসমাকুলম্ ॥৭॥
নানাগুল্মলতাচ্ছন্নং নানাদ্রুমসমাবৃতম্।
অরণ্যং ঘোরসন্নাদং শাপগ্রস্তঃ পরিভ্রমন্ ॥৮॥
স কদাচিৎ ক্ষুধাবিষ্টো মৃগয়ন্ ভক্ষ্যমাত্মনঃ।
দদর্শ সুপরিক্লিষ্টঃ কস্মিংশ্চিন্নির্জ্জনে বনে ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অধর্ম্মিষ্ঠমিতি। এতৎ পৃচ্ছতো মে ইতি সম্বন্ধাদেতদিত্যস্য ক্লীবত্বম্ ॥৩॥
ধনেতি। মিত্রসহং কল্মাষপাদম্। তয়োরুভয়োর্বিষয় ইত্যর্থঃ ॥৪॥
কথিতমিতি। স পার্থিবঃ কল্মাষপাদঃ ॥৫॥
স ইতি। ক্রোধেন পর্য্যাকুলেক্ষণঃ অস্থিরনয়নঃ ॥৬॥
অরণ্যমিতি। পরিচক্রমে বিচচার। নানা সত্ত্বৈর্জন্তুভিঃ সমাকুলং পূর্ণম্ ॥৭॥

বশিষ্ঠ কেন এমন অধর্ম্মের কার্য্য করিয়াছিলেন? ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমার সকল সংশয় দূর কর' ॥৩॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—মহাবীর অর্জ্জুন! বশিষ্ঠ ও কল্মাষপাদ রাজার বিষয়ে তুমি যাহা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা শোন ॥৪॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা শক্ত্রি যে কল্মাষপাদ রাজাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট সমস্তই বলিয়াছি ॥৫॥

কল্মাষপাদ রাজা অভিশপ্ত হইয়া ক্রোধবশতঃ আঘূর্ণিত নয়নে ভার্য্যার সহিত রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন ॥৬॥

নানাবিধ পশু ও প্রাণিগণে পরিপূর্ণ নির্জন বনে যাইয়া তিনি ভার্য্যার সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

শাপগ্রস্ত সেই রাজা কোন সময়ে নানাবিধ বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে সমাচ্ছন্ন এবং হিংস্রজন্তুর ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে মুখরিত সেই বনমধ্যে বিচরণ করিতে থাকিয়া, ক্ষুধায়

ব্রাহ্মণীং ব্রাহ্মণঞ্চৈব মৈথুনায়োপসঙ্গতৌ।
তৌ তং বীক্ষ্য সুবিত্রস্তাবকৃতার্থৌ প্রধাবিতৌ ॥১০॥ (বিশেষকম্)
তয়োর্বিদ্রবতোর্বিপ্রং জগ্রাহ নৃপতির্বলাৎ।
দৃষ্ট্বা গৃহীতং ভর্ত্তারমথ ব্রাহ্মণ্যভাষত ॥১১॥
শৃণু রাজন্! মম বচো যত্ত্বাং বক্ষ্যামি সুব্রত!।
আদিত্যবংশপ্রভবস্ত্বং হি লোকে পরিশ্রুতঃ ॥১২॥
অপ্রমত্তঃ স্থিতো ধর্ম্মে গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
শাপোপহত! দুর্দ্ধর্ষ! ন পাপং কর্ত্তুমর্হসি ॥১৩॥
ঋতুকালে তু সম্প্রাপ্তে ভর্ত্তৃব্যসনকর্ষিতা।
অকৃতার্থা হ্যহং ভর্ত্রা প্রসবার্থং সমাগতা।
প্রসীদ নৃপতিশ্রেষ্ঠ! ভর্ত্তাঽয়ং মে বিসৃজ্যতাম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

নানেতি। ঘোরাঃ সন্নাদা হিংস্রজন্তূনাং রবা যত্র তৎ। মৃগয়ন্ অন্বিষ্যন্। অকৃতার্থৌ রাজ্ঞো দর্শনাদেব অসম্পাদিতরমণৌ, প্রধাবিতৌ দ্রুতং পলায়িতুমারব্ধবন্তৌ ॥৮—১০॥

তয়োরিতি। বিদ্রবতোর্দ্রুতং পলায়মানয়োস্তয়োর্মধ্যে ॥১১॥

শৃণ্বিতি। আদিত্যবংশপ্রভবঃ সূর্য্যবংশোৎপন্নঃ ॥১২॥

অপ্রমত্ত ইতি। অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ ॥১৩॥

ঋত্বিতি। ভর্ত্তুর্ব্যসনেন কোপজদোষেণ মানেনেত্যর্থঃ, কর্ষিতা ক্লিষ্টা। প্রসবার্থং পুত্রার্থম্। বিসৃজ্যতাং পরিত্যজ্যতাম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

কাতব হইয়া, খাদ্য অন্বেষণ করতঃ, কোন নির্জন স্থানে মৈথুনের জন্য উপস্থিত এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে দেখিতে পাইলেন। সে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী রাজাকে দেখিয়াই অত্যন্ত ভীত হইয়া অপূর্ণমনোরথে দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥৮—১০॥

তাঁহারা পলায়ন করিতে লাগিলে, রাজা বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং ব্রাহ্মণ ধৃত হইয়াছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন—॥১১॥

'রাজা! আমি আপনাকে যে কথা বলিব, তাহা শ্রবণ করুন। আপনি সূর্য্যবংশোৎপন্ন বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ ॥১২॥

এবং অবহিত হইয়া ধর্ম্মে অবস্থান করিতেছেন ও গুরুশুশ্রূষায় রত আছেন; অতএব হে শাপগ্রস্ত মহাবীর! আপনি পাপ করিবেন না ॥১৩॥

আমার ঋতুকাল উপস্থিত, অথ চ গৃহে ভর্ত্তার দোষে দুঃখভোগ করিয়াছি; তাই তথায় অকৃতার্থ হইয়া পুত্রোৎপাদনের জন্য তাঁহারই সহিত এই খানে

এবং বিক্রোশমানায়াস্তস্যাস্তু স নৃশংসবৎ।
ভর্ত্তারং ভক্ষয়ামাস ব্যাঘ্রো মৃগমিবেপ্সিতম্ ॥১৫॥
তস্যাঃ ক্রোধাভিভূতায়া যান্যশ্রূণ্যপতন্ ভুবি।
সোঽগ্নিঃ সমভবদ্দীপ্তস্তঞ্চ দেশং ব্যদীপয়ৎ ॥১৬॥
ততঃ সা শোকসন্তপ্তা ভর্ত্তৃব্যসনকর্ষিতা।
কল্মাষপাদং রাজর্ষিমশপদ্‌ব্রাহ্মণী রুষা ॥১৭॥
যস্মান্মমাকৃতার্থায়াস্ত্বয়া ক্ষুদ্র! নৃশংসবৎ।
প্রেক্ষন্ত্যা ভক্ষিতো মেঽদ্য প্রিয়ো ভর্ত্তা মহাযশাঃ ॥১৮॥
তস্মাত্ত্বমপি দুর্ব্বুদ্ধে! মচ্ছাপপরিবিক্ষতঃ।
পত্নীমৃতাবনুপ্রাপ্য সদ্যস্ত্যক্ষ্যসি জীবিতম্ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)
যস্য চর্ষের্বশিষ্ঠস্য ত্বয়া পুত্রা বিনাশিতাঃ।
তেন সঙ্গম্য তে ভার্য্যা তনয়ং জনয়িষ্যতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। বিক্রোশমানায়া বিলপন্ত্যাঃ, তস্যা ব্রাহ্মণ্যাঃ ॥১৫॥

তস্যা ইতি। অগ্নিঃ অগ্নিরিব। ব্যদীপয়ৎ প্রাজ্বলয়দিব, তদ্বদনিষ্টসাধনাৎ ॥১৬॥

তত ইতি। ভর্ত্তুর্ব্যসনেন বিপদা মরণেনেত্যর্থঃ, কর্ষিতা ক্লিষ্টা ॥১৭॥

যস্মাদিতি। অকৃতার্থায়া ইদানীমপি পুত্রানুৎপত্তেরিতি ভাবঃ। মম শাপেন পরিবিক্ষতো নষ্টবুদ্ধিঃ। ঋতৌ ঋতুকালে, অনুপ্রাপ্য মৈথুনায় লব্ধ্বা ॥১৮—১৯॥

আসিয়াছি। অতএব হে রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি প্রসন্ন হউন, আমার ভর্ত্তাকে ছাড়িয়া দিন ॥১৪॥

ব্রাহ্মণী এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলেও ব্যাঘ্র যেমন হরিণ ভক্ষণ করে, তেমনই রাজা নৃশংসের ন্যায় তাঁহার ভর্ত্তাকে ভক্ষণ করিলেন ॥১৫॥

তখন ব্রাহ্মণী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে, তাঁহার যে সকল অশ্রুবিন্দু পতিত হইল, তাহা অগ্নির ন্যায় হইয়া সে দেশটাকেই যেন জ্বালাইয়া দিতে লাগিল ॥১৬॥

তাহার পর, ভর্ত্তার মৃত্যুতে দুঃখিতা ও শোকাতুরা সেই ব্রাহ্মণী ক্রোধবশতঃ কল্মাষপাদ রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন—॥১৭॥

'হে ক্ষুদ্রহৃদয় দুর্ব্বুদ্ধি রাজা! অদ্যাপি আমার পুত্র হয় নাই, এই অবস্থায় আমার সমক্ষেই নৃশংসের ন্যায় তুমি যখন আমার প্রিয়তম ভর্ত্তাকে ভক্ষণ করিলে, তখন তুমিও আমার শাপে নষ্টজ্ঞান হইয়া, ঋতুকালে পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া, তখনই জীবন ত্যাগ করিবে ॥১৮—১৯॥

স তে বংশকরঃ পুত্রো ভবিষ্যতি নৃপাধম ! ।
এবং শপ্ত্বা তু রাজানং সা তমাঙ্গিরসী শুভা ॥২১॥
তস্যৈব সন্নিধৌ দীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনম্ ।
বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগঃ সর্ব্বমেতদবৈক্ষত ॥২২॥ (যুগ্মকম্)
জ্ঞানযোগেন মহতা তপসা স পরন্তপ ! ।
মুক্তশাপশ্চ রাজর্ষিঃ কালেন মহতা ততঃ ॥২৩॥
ঋতুকালেঽভিপতিতো মদয়ন্ত্যা নিবারিতঃ ।
নহি সস্মার স নৃপস্তং শাপং কামমোহিতঃ ॥২৪॥
দেব্যাঃ সোঽথ বচঃ শ্রুত্বা সম্ভ্রান্তো নৃপসত্তমঃ ।
তং শাপমনুসংস্মৃত্য পর্য্যতপ্যদ্ভৃশং তদা ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

যস্যেতি। তেন বশিষ্ঠেন সহ ॥২০॥

স ইতি। আঙ্গিরসী অঙ্গিরোগোত্রোৎপন্না। দীপ্তং প্রজ্বলিতম্। অবৈক্ষত ধ্যানমহিম্না অবগতবান্ ॥২১—২২॥

জ্ঞানেতি। শাপেন শক্তেরভিসম্পাতেন মুক্তঃ চকারাদ্বশিষ্ঠানুগ্রহেণ চ ॥২৩॥

ঋত্বিতি। অভিপতিতো রন্তুমুদ্যতঃ। মদয়ন্ত্যা তদাখ্যয়া ভার্য্যয়া ॥২৪॥

দেব্যা ইতি। দেব্যা মহিষ্যাঃ। সম্ভ্রান্তশ্চকিতঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

রাজ্ঞেতি ॥১॥ অগম্যা স্নুষাতুল্যত্বাৎ ॥২—৯॥ অকৃতার্থো অকৃতপুত্রত্বাৎ ॥১০—২৩॥ মদয়ন্ত্যা মহিষ্যা ॥২৪—২৬॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৫॥

তা'র পর, যে বশিষ্ঠমুনির পুত্রগণকে তুমি বিনাশ করিয়াছ, সেই বশিষ্ঠের সহিত সঙ্গম করিয়াই তোমার স্ত্রী পুত্র জন্মাইবে ॥২০॥

এবং সেই পুত্রই তোমার বংশকর হইবে'। অঙ্গিরার গোত্রসম্ভূতা সেই ব্রাহ্মণী রাজাকে এই অভিসম্পাত করিয়া তাঁহার সমক্ষেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। মহাত্মা বশিষ্ঠ এসমস্ত বিষয়ই ধ্যানে জানিতে পারিয়াছিলেন ॥২১—২২॥

তাহার বহুকাল পরে, জ্ঞান, যোগ, গুরুতর তপস্যা এবং বশিষ্ঠের অনুগ্রহে রাজর্ষি কল্মাষপাদ সেই শক্তির শাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥২৩॥

তাহার পর, মহিষীর ঋতুসময়ে রাজা তাঁহার সহিত রমণ করিতে উদ্যত হন, তখন মহিষী বারণ করেন; তথাপি কামমোহিত রাজা সে শাপ স্মরণ করিলেন না ॥২৪॥

এতস্মাৎ কারণাদ্রাজা বশিষ্ঠং সম্যযোজয়ৎ।
স্বদারেষু নরশ্রেষ্ঠ! শাপদোষসমন্বিতঃ ॥২৬॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথে
বাশিষ্ঠং সমাপ্তং নাম পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।
অস্মাকমনুরূপো বৈ যঃ স্যাদ্গন্ধর্ব্ব! বেদবিৎ।
পুরোহিতস্তমাচক্ষ্ব সর্ব্বং হি বিদিতং তব ॥১॥
গন্ধর্ব্ব উবাচ।
যবীয়ান্ দেবলস্যৈষ বনে ভ্রাতা তপস্যতি।
ধৌম্য উৎকোচকে তীর্থে তং বৃণুধ্বং যদীচ্ছথ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

এতস্মাদিতি। শাপদোষসমন্বিতো ব্রাহ্মণীশাপগ্রস্ত এব ॥২৬॥
ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-
সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথে পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

অস্মাকমিতি। অনুরূপঃ শুচিত্বাদিনা যোগ্যঃ। আচক্ষ্ব ব্রূহি ॥১॥
যবীয়ানিতি। যবীয়ান্ কনিষ্ঠঃ। উৎকোচকে তদাখ্যে ॥২॥

তদনন্তর মহিষীর কথা শুনিয়া রাজা চকিত হইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণীর শাপ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতাপ করিলেন ॥২৫॥

অর্জ্জুন! এই কারণেই সেই ব্রাহ্মণীর শাপগ্রস্ত রাজা আপন ভার্য্যার সহিত সঙ্গত হইবার জন্য বশিষ্ঠকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥২৬॥

অর্জ্জুন বলিলেন—'গন্ধর্ব্বরাজ! যিনি আমাদের উপযুক্ত পুরোহিত হইতে পারেন, তাঁহার বিষয় তুমি বল। কেন না, তোমারও সমস্তই জানা আছে ॥১॥

গন্ধর্ব্ব কহিল—'অর্জ্জুন! দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্য উৎকোচকতীর্থে তপোবনে থাকিয়া তপস্যা করিতেছেন; যদি তোমরা ইচ্ছা কর, তবে তাঁহাকেই যাইয়া পৌরোহিত্যে বরণ কর' ॥২॥

* '...অশীত্যধিকঃ...' '...দ্ব্যশীত্যধিকঃ...' '...ত্র্যশীত্যধিকঃ...' '...অষ্টনবত্যধিকঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽর্জ্জুনোঽস্ত্রমাগ্নেয়ং প্রদদৌ তদ্যথাবিধি।
গন্ধর্ব্বায় তদা প্রীতো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥৩॥
ত্বয্যেব তাবত্তিষ্ঠন্তু হয়া গন্ধর্ব্বসত্তম!।
কার্য্যকালে গ্রহীষ্যামঃ স্বস্তি তেঽস্ত্বিতি চাব্রবীৎ ॥৪॥
তেঽন্যোন্যমভিসম্পূজ্য গন্ধর্ব্বঃ পাণ্ডবাশ্চ হ।
রম্যাদ্ভাগীরথীতীরাদ্যথাকামং প্রতস্থিরে ॥৫॥
তত উৎকোচকং তীর্থং গত্বা ধৌম্যাশ্রমন্তু তে।
তং বব্রুঃ পাণ্ডবা ধৌম্যং পৌরোহিত্যায় ভারত! ॥৬॥
তান্ ধৌম্যঃ প্রতিজগ্রাহ সর্ববেদবিদাং বরঃ।
বন্যেন ফলমূলেন পৌরোহিত্যেন চৈব হ ॥৭॥
তে সমাশংসিরে লব্ধাং শ্রিয়ং রাজ্যঞ্চ পাণ্ডবাঃ।
ব্রাহ্মণং তং পুরস্কৃত্য পাঞ্চালীঞ্চ স্বয়ংবরে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তৎ গন্ধর্ব্বজয়হেতুভূতম্ ॥৩॥
ত্বয়ীতি। হয়াঃ ত্বয়া মহ্যং দাতুমিষ্টা অশ্বাঃ। স্বস্তি মঙ্গলম্ ॥৪॥
ত ইতি। অভিসম্পূজ্য নমস্কারাদিনা সম্মান্য ॥৫॥
তত ইতি। তীর্থং তত্রত্যং ধৌম্যাশ্রমঞ্চ গত্বেত্যর্থঃ ॥৬॥
তানিতি। বন্যেন ফলমূলেনাতিথিতয়া প্রতিজগ্রাহ আদদ্রে; পৌরোহিত্যেন তদঙ্গীকারেণ চ প্রতিজগ্রাহ স্বীচকার আত্মীয়ীচকারেত্যর্থঃ ॥৭॥
ত ইতি। রাজ্যঞ্চ লব্ধম্, পাঞ্চালীঞ্চ লব্ধাম্, সমাশংসিরে আশাবিষয়ীচক্রুঃ ॥৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বকে যথাবিধানে সেই আগ্নেয় অস্ত্র দান করিলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে এই কথা কহিলেন—॥৩॥

'গন্ধর্ব্বরাজ! সেই ঘোড়াগুলি তোমার কাছেই থা'ক্, আমরা যথাসময়ে সে গুলি লইব। তোমার মঙ্গল হউক' একথাও বলিলেন ॥৪॥

তাহার পর, গন্ধর্ব্ব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সম্মান দেখাইয়া সেই মনোহর গঙ্গাতীর হইতে ইচ্ছানুসারে প্রস্থান করিলেন ॥৫॥

তদনন্তর পাণ্ডবেরা উৎকোচকতীর্থে ধৌম্যের আশ্রমে যাইয়া সেই ধৌম্যকেই পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন ॥৬॥

সর্ব্ববেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ধৌম্যও বন্য ফল-মূল দ্বারা তাঁহাদিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন এবং পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করিলেন ॥৭॥

পুরোহিতেন তেনাথ গুরুণা সঙ্গতাস্তদা।
নাথবন্তমিবাত্মানং মেনিরে ভরতর্ষভাঃ ॥৯॥
স হি বেদার্থতত্ত্বজ্ঞস্তেষাং গুরুরুদারধীঃ।
তেন ধর্ম্মবিদা পার্থা যাজ্যা ধর্ম্মবিদঃ কৃতাঃ ॥১০॥
বীরাংস্তু স হি তান্ মেনে প্রাপ্তরাজ্যান্ স্বধর্ম্মতঃ।
বুদ্ধি-বীর্য্য-বলোৎসাহৈর্যুক্তান্ দেবানিব দ্বিজঃ ॥১১॥
কৃতস্বস্ত্যয়নাস্তেন ততস্তে মনুজাধিপাঃ।
মেনিরে সহিতা গন্তুং পাঞ্চাল্যাস্তং স্বয়ংবরম্ ॥১২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথে ধৌম্যপুরোহিতকরণং নাম ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

পুরোহিতেনেতি। সঙ্গতাঃ সম্মিলিতাঃ। নাথবন্তম্ অভিভাবকবন্তম্ ॥৯॥

স ইতি। গুরুঃ অভূৎ। পরঞ্চ তেন গুরুণা ধৌম্যেন ॥১০॥

বীরানিতি। বীর্য্যং দৈহিকং সামর্থ্যম্, বলঞ্চ মানসং সামর্থ্যম্ ॥১১॥

কৃতেতি। কৃতং স্বস্ত্যয়নং মঙ্গলসাধকং দেবপূজাদি যৈস্তে। মেনিরে ঈষুঃ ॥১২॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি চৈত্ররথে ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

অস্মাকমিতি ॥১—৬॥ প্রতিজগ্রাহ অঙ্গীচকার ॥৭॥ পাঞ্চালীঞ্চ লব্ধামাশংসিরে ॥৮—১২॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৬॥

পাণ্ডবগণ সেই ব্রাহ্মণকে পুরোহিত পাইয়া রাজ্য, রাজলক্ষ্মী এবং স্বয়ংবরে দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন বলিয়া আশা করিতে লাগিলেন ॥৮॥

এবং তাঁহারা তখন উপদেষ্টা ধৌম্য পুরোহিতের সহিত মিলিত হইয়া আপনাদিগকে অভিভাবকশালী বলিয়া মনে করিতে থাকিলেন ॥৯॥

বেদজ্ঞ এবং উদারবুদ্ধি ধৌম্য পাণ্ডবদের পুরোহিত হইয়া তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ ধর্ম্মজ্ঞ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥১০॥

আর, দেবতার ন্যায় দৈহিক বল, মানসিক বল ও উৎসাহশালী মহাবীর পাণ্ডবগণ ধর্ম্ম অনুসারেই রাজ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া ধৌম্য মনে করিতে থাকিলেন ॥১১॥

তাহার পর, পাণ্ডবগণ স্বস্ত্যয়ন করিয়া ধৌম্য পুরোহিতের সহিতই দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে যাইবার ইচ্ছা করিলেন ॥১২॥

* '…একাশীত্যধিকঃ…' '…ত্র্যশীত্যধিকঃ…' '…চতুরশীত্যধিকঃ…' '… একোনত্রিশততমঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽর্জ্জুনোঽস্ত্রমাগ্নেয়ং প্রদদৌ তদ্যথাবিধি।
গন্ধর্ব্বায় তদা প্রীতো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥৩॥
ত্বয্যেব তাবত্তিষ্ঠন্তু হয়া গন্ধর্ব্বসত্তম !।
কার্য্যকালে গ্রহীষ্যামঃ স্বস্তি তেঽস্ত্বিতি চাব্রবীৎ ॥৪॥
তেঽন্যোন্যমভিসম্পূজ্য গন্ধর্ব্বঃ পাণ্ডবাশ্চ হ।
রম্যাদ্ভাগীরথীতীরাদ্যথাকামং প্রতস্থিরে ॥৫॥
তত উৎকোচকং তীর্থং গত্বা ধৌম্যাশ্রমন্তু তে।
তং বব্রুঃ পাণ্ডবা ধৌম্যং পৌরোহিত্যায় ভারত ! ॥৬॥
তান্ ধৌম্যঃ প্রতিজগ্রাহ সর্ববেদবিদাং বরঃ।
বন্যেন ফলমূলেন পৌরোহিত্যেন চৈব হ ॥৭॥
তে সমাশংসিরে লব্ধাং শ্রিয়ং রাজ্যঞ্চ পাণ্ডবাঃ।
ব্রাহ্মণং তং পুরস্কৃত্য পাঞ্চালীঞ্চ স্বয়ংবরে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তৎ গন্ধর্ব্বজয়হেতুভূতম্ ॥৩॥
ত্বয়ীতি। হয়াঃ ত্বয়া মহ্যং দাতুমিষ্টা অশ্বাঃ। স্বস্তি মঙ্গলম্ ॥৪॥
ত ইতি। অভিসম্পূজ্য নমস্কারাদিনা সম্মান্য ॥৫॥
তত ইতি। তীর্থং তত্রত্যং ধৌম্যাশ্রমঞ্চ গত্বেত্যর্থঃ ॥৬॥
তানিতি। বন্যেন ফলমূলেনাতিথিতয়া প্রতিজগ্রাহ আদদ্রে; পৌরোহিত্যেন তদঙ্গীকারেণ চ প্রতিজগ্রাহ স্বীচকার আত্মীয়ীচকারেত্যর্থঃ ॥৭॥
ত ইতি। রাজ্যঞ্চ লব্ধম্, পাঞ্চালীঞ্চ লব্ধাম্, সমাশংসিরে আশাবিষয়ীচক্রুঃ ॥৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বকে যথাবিধানে সেই আগ্নেয় অস্ত্র দান করিলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে এই কথা কহিলেন—॥৩॥

'গন্ধর্ব্বরাজ। সেই ঘোড়াগুলি তোমার কাছেই থা'ক্, আমরা যথাসময়ে সে গুলি লইব। তোমার মঙ্গল হউক' একথাও বলিলেন ॥৪॥

তাহার পর, গন্ধর্ব্ব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সম্মান দেখাইয়া সেই মনোহর গঙ্গাতীর হইতে ইচ্ছানুসারে প্রস্থান করিলেন ॥৫॥

তদনন্তর পাণ্ডবেরা উৎকোচকতীর্থে ধৌম্যের আশ্রমে যাইয়া সেই ধৌম্যকেই পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন ॥৬॥

সর্ব্ববেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ধৌম্যও বন্য ফল-মূল দ্বারা তাঁহাদিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন এবং পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করিলেন ॥৭॥

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

——:০:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে নরশার্দ্দূলা ভ্রাতরঃ পঞ্চ পাণ্ডবাঃ।
প্রযযুর্দ্রৌপদীং দ্রষ্টুং তঞ্চ দেশং মহোৎসবম্ ॥১॥
তে প্রয়াতা নরব্যাঘ্রা সহ মাত্রা পরন্তপাঃ।
ব্রাহ্মণান্ দদৃশুর্মার্গে গচ্ছতঃ সঙ্গতান্ বহূন্ ॥২॥
ত উচুর্ব্রাহ্মণা রাজন্! পাণ্ডবান্ ব্রহ্মচারিণঃ।
ক্ব ভবন্তো গমিষ্যন্তি কুতো বাভ্যাগতা ইহ ॥৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আগতানেকচক্রায়াঃ সোদর্য্যানেকচারিণঃ।
ভবন্তো বৈ বিজানন্তু সহ মাত্রা দ্বিজর্ষভাঃ! ॥৪॥

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

গচ্ছতাদ্যৈব পাঞ্চালান্ দ্রুপদস্য নিবেশনে।
স্বয়ংবরো মহাংস্তত্র ভবিতা সুমহাধনঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। মহান্ উৎসবো যত্র তম্, তং দ্রৌপদীসম্বন্ধিনং দেশঞ্চ দ্রষ্টুম্ ॥১॥
ত ইতি। প্রয়াতাঃ প্রয়াস্ত ইত্যর্থঃ। সঙ্গতান্ সম্মিলিতান্ ॥২॥
ত ইতি। ব্রহ্মচারিণো ব্রহ্মচারিবেশধরান্ ॥৩॥
আগতানিতি। সোদর্য্যান্ ভ্রাতৄনিত্যর্থঃ। একং সহিতং চরন্তীতি তান্ ॥৪॥
গচ্ছতেতি। সুমহান্তি রাশীভূতানি ধনানি ব্যয়োন্মুখানি যত্র সঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে এবং মহোৎসবসম্পন্ন সেই দেশটীকে দেখিবার জন্য প্রস্থান করিলেন ॥১॥

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ মহাবীর পাণ্ডবগণ কুন্তীর সহিত যাইতে থাকিয়া, পথে সম্মিলিত অবস্থায় বহু ব্রাহ্মণকে যাইতে দেখিলেন ॥১॥

মহারাজ! তখন সেই ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচারি-বেশধারী পাণ্ডবগণকে বলিলেন—'আপনারা কোথায় যাইবেন? কোথা হইতেই বা আসিলেন?' ॥৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা ইহাই জানুন যে, আমরা পাঁচ ভাই মাতার সহিত এক সঙ্গে একচক্রানগরী হইতে আসিয়াছি' ॥৪॥

একসার্থং প্রয়াতাঃ স্ম বয়ং তত্রৈব গামিনঃ।
তত্র হ্যদ্ভুতসঙ্কাশো ভবিতা সুমহোৎসবঃ ॥৬॥
যজ্ঞসেনস্য দুহিতা দ্রুপদস্য মহাত্মনঃ।
বেদীমধ্যাৎ সমুৎপন্না পদ্মপত্রনিভেক্ষণা ॥৭॥
দর্শনীয়াঽনবদ্যাঙ্গী সুকুমারী মনস্বিনী।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনী দ্রোণশত্রোঃ প্রতাপিনঃ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)
যো জাতঃ কবচী খড়্গী সশরঃ সশরাসনঃ।
সুসমিদ্ধে মহাবাহুঃ পাবকে পাবকোপমঃ ॥৯॥
স্বসা তস্যানবদ্যাঙ্গী দ্রৌপদী তনুমধ্যমা।
নীলোৎপলসমো গন্ধো যস্যাঃ ক্রোশাৎ প্রবাতি বৈ ॥১০॥
যজ্ঞসেনস্য চ সুতাং স্বয়ংবরকৃতক্ষণাম্।
গচ্ছামো বৈ বয়ং দ্রষ্টুং তঞ্চ দিব্যং মহোৎসবম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

একেতি। একে একত্র মিলিতাঃ সার্থাঃ সমানপ্রয়োজনা যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্‌যথা তথা ॥৬॥
যজ্ঞেতি। বেদীমধ্যাৎ যজ্ঞীয়বেদীতঃ। অনবদ্যাঙ্গী অনিন্দ্যসর্ব্বাবয়বা ॥৭-৮॥
ধৃষ্টদ্যুম্নং বিশিনষ্টি য ইতি। সুসমিদ্ধে প্রজ্বলিতে। পাবকে বহ্নৌ ॥৯॥
স্বসেতি। স্বসা একাগ্নিতো জাতত্বাদ্ভগিনী। তনুমধ্যমা কৃশকটীদেশা ॥১০॥
যজ্ঞেতি। স্বয়মাত্মনৈব বরে বরনির্দ্ধারণে কৃতঃ ক্ষণ ঔৎসুক্যং যয়া তাম্ ॥১১॥

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—'আপনারা অদ্যই পাঞ্চালদেশে গমন করুন; সেখানে দ্রুপদ রাজার বাড়ীতে বহু ব্যয়ে বিশাল একটি স্বয়ংবরসভা হইবে ॥৫॥

আমরাও একসঙ্গে মিলিয়া সেইখানেই যাইতেছি। কেন না, সেখানে একটী অদ্ভুত মহোৎসব হইবে ॥৬॥

মহাত্মা দ্রুপদ রাজার কন্যা পদ্মনয়না দ্রৌপদী যজ্ঞবেদী হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আর তিনি প্রশস্তহৃদয় এবং দ্রোণশত্রু প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী ॥৭—৮॥

যে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কবচ, তরবারি, ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নি হইতে অগ্নির তুল্য উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥৯॥

অনিন্দ্যসুন্দরী ক্ষীণমধ্যা দ্রৌপদী সেই ধৃষ্টদ্যুম্নেরই ভগিনী, যাঁহার নীলোৎপলতুল্য শরীরের গন্ধ এক ক্রোশ দূর হইতে বহিত হইয়া থাকে ॥১০॥

সেই দ্রুপদকন্যা নিজেই বর নির্ব্বাচনের জন্য উৎসুক হইয়াছেন; তাঁহাকে দেখিবার জন্য এবং সেই মহোৎসব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আমরা যাইতেছি ॥১১॥

কৃতে বিবাহে দ্রুপদো ধনং দদৌ মহারথেভ্যো বহুরূপমুত্তমম্।
শতং রথানাং বরহেমমালিনাং চতুর্যুজাং হেমখলীনশালিনাম্ ॥২৪॥
শতং গজানামপি পদ্মিনাং তথা শতং গিরীণামিব হেমশৃঙ্গিণাম্।
তথৈব দাসীশতমগ্র্যযৌবনং মহার্হবেশাভরণাম্বরস্রজম্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

অথ কৃষ্ণায়াঃ পাণ্ডবেষু প্রত্যেকং কীদৃশঃ সম্বন্ধ আসীদিত্যাহ পতীতি। অত্র শ্বশুর-পদং শ্বশুরবন্মাননীয়ত্বাৎ পত্যুর্জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপরম্। স চ ভ্রাতৃশ্বশুর ইত্যুচ্যতে দায়ভাগাদিষু তথা দর্শনাৎ। দেবরপদঞ্চ পত্যুঃ কনিষ্ঠভ্রাতৃপরম্। তথা চ জ্যেষ্ঠে যুধিষ্ঠিরে, পাঞ্চাল্যা দ্রৌপদ্যাঃ, পতিশ্বশুরতা পরিণয়াৎ পতিত্বং পতিভূতভীমাদিজ্যেষ্ঠভ্রাতৃত্বাচ্চ ভ্রাতৃশ্বশুরতা, ন পুনর্দেবরত্বং কুতোঽপি, তস্য সর্ব্বজ্যেষ্ঠত্বাৎ। অনুজে কনিষ্ঠে সহদেবে, পতিদেবরতা পরিণয়াৎ পতিত্বম্, পতিভূতভীমাদিকনিষ্ঠভ্রাতৃত্বাচ্চ দেবরত্বম্, ন পুনর্ভ্রাতৃশ্বশুরত্বং কুতোঽপি, তস্য সর্ব্বকনিষ্ঠত্বাৎ। মধ্যমেষু চ ত্রিষু ভীমার্জ্জুননকুলেষু, ত্রিতয়ং ত্রিতয়ম্—পতিত্বং ভ্রাতৃ-শ্বশুরত্বং দেবরত্বঞ্চেতি ত্রয়ং ত্রয়মেবাসীৎ। তথা চ ভীমে পরিণয়াৎ পতিত্বম্, অর্জ্জুনাদ্য-পেক্ষয়া জ্যেষ্ঠত্বাদ্ভ্রাতৃশ্বশুরত্বম্, যুধিষ্ঠিরতঃ কনিষ্ঠভ্রাতৃত্বাচ্চ দেবরত্বমিতি। এবমর্জ্জুন-নকুলয়োরপ্যূহ্যম্ ॥২৩।

কৃত ইতি। মহারথেভ্যঃ পাণ্ডবেভ্যঃ। চতুর্যুজাম্ অশ্বচতুষ্টয়যুক্তানাম্, হেমখলীনৈঃ সুবর্ণকবিকাভিঃ শালন্ত ইতি তেষাম্। "কবিকা তু খলীনোঽস্ত্রী" ইত্যমরঃ ॥২৪॥

শতমিতি। পদ্মিনাং পদ্মাকারশিরোভূষণযুক্তানাম্। হেমশৃঙ্গিণাং স্বর্ণময়শিখরশালি-নাম্ গিরীণাং পর্ব্বতানামিব। অগ্র্যাণি উত্তমানি যৌবনানি যস্য তৎ। দদাবিত্যনুকর্ষঃ। স্রক্শব্দাদৎপ্রত্যয় আর্ষঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তপঃ ॥২—৭॥ পৌষ্যং পুষ্যত্যনেনেতি তং ন তু পুষ্যং তস্যাবৈবাহিকত্বাৎ, পৌষ্পমিতি পাঠে পুষ্পায় হিতং বহুসন্ততিপ্রদমিত্যর্থঃ। হে আত্ম! হে জ্যেষ্ঠ! ॥৮—২৩॥ চতুর্যুজামশ্ব-চতুষ্টয়যুজাম্, হেমময়ং খলীনমশ্বমুখস্থং নিয়ামকং "লগাম" ইতি ভাষয়া প্রসিদ্ধম্, রথপ্রসঙ্গাৎ

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর পতি ও কেবল ভাসুর হইলেন এবং সহদেব তাঁহার পতি ও কেবল দেবর হইলেন, আর ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল ইঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহার পতি, ভাসুর ও দেবর হইলেন ॥২৩॥

বিবাহ হইয়া গেলে, দ্রুপদ রাজা পাণ্ডবগণকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট ধন এবং এক শত রথ যৌতুক দিলেন; তাহার প্রত্যেক রথে সোণার ঝালর ও সোণার লাগামযুক্ত চারিটী করিয়া অশ্ব ছিল ॥২৪॥

স্বর্ণময়-শৃঙ্গযুক্ত এক শত পর্ব্বতের ন্যায় স্বর্ণভূষিত এক শত হস্তী এবং

(২৪)···হেমখলীনমালিনাম্।

পৃথক্ পৃথগ্ দিব্যদৃশাং পুনর্দদৌ তদা ধনং সৌমকিরগ্নিসাক্ষিকম্।
তথৈব বস্ত্রাণি বিভূষণানি প্রভাবযুক্তানি মহানুভাবঃ ॥২৬॥
কৃতে বিবাহে তু ততস্তু পাণ্ডবাঃ প্রভূতরত্নামুপলভ্য তাং শ্রিয়ম্।
বিজহ্রুরিন্দ্রপ্রতিমা মহাবলাঃ পুরে তু পাঞ্চালনৃপস্য তস্য হ ॥২৭॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বৈবাহিকে দ্রৌপদীবিবাহে একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—০—

ভারতকৌমুদী

পৃথগিতি। দিব্যদৃশাং সুন্দরনয়নানাং দাসীনাং শতমিত্যনুকর্ষঃ। সৌমকিদ্রু'পদঃ ॥২৬॥

কৃত ইতি। প্রভূতানি প্রচুরাণি রত্নালঙ্কারা যস্যাস্তাম্, শ্রিয়ং স্বর্গশ্রিয়োঽবতারভূতাং দ্রৌপদীম্। ইন্দ্রপ্রতিমা ইন্দ্রতুল্যাঃ ॥২৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বৈবাহিকে একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—*—

ভারতভাবদীপঃ

বা খলীনং যুগং তেন মালিনাম্ মুক্তামযৈর্ঃ ॥২৪॥ পদ্মানি গজোত্তমলক্ষণানি তদ্বতাং পদ্মিনাম্, শ্রীমতাং বা। যদ্বা হেমশৃঙ্গিণামিতি দৃষ্টান্তানুগুণ্যাৎ পদ্মাকারং গজপল্যাণমষ্টকোণমষ্টস্তম্ভং শিখরকলশাদিযুক্তং তদ্বতাম্ ॥২৬--২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯১॥

—ঃ০ঃ—

মহামূল্য বেশ, আভরণ, বস্ত্র ও মাল্যযুক্ত পূর্ণযুবতি এক শত দাসী দান করিলেন ॥২৫॥

আর, মহাত্মা দ্রুপদ রাজা অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া পাণ্ডবগণের প্রত্যেককেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সুনয়না অনেক দাসী, প্রচুর ধন, মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার দান করিলেন। ২৬।

বিবাহ হইয়া গেলে, ইন্দ্রতুল্য বলবান্ পাণ্ডবগণ প্রচুর রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃতা স্বর্গলক্ষ্মীরূপা সেই দ্রৌপদীকে লইয়া দ্রুপদের পুরে বিহার করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

—ঃ০ঃ—

* '...ষণ্ণবত্যধিকঃ...', '...অষ্টনবত্যধিকঃ...', '...দ্বিশততমঃ...', '...পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:•:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তাঃ প্রয়াতাস্তে পাণ্ডবা জনমেজয়! ।
রাজ্ঞা দক্ষিণপাঞ্চালান্ দ্রুপদেনাভিরক্ষিতান্ ॥১॥
ততস্তে তু মহাত্মানং শুদ্ধাত্মানমকল্মষম্।
দদৃশুঃ পাণ্ডবা বীরা মুনিং দ্বৈপায়নং তদা ॥২॥
তস্মৈ যথাবৎ সৎকারং কৃত্বা তেন চ সৎকৃতাঃ।
কথান্তে চাভ্যনুজ্ঞাতাঃ প্রযযুর্দ্রুপদক্ষয়ম্ ॥৩॥
পশ্যন্তো রমণীয়ানি বনানি চ সরাংসি চ।
তত্র তত্র বসন্তশ্চ শনৈর্জগ্মুর্মহারথাঃ ॥৪॥
স্বাধ্যায়বন্তঃ শুচয়ো মধুরাঃ প্রিয়বাদিনঃ।
আনুপূর্ব্ব্যেণ সম্প্রাপ্তাঃ পাঞ্চালান্ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। ব্রাহ্মণৈরেবমুক্তাঃ। প্রয়াতাঃ প্রস্থিতাঃ ॥১॥
তত ইতি। শুদ্ধাত্মানং পবিত্রচিত্তম্, অকল্মষং তপসা নির্দ্ধূতপাপম্ ॥২॥
তস্মা ইতি। সৎকারং নমস্কারম্। সৎকৃতা আদৃতাঃ। দ্রুপদস্য ক্ষয়ং ভবনম্ ॥৩॥
পশ্যন্ত ইতি। তত্র তত্র বনেষু সরঃসু চ। মহারথাঃ পাণ্ডবাঃ ॥৪॥
স্বেতি। স্বাধ্যায়বন্তঃ কৃতবেদপাঠাঃ। মধুরা মনোহরাকৃতয়ঃ। আনুপূর্ব্ব্যেণ ক্রমেণ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা এইরূপ বলিলে, পাণ্ডবগণ দ্রুপদরক্ষিত দক্ষিণ পাঞ্চালদেশের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥১॥

তাহার পর, তাঁহারা পবিত্রচিত্ত ও নিষ্পাপ মহাত্মা বেদব্যাসকে দেখিতে পাইলেন ॥২॥

তখন পাণ্ডবেরা বেদব্যাসকে নমস্কার করিলে, তিনিও তাঁহাদের আদর করিলেন। তৎপরে দুই চারিটী কথার পর বেদব্যাসের অনুমতিক্রমে পাণ্ডবেরা দ্রুপদনগরের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৩॥

তাঁহারা পথে মনোহর বন ও সরোবর দেখিতে থাকিয়া এবং সেই সেই স্থানে কিছু কাল কিছু কাল অবস্থান করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন ॥৪॥

বেদপাঠী, পবিত্রচিত্ত, মনোহরাকৃতি এবং প্রিয়বাদী পাণ্ডবগণ ক্রমে পাঞ্চালদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৫॥

তে তু দৃষ্ট্বা পুরং তচ্চ স্কন্ধাবারঞ্চ পাণ্ডবাঃ।
কুম্ভকারস্য শালায়াং নিবাসং চক্রিরে তদা ॥৬॥
তত্র ভৈক্ষ্যং সমাজহ্রুর্ব্রাহ্মীং বৃত্তিমাশ্রিতাঃ।
তান্ সম্প্রাপ্তাংস্তথা বীরান্ জজ্ঞিরে ন নরাঃ ক্বচিৎ ॥৭॥
যজ্ঞসেনস্য কামস্তু পাণ্ডবায় কিরীটিনে।
কৃষ্ণাং দদ্যামিতি সদা ন চৈতদ্বিবৃণোতি সঃ ॥৮॥
সোঽন্বেষমাণঃ কৌন্তেয়ং পাঞ্চাল্যো জনমেজয়!।
দৃঢ়ং ধনুরনানম্যং কারয়ামাস ভারত! ॥৯॥
যন্ত্রং বৈহায়সঞ্চাপি কারয়ামাস কৃত্রিমম্।
তেন যন্ত্রেণ সমিতং রাজা লক্ষ্যং চকার সঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। স্কন্ধং সৈন্যব্যূহম্ আবৃণোতীতি স্কন্ধাবারঃ সেনানিবাসস্তম্ ॥৬॥

তত্রেতি। ব্রাহ্মীং বৃত্তিমাশ্রিতাঃ, আপদি সর্ব্বেষামেব বৃত্ত্যন্তরবিধানাৎ ॥৭॥

যজ্ঞেতি। কিরীটিনে অর্জ্জুনায়। কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্। বিবৃণোতি লোকায় প্রকাশয়তি স্ম ॥৮॥

স ইতি। স দ্রুপদঃ, কৌন্তেয়ং দ্রোণেনাত্মপরাজয়কালে পরীক্ষিতশক্তিকমর্জ্জুনম্। আনম্যম্ অন্যৈরানময়িতুমশক্যম্। অর্জ্জুনসদৃশপুরুষস্য গৃহদাহেন দাহঃ খল্বসম্ভব এব। তেন চাসৌ কুত্রাপি প্রচ্ছন্নস্তিষ্ঠেৎ, ইমং স্বয়ংবরবৃত্তান্তং শ্রুত্বা চাগচ্ছেৎ স এব চেদং ধনুরানময়েৎ লক্ষ্যঞ্চ বিধ্যেৎ। এবঞ্চার্জ্জুনায় কৃষ্ণাদানং সিধ্যতীতি বিভাব্য দ্রুপদেনেদং কৃতমিতি বোধ্যম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৫॥ স্কন্ধাবারং রাজগৃহপ্রাকারং লোকসমূহস্থানং বা। "স্কন্ধঃ স্যাদ্-পতাবংসে সাম্পরায়সমূহয়োঃ" ইতি মেদিনী ॥৬॥ ন জজ্ঞিরে ন জ্ঞাতবন্তঃ ॥৭—৮॥ অনানম্যং নময়িতুমশক্যম্ ॥৯॥ বৈহায়সমন্তরিক্ষগতম্। যন্ত্রং তীরবেগবত্তয়া ভ্রমণেন লক্ষ্যমার্গ-

---

প্রথমে তাঁহারা রাজধানী এবং সেনানিবাস সকল দেখিয়া কোন কুম্ভকারের বাড়ী যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥৬॥

সেখানে তাঁহারা ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতে লাগিলেন; সুতরাং তত্রত্য লোকেরা কখনও তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিল না ॥৭॥

দ্রুপদ রাজার সর্ব্বদাই এইরূপ ইচ্ছা ছিল যে, 'পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের হস্তে দ্রৌপদীকে দান করিব; কিন্তু তিনি এ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন নাই ॥৮॥

সেই নিমিত্তই তিনি অর্জ্জুনকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য এমন একখানি ধনু নির্ম্মাণ করাইলেন, যাহা অন্যে নোয়াইতে পারিবে না ॥৯॥

দ্রুপদ উবাচ।

ইদং সজ্যং ধনুঃ কৃত্বা সজ্জৈরেভিশ্চ সায়কৈঃ।
অতীত্য লক্ষ্যং যো বেদ্ধা স লব্ধা মৎসুতামিতি ॥১১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইতি স দ্রুপদো রাজা স্বয়ংবরমঘোষয়ৎ।
তচ্ছ্রুত্বা পার্থিবাঃ সর্বে সমীয়ুস্তত্র ভারত ! ॥১২॥
ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ স্বয়ংবরদিদৃক্ষবঃ।
দুর্য্যোধনপুরোগাশ্চ সকর্ণাঃ কুরবো নৃপ ! ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
ব্রাহ্মণাশ্চ মহাভাগা দেশেভ্যঃ সমুপাগমন্।
ততোঽর্চ্চিতা রাজগণা দ্রুপদেন মহাত্মনা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

যন্ত্রমিতি। বিহায়সি আকাশে স্থিতমিতি বৈহায়সম্। সমিতং সংলগ্নম্ ॥১০॥

ইদমিতি। সজ্যম্ আরোপিতগুণকম্। অতীত্য অধঃস্থিতং যন্ত্রমতিক্রম্য ॥১১॥

ইতীতি। স্বয়ংবরে কন্যার্থিভিঃ কর্ত্তব্যম্। কর্ণেন সহেতি সকর্ণাঃ ॥১২—১৩॥

ব্রাহ্মণা ইতি। অর্চ্চিতা অন্নপানাদ্যৈঃ সৎকৃতাঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

সঙ্কোচকমন্তরাবন্ধম্। সমিতং যন্ত্রচ্ছিদ্রদ্বারোপলক্ষিতম্, লক্ষ্যমপি বৈহায়সমিত্যর্থঃ। অস্ত্রশিক্ষায়ামেকেনার্জ্জুনেনৈব চললক্ষ্যপাতনং কৃতম্, অতঃ স এব চলযন্ত্রদ্বারা লক্ষ্যং ভেৎস্যতি নান্য ইতি তদন্বেষণায়ায়ং যত্নো দ্রুপদেন কৃতঃ। যদ্যপি কর্ণস্যাপ্যেতৎ সুকরং তথাপি হীনকুলত্বাৎ স সুপরিহর ইতি ভাবঃ ॥১০॥ সজ্যং ধনুঃ কৃত্বা ইদং যন্ত্রমতীত্য লক্ষ্যং যো বেদ্ধা বেদ্ধুং সমর্থঃ ॥১১—১৪॥ উপোপবিষ্টাঃ পাদপূরণার্থা উপেত্যস্যাবৃত্তিঃ, "প্রসমুপোদঃ

আর, তিনি আকাশে একটি কৃত্রিম যন্ত্র নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাহার উপরিভাগে তৎসংলগ্নভাবে একটি লক্ষ্যও তৈয়ারী করাইলেন ॥১০॥

তাহার পর দ্রুপদ বলিলেন—'যিনি এই ধনুতে গুণারোপণ করিয়া এই বাণ কয়টী দ্বারা যন্ত্র অতিক্রমপূর্ব্বক এই লক্ষ্য বেধ করিতে পারিবেন, তিনিই আমার কন্যা লাভ করিবেন' ॥১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দ্রুপদ রাজা এই ভাবে স্বয়ংবরে কন্যাপ্রার্থীদের কর্ত্তব্য ঘোষণা করিলেন; তাহা শুনিয়া অন্যান্য রাজারা, কর্ণের সহিত দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কুরুবংশীয়েরা এবং স্বয়ংবরদর্শনার্থী ঋষিরা সেখানে আসিলেন ॥১২—১৩॥

নানাদেশ হইতে ব্রাহ্মণেরাও দেখিতে আসিলেন। তাহার পর দ্রুপদ রাজা অন্নপানাদি দ্বারা আগন্তুক রাজাদের সংবর্দ্ধনা করিলেন ॥১৪॥

উপোপবিষ্টা মঞ্চেষু দ্রষ্টুকামাঃ স্বয়ংবরম্।
ততঃ পৌরজনাঃ সর্বে সাগরোদ্ধূতনিস্বনাঃ ॥১৫॥
শিশুমারশিরঃ প্রাপ্য ন্যবসংস্তে চ পার্থিবাঃ।
প্রাগুত্তরেণ নগরাদ্ভূমিভাগে সমে শুভে ॥১৬॥
সমাজবাটঃ শুশুভে ভবনৈঃ সর্বতো বৃতঃ।
প্রাকারপরিখোপেতো দ্বারতোরণমণ্ডিতঃ ॥১৭॥
বিতানেন বিচিত্রেণ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতঃ।
তূর্য্যৌঘশতসঙ্কীর্ণঃ পরার্দ্ধ্যাগুরুধূপিতঃ ॥১৮॥
চন্দনোদকসিক্তশ্চ মাল্যদামোপশোভিতঃ।
কৈলাসশিখরপ্রখ্যৈর্নভস্তলবিলেখিভিঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি। উপোপবিষ্টাঃ সমীপে সমীপে স্থিতাঃ। "উপ স্যাদধিকার্থে চ হীনার্থাসন্নয়োরপি" ইতি মেদিনী। সাগরেণেব উদ্ধূত উত্তোলিতো নিস্বনঃ কোলাহলো যৈস্তে ॥১৫॥

শিশ্বিতি। শিশুমারো নক্ষত্রসমূহাত্মকো নারায়ণস্তস্য শির ঐশানী দিক্ তাং প্রাপ্য। "শিশুমারস্য যঃ প্রোক্তঃ স ধ্রুবো যত্র তিষ্ঠতি" ইত্যাদিনা বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে দ্বাদশাধ্যায়ে "কেচিদেতজ্জ্যোতিরনীকং শিশুমারসংস্থানেন ভগবতো বাসুদেবস্য যোগধারণয়ানুবর্ণয়ন্তি" ইত্যাদিনা শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশতিতমাধ্যায়ে চ শিশুমারো বর্ণিতঃ। অতএবাহ নগরাৎ প্রাগুত্তরেণ পূর্ব্বোত্তরকোণে ॥১৬॥

সভাস্থানং ষড়্ভিঃ কুলকেন বর্ণয়তি সমাজেতি। সমাজস্য আগন্তুকলোকসমূহস্য বাটো বাসস্থানম্। "বাটো মার্গে বৃতিস্থানে স্যাৎ কুনীবাস্তুনোঃ স্ত্রিয়াম্" ইতি মেদিনী। পরার্দ্ধ্যোৎকৃষ্টৈরগুরুভির্ধূপিতঃ সন্তাপ্য সুরভীকৃতঃ। কৈলাসস্য গিরেঃ শিখরপ্রখ্যৈঃ শৃঙ্গতুল্যৈঃ

ভারতভাবদীপঃ

পাদপূরণে" ইতি ॥১৫॥ শিশুমারো জলজন্তুঃ, তদকারস্তারাসমূহাত্মকো বিষ্ণুঃ, তস্য শিরঃ-

তদনন্তর, পুরবাসী লোকেরা স্বয়ংবর দেখিবার ইচ্ছায় সমুদ্রের ন্যায় কোলাহল করিতে থাকিয়া মঞ্চের উপরে নিকটে নিকটে উপবেশন করিলন ॥১৫॥

রাজধানীর পূর্ব্বোত্তরকোণে সমতল ও সুন্দর স্থানে রাজারা নক্ষত্রসমূহাত্মক নারায়ণের মস্তকের দিকে উপবেশন করিলেন ॥১৬॥

মধ্যে বিশাল সভামণ্ডপ, তাহার সকল দিকে অট্টালিকা, তাহার বাহিরে প্রাচীন পরিখা এবং দ্বারে দ্বারে তোরণ ছিল; উপরে বিচিত্র চন্দ্রাতপ দ্বারা আবরণ করা হইয়াছিল; কোন স্থানে বহুতর ভেরী ছিল; উৎকৃষ্ট অগুরুর সৌরভ বাহির হইতেছিল; সকল স্থানই চন্দনের জলে সিক্ত ছিল এবং পুষ্প-

(১৬)…ন্যবিশংস্তে চ…।

সর্ব্বতঃ সংবৃতঃ শুভ্রৈঃ প্রাসাদৈঃ সুকৃতোচ্ছ্রয়ৈঃ।
সুবর্ণজালসংবীতৈর্মণিকুট্টিমভূষিতৈঃ ॥২০॥
সুখারোহণসোপানৈর্মহাসনপরিচ্ছদৈঃ।
স্রগ্দামসমবচ্ছন্নৈরগুরূত্তমবাসিতৈঃ ॥২১॥
হংসাচ্ছবর্ণৈর্ব্বহুভিরাযোজনসুগন্ধিভিঃ।
অসংবাধশতদ্বারৈঃ শয়নাসনশোভিতৈঃ।
বহুধাতুপিনদ্ধাঙ্গৈর্হিমবচ্ছিখরৈরিব ॥২২॥ (কুলকম্)
তত্র নানাপ্রকারেষু বিমানেষু স্বলঙ্কৃতাঃ।
স্পর্দ্ধমানাস্তদান্যোন্যং নিষেদুঃ সর্ব্বপার্থিবাঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

শুভ্রত্বাৎ। সুষ্ঠু কৃত উচ্ছ্রয় ঔন্নত্যং যেষাং তৈঃ। সুবর্ণজালেন সংবীতৈর্বেষ্টিতৈঃ। কুট্টিমানি বদ্ধভূময়ঃ। অগুরুভিরুত্তমং যথা স্যাত্তথা বাসিতৈঃ। হংসবৎ অচ্ছবর্ণৈঃ শুভ্রবর্ণৈঃ। অসংবাধানি বিশালত্বাদসঙ্কীর্ণানি শতদ্বারাণি যেষাং তৈঃ। বহুভির্ধাতুভিঃ পিনদ্ধানি বদ্ধানি অঙ্গানি যেষাং তৈঃ। দ্বাবিংশপদ্যং ষট্পদম্ ॥১৭—২২॥

তত্রেতি। বিমানেষু সপ্ততলভবনেষু। নিষেদুরুপবিষ্টাঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রদেশে ঐশান্যাং দিশি, অতএব সা অপরাজিতা দিক্, তাং দিশং প্রাপ্য স্থবিশন্, তামেব দিশমাহ—প্রাগিতি। প্রাগুত্তরেণ প্রাগুদীচ্যোরন্তরালে নগরাৎ সমীপে। "এবমন্তরস্যাদূরে পঞ্চম্যা" ইত্যেনবন্তমিদম্ ॥১৬—২২॥ বিমানেষু সপ্তভূমিগৃহেষু, "বিমানো ব্যোমযানে

মাল্যদ্বারা অলঙ্কৃত করা হইয়াছিল। কৈলাসপর্ব্বতের শৃঙ্গতুল্য উচ্চ ও শুভ্রবর্ণ বহুতর প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল; সেগুলির ভিতরে মণি দ্বারা বহুতর বেদী নির্ম্মাণ করিয়া সেগুলিকে আবার সোণার ঝালরযুক্ত বস্ত্রে আবৃত করা হইয়াছিল; সুখে আরোহণ করা যায় এইরূপ সোপান ছিল; সে গুলিকেও মালা দ্বারা আবৃত করিয়া অগুরু দ্বারা সুবাসিত করা হইয়াছিল; সেই প্রাসাদসমূহের ভিত্তি সকল হংসের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ছিল, তাহার সৌরভ বহুদূরে যাইতেছিল; নানাবিধ ধাতু দ্বারা চিত্রিত থাকায় সে প্রাসাদগুলি হিমালয়ের শৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছিল; আর তাহার ভিতরে মহামূল্য আসন, শয্যা ও পরিচ্ছদ ছিল ॥১৭—২২॥

সেইখানে নানাবিধ সপ্ততল অট্টালিকাতে রাজারা অলঙ্কৃত হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতে থাকিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

(২২) হংসাংসবর্ণৈঃ...।

তত্রোপবিষ্টান্ দদৃশুর্মহাসত্ত্বপরাক্রমান্।
রাজসিংহান্ মহাভাগান্ কৃষ্ণাগুরুবিভূষিতান্ ॥২৪॥
মহাপ্রসাদান্ ব্রহ্মণ্যান্ স্বরাষ্ট্রপরিরক্ষিণঃ।
প্রিয়ান্ সর্বস্য লোকস্য স্বকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ শুভৈঃ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)
মঞ্চেষু চ পরার্দ্ধ্যেষু পৌরজানপদা জনাঃ।
কৃষ্ণাদর্শনসিদ্ধ্যর্থং সর্বতঃ সমুপাবিশন্ ॥২৬॥
ব্রাহ্মণৈস্তে চ সহিতাঃ পাণ্ডবাঃ সমুপাবিশন্।
ঋদ্ধিং পাঞ্চালরাজস্য পশ্যন্তস্তামনুত্তমাম্ ॥২৭॥
ততঃ সমাজো ববৃধে স রাজন্! দিবসান্ বহূন্।
রত্নপ্রদানবহুলঃ শোভিতো নটনর্ত্তকৈঃ ॥২৮॥
বর্ত্তমানে সমাজে তু রমণীয়েঽহ্নি ষোড়শে।
আপ্লুতাঙ্গী সুবসনা সর্বাভরণভূষিতা ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। মহান্তৌ সত্ত্বপরাক্রমৌ অধ্যবসায়বিক্রমৌ যেষাং তান্, রাজসিংহান্ রাজশ্রেষ্ঠান্, মহাপ্রসাদান্ প্রজাস্বতীবপ্রসন্নান্, ব্রহ্মণ্যান্ ব্রাহ্মণহিতান্ ॥২৪—২৫॥

মঞ্চেষিতি। পরার্দ্ধ্যেষু উৎকৃষ্টেষু। কৃষ্ণায়া দ্রৌপদ্যা দর্শনস্য সিদ্ধ্যর্থং লাভার্থম্ ॥২৬॥

ব্রাহ্মণৈরিতি। ঋদ্ধিং সম্পদম্। অনুত্তমাং সর্ব্বোৎকৃষ্টাম্ ॥২৭॥

তত ইতি। সমাজো লোকসংঘঃ। রত্নপ্রদানি বহুলানি যত্র সঃ ॥২৮॥

উপস্থিত লোকেরা দেখিতে লাগিল যে, অসাধারণ অধ্যবসায়ী, পরাক্রমশালী, প্রজাবর্গের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন, ব্রাহ্মণহিতৈষী, স্ব স্ব রাজ্যরক্ষক এবং আপন আপন লোকহিতকর কার্য্য দ্বারা সমস্ত লোকের প্রিয় রাজারা অগুরুপ্রভৃতি গন্ধদ্রব্যে অলঙ্কৃত হইয়া সেই সকল স্থানে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ॥২৪—২৫॥

নগরবাসী ও দেশবাসী লোকেরা দ্রৌপদীকে দেখিবার জন্য সকল দিকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মঞ্চের উপরে উপবেশন করিল ॥২৬॥

আর পাণ্ডবেরা দ্রুপদ রাজার সেই অসাধারণ সম্পদ দেখতে থাকিয়া ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই উপবেশন করিলেন ॥২৭॥

মহারাজ! তাহার পর, অনেক দিন ধরিয়া সেই লোকসমাজ বৃদ্ধি পাইল, প্রচুর ধন-রত্ন দান চলিতে লাগিল এবং নট ও নর্ত্তকগণ অভিনয় ও নৃত্য করিতে থাকিল ॥২৮॥

এইরূপ সমাজ সন্নিবিষ্ট হইলে, ষোল দিনের দিন দ্রৌপদী স্নান ও সুন্দর

মালাঞ্চ সমুপাদায় কাঞ্চনীং সমলঙ্কৃতাম্।
অবতীর্ণা ততো রঙ্গং দ্রৌপদী ভরতর্ষভ! ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)
পুরোহিতঃ সোমকানাং মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণঃ শুচিঃ।
পরিস্তীর্য্য জুহাবাগ্নিমাজ্যেন বিধিবত্তদা ॥৩১॥
স তর্পয়িত্বা জ্বলনং ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচ্য চ।
বারয়ামাস সর্বাণি বাদিত্রাণি সমন্ততঃ ॥৩২॥
নিঃশব্দে তু কৃতে তস্মিন্ ধৃষ্টদ্যুম্নো বিশাংপতে!।
কৃষ্ণামাদায় বিধিবন্মেঘদুন্দুভিনিস্বনঃ ॥৩৩॥
রঙ্গমধ্যে গতস্তত্র মেঘগম্ভীরয়া গিরা।
বাক্যমুচ্চৈর্জগাদেদং শ্লক্ষ্ণমর্থবদুত্তমম্ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

বর্ত্তমান ইতি। আপ্লুতাঙ্গী গন্ধচন্দনাদিভিঃ সিক্তাবয়বা। কাঞ্চনীং সৌবর্ণীম্, সমলঙ্কৃতাং হীরকাদিভিঃ শোভিতাম্ ॥২৯—৩০॥

পুরোহিত ইতি। সোমকানাং দ্রুপদবংশীয়ানাম্। পরিস্তীর্য্য প্রণীয় ॥৩১॥

স ইতি। জ্বলনমগ্নিম্। বারয়ামাস, অন্যথা ধৃষ্টদ্যুম্নোক্তির্ন শ্রূয়েতেতি ভাবঃ ॥৩২॥

নিঃশব্দ ইতি। তস্মিন্ সমাজে। কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্। মেঘদুন্দুভ্যোরিব নিস্বনঃ স্বরো যস্য সঃ। শ্লক্ষ্ণং কোমলম্, অর্থবৎ সঙ্গতার্থকম ॥৩৩—৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

চ সপ্তভূমিগৃহেঽপি চ" ইতি মেদিনী ॥২৩—৩০॥ পরিস্তীর্য্য দর্ভৈঃ পরিতঃ স্তীর্ত্বা ॥৩১—৩৪॥

বস্ত্র পরিধান করিয়া সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া এবং মণিখচিত সুবর্ণমালা ধারণ করিয়া সেই রঙ্গস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥২৯—৩০॥

তখন মন্ত্রজ্ঞ ও পবিত্র সোমকবংশীয়দিগের পুরোহিত অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহাতে ঘৃত দ্বারা যথাবিধানে হোম করিলেন ॥৩১॥

তিনি হোম করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন পাঠ করাইয়া, সকল দিকের সকল বাদ্য নিবারণ করিলেন ॥৩২॥

মহারাজ! সেই রঙ্গস্থানটীকে নীরব করা হইলে, মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর-কণ্ঠধ্বনিসম্পন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন যথানিয়মে দ্রৌপদীকে লইয়া, সেই রঙ্গমধ্যে যাইয়া, মেঘের ন্যায় গম্ভীরভাবে উচ্চ স্বরে কোমল, সঙ্গত এবং মনোহর এই কথা কয়টি বলিলেন ॥৩৩—৩৪॥

---

(৩২) সন্তর্পয়িত্বা জ্বলনম্...।

ইদং ধনুর্লক্ষ্যমিমে চ বাণাঃ শৃণ্বন্তু মে ভূপতয়ঃ সমেতাঃ।
ছিদ্রেণ যন্ত্রস্য সমর্পয়ধ্বং লক্ষ্যং শিতৈর্ব্যোমচরৈর্দশার্দ্ধৈঃ ॥৩৫॥
এতন্মহৎ কর্ম্ম করোতি যো বৈ কুলেন রূপেণ বলেন যুক্তঃ।
তস্যাদ্য ভার্য্যা ভগিনী মমেয়ং কৃষ্ণা ভবিত্রী ন মৃষা ব্রবীমি ॥৩৬॥
তানেবমুক্ত্বা দ্রুপদস্য পুত্রঃ পশ্চাদিদং তাং ভগিনীমুবাচ।
নাম্না চ গোত্রেণ চ কর্ম্মণা চ সঙ্কীর্ত্তয়ন্ ভূমিপতীন্ সমেতান্ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি স্বয়ংবরে ধৃষ্টদ্যুম্নবাক্যে অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥*

—— ০ ——

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি। সমর্পয়ধ্বং বিধ্যত। ব্যোমচরৈর্ব্বাণৈঃ, দশার্দ্ধৈঃ পঞ্চভিঃ ॥৩৫॥
এতদিতি। করোতি কর্ত্তুং শক্নোতি। কুলেনেতি সূতপুত্রকর্ণাদিব্যবচ্ছেদার্থম্ ॥৩৬॥
তানিতি। সঙ্কীর্ত্তয়ন্ পরিচয়ার্থং বর্ণয়ন্। সমেতান্ সমাগতান্ ॥৩৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি স্বয়ংবরে অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:•:——

ভারতভাবদীপঃ

ইদং ধনুঃ, ইদঞ্চ লক্ষ্যম্, ইমে চ বাণাঃ, চলযন্ত্রচ্ছিদ্রদ্বারা যুগপৎ পঞ্চ বাণান্ লক্ষ্যে যঃ সমর্পয়তি তস্যাদ্য ভার্য্যা ভগিনী মমেয়মিতি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ। ব্যোমচরৈঃ বাণৈঃ ॥৩৫—৩৬॥ তান্ নৃপান্ প্রতি ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৮॥

——০:০:০——

'সমবেত রাজগণ আমার কথা শ্রবণ করুন—এই ধনু, এই বাণ এবং ঐ লক্ষ্য; আপনারা এই সুধার পাঁচটী বাণ দ্বারা ঐ যন্ত্রের ছিদ্রের মধ্য দিয়া ঐ লক্ষ্যটাকে বিদ্ধ করুন ॥৩৫॥

উচ্চ বংশ, মনোহর রূপ এবং অসাধারণ বলশালী যে রাজপুত্র এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন, আমার ভগিনী এই দ্রৌপদী আজ তাঁহারই ভার্য্যা হইবেন। ইহা আমি মিথ্যা বলিতেছি না'। ৩৬॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজগণকে এইরূপ বলিয়া, নাম, গোত্র ও কার্য্য দ্বারা উপস্থিত রাজগণের পরিচয় দিবার জন্য ভগিনী দ্রৌপদীর প্রতি এই কথা বলিলেন ॥৩৭॥

——:০:——

*'...ত্র্যশীত্যধিকঃ', '...পঞ্চাশীত্যধিকঃ...', '...ষড়শীত্যধিকঃ...', '...দ্বিশততমঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

ঊনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

— —ঃ০ঃ— —

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ ।

দুর্য্যোধনো দুর্বিষহো দুর্ম্মুখো দুষ্প্রধর্ষণঃ ।
বিবিংশতির্বিকর্ণশ্চ সহো দুঃশাসনস্তথা ॥১॥
যুযুৎসুর্বায়ুবেগশ্চ ভীমবেগরবস্তথা ।
উগ্রায়ুধো বলাকী চ কনকায়ুর্বিরোচনঃ ॥২॥
কুণ্ডজশ্চিত্রসেনশ্চ সুবর্চ্চাঃ কনকধ্বজঃ ।
নন্দকো বাহুশালী চ তুহুণ্ডো বিকটস্তথা ॥৩॥
এতে চান্যে চ বহবো ধার্ত্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ ।
কর্ণেন সহিতা বীরাস্ত্বদর্থং সমুপাগতাঃ ॥৪॥ (কলাপকম্)
অসংখ্যাতা মহাত্মানঃ পার্থিবাঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ।
শকুনিঃ সৌবলশ্চৈব বৃষকোঽথ বৃহদ্বলঃ ॥৫॥
এতে গান্ধাররাজস্য সুতাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ ।
অশ্বত্থামা চ ভোজশ্চ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরৌ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধন ইতি । বিকটান্তানি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রনামানি ॥১—৪॥

ভারতভাবদীপঃ

দুর্য্যোধন ইত্যাদিঃ স্পষ্টার্থো গ্রন্থঃ ॥১ ২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে
ঊনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৯॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন—'দ্রৌপদি ! দুর্য্যোধন, দুর্বিসহ, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষণ বিবিংশতি, বিকর্ণ, সহ, দুঃশাসন, যুযুৎসু, বায়ুবেগ, ভীমবেগ, উগ্রায়ুধ, বলাকী, কনকায়ু, বিরোচন, কুণ্ডজ, চিত্রসেন, সুবর্চ্চা, কনকধ্বজ, নন্দক, বাহুশালী, তুহুণ্ড এবং বিকট—এই সকল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র এবং বলবান্ ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য পুত্রেরাও কর্ণের সহিত তোমার জন্য আসিয়াছেন ॥১ – ৪॥

উদারচেতা এবং ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অন্যান্য অসংখ্য রাজাও আসিয়াছেন। শকুনি, সৌবল, বৃষক এবং বৃহদ্বল এই চারি জন গান্ধাররাজের পুত্র আসিয়াছেন; তা'র পর, অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা ও ভোজরাজ ইঁহারা দুই জনও অলঙ্কৃত

(২)…ভীমবেগধরস্তথা…করকায়ুর্বিরোচনঃ। (৩) কুণ্ডজশ্চিত্রসেনশ্চ, সুকুণ্ডলশ্চিত্রসেনঃ.. ।

সমবেতৌ মহাত্মানৌ ত্বদর্থে সমলঙ্কৃতৌ ।
বৃহন্তো মণিমাংশ্চৈব দণ্ডধারশ্চ পার্থিবঃ ॥৭॥ (বিশেষকম্)
সহদেবজয়ৎসেনৌ মেঘসন্ধিশ্চ মাগধঃ ।
বিরাটঃ সহ পুত্রাভ্যাং শঙ্খেনৈবোত্তরেণ চ ॥৮॥
বার্দ্ধক্ষেমিঃ সুবর্চ্চাশ্চ সেনাবিন্দুশ্চ পার্থিবঃ ।
সুকেতুঃ সহ পুত্রেণ সুনাম্না চ সুবর্চ্চসা ॥৯॥
সুচিত্রঃ সুকুমারশ্চ বৃকঃ সত্যধৃতিস্তথা ।
সূর্য্যধ্বজো রোচমানো নীলশ্চিত্রায়ুধস্তথা ॥১০॥
অংশুমাংশ্চেকিতানশ্চ শ্রেণিমাংশ্চ মহাবলঃ ।
সমুদ্রসেনপুত্রশ্চ চন্দ্রসেনঃ প্রতাপবান্ ॥১১॥
জলসন্ধঃ পিতা পুত্রৌ বিদণ্ডো দণ্ড এব চ ।
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবশ্চ ভগদত্তশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

অসংখ্যাতা ইতি। ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ সমুপাগতা ইতি পূর্ব্বানুকর্ষঃ। ভোজো ভোজরাজঃ। দণ্ডধারশ্চ পার্থিব এতেঽপি সমুপাগতা ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥৫—৭॥

সহেতি। মাগধো-মগধরাজঃ। বিরাটশ্চ সমুপাগতঃ ॥৮॥

বার্দ্ধেতি। সুনাম্না সুবর্চ্চসা চ পুত্রেণ সহ সুকেতুরাগতঃ ॥৯॥

সুচিত্র ইতি। তথাপদদ্বয়েন সমবেত ইত্যস্যানুকর্ষঃ ॥১০॥

অংশুমানিতি। অত্রাপি পূর্ব্ববদনুকর্ষঃ ॥১১॥

হইয়া তোমার জন্য সমবেত হইয়াছেন। বৃহন্ত, মণিমান্ এবং দণ্ডধার রাজাও আসিয়াছেন ॥৫—৭॥

সহদেব, জয়ৎসেন, মগধরাজ মেঘসন্ধি এবং শঙ্খ ও উত্তরনামক দুই পুত্রের সহিত বিরাট রাজাও আসিয়াছেন ॥৮॥

বার্দ্ধক্ষেমি, সুবর্চ্চা, সেনাবিন্দু এবং সুনামা ও সুবর্চ্চা নামক পুত্রের সহিত সুকেতু রাজা আসিয়াছেন ॥৯।

সুচিত্র, সুকুমার, বৃক, সত্যধৃতি, সূর্য্যধ্বজ, রোচমান, নীল এবং চিত্রায়ুধ রাজা আসিয়া সমবেত হইয়াছেন ॥১০॥

অংশুমান্, চেকিতান, মহাবল শ্রেণিমান্ এবং সমুদ্রসেনের পুত্র প্রতাপশালী চন্দ্রসেন উপস্থিত হইয়াছেন ॥১১॥

বিদণ্ড ও দণ্ডনামক পুত্রের সহিত জলসন্ধ, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব এবং বলবান্ ভগদত্ত আসিয়াছেন ॥১২॥

---

(৮)...মেঘসন্ধিশ্চ পার্থিব...।

কলিঙ্গস্তাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা।
মদ্ররাজস্তথা শল্যঃ সহপুত্রো মহারথঃ ॥১৩॥
রুক্মাঙ্গদেন বীরেণ তথা রুক্মরথেন চ।
কৌরব্যঃ সোমদত্তশ্চ পুত্রাশ্চাস্য মহারথাঃ ॥১৪॥
সমবেতাস্ত্রয়ঃ শূরা ভূরির্ভূরিশ্রবাঃ শলঃ।
সুদক্ষিণশ্চ কাম্বোজো দৃঢ়ধন্বা চ পৌরবঃ ॥১৫॥
বৃহদ্বলঃ সুষেণশ্চ শিবিরৌশীনরস্তথা।
পটচ্চরনিহন্তা চ করূষাধিপতিস্তথা ॥১৬॥
সঙ্কর্ষণো বাসুদেবো রৌক্মিণেয়শ্চ বীর্য্যবান্।
শাম্বশ্চ চারুদেষ্ণশ্চ প্রাদ্যুম্নিঃ সগদস্তথা ॥১৭॥
অক্রূরঃ সাত্যকিশ্চৈব উদ্ধবশ্চ মহামতিঃ।
কৃতবর্ম্মা চ হার্দ্দিক্যঃ পৃথুবিপৃথুরেব চ ॥১৮॥
বিদূরথশ্চ কঙ্কশ্চ শঙ্কুশ্চ সগবেষণঃ।
আশাবহোঽনিরুদ্ধশ্চ সমীকঃ সারিমেজয়ঃ ॥১৯॥
বীরো বাতপতিশ্চৈব ঝিল্লী পিণ্ডারকস্তথা।
উশীনরশ্চ বিক্রান্তো বৃষ্ণয়স্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥২০॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

জলেতি। বিদণ্ডো দণ্ড এব চ জলসন্ধস্য পুত্রৌ ॥১২॥
কলিঙ্গ ইতি। পুত্রেণ সহেতি সহপুত্রঃ ॥১৩॥
রুক্মেতি। রুক্মাঙ্গদেন রুক্মরথেন চ সহেতি শেষঃ ॥১৪॥
সমবেতা ইতি। কাম্বোজস্তদ্দেশীয়ঃ ॥১৫॥
বৃহদ্বল ইতি। উশীনরস্যাপত্যমৌশীনরঃ। পটচ্চরনিহন্তা চৌরঘাতকঃ ॥১৬॥
সঙ্কর্ষণ ইতি। রৌক্মিণেয়ঃ প্রদ্যুম্নঃ। গদেন সহেতি সগদঃ। সত্যকস্যাপত্যং সাত্যকিঃ। গবেষণেন সহেতি সগবেষণঃ। বৃষ্ণয়ো বৃষ্ণিবংশীয়াঃ ॥১৭-২০॥

কলিঙ্গের রাজা, তাম্রলিপ্তের রাজা, পত্তনের রাজা এবং পুত্রের সহিত মদ্রদেশের রাজা মহারথ শল্য আসিয়া সমবেত হইয়াছেন ॥১৩॥

রুক্মাঙ্গদ ও রুক্মরথের সহিত কুরুবংশীয় সোমদত্ত এবং তাঁহার মহারথ পুত্রগণ আসিয়াছেন ॥১৪॥

মহাবীর ভূরি, ভূরিশ্রবা এবং শল ইঁহারা তিন জন, আর কাম্বোজদেশীয় সুদক্ষিণ এবং পুরুবংশীয় দৃঢ়ধন্বা আসিয়া সমবেত হইয়াছেন ॥১৫॥

বৃহদ্বল, সুষেণ, উশীনরপুত্র শিবি এবং চোরহন্তা করূষের রাজা আসিয়াছেন ॥১৬॥

ভগীরথো বৃহৎক্ষত্রঃ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ।
বৃহদ্রথো বাহ্লিকশ্চ শ্রুতায়ুশ্চ মহারথঃ ॥২১॥
উলূকঃ কৈতবো রাজা চিত্রাঙ্গদশুভাঙ্গদৌ।
বৎসরাজশ্চ মতিমান্ কোশলাধিপতিস্তথা।
শিশুপালশ্চ বিক্রান্তো জরাসন্ধস্তথৈব চ ॥২২॥
এতে চান্যে চ বহবো নানাজনপদেশ্বরাঃ।
ত্বদর্থমাগতা ভদ্রে! ক্ষত্রিয়াঃ প্রথিতা ভুবি ॥২৩॥
এতে ভেৎস্যন্তি বিক্রান্তাস্ত্বদর্থে লক্ষ্যমুত্তমম্।
বিধ্যেত য ইদং লক্ষ্যং বরয়েথাঃ শুভেঽদ্য তম্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি স্বয়ংবরে রাজনামকীর্ত্তনে ঊনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ভগীরথ ইতি। সৈন্ধবঃ সিন্ধুদেশরাজঃ ॥২১॥
উলূক ইতি। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২২॥
এত ইতি। ত্বদর্থং ত্বদ্বরণার্থম্ ॥২৩॥
এত ইতি। ভেৎস্যন্তি ভেত্তুং প্রবর্ত্তিষ্যন্তে। তত্র যো বিধ্যেত ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি স্বয়ংবরে ঊনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

বলরাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, প্রদ্যুম্নের পুত্র, গদ, অক্রূর, সাত্যকি, উদ্ধব, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য, পৃথু, বিপৃথু, বিদূরথ, কঙ্ক, শঙ্খ, গবেষণ, আশাবহ, অনিরুদ্ধ, সমীপ, সারিমেজয়, বাতপতি, ঝিল্লী, পিণ্ডারক এবং উশীনর—এই সকল বৃষ্ণিবংশীয়েরা আসিয়াছেন ॥১৭—২০॥

ভগীরথ, বৃহৎক্ষত্র, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, বৃহদ্রথ, বাহ্লিক এবং মহারথ শ্রুতায়ু আগমন করিয়াছেন ॥২১॥

উলূক, কৈতব, চিত্রাঙ্গদ, শুভাঙ্গদ, বৎসরাজ, কোশলরাজ, বিক্রমশালী শিশুপাল এবং জরাসন্ধ আসিয়াছেন ॥২২॥

ভদ্রে! ইঁহারা এবং নানাদেশের অধীশ্বর অন্যান্য অনেক রাজা, আর জগৎপ্রসিদ্ধ বহুতর ক্ষত্রিয় তোমার জন্য আগমন করিয়াছেন ॥২৩॥

কল্যাণি! এই বিক্রমশালী রাজারা তোমার জন্য লক্ষ্য ভেদ করিতে

* '...চতুরশীত্যধিকঃ...', '...ষড়শীত্যধিকঃ...', '...সপ্তাশীত্যধিকঃ...', '...একাধিকদ্বিশততমঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

——:০:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেঽলঙ্কৃতাঃ কুণ্ডলিনো যুবানঃ পরস্পরং স্পর্দ্ধমানা নরেন্দ্রাঃ।
অস্ত্রং বলঞ্চাত্মনি মন্যমানাঃ সর্ব্বে সমুৎপেতুরুদায়ুধাস্তে ॥১॥
রূপেণ বীর্য্যেণ কুলেন চৈব শীলেন বিত্তেন চ যৌবনেন।
সমিদ্ধদর্পা মদবেগভিন্না মত্তা যথা হৈমবতা গজেন্দ্রাঃ ॥২॥
পরস্পরং স্পর্দ্ধয়া প্রেক্ষমাণাঃ সঙ্কল্পজেনাভিপরিপ্লুতাঙ্গাঃ।
কৃষ্ণা মমৈবেত্যভিভাষমাণা নৃপাসনেভ্যঃ সহসোদতিষ্ঠন্ ॥৩॥
তে ক্ষত্রিয়া রঙ্গগতাঃ সমেতা জিগীষমাণা দ্রুপদাত্মজাং তাম্।
চকাশিরে পর্ব্বতরাজকন্যামুমাং যথা দেবগণাঃ সমেতাঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। অলঙ্কৃতা ইত্যনেনোপপত্তাবপি পুনঃ কুণ্ডলিন ইত্যুপাদানং কুণ্ডলয়োঃ প্রাধান্যজ্ঞাপনার্থং গোবৃষন্যায়াৎ। অস্ত্রম্ অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্যম্। সমুৎপেতুঃ লক্ষ্যং ভেত্তুম্ ॥১॥
রূপেণেতি। সমিদ্ধদর্পা আবির্ভূতগর্ব্বাঃ। মদবেগেন ভিন্নাঃ প্রকাশিতগর্ব্বাঃ ॥২॥
পরস্পরমিতি। সঙ্কল্পজেন কামেন, অভিপরিপ্লুতাঙ্গা রোমাঞ্চাদিভির্ব্যাপ্তগাত্রাঃ ॥৩॥
ত ইতি। জিগীষমাণা জেতুমিচ্ছন্তো জয়েন লব্ধুমিচ্ছন্ত ইত্যর্থঃ ॥৪॥

প্রবৃত্ত হইবেন; ইঁহাদের মধ্যে যিনি এই লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেন, তুমি আজ তাঁহাকেই বরণ করিবে' ॥২৪॥

——:০০:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুণ্ডলপ্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত যুবক রাজগণ অস্ত্রশিক্ষা ও দৈহিক বল নিজেদের আছে ইহা মনে করিয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতে থাকিয়া, অস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক লক্ষ্যভেদের জন্য গাত্রোত্থান করিলেন ॥১॥

কুল, শীল, রূপ, যৌবন, বল ও বিত্ত থাকায় হিমালয়বাসী মদমত্ত শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের ন্যায় তাঁহাদের দর্প প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥২॥

তাঁহারা পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, কামার্ত্ত হইয়া 'দ্রৌপদী আমারই হইবেন' এইরূপ বলিতে থাকিয়া, তৎক্ষণাৎ রাজাসন হইতে উঠিলেন ॥৩॥

পূর্ব্বকালে হিমালয়কন্যা উমাকে লাভ করিবার জন্য সমবেত দেবগণ যেমন শোভা পাইয়াছিলেন, সেই দ্রুপদনন্দিনীকে লাভ করিবার জন্য সমবেত সেই রাজগণও রঙ্গস্থানে যাইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪॥

কন্দর্পবাণাভিনিপীড়িতাঙ্গাঃ কৃষ্ণাগতৈস্তে হৃদয়ৈর্নরেন্দ্রাঃ।
রঙ্গাবতীর্ণা দ্রুপদাত্মজার্থং দ্বেষং প্রচক্রুঃ সুহৃদোঽপি তত্র ॥৫॥
অথাযযুর্দেবগণা বিমানৈ রুদ্রাদিত্যা বসবোঽথাশ্বিনৌ চ।
সাধ্যাশ্চ সর্ব্বে মরুতস্তথৈব যমং পুরস্কৃত্য ধনেশ্বরশ্চ ॥৬॥
দৈত্যাঃ সুপর্ণাশ্চ মহোরগাশ্চ দেবর্ষয়ো গুহ্যকাশ্চারণাশ্চ।
বিশ্বাবসুর্নারদপর্ব্বতৌ চ গন্ধর্ব্বমুখ্যাঃ সহ চাপ্সরোভিঃ ॥৭॥
হলায়ুধস্তত্র জনার্দ্দনশ্চ বৃষ্ণ্যন্ধকাশ্চৈব যথা প্রধানাঃ।
প্রেক্ষাং স্ম চক্রুর্যদুপুঙ্গবাস্তে স্থিতাশ্চ কৃষ্ণস্য মতে মহান্তঃ ॥৮॥
দৃষ্ট্বা তু তান্ মত্তগজেন্দ্ররূপান্ পঞ্চাভিপদ্মানিব বারণেন্দ্রান্।
ভস্মাবৃতাঙ্গানিব হব্যবাহান্ কৃষ্ণঃ প্রদধ্যৌ যদুবীরমুখ্যঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

কন্দর্পেতি। কৃষ্ণাগতৈর্দ্রৌপদীনিবিষ্টৈর্হৃদয়ৈরুপলক্ষিতাঃ। পরস্পরং দ্বেষং প্রচক্রুঃ ॥৫॥

অথেতি। ধনেশ্বরঃ কুবেরশ্চ ॥৬॥

দৈত্যা ইতি। সুপর্ণা গরুড়বংশীয়াঃ। পর্ব্বতো নাম মুনিঃ। আযযুরিতি পূর্ব্বানুকর্ষঃ ॥৭॥

হলেতি। প্রধানা দেবা ঋষয়শ্চ যথা, তথা প্রেক্ষাং দর্শনমেব চক্রুঃ ॥৮॥

দৃষ্টেতি। পদ্মম্ অভীত্যভিপদ্মা একং পদ্মং লক্ষ্যীকৃত্য স্থিতাস্তান্ পাণ্ডবানামপ্যেকদ্রৌপদী লক্ষ্যীকরণাদুপমাসিদ্ধিঃ। হব্যবাহান্ অগ্নীন্। তান্ পাণ্ডবান্ প্রদধ্যৌ তেষাং জীবিতত্বযুক্তিং প্রধ্যায় নিরূপয়ামাস ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

তেঽলঙ্কৃতা ইতি ॥১—২॥ সঙ্কল্পজেন কামেন ॥৩—৮॥ অভিতঃ পদ্মা লক্ষ্মীর্যেষাং তান্

তাঁহাদের চিত্ত দ্রৌপদীর উপরে নিবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা কামবাণে পীড়িত হইতে থাকিয়া, রঙ্গস্থানে যাইয়া, পরস্পর বন্ধু হইয়াও দ্রৌপদীর জন্য পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ করিতে লাগিলেন ॥৫॥

তদনন্তর একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সমস্ত সাধ্যগণ ও মরুদ্গণ এবং যমকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কুবের বিমানে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন ॥৬॥

দৈত্যগণ, গরুড়বংশীয়গণ, নাগগণ, দেবর্ষিগণ, গুহ্যকগণ, চারণগণ, বিশ্বাবসু, নারদমুনি, পর্ব্বতমুনি এবং অপ্সরাদের সহিত প্রধান গন্ধর্ব্বগণও আসিলেন ॥৭॥

তখন বলরাম, কৃষ্ণ, বৃষ্ণিবংশীয়গণ, অন্ধকবংশীয়গণ এবং প্রধান প্রধান যদুবংশীয়গণ কৃষ্ণের মতানুসারে দেবগণ ও ঋষিগণের মত কেবল দেখিতেই লাগিলেন ॥৮॥

(৯)…পঞ্চাভিপদ্মানিব, পঞ্চাভিমত্তানিব…।

শশংস রামায় যুধিষ্ঠিরং স ভীমং সজিষ্ণুঞ্চ যমৌ চ বীরৌ।
শনৈঃ শনৈস্তান্ প্রসমীক্ষ্য রামো জনার্দ্দনং প্রীতমনা দদর্শ ॥১০॥
অন্যে তু বীরা নৃপপুত্রপৌত্রাঃ কৃষ্ণাগতৈর্নেত্রমনঃস্বভাবৈঃ।
ব্যাযচ্ছমানা দদৃশুর্ন তান্ বৈ সন্দন্টদন্তচ্ছদতাম্রনেত্রাঃ ॥১১॥
তথৈব পার্থাঃ পৃথুবাহবস্তে বীরৌ যমৌ চৈব মহানুভাবৌ।
তাং দ্রৌপদীং প্রেক্ষ্য তদা স্ম সর্বে কন্দর্পবাণাভিহতা বভূবুঃ ॥১২॥
দেবর্ষিগন্ধর্বসমাকুলং তৎ সুপর্ণনাগাসুরসিদ্ধজুষ্টম্।
দিব্যেন গন্ধেন সমাকুলঞ্চ দিব্যৈশ্চ পুষ্পৈরবকীর্য্যমাণম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

শশংসেতি। স কৃষ্ণঃ। সজিষ্ণুং সার্জ্জুনম্। প্রীতমনাঃ পাণ্ডবনিরূপণাৎ ॥১০॥
অন্য ইতি। স্বভাবা মোট্টায়িতাদয়ঃ। ব্যাযচ্ছমানা জৃম্ভাং কুর্ব্বন্তঃ। তান্ পাণ্ডবান্ ॥১১॥
তথেতি। পৃথুবাহবো বিশালভুজাঃ। কন্দর্পবাণাভিহতা বভূবুঃ, তেন চ কৃষ্ণাদীন্ ন দদৃশুঃ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরানিত্যর্থঃ। "অতিপদ্মান্" ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। অতিমত্তানিত্যপপাঠঃ ॥৯-১০॥ ব্যাযচ্ছমানা ব্যাদদানাঃ, চক্ষুঃ প্রসার্য্য কৃষ্ণামেব দদৃশুঃ, ন পাণ্ডবান্ ॥১১॥ তথৈব পার্থা ইতি। কামাভিভূতত্বাৎ রামকৃষ্ণাদীন্ ন দদৃশুরিতি ভাবঃ ॥১২—১৩॥ বিমানসংবাধং

এই সময়ে মত্ত হস্তীর ন্যায় সবল দেহ, ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় নিগূঢ়মূর্ত্তি এবং একটী পদ্মকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত পাঁচটী হস্তীর ন্যায় পঞ্চ পাণ্ডবকে দেখিয়াই কৃষ্ণ চিনিতে পারিলেন ॥৯॥

তাহার পর, তিনি বলরামের নিকট যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের বিষয় বলিলেন; তখন বলরাম ধীরে ধীরে পাণ্ডবগণকে দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ॥১০॥

কিন্তু দ্রৌপদীর দিকে নয়ন ও মন গিয়াছিল এবং হাব-ভাব চলিতেছিল বলিয়া, অন্যান্য রাজা, রাজপুত্র বা রাজপৌত্রগণ হাই তুলিতে থাকিয়া পাণ্ডবগণকে দেখিতে পাইলেন না, কেবল আরক্তনয়ন হইয়া ওষ্ঠ দংশন করিতে থাকিলেন ॥১১॥

সেইরূপই লম্বিতবাহু যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইঁহারাও দ্রৌপদীকে দেখিয়া তখন সকলেই কামবাণে পীড়িত হইতে লাগিলেন ॥১২॥

এই সময়ে দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, গরুড়বংশীয়গণ, নাগগণ, অসুরগণ ও সিদ্ধগণ আকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; স্বর্গীয় সৌরভ ছুটিতে

মহাস্বনৈর্দুন্দুভিনাদিতৈশ্চ বভূব তৎ সঙ্কুলমন্তরীক্ষম্।
বিমানসংবাধমভূৎ সমন্তাৎ সবেণুবীণাপণবানুনাদম্ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
ততস্তু তে রাজগণাঃ ক্রমেণ কৃষ্ণানিমিত্তং কৃতবিক্রমাশ্চ।
সকর্ণ-দুর্য্যোধন-শাল্ব-শল্যা দ্রৌণায়নি-ক্রাথ-সুনীথ-বক্রাঃ ॥১৫॥
কলিঙ্গ-বঙ্গাধিপ-পাণ্ড্য-পৌণ্ড্রা বিদেহরাজো যবনাধিপশ্চ।
অন্যে চ নানা-নৃপ-পুত্র-পৌত্রা রাষ্ট্রাধিপাঃ পঙ্কজপত্রনেত্রাঃ ॥১৬॥
কিরীট-হারাঙ্গদ-চক্রবালৈর্বিভূষিতাঙ্গাঃ পৃথুবাহবস্তে।
অনুক্রমং বিক্রমসত্ত্বযুক্তা বলেন দর্পেণ চ নর্দ্দমানাঃ ॥১৭॥
তৎ কার্ম্মুকং সংহননোপপন্নং সজ্যং ন শেকুর্মনসাপি কর্ত্তুম্।
তে বিক্রমন্তঃ স্ফুরিতাধরৌষ্ঠা বিক্ষিপ্যমাণা ধনুষা নরেন্দ্রাঃ ॥১৮॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

দেবেতি। সুপর্ণৈর্গরুড়বংশীয়ৈঃ নাগৈঃ অসুরৈঃ সিদ্ধৈর্দেবযোনিবিশেষৈশ্চ জুষ্টং সেবিতম্। সঙ্কুলং ব্যাপ্তম্। বিমানৈঃ সংবাধং নিরবকাশম্ ॥১৩—১৪॥

তত ইতি। অত্র কর্ণাদীনামুপাদানং তেষাং নর্দ্দনজ্ঞাপনার্থং ন পুনর্ধনুষঃ সজ্যত্বকরণাসামর্থ্যবোধনার্থম্, পরত্র কর্ণস্য সজ্যত্বকরণদর্শনাৎ। পঙ্কজপত্রাণি পদ্মদলানীব নেত্রাণি যেষাং তে। চক্রবালানি কটকানি। পৃথুবাহবো দীর্ঘভুজাঃ। নর্দ্দমানা গর্জ্জন্তঃ। সংহননেন বিশালাকারেণ উপপন্নং যুক্তম্। তথাপি বিক্রমন্তো জ্যারোপণেন বিক্রমং প্রকাশয়ন্তঃ। ধনুষা তদ্ধনুষ্কোট্যা বিক্ষিপ্যমাণা অভবন্নিতি শেষঃ ॥১৫—১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

বিমানসঙ্কীর্ণম্ ॥১৪—১৭॥ সংহননোপপন্নম অত্যন্তং কাঠিন্যেন যুক্তম্, স্ফুরণা নাময়িতুমসামর্থ্যাৎ করান্নিঃসরৎকোটিতয়া, অতএব বিক্ষিপ্যমাণাঃ দণ্ডেন বীটা ইব, ধনুষা ধনুষ্কোট্যা।

থাকিল; স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল; বিশাল দুন্দুভিধ্বনি হইতে থাকিয়া আকাশ ব্যাপ্ত করিল; বেণু, বীণা ও পণবের বাদ্য হইতে লাগিল এবং বিমানে আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া গেল ॥১৩—১৪॥

তাহার পর, কর্ণ, দুর্য্যোধন, শাল্ব, শল্য, দ্রৌণায়ণি, ক্রাথ, সুনীথ এবং বক্র—ইঁহারা দ্রৌপদীকে লাভ করিবার জন্য ক্রমশঃ বিক্রম প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; আর কলিঙ্গ, বঙ্গ, পাণ্ড্য ও পৌণ্ড্রদেশের রাজা, বিদেহের রাজা, যবনদেশের রাজা এবং কিরীট, হার, কেয়ূর ও বলয়প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, পদ্মনয়ন, দীর্ঘবাহু, বিক্রম ও অধ্যবসায়শালী অন্যান্য রাজারা, রাজপুত্রেরা এবং রাজপৌত্রেরা ক্রমশঃ বল ও দর্পবশতঃ গর্জন করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু সেই বিশালাকৃতি ধনুতে গুণারোপণ করা মনেও করিতে

(১৭)...বলেন বীর্য্যেণ চ নর্দ্দমানাঃ।

বিচেষ্টমানা ধরণীতলস্থা যথাবলং শৈক্ষ্যগুণক্রমাশ্চ।
গতৌজসঃ স্রস্তকিরীটহারা বিনিশ্বসন্তঃ শময়াম্বভূবুঃ ॥১৯॥
হাহাকৃতং তদ্ধনুষা দৃঢ়েন বিস্রস্তহারাঙ্গদচক্রবালম্।
কৃষ্ণানিমিত্তং বিনিবৃত্তকামঃ রাজ্ঞাং তদা মণ্ডলমার্ত্তমাসীৎ ॥২০॥
সর্বান্ নৃপাংস্তান্ প্রসমীক্ষ্য কর্ণো ধনুর্দ্ধরাণাং প্রবরো জগাম।
উদ্ধৃত্য তূর্ণং ধনুরুদ্যতং তৎ সজ্যঞ্চকারাশু যুযোজ বাণান্ ॥২১॥
দৃষ্ট্বা সূতং মেনিরে পাণ্ডুপুত্রা ভিত্ত্বা নীতং লক্ষ্যবরং ধরায়াম্।
ধনুর্দ্ধরা রাগকৃতপ্রতিজ্ঞমত্যগ্নিসোমার্কমথার্কপুত্রম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

বিচেষ্টমানা ইতি। শৈক্ষ্যঃ শিক্ষয়া লব্ধো গুণক্রমো গুণারোপণে পৌর্ব্বাপর্য্যব্যাপারো যেষাং তে, যথাবলং বিচেষ্টমানা গুণারোপণায় চেষ্টাং কুর্ব্বন্তঃ, ধনুষ্কোটীতাড়নেন ধরণীতলস্থাঃ সন্তঃ। শময়াম্বভূবুঃ দ্রৌপদ্যাশাং নিবর্ত্তয়ামাসুঃ ॥১৯॥

হাহেতি। কৃতমিতি কর্ত্তরি ক্তঃ। তদ্ধনুষা তদ্ধনুষ্কোটীতাড়নেন। মণ্ডলং সমূহঃ ॥২০॥

সর্ব্বানিতি। তান্ তথাবিধান্। উদ্যতং জ্যারোপণায় উদ্যমবিষয়ীকৃতম্ ॥২১॥

দৃষ্ট্বেতি। সূতং কর্ণম্। লক্ষ্যবরং ভিত্ত্বা, ধরায়াং মধ্যে, অনেন সূতেনৈব, লক্ষ্যবরং প্রধানোদ্দেশ্যং দ্রৌপদীরূপং স্ত্রীরত্নম্, নীতং মেনিরে। অথ অপরে ধনুর্দ্ধরাস্তু, অর্কপুত্রং কর্ণম্, রাগেণ দ্রৌপদ্যামনুরাগেণ কৃতা প্রতিজ্ঞা লক্ষ্যভেদে কর্ত্তব্যতানির্দ্ধারণং যেন তম্, অতএব অগ্নিসোমার্কানতিক্রান্ত ইত্যগ্নিসোমার্কস্তম্, মেনিরে ॥২২॥

পারিলেন না; তথাপি তাঁহারা স্পন্দিত ওষ্ঠে বিক্রম প্রকাশ করিতে যাইয়া (অর্থাৎ গুণারোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া) সেই ধনুরই আঘাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন ॥১৫—১৮॥

গুণ আরোপণ করিবার নিয়মাভিজ্ঞ সেই রাজারা শক্তি অনুসারে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ভূতলে পতিত হওয়ায় তাঁহাদের তেজ নষ্ট হইয়া গেল এবং কিরীট ও হারপ্রভৃতি অলঙ্কার ছড়াইয়া পড়িল; এই অবস্থায় তাঁহারা নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া দ্রৌপদী লাভের আশা ত্যাগ করিলেন ॥১৯॥

সেই ধনুর আঘাতে সেই রাজাদের হার, কেয়ূর ও বলয়প্রভৃতি অলঙ্কার ছড়াইয়া পড়িলে, অন্যান্য রাজারা হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহারাও দ্রৌপদীর আশা ত্যাগ করিয়া দুঃখিত হইলেন ॥২০॥

তখন ধনুর্দ্ধরপ্রধান কর্ণ প্রায় সকল রাজারই সেই অবস্থা দেখিয়া ধনুর নিকট গেলেন এবং সত্বর সেই ধনু উত্তোলন করিয়া তাহাতে গুণারোপণ ও বাণ সংযোগ করিলেন ॥২১॥

পাণ্ডবগণ কর্ণকে দেখিয়া মনে করিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে এই কর্ণই লক্ষ্য

দৃষ্ট্বা তু তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈর্জগাদ নাহং বরয়ামি সূতম্।
সামর্ষহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্য্যং তত্যাজ কর্ণঃ স্ফুরিতং ধনুস্তৎ ॥২৩॥

এবং তেষু নিবৃত্তেষু ক্ষত্রিয়েষু সমন্ততঃ।
চেদীনামধিপো বীরো বলবানন্তকোপমঃ ॥২৪॥
দমঘোষসুতো ধীরঃ শিশুপালো মহামতিঃ।
ধনুরাদায়মানস্তু জানুভ্যামগমন্মহীম্ ॥২৫॥ (যুগ্মকম)
ততো রাজা মহাবীর্য্যো জরাসন্ধো মহাবলঃ।
ধনুষোঽভ্যাসমাগত্য তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্ট্বেতি। তং লক্ষ্যভেদে সম্ভাবিতশক্তিকং কর্ণম্। সূতং জাত্যা নিকৃষ্টম্। সূতত্বেনাবজ্ঞানাদমর্ষঃ, তদলীকোক্তিকৌতুকাচ্চ হাসঃ, তাভ্যাং সহেতি সামর্ষহাসং যথা স্যাত্তথা, সূর্য্যং প্রসমীক্ষ্য। সূর্য্যদর্শনেনাত্মনঃ সূর্য্যপুত্রত্বসূচনাৎ সূতত্বনিরাসঃ সূচিতঃ ॥২৩॥

এবমিতি। চেদীনাং চেদিদেশস্য। বলবান্ সাহসী। অন্তকোপমো যমতুল্যঃ। আদায়মানঃ শক্ত্যা সজ্যং কুর্ব্বন। "দৈপ্ শোধনে" ইতি ভৌবাদিকদৈপ্ধাতোঃ "শক্তিবয়স্তাচ্ছীল্যে" ইতি শক্ত্যর্থে কর্ত্তরি শানঙ্। ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ সজ্যকরণার্থত্বম্। মহীমগমৎ তদ্ধনুষ্কোট্যা তাড়নাদেবেতি ভাবঃ ॥২৪—২৫॥

তত ইতি। মহাবলো মহাসাহসিক ইতি ন পৌনরুক্ত্যম্। অভ্যাসং নিকটম্ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

শময়াম্বভূবুরিতি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ ॥১৮—১৯॥ চক্রবালং মণ্ডলম্ ॥২০—২২॥ সামর্ষহাসং নীচকুলযোগাদমর্ষঃ, সূর্য্যাপবাধত্বাৎ হাসঃ ॥২৩—২৪॥ ধনুরাদায়মানঃ পরীক্ষমাণঃ, "দৈপ্

ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে নিয়াছেন। আর অন্যান্য ধনুর্দ্ধরেরা মনে করিলেন যে, কর্ণ দ্রৌপদীর প্রতি অনুরাগবশতঃ লক্ষ্যভেদ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; সুতরাং ইনি আপন তেজে অগ্নি, সূর্য্য এবং চন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়াছেন ॥২২॥

কর্ণকে লক্ষ্যভেদ করিতে উদ্যত দেখিয়া দ্রৌপদী উচ্চ স্বরে বলিলেন যে, 'আমি সূতকে বরণ করিব না'। তখন কর্ণ ক্রোধ ও হাস্যের সহিত সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, সেই স্পন্দিত ধনুখানা পরিত্যাগ করিলেন ॥২৩॥

এইভাবে সেই ক্ষত্রিয়েরা সকল দিক হইতেই নিবৃত্তি পাইলে, চেদিদেশের রাজা, যমের তুল্য বীর ও সাহসী, ধীরপ্রকৃতি ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, দমঘোষপুত্র শিশুপাল সেই ধনুতে গুণ আরোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহারই আঘাতে হাঁটু পাতিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন ॥২৪—২৫॥

(২৪) ইতঃ প্রভৃতি পঞ্চাশুষ্ট ব্বদ্ধাঃ শ্লোকাঃ কতিপয়পুস্তকে ন দৃশ্যন্তে।

ধনুষা পীড্যমানস্তু জানুভ্যামগমন্মহীম্।
তত উত্থায় রাজা স স্বরাষ্ট্রাণ্যভিজগ্মিবান্ ॥২৭॥
ততঃ শল্যো মহাবীরো মদ্ররাজো মহাবলঃ।
তদপ্যারোপ্যমাণস্তু জানুভ্যামগমন্মহীম্ ॥২৮॥
তস্মিংস্তু সম্ভ্রান্তজনে সমাজে বিক্ষিপ্তবাদেষু জনাধিপেষু।
কুন্তীসুতো জিষ্ণুরিয়েষ কর্ত্তুং সজ্যং ধনুস্তৎ সশরং প্রবীরঃ ॥২৯॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি
স্বয়ংবরে সর্ব্বরাজপরাঙ্মুখীভবনে অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ধনুষেতি। পীড্যমানঃ সজ্যীকরণারম্ভকালে। স জরাসন্ধঃ ॥২৭॥

তত ইতি। অত্রাপি মহাবল ইত্যস্য পূর্ব্ববদেব ব্যাখ্যানম্। অপিশব্দঃ শল্য ইত্যনেনা-ন্বীয়তে। তৎ ধনুঃ আরোপ্যমাণো গুণারোপণবিষয়ীকুর্ব্বন্। কর্ত্তরি যণ্ প্রত্যয় আর্ষঃ ॥২৮॥

তস্মিন্নিতি। সম্ভ্রান্তা বিস্ময়চকিতা জনা যত্র তস্মিন্। বিক্ষিপ্তাঃ পরিত্যক্তা বাদা লক্ষ্য-ভেদাদিকথা অপি যৈস্তেষু তাদৃশেষু সৎসু। জিষ্ণুরর্জ্জুনঃ। সশরঞ্চ কর্ত্তুম্ ॥২৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি স্বয়ংবরে অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

শোধনে" অস্য রূপম্ ॥২৫॥ অভ্যাসং সমীপম্ ॥২৬॥ ধনুষা আক্রম্যমাণেন ॥২৭॥ আরোপ্য-মাণঃ সজ্জীকর্ত্তুমিচ্ছন্ ॥২৮॥ নিক্ষিপ্তবাদেষু ত্যক্তধনুরুত্থাপনকথেষু ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারত আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮০॥

তাহার পর, মহাবীর ও মহাসাহসিক জরাসন্ধ রাজা ধনুর নিকটে যাইয়া পর্ব্বতের ন্যায় অচল হইয়া একটু দাঁড়াইলেন ॥২৬॥

তা'র পর, তিনি যেই সেই ধনুতে গুণারোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি তাহার আঘাতে হাঁটু পাতিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তাহার পর, তিনি উঠিয়া নিজ রাজ্যে চলিয়া গেলেন ॥২৭॥

তদনন্তর, মহাবীর ও মহাসাহসিক মদ্ররাজ শল্যও সেই ধনুতে গুণারোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহারই আঘাতে হাঁটু পাতিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন ॥২৮॥

তখন সভার সমস্ত লোকই বিস্ময়ে চকিত হইল; রাজারাও লক্ষ্যভেদের কথা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন; এই সময়ে কুন্তীপুত্র মহাবীর অর্জ্জুন সেই ধনুতে গুণারোপণ করিয়া শরসংযোগ করিবার ইচ্ছা করিলেন' ॥২৯॥

---

* '…পঞ্চাশীত্যধিকঃ…', '…সপ্তাশীত্যধিকঃ…', '…অষ্টাশীত্যধিকঃ…', '…দ্ব্যধিকদ্বিশত-তমঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যদা নিবৃত্তা রাজানো ধনুষঃ সজ্যকর্ম্মণঃ।
অথোদতিষ্ঠদ্বিপ্রাণাং মধ্যাজ্জিষ্ণুরুদারধীঃ ॥১॥
উদক্রোশন্ বিপ্রমুখ্যা বিধুন্বন্তোঽজিনানি চ।
দৃষ্ট্বা সম্প্রস্থিতং পার্থমিন্দ্রকেতুসমপ্রভম্ ॥২॥
কেচিদাসন্ বিমনসঃ কেচিদাসন্ মুদা যুতাঃ।
আহুঃ পরস্পরং কেচিন্নিপুণা বুদ্ধিজীবিনঃ ॥৩॥
যৎ কর্ম্ম শল্যপ্রমুখৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্লোকবিশ্রুতৈঃ।
নাসাদিতং বলবদ্ভির্ধনুর্বেদপরায়ণৈঃ ॥৪॥
তৎ কথং ত্বকৃতাস্ত্রেণ প্রাণতো দুর্ব্বলীয়সা।
বটুমাত্রেন শক্যং হি সজ্যং কর্ত্তুং ধনুর্দ্বিজাঃ ! ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যদেতি। সজ্যকর্ম্মণঃ সজ্যত্বকরণাৎ। জিষ্ণুরর্জ্জুনঃ ॥১॥

উদিতি। উদক্রোশন্ নিবর্ত্তস্ব নিবর্ত্তস্বেতি উচ্চৈরব্রুবন্ ॥২॥

কেচিদিতি। বিমনসঃ অসামর্থ্যসম্ভাবনয়া। মুদা যুতাঃ সামর্থ্যসম্ভাবনয়া ॥৩॥

কিমাহুরিত্যাহ যদিতি নাসাদিতং কর্ত্তুং ন শক্তম্। অকৃতাস্ত্রেণ ব্রাহ্মণত্বাৎ। প্রাণতো বলে। বটুমাত্রেণ শিক্ষাদিশূন্যত্বাৎ কেবলেন ব্রাহ্মণেন ॥৪—৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যখন রাজারা ধনুতে গুণারোপণ করা হইতে নিবৃত্তি পাইলেন, তখন বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন ব্রাহ্মণদের মধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥১॥

সেই সময়ে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি অর্জ্জুন যাইতেছেন দেখিয়া প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরা মৃগচর্ম্ম আন্দোলিত করিয়া 'নিবৃত্ত হও নিবৃত্ত হও' বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিলেন ॥২॥

কতকগুলি লোক উদ্বিগ্ন হইল, কতকগুলি লোক আনন্দিত হইল, আর বুদ্ধিমান্ কতকগুলি লোক পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিল—॥৩॥

'হে ব্রাহ্মণগণ! লোকবিখ্যাত বলবান্ ও ধনুর্ব্বেদনিরত শল্যপ্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলেন না, অস্ত্রে অশিক্ষিত এবং অত্যন্ত

(৩)...মুদান্বিতাঃ...। (৪) যৎ কর্ণশল্যপ্রমুখৈঃ...নানতং বলবদ্ভিহি...।

অবহাস্যা ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বরাজসু।
কর্ম্মণ্যস্মিন্নসংসিদ্ধে চাপলাদপরীক্ষিতে ॥৬॥
যদ্যেষ দর্পাদ্ধর্ষাদ্বাহপ্যথ ব্রাহ্মণচাপলাৎ।
প্রস্থিতো ধনুরায়ন্তুং বার্য্যতাং সাধু মা গমৎ ॥৭॥

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

নাবহাস্যা ভবিষ্যামো ন চ লাঘবমাস্থিতাঃ।
ন চ বিদ্বিষ্টতাং লোকে গমিষ্যামো মহীক্ষিতাম্ ॥৮॥
কেচিদাহুর্যুবা শ্রীমান্ নাগরাজকরোপমঃ।
পীনস্কন্ধোরুবাহুশ্চ ধৈর্য্যেণ হিমবানিব ॥৯॥
সিংহখেলগতিঃ শ্রীমান্ মত্তনাগেন্দ্রবিক্রমঃ।
সম্ভাব্যমস্মিন্ কর্ম্মেদমুৎসাহাচ্চানুমীয়তে ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অবেতি। অস্মিন্ লক্ষ্যভেদে। অপরীক্ষিতে ইতঃ প্রাক্ ॥৬॥
যদ্যেতি। হর্ষাৎ দ্রৌপদীলাভানন্দাৎ। আয়ন্তুং নময়িতুম্। সাধু সম্যক্ ॥৭॥
নেতি। বিদ্বিষ্টতাং লক্ষ্যভেদায় প্রবৃত্ত্যা প্রতিপক্ষতাচরণাদিত্যাশয়ঃ ॥৮॥
কেচিদিতি। শ্রীমান্ কান্তিমান্, নাগরাজকরোপমো দীর্ঘ ইতি শেষঃ। সিংহস্যেব খেলা সলীলা গতির্যস্য সঃ। শ্রীমান্ বলসম্পত্তিমান্ ॥৯—১০॥

ভারতভাবদীপঃ

যদেতি। জিষ্ণুরর্জ্জুনঃ ॥১—৪॥ প্রাণতঃ শক্তিতঃ ॥৫—৬॥ দর্পাৎ গর্ব্বাৎ, হর্ষাদোৎ

দুর্ব্বল শরীর ক্ষুদ্র একটি ব্রাহ্মণ শরীরে সেই গুণারোপণ কি করিয়া সম্পন্ন করিতে পারিবে? ॥৪-৫॥

এই ব্যক্তি পূর্ব্বে লক্ষ্যভেদ পরীক্ষা করিয়া দেখে নাই, অথচ এখন চাঞ্চল্যবশতঃ এই কার্য্য যদি সম্পন্ন করিতে না পারে, তবে সমস্ত রাজাদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা হাস্যাস্পদ হইবেন ॥৬॥

এই ব্যক্তি গর্ব্ব, হর্ষ বা ব্রাহ্মণচাপল্যবশতঃ যদি ধনু নোয়াইবার জন্য প্রস্থান করিয়া থাকে, তবে উহাকে ভাল করিয়া বারণ করুন; ও যেন যায় না' ॥৭॥

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—'আমরা জগতে উপহাস্য বা হাল্‌কা হইব না কিংবা রাজাদের বিদ্বেষের পাত্রও হইব না' ॥৮॥

কতকগুলি লোক বলিল—'এই ব্যক্তি যুবা, সুশ্রী, ঐরাবতের শুঁড়ের মত দীর্ঘ এবং ধৈর্য্যে হিমালয়ের তুল্য; উহার স্কন্ধযুগল, উরুযুগল ও বাহুযুগল

শক্তিরস্য মহোৎসাহা নহ্যশক্তঃ স্বয়ং ব্রজেৎ।
ন চ তদ্বিদ্যতে কিঞ্চিৎ কর্ম্ম লোকেষু যদ্ভবেৎ ॥১১॥
ব্রাহ্মণানামসাধ্যঞ্চ নৃষু সংস্থানচারিষু।
অব্ভক্ষা বায়ুভক্ষাশ্চ ফলাহারা দৃঢ়ব্রতাঃ ॥১২॥
দুর্ব্বলা অপি বিপ্রা হি বলীয়াংসঃ স্বতেজসা।
ব্রাহ্মণো নাবমন্তব্যঃ সদসদ্বা সমাচরন্ ॥১৩॥
সুখং দুঃখং মহদ্ধ্রস্বং কর্ম্ম যৎ সমুপাগতম্।
জামদগ্ন্যেন রামেণ নির্জিতাঃ ক্ষত্রিয়া যুধি ॥১৪॥ (কলাপকম্)
পীতঃ সমুদ্রোঽগস্ত্যেন হ্যগাধো ব্রহ্মতেজসা।
তস্মাদ্ব্রুবন্তু সর্বেঽত্র বটুরেষ ধনুর্মহান্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

শক্তিরিতি। মহান্ উৎসাহো যস্যাং সা। সংস্থানচারিষু স্থলবর্ত্তিষু, ন পুনর্যোগবলাৎ খেচরেম্বিত্যর্থঃ, নৃষু মধ্যে, ব্রাহ্মণানাং যৎ কর্ম্ম অসাধ্যং ভবেৎ, তত্তাদৃশং কিঞ্চিদপি কর্ম্ম লোকেষু ন বিদ্যতে। তত্র হেতুমাহ অব্ভক্ষা ইত্যাদি। স্বতেজসা স্বকীয়যোগপ্রভাবেণ। সুখং সুখজনকম্ দুঃখং দুঃখজনকম্ মহৎ হ্রস্বং বা যৎ কর্ম্ম সমুপাগতম্, তৎ সদসদ্বা সমাচরন্ ব্রাহ্মণো নাবমন্তব্যঃ, যোগপ্রভাবেণ সর্ব্বাতিশায়িত্বাৎ। উক্তার্থে দৃষ্টান্তমাহ জামদগ্ন্যে-নেতি ॥১১—১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

স্থক্যাৎ, চাপলাৎ অনবস্থিতত্বাৎ ॥৭—১০॥ লোকেষু ব্রহ্মলোকান্তেষু, নৃষু পুরুষেষু, সংস্থান-চারিষু দেবস্থানাস্থাকাবৈশ্চরৎসু, তৎ কর্ম্ম ন বিদ্যতে যৎ ব্রাহ্মণানামসাধ্যমিতি সম্বন্ধঃ ॥১১—১৩॥ মহৎ হ্রস্বং মহদপি ক্ষুদ্রং ভবতি যত্র তৎ কর্ম্ম, তদেবোদাহরতি, জামদগ্ন্যেনেতি

স্থূল, সিংহের ন্যায় সলীল গতি, বলিষ্ঠ দেহ এবং মত্ত হস্তীর ন্যায় বিক্রম রহিয়াছে; সুতরাং এ, লক্ষ্যভেদ করিতে পারিবে বলিয়াই সম্ভাবনা করা যায় এবং উৎসাহ দেখিয়া তাহাই অনুমান হয় ॥৯—১০॥

ইহার দেহে শক্তি এবং মনে গুরুতর উৎসাহ রহিয়াছে; এ, সমর্থ না হইলে নিজে যাইত না। প্রাকৃত মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণদের যাহা অসাধ্য, এমন কার্য্য জগতে নাই। কেন না, ব্রাহ্মণেরা কেবল জল, বায়ু বা ফল আহার করিয়া সুদৃঢ়ভাবে যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহারা দেহে দুর্ব্বল হইলেও যোগপ্রভাবে অত্যন্ত বলবান্। তাহার দৃষ্টান্ত—পরশুরাম একাকী যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয়কে জয় করিয়াছিলেন; সুতরাং সুখজনক বা দুঃখজনক, বিশাল বা ক্ষুদ্র এবং সৎ বা অসৎ যে কোন কার্য্যই ব্রাহ্মণ করুন না কেন, তাঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে ॥১১—১৪॥

আরোপয়তু শীঘ্রং বৈ তথেত্যুচুর্দ্বিজর্ষভাঃ।
এবং তেষাং বিলপতাং বিপ্রাণাং বিবিধা গিরঃ ॥১৬॥ (যুগ্মকম)
অর্জ্জুনো ধনুষোঽভ্যাসে তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ।
স তদ্ধনুঃ পরিক্রম্য প্রদক্ষিণমথাকরোৎ ॥১৭॥
প্রণম্য শিরসা দেবমীশানং বরদং প্রভুম্।
কৃষ্ণঞ্চ মনসা কৃত্বা জগৃহে চার্জ্জুনো ধনুঃ ॥১৮॥
যৎ পার্থিবৈ রুক্মিসুনীথবক্রৈ রাধেয়দুর্য্যোধনশল্যশাল্বৈঃ।
তদা ধনুর্ব্বেদপরৈর্নৃসিংহৈঃ কৃতং ন সজ্যং মহতোঽপি যত্নাৎ ॥১৯॥
তদর্জ্জুনো বীর্য্যবতাং সদর্পস্তদৈন্দ্রিরিন্দ্রাবরজপ্রভাবঃ।
সজ্যঞ্চ চক্রে নিমিষান্তরেণ শরাংশ্চ জগ্রাহ দশার্দ্ধসংখ্যান্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্টান্তান্তরমাহ পীত ইতি। সর্বে ব্রাহ্মণাঃ, ব্রুবন্তু, ব্রাহ্মণবচনানামমেয়ত্বাদিতি ভাবঃ। বটুরপি ব্রাহ্মণত্বাদেব মহান্। বিলপতাং ব্রুবতাম্। গিরঃ অভবন্নিতি শেষঃ ॥১৫—১৬॥

অর্জ্জুন ইতি। অভ্যাসে সমীপে, তস্থৌ কিয়ৎকালম্। অথানন্তরম্ ॥১৭॥

প্রণম্যেতি। ঈশানং জগদীশ্বরম্। মনসা কৃত্বা চ। জগৃহে জগ্রাহ ॥১৮॥

যদিতি। অত্র রাধেয়ো ব্যক্ত্যন্তরং ন তু কর্ণঃ, তস্য পূর্বং সজ্যত্বাদিকরণস্যোক্তত্বাৎ ॥১৯॥

তদিতি। বীর্য্যবতাং মধ্যে। ঐন্দ্রিরিন্দ্রপুত্রঃ, ইন্দ্রাবরজো বামনো বিষ্ণুস্তত্তুল্য-

ভারতভাবদীপঃ

॥১৪॥ ব্রাহ্মণবচসা ক্ষুদ্রেণাপি মহৎ কর্ম্ম কর্তুং শক্যমিত্যভিপ্রেত্য সর্ব্বেঽপ্যেকমত্যেনাহুঃ

(ব্রাহ্মণ যে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত—) অগস্ত্য আপন ব্রহ্মতেজে অগাধ সমুদ্র পান করিয়াছিলেন; অতএব আপনারা সকলেই বলুন যে, এ ব্যক্তি ক্ষুদ্র হইলেও ব্রহ্মতেজে মহান্; সুতরাং ইনি সত্বরই ধনুতে গুণ আরোপণ করিতে সমর্থ হউন।' ব্রাহ্মণেরা তাহাই বলিলেন। ব্রাহ্মণগণের এইরূপ নানাবিধ বাক্য চলিতে লাগিল ॥১৫—১৬॥

তখন অর্জ্জুন ধনুর নিকটে যাইয়া কিছুকাল পর্ব্বতের ন্যায় অচল হইয়া থাকিলেন; পরে তিনি ভ্রমণ করিয়া সেই ধনুখানাকে প্রদক্ষিণ করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর, অর্জ্জুন মস্তক অবনত করিয়া, ঈশ্বর, বরদাতা ও জগতের নিয়ন্তা কৃষ্ণকে প্রণাম ও মনে মনে ধ্যান করিয়া, ধনু ধারণ করিলেন ॥১৮॥

পূর্ব্বে রুক্মী, সুনীথ, বক্র, রাধেয়, দুর্য্যোধন, শল্য এবং শাল্বপ্রভৃতি ধনুর্ব্বেদচর্চ্চায় নিরত প্রধান প্রধান রাজারা বিশেষ যত্ন করিয়াও যে ধনুতে গুণারোপণ করিতে পারেন নাই ॥১৯॥

বিব্যাধ লক্ষ্যং নিপপাত তচ্চ ছিদ্রেণ ভূমৌ সহসাতিবিদ্ধম্।
ততোঽন্তরীক্ষে চ বভূব নাদঃ সমাজমধ্যে চ মহান্ নিনাদঃ।
পুষ্পাণি দিব্যানি ববর্ষ দেবঃ পার্থস্য মূর্দ্ধ্নি দ্বিষতাং নিহন্তুঃ ॥২১॥
চেলানি বিব্যধুস্তত্র ব্রাহ্মণাশ্চ সহস্রশঃ।
বিলক্ষিতাস্ততশ্চক্রুর্হাহাকারাংশ্চ সর্ব্বশঃ ॥২২॥
ন্যপতংশ্চাত্র নভসঃ সমন্তাৎ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
শতাঙ্গানি চ তূর্য্যাণি বাদকাঃ সমবাদয়ন্।
সূতমাগধসংঘাশ্চাঽপ্যস্তুবংস্তত্র সুস্বরাঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

বিব্যাধেতি। ছিদ্রেণ অধঃস্থযন্ত্ররন্ধ্রেণ, অতিবিদ্ধং সৎ। নাদো দেবানাং কোলাহলঃ নিনাদশ্চ মানুষাণাং কোলাহলঃ। দেবো দেবতাবর্গঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

চেলানীতি। চেলানি উত্তরীয়াঞ্চলানি, বিব্যধুঃ স্বজাতিজয়ানন্দাৎ বিশেষেণ ব্যধুঃ কম্পিতানি চক্রুঃ। বিস্ময়পূর্ব্বকধাধাতোরত্যন্তত্বা অনি রূপমিদম্। বিলক্ষিতাঃ স্বৈবশক্ত্যাদপ্রতিভা রাজানশ্চ নির্ব্বেদেন হাহাকারান্ চক্রুঃ ॥২২॥

ন্যপতন্নিতি। পূর্ব্বং কেবলদেবগণঃ পুষ্পাণি ববর্ষ, ইদানীন্তু সিদ্ধাদয়োঽপীতি সূচয়িতুং সমন্তাদিত্যুক্তম্। অতো ন পৌনরুক্ত্যম্। শতাঙ্গানি বাদ্যবিশেষান্। ষট্পদমিদং পদ্যম্ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মাদিতি ॥১৫—১৮॥ রাধেয়ঃ কর্ণঃ ॥১৯—২১॥ বিব্যধুঃ বিস্ময়ধ্বজত্বেনোচ্ছ্রিতবন্তঃ, বিলক্ষিতাঃ বিষমং লক্ষিতং দৃষ্টির্যেষাং তে তথা তাঃ, শত্রবঃ লক্ষ্যেণ বিনা কৃতা বা ॥২২॥ শতমনন্তানি অঙ্গানি নখাঙ্গুলিদণ্ডধর্জ্জ্যাবক্ত্রাদীনি বাদনোপায়া যেষাং তানি। "অঙ্গং গাত্রান্তিকোপায়

দর্পশালী এবং বিষ্ণুর তুল্য প্রভাবযুক্ত ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুন বীরগণের সমক্ষে নিমেষমধ্যে সেই ধনুতে গুণারোপণ করিলেন এবং সেই পাঁচটী বাণ হাতে লইলেন ॥২০॥

পরে সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন; তৎক্ষণাৎ সে লক্ষ্য যন্ত্রের রন্ধ্র দিয়া অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইল; তখন আকাশে দেবগণের এবং সমাজমধ্যে সভ্যগণের বিশাল কোলাহল উত্থিত হইল এবং দেবতারা শত্রুহন্তা অর্জ্জুনের মস্তকে স্বর্গীয় পুষ্প বর্ষণ করিলেন ॥২১॥

তখন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ উত্তরীয়বস্ত্রের অঞ্চল আন্দোলিত করিতে লাগিলেন এবং রাজারা লজ্জিত হইয়া সকল দিক্ হইতেই হাহাকার করিতে থাকিলেন ॥২২॥

এই সময়ে আকাশের সকল দিক্ হইতেই পুষ্পবৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বাদ্য-

(২২) পূর্ব্বার্দ্ধং কস্মিংশ্চিৎ পুস্তকে নাস্তি।

তং দৃষ্ট্বা দ্রুপদঃ প্রীতো বভূব রিপুসূদনঃ।
সহ সৈন্যৈশ্চ পার্থস্য সাহায্যার্থমিয়েষ সঃ ॥২৪॥
তস্মিংস্তু শব্দে মহতি প্রবৃদ্ধে যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
আবাসমেবোপজগাম শীঘ্রং সার্দ্ধং যমাভ্যাং পুরুষোত্তমাভ্যাম্ ॥২৫॥
বিদ্ধন্তু লক্ষ্যং প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণা পার্থঞ্চ শক্রপ্রতিমং নিরীক্ষ্য।
স্বভ্যস্তরূপাপি নবেব নিত্যং বিনাপি হাসং হসতীব কন্যা ॥২৬॥
মদাদৃতেঽপি স্খলতীব ভাবৈর্ব্বাচা বিনা ব্যাহরতীব দৃষ্ট্যা।
আদায় শুক্লং বরমাল্যদাম জগাম কুন্তীসুতমুৎস্ময়ন্তী ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। সাহায্যার্থমিতি বিদ্বেষিভিঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ পার্থাক্রমণসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥২৪॥

তস্মিন্নিতি। আবাসমেবোপজগাম তত্রস্থায়া মাতুঃ পরিরক্ষার্থমিত্যাশয়ঃ ॥২৫॥

বিদ্ধমিতি। শক্রপ্রতিমং শৌর্য্যে সৌন্দর্য্যে চেন্দ্রতুল্যাম্। স্বভ্যস্তরূপাপি বহুশো দৃষ্টরূপাপি, নিত্যং নবেব সৌন্দর্য্যাতিরেকাৎ দ্রষ্টৃনেত্রেষু নূতনেব। হসতী স্মেব সর্ব্বদৈবোৎফুল্লমুখত্বাৎ ॥২৬॥

মদাদিতি। মদাদৃতেঽপি মত্ততাং বিনাপি, ভাবৈঃ শৃঙ্গারচেষ্টাবিশেষৈঃ, স্খলতীব স্থানাৎ চ্যবতে স্মেব। উৎস্ময়ন্তী উত্তমং মৃদু চ হসন্তী, কুন্তীসুতমর্জ্জুনং জগাম ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রতীকেষু" ইতি বিশ্বঃ ॥২৩॥ সাহায্যার্থং দ্রৌপদ্যলাভাৎ ক্রুদ্ধৈর্নৃপান্তরৈর্যুদ্ধপ্রসক্তৌ সত্যাম্

কারেরা শতাঙ্গ ও তূর্য্য বাজাইতে থাকিল এবং সূত ও মাগধগণ সুন্দর স্বরে স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল ॥২৩॥

আর, শক্রতুল্য দ্রুপদরাজা অর্জ্জুনকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সৈন্যগণ লইয়া তাঁহার সাহায্য করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥২৪॥

সেই বিশাল শব্দ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের সহিত সত্বরই বাসস্থানে চলিয়া গেলেন ॥২৫॥

আর, লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া এবং বিদ্ধকারী অর্জ্জুনকে শৌর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে ইন্দ্রের তুল্য নিরীক্ষণ করিয়া দ্রৌপদী বহুদৃষ্ট হইয়াও লোকের চক্ষে নূতন বলিয়াই যেন প্রতীত হইতে থাকিলেন এবং হাস্য না করিয়াও যেন হাসিতে লাগিলেন ॥২৬॥

দ্রৌপদী মত্ততা ব্যতীতও হাব-ভাবেই যেন পড়িয়া যাইতে লাগিলেন এবং বাক্য ব্যতীত দৃষ্টি দ্বারাই যেন কিছু বলিতে থাকিলেন; এইভাবে তিনি

(২৬) দ্বিতীয়ার্দ্ধাদারভ্য শ্লোকত্রয়ং কতিপয়পুস্তকে ন দৃশ্যতে।

গত্বা চ পশ্চাৎ প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণা পার্থস্য বক্ষস্যবিশঙ্কমানা ।
ক্ষিপ্ত্বা স্রজং পার্থিববীরমধ্যে বরায় বব্রে দ্বিজসংঘমধ্যে ॥২৮॥
শচীব দেবেন্দ্রমথাগ্নিদেবং স্বাহেব লক্ষ্মীশ্চ যথা মুকুন্দম্ ।
উষেব সূর্য্যং মদনং রতীব মহেশ্বরং পর্ব্বতরাজপুত্ত্রী ॥২৯॥
স তামুপাদায় বিজিত্য রঙ্গে দ্বিজাতিভিস্তৈরভিপূজ্যমানঃ ।
রঙ্গান্নিরক্রামদচিন্ত্যকর্ম্মা পত্ন্যা তয়া চাপ্যনুগম্যমানঃ ॥৩০॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি
স্বয়ংবরে লক্ষ্যচ্ছেদনে একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

গত্বেতি । স্রজং বরণমাল্যম্ । বরায় বরণায় । বব্রে অর্জ্জুনমিতি শেষঃ ॥২৮॥
উক্তার্থে মালোপমামাহ শচীতি । মুকুন্দং নারায়ণম্ । উষা প্রাতঃ ॥২৯॥
স ইতি । স পার্থঃ, তাং দ্রৌপদীম্ । অভিপূজ্যমান আদ্রিয়মাণঃ ॥৩০॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি স্বয়ংবরে একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৪—২৬॥ উত্তমপতিলাভাৎ অত্যন্তং গর্ব্বং কুর্ব্বতী ॥২৭—৩০॥
ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮১॥

শুভ্রবর্ণ বরমাল্য লইয়া মনোহর মৃদু হাস্য করিতে করিতে অর্জ্জুনের নিকটে গমন করিলেন ॥২৭॥

যাইয়া পর দ্রৌপদী শুভদৃষ্টি করিয়া, নিঃশঙ্কচিত্তে রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বরণের জন্য অর্জ্জুনের বক্ষে সেই বরমাল্য সমর্পণ করিয়া তাঁহাকেই বরণ করিলেন ॥২৮॥

পূর্ব্বকালে শচী যেমন দেবরাজকে, স্বাহা যেমন অগ্নিকে, লক্ষ্মী যেমন নারায়ণকে, উষা যেমন সূর্য্যকে, রতি যেমন কামদেবকে এবং পার্ব্বতী যেমন মহাদেবকে বরণ করিয়াছিলেন ॥২৯॥

তখন ব্রাহ্মণেরা সেই রঙ্গবিজয়ী অচিন্ত্যকর্ম্মা অর্জ্জুনের বিশেষ গৌরব করিতে থাকিলে, তিনি দ্রৌপদীকে লইয়া রঙ্গস্থান হইতে নির্গত হইলেন; আর দ্রৌপদী তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতে লাগিলেন ॥৩০॥

---

* '…ষড়শীত্যধিকঃ…', '…অষ্টাশীত্যধিকঃ…', '…ঊননবত্যধিকঃ…', '…ত্র্যধিকদ্বিশততমঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি ।

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মৈ দিৎসতি কন্যান্তু ব্রাহ্মণায় তদা নৃপে।
কোপ আসীন্মহীপানামালোক্যান্যোন্যমন্তিকাৎ ॥১॥
অস্মানয়মতিক্রম্য তৃণীকৃত্য চ সঙ্গতান্।
দাতুমিচ্ছতি বিপ্রায় দ্রৌপদীং যোষিতাং বরাম্ ॥২॥
অবরোপ্যেহ বৃক্ষন্তু ফলকালে নিপাত্যতে।
নিহন্মৈনং দুরাত্মানং যোঽয়মস্মান্ন মন্যতে ॥৩॥
নহ্যর্হত্যেষ সম্মানং নাপি বৃদ্ধক্রমং গুণৈঃ।
হন্মৈনং সহ পুত্ত্রেণ দুরাচারং নৃপদ্বিষম্ ॥৪॥
অয়ং হি সর্ব্বানাহূয় সৎকৃত্য চ নরাধিপান্।
গুণবদ্ভোজয়িত্বান্নং ততঃ পশ্চান্ন মন্যতে ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্মা ইতি। দিৎসতি দাতুমিচ্ছতি সতি। নৃপে দ্রুপদে ॥১॥
ক্রুদ্ধানাং রাজ্ঞামুক্তিমাহ অস্মানিতি। তৃণীকৃত্য তৃণবদেবাবজ্ঞাপাত্রীকৃত্য ॥২॥
অবেতি। অবরোপ্য রোপয়িত্বা। সম্মানপূর্ব্বকমস্মাকমবজ্ঞানমিতি ভাবঃ ॥৩॥
নহীতি। গুণৈঃ সম্মানম্। বৃদ্ধক্রমং বৃদ্ধপ্রাপ্যগৌরবাদিকম্ ॥৪॥
অয়মিতি। সৎকৃত্য সম্মান্য। গুণবদুৎকৃষ্টম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন দ্রুপদরাজা ব্রাহ্মণরূপী অর্জ্জুনকে কন্যা দান করিতে ইচ্ছা করিলে, নিকটবর্ত্তী রাজারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন (এবং বলিতে লাগিলেন—) ॥১॥

'আমরা সম্মিলিত রহিয়াছি এই অবস্থায় দ্রুপদ আমাদিগকে তৃণের মত অগ্রাহ্য করিয়া স্ত্রীরত্ন দ্রৌপদীকে একটা ব্রাহ্মণের হাতে দিতে ইচ্ছা করিতেছে! ॥২॥

বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফল জন্মিবার সময়ে সেটাকে নষ্ট করিতেছে; সুতরাং যে আমাদিগকে গ্রাহ্য করিতেছে না, সেই দুরাত্মাকে আমরা বধ করিব ॥৩॥

এ, গুণনিবন্ধন সম্মান কিংবা বৃদ্ধের গৌরব পাইতে পারে না; সুতরাং পুত্ত্রের সহিতই এই দুরাচার রাজদ্বেষী দ্রুপদকে বধ করিব ॥৪॥

(৩) অবরোপ্যেহ বৃক্ষন্তু···। (৪)···নাপিবৃদ্ধতমো গুণৈঃ···।

অস্মিন্ রাজসমাবায়ে দেবানামিব সন্নয়ে।
কিময়ং সদৃশং কঞ্চিন্নৃপতিং নৈব দৃষ্টবান্ ॥৬॥
ন চ বিপ্রেষ্বধীকারো বিদ্যতে বরণং প্রতি।
স্বয়ংবরঃ ক্ষত্রিয়াণামিতীয়ং প্রথিতা শ্রুতিঃ ॥৭॥
অথবা যদি কন্যেয়ং ন চ কঞ্চিদ্বুবুভূষতি।
অগ্নাবেনাং পরিক্ষিপ্য যাম রাষ্ট্রাণি পার্থিবাঃ ॥৮॥
ব্রাহ্মণো যদি চাপল্যাল্লোভাদ্বা কৃতবানিদম্।
বিপ্রিয়ং পার্থিবেন্দ্রাণাং নৈষ বধ্যঃ কথঞ্চন ॥৯॥
ব্রাহ্মণার্থং হি নো রাজ্যং জীবিতঞ্চ বসূনি চ।
পুত্রপৌত্রঞ্চ যচ্চান্যদস্মাকং বিদ্যতে ধনম্ ॥১০॥
অবমানভয়াচ্চৈব স্বধর্ম্মস্য চ রক্ষণাৎ।
স্বয়ংবরাণামন্যেষাং মা ভূদেবংবিধা গতিঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

অস্মিন্নিতি। রাজ্ঞাং সমাবায়ে সমূহে। সন্নয়ে সমূহে। সদৃশং কন্যানুরূপম্ ॥৬॥

নেতি। অধীকার ইতি "হ্রস্বস্য দীর্ঘতা" ইতি দীর্ঘঃ। শ্রুতিঃ কিংবদন্তী ॥৭॥

অথবেতি। বুভূষতি ভবিতুমিচ্ছতি পতিত্বেন প্রাপ্তুমিচ্ছতীত্যর্থঃ। "ভূ প্রাপ্তাবাত্মনেপদী বা" ইতি চৌরাদিকবিকল্পেনন্তভূধাতোর্বৈকল্পিকপরস্মৈপদে সনি রূপম্ ॥৮॥

ব্রাহ্মণ ইতি। ইদং লক্ষ্যভেদনরূপম্, বিপ্রিয়ম্ অপ্রিয়াচরণম্ ॥৯॥

অবধ্যত্বে হেতুমাহ ব্রাহ্মণার্থমিতি। পুত্রপৌত্রমিতি সমাহারদ্বন্দ্বে ক্লীবত্বমেকত্বঞ্চ ॥১০॥

এ বেটা সমস্ত রাজাকে ডাকিয়া আনিয়া, সম্মানিত করিয়া এবং উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করাইয়া, তাহার পরে গ্রাহ্য করিতেছে না! ॥৫॥

দেবগণের ন্যায় এই রাজগণের মধ্যে কোন রাজাকেই কি এ বেটা কন্যার উপযুক্ত দেখিল না! ॥৬॥

তা'র পর, কন্যা বরণ করিবার বিষয়ে ব্রাহ্মণেরও অধিকার নাই। কেন না, 'স্বয়ংবর ক্ষত্রিয়দের' এই কিংবদন্তীই জগতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ॥৭॥

পক্ষান্তরে এই কন্যাটা যদি কোন রাজাকে বরণ করিতে না চায়, তবে আমরা ওটাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আপন আপন রাজ্যে চলিয়া যাইব ॥৮॥

কিন্তু যদিও এই ব্রাহ্মণ চাঞ্চল্যবশতঃ বা লোভবশতঃ রাজগণের এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে, তথাপি কোন প্রকারেই উহাকে বধ করা উচিত নহে ॥৯॥

কেন না, আমাদের রাজ্য, জীবন, ধন, পুত্র-পৌত্রাদি এবং অন্য যে কিছু দ্রব্য আছে, সে সমস্তই ব্রাহ্মণের জন্য ॥১০॥

---

(৬)...দেবানামিব মানুষে...।

ইত্যুক্ত্বা রাজশার্দ্দূলা হৃষ্টাঃ পরিঘবাহবঃ।
দ্রুপদন্তু জিঘাংসন্তঃ সায়ুধাঃ সমুপাদ্রবন্ ॥১২॥
তান্ গৃহীতশরাবাপান্ ক্রুদ্ধানাপততো বহূন্।
দ্রুপদো বীক্ষ্য সন্ত্রাসাদ্ব্রাহ্মণান্ শরণং গতঃ ॥১৩॥
ন ভয়ান্নাপি কার্পণ্যান্ন প্রাণপরিরক্ষণাৎ।
জগাম দ্রুপদো বিপ্রান্ শমার্থী প্রত্যপদ্যত ॥১৪॥
বগেনাপততস্তাংস্তু প্রভিন্নানিব বারণান্।
পাণ্ডুপুত্রৌ মহেষ্বাসৌ প্রতিযাতাবরিন্দমৌ ॥১৫॥
ততঃ সমুৎপেতুরুদায়ুধাস্তে মহীক্ষিতো বদ্ধতলাঙ্গুলিত্রাঃ।
জিঘাংসমানাঃ কুরুরাজপুত্রাবমর্ষয়ন্তোঽর্জ্জুনভীমসেনৌ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

অবেতি। স্বধর্ম্মস্য ক্ষত্রিয়ধর্ম্মস্য, রক্ষণাৎ রক্ষণমুদ্দিশ্যেতি ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী, এনং হন্ম ইতি শেষঃ। এবংবিধা ব্রাহ্মণাদিবরণরূপা ॥১১॥

ইতীতি। পরিঘা অস্ত্রবিশেষা ইব বাহবো যেষাং তে ॥১২॥

তানিতি। গৃহীতাঃ শরাবাপা অঙ্গুলীত্রাণি যৈস্তান্। আপততঃ আগচ্ছতঃ ॥১৩॥

ব্রাহ্মণশরণগমনে হেতুমাহ নেতি। কার্পণ্যাৎ দুর্ব্বলত্বাৎ, প্রাণপরিরক্ষণাৎ তদুদ্দিশ্য। শমার্থী বিবাদশান্ত্যর্থী। মান্যানাং ব্রাহ্মণানামনুরোধাৎ ক্ষত্রিয়াঃ শাম্যেয়ুরিতি ভাবঃ ॥১৪॥

বেগেনেতি। প্রভিন্নান্ প্রকাশিতমদান্, বারণান্ হস্তিনঃ। পাণ্ডুপুত্রৌ ভীমার্জ্জুনৌ ॥১৫॥

তত ইতি। বদ্ধে ধৃতে তলাঙ্গুলিত্রে হস্তাবাপাঙ্গুলিত্রে যৈস্তে। অমর্ষয়ন্তঃ ক্রুধ্যন্তঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মৈ দিৎসতীতি ॥১—২॥ অবরোপ্যেত্যস্য ব্যাখ্যা অয়ং হীতি ব্যবহিতশ্লোকেন

তবে, আমরা অপমানের ভয়ে এবং স্বধর্ম্মরক্ষার উদ্দেশে অবশ্যই দ্রুপদকে বধ করিব; কারণ, অন্যান্য স্বয়ংবরেও এইরূপ ঘটনা না ঘটে' ॥১১॥

এই কথা বলিয়া পরিঘতুল্য-বাহুশালী রাজারা অস্ত্রধারণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে দ্রুপদকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন ॥১২॥

তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া অঙ্গুলীত্র ধারণপূর্ব্বক আসিতেছেন দেখিয়া দ্রুপদরাজা উদ্বেগে ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইলেন ॥১৩॥

কিন্তু দ্রুপদরাজা ভয়বশতঃ, দুর্ব্বলতাবশতঃ কিংবা প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের শরণাগত হইয়াছিলেন না, বিবাদনিবৃত্তির জন্যই হইয়াছিলেন ॥১৪॥

মদস্রাবী হস্তিগণের ন্যায় সেই রাজারা বেগে আসিতে লাগিলে, শত্রুহন্তা মহাধনুর্দ্ধর ভীম ও অর্জ্জুন তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন ॥১৫॥

(১৪) অয়ং শ্লোকঃ কতিপয়পুস্তকে ন দৃশ্যতে।

ততস্তু ভীমোঽদ্ভুতভীমকর্ম্মা মহাবলো বজ্রসমানসারঃ।
উৎপাট্য দোর্ভ্যাং দ্রুমমেকবীরো নিষ্পত্রয়ামাস যথা গজেন্দ্রঃ ॥১৭॥
তং বৃক্ষমাদায় রিপুপ্রমাথী দণ্ডীব দণ্ডং পিতৃরাজ উগ্রম্।
তস্থৌ সমীপে পুরুষর্ষভস্য পার্থস্য পার্থঃ পৃথুদীর্ঘবাহুঃ ॥১৮॥
তৎ প্রেক্ষ্য কর্ম্মাতিমনুষ্যবুদ্ধির্জিষ্ণুঃ স হি ভ্রাতুরচিন্ত্যকর্ম্মা।
বিসিস্মিয়ে চাপি ভয়ং বিহায় তস্থৌ ধনুর্গৃহ্য মহেন্দ্রকর্ম্মা ॥১৯॥
তৎ প্রেক্ষ্য কর্ম্মাতিমনুষ্যবুদ্ধির্জিষ্ণোঃ সহভ্রাতুরচিন্ত্যকর্ম্মা।
দামোদরো ভ্রাতরমুগ্রবীর্য্যং হলায়ুধং বাক্যমিদং বভাষে ॥২০॥
য এষ সিংহর্ষভখেলগামী মহদ্ধনুঃ কর্ষতি তালমাত্রম্।
এষোঽর্জ্জুনো নাত্র বিচার্য্যমস্তি যদ্যস্মি সঙ্কর্ষণ! বাসুদেবঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। বজ্রস্য সমানঃ সারো দার্ঢ্যং যস্য সঃ। নিষ্পত্রয়ামাস পত্রশূন্যং চকার ॥১৭॥

তমিতি। দণ্ডী দণ্ডধারী, পিতৃরাজো যমঃ। পার্থস্য অর্জ্জুনস্য, পার্থো ভীমঃ ॥১৮॥

তদিতি। জিষ্ণুরর্জ্জুনঃ। বিসিস্মিয়ে বিস্ময়াপন্নো বভূব ॥১৯॥

তদিতি। ভ্রাত্রা ভীমেন সহেতি সহভ্রাতা তস্য। দামোদরঃ কৃষ্ণঃ ॥২০॥

য ইতি। তালমাত্রং পাদাবধিসমুত্তোলিতহস্তপ্রমাণম্, "ঊর্দ্ধবিস্তৃতদোর্মানে তালমিত্যভিধীয়তে" ইতি রত্নকোষঃ। যদি বাসুদেবোঽস্মীতি বিচার্য্যত্বাভাবে প্রৌঢ়োক্তিঃ ॥২১॥

তাহার পর, হস্তাবাপ ও অঙ্গুলিত্রধারী সেই রাজারা ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রধারণপূর্ব্বক ভীম ও অর্জ্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছায় ধাবিত হইলেন ॥১৬॥

তখন অদ্বিতীয় বীর, বজ্রের তুল্য দৃঢ়শরীর, অত্যন্ত বলবান্ এবং অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর কার্য্যকারী ভীম বাহুযুগল দ্বারা একটা বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া হস্তীর ন্যায় সেটাকে পত্রশূন্য করিলেন ॥১৭॥

শত্রুহন্তা এবং স্থূল ও দীর্ঘবাহু ভীমসেন সেই বৃক্ষ উত্তোলন করিয়া, ভয়ঙ্করদণ্ডধারী যমের ন্যায় অর্জ্জুনের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

অমানুষবুদ্ধি এবং অচিন্তনীয়কর্ম্মা অর্জ্জুন ভ্রাতার সেই কার্য্য দেখিয়া ভয় পরিত্যাগ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং অস্ত্রধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

তখন অসাধারণ বুদ্ধিমান্ এবং অচিন্তনীয়কর্ম্মা কৃষ্ণ ভীমের সহিত অর্জ্জুনের সেই কার্য্য দেখিয়া ভয়ঙ্কর বলশালী ভ্রাতা বলরামকে এই কথা বলিলেন—॥২০॥

'আর্য্য! সঙ্কর্ষণ! সিংহ ও বৃষের ন্যায় সলীলগামী এই যে ব্যক্তি তালপ্রমাণ বিশাল ধনু আকর্ষণ করিতেছে, এ ব্যক্তি অর্জ্জুন; আমি যদি বাসুদেব হই, তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২১॥

যস্ত্বেষ বৃক্ষং তরসাঽবভজ্য রাজ্ঞাং নিকারে সহসা প্রবৃত্তঃ।
বৃকোদরান্নান্য ইহৈতদস্য কর্ত্তুং সমর্থঃ সমরে পৃথিব্যাম্ ॥২২॥
যোঽসৌ পুরস্তাৎ কমলায়তাক্ষো মহাতনুঃ সিংহগতির্বিনীতঃ।
গৌরঃ প্রলম্বোজ্জ্বলচারুঘোণো বিনিঃসৃতঃ সোঽচ্যুত ধর্ম্মপুত্রঃ ॥২৩॥
যৌ তৌ কুমারাবিব কার্ত্তিকেয়ৌ দ্বাবাশ্বিনেয়াবিতি মে বিতর্কঃ।
মুক্তা হি তস্মাজ্জতুবেশ্মদাহান্ময়া শ্রুতাঃ পাণ্ডুসুতাঃ পৃথা চ ॥২৪॥
তমব্রবীন্নির্জলতোয়দাভো হলায়ুধোঽনন্তরজং প্রতীতঃ।
প্রীতোঽস্মি দিষ্ট্যা হি পিতৃস্বসা নঃ পৃথা বিমুক্তা সহ কৌরবাগ্র্যৈঃ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি স্বয়ংবরে কৃষ্ণবাক্যে দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

য ইতি। নিকারে পরাভবে। 'নিকারস্তু পরাভবে। ধান্যোৎক্ষেপে'' ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥২২॥

য ইতি। পুরস্তাৎ পূর্ব্বম্। প্রলম্বা উজ্জ্বলা চারী চ ঘোণা নাসিকা যস্য সঃ ॥২৩॥

যাবিতি। কুমারৌ অল্পবয়স্কৌ, দ্বৌ কার্ত্তিকেয়াবিবেতি দ্রব্যোৎপ্রেক্ষা পুনরুক্তবদাভাসশ্চেত্যনয়োরেকাশ্রয়ানুপ্রবেশরূপঃ সঙ্করোঽলঙ্কারঃ। আশ্বিনেয়ৌ নকুলসহদেবৌ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৩—১২॥ সন্ত্রাসাৎ ব্রাহ্মণকোপেন সর্ব্বং ক্ষত্রং নশ্যেদিতি শঙ্কাথাৎ ভয়াৎ ॥১৩-২২॥

এই যিনি বলপূর্ব্বক বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজগণকে পরাভূত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইনি ভীমসেন! কেন না, ভীমসেন ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তিই যুদ্ধে এরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না ॥২২॥

আর, ঐ যিনি পূর্ব্বে এস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, যাঁহার নয়নযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় দীর্ঘ, শরীরটি বিশাল, সিংহের ন্যায় গমন, স্বভাবটি বিনীত, শরীরের কান্তি গৌরবর্ণ এবং নাসিকাটি লম্বিত, উন্নত ও মনোহর, তিনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ॥২৩॥

তা'র পর, দুইটী কার্ত্তিকের ন্যায় বলেই যে দুইটী কুমার চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই নকুল ও সহদেব; ইহাই আমার ধারণা। কারণ, আমি শুনিয়াছিলাম যে, কুন্তীদেবী ও পাণ্ডবগণ সেই জতুগৃহদাহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন' ॥২৪॥

---

(২২) .রাজ্ঞাং বিকারে সহসাভিবৃত্তঃ··· । (২৩)···কমলায়তাক্ষস্তনুমহাসিংহগতিঃ··· ।

* '···সপ্তাশীত্যধিকঃ···', '···ঊননবত্যধিকঃ···', ' নবত্যধিকঃ...', '...চতুরধিকদ্বিশততমঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

——:০:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অজিনানি বিধুন্বন্তঃ করকাংশ্চ দ্বিজর্ষভাঃ।
উচুস্তে ভীর্ন কর্ত্তব্যা বয়ং যোৎস্যামহে পরান্ ॥১॥
তানেবং বদতো বিপ্রানর্জ্জুনঃ প্রহসন্নিব।
উবাচ প্রেক্ষকা ভূত্বা যূয়ং তিষ্ঠত পার্শ্বতঃ ॥২॥
অহমেনানজিহ্মাগ্রৈঃ শতশো বিকিরন্ শরৈঃ।
বারয়িষ্যামি সংক্রুদ্ধান্ মন্ত্রৈরাশীবিষানিব ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। নিজলো যস্তোয়দো মেঘস্তদাভঃ শ্বেতবর্ণ ইত্যর্থঃ। অনন্তরজম্ অনুজম্। প্রতীতঃ সংহৃষ্টঃ। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। কৌরবাগ্র্যৈর্যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ ॥১৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি স্বয়ংবরে দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

অজিনানীতি। অজিনানি মৃগচর্ম্মাণি। করকান্ কমণ্ডলূংশ্চ, "কমণ্ডলৌ চ করকঃ" ইত্যমরঃ ॥১॥

তানিতি। অজিনকমণ্ডলুভ্যাং যোধনং বিভাব্য কৌতুকাদর্জ্জুনস্য প্রহাসঃ ॥২॥

অহমিতি। অজিহ্মাগ্রৈঃ সরলমুখৈঃ। আশীবিষান্ সর্পান্ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ঘোণা নাসা ॥২৩॥ কার্ত্তিকেয়াবিত্যভূতোপমা ॥২৪—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮২॥

——:০:——

জলশূন্য মেঘের তুল্য শুভ্রবর্ণ বলরাম আনন্দিত হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণকে বলিলেন—'কৃষ্ণ! বড়ই আনন্দিত হইলাম যে, আমাদের পিসী কুন্তীদেবী কৌরবপ্রধান যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির সহিত ভাগ্যবশতঃ মুক্তিলাভ করিয়াছেন'।১৫।

——০——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ব্রাহ্মণেরা মৃগচর্ম্ম ও কমণ্ডলু আন্দোলিত করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন—'তুমি ভীত হইও না, আমরা শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিব'।১।

ব্রাহ্মণেরা এইরূপ বলিলে, অর্জ্জুন হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—'আপনারা দর্শক হইয়া এক পার্শ্বে থাকুন'।২।

ইত্যুক্ত্বা ধনুরায়ম্য শুল্কাবাপ্তং মহাবলঃ।
ভ্রাত্রা ভীমেন সহিতস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥৪॥
ততঃ কর্ণমুখান্ দৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়ান্ যুদ্ধদুর্ম্মদান্।
সম্পেততুরভীতৌ তৌ গজৌ প্রতিগজানিব ॥৫॥
উচুশ্চ বাচঃ পরুষাস্তে রাজানো যুযুৎসবঃ।
আহবে হি দ্বিজস্যাপি বধো দৃষ্টো যুযুৎসতঃ ॥৬॥
ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানঃ সহসা দুদ্রুবুর্দ্বিজান্।
ততঃ কর্ণো মহাতেজা জিষ্ণুং প্রতি যযৌ রণে ॥৭॥
যুদ্ধার্থী বাসিতাহেতোর্গজঃ প্রতিগজং যথা।
ভীমসেনং যযৌ শল্যো মদ্রাণামীশ্বরো বলী ॥৮॥
দুর্য্যোধনাদয়ঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণৈঃ সহ সঙ্গতাঃ।
মৃদুপূর্ব্বমযত্নেন প্রত্যযুধ্যংস্তদাহবে ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। শুল্কাবাপ্তং পণলব্ধং যেন ধনুষা লক্ষ্যং বিভেদ তদেব ধনুরিত্যর্থঃ ॥৪॥
তত ইতি। কর্ণমুখান্ কর্ণপ্রভৃতীন। সম্পেততুঃ যুদ্ধায় জগ্মতুঃ ॥৫॥
উচুরিতি। আহবে যুদ্ধে. দ্বিজস্য ব্রাহ্মণস্যাপি। অতো যুবাং নোপেক্ষামহে ॥৬॥
ইতীতি। দুদ্রুবুর্ধাবিতবন্তঃ। জিষ্ণুমর্জ্জুনম্ ॥৭॥
যুদ্ধেতি। বাসিতা হস্তিনী। "বাসিতা স্ত্রীকরেণ্বোশ্চ" ইত্যমরঃ ॥৮॥

মন্ত্রদ্বারা যেমন সর্পগণকে বারণ করে, তেমন আমিই সরলমুখ শত শত বাণদ্বারা এই ক্রুদ্ধ রাজগণকে বারণ করিব' ॥৩।

এই কথা বলিয়া মহাবল অর্জ্জুন পণলব্ধ ধনুখানাকেই আয়ত করিয়া ভীমের সহিত পর্ব্বতের ন্যায় অচল হইয়া দাঁড়াইলেন ॥৪।

তাহার পর, দুইটী হস্তী যেমন বিপক্ষ হস্তীদিগের প্রতি ধাবিত হয়, তেমন ভীম ও অর্জ্জুন যুদ্ধবিশারদ কর্ণপ্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণকে দেখিয়া, নির্ভয় হইয়া তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৫॥

তখন সেই যুদ্ধার্থী রাজারা এই নিষ্ঠুর কথা বলিলেন—'ওহে! যুদ্ধার্থী ব্রাহ্মণেরও কিন্তু যুদ্ধে বধ দেখিতে পাওয়া যায়' ॥৬॥

এই কথা বলিয়া রাজারা তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণগণের প্রতি ধাবিত হইলেন; আর মহাবল কর্ণ অর্জ্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৭॥

হস্তিনীর জন্য একটা হস্তী যেমন অপর হস্তীর প্রতি ধাবিত হয়, তেমন বলবান্ মদ্ররাজ শল্য ভীমের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৮॥

ততোঽর্জ্জুনঃ প্রত্যবিধ্যদাপতন্তং শিতৈঃ শরৈঃ।
কর্ণং বৈকর্ত্তনং শ্রীমান্ বিকৃষ্য বলবদ্ধনুঃ ॥১০॥
তেষাং শরাণাং বেগেন শিতানাং তিগ্মতেজসাম্।
বিমুহ্যমানো রাধেয়ো যত্নাত্তমনুধাবতি ॥১১॥
তাবুভাবপ্যনির্দ্দেশ্যৌ-লাঘবাজ্জয়তাং বরৌ।
অযুধ্যেতাং সুসংরব্ধাবন্যোন্যজয়কাঙ্ক্ষিণৌ ॥১২॥
কৃতে প্রতিকৃতং পশ্য পশ্য বাহুবলঞ্চ মে।
ইতি শূরার্থবচনৈরভাষেতাং পরস্পরম্ ॥১৩॥
ততোঽর্জ্জুনস্য ভুজয়োর্বীর্য্যমপ্রতিমং ভুবি।
জ্ঞাত্বা বৈকর্ত্তনঃ কর্ণঃ সংরব্ধঃ সমযোধয়ৎ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধনেতি। সঙ্গতাঃ সম্মিলিতাঃ। মৃদুপূর্ব্বং কোমলতাপূর্ব্বকম্, অযোগ্যবিপক্ষত্বাৎ ॥৯॥
তত ইতি। বৈকর্ত্তনং সূর্য্যপুত্রম্। কর্ণান্তরব্যাবৃত্ত্যর্থমিদং বিশেষণম্ ॥১০॥
তেষামিতি। বিমুহ্যমানো বিস্ময়বিমুগ্ধঃ সন্। তমর্জ্জুনম্, অনুধাবিত স্ম ॥১১॥
তাবিতি। লাঘবাৎ সমানলঘুহস্তত্বাৎ, অনির্দ্দেশ্যৌ প্রধানতরত্বেনানির্ব্বচনীয়ৌ ॥১২॥
কৃত ইতি। প্রতিকৃতং তত্তুল্যকরণম্। শূরার্থবচনৈঃ শৌর্য্যবোধকবাক্যৈঃ ॥১৩॥
তত ইতি। অপ্রতিমং নিরুপমম্। সংরব্ধঃ ক্রুদ্ধঃ। সমযোধয়দিতি স্বার্থ ইন্নার্ষঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

অক্লিনানীতি ॥১-৩॥ শুল্কাবাপ্তং পণপ্রাপ্তম্ ॥৪—১১॥ বিজিগীষিণৌ বিজিগীষাবন্তৌ

আর, দুর্য্যোধন প্রভৃতি অন্যান্য রাজারা সেই যুদ্ধে ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইয়া অযত্নের সহিত কোমলভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৯॥

তাহার পর, মনোহর মূর্ত্তি অর্জ্জুন সুদৃঢ় ধনু আকর্ষণ করিয়া সুধার বাণদ্বারা সম্মুখাগত কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥১০॥

নিশিত ও তীক্ষ্ণ সেই বাণগুলির বেগ দেখিয়া, বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া, কর্ণ যত্নপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥১১॥

তখন বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ ও অর্জ্জুন দুই জনই ক্রুদ্ধ হইয়া, পরস্পর জয় ইচ্ছা করিয়া, এমন লঘুহস্ততা দেখাইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের তারতম্য বুঝা গেল না ॥১২॥

'তোমার কার্য্যের অনুরূপ কার্য্য দেখ, আমার বাহুবল দেখ' এইরূপ বীরত্বব্যঞ্জক বাক্য দ্বারা তাঁহারা পরস্পর আলাপ করিতে থাকিলেন ॥১৩॥

(১০)...আপতন্তং ত্রিভিঃ শরৈঃ...। (১২)...অন্যোন্যবিজিগীষিণৌ।

অর্জ্জুনেন প্রযুক্তাংস্তান্ বাণান্ বেগবতস্তদা।
প্রতিহত্য ননাদোচ্চৈঃ সৈন্যানি তদপূজয়ন্ ॥১৫॥

কর্ণ উবাচ।

তুষ্যামি তে বিপ্রমুখ্য! ভুজবীর্য্যস্য চ সংযুগে।
অবিষাদস্য চৈবাস্য শস্ত্রাস্ত্রবিজয়স্য চ ॥১৬॥
কিং ত্বং সাক্ষাদ্ধনুর্বেদো রামো বা বিপ্রসত্তম!।
অথ সাক্ষাদ্ধরিহয়ঃ সাক্ষাদ্বা বিষ্ণুরচ্যুতঃ ॥১৭॥
আত্মপ্রচ্ছাদনার্থং বৈ বাহুবীর্য্যমুপাশ্রিতঃ।
বিপ্ররূপং বিধায়েদং মন্যে মাং প্রতিযুধ্যসে ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)
নহি মামাহবে ক্রুদ্ধমন্যঃ সাক্ষাচ্ছচীপতেঃ।
পুমান্ যোধয়িতুং শক্তঃ পাণ্ডবাদ্বা কিরীটিনঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অর্জ্জুনেনেতি। তৎ অর্জ্জুনবাণপ্রতিহননম্, অপূজয়ন্ প্রাশংসন্ ॥১৫॥

তুষ্যামীতি। ভুজবীর্য্যস্য দর্শনাদিতি শেষঃ। অন্যত্রাপ্যেবম্। সংযুগে যুদ্ধে ॥১৬॥

কিমিতি। হরিহয় ইন্দ্রঃ। অচ্যুতঃ শৌর্য্যাদভ্রষ্টঃ। আত্মনঃ প্রচ্ছাদনার্থং গোপনার্থম্। বহুকালাদর্শনাৎ বেশবৈষম্যাচ্চ কর্ণস্যাপ্যর্জ্জুনে সম্ভাবনেয়ম্ ॥১৭—১৮॥

নহীতি। আহবে যুদ্ধে। শচীপতেরিন্দ্রাৎ। কিরীটিনোঽর্জ্জুনাৎ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১২॥ শূরাণাম্ অর্থবদ্ভির্ব্বচনৈঃ শূরার্থবচনৈঃ ॥১৩—২৪॥ প্রতিহত্য প্রতিহত্য, "বা ল্যপি" ইতি পক্ষে অনুনাসিকলোপাভাবাৎ ন তুক্। তৎ প্রতিহননম্ ॥১৫—১৭॥ মন্যে ত্বাং

তাহার পর, সূর্য্যপুত্র কর্ণ অর্জ্জুনের বাহুবল জগতে অতুলনীয় বুঝিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

তিনি তখন অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত বেগশালী সেই সকল বাণ প্রতিহত করিয়া উচ্চ স্বরে সিংহনাদ করিলেন; সৈন্যেরা সে ঘটনার প্রশংসা করিল ॥১৫॥

তখন কর্ণ বলিলেন—'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে তোমার বাহুবল, অনবসন্নতা এবং এই শস্ত্র ও অস্ত্র নিবারণ দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম ॥১৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তুমি কি সাক্ষাৎ ধনুর্বেদ, না পরশুরাম, না ইন্দ্র, না সাক্ষাৎ বিষ্ণু, আত্মগোপনের জন্য এই ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক আমার সহিত যুদ্ধ করিলে? ॥১৭—১৮॥

কারণ, আমি যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্র কিংবা পাণ্ডব অর্জ্জুন ব্যতীত অন্য কোন পুরুষই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না' ॥১৯॥

তমেবংবাদিনং তত্র ফাল্গুনঃ প্রত্যভাষত।
নাস্মি কর্ণ! ধনুর্ব্বেদো নাস্মি রামঃ প্রতাপবান্ ॥২০॥
ব্রাহ্মণোঽস্মি যুধাং শ্রেষ্ঠ! সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
ব্রাহ্মে পৌরন্দরে চাস্ত্রে নিষ্ঠিতো গুরুশাসনাৎ ॥২১॥
স্থিতোঽস্ম্যদ্য রণে জেতুং ত্বাং বৈ বীর! স্থিরো ভব।
নির্জ্জিতোঽস্মীতি বা ব্রূহি ততো ব্রজ যথাসুখম্ ॥২২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বাথ কর্ণস্য ধনুশ্চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ।
ততোঽন্যদ্ধনুরাদায় সংযোদ্ধুং সন্দধে শরম্ ॥২৩॥
দৃষ্ট্বা তচ্চাপি কৌন্তেয়শ্ছিত্ত্বা তদ্ধনুরাশুগৈঃ।
তথা বৈকর্ত্তনং কর্ণং বিভেদ সমরেঽর্জ্জুনঃ ॥২৪॥
ততঃ কর্ণস্তু রাধেয়শ্ছিন্নধন্বা মহাবলঃ।
শরৈরতীববিদ্ধাঙ্গঃ পলায়নমথাকরোৎ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। ফাল্গুনোঽর্জ্জুনঃ ॥২০॥
ব্রাহ্মণ ইতি। পৌরন্দরে ঐন্দ্রে। নিষ্ঠিতঃ শিক্ষিতঃ, গুরোঃ শাসনাদুপদেশাৎ ॥২১॥
স্থিত ইতি। নির্জ্জিতস্ত্বয়াহং পরাজিতঃ ॥২২॥
এবমিতি। পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ। সন্দধে কর্ণ ইতি শেষঃ ॥২৩॥
দৃষ্ট্বেতি। আশুগৈর্বাণৈঃ। বিভেদ বিব্যাধ ॥২৪॥

কর্ণ এইরূপ বলিলে, অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন—'কর্ণ! আমি ধনুর্ব্বেদও নহি, প্রতাপশালী পরশুরামও নহি ॥২০॥

যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ! আমি সমস্ত অস্ত্রজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন ব্রাহ্মণ; গুরুর উপদেশে ব্রাহ্ম ও ঐন্দ্র অস্ত্রে শিক্ষিত হইয়াছি ॥২১॥

বীর! আজ তোমাকে জয় করিবার জন্য যুদ্ধে অবস্থান করিতেছি, তুমি স্থির হও; অথবা বল যে, পরাজিত হইয়াছি, পরে ইচ্ছানুসারে চলিয়া যাও' ॥২২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন কর্ণের ধনু ছেদন করিলেন। তাহার পর কর্ণ অন্য ধনু লইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য বাণ সন্ধান করিলেন ॥২৩॥

তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন বাণদ্বারা সে ধনুও ছেদন করিয়া যুদ্ধে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৪॥

(২১)…যুধাং শ্রেষ্ঠঃ…। (২২) কুত্রচিৎ দ্বিতীয়ার্দ্ধং নাস্তি।
(২৩) ইত্যাদয়ঃ পঞ্চ শ্লোকাঃ কতিপয়পুস্তকে ন দৃশ্যন্তে।

পুনরায়ান্মুহূর্ত্তেন গৃহীত্বা সশরং ধনুঃ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি পার্থং বৈকর্ত্তনস্তথা ॥২৬॥
তানি বৈ শরজালানি কৌন্তেয়োঽভ্যহনচ্ছরৈঃ।
জ্ঞাত্বা সর্ব্বান্ শরান্ ঘোরান্ কর্ণোঽধাবদ্দ্রুতং বহিঃ।
ব্রাহ্মং তেজস্তদাঽজয্যং মন্যমানো মহারথঃ ॥২৭॥
অপরস্মিন্ রণোদ্দেশে বীরৌ শল্যবৃকোদরৌ।
বলিনৌ যুদ্ধসম্পন্নৌ বিদ্যয়া চ বলেন চ ॥২৮॥
অন্যোন্যমাহ্বয়ন্তৌ তু মত্তাবিব মহাগজৌ।
মুষ্টিভির্জানুভিশ্চৈব নিঘ্নন্তাবিতরেতরম্ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)
বিকর্ষণাকর্ষণাভ্যামভ্যাকর্ষনিকর্ষণৈঃ।
আচকর্ষতুরন্যোন্যং মুষ্টিভিশ্চাপি জঘ্নতুঃ।
ততশ্চটচটাশব্দঃ সুঘোরঃ সমপদ্যত ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ছিন্নং ধনুর্যস্য সঃ ॥২৫॥
পুনরিতি। পার্থমর্জ্জুনং প্রতি। বৈকর্ত্তনঃ কর্ণঃ ॥২৬॥
তানীতি। শরান্ ব্যর্থানিতি শেষঃ। অজয্যং জেতুমশক্যম্। ষট্‌পাদমিদং পদ্যম্ ॥২৭॥
অপরস্মিন্নিতি। যুদ্ধং সম্পন্নৌ প্রাপ্তৌ। নিঘ্নন্তৌ প্রহরন্তৌ ॥২৮—২৯॥
বিকর্ষণেতি। বিকর্ষণং পুরতো দূরে প্রেরণম্ আকর্ষণং সম্মুখে আনয়নং তাভ্যাম্।

ভারতভাবদীপঃ

যস্মাক্ষাং প্রতিযুধ্যসে ॥১৮—২৭॥ বনোদ্দেশে রণদৃশ্যাং নিবাসস্থানে, "বনং নপুংসকং নীরে

ধনু ছিন্ন ও অঙ্গ অত্যন্ত বিদ্ধ হইলে, মহাবল কর্ণ পলায়ন করিলেন ॥২৫॥

তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে অন্য ধনু ও বাণ লইয়া পুনরায় যুদ্ধে আসিলেন এবং অর্জ্জুনের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

তখন অর্জ্জুন বাণদ্বারা কর্ণের সেই সকল বাণ প্রতিহত করিলেন। সেই সময়ে কর্ণ নিজের ভয়ঙ্কর বাণ সকল ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া, ব্রাহ্ম তেজকে অজেয় মনে করিয়া, তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া গেলেন ॥২৭॥

সমরাঙ্গনের অন্য স্থানে মহাবীর শল্য ও ভীম পরস্পর আহ্বান এবং মুষ্টি ও জানু দ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে থাকিয়া দুইটা মত্ত হস্তীর ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২৮—২৯॥

(২৭) বৈশম্পায়ন উবাচ। এবমুক্তস্তু রাধেয়ো যুদ্ধাৎ কর্ণো ন্যবর্ত্তত। ব্রাহ্মং তেজস্তদাঽজয্যং মন্যমানো মহারথঃ॥ ইতি পাঠঃ কতিপয়পুস্তকে। (২৮) অপরস্মিন্ বনোদ্দেশে…। (৩০) অত্র বহব এব পাঠভেদা দৃশ্যন্তে।

পাষাণসম্পাতনিভৈঃ প্রহারৈরভিজঘ্নতুঃ।
মুহূর্ত্তং তৌ তদাঽন্যোন্যং সমরে পর্য্যকর্ষতাম্ ॥৩১॥
ততো ভীমঃ সমুৎক্ষিপ্য বাহুভ্যাং শল্যমাহবে।
অপাতয়ৎ কুরুশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণা জহসুস্তদা ॥৩২॥
তত্রাশ্চর্য্যং ভীমসেনশ্চকার পুরুষর্ষভঃ।
যচ্ছল্যং পাতিতং ভূমৌ নাবধীদ্বলিনং বলী ॥৩৩॥
পাতিতে ভীমসেনেন শল্যে কর্ণে চ শঙ্কিতে।
শঙ্কিতাঃ সর্ব্বরাজানঃ পরিবব্রুর্বৃকোদরম্ ॥৩৪॥
ঊচুশ্চ সহিতাস্তত্র সাধ্বিমৌ ব্রাহ্মণর্ষভৌ।
বিজ্ঞায়েতাং ক্বজন্মানৌ ক্বনিবাসৌ তথৈব চ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

অভ্যাকর্ষো দক্ষিণে প্রেরণং নিকর্ষণঞ্চ বামে প্রেরণং তৈঃ, তৎক্রিয়াদ্বহুত্বাদ্বহুবচনম্। আচকর্ষতুরিতি গুণ আর্ষঃ। সমপদ্যত অজায়ত। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩০॥

পাষাণেতি। প্রহারৈশ্চপেটাঘাতাদিভিঃ। পর্য্যকর্ষতাং সমন্তাৎ কর্ষণং কৃতবন্তৌ ॥৩১॥

তত ইতি। আহবে যুদ্ধে। জহসুঃ স্বপক্ষজয়াৎ কৌতুকাচ্চেতি ভাবঃ ॥৩২॥

তত্রেতি। পাতিতম্ আত্মনৈব নিক্ষিপ্তম্ ॥৩৩॥

পাতিত ইতি। শঙ্কিতে অর্জ্জুনাশঙ্কীতে সতি। পরিবব্রুঃ প্রষ্টুং বেষ্টিতবন্তঃ ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

নিবাসালয়কাননে" ইতি মেদিনী ॥২৮—২৯॥ প্রকর্ষণং দূরে নোদনম্। আকর্ষণম্ অর্ব্বাকর্ষণম্। অভ্যাকর্ষণমভিমুখমাস্ফালনম্। বিকর্ষণং তির্য্যক্পাতনম্ ॥৩০—৩১॥ সমুৎপিক্ষ্য

তাঁহারা সম্মুখে দূরে প্রেরণ, নিকটে আনয়ন, দক্ষিণ পার্শ্বে প্রেরণ ও বাম পার্শ্বে প্রেরণ, এইরূপ পরস্পর কর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিতে থাকিলেন ; তাহা হইতে 'চটচট' শব্দ হইতে লাগিল ॥৩০॥

তাঁহারা কিছুকাল পাষাণপাততুল্য চপেটাঘাত দ্বারা পরস্পর প্রহার করিলেন, তৎপরে পরস্পর আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

তাহার পর, ভীম হস্তযুগল দ্বারা শল্যকে উত্তোলন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন ; তখন ব্রাহ্মণেরা হাসিয়া উঠিলেন ॥৩২॥

তখন বলবান্ ভীমসেন এইটাই আশ্চর্য্য ব্যাপার করিলেন যে, বলবান্ শল্যকে ভূপাতিত করিয়াও বধ করিলেন না ॥৩৩॥

ভীম শল্যকে পাতিত করিলেন এবং কর্ণও আশঙ্কিত থাকিলে, সকল রাজাই আশঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ভীমকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন ॥৩৪॥

কো হি রাধাসুতং কর্ণং শক্তো যোধয়িতুং রণে।
অন্যত্র রামাদ্দ্রোণাদ্বা পাণ্ডবাদ্বা কিরীটিনঃ ॥৩৬॥
কৃষ্ণাদ্বা দেবকীপুত্রাৎ কৃপাদ্বাপি শরদ্বতঃ।
কো বা দুর্য্যোধনং শক্তঃ প্রতিযোধয়িতুং রণে ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)
তথৈব মদ্রাধিপতিং শল্যং বলবতাং বরম্।
বলদেবাদৃতে বীরাৎ পাণ্ডবাদ্বা বৃকোদরাৎ ॥৩৮॥
বীরাদ্দুর্য্যোধনাদ্বাঽন্যঃ শক্তঃ পাতয়িতুং রণে।
ক্রিয়তামবহারোঽস্মাদ্‌যুদ্ধাদ্‌ব্রাহ্মণসংবৃতাৎ ॥৩৯॥ (যুগ্মকম্)
ব্রাহ্মণা হি সদা রক্ষ্যাঃ সাপরাধাপি নিত্যদা।
অথৈতানুপলভ্যেহ পুনর্যোৎস্যাম হৃষ্টবৎ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

ঊচুরিতি। সাধু কৃতবন্তৌ। ক জন্ম যয়োস্তৌ। পরত্রাপ্যেবম্ ॥৩৫॥

ক ইতি। যোধয়িতুম্ আত্মনা সহ যুদ্ধং কারয়িতুম্। শরদ্বতঃ পুত্রাৎ কৃপাদ্বাপীত্যর্থঃ। অন্যত্রেতি প্রথমান্তমব্যয়ং মন্তব্যম্ ॥৩৬—৩৭॥

তথেতি। ঋতে বিনা। অবহারো নিবৃত্তিঃ। ব্রাহ্মণৈঃ সংবৃতাৎ পূর্ণাৎ ॥৩৮—৩৯॥

ব্রাহ্মণা ইতি। সাপরাধাপীতি বিসর্গলোপেঽপি পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ। উপলভ্য পরিচিত্য ॥৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

কুষ্মাণ্ডফলবদপাতয়ৎ ॥৩২—৩৮॥ অবহারো যুদ্ধান্নিবর্ত্তনম্ ॥৩৯॥ সাপরাধা অপীতি সন্ধিরার্ষঃ। অথ অথবা কালান্তরে উপলভ্য ॥৪০॥ (পাঠান্তরে) সংযুগে তৎকর্ম্ম কৃত্বা তূষ্ণীম্ভূতাবিতি

সকলে মিলিয়া তখন বলিলেন—'এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দুই জন বিশেষ প্রশংসার কার্য্য করিয়াছেন; এখন আমরা ইহা জানিতে চাই যে, ইঁহাদের কোথায় জন্ম এবং কোথায়ই বা নিবাস? ॥৩৫॥

পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য, কৃষ্ণ, কৃপাচার্য্য এবং অর্জ্জুন ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে এবং কোন্ ব্যক্তিই বা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়? ॥৩৬—৩৭॥

এবং মহাবীর বলরাম, পাণ্ডব ভীমসেন ও মহাবীর দুর্য্যোধন ব্যতীত অন্য কোন্ লোক বীরশ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ শল্যকে যুদ্ধে ভূপাতিত করিতে পারে; অতএব ব্রাহ্মণের সহিত যুদ্ধ হইতে বিরত হউন ॥৩৮—৩৯॥

কারণ, ব্রাহ্মণেরা অপরাধ করিলেও তাঁহাদিগকে রক্ষা করা আমাদের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। ত'ার পর, ইঁহাদের পরিচয় লইয়া আনন্দিত হইয়া পুনরায় আমরা যুদ্ধ করিব' ॥৪০॥

---

(৪০) শ্লোকাৎ পরম্ অয়মধিকঃ শ্লোকঃ কচিৎ—'তাংস্তথাবাদিনঃ সর্ব্বান্ প্রসমীক্ষ্য ক্ষিতীশ্বরান্। অথান্যান্ পুরুষাংশ্চাপি কৃত্বা তৎ কর্ম্ম সংযুগে॥"

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তৎ কর্ম্ম ভীমস্য সমীক্ষ্য কৃষ্ণঃ কুন্তীসুতৌ তৌ পরিশঙ্কমানঃ।
নিবারয়ামাস মহীপতীংস্তান্ ধর্ম্মেণ লব্ধেত্যনুনীয় সর্ব্বান্ ॥৪১॥

এবং তে বিনিবৃত্তাস্তু যুদ্ধাদ্‌যুদ্ধবিশারদাঃ।
যথাবাসং যযুঃ সর্ব্বে বিস্মিতা রাজসত্তমাঃ ॥৪২॥

বৃত্তো ব্রহ্মোত্তরো রঙ্গঃ পাঞ্চালী ব্রাহ্মণৈর্বৃতা।
ইতি ব্রুবন্তঃ প্রযযুর্যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥৪৩॥

ব্রাহ্মণৈস্তু প্রতিচ্ছন্নৌ রৌরবাজিনবাসিভিঃ।
কৃচ্ছ্রেণ জগ্মতুস্তৌ তু ভীমসেনধনঞ্জয়ৌ ॥৪৪॥

বিমুক্তৌ জনসংবাধাচ্ছত্রুভিরপরিক্ষতৌ।
কৃষ্ণয়ানুগতৌ তত্র নৃবীরৌ তৌ বিরেজতুঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। পরিশঙ্কমানঃ সম্ভাবয়ন্। লব্ধা দ্রৌপদীতি শেষঃ ॥৪১॥
এবমিতি। আবাসং স্বস্বরাজধানীমনতিক্রম্যেতি যথাবাসম্ ॥৪২॥
বৃত্ত ইতি। ব্রহ্মাণো ব্রাহ্মণা এব উত্তরাঃ প্রধানা যস্মিন্ সঃ। বৃত্তো নিষ্পন্নঃ ॥৪৩॥
ব্রাহ্মণৈরিতি। প্রতিচ্ছন্নৌ আবৃতৌ। রৌরবাজিনবাসিভির্মৃগচর্ম্মপরিধায়িভিঃ ॥৪৪॥
বিমুক্তাবিতি। কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা। তৌ ভীমার্জ্জুনৌ। ঘনৈর্মেঘৈঃ। মাতা কুন্তী।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণ ভীমসেনের সেই কার্য্য দেখিয়া, তাঁহাদিগকে কুন্তীপুত্র মনে করিয়া, সেই সকল রাজাকে এই বলিয়া অনুনয় করিয়া বারণ করিলেন যে, 'ইনি ধর্ম্ম অনুসারেই দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন' ॥৪১॥

এই ভাবে যুদ্ধবিশারদ সেই সকল রাজা বিস্মিত হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তি পাইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন ॥৪২॥

আর, অন্য যে সকল লোক সেখানে আসিয়াছিল, তাহারাও এইরূপ বলিতে বলিতে চলিয়া গেল যে, 'ব্রাহ্মণপ্রধান স্বয়ংবর সম্পন্ন হইল, দ্রৌপদীকেও ব্রাহ্মণেরাই পাইলেন' ॥৪৩॥

এবং মৃগচর্ম্মধারী ব্রাহ্মণে পরিবেষ্টিত ভীম ও অর্জ্জুন তাঁহাদের মধ্য হইতে কষ্টেই বাহির হইয়া গেলেন ॥৪৪॥

শত্রুগণকর্তৃক অপরিক্ষতদেহ মনুষ্যবীর ভীম ও অর্জ্জুন দ্রৌপদীর সহিত সেই জনসংঘ হইতে মুক্ত হইয়া, পূর্ণিমা তিথিতে মেঘমুক্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায়

(৪৫)...শত্রুভিঃ পরিবিক্ষতৌ...।

কো হি রাধাসুতং কর্ণং শক্তো যোধয়িতুং রণে।
অন্যত্র রামাদ্দ্রোণাদ্বা পাণ্ডবাদ্বা কিরীটিনঃ ॥৩৬॥
কৃষ্ণাদ্বা দেবকীপুত্ত্রাৎ কৃপাদ্বাপি শরদ্বতঃ।
কো বা দুর্য্যোধনং শক্তঃ প্রতিযোধয়িতুং রণে ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)
তথৈব মদ্রাধিপতিং শল্যং বলবতাং বরম্।
বলদেবাদৃতে বীরাৎ পাণ্ডবাদ্বা বৃকোদরাৎ ॥৩৮॥
বীরাদ্দুর্য্যোধনাদ্বাঽন্যঃ শক্তঃ পাতয়িতুং রণে।
ক্রিয়তামবহারোঽস্মাদ্যুদ্ধাদ্ব্রাহ্মণসংবৃতাৎ ॥৩৯॥ (যুগ্মকম্)
ব্রাহ্মণা হি সদা রক্ষ্যাঃ সাপরাধাপি নিত্যদা।
অথৈতানুপলভ্যেহ পুনর্যোৎস্যাম হৃষ্টবৎ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

উচুরিতি। সাধু কৃতবন্তৌ। ক জন্ম যয়োস্তৌ। পরত্রাপ্যেবম্ ॥৩৫॥

ক ইতি। যোধয়িতুম্ আত্মনা সহ যুদ্ধং কারয়িতুম্। শরদ্বতঃ পুত্রাৎ কৃপাদ্বাপীত্যর্থঃ। অন্যত্রেতি প্রথমান্তমব্যয়ং মন্তব্যম্ ॥৩৬—৩৭॥

তথেতি। ঋতে বিনা। অবহারো নিবৃত্তিঃ। ব্রাহ্মণৈঃ সংবৃতাৎ পূর্ণাৎ ॥৩৮—৩৯॥

ব্রাহ্মণা ইতি। সাপরাধাপীতি বিসর্গলোপেঽপি পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ। উপলভ্য পরিচিত্য ॥৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

কুষ্মাণ্ডফলবদপাতয়ৎ ॥৩২—৩৮॥ অবহারো যুদ্ধান্নিবর্ত্তনম্ ॥৩৯॥ সাপরাধা অপীতি সন্ধিরার্ষঃ। অথ অথবা কালান্তরে উপলভ্য ॥৪০॥ (পাঠান্তরে) সংযুগে তৎ কর্ম্ম কৃত্বা তূষ্ণীম্ভূতাবিতি

সকলে মিলিয়া তখন বলিলেন—'এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দুই জন বিশেষ প্রশংসার কার্য্য করিয়াছেন; এখন আমরা ইহা জানিতে চাই যে, ইঁহাদের কোথায় জন্ম এবং কোথায়ই বা নিবাস? ॥৩৫॥

পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য, কৃষ্ণ, কৃপাচার্য্য এবং অর্জ্জুন ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে এবং কোন্ ব্যক্তিই বা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়? ॥৩৬—৩৭॥

এবং মহাবীর বলরাম, পাণ্ডব ভীমসেন ও মহাবীর দুর্য্যোধন ব্যতীত অন্য কোন্ লোক বীরশ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ শল্যকে যুদ্ধে ভূপাতিত করিতে পারে; অতএব ব্রাহ্মণের সহিত যুদ্ধ হইতে বিরত হউন ॥৩৮—৩৯॥

কারণ, ব্রাহ্মণেরা অপরাধ করিলেও তাঁহাদিগকে রক্ষা করা আমাদের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। ত'ার পর, ইঁহাদের পরিচয় লইয়া আনন্দিত হইয়া পুনরায় আমরা যুদ্ধ করিব' ॥৪০॥

(৪০) শ্লোকাৎ পরম্ অয়মধিকঃ শ্লোকঃ কচিৎ—'তাংস্তথাবাদিনঃ সর্ব্বান্ প্রসমীক্ষ্য ক্ষিতীশ্বরান্। অথান্যান্ পুরুষাংশ্চাপি কৃত্বা তৎ কর্ম্ম সংযুগে ॥"

চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

——:০:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গত্বা তু তাং ভার্গবকর্ম্মশালাং পার্থৌ পৃথাং প্রাপ্য মহানুভাবৌ।
তাং যাজ্ঞসেনীং পরমপ্রতীতৌ ভিক্ষেত্যথাবেদয়তাং নরাগ্র্যৌ ॥১॥
কুটীগতা সা ত্বনবেক্ষ্য পুত্রৌ প্রোবাচ ভুঙ্‌ক্তেতি সমেত্য সর্ব্বে।
পশ্চাচ্চ কুন্তী প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণাং কষ্টং ময়া ভাষিতমিত্যুবাচ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। পৃথা কুন্তী। মহতি অবসিতপ্রায়ে। ঘনৈর্মেঘৈঃ। ব্রাহ্মণানাং কৃষ্ণমৃগ-চর্ম্মাবৃতত্বাদ্‌ঘনসাদৃশ্যম্। জিষ্ণুরর্জ্জুনঃ। ভার্গবো নাম কুম্ভকারস্তস্য বেশ্ম ॥৪১—৫০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি স্বয়ংবরে ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

গত্বেতি। ভার্গবো নাম কুম্ভকার ইতি প্রাগেবোক্তং তস্য কর্ম্মশালাং ভূতপূর্ব্বকর্ম্মগৃহম্। এতেন তস্যাং শালায়ামেব তেষাং বাস আসীদিতি বোধ্যম্। পার্থৌ ভীমার্জ্জুনৌ। পরম-প্রতীতৌ দ্রৌপদীলাভাদত্যন্তানন্দিতৌ। ভিক্ষা মাতরিয়ং ভিক্ষা আনীতা ইতি আবে-দয়তাং ব্যজ্ঞাপয়তাম্। প্রতিদিনং যথা তদ্বদিতি ভাবঃ। কৌতুকেন নর্ম্মোক্তিরূপত্বান্নাত্র মিথ্যোক্তিদোষঃ "ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি" ইতি প্রাগুক্তত্বাৎ ॥১॥

কুটীতি। কুটীগতা কুটীবাভ্যন্তরস্থিতা। সমেত্য মিলিত্বা। কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্। কষ্টং কষ্টজনকং বাক্যম্, একস্যাঃ স্ত্রিয়া বহুভিঃ পুরুষৈর্ভোগানৌচিত্যাদিতি ভাবঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

গচ্ছতি উপস্থিতে সতি ॥৪৭—৪৯॥ ভার্গববেশ্ম কুলালগৃহম্ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৩॥

——০:০:০——

বৈশম্পায়ন বলিলেন মহাপ্রভাবশালী মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ভীম ও অর্জ্জুন সেই কুম্ভকারের কর্ম্মশালায় যাইয়া, কুন্তীকে লক্ষ্য করিয়া, আনন্দিতচিত্তে দ্রৌপদীর বিষয় জানাইলেন যে, 'মা! ভিক্ষা আনিয়াছি' ।১।

কিন্তু কুন্তী ঘরের ভিতরে ছিলেন বলিয়া ভীমার্জ্জুনকে না দেখিয়াই বলিয়া ফেলিলেন যে, 'তোমরা সকলে মিলিয়াই উহা ভোগ কর'। পরে, তিনি দ্রৌপদাকে দেখিয়া বলিলেন যে, 'হায়! আমি বড়ই কষ্টের কথা বলিয়া ফেলিয়াছি!' ॥২॥

সাঽধর্ম্মভীতা পরিচিন্তয়ন্তী তাং যাজ্ঞসেনীং পরমপ্রতীতাম্।
পাণৌ গৃহীত্বোপজগাম কুন্তী যুধিষ্ঠিরং বাক্যমুবাচ চেদম্ ॥৩॥

কুন্ত্যুবাচ।

ইয়ন্তু কন্যা দ্রুপদস্য রাজ্ঞস্তবানুজাভ্যাং ময়ি সন্নিসৃষ্টা।
যথোচিতং পুত্র! ময়াপি চোক্তং সমেত্য ভুঙ্‌ক্তেতি নৃপ! প্রমাদাৎ ॥৪॥
এতৎ কথং নানৃতমুক্তমদ্য ময়া ভবেদ্‌ব্রূহি যদত্র যুক্তম্।
পাঞ্চালরাজস্য সুতামধর্ম্মো ন চোপবর্ত্তেত ন বিভ্রমেচ্চ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স এবমুক্তো মতিবান্ নৃবীরো মাত্রা মুহূর্ত্তন্তু বিচিন্ত্য রাজা।
কুন্তীং সমাশ্বাস্য কুরুপ্রবীরো ধনঞ্জয়ং বাক্যমিদং বভাষে ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। অধর্ম্মাৎ দ্রৌপদ্যা বহুপুরুষভোগনিবন্ধনপাপাদ্ভীতা। পরমপ্রতীতম্ উপযুক্তপতি-লাভাদত্যন্তপ্রীতাম্। এতেন যুধিষ্ঠিরনকুলসহদেবা যুদ্ধাবসানং নিশম্য ভীমার্জ্জুনাগমনাৎ প্রাগেব কুম্ভকারভবনমাগতা ইত্যপি বোদ্ধব্যম্ ॥৩॥

ইয়মিতি। সন্নিসৃষ্টা সমর্পিতা। যথোচিতং ভিক্ষাত্বেনাবেদনাৎ ॥৪॥

এতদিতি। অনৃতং মিথ্যা। ন চোপবর্ত্তেত ন চাক্রামেৎ, ন বিভ্রমেচ্চ তেনাধর্ম্মেণ নরকাদৌ ন বিচরেচ্চ, সা পাঞ্চালরাজসুতেতি শেষঃ ॥৫॥

স ইতি। রাজেতি যোগ্যতামাশ্রিত্যোক্তম্, পাণ্ডোরনন্তরং তস্যৈব রাজত্বযোগ্যত্বাৎ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

গত্বেতি ॥১—২॥ অধর্ম্মো বহুভর্তৃতারূপাঃ তস্মাদ্ভীতা ॥৩–৪॥ অধর্ম্মো বহুভর্তৃতারূপঃ,

---

তাহার পর, কুন্তী দ্রৌপদীর অধর্ম্মের ভয়ে ভীত হইয়া, চিন্তা করিতে থাকিয়া, দ্রৌপদীর হস্তধারণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥৩॥

কুন্তী বলিলেন—'পুত্র! তোমার কনিষ্ঠ সহোদর ভীম ও অর্জ্জুন এই দ্রুপদরাজার কন্যাটীকে আমার নিকট ভিক্ষা বলিয়া দিতে চাহিয়াছিল; তখন আমিও অনবধানতাবশতঃ ভিক্ষা মনে করিয়া তাহার উপযুক্ত কথাই বলিয়া ফেলিয়াছি যে, 'তোমরা সকলে মিলিয়া ভোগ কর' ॥৪॥

আমার এই কথা কি প্রকারে সত্য হইতে পারে; এবিষয়ে যাহা সঙ্গত হয়, যাহাতে ইঁহার পাপ না হয় এবং সেই পাপে ইনি নরকে না যান, সেইরূপ উপায় বল' ॥৫॥

---

(৫) ময়া কথং নানৃতমুক্তমদ্য ভবেৎ কুরূণামৃষভ! ব্রবীহি…।

ত্বয়া জিতা ফাল্গুন ! যাজ্ঞসেনী ত্বয্যেব শোভিষ্যতি রাজপুত্ৰী ।
প্রজ্বাল্যতামগ্নিরমিত্রসাহ ! গৃহাণ পাণিং বিধিবত্ত্বমস্যাঃ ॥৭॥

অর্জ্জুন উবাচ ।

মা মাং নরেন্দ্র ! ত্বমধৰ্ম্মভাজং কৃথা ন ধর্ম্মোঽয়মশিষ্টদৃষ্টঃ ।
ভবান্ নিবেশ্যঃ প্রথমং ততোঽয়ং ভীমো মহাবাহুরচিন্ত্যকর্ম্মা ॥৮॥
অহং ততো নকুলোঽনন্তরং মে পশ্চাদয়ং সহদেবস্তরস্বী ।
বৃকোদরোঽহঞ্চ যমৌ চ রাজন্ ! ইয়ঞ্চ কন্যা ভবতো নিযোজ্যাঃ ॥৯॥
এবং গতে যৎ করণীয়মত্র ধৰ্ম্ম্যং যশস্যং কুরু তদ্বিচিন্ত্য ।
পাঞ্চালরাজস্য হিতঞ্চ যৎ স্যাৎ প্রশাধি সর্ব্বে স্ম বশে স্থিতাস্তে ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ত্বয্যেতি। অমিত্রান্ শত্রূন্ সহত ইতি অমিত্রসাহঃ কর্ম্মণ্যাণি সম্বোধনম্ ॥৭॥

মেতি। অয়ং ন ধর্ম্মঃ, অপি ত্বয়ং ব্যবহারঃ অশিষ্টেষু ম্লেচ্ছাদিষ্বেব দৃষ্টঃ; "জ্যেষ্ঠেঽনিবিষ্টে কনীয়ান্ নির্বিশন্ পরিবেত্তা ভবতি" ইত্যাদিস্মৃতেরিতি ভাবঃ। নিবেশ্যঃ পরিণয়সম্পাদনেন গার্হস্থ্যধৰ্ম্মে গুরুভিঃ প্রবেশনীয়ঃ, জ্যেষ্ঠত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৮॥

অহমিতি। তরস্বী বলবান্। নিযোজ্যা আদেশ্যাঃ। অতঃ কর্ত্তব্যমাদিশেতি ভাবঃ ॥৯॥

এবমিতি। গতে স্থিতে। প্রশাধি উপদিশ। স্মেতি পাদপূরণে ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

বিভ্রমেচ্চ তেন অধর্ম্মেণ তির্য্যগ্‌যোনৌ পুনঃপুনঃ বিশেষেণ ভ্রমেৎ ॥৫—৭॥ ন ধর্ম্মোঽয়ং দৃষ্টঃ

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুন্তী এইরূপ বলিলে, বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির একটুকাল চিন্তা করিয়া এবং কুন্তীকে আশ্বস্ত করিয়া অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন—॥৬॥

'অর্জ্জুন ! তুমিই দ্রৌপদীকে জয় করিয়াছ ; সুতরাং এই রাজকন্যা তোমাতেই শোভা পাইবেন। অতএব তুমি অগ্নি প্রজ্বালিত কর এবং যথাবিধানে তুমিই ইঁহার পাণি গ্রহণ কর' ॥৭॥

অর্জ্জুন বলিলেন—'মহারাজ ! আপনি আমাকে অধৰ্ম্মভাগী করিবেন না, ইহা ধৰ্ম্ম নহে, এরূপ ব্যবহার অশিষ্ট জনেই দেখা যায়। প্রথমে আপনি বিবাহ করিবেন, তৎপরে ভীম বিবাহ করিবে ॥৮॥

তাহার পরে আমি, তৎপরে নকুল এবং তাহার পরে সহদেব বিবাহ করিবে। ভীম, আমি, নকুল, সহদেব এবং এই কন্যা, আমরা সকলেই আপনার আজ্ঞাবহ ॥৯॥

এইরূপ হইলে, এবিষয়ে যাহা ধৰ্ম্মসঙ্গত ও যশের কারণ বলিয়া কর্ত্তব্য হয়, আপনি চিন্তা করিয়া তাহাই করুন, আর যাহা পাঞ্চালরাজের হিত হয়, সে বিষয়ে উপদেশ দিন, আমরা সকলেই আপনার বশে রহিয়াছি' ॥১০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জিষ্ণোর্বচনমাজ্ঞায় ভক্তিস্নেহসমন্বিতম্।
দৃষ্টিং নিবেশয়ামাসুঃ পাঞ্চাল্যাং পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥১১॥
দৃষ্ট্বা তে তত্র পশ্যন্তীং সর্বে কৃষ্ণাং যশস্বিনীম্।
সম্প্রেক্ষ্যান্যোন্যমাসীনা হৃদয়ৈস্তামধারয়ন্ ॥১২॥
তেষাস্তু দ্রৌপদীং দৃষ্ট্বা সর্ব্বেষামমিতৌজসাম্।
সম্প্রমথ্যেন্দ্রিয়গ্রামং প্রাদুরাসীন্মনোভবঃ॥১৩॥
কাম্যং হি রূপং পাঞ্চাল্যা বিধাত্রা বিহিতং স্বয়ম্।
বভূবাধিকমন্যাভ্যঃ সর্বভূতমনোহরম্ ॥১৪॥
তেষামাকারভাবজ্ঞঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
দ্বৈপায়নবচঃ কৃৎস্নং সস্মার মনুজর্ষভঃ ॥১৫॥
অব্রবীৎ স হি তান্ ভ্রাতৄন্ মিথো ভেদভয়ান্নৃপঃ।
সর্ব্বেষাং দ্রৌপদী ভার্য্যা ভবিষ্যতি হি নঃ শুভা ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

জিষ্ণোরিতি। দৃষ্টিং নিবেশয়ামাসুঃ, তদ্ভঙ্গীজ্ঞানেন তদভিপ্রায়জ্ঞানার্থম্ ॥১১॥
দৃষ্ট্বেতি। পশ্যন্তীং সর্ব্বানেব পাণ্ডবানিতি শেষঃ। অধারয়ন্ পত্নীত্বেন ॥১২॥
তেষামিতি। সম্প্রমথ্য বিজিত্য মনোভবঃ কামঃ।১৩॥
কাম্যমিতি। কাম্যং সর্ব্বপুরুষবাঞ্ছনীয়ম্। অন্যাভ্যঃ স্ত্রীভ্যঃ ॥১৪॥
তেষামিতি। তেষাং ভ্রাতৄণাম্, আকারং ভঙ্গীং ভাবমভিপ্রায়ঞ্চ জানাতীতি সঃ। দ্বৈপায়নবচঃ দ্বিষষ্ট্যধিকশততমাধ্যায়োক্তং ব্যাসবচনম্ ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনের কথাগুলিকে ভক্তি ও স্নেহযুক্ত বুঝিয়া দ্রৌপদীর উপরে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥১১॥

তখন দ্রৌপদী সমস্ত পাণ্ডবকেই দেখিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া তাঁহারা সকলেই পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া দ্রৌপদীকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন ॥১২॥

তখন দ্রৌপদীকে দেখার পর, তাঁহাদের সকলেরই ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করিয়া প্রবল কামবেগ উপস্থিত হইল ॥১৩॥

কারণ, স্বয়ং বিধাতাই দ্রৌপদীর রূপটীকে সমস্ত পুরুষেরই স্পৃহণীয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তাহাতেই সেইরূপ অন্যান্য স্ত্রী হইতে অধিক এবং সকলেরই মনোহর ছিল ॥১৪॥

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, ভীমপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণের ভঙ্গী ও অভিপ্রায় বুঝিয়া বেদব্যাসের সমস্ত উক্তি স্মরণ করিলেন ॥১৫॥

(১৬) ইতঃ পরমধ্যায়সমাপ্তিঃ ক্বচিৎ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভ্রাতুর্ব্বচস্তৎ প্রসমীক্ষ্য সর্বে জ্যেষ্ঠস্য পাণ্ডোস্তনয়াস্তদানীম্।
তমেবার্থং ধ্যায়মানা মনোভিঃ সর্ব্বে চ তে তস্থুরদীনসত্ত্বাঃ ॥১৭॥
বৃষ্ণিপ্রবীরস্তু কুরুপ্রবীরান্ আশংসমানঃ সহরৌহিণেয়ঃ।
জগাম তাং ভার্গবকর্ম্মশালাং যত্রাসতে তে পুরুষপ্রবীরাঃ ॥১৮॥
তত্রোপবিষ্টং পৃথুদীর্ঘবাহুং দদর্শ কৃষ্ণঃ সহরৌহিণেয়ঃ।
অজাতশক্রং পরিবার্য্য তাংশ্চাপ্যুপোপবিষ্টান্ জ্বলনপ্রকাশান্ ॥১৯॥
ততোঽব্রবীদ্বাসুদেবোঽভিগম্য কুন্তীসুতং ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠম্।
কৃষ্ণোঽহমস্মীতি নিপীড্য পাদৌ যুধিষ্ঠিরস্যাজমীঢ়স্য রাজ্ঞঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

অব্রবীদিতি। স যুধিষ্ঠিরঃ। মিথোভেদভয়াৎ পরস্পরৈকতাভঙ্গভয়াৎ ॥১৬॥

ভ্রাতুরিতি। প্রসমীক্ষ্য পর্য্যালোচ্য। অদীনসত্ত্বা অক্ষুদ্রাধ্যবসায়াঃ ॥১৭॥

বৃষ্ণীতি। বৃষ্ণিপ্রবীরঃ কৃষ্ণঃ। আশংসমানঃ সম্ভাবয়ন্। রৌহিণেয়েন বলরামেণ সহেতি সহরৌহিণেয়ঃ। আসতে তিষ্ঠন্তি, তে পাণ্ডবাঃ ॥১৮॥

তত্রেতি। অজাতশক্রং যুধিষ্ঠিরম্। তান্ ভীমাদীন্। জ্বলনপ্রকাশান্ অগ্নিদ্যুতীন্ ॥১৯॥

তত ইতি। নিপীড্য প্রণামায় ধৃত্বা। আজমীঢ়স্য অজমীঢ়কুলোৎপন্নস্য ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

অয়ং কঃ যং মাং ভবান্ অশিষ্ট শাসিতবান্, নিবেশঃ বিবাহঃ ॥৮—১৫॥ ভেদভয়ং যস্য

তাহার পর তিনি পরস্পর ভেদের ভয়ে ভ্রাতৃগণকে বলিলেন—'কল্যাণী দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন' ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন ভীমপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা পর্য্যালোচনা করিয়া, মনে মনে সেই বিষয়ই চিন্তা করিতে থাকিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

এই সময়ে কৃষ্ণ সেই পাঁচটি পুরুষকে পঞ্চ পাণ্ডব মনে করিয়া বলরামের সহিত কুম্ভকারের সেই কর্ম্মশালায় আসিলেন, যেখানে পাণ্ডবেরা অবস্থান করিতেছিলেন ॥১৮॥

কৃষ্ণ বলরামের সহিত সেখানে আসিয়া দেখিলেন—স্থূল ও দীর্ঘবাহু যুধিষ্ঠির বসিয়া আছেন, আর তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অগ্নিতুল্য তেজস্বী ভীম প্রভৃতি উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৯॥

তাহার পর, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন—'আমি কৃষ্ণ' ॥২০॥

তথৈব তস্যাপ্যনু রৌহিণেয়স্তৌ চাপি হৃষ্টাঃ কুরবোঽভ্যনন্দন্।
পিতৃস্বসুশ্চাপি যদুপ্রবীরাবগৃহ্নতাং ভারতমুখ্য! পাদৌ ॥২১॥
অজাতশত্রুশ্চ কুরুপ্রবীরঃ পপ্রচ্ছ কৃষ্ণং কুশলং বিলোক্য।
কথং বয়ং বাসুদেব! ত্বয়েহ গূঢ়া বসন্তো বিদিতাশ্চ সর্বে ॥২২॥
তমব্রবীদ্বাসুদেবঃ প্রহস্য গূঢ়োঽপ্যগ্নির্জ্ঞায়ত এব রাজন্!।
তং বিক্রমং পাণ্ডবেয়ানতীত্য কোঽন্যঃ কর্ত্তা বিদ্যতে মানুষেষু ॥২৩॥
দিষ্ট্যা সর্বে পাবকাদ্বিপ্রমুক্তা যূয়ং ঘোরাৎ পাণ্ডবাঃ শক্রসাহাঃ।
দিষ্ট্যা পাপো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ সহামাত্যো ন সকামোঽভবিষ্যৎ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। অনু পশ্চাৎ, রৌহিণেয়ো বলরামোঽপি, তথৈব কৃষ্ণবদেব, তস্য যুধিষ্ঠিরস্য। পাদৌ নিপীড্য রামোঽস্মীত্যব্রবীদিত্যর্থঃ। হৃষ্টাঃ কুরবো যুধিষ্ঠিরাদয়শ্চাপি তৌ রামকৃষ্ণৌ অভ্যনন্দন্ যথাযোগ্যম্ আশীঃপ্রণামাভ্যামাদৃতবন্তঃ। যদুপ্রবীরৌ রামকৃষ্ণৌ পিতৃস্বসুঃ কুন্ত্যাশ্চাপি পাদৌ অগৃহ্নতাম্ ॥২১॥

অজাতেতি। অজাতশত্রুর্যুধিষ্ঠিরঃ। গূঢ়া গুপ্তা অপি বিদিতা ইত্যাদি পপ্রচ্ছ ॥২২॥

তমিতি। তং লক্ষ্যভেদাদিরূপম্। অতীত্য বিনেত্যর্থঃ। কর্ত্তরি তৃন্‌প্রত্যয়ঃ ॥২৩॥

দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। শক্রসাহাঃ শক্রবেগসহনযোগ্যাঃ। অভবৎ অভূৎ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

দ্রৌপদী তস্যোত্তরে শত্রবঃ স্যুরিতি ভেদঃ। ১৬—১৭। রৌহিণেয়ো বলদেবঃ ॥১৮—২৩॥

তাহার পর, বলরামও কৃষ্ণেরই মত যুধিষ্ঠিরের চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন—'আমি বলরাম'। তখন পাণ্ডবেরাও আনন্দিত হইয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য আদর করিলেন। তৎপরে রাম ও কৃষ্ণ পিতৃষ্বসা কুন্তীদেবীরও চরণ ধারণ করিলেন ॥২১॥

তদনন্তর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন 'কৃষ্ণ! আমরা সকলেই এখানে গুপ্তভাবে বাস করিতেছি, তুমি কি করিয়া জানিলে' ॥২২॥

তখন কৃষ্ণ হাস্য করিয়া বলিলেন মহারাজ! অগ্নি গুপ্তভাবে থাকিলেও জানা যায়। পাণ্ডব ব্যতীত মানুষের মধ্যে অন্য কোন্ ব্যক্তি সেইরূপ বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে? ॥২৩॥

শত্রুগণের বেগ সহ্যকারী আপনারা সকলেই ভাগ্যবশতঃ সেই অগ্নি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন; আর ভাগ্যবশতই পাপাত্মা দুর্য্যোধন মন্ত্রীদের সহিত সফলকাম হয় নাই ॥২৪॥

ভদ্রং বোঽস্তু নিহিতং যদ্‌গুহায়াং বিবর্দ্ধধ্বং জ্বলনা ইবৈধমানাঃ।
মা বো বিদ্যুঃ পার্থিবাঃ কেচিদেব যাস্যাবহে শিবিরায়ৈব তাবৎ।
সোঽনুজ্ঞাতঃ পাণ্ডবেনাব্যয়শ্রীঃ প্রায়াচ্ছীঘ্রং বলদেবেন সার্দ্ধম্ ॥২৫॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি
বৈবাহিকে রামকৃষ্ণাগমনে চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:০:—

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু পাঞ্চাল্যঃ পৃষ্ঠতঃ কুরুনন্দনৌ।
অন্বগচ্ছত্তদা যান্তৌ ভার্গবস্য নিবেশনে ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ভদ্রমিতি। গুহায়ামস্মাকমন্তঃকরণে। জ্বলনা বহ্নয়ঃ, এধমানাঃ কাষ্ঠৈর্ব্বর্দ্ধমানাঃ। বো যুষ্মান্, বিদ্যুঃ পাণ্ডবতয়া জানীয়ুঃ। জ্ঞানার্থকাদ্বিদের্লন্ আর্ষঃ। অব্যয়শ্রীঃ অবিনশ্বরলক্ষ্মীকঃ, স কৃষ্ণঃ। পাণ্ডবেন যুধিষ্ঠিরেণ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বৈবাহিকে চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—০—

পূর্ব্বং বৃত্তান্তমাহ ধৃষ্টেতি। তদা যুদ্ধজয়াৎ পরম, পাঞ্চাল্যঃ পাঞ্চালরাজপুত্রো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ।

ভারতভাবদীপঃ

শক্রসাহাঃ শক্রবেগস্য সোঢারঃ ॥২৪॥ যৎ ভদ্রং গুহায়াং বুদ্ধৌ বো নিহিতং তৎ বোঽস্তু ॥২৫॥
ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৪॥

—০—

আমাদের মনে যেরূপ রহিয়াছে, আপনাদের সেইরূপ মঙ্গল হউক; বর্দ্ধমান অগ্নির মত আপনারা বৃদ্ধি লাভ করুন এবং কোন রাজাই যেন আপনাদিগকে জানিতে পারেন না। আমরা এখনই শিবিরে যাইব।' তাহার পর, অক্ষয়লক্ষ্মী কৃষ্ণ বলরামের সহিত যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে সত্বর চলিয়া গেলেন ॥২৫॥

—:০:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন ভীম ও অর্জ্জুন যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া যখন সেই

* '…ঊননবত্যধিকঃ…', '…একনবত্যধিকঃ…', '…ত্রিনবত্যধিকঃ…', '…ষড়ধিক-দ্বিশততমঃ…' ইতি পাঠভেদাঃ। (১)…ভার্গবস্য নিবেশনম্।

সোঽজ্ঞায়মানঃ পুরুষানবধায় সমন্ততঃ।
স্বয়মারান্নিলীনোঽভূদ্ভার্গবস্য নিবেশনে ॥২॥
সায়ঞ্চ ভীমস্তু রিপুপ্রমাথী জিষ্ণুর্যমৌ চাপি মহানুভাবৌ।
ভৈক্ষ্যং চরিত্বা তু যুধিষ্ঠিরায় নিবেদয়াঞ্চক্রুরদীনসত্ত্বাঃ ॥৩॥
ততস্তু কুন্তী দ্রুপদাত্মজাং তামুবাচ কালে বচনং বদান্যা।
ত্বমগ্রমাদায় কুরুষ ভদ্রে! বলিঞ্চ বিপ্রায় চ দেহি ভিক্ষাম্ ॥৪॥
যে চান্নমিচ্ছন্তি দদস্ব তেভ্যঃ পরিশ্রিতা যে পরিতো মনুষ্যাঃ।
ততশ্চ শেষং প্রবিভজ্য শীঘ্রম্ অর্দ্ধং চতুর্ধা মম চাত্মনশ্চ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ভার্গবস্য কুম্ভকারস্য, নিবেশনে ভবনে, যান্তৌ গচ্ছন্তৌ, কুরুনন্দনৌ ভীমার্জ্জুনৌ, পৃষ্ঠতঃ, অন্বগচ্ছৎ গুপ্তভাবেন সহাগচ্ছৎ, তয়োঃ পরিচয়লাভার্থমিতি ভাবঃ ॥১॥

স ইতি। ভীমার্জ্জুনাভ্যামজ্ঞায়মানঃ স ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, সমন্ততঃ কুম্ভকারভবনস্য সর্বাসু দিক্ষু, পুরুষান্ স্বসহচরান্ অবধায় তয়োঃ কার্য্যপর্য্যবেক্ষণার্থং সংস্থাপ্য, ভার্গবস্য নিবেশনে, স্বয়ম্, আরাৎ তয়োঃ সমীপ এব, নিলীনঃ প্রচ্ছন্নোঽভূৎ ॥২॥

সায়মিতি। জিষ্ণুরর্জ্জুনঃ। যমৌ নকুলসহদেবৌ। অদীনসত্ত্বা অনল্পাধ্যবসায়াঃ ॥৩॥

তত ইতি। কালে আত্মনা পাকাৎ পরম। অগ্রম অন্নাগ্রভাগম। বলিং দেবোপহারম্ ॥৪॥

য ইতি। পরিশ্রিতা ভোজনার্থমবস্থিতাঃ। পরিতঃ সমন্তাৎ। শেষমবশিষ্টমন্নম্ প্রথমমর্দ্ধং প্রবিভজ্য তয়োরেকমর্দ্ধঞ্চ চতুর্দ্ধা চতুর্ভাগম, মমার্থে একভাগম, আত্মনোঽর্থে

ভারতভাবদীপঃ

ধৃষ্টদ্যুম্ন ইতি ॥১॥ সঃ অজ্ঞায়মানঃ পাণ্ডবৈরবিদিতৈশ্চ আরাৎ সমীপে ॥২—৩॥ অগ্রং প্রথমমাদায় বলিং কুরুষ ভিক্ষাঞ্চ দেহি ॥৪॥ পরিশ্রিতাঃ অন্যে অন্নোপজীবিনঃ, চতুর্দ্ধা মম

কুম্ভকারের বাড়ীতে যাইতেছিলেন, তখন রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, তাঁহাদের পিছনে পিছনে গিয়াছিলেন ॥১॥

তিনি তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে যাইয়া, সেই বাড়ীর সকল দিকে লোক রাখিয়া, নিজে নিকটে কোন স্থানে গুপ্তভাবে রহিলেন ॥২॥

তাহার পর, শত্রুহন্তা ভীম ও অর্জ্জুন এবং উদারচেতা নকুল ও সহদেব এই অধ্যবসায়ী চারি ভ্রাতা সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা করিয়া আসিয়া সেই ভিক্ষান্ন সকল যুধিষ্ঠিরের নিকট সমর্পণ করিলেন ॥৩॥

তৎপরে উদারস্বভাবা কুন্তীদেবী তাহা পাক করিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন—'ভদ্রে! তুমি ইহার অগ্রভাগ লইয়া দেবতাদিগকে উপহার এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা দাও ॥৪॥

অর্দ্ধন্তু ভীমায় চ দেহি ভদ্রে ! য এষ নাগর্ষভতুল্যরূপঃ ।
গৌরো যুবা সংহননোপপন্ন এষো হি বীরো বলভুক্ সদৈব ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
সা হৃষ্টরূপৈব তু রাজপুত্রী তস্যাঃ বচঃ সাধু বিশঙ্কমানা ।
যথাবদুক্তং প্রচকার সাধ্বী তে চাপি সর্ব্বে বুভুজুস্তদন্নম্ ॥৭॥
কুশৈস্তু ভূমৌ শয়নঞ্চকার মাদ্রীপুত্রঃ সহদেবস্তরস্বী ।
অথাত্মকীয়ান্যজিনানি সর্ব্বে সংস্তীর্য্য বীরাঃ সুষুপুর্ধরণ্যাম্ ॥৮॥
অগস্ত্যকান্তামভিতো দিশস্তু শিরাংসি তেষাং কুরুসত্তমানাম্ ।
কুন্তী পুরস্তাত্তু বভূব তেষাং পাদান্তরে চাথ বভূব কৃষ্ণা ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

চৈকভাগং সমুদায়েন ষড়্ধা প্রবিভজেত্যর্থঃ। নাগর্ষভতুল্যরূপো হস্তিশ্রেষ্ঠসমানাকৃতিঃ। সংহননোপপন্নো বিশালশরীরম্ ॥৫—৬॥

সেতি। সা দ্রৌপদী রাজপুত্র্যপি হৃষ্টরূপৈব, ন পুনস্তাদৃশাদেশেন বিষণ্ণরূপেত্যর্থঃ। এতেন তস্যা অতিমহত্ত্বং সূচিতম্, "বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ" ইতি ন্যায়াৎ। সাধু বিশঙ্কমানা পতিপরিচর্য্যাদিবিষয়কত্বাৎ সদৈব তর্কয়ন্তী। অশনার্থেঽপি বুভুজুরিতি পরস্মৈপদমার্ষম্ ॥৭॥

কুশৈরিতি। শয়নং শয্যাম্। তরস্বী বলবান্। আত্মকীয়ানি স্বকীয়ানি ॥৮॥

অগস্ত্যেতি। অগস্ত্যস্য কান্তাং প্রিয়াং দক্ষিণাম্। অতএব তস্য তদাশ্রয়ণমিতি ভাবঃ।

আর, যে সকল লোক সকল দিকে ভোজনার্থী হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকেও দাও; তাহার পর যাহা থাকিবে, তাহা দুই ভাগ কর, তাহার এক ভাগকেও আবার চারি ভাইয়ের জন্য চারি ভাগ, আমার এক ভাগ এবং তোমার নিজের এক ভাগ—এইরূপ ছয় ভাগ কর। তা'র পর, এই যিনি শ্রেষ্ঠ হস্তীর ন্যায় বলিষ্ঠাকৃতি, গৌরবর্ণ, যুবক এবং বিশাল দেহ, এই ভীমকে সেই অর্দ্ধ দাও। কেন না, ইনি মহাবীর কি না, তাই সর্ব্বদাই অধিক ভোজন করিয়া থাকেন' ॥৫—৬॥

সচ্চরিত্রা দ্রৌপদী কুন্তীদেবীর কথাগুলিকে ভাল বলিয়াই মনে করিলেন; তাই তিনি রাজকন্যা হইয়াও আনন্দিত হইয়া কুন্তীর আদেশানুরূপ কার্য্য করিলেন; তখন পাণ্ডবেরা সকলেও সেই অন্ন ভোজন করিলেন ॥৭॥

তা'র পর, সহদেব ভূতলে কুশময় শয্যা রচনা করিলেন; পরে পাণ্ডবেরা সকলে তাহার উপরে আপন আপন মৃগচর্ম্ম আস্তৃত করিয়া তাহার উপরে ভূতলেই শয়ন করিলেন ॥৮॥

(৭) সা হৃষ্টরূপেব তু···সাধ্ববিশঙ্কমানা···। (৮) যথাস্বকীয়ান্যজিনানি···।
(৯) অগস্ত্যশান্তামভিতঃ···।

অশেত ভূমৌ সহ পাণ্ডুপুত্রৈঃ পাদোপধানীব কৃতা কুশেষু।
ন তত্র দুঃখং মনসাপি তস্যা ন চাবমেনে কুরুপুঙ্গবাংস্তান্ ॥১০॥
তে তত্র শূরাঃ কথয়াম্বভূবুঃ কথা বিচিত্রাঃ পৃতনাধিকারাঃ।
অস্ত্রাণি দিব্যানি রথাংশ্চ নাগান্ খড়্গান্ শরাংশ্চাপি পরশ্বধাংশ্চ ॥১১॥
তেষাং কথাস্তাঃ পরিকীর্ত্ত্যমানাঃ পাঞ্চালরাজস্য সুতস্তদানীম্।
শুশ্রাব কৃষ্ণাঞ্চ তদা নিষণ্ণাং তে চাপি সর্ব্বে দদৃশুর্মনুষ্যাঃ ॥১২॥
ধৃষ্টদ্যুম্নো রাজপুত্রস্তু সর্বং বৃত্তং তেষাং কথিতঞ্চৈব রাত্রৌ।
সর্বং রাজ্ঞে দ্রুপদায়াখিলেন নিবেদয়িষ্যংস্ত্বরিতো জগাম ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

অভিতঃ প্রতি। পুরস্তাৎ অগ্রতঃ শিরোদেশে। পাদান্তরে পাদত উত্তরে দেশে। বভূব শয়িতেত্যুভয়ত্রাপি শেষঃ ॥৯॥

অশেতেতি। পাদা উপধীয়ন্তে স্থাপ্যন্তেঽস্যামিতি পাদোপধানী পাদোপবর্হ ইব। মনসাপীত্যপিশব্দাদ্দেহেনাপি ন। নাবমেনে চ দুরবস্থত্বেঽপি নাবজ্ঞাতবতী, স্ত্রীণাং পত্যনুসারিত্বনিয়মাদিত্যাশয়ঃ ॥১০॥

ত ইতি। পৃতনাধিকারাঃ সেনাবিষয়াঃ। অস্ত্রাদীনা[illegible]ধঃ ॥১১॥

তেষামিতি। নিষণ্ণাং সর্ব্বেষাং পাদতলে স্থিতাম্। অপিশব্দাৎ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ দদর্শ ॥১২॥

ধৃষ্টেতি। বৃত্তং বৃত্তান্তম্, কথিতমুক্তজাতঞ্চ। অখিলেন প্রকারেণ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

চাপ্পনশ্চেতি অর্দ্ধং যোঢা অর্দ্ধং ভীমায়েত্যর্থঃ॥৫॥ সংহননোপপন্নঃ দৃঢ়ঃ পুষ্টশ্চ ॥৬॥ সাধু বিশঙ্কমানা স্বস্য শ্রেয়স্তর্কয়ন্তী। "শঙ্কা ত্রাসে বিতর্কে চ" ইতি মেদিনী ॥৭—৮॥ অগস্ত্যেন শাস্ত্রা শিক্ষিতা তাং দক্ষিণাম্ অভিতঃ সর্ব্বেঽপি দক্ষিণাশিরসঃ পুরস্তাৎ শিরোদেশস্তৈব, পাদান্তরে পাদসমীপপ্রদেশে ॥৯॥ পাদোপধানীব সর্ব্বেষাং পাদস্পর্শং লভমানা, কুশেষু কুশাসনেষু ॥১০॥

পাণ্ডবগণের মস্তক দক্ষিণ দিকে থাকিল, কুন্তী তাঁহাদের মাথার উপরে এবং দ্রৌপদী তাঁহাদের চরণের নিম্নে শয়ন করিলেন ॥৯॥

দ্রৌপদী সেই ভাবে শয়ন করিলে, পাণ্ডবেরা যেন তাঁহাকে পা-বালিস করিলেন; তাহাতেও দ্রৌপদীর শরীরে বা মনে কোন দুঃখ হইল না এবং তিনি পাণ্ডবগণকে কোন অবজ্ঞা করিলেন না ॥১০॥

পাণ্ডবেরা সেইভাবে শয়ন করিয়া সৈন্য বিষয়ে নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন এবং দিব্য অস্ত্র, রথ, হস্তী, তরবারি, বাণ ও পরশু সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকিলেন ॥১১॥

তখন তাঁহাদের সেই সমস্ত কথাই ধৃষ্টদ্যুম্ন শুনিতে লাগিলেন এবং তিনি ও তাঁহার সঙ্গের লোকেরা দ্রৌপদীকে সেই অবস্থায় থাকিতে দেখিলেন ॥১২॥

পাঞ্চালরাজস্তু বিষণ্নরূপস্তান্ পাণ্ডবানপ্রতিবিন্দমানঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং পর্য্যপৃচ্ছন্মহাত্মা ক্ব সা গতা কেন নীতা চ কৃষ্ণা ॥১৪॥
কচ্চিন্ন শূদ্রেণ ন হীনজেন বৈশ্যেন বা করদেনোপপন্না।
কচ্চিৎ পদং মূর্দ্ধ্নি ন পঙ্কদিগ্ধং কচ্চিন্ন মালা পতিতা শ্মশানে ॥১৫॥
কচ্চিৎ সবর্ণপ্রবরো মনুষ্য উদ্রিক্তবর্ণোঽপ্যুত এব কচ্চিৎ।
কচ্চিন্ন বামো মম মূর্দ্ধ্নি পাদঃ কৃষ্ণাভিমর্ষেণ কৃতোঽদ্য পুত্র! ॥১৬॥
কচ্চিন্ন তপ্যে পরমপ্রতীতঃ সংযুজ্য পার্থেন নরর্ষভেণ।
বদস্ব তত্ত্বেন মহানুভাব! কোঽসৌ বিজেতা দুহিতুর্ম্মমাদ্য ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

পাঞ্চালেতি। পাণ্ডবান্ অপ্রতিবিন্দমানঃ পাণ্ডবতয়া পরিচয়মলভমানঃ ॥১৪॥

কচ্চিদিতি। "কচ্চিৎ কামপ্রবেদনে" ইত্যমরঃ। হীনজেন অন্ত্যজেন চাণ্ডালাদিনা। উপপন্না প্রাপ্তা। ইতি কচ্চিৎ বেদিতুমিচ্ছামীত্যর্থঃ। পঙ্কদিগ্ধং কর্দ্দমলিপ্তম্ ॥১৫॥

কচ্চিদিতি। সবর্ণপ্রবরঃ ক্ষত্রিয়প্রধানঃ। উদ্রিক্তবর্ণঃ শ্রেষ্ঠজাতির্ব্রাহ্মণঃ তাং গৃহীতবানিতি শেষঃ। কৃষ্ণায়া দ্রৌপদ্যা অভিমর্ষেণ ভার্য্যাতয়া স্পর্শেন, কৃতো হীনজনেন ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পৃতনাধিকারাঃ সেনাধীশযোগ্যাঃ ॥১১॥—১৩॥ অপ্রতিবিন্দমানঃ অজানন্ ॥১৪॥ মূর্দ্ধ্নি পদং হীনবর্ণযোগাৎ. বৈশ্যপক্ষে তু ন পাতিত্যম্, শূদ্রপক্ষে তু "পদ্ধ্য হবা তৎ শ্মশানং যচ্ছুদ্রম্" ইতি শূদ্রস্য পাদযুক্তশ্মশানত্বশ্রুতেঃ, তত্র মালাবৎ সুকুমারী বালা ন পতিতেতি স্পষ্টমুক্তম্ ॥১৫॥ সবর্ণপ্রবরঃ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠঃ, উদ্রিক্তবর্ণো ব্রাহ্মণঃ, মূর্দ্ধ্নি পাদস্তু বেশমাত্রেণ ব্রাহ্মণত্বানিশ্চয়াৎ শৌর্য্যস্য চ কর্ণৈকলব্যয়োঃ সূতশূদ্রয়োরপি দৃষ্টত্বাৎ সম্ভাবিতঃ ॥১৬॥ কচ্চিদিতি

রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের সমস্ত বৃত্তান্ত এবং কথোপকথন রাত্রির মধ্যেই দ্রুপদরাজাকে সর্ব্বপ্রকারে জানাইবেন বলিয়া সত্বর চলিয়া গেলেন ॥১৩॥

এদিকে দ্রুপদ রাজা পাণ্ডবগণকে চিনিতে না পারিয়া বিষণ্ণ হইয়ারহিয়াছিলেন, তাই ধৃষ্টদ্যুম্ন উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'দ্রৌপদী কোথায় গেল? কে তাহাকে লইয়া গেল? ॥১৪॥

করদাতা কোন হীনজাতি, কোন শূদ্র বা কোন বৈশ্য দ্রৌপদীকে লইয়া যায় নাই ত? কেহ আমার মস্তকে কর্দ্দমলিপ্ত চরণ বিন্যস্ত করে নাই ত? কিংবা ফুলের মালা শ্মশানে পড়িয়া যায় নাই ত? ॥১৫॥

যে দ্রৌপদীকে লইয়া গিয়াছে, সে কোন প্রধান ক্ষত্রিয় ত? কিংবা কোন ব্রাহ্মণ ত? পুত্র! আজ কোন হীন লোক দ্রৌপদীকে স্পর্শ করিয়া আমার মস্তকে বাম চরণ বিন্যস্ত করে নাই ত? ॥১৬॥

বিচিত্রবীর্য্যস্য সুতস্য কচ্চিৎ কুরুপ্রবীরস্য ধ্রিয়ন্তি পুত্রাঃ।
কচ্চিত্তু পার্থেন যবীয়সাঽদ্য ধনুর্গৃহীতং নিহতঞ্চ লক্ষ্যম্ ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি স্বয়ংবরে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রত্যাগমনে পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—০—

(১৩। বৈবাহিকপর্ব্ব)

ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ০ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তথোক্তঃ পরিহৃষ্টরূপঃ পিত্রে শশংসাথ স রাজপুত্রঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সোমকানাং প্রবর্হো বৃত্তং যথা যেন হৃতা চ কৃষ্ণা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

কচ্চিদিতি। পরমপ্রতীতঃ অতীবানন্দিতঃ। পার্থেনার্জ্জুনেন সংযুজ্য কৃষ্ণাং যোজয়িত্বা ॥১৭॥

বিচিত্রেতি। সুতস্য পাণ্ডোঃ। ধ্রিয়ন্তি অবতিষ্ঠন্তে। পরস্মৈপদমার্ষম্। যবীয়সা কনিষ্ঠেন, পার্থেন পৃথাপুত্রেণার্জ্জুনেন। নিহতং ভিত্ত্বা নিপাতিতম্ ॥১৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি স্বয়ংবরে পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—০—

তত ইতি। সোমকানাং সোমকবংশীয়ানাং মধ্যে প্রবর্হঃ প্রধানঃ। যথা বৃত্তং জাতম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

কামপ্রবেদনে, পার্থেন সংযুজ্য পরমপ্রতীতঃ অত্যন্তহৃষ্টোঽসি তাদৃশশৌর্য্যস্যান্যত্রাসম্ভবাৎ ॥১৭॥ ধ্রিয়ন্তি জীবন্তি ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৫

আমি অনুতপ্ত হইব না ত? নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সহিত দ্রৌপদীকে সম্মিলিত করিয়া দিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইব ত? ধৃষ্টদ্যুম্ন! যথার্থ বল, কোন্ ব্যক্তি আজ আমার কন্যাটীকে জয় করিয়া লইয়া গেল? ॥১৭॥

বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র কুরুবংশপ্রধান পাণ্ডুর পুত্রগণ জীবিত আছেন ত? কুন্তীদেবীর কনিষ্ঠপুত্র অর্জ্জুন আজ ধনু ধারণ করিয়া লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন ত?' ॥১৮॥

* '...নবত্যধিকঃ...', '...দ্বিনবত্যধিকঃ...', '...চতুর্নবত্যধিকঃ...', '...সপ্তাধিকদ্বিশততমঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ।

যোঽসৌ যুবা ব্যায়তলোহিতাক্ষঃ কৃষ্ণাজিনী দেবসমানরূপঃ।
যঃ কার্ম্মুকাগ্র্যং কৃতবানধিজ্যং লক্ষ্যঞ্চ যঃ পাতিতবান্ পৃথিব্যাম্ ॥২॥
অসঙ্গমানশ্চ ততস্তরস্বী বৃতো দ্বিজাগ্র্যৈরভিপূজ্যমানঃ।
চক্রাম বজ্রীব দিতেঃ সুতেষু সর্ব্বৈশ্চ দেবৈ ঋষিভিশ্চ জুষ্টঃ ॥৩॥
কৃষ্ণা প্রগৃহ্যাজিনমন্বয়াত্তং নাগং যথা নাগবধূঃ প্রহৃষ্টা।
অমৃষ্যমাণেষু নরাধিপেষু ক্রুদ্ধেষু বৈ তত্র সমাপতৎসু ॥৪॥ (বিশেষকম্)
ততোঽপরঃ পার্থিবসংঘমধ্যে প্রবৃদ্ধমারুজ্য মহীপ্ররোহম্।
প্রকালয়ন্নেব স পার্থিবৌঘান্ ক্রুদ্ধোঽন্তকঃ প্রাণভৃতো যথৈব ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। ব্যায়তে সুদীর্ঘে লোহিতে অক্ষিণী চক্ষুষী যস্য সঃ, কৃষ্ণাজিনী কৃষ্ণমৃগচর্ম্মধারী। অধিজ্যম্ আরোপিতগুণকম্। অসঙ্গমানো বীরান্তরেণ সঙ্গমকুর্ব্বন্ একাক্যেবেত্যর্থঃ। তরস্বী বলবান্। দ্বিজাগ্র্যৈর্ব্রাহ্মণৈঃ। চক্রাম জগাম। বজ্রী ইন্দ্রঃ। জুষ্টঃ সেবিতঃ। অজিনং তস্যৈব চর্ম্ম। নাগং হস্তিনম্। নাগবধূর্হস্তিনী। অমৃষ্যমাণেষু কৃষ্ণাগ্রহণমসহমানেষু, অতএব সমাপতৎসু আক্রমণায়াগচ্ছৎসু সৎসু ॥২—৪॥

তত ইতি। অপরঃ কশ্চিদ্বীরঃ। প্রবৃদ্ধং বিশালম্, মহীপ্ররোহং বৃক্ষম্, আরুজ্য ভঙ্ক্ত্বা। প্রকালয়ন্নেব মর্দ্দয়ন্নেব, তমন্বয়াদিত্যনুকর্ষঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দ্রুপদ সেইরূপ বলিলে, সোমকবংশশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতার নিকট যথাবৎ বৃত্তান্ত এবং যিনি দ্রৌপদীকে লইয়া গিয়াছেন, তাহা বলিতে লাগিলেন ॥১॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন—"যে যুবকের নয়নযুগল সুদীর্ঘ ও রক্তবর্ণ, যিনি কৃষ্ণমৃগের চর্ম্ম ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার রূপ দেবতার তুল্য, যিনি সেই বিশাল ধনুতে গুণারোপণ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্যভেদ করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন; আর, যে বলবান্ যুবক ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত ও আদৃত হইয়া, দেবগণ ও ঋষিগণসেবিত দেবরাজ যেমন অসুরগণের মধ্যে প্রবেশ করিতেন, সেইরূপ একাকীই শত্রুগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তখন অসহিষ্ণু রাজারা ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিতে আসিতে থাকিলেও, হস্তিনী যেমন হস্তীর অনুসরণ করে, সেইরূপ দ্রৌপদী তাঁহারই মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন ॥২—৪॥

তৎপরে অন্য কোন বীর বিশাল একটা বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া, যম যেমন

(৩) অসজ্জমানশ্চ, অসম্ভ্রমানশ্চ⋯।

তৌ পার্থিবানাং মিষতাং নরেন্দ্র! কৃষ্ণামুপাদায় গতৌ নরাগ্র্যৌ।
বিভ্রাজমানাবিব চন্দ্রসূর্য্যৌ বাহ্যাং পুরাদ্ভার্গবকর্ম্মশালাম্ ॥৬॥
তত্রোপবিষ্টার্চ্চিরিবানলস্য তেষাং জনিত্রীতি মম প্রতর্কঃ।
তথাবিধৈরেব নরপ্রবীরৈরুপোপবিষ্টৈস্ত্রিভিরগ্নিকল্পৈঃ ॥৭॥
তস্যাস্ততস্তাবভিবাদ্য পাদাবুক্ত্বা চ কৃষ্ণা ত্বভিবাদয়েতি।
স্থিতাঞ্চ তত্রৈব নিবেদ্য কৃষ্ণাং ভিক্ষাপ্রচারায় গতা নরাগ্র্যাঃ ॥৮॥
তেষাস্তু ভৈক্ষ্যং প্রতিগৃহ্য কৃষ্ণা দত্ত্বা বলিং ব্রাহ্মণসাচ্চ কৃত্বা।
তাঞ্চৈব বৃদ্ধাং পরিবেশ্য তাংশ্চ নরপ্রবীরান্ স্বয়মপ্যভুঙ্ক্ত ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি। মিষতাং পশ্যতাম্। বাহ্যাং বহিঃ স্থিতাম্। ভার্গবস্য কুম্ভকারস্য কর্ম্মশালাম্ ॥৬॥

তত্রেতি। অর্চ্চিঃ শিখেব। জনিত্রী জননী। তথাবিধৈরুক্তযুবকতুল্যৈরেবেষ্টিতেতি শেষঃ ॥৭॥

তস্যা ইতি। তৌ যুদ্ধজয়িনৌ যুবকৌ। ভিক্ষাপ্রচারায় ভিক্ষার্থবিচরণায় ॥৮॥

তেষামিতি। ভৈক্ষ্যং ভিক্ষয়া লব্ধং বৃদ্ধয়া পক্বঞ্চান্নম্। বলিং দেবোপহারম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। প্রবর্হ উত্তমঃ ॥১—৪॥ মহীপ্ররোহং বৃক্ষম্ ॥৫ ৭॥ উক্ত্বা তাভ্যামিতি

প্রাণিগণকে মর্দ্দন করেন, তেমন রাজগণকে মর্দ্দন করিতে থাকিয়া, সেই যুবকেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন ॥৫॥

মহারাজ! সেই মহাবীর দুই জনই রাজগণের সমক্ষে দ্রৌপদীকে লইয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকিয়া, নগরের বাহিরে ভার্গবনামক কোন কুম্ভকারের কর্ম্মশালায় গিয়াছেন ॥৬॥

সেখানে অগ্নিশিখার ন্যায় একটী মহিলা বসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের জননী হইবেন বলিয়াই আমার ধারণা। কারণ, সেই যুদ্ধবিজয়ী বীর দুইটীর মতই আর তিনিটী অগ্নিতুল্য তেজস্বী বীর সেই মহিলাটীকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া রহিয়াছিলেন ॥৭॥

তাহার পর, যুদ্ধবিজয়ী সেই যুবক দুই জন যাইয়া সেই মহিলার চরণে নমস্কার করিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন—'তুমিও নমস্কার কর'। তখন দ্রৌপদী নমস্কার করিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিলে, তাঁহার বিষয় জানাইয়া, তাঁহাদের মধ্য হইতে চারি জন ভিক্ষা করিতে গেলেন ॥৮॥

তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া আনিলেন, বৃদ্ধা তাহা পাক করিলেন; তখন

সুপ্তাস্তু তে পার্থিব ! সব এব কৃষ্ণা চ তেষাং চরণোপধানী।
আসীৎ পৃথিব্যাং শয়নঞ্চ তেষাং দর্ভাজিনাগ্রাস্তরণোপপন্নম্ ॥১০॥
তে নর্দ্দমানা ইব কালমেঘাঃ কথা বিচিত্রাঃ কথয়াম্বভূবুঃ।
ন বৈশ্যশূদ্রৌপয়িকীঃ কথাস্তা ন চ দ্বিজানাং কথয়ন্তি বীরাঃ ॥১১॥
নিঃসংশয়ং ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাস্তে যথা হি যুদ্ধং কথয়ন্তি রাজন্!।
আশা হি নো ব্যক্তমিয়ং সমৃদ্ধা মুক্তান্ হি পার্থান্ শৃণুমোঽগ্নিদাহাৎ ॥১২॥
যথা হি লক্ষ্যং নিহতং ধনুশ্চ সজ্যং কৃতং তেন তথা প্রসহ্য।
যথা চ ভাষন্তি পরস্পরং তে ছন্না ধ্রুবং তে প্রচরন্তি পার্থাঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

সুপ্তা ইতি। চরণোপধানী চরণতলে শয়িতত্বাৎ চরণোপবর্হ ইবাসীৎ। পৃথিব্যাং ভূতলে। শয়নং শয্যা। দর্ভেষু কুশেষু যৎ অজিনাগ্রাস্তরণং তেন উপপন্নং যুক্তম্ ॥১০॥

ত ইতি। কালমেঘাঃ সজলত্বাৎ কৃষ্ণবর্ণা মেঘা ইব, নর্দ্দমানা গম্ভীরস্বরেণ ব্রুবন্তঃ। বৈশ্যশূদ্রয়োরৌপয়িকীঃ উপায়নিময়াস্তয়োর্যোগ্যাঃ। দ্বিজানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ যোগ্যা ন চ ॥১১॥

নিরিতি। নঃ অস্মাকম্, ব্যক্তং ধ্রুবম্, সমৃদ্ধা সম্পূর্ণা। হি যস্মাৎ ॥১২॥

যথেতি। ছন্না গুপ্তাঃ, তে পঞ্চ, পার্থাঃ পাণ্ডবা ইত্যর্থঃ, ধনুষঃ সজ্যত্বাদিকরণেন মহাবীরত্বপ্রকাশাৎ অস্ত্রাদিবিষয়ালাপাৎ পঞ্চসংখ্যকত্বাৎ ছন্নতয়া প্রচরণাচ্চেতি ভাবঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

শেষঃ ॥৮॥ ব্রাহ্মণসাৎ ব্রাহ্মণাদীনম্ ॥৯॥ দর্ভাণাম্ অজিনাগ্রম্ উপর্য্যাজিনঞ্চ তদাস্তরণং চেতি

দ্রৌপদী সেই অন্ন লইয়া প্রথমে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে দিয়া, পরে সেই বৃদ্ধাকে ও সেই বীর কয়টীকে পরিবেশন করিয়া দিয়া নিজেও খাইলেন ॥৯॥

মহারাজ! তাহার পর তাঁহারা সকলেই শয়ন করিলেন, আর দ্রৌপদী তাঁহাদের পা-বালিসের মত রহিলেন। তাঁহাদের শয্যা ভূতলেই নির্ম্মিত হইয়াছিল, প্রথমে কুশ পাতিয়া তাহার উপরে মৃগচর্ম্ম আস্তৃত করা হইয়াছিল ॥১০॥

তখন তাঁহারা সজল মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন; কিন্তু সে বীরগণ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্রের উপযোগী কথোপকথন করেন নাই ॥১১॥

মহারাজ! তাঁহারা যেরূপ যুদ্ধবিষয়ে কথোপকথন করিলেন, তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ। তাহা হইলে, আমাদের আশা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইয়াছে। কারণ, আমরা শুনিয়াছি যে, পাণ্ডবেরা অগ্নিদাহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন ॥১২॥

তার পর, সেই যুবক সেইরূপ বলপ্রয়োগপূর্ব্বক যখন ধনুতে গুণারোপণ

ততঃ স রাজা দ্রুপদঃ প্রহৃষ্টঃ পুরোহিতং প্রেষয়ামাস তেষাম্।
বিদ্যাম যুষ্মানিতি ভাষমাণো মহাত্মানঃ পাণ্ডুসুতাঃ স্থ কচ্চিৎ ॥১৪॥
গৃহীতবাক্যো নৃপতেঃ পুরোধা গত্বা প্রশংসামভিধায় তেষাম্।
বাক্যং সমগ্রং নৃপতের্যথাবদুবাচ চানুক্রমবিক্রমেণ ॥১৫॥
বিজ্ঞাতুমিচ্ছত্যবনীশ্বরো বঃ পাঞ্চালরাজো বরদো বরার্হাঃ!।
লক্ষ্যস্য ভেত্তারমিমং হি দৃষ্ট্বা হর্ষস্য নান্তং প্রতিপদ্যতে সঃ ॥১৬॥
আখ্যাত চ জ্ঞাতিকুলানুপূর্বীং পদং শিরঃসু দ্বিষতাং কুরুধ্বম্।
প্রহ্লাদয়ধ্বং হৃদয়ং মমেদং পাঞ্চালরাজস্য চ সানুগস্য ॥১৭॥
পাণ্ডুর্হি রাজা দ্রুপদস্য রাজ্ঞঃ প্রিয়ঃ সখা চাত্মসমো বভূব।
তস্যৈষ কামো দুহিতা মমেয়ং স্নুষা যদি স্যাদিহ কৌরবস্য ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তেষাং সমীপে। বিদ্যাম বিদাম, জ্ঞানার্থকবিদেষন্প্রত্যয় আমঃ। কচ্চিৎ যূয়ং মহাত্মানঃ পাণ্ডুসুতাঃ স্থ ইতি ভাষমাণ উপদিশন্ প্রেষয়ামাস ॥১৪॥

গৃহীতেতি। অনুক্রমস্য পৌর্ব্বাপর্য্যস্য বিক্রমেণ বিন্যাসেন উপদেশক্রমেণেত্যর্থঃ ॥১৫॥

বিজ্ঞাতুমিতি। হে বরার্হা উত্তমগৃহাসনাদিযোগ্যাঃ!। প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি ॥১৬॥

আখ্যাতেতি। আখ্যাত কৃত। জ্ঞাতিকুলয়োরানুপূর্বীং পূর্ব্বপুরুষাদিকম্ ॥১৭॥

করিয়াছেন এবং লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন, আবার তাঁহারা যেরূপ যুদ্ধবিষয়ে পরস্পর আলাপ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়—নিশ্চয়ই তাঁহারা পাণ্ডব, গোপনে বিচরণ করিতেছেন' ॥১৩॥

তাহার পর, দ্রুপদ রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, তাঁহাদের নিকট পুরোহিতকে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন যে, আপনি যাইয়া বলিবেন— 'আপনাদের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি, আপনারা কি মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র'? ॥১৪॥

তখন পুরোহিত রাজার আদেশ পাইয়া, সেখানে যাইয়া, তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করিয়া, রাজার উপদেশ অনুসারে তাঁহার সমস্ত কথাই বলিলেন ॥১৫॥

'মহাশয়গণ! লোকের অভিলাষপূরক পাঞ্চালরাজ আপনাদের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন; কেন না, লক্ষ্যভেদকারী এই যুবকটীকে দেখিয়া তিনি আনন্দের অন্ত পাইতেছেন না ॥১৬॥

আপনারা আপনাদের জ্ঞাতি ও বংশের আনুপূর্বীক বিবরণ বলুন, শত্রুর মস্তকে চরণ সমর্পণ করুন এবং আমার ও সানুচর পাঞ্চালরাজের হৃদয় আনন্দিত করুন ॥১৭॥

(১৬)…লক্ষ্যস্য বেদ্ধারমিমম্…। (১৮)…মমেয়ং স্নুষাং প্রদাস্যামি হি কৌরবায়।

অয়ং হি কামো দ্রুপদস্য রাজ্ঞো হৃদি স্থিতো নিত্যমনিন্দিতাঙ্গাঃ !।
যদর্জ্জুনো বৈ পৃথুদীর্ঘবাহুর্ধর্ম্মেণ বিন্দেত সুতাং মমৈতাম্ ॥১৯॥
কৃতং হি তৎ স্যাৎ সুকৃতং মমেদং যশশ্চ পুণ্যঞ্চ হিতং তদেতৎ।
অথোক্তবাক্যং হি পুরোহিতং স্থিতং ততো বিনীতং সমুদীক্ষ্য রাজা ॥২০॥
সমীপতো ভীমমিদং শশাস প্রদীয়তাং পাদ্যমর্ঘ্যং তথাস্মৈ।
মান্যঃ পুরোধা দ্রুপদস্য রাজ্ঞস্তস্মৈ প্রযোজ্যাভ্যধিকা হি পূজা ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
ভীমস্ততস্তৎ কৃতবান্ নরেন্দ্র! তাঞ্চৈব পূজাং প্রতিগৃহ্য হর্ষাৎ।
সুখোপবিষ্টস্তু পুরোহিতং তদা যুধিষ্ঠিরো ব্রাহ্মণমিত্যুবাচ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডুরিতি। কামোঽভিলাষঃ। স্নুষা পুত্রবধূঃ। কৌরবস্য পাণ্ডোঃ ॥১৮॥

অয়মিতি। হে অনিন্দিতাঙ্গাঃ। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরাঃ!। ধর্ম্মেণ ক্ষত্রিয়াচারেণ। বিন্দেত লভেত ॥১৯॥

কৃতমিতি। তদিদং কৃতম্, সুকৃতং সুষ্ঠু কৃতং স্যাৎ। উক্তং বাক্যং যেন তম্। রাজা যুধিষ্ঠিরঃ। সমীপতঃ স্থিতমিতি শেষঃ। শশাস আদিদেশ। প্রযোজ্যা কর্ত্তব্যা ॥২০—২১॥

ভীম ইতি। তৎ পাদ্যাদিদানম্। প্রতিগৃহ্য হর্ষাৎ সুখোপবিষ্টমিতি সম্বন্ধঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

সমাসঃ ॥১০—১৩॥ বিদ্যাং বেদিতুমিচ্ছামঃ ॥১৪—১৬॥ আখ্যাত কথয়ত ॥১৭—২২॥

পাণ্ডু রাজা দ্রুপদ রাজার অভিন্নহৃদয় প্রিয় সখা ছিলেন; সুতরাং দ্রুপদ রাজার এই ইচ্ছা যে, আমার এই কন্যাটী পাণ্ডুরাজার পুত্রবধূ হউক ॥১৮॥

হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষগণ! দ্রুপদ রাজার মনে সর্ব্বদাই এই অভিলাষ রহিয়াছে যে, স্থূল ও দীর্ঘ-বাহু অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে আমার এই কন্যাটীকে লাভ করিবেন ॥১৯॥

আমি যদি তাঁহাকে এই কন্যাটী দান করিতে পারি, তবে বড়ই ভাল কাজ করা হইবে এবং তাহাতে আমার যশ, পুণ্য ও মঙ্গল হইবে'। এই কথা বলিয়া পুরোহিত বিরত হইলে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যুধিষ্ঠির নিকটবর্ত্তী ভীমকে বিনীতভাবে এই আদেশ করিলেন—'ভীম! ইঁহাকে পাদ্য ও অর্ঘ্য দান কর। কারণ, দ্রুপদ রাজার পুরোহিত আমাদের বিশেষ পূজনীয়; সুতরাং তাঁহাকে বিশেষভাবে পূজা করাই আমাদের উচিত' ॥২০—২১॥

মহারাজ! তাহার পর ভীমসেন সেইভাবে পূজা করিলেন; তখন সেই পুরোহিত সেই পূজা গ্রহণ করিয়া আনন্দে সুখে উপবেশন করিলে, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—॥২২॥

(১৯)···নিত্যমনিন্দিতাঙ্গীম্···।

পাঞ্চালরাজেন সুতা নিসৃষ্টা স্বধর্ম্মদৃষ্টেন যথা ন কামাৎ।
প্রদিষ্টশুল্কা দ্রুপদেন রাজ্ঞা সা তেন বীরেণ তথানুবৃত্তা ॥২৩॥
ন তত্র বর্ণেষু কৃতা বিবক্ষা ন চাপি শীলে ন কুলে ন গোত্রে।
কৃতেন সজ্যেন হি কার্ম্মুকেণ বিদ্ধেন লক্ষ্যেণ হি সা বিসৃষ্টা ॥২৪॥
সেয়ং তথানেনে মহাত্মনেহ কৃষ্ণা জিতা পার্থিবসংঘমধ্যে।
নৈবং গতে সৌমকিরদ্য রাজা সন্তাপমর্হত্যসুখায় কর্ত্তুম্ ॥২৫॥
কামশ্চ যোঽসৌ দ্রুপদস্য রাজ্ঞঃ স চাপি সম্পৎস্যতি পার্থিবস্য।
সম্প্রাপ্যরূপাং হি নরেন্দ্রকন্যামিমামহং ব্রাহ্মণ! সাধু মন্যে ॥২৬॥
ন তদ্ধনুর্মন্দবলেন শক্যং মৌর্ব্বা সমাযোজয়িতুং তথা হি।
ন চাকৃতাস্ত্রেণ ন হীনজেন লক্ষ্যং তথা পাতয়িতুং হি শক্যম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

পাঞ্চালেতি। নিসৃষ্টা নিস্রষ্টুং দাতুমিষ্টা। স্বধর্ম্মদৃষ্টেন নিয়মেন। প্রদিষ্টং নির্দ্দিষ্টং শুল্কং লক্ষ্যভেদরূপঃ পণো যস্যাঃ সা। তেনার্জ্জুনেন, অনুবৃত্তা অনুসৃতা ॥২৩॥

নেতি। বর্ণেষু ব্রাহ্মণাদিষু, বিবক্ষা বিশেষকথনেচ্ছা। বিসৃষ্টা দাতুমিষ্টা ॥২৪॥

সেতি। অনেনেত্যর্জ্জুননির্দ্দেশঃ। এবং গতে স্থিতে সতি, সৌমকিঃ সোমকবংশ-সম্ভূতো দ্রুপদঃ, অস্মাকমপ্যসুখায় সন্তাপং কর্ত্তুং নার্হতি, তথৈব পণনাৎ ॥২৫॥

কাম ইতি। সম্পৎস্যতি সফলো ভবিষ্যতি, জেতুরস্য রাজপুত্রত্বাদেবেতি ভাবঃ। হে ব্রাহ্মণ! অহমিমাং নরেন্দ্রকন্যাম্ অনেন জেত্রা সাধু সম্যক্ সম্প্রাপ্যরূপাং মন্যে ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

শুল্কং মূল্যপণম্. তেনৈব অনুবৃত্তা অনুসৃতা ॥২৩॥ তদেবাহ—কৃতেনেতি ॥২৪॥ সৌমিকঃ

'মহাশয়! দ্রুপদ রাজা আপন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারেই কন্যা দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কেবল ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নহে; তাই তিনি যে পণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই বীর সেই পণেরই অনুসরণ করিয়াছেন ॥২৩॥

কিন্তু দ্রুপদ রাজা সে বিষয়ে জাতি, কুল, শীল বা বংশ ইহার কোনটাই বলিতে ইচ্ছা করেন নাই, কেবল ধনুতে গুণারোপণ করা এবং লক্ষ্যভেদ করা—এই মাত্র পণ রাখিয়াই কন্যা দান করিবার ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন ॥২৪॥

এই মহাত্মা, রাজাদের মধ্যে সেইভাবেই এই দ্রৌপদীকে জয় করিয়াছেন। এমন অবস্থায় দ্রুপদ রাজা আমাদেরও দুঃখ জন্মাইবার জন্য অনুতাপ করিতে পারেন না ॥২৫॥

দ্রুপদ রাজার ঐ যে অভিলাষ, তাহাও সম্পন্ন হইবে এবং এই রাজকন্যাটীও ইঁহারই সর্ব্বথা প্রাপ্য, ইহা আমি মনে করি ॥২৬॥

---

(২৫)…এবং গতে সৌমকিঃ…। (২৬)…অপ্রাপ্যরূপাং হি নরেন্দ্রকন্যাম্…।

তস্মান্ন তাপং দুহিতুর্নিমিত্তং পাঞ্চালরাজোঽর্হতি কর্তুমদ্য।
ন চাপি তৎপাতনমন্যথেহ কর্তুং হি শক্যং ভুবি মানবেন ॥২৮॥
এবং ব্রুবত্যেব যুধিষ্ঠিরে তু পাঞ্চালরাজস্য সমীপতোঽন্যঃ।
তত্রাজগামাশু নরো দ্বিতীয়ো নিবেদয়িষ্যন্নিহ সিদ্ধমন্নম্ ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বৈবাহিকে পুরোহিতযুধিষ্ঠিরসংবাদে ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:০:——

ভারতকৌমুদী

অথ যন্ত্রং জেতা দুর্ব্বলা হীনজাতির্ব্বা স্যাদিত্যাহ নেতি। মন্দবলেনাল্পশক্তিনা। মৌর্ব্যা গুণেন। অকৃতাস্ত্রেণ অশিক্ষিতাস্ত্রেণ, হীনজেন হীনজাতিনা জনেন ॥২৭॥

তস্মাদিতি। তস্মাৎ জেতুরমন্দবলত্বাৎ কৃতাস্ত্রত্বাৎ অহীনজাতিত্বাচ্চ। অন্যথাত্বেন অদ্যাপি দুর্য্যোধনপক্ষাবগমভয়েন যুধিষ্ঠিরস্যাত্মগোপনমিদম্ ॥২৮॥

এবমিতি। ইহ যুধিষ্ঠিরাদিসমীপে। অন্নং সিদ্ধম্ অমীষাং ভোজনায় নিষ্পন্নম্ ॥২৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বৈবাহিকে ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——০:০:০——

ভারতভাবদীপঃ

দ্রুপদঃ ॥২৫॥ সম্প্রাপ্যক্রূপাম্ অস্মাকং যোগ্যস্বরূপাম্ ॥২৬—২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৬॥

—:•০:—

কারণ, সেই ধনুতে গুণ আরোপণ করা দুর্ব্বলের অসাধ্য এবং সেই লক্ষ্য ভেদ করিয়া পাতিত করা অশিক্ষিত বা হীনজাতির পক্ষে অসাধ্য ॥২৭॥

অতএব কন্যার জন্য দ্রুপদ রাজা অনুতাপ করিতে পারেন না। কেন না, এই জগতে ইনি ভিন্ন অন্য লোক সেই লক্ষ্যভেদ করিয়া পাতিত করিতে পারে না' ॥২৮॥

যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময় দ্রুপদ রাজার নিকট হইতে আর একটী লোক 'অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে' ইহা জানাইবার জন্য সত্বর সেখানে উপস্থিত হইল ॥২৯॥

—:০০:—

* '...একনবত্যধিকঃ...', '...ত্রিনবত্যধিকঃ...', 'চতুর্নবত্যধিকঃ', '...অষ্টাধিকদ্বিশততমঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

দূত উবাচ।

জন্যার্থমন্নং দ্রুপদেন রাজ্ঞা বিবাহহেতোরুপসংস্কৃতঞ্চ।
তদাপ্নুবধ্বং কৃতসর্ব্বকার্য্যাঃ কৃষ্ণাঞ্চ তত্রৈব চিরং ন কার্য্যম্ ॥১॥
ইমে রথাঃ কাঞ্চনপদ্মচিত্রাঃ সদশ্বযুক্তা বসুধাধিপার্হাঃ।
এতান্ সমারুহ্য পরৈত সর্ব্বে পাঞ্চালরাজস্য নিবেশনং তৎ ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রয়াতাঃ কুরুপুঙ্গবাস্তে পুরোহিতং তং পরিযাপ্য সর্ব্বে।
আস্থায় যানানি মহান্তি তানি কুন্তী চ কৃষ্ণা চ সহৈকযানে ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

জন্যেতি। দ্রুপদেন রাজ্ঞা, বিবাহহেতোঃ বিবাহস্য সাঙ্গতাসম্পাদনার্থম্। বিবাহে হি বরকন্যাপক্ষভোজনমঙ্গম্। এতেন যুধিষ্ঠিরস্যোদ্বেগনিবৃত্তিঃ কৃতা। জন্যার্থং বর-বধূ-জ্ঞাতি-প্রিয়-ভৃত্য-হিতাদীনাং ভোজনার্থম্, "জন্যো বরবধূজ্ঞাতিপ্রিয়ভৃত্যহিতেঽপি চ" ইতি বিশ্বঃ, অন্নম্, উপসংস্কৃতং প্রস্তুতম্ ; যূয়ং কৃতসর্ব্বকার্য্যাঃ সম্পাদিতপ্রাতঃকৃত্যাদিসর্ব্বকর্ম্মাণঃ সন্তঃ, তত্রৈব দ্রুপদভবন এব, তৎ অন্নম্, কৃষ্ণাং দ্রৌপদীঞ্চ, আপ্নুবধ্বং প্রাপ্নুত। আত্মনেপদং বিকরণান্তরঞ্চার্ষম্। চিরং ন কার্য্যম অত্র বিষয়ে বিলম্বো ন কর্ত্তব্যঃ ॥১॥

ইম ইতি। কাঞ্চনপদ্মৈশ্চিত্রা আশ্চর্য্যাঃ। বসুধাধিপার্হা রাজযোগ্যাঃ। পরৈত আগচ্ছত ॥২॥

তত ইতি। পরিযাপ্য রাজভবন এব প্রস্থাপ্য। আস্থায় আরুহ্য ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

জন্যার্থমিতি। জন্যার্থং বরপক্ষীয়জনার্থম্, কৃষ্ণাঞ্চ তত্রৈবাপ্নুবধ্বং পাণিগ্রহণবিধিনা। কৃষ্ণা চেতি পাঠে, আপ্নোতু অন্নং ভবদায়ত্তাৎ ভবদ্ভিঃ সহৈবেতি ভাবঃ ॥১—২॥ পরিযাপ্য

দূত বলিল—'মহাশয়গণ! দ্রুপদ রাজা নিজ কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করিবার জন্য বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের ভোজনের নিমিত্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়াছেন ; সুতরাং আপনারা প্রাতঃকৃত্যাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সেইখানেই যাইয়া সেই অন্ন ভোজন করুন এবং দ্রৌপদীকে গ্রহণ করুন, বিলম্ব করিবেন না ॥১॥

স্বর্ণপদ্মখচিত এবং উৎকৃষ্ট অশ্বযুক্ত রাজার যোগ্য এই রথ কয়খানি আনিয়াছি, আপনারা ইহাতে আরোহণ করিয়া পাঞ্চালরাজের গৃহে আগমন করুন' ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, পুরোহিতকে আগে পাঠাইয়া দিয়া,

শ্রুত্বা তু বাক্যানি পুরোহিতস্য যান্যুক্তবান্ ভারত ! ধর্ম্মরাজঃ ।
জিজ্ঞাসয়ৈবাথ কুরূত্তমানাং দ্রব্যাণ্যনেকান্যুপসংজহার ॥৪॥
ফলানি মাল্যানি চ সংস্কৃতানি বর্ম্মাণি চর্ম্মাণি তথাসনানি ।
গাশ্চৈব রাজন্নথ চৈব রজ্জুর্বীজানি চান্যানি কৃষীনিমিত্তম্ ॥৫॥
অন্যেষু শিল্পেষু চ যান্যপি স্যুঃ সর্বাণি কৃত্যান্যখিলেন তত্র ।
ক্রীড়ানিমিত্তান্যপি যানি তত্র সর্বাণি তত্রোপজহার রাজা ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি। ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ, যানি বাক্যানি উক্তবান্ : পুরোহিতস্য মুখাৎ তানি বাক্যানি শ্রুত্বা, তৈরপি ব্যক্তিনির্ণয়াভাবাৎ, কুরূত্তমানাং তেষাম্ জিজ্ঞাসয়া জ্ঞাতুমিচ্ছয়া, অনেকানি ব্রাহ্মণাদিদ্বিজাতিত্রয়যোগ্যানি দ্রব্যাণি, উপসংজহার উপহারার্থমুপস্থাপিতবান্ দ্রুপদ ইতি শেষঃ ॥৪॥

অথ কানি তানি দ্রব্যাণীত্যাহ ফলানীতি। ফলানি মাল্যানি চেতি ব্রাহ্মণত্ববোধার্থম্। সংস্কৃতানি সম্ভৃতানি। বর্ম্মাদীনি ক্ষত্রিয়ত্বজ্ঞানার্থম্। আসনানি হস্ত্যশ্বাদীনি বাহনানি। গবাদীনি চ বৈশ্যতানির্দ্ধারণার্থম্। উপবীতদর্শনাদেব চাশূদ্রত্বনিশ্চয়ঃ ॥৫॥

অথোপবীতানি যদি কৃত্রিমাণি স্যুরিত্যাশঙ্ক্য শূদ্রোপকরণান্যপি স্থাপিতানীত্যাহ—অন্যেষ্বিতি। ক্রিয়ন্তে এভিরিতি কৃত্যানি বাস্যাদীনি। 'কৃত্যযুটোঽন্যত্রাপি" ইতি "কৃবৃষিমৃজাং বা" ইতি করণে ক্যপ্। ক্রীড়ানিমিত্তানি খেলোপকরণানি। তত্র তদানীম্ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রস্থাপ্য ॥৩॥ পুনঃ ক্ষত্রিয়ত্বং পরীক্ষিতুং দ্রব্যাণ্যুপসঞ্জহার একত্র কৃত্বা দর্শিতবান্ ॥৪॥ ফলবর্ম্মগবাদীনি ক্রমাৎ ত্রৈবর্ণিকযোগ্যানি ॥৫॥ কৃত্যন্তীতি কৃত্যানি, কৃতী ছেদনে অস্মাৎ ক্যপ্, শিল্পিনাং প্রহরণানি, বাস্যাদীনি ক্রীড়ানিমিত্তানি শুক্লেষ্টিগদোরঞ্জনাদিরূপা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদীনাং ক্রীড়াঃ তাসাং সাধনানি, অন্যানি, যজ্ঞপাত্রাণি কৃত্রিমাশ্বাদীনি সরঙ্গপট্টানি চ, তত্র

যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি সকলেই সেই উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন; কুন্তী ও দ্রৌপদী এক রথে গেলেন ॥৩॥

মহারাজ! যুধিষ্ঠির যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা পুরোহিতের মুখে শুনিয়া দ্রুপদ রাজা তাঁহাদিগকে দিবার জন্য নানাবিধ উপহার দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন ভাগে রাখিলেন ॥৪॥

এক দিকে ফল ও মালা, অপর দিকে চর্ম্ম, বর্ম্ম ও বাহন এবং অন্য দিকে কৃষিকার্য্যের জন্য গরু, দড়ি এবং নানাবিধ বীজ রাখিলেন ॥৫॥

তৎকালে অন্যান্য শিল্পকার্য্যে যে সকল উপকরণ প্রচলিত ছিল এবং সেই সময়ে যে সকল খেলার উপকরণ ব্যবহৃত হইত, সে সমস্তই দ্রুপদ রাজা উপহার দিবার জন্য সেখানে রাখিলেন ॥৬॥

বর্ম্মাণি চর্ম্মাণি চ ভানুমন্তি খড়্গা মহান্তোঽশ্বরথাশ্চ চিত্রাঃ।
ধনূংষি চাগ্র্যাণি শরাশ্চ মুখ্যাঃ শক্ত্যৃষ্টয়ঃ কাঞ্চনভূষণাশ্চ ॥৭॥
প্রাসা ভুষুণ্ড্যশ্চ পরশ্বধাশ্চ সাংগ্রামিকঞ্চৈব তথৈব সর্বম্।
শয্যাসনান্যুত্তমসংস্কৃতানি তথৈব বাসো বিবিধঞ্চ তত্র ॥৮॥
কুন্তী তু কৃষ্ণাং পরিগৃহ্য সাধ্বীমন্তঃপুরং দ্রুপদস্যাবিবেশ।
স্ত্রিয়শ্চ তাং কৌরবরাজপত্নীং প্রত্যর্চ্চয়ামাসুরদীনসত্ত্বাঃ ॥৯॥
তান্ সিংহবিক্রান্তগতীন্ নিরীক্ষ্য মহর্ষভাক্ষানজিনোত্তরীয়ান্।
গূঢ়োত্তরাংসান্ ভুজগেন্দ্রভোগ-প্রলম্ববাহূন্ পুরুষপ্রবীরান্ ॥১০॥
রাজা চ রাজ্ঞঃ সচিবাশ্চ সর্বে পুত্রাশ্চ রাজ্ঞঃ সুহৃদস্তথৈব।
প্রেষ্যাশ্চ সর্বে নিখিলেন রাজন্! হর্ষং সমাপেতুরতীব তত্র ॥১১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতভাবদীপঃ

ক্ষত্রিয়তায়া এব প্রয়োজনীয়ত্বাত্তদুপকরণান্যেব বাহুল্যেন স্থাপিতানীত্যাহ বর্ম্মাণীতি। ভানুমন্তি দীপ্তিশালীনি। শক্ত্যৃষ্টয়ঃ অস্ত্রবিশেষাঃ। এতান্যপ্যপজহারেত্যনুকর্ষঃ ॥৭॥
প্রাসা ইতি। প্রাসাদয়োঽস্ত্রবিশেষাঃ। উত্তমং যথা স্যাত্তথা সংস্কৃতানি সজ্জিতানি ॥৮॥
কুন্তীতি। কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্। অদীনসত্ত্বা অনল্পোৎসাহাঃ ॥৯॥
তানিতি। মহর্ষভস্যেব অক্ষিণী যেষাং তান্। গূঢ়ৌ অজিনোত্তরীয়েণ সংবৃতৌ উত্তরৌ সুন্দরৌ অংসৌ স্কন্ধৌ যেষাং তান্, ভুজগেন্দ্রভোগা বৃহৎসর্পশরীরাণীব প্রলম্বা দীর্ঘা বাহবো যেষাং তান্। প্রেষ্যা দাসাঃ। নিখিলেন প্রকারেণ। সমাপেতুঃ প্রাপুঃ ॥১০-১১॥

ভারতকৌমুদী

দেশে, তত্র কালে, তত্র পরীক্ষণে নিমিত্তে ॥৬ ৭॥ উত্তমসংস্কৃতানি রত্নখচিততাম্বূলধানী-

উজ্জ্বল চর্ম্ম ও বর্ম্ম, বিশাল তরবারি, নানাবিধ অশ্ব ও রথ, উৎকৃষ্ট ধনু, উত্তম বাণ এবং স্বর্ণভূষণে ভূষিত শক্তি ও ঋষ্টি সে স্থানে স্থাপিত করিলেন ॥৭॥

আর, কুন্ত, ভুষুণ্ডী ও পরশু এবং সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধের উপকরণ, শয্যা, আসন এবং নানাবিধ বস্ত্র সেখানে সাজাইয়া রাখিলেন ॥৮॥

এদিকে কুন্তী দ্রৌপদীকে লইয়া দ্রুপদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; তখন তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল ॥৯॥

এদিকে পাণ্ডবগণের গমন সিংহের ন্যায় বিক্রমসূচক, নয়নযুগল মহাবৃষের ন্যায় বিশাল, মৃগচর্ম্ম উত্তরীয়, সেই উত্তরীয়ে আবৃত স্কন্ধযুগল সুন্দর এবং বাহুযুগল বৃহৎ সর্পশরীরের ন্যায় দীর্ঘ, এই সমস্ত দেখিয়া দ্রুপদ রাজা, তাঁহার

(৭)...শরাশ্চ চিত্রাঃ...। (৮)...শয্যাসনান্যুত্তমবস্তুবন্তি...।

তে তত্র বীরাঃ পরমাসনেষু সপাদপীঠেষ্ববিশঙ্কমানাঃ।
যথানুপূর্বং বিবিশুর্নরাগ্র্যাস্তথা মহার্হেষু ন বিস্ময়ন্তঃ ॥১২॥
উচ্চাবচং পার্থিবভোজনীয়ং পাত্রীষু জাম্বূনদরাজতীষু।
দাসাশ্চ দাস্যশ্চ সুমৃষ্টবেশাঃ সম্ভোজকাশ্চাপ্যুপজহ্রুরন্নম্ ॥১৩॥
তে তত্র ভুক্ত্বা পুরুষপ্রবীরা যথাত্মকামং সুভৃশং প্রতীতাঃ।
উৎক্রম্য সর্বাণি বসূনি রাজন্! সাংগ্রামিকিং তে বিবিশুর্নৃবীরাঃ ॥১৪॥
তল্লক্ষয়িত্বা দ্রুপদস্য পুত্রো রাজা চ সর্বৈঃ সহ মন্ত্রিমুখ্যৈঃ।
সমর্থয়ামাসুরুপেত্য হৃষ্টাঃ কুন্তীসুতান্ পার্থিব! রাজপুত্রান্ ॥১৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বৈবাহিকে যুধিষ্ঠিরাদিপরীক্ষণে সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। অবিশঙ্কমানাঃ স্বযোগ্যত্বাদাশঙ্কামকুর্বাণাঃ। যথানুপূর্ব্বং জ্যেষ্ঠানুক্রমেণ। মহার্হেষু মহামূল্যেষু, ন বিস্ময়ন্তো বিস্ময়মপ্রাপ্তাঃ স্বগৃহ এব বহুশো দর্শনাৎ ॥১২॥

উচ্চেতি। উচ্চাবচং নানাবিধম্, "উচ্চাবচং নৈকবিধম্" ইত্যমরঃ। জাম্বূনদরাজতীষু সুবর্ণরজতোভয়নির্ম্মিতাসু। সুমৃষ্টাঃ পরিষ্কৃতা বেশা যেষাং তে। সম্ভোজকাঃ পাচকাঃ, অন্নম্, উপজহ্রুঃ পরিবেশয়ামাসুঃ ॥১৩॥

ত ইতি। যথাত্মকামং স্বস্বেচ্ছানুরূপম। প্রতীতাঃ সন্তুষ্টাঃ সন্তঃ। উৎক্রম্য অতিক্রম্য। বসূনি ধনানি। সাংগ্রামিকং সংগ্রামোপকরণযুক্তং গৃহম্ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রভৃতীনি তদ্বাস্ত, মতোর্মস্ত বত্বমার্ষম্ ॥৮—৯॥ গূঢোত্তবাংসান্ গূঢ়জত্রূন্ ॥১০—১২॥ সুমৃষ্টঃ অত্যঞ্জনবাসোঽলঙ্করণাদিভিঃ সম্যক্ পরিষ্কৃতঃ পাণ্ডবানাং বেশো যৈস্তে সুমৃষ্টবেশাঃ, তে চ

মন্ত্রিগণ, পুত্রগণ, বন্ধুগণ ও অনুচরগণ, ইঁহারা সকলে সর্ব্বপ্রকারেই অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥১০—১১॥

মহাবীর ও মনুষ্যশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ তখন নিঃশঙ্কচিত্তে জ্যেষ্ঠানুক্রমে যাইয়া পাদপীঠযুক্ত মহামূল্য উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন; কিন্তু সেগুলি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন না ॥১২॥

তাহার পর, পরিষ্কৃত-বেশধারী দাস, দাসী ও পাচকগণ সুবর্ণনির্ম্মিত ও রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্রে করিয়া রাজভোগ্য নানাবিধ খাদ্য পরিবেশন করিল ॥১৩॥

তাঁহারা আপন আপন ইচ্ছানুসারে সেই সকল বস্তু ভোজন করিয়া অত্যন্ত

---

(১৪)…যথাসুকামঃ সুভৃশম্…। (১৫) …দ্রুপদস্য পুত্র…সমর্চ্চয়ামাস উপেত্য হৃষ্টঃ কুন্তীসুতান্ পার্থিবপুত্রপৌত্রান্। *'…দ্বিনবত্যধিকঃ…', '…চতুর্নবত্যঃ…', 'ষণ্ণবত্যধিকঃ…', 'নবাধিকদ্বিশততমঃ…' ইতি পাঠভেদাঃ।

অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত আহূয় পাঞ্চাল্যে রাজপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
পরিগ্রহেণ ব্রাহ্মেণ পরিগৃহ্য মহাদ্যুতিঃ ॥১॥
পর্য্যপৃচ্ছদদীনাত্মা কুন্তীপুত্রং সুবর্চ্চসম্।
কথং জানীম ভবতঃ ক্ষত্রিয়ান্ ব্রাহ্মণানুত ॥২॥
বৈশ্যান্ বা গুণসম্পন্নানথবা শূদ্রযোনিজান্।
মায়ামাস্থায় বিপ্রাংশ্চরতঃ সর্বতো দিশম্ ॥৩॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

তদিতি। লক্ষয়িত্বা দৃষ্ট্বা। সমর্থযামাসুঃ সম্ভাবয়ামাসুঃ। গৃহান্তরং বিহায় সাংগ্রামিকগৃহে প্রবেশাৎ ক্ষত্রিয়ত্বম্, কুন্ত্যা সহৈব জতুগৃহতো নির্গমনশ্রবণাৎ তদানীঞ্চ স্ত্রীসাহিত্যদর্শনাৎ কুন্তীসুতত্বম্, কুন্ত্যাশ্চ পঞ্চপুত্রাভাবাত্তেষাঞ্চ পঞ্চত্বাৎ পঞ্চপাণ্ডুরাজপুত্রত্বমিত্যাশয়ঃ ॥১৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বৈবাহিকে সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ০॥

—:০:—

তত ইতি। পাঞ্চাল্যো দ্রুপদঃ। ব্রাহ্মেণ ব্রাহ্মণযোগ্যেন, পরিগ্রহেণ স্বীকারেণ অভীষ্টস্থানমানীয়গাত্রোত্থাপনাদিব্যবহারেণেত্যর্থঃ। অদীনাত্মা প্রসন্নচিত্তঃ। সুবর্চ্চসং

ভারতভাবদীপঃ

সম্ভোজকাশ্চ যথাযোগং তাম্বূলাদিকম্ অপূপাদিকং চান্নমদনীয়মুপজহ্রুঃ ॥১৩-১৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তাশীত্যধিকততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৭॥

-০:০:০-

পরিতৃপ্ত হইলেন এবং অন্যান্য দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা যুদ্ধের উপকরণ-যুক্ত গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥১৪॥

তাহা দেখিয়া দ্রুপদ রাজার পুত্রগণ এবং প্রধান প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত স্বয়ং দ্রুপদ রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগকে কুন্তীর পুত্র ও পাণ্ডুর পুত্র বলিয়া ধারণা করিলেন ॥১৫॥

—:০:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, দ্রুপদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া যথাস্থানে লইয়া গিয়া, ব্রাহ্মণের যোগ্য ব্যবহার দেখাইয়া, প্রসন্নচিত্তে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারা কি ব্রাহ্মণ? না ক্ষত্রিয়? না

কৃষ্ণাহেতোরনুপ্রাপ্তা দেবাঃ সন্দর্শনার্থিনঃ।
ব্রবীতু নো ভবান্ সত্যং সন্দেহো হ্যত্র নো মহান্ ॥৪॥
অপি নঃ সংশয়স্যান্তে মনঃ সন্তুষ্টিমাবহেৎ।
অপি নো ভাগধেয়ানি শুভানি স্যুঃ পরন্তপ! ॥৫॥
ইচ্ছয়া ব্রূহি তৎ সত্যং সত্যং রাজসু শোভতে।
ইষ্টাপূর্ত্তেন চ তথা বক্তব্যমনৃতং ন তু ॥৬॥
শ্রুত্বা হ্যমরসঙ্কাশ! তব বাক্যমরিন্দম!।
ধ্রুবং বিবাহকরণমাস্থাস্যামি বিধানতঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

মনোহরকান্তিম্। উত অথবা। গুণসম্পন্নান্ শৌচসদাচারাদিযুক্তান্। আস্থায় অবলম্ব্য। পাণ্ডবত্বেঽহমিতেঽপি তদ্দৃঢ়তার্থ এবায়ং প্রশ্ন ইতি বোধ্যম্ ॥১—৩॥

কৃষ্ণেতি। সন্দর্শনার্থিন এব ন তু বিবাহার্থিন ইতি তল্লাঘবনিরাসঃ। নঃ অস্মাকম্ ॥৪॥

অপীতি। অন্তে অবসানে। আবহেৎ লভেত। ভাগধেয়ানি ভাগ্যানি ॥৫॥

ইচ্ছয়েতি। "অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চানুপালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥ বাপীকূপতড়াগাদি দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামাঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥" ইতি স্মৃতিঃ। ইষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চেতি ইষ্টাপূর্ত্তম্, সমাহারদ্বন্দ্বে হ্রস্বস্য দীর্ঘতা, ইষ্টাপূর্ত্তেন তদ্বিষয়ালোচনেনাপীত্যর্থঃ ॥৬॥

শ্রুত্বেতি। বিবাহকরণং কৃষ্ণায়াঃ পাণিগ্রহণব্যাপারম্, আস্থাস্যামি বিধাস্যামি ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। ব্রাহ্মেণ ব্রাহ্মণার্থমুচিতেন অভ্যুত্থানাদিনা, পরিগ্রহেণ আতিথ্যেন ॥১—৫॥

গুণবান্ বৈশ্য বা শূদ্র? অথবা ব্রাহ্মণই বটেন, তবে মায়া অবলম্বন করিয়া সকল দিকে বিচরণ করিতেছেন ॥১—৩॥

অথবা আপনারা দেবতা, দ্রৌপদীকে দেখিবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন। আপনি আমাদের নিকট সত্য বলুন; কেন না, এবিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ রহিয়াছে ॥৪॥

এই সংশয় তিরোহিত হইলে, আমাদের মন সন্তুষ্ট হইবে কি? এবং আমাদের ভাগ্য শুভ হইবে কি? ॥৫॥

আপনি দয়া করিয়া এ বিষয়টি সত্য বলুন; কেন না, রাজসভায় সত্যই শোভা পায়। তা'র পর, যাগপ্রভৃতিই হউক বা কূপনির্ম্মাণাদিই হউক, কোন বিষয়েই মিথ্যা বলিতে নাই ॥৬॥

হে দেবতাতুল্য! আপনার কথা শুনিয়া পরে নিশ্চয়ই আমি যথাবিধানে বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিব' ॥৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মা রাজন্! বিমনা ভূস্ত্বং পাঞ্চাল্য! প্রীতিরস্তু তে।
ঈপ্সিতস্তে ধ্রুবঃ কামঃ সংবৃত্তোঽয়মসংশয়ম্ ॥৮॥
বয়ং হি ক্ষত্রিয়া রাজন্! পাণ্ডোঃ পুত্রা মহাত্মনঃ।
জ্যেষ্ঠং মাং বিদ্ধি কৌন্তেয়ং ভীমসেনার্জ্জুনাবিমৌ ॥৯॥
আভ্যাং তব সুতা রাজন্! নির্জিতা রাজসংসদি।
যমৌ চ তত্র কুন্তী চ যত্র কৃষ্ণা ব্যবস্থিতা ॥১০॥
ব্যেতু তে মানসং দুঃখং ক্ষত্রিয়াং স্মো নরর্ষভ!।
পদ্মিনীব সুতেয়ং তে হ্রদাদন্যং হ্রদং গতা ॥১১॥
ইতি তথ্যং মহারাজ! সর্বমেতদ্ব্রবীমি তে।
ভবান্ হি গুরুরস্মাকং পরমঞ্চ পরায়ণম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

মেতি। বিমনাঃ সন্দেহাদপ্রসন্নচিত্তঃ। ঈপ্সিতো লোকৈরাপ্তুমিষ্টঃ, ধ্রুবশ্চিরকালীনঃ, কামোঽভিলাষঃ, সংবৃত্তঃ সফলো জাতঃ, অত্র সংশয়ো নাস্তীত্যসংশয়ম্ ॥৮॥

বয়মিতি। ক্ষত্রিয়া ইতি সামান্যেন পাণ্ডোঃ পুত্রা ইতি বিশেষেণ চ সন্দেহনিরাসঃ ॥৯॥

আভ্যামিতি। যত্র কুন্তী পূর্ব্বাবধি, কৃষ্ণা চ পরং ব্যবস্থিতা তত্র যমাবাস্তাম্ ॥১০॥

ব্যেত্বিতি। ব্যেতু অপগচ্ছতু। একস্মাৎ হ্রদাৎ ॥১১॥

ইতীতি। তথ্যং সত্যম্। গুরুঃ শ্বশুরঃ। পরায়ণং শরণম্ ॥১২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন— 'মহারাজ! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, আপনার আনন্দই হউক। কেন না, আপনার চিরকালের অভিলাষ এই পূর্ণ হইয়াছে ॥৮॥

কারণ, আমরা ক্ষত্রিয় এবং মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র; তন্মধ্যে আমি কুন্তীদেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র এবং ইঁহারা ভীম ও অর্জ্জুন ॥৯॥

ইঁহারা দুই জনেই রাজসভায় আপনার কন্যাকে জয় করিয়াছেন; আর, প্রথমাবধি কুন্তী এবং পরে দ্রৌপদী যাইয়া যেখানে ছিলেন, সেইখানেই নকুল ও সহদেব ছিলেন ॥১০॥

নরশ্রেষ্ঠ! আপনার মনের দুঃখ দূর হউক; আমরা ক্ষত্রিয়। পদ্মিনী যেমন এক হ্রদ হইতে অপর হ্রদে যায়, আপনার এই কন্যাটিও তেমন এক রাজার নিকট হইতে অপর রাজার নিকট গিয়াছেন ॥১১॥

(১০) যাভ্যাং তব সুতা…।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ স দ্রুপদো রাজা হর্ষব্যাকুললোচনঃ।
প্রতিবক্তুং তদা যুক্তং নাশকত্তং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৩॥
যত্নেন তু স তং হর্ষং সন্নিগৃহ্য পরন্তপঃ।
অনুরূপাং ততো বাচং প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৪॥
পপ্রচ্ছ চৈনং ধর্ম্মাত্মা যথা তে প্রদ্রুতাঃ পুরাৎ।
স তস্মৈ সর্বমাচখ্যাবানুপূর্ব্যেণ পাণ্ডবঃ ॥১৫॥
তচ্ছ্রুত্বা দ্রুপদো রাজা কুন্তীপুত্রস্য ভাষিতম্।
বিগর্হয়ামাস তদা ধৃতরাষ্ট্রং নরেশ্বরম্ ॥১৬॥
আশ্বাসয়ামাস চ তং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
প্রতিজজ্ঞে চ রাজ্যায় দ্রুপদো বদতাং বরঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। হর্ষেণ ব্যাকুলে ব্যাপ্তে ব্যাপ্য বিস্তারিতে লোচনে যস্য সঃ। যুক্তং যোগ্যম্ নাশকৎ, হর্ষাতিরেকেণ হৃদয়স্যাপ্যস্থিরত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৩॥

যত্নেনেতি। হর্ষং হর্ষবেগম্. সন্নিগৃহ্য অন্তর্নিরুধ্য ॥১৪॥

পপ্রচ্ছেতি। এনং যুধিষ্ঠিরম্, ধর্ম্মাত্মা দ্রুপদঃ, তে পাণ্ডবাঃ, পুরাজ্জতুগৃহাৎ ॥১৫॥

তদিতি। বিগর্হয়ামাস, অধিকারিণো বঞ্চনাদ্বিনাশপ্রবৃত্তেশ্চেতি ভাবঃ ॥১৬॥

আশ্বাসেতি। রাজ্যায় তস্মৈ তদ্রাজ্যদানায় ॥১৭॥

মহারাজ! এ সমস্তই আমি আপনার নিকট সত্য বলিতেছি; কারণ, আপনি আমাদের গুরু এবং পরম আশ্রয়' ॥১২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, দ্রুপদ রাজার নয়নযুগল আনন্দে বিস্ফারিত হইল; তাই তিনি তখন যুধিষ্ঠিরের নিকট উপযুক্ত উত্তর করিতে পারিলেন না ॥১৩॥

পরে, তিনি যত্নপূর্ব্বক সেই আনন্দের বেগ রুদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট উপযুক্ত উত্তর করিলেন ॥১৪॥

পাণ্ডবগণ যেভাবে জতুগৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই বিষয় যুধিষ্ঠিরের নিকট দ্রুপদ জিজ্ঞাসা করিলেন; যুধিষ্ঠিরও আনুপূর্বীক সেই সমস্ত ঘটনা দ্রুপদের নিকট বলিলেন ॥১৫॥

তখন দ্রুপদ রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই সকল কথা শুনিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে গুরুতর নিন্দা করিলেন ॥১৬॥

---

(১৩)…প্রতিবক্তুং মুদা যুক্তঃ…। (১৪) অনুরূপং ততো বাচা…।

ততঃ কুন্তী চ কৃষ্ণা চ ভীমসেনার্জ্জুনাবপি।
যমৌ চ রাজ্ঞা সন্দিষ্টং বিবিশুর্ভবনং মহৎ ॥১৮॥
তত্র তে ন্যবসন্ রাজন্! যজ্ঞসেনেন পূজিতাঃ।
প্রত্যাশ্বস্তস্ততো রাজা সহ পুত্রৈরুবাচ তম্ ॥১৯॥
গৃহ্লাতু বিধিবৎ পাণিমদ্যায়ং কুরুনন্দনঃ।
পুণ্যেঽহনি মহাবাহুরর্জ্জুনঃ কুরুতাং ক্ষণম্ ॥২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমব্রবীত্ততো রাজা ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
মমাপি দারসম্বন্ধঃ কার্য্যস্তাবদ্বিশাংপতে! ॥২১॥

দ্রুপদ উবাচ।

ভবান্ বা বিধিবৎ পাণিং গৃহ্লাতু দুহিতুর্মম।
যস্য বা মন্যসে বীর! তস্য কৃষ্ণামুপাদিশ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অপিশব্দাদ্যুধিষ্ঠিরশ্চ। রাজ্ঞা দ্রুপদেন, সন্দিষ্টং নির্দ্দিষ্টম্ ॥১৮॥
তত্রেতি। তে পাণ্ডবাঃ। পূজিতা যথেষ্টান্নপানদানাদিভিঃ সন্তোষিতাঃ ॥১৯॥
গৃহ্লাত্বিতি। ক্ষণম্ অস্মান্নিরূপিতং লগ্নম্, কুরুতাং ভবানপ্যনুমোদতামিত্যর্থঃ ॥২০॥
তমিতি। তং দ্রুপদম্। দারসম্বন্ধঃ পরিণয়ঃ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

ইষ্টং যাগাদি। আপূর্ত্তং বাপ্যাদি। তব ধর্ম্মকৃত্যং নশ্যেৎ যদ্যসত্যং ব্রূয়া ইত্যর্থঃ ॥৬-১৯॥

এবং বাগ্মিশ্রেষ্ঠ দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করিলেন, আর তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাও করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর, কুন্তী, দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব দ্রুপদ রাজার নির্দ্দেশক্রমে বিশাল এক অট্টালিকায় যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥১৮॥

মহারাজ! পাণ্ডবগণ দ্রুপদকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া সেই অট্টালিকাতেই বাস করিতে লাগিলেন। তাহার পর, কিছুদিন পরে দ্রুপদ রাজা পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া আশ্বস্ত চিত্তে যাইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—॥১৯॥

'আজ বিবাহের প্রশস্ত দিন; সুতরাং অদ্যই মহাবাহু অর্জ্জুন যথাবিধানে কৃষ্ণার পাণি গ্রহণ করুন এবং আমাদের নির্দিষ্ট লগ্ন আপনিও অনুমোদন করুন' ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন যুধিষ্ঠির দ্রুপদ রাজাকে কহিলেন—'মহারাজ! আমারও ত বিবাহ করিতে হইবে' ॥২১॥

(২১) ধর্ম্মাত্মা চ যুধিষ্ঠিরঃ…।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সর্ব্বেষাং মহিষী রাজন্! দ্রৌপদী নো ভবিষ্যতি।
এবং প্রব্যাহৃতং পূর্ব্বং মম মাত্রা বিশাংপতে! ॥২৩॥
অহঞ্চাপ্যনিবিষ্টো বৈ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ।
পার্থেন বিজিতা চৈষা রত্নভূতা সুতা তব ॥২৪॥
এষ নঃ সময়ো রাজন্! রত্নস্য সহ ভোজনম্।
ন চ তং হাতুমিচ্ছামঃ সময়ং রাজসত্তম! ॥২৫॥
সর্ব্বেষাং ধর্ম্মতঃ কৃষ্ণা মহিষী নো ভবিষ্যতি।
আনুপূর্ব্ব্যেণ সর্বেষাং গৃহ্নাতু জ্বলনে করান্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

ভবানিতি। যস্য বা কৃষ্ণায়া ভার্য্যাভবনমুচিতং মন্যসে, তস্য ভার্য্যাভবনে কৃষ্ণামুপাদিশ ॥২২॥

সর্ব্বেষামিতি। নঃ অস্মাকম্। প্রব্যাহৃতম্ উক্তম্। মাতৃব্যাহারস্যালঙ্ঘনীয়ত্বমিত্যাশয়ঃ ॥২৩॥

অহমিতি। অনিবিষ্টঃ অকৃতবিবাহত্বাদ্গৃহস্থধর্ম্মে অপ্রবিষ্টঃ। তথা চ "জ্যেষ্ঠেঽনিবিষ্টে কনীয়ান্ নিবিশন্ পরিবেত্তা ভবতি" ইত্যাদিহারীতবচনাৎ জ্যেষ্ঠে ময়ি ভীমে চাকৃতবিবাহে কনিষ্ঠস্যার্জ্জুনস্য বিবাহে পরিবেদনদোষসম্ভবাৎ সর্ব্বেষামেব বিবাহ ইতি ভাবঃ ॥২৪॥

অস্তু তর্হি যুষ্মাকং ত্রয়াণাং কৌন্তেয়ানামেব বিবাহঃ, নকুলসহদেবয়োস্তু কুত ইত্যাহ এষ ইতি। সময় আচারঃ। সহ পঞ্চভির্মিলিত্বৈব। হাতুং ত্যক্তুম্ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্ষণং দেবপূজাদিপর্ব্বোৎসবং বিবাহাৎ প্রাক্কালীনং কুলধর্ম্মরূপম্, "ক্ষণঃ পর্ব্বোৎসবেঽপি স্যাৎ তথা মানেঽপ্যবসরঃ" ইতি মেদিনী ॥২০—২৩॥ অনিবিষ্টঃ অকৃতবিবাহঃ ॥২৪॥ সময়ো

দ্রুপদ বলিলেন—'বীর! তাহা হইলে, আপনিই যথাবিধানে আমার কন্যার পাণি গ্রহণ করুন; অথবা আপনি যাঁহার পাণি গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করেন, তাঁহার কথা বলুন' ॥২২॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—'মহারাজ! দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই মহিষী হইবেন, এইরূপই আমার মাতা পূর্ব্বে বলিয়াছেন ॥২৩॥

আমি ও ভীম এখনও বিবাহ করি নাই, অথচ অর্জ্জুন আপনার রত্নসদৃশী কন্যাটীকে জয় করিয়াছে ॥২৪॥

তাহাতে আমাদের এই নিয়ম আছে যে, আমরা সকলে মিলিয়াই রত্ন ভোগ করিয়া থাকি; সুতরাং সে নিয়ম আমরা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না ॥২৫॥

দ্রুপদ উবাচ।

একস্য বহ্ব্যো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন!।
নৈকস্যা বহবস্তাত! শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ ॥২৭॥
লোকবেদবিরুদ্ধং ত্বং নাধর্ম্মং ধর্ম্মবিচ্ছুচিঃ।
কর্ত্তুমর্হসি কৌন্তেয়! কস্মাত্তে বুদ্ধিরীদৃশী ॥২৮॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সূক্ষ্মো ধর্ম্মো মহারাজ! নাস্য বিদ্মো বয়ং গতিম্।
পূর্ব্বেষামানুপূর্ব্ব্যেণ যাতং বর্ত্মানুযামহে ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

অথ "জ্যেষ্ঠেঽনির্বিষ্টে" ইত্যাদ্যুক্তঃহাবীতবচনে অনির্বিষ্ট ইত্যতীতার্থক-ক্তপ্রত্যয়াদযুগপৎজ্যেষ্ঠকনিষ্ঠবিবাহেঽপি স এব পরিবেদনদোষ ইত্যাহ সর্ব্বেষামিতি। নঃ অস্মাকম্। আনুপূর্ব্ব্যেণ জ্যেষ্ঠানুক্রমেণ। জ্বলনে অগ্নৌ তৎসমীপ ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ ন পরিবেদনদোষ ইতি ভাবঃ ॥২৬॥

একস্যেতি। একস্য পুংসঃ। মহিষীপদং স্ত্রীমাত্রোপলক্ষণম্। একস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ। অত্র শ্রুতিঃ—"একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি, নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ"। অত্র যুক্তিশ্চ প্রাগেবোক্তা (১১৬০ পৃষ্ঠে) ॥২৭॥

উক্তার্থে লোকবিরোধমপি সমুচ্চিনোতি লোকেতি। লোকে ঈদৃশাচারাদর্শনাল্লোকবিরুদ্ধত্বম্, উক্তশ্রুত্যা চ স্পষ্টনিষেধাদ্বেদবিরুদ্ধত্বমিতি ভাবঃ ॥২৮॥

সূক্ষ্ম ইতি। সূক্ষ্মঃ স্থূলবুদ্ধিভিরবেদ্যঃ। তথা চ "নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ" ইত্যুক্তশ্রুতৌ সহশব্দস্বরসাৎ যথৈকস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ ক্রমেণানেকপতিকত্বসূচনা। তথা "নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত" ইতি শ্রুতেরেব চ একস্যাঃ স্ত্রিয়-

ভারতভাবদীপঃ

নিয়মঃ ॥২৫॥ জ্বলনে জ্বলনসমীপে করান গৃহ্ণাতু পঞ্চপাণিগ্রহণানি করোতু ॥২৬॥ পুংসঃ পুমাংসঃ, যদ্বা পুংসঃ বেদকর্ত্তুঃ পরমাত্মনঃ সকাশাৎ ন শ্রূয়ন্তে। "তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত" ইতি বেদবিরুদ্ধঞ্চ। অবিহিতং নিষিদ্ধং চৈতদিত্যর্থঃ ॥২৭—২৮॥ সূক্ষ্মঃ "নৈকস্যৈ বহবঃ

সুতরাং দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই মহিষী হইবেন। অতএব ইনি অগ্নির নিকটে জ্যেষ্ঠানুক্রমে আমাদের সকলেরই পাণি গ্রহণ করুন' ॥২৬॥

দ্রুপদ বলিলেন—'বাবা যুধিষ্ঠির! বেদে এক পুরুষের অনেক স্ত্রী বিহিত আছে বটে; কিন্তু একটী স্ত্রীর অনেক পতি কোথাও শুনা যায় না ॥২৭॥

অতএব হে কুন্তীনন্দন! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও পবিত্র হইয়া, লোকবিরুদ্ধ এবং বেদবিরুদ্ধ অধর্ম্মের কার্য্য করিতে পারেন না; সুতরাং আপনার এরূপ বুদ্ধি হইল কেন? ॥২৮॥

(২৭)…নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ…।

ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্ম্মে ধীয়তে মতিঃ।
এবঞ্চৈব বদত্যম্বা মম চৈতন্মনোগতম্ ॥৩০॥
এষ ধর্ম্মো ধ্রুবো রাজন্! চরৈনমবিচারয়ন্।
মা চ শঙ্কা তত্র তে স্যাৎ কথঞ্চিদপি পার্থিব! ॥৩১॥
দ্রুপদ উবাচ।
ত্বঞ্চ কুন্তী চ কৌন্তেয়! ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ মে সুতঃ।
কথয়ন্ত্বিতি কর্ত্তব্যং শ্বঃ কালে করবামহে ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

অনেকপতিকত্বনিষেধঃ। ন চ পূর্ব্বশ্রুত্যৈকবাক্যত্বাদত্রাপি যুগপদেবানেকপতিকত্বনিষেধ ইতি বাচ্যম্. রশনাদৃষ্টান্তেন চিরনিষেধস্যৈব প্রতীতেঃ। অতঃ সূক্ষ্ম এব ধর্ম্ম ইত্যাশয়ঃ। অথৈকস্যাঃ কৃষ্ণায়া যুগপদ্যুষ্মাভিবিবাহে সর্ব্বৈব শ্রুতির্বিরোধিনী, পূর্ব্বত্র সহশব্দাৎ পরত্র চ চিরনিষেধাদিত্যাহ পূর্ব্বেষামিতি। পূর্ব্বেষাং প্রচেতঃপ্রভৃতীনাম্, আনুপূর্ব্ব্যেণ ক্রমানুসারেণ তৈর্যাতং বর্ত্ম অনুযামহে অনুগচ্ছামঃ। তথা চ বার্ক্ষ্যা দশানামেব প্রচেতসাং জটিলায়াশ্চ সপ্তানামৃষীণাং পতিত্বশ্রবণাদ্বয়মপি পঞ্চ একস্যাঃ কৃষ্ণায়াঃ পতয়ো ভবাম ইতি ভাবঃ। এতদুদাহরণদ্বয়ং পরাধ্যায়ে বক্ষ্যতে ॥২৯॥

অথ প্রচেতসামসৌ ব্যবহারঃ শাস্ত্রব্যভিচার এবেত্যাহ নেতি। অনৃতং মিথ্যা। ধীয়তে স্থাপতে। অম্বা মাতা কুন্তী। এবঞ্চ চিরসত্যবাদিনা ময়োক্তত্বাৎ চিরধর্ম্মাভিকস্য মে মতিপ্রবৃত্তেঃ, মাতুরাদেশাচ্চ ধর্ম্ম এবায়মিত্যাশয়ঃ ॥৩০॥

ইদানীং ফলিতার্থমাহ এষ ইতি। ধ্রুবো নিশ্চিতঃ। শঙ্কা সন্দেহঃ ॥৩১॥

ত্বমিতি। ইতি অত্র বিষয়ে। শ্বঃ কালে পরদিনে, করবামহে কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ ॥৩২॥

ভারতভাবদীপঃ

সহপতয়ঃ" ইতি শ্রুত্যা সহেতি যুগপৎ বহুপতিত্বনিষেধো বিহিতো ন তু সময়ভেদেন, ততশ্চাপ

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'মহারাজ! ধর্ম্ম অতিসূক্ষ্ম পদার্থ; সুতরাং আমরা উহার গতি বুঝিতে পারি না; তাই প্রাচীনেরা যে পথে গিয়াছেন, আমরাও সেই পথেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়া থাকি ॥২৯॥

তা'র পর, আমার বাক্য কখনও মিথ্যা বলে না, মনও অধর্ম্মের দিকে যায় না এবং মাতৃদেবীও এইরূপই বলিতেছেন, আমারও অভিপ্রায় এইরূপই ॥৩০॥

অতএব মহারাজ! ইহা নিশ্চয়ই ধর্ম্ম: সুতরাং আপনি বিচার না করিয়া ইহাই করুন; আপনার যেন এ বিষয়ে কোন প্রকারেই সন্দেহ হয় না' ॥৩১॥

দ্রুপদ কহিলেন—'যুধিষ্ঠির! আপনি, কুন্তীদেবী এবং আমার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন—আপনারা এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করুন, যাহা স্থির হয়, তাহা পরে করা যাইবে ॥৩২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে সমেত্য ততঃ সর্ব্বে কথয়ন্তি স্ম ভারত!।
অথ দ্বৈপায়নো রাজন্! অভ্যাগচ্ছদ্‌যদৃচ্ছয়া ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বৈবাহিকে দ্বৈপায়নাগমনে অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:০:——

ঊননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে পাঞ্চাল্যশ্চ মহাযশাঃ।
প্রত্যুত্থায় মহাত্মানং কৃষ্ণং সর্ব্বেঽভ্যবাদয়ন্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। তে কুন্তীযুধিষ্ঠিরধৃষ্টদ্যুম্নাঃ। কথয়ন্তি পরস্পরমালোচয়ন্তি স্ম ॥৩৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদী সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বৈবাহিকে অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:●:——

তত ইতি। পাঞ্চাল্যো দ্রুপদঃ। কৃষ্ণং দ্বৈপায়নম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

নিষিদ্ধম্, মাত্রা সমেত্য ভুঙ্‌ক্তেত্যাজ্ঞপ্তঞ্চ ন লঙ্ঘনীয়ম, পিত্রোরাজ্ঞয়া নিষিদ্ধমপি কর্ত্তব্যং পরশুরামকৃতমাতৃবধবৎ কিমুতানিষিদ্ধমিতি ভাবঃ। পূর্ব্বেষাং প্রচেতঃপ্রভৃতীনাম, তৈর্যাতং বর্ত্ম বহূনামেকপত্নীত্বমনুযামহে তচ্চ আনুপূর্ব্ব্যেণৈব, ন তু অক্রমেণ ॥২৯—৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে
অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৮॥

——:*:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তৎপরে তাঁহারা মিলিত হইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে বেদব্যাস সেখানে আগমন করিলেন ॥৩৩॥

— :০০:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, পাণ্ডবেরা সকলে এবং দ্রুপদ রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বেদব্যাসকে নমস্কার করিলেন ॥১॥

---

* '…ত্রিনবত্যধিকঃ…', '…পঞ্চনবত্যধিকঃ…', '…সপ্তনবত্যধিকঃ…', 'দশাধিক-দ্বিশততমঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

প্রতিনন্দ্য স তান্ সর্ব্বান্ পৃষ্ট্বা কুশলমন্ততঃ।
আসনে কাঞ্চনে শুদ্ধে নিষসাদ মহামনাঃ ॥২॥
অনুজ্ঞাতাস্তু তে সর্ব্বে কৃষ্ণেনামিততেজসা।
আসনেষু মহার্হেষু নিষেদুর্দ্বিপদাং বরাঃ ॥৩॥
ততো মুহূর্ত্তান্মধুরাং বাণীমুচ্চার্য্য পার্ষতঃ।
পপ্রচ্ছ তং মহাত্মানং দ্রৌপদ্যর্থং বিশাংপতে! ॥৪॥
কথমেকা বহূনাং স্যান্ন চ স্যাদ্ধর্ম্মসঙ্করঃ।
এতন্মে ভগবান্ সর্ব্বং প্রব্রবীতু যথাতথম্ ॥৫॥
ব্যাস উবাচ।
অস্মিন্ ধর্ম্মে বিপ্রলব্ধে লোকবেদবিরোধকে।
যস্য যস্য মতং যদ্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি তস্য তৎ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

প্রতীতি। প্রতিনন্দ্য প্রত্যাদৃত্য। অন্ততঃ কুশলপ্রশ্নাৎ পরম্। নিষসাদোপবিষ্টঃ ॥২॥
অস্বিতি। কৃষ্ণেন ব্যাসেন। দ্বিপদাং বরা নরশ্রেষ্ঠা দ্রুপদাদয়ঃ ॥৩॥
তত ইতি। মুহূর্ত্তাৎ পরম্। পার্ষতো দ্রুপদঃ। দ্রৌপদ্যর্থং তদ্বিবাহার্থম্ ॥৪॥
কথমিতি। একা স্ত্রী, বহূনাং পত্নী। ধর্ম্মস্য সঙ্করঃ পাপেন মিশ্রীভাবঃ ॥৫॥
অস্মিন্নিতি। লোকবেদয়োর্বিরোধো যত্র তস্মিন্, বহুব্রীহৌ কপ্রত্যয়ঃ; অতএব বিপ্রলব্ধে বিপ্রতিপত্ত্যা লব্ধে বিকল্পতয়া জ্ঞাত ইত্যর্থঃ, অস্মিন্ ধর্ম্মে আচারে ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ততস্তে ইতি। কৃষ্ণং ব্যাসম্ ॥১—৫॥ বিপ্রলব্ধে অতিগহনতয়া শাস্ত্রীয়েণ কাপট্যেন

বেদব্যাসও তাঁহাদের সকলকেই সমাদরপূর্ব্বক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া পরে নির্ম্মল সুবর্ণাসনে উপবেশন করিলেন ॥২॥

এবং দ্রুপদপ্রভৃতি অন্য সকলেও বেদব্যাসের অনুমতিক্রমে মহামূল্য আসনে উপবেশন করিলেন ॥৩॥

তদনন্তর দ্রুপদ রাজা একটু কাল পরে মধুর বাক্যে বেদব্যাসের নিকট দ্রৌপদীর বিবাহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন—॥৪॥

'একটী স্ত্রী বহু পুরুষের পত্নী হইবে, অথচ তাহাতে ধর্ম্মমিশ্রিত পাপ কেন হইবে না; এই বিষয়টী আপনি আমার নিকট যথাযথভাবে বলুন' ॥৫॥

বেদব্যাস বলিলেন—'লোকবিরুদ্ধ এবং বেদবিরুদ্ধ বলিয়া যে আচারকে পাপ বলিয়া ধারণা হয়, তাহাতে যাহার যাহার যে যে মত হইয়াছে, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি' ॥৬॥

দ্রুপদ উবাচ।

অধর্ম্মোঽয়ং মম মতো বিরুদ্ধো লোকবেদয়োঃ।
ন হ্যেকা বিদ্যতে পত্নী বহূনাং দ্বিজসত্তম! ॥৭॥
ন চাপ্যাচরিতঃ পূর্ব্বৈরয়ং ধর্ম্মো মহাত্মভিঃ।
ন চাপ্যধর্ম্মো বিদ্বদ্ভিশ্চরিতব্যঃ কথঞ্চন ॥৮॥
ততোঽহং ন করোম্যেনং ব্যবসায়ং ক্রিয়াং প্রতি।
ধর্ম্মঃ সদৈব সন্দিগ্ধঃ প্রতিভাতি হি মে ত্বয়ম্ ॥৯॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ।

যবীয়সঃ কথং ভার্য্যাং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা দ্বিজর্ষভ!।
ব্রহ্মন্! সমভিবর্ত্তেত সদ্বৃত্তঃ সংস্তপোধন! ॥১০॥
ন তু ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মত্বাদ্গতিং বিদ্মঃ কথঞ্চন।
অধর্ম্মো ধর্ম্ম ইতি বা ব্যবসায়ো ন শক্যতে ॥১১॥
কর্ত্তুমস্মদ্বিধৈর্ব্রহ্মন্! ততোঽয়ং ন ব্যবস্যতে।
পঞ্চানাং মহিষী কৃষ্ণা ভবত্বিতি কথঞ্চন ॥১২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অধর্ম্ম ইতি। একা স্ত্রী, বহূনাং পুরুষাণাম্, পত্নী, বিদ্যতে ভবিতুমর্হতি ॥৭॥

নেতি। পূর্ব্বৈঃ প্রাচীনৈঃ। বিদ্বদ্ভিরধর্ম্মতয়া জানদ্ভির্জনৈঃ ॥৮॥

তত ইতি। ব্যবসায়ং চেষ্টাম্, ক্রিয়াং প্রতি বিবাহসম্পাদনবিষয়ে। ধর্ম্ম আচারঃ ॥৯॥

যবীয়স ইতি। যবীয়সঃ কনিষ্ঠস্য ভ্রাতুঃ। সমভিবর্ত্তেত অভিগচ্ছেৎ ॥১০॥

নেতি। অয়ং ব্যবসায়ো বিবাহসম্পাদনচেষ্টা, কর্ত্তুং ন শক্যতে। ইতি অত্র বিষয়ে, কথঞ্চনাপি, ন ব্যবস্যতে কিমপি কর্ত্তুমস্মাভির্ন চেষ্ট্যতে ॥১১—১২॥

দ্রুপদ কহিলেন—'এটা পাপ ; কেন না, ইহা লোকবিরুদ্ধ এবং বেদবিরুদ্ধ। সুতরাং একটী স্ত্রী বহু পুরুষের পত্নী হইতে পারে না, ইহাই আমার মত ॥৭॥

আর, প্রাচীন মহাত্মারাও এরূপ আচরণ করেন নাই ; সুতরাং জানিয়া শুনিয়া মানুষের কোন প্রকারেই পাপ করা উচিত নহে ॥৮॥

সেই জন্যই আমি বিবাহ সম্পাদন করিবার বিষয়ে কোন চেষ্টাই করিতেছি না। কারণ, এটা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম—এরূপ সন্দেহ আমার সর্ব্বদাই হইতেছে' ॥৯॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন—'তপোধন! সদাচারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাতে উপগত হইবেন ॥১০॥

অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া ধর্ম্মের গতি আমরা কোন প্রকারেই বুঝিতেছি না ; তাই এটা কি ধর্ম্ম না অধর্ম্ম—এইরূপ সন্দেহ হইতে থাকিলে, আমাদের মত

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্ম্মে ধীয়তে মতিঃ।
বর্ত্ততে হি মনো মেঽত্র নৈষোঽধর্ম্মঃ কথঞ্চন ॥১৩॥
শ্রূয়তে হি পুরাণেঽপি জটিলা নাম গৌতমী।
ঋষীনধ্যাসিতবতী সপ্ত ধর্ম্মভৃতাং বরা ॥১৪॥
তথৈব মুনিজা বার্ক্ষী তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ।
সঙ্গতাভূদ্দশ ভ্রাতৄনেকনাম্নঃ প্রচেতসঃ ॥১৫॥
গুরোর্হি বচনং প্রাহুর্ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মজ্ঞসত্তম! ।
গুরূণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ ॥১৬॥
সা চাপ্যুক্তবতী বাচং ভৈক্ষ্যবদ্ভুজ্যতামিতি।
তস্মাদেতদহং মন্যে পরং ধর্ম্মং দ্বিজোত্তম! ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। মম বাঙ্মনসয়োর্মিথ্যাপাপয়োরপ্রবৃত্তেরত্র চ প্রবৃত্তের্ধর্ম্ম এবায়মিতি ভাবঃ ॥১৩॥ অত্রার্থে দৃষ্টান্তদ্বয়মাহ দ্বাভ্যাং শ্রূয়ত ইতি। অধ্যাসিতবতী পতিত্বেনাশ্রিতবতী ॥১৪॥ তথেতি। বার্ক্ষী তদাখ্যা। একানি একবিধানি নামানি যেষাং তান্ ॥১৫॥ সর্ব্বোপরিপ্রমাণমাহ গুরোরিতি। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্মপ্রযোজকমিত্যর্থঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

হতে। অতএব লোকবেদবিরোধকে ॥৬—৮॥ ক্রিয়াং প্রতি ব্যবসায়ং নিশ্চয়ম্ ॥৯—১২॥ ন মে ইতি। বক্তৃত্বং বাচ এব ধর্ম্মো ন পুরুষস্য নির্ব্বিশেষস্য, অত উক্তং ন মে বাগিতি। এবং মতিমনসোরপি জ্ঞেয়ং বাগাদীনাং বক্তৃত্বাদিধর্ম্মবত্তামসঙ্গেন পুংসা সম্বন্ধস্তু ন বাস্তবঃ

লোকেরা কোন চেষ্টাই করিতে পারে না; সুতরাং দ্রৌপদী পাঁচটী পুরুষের পত্নী হইবেন, এমন বিষয়ে আমরাও কোন প্রকার চেষ্টা করিতেছি না' ॥১১—১২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'আমার বাক্য কখনও মিথ্যা বলে না, মনও অধর্ম্মে যায় না; অথ চ এ বিষয়ে আমার মন গিয়াছে; সুতরাং এটা কোন প্রকারেই অধর্ম্ম হইতে পারে না ॥১৩॥

পুরাণেও শুনিতে পাই—জটিলা নামে গৌতমবংশীয়া কোন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠা রমণী সাত জন মুনিকে পতিরূপে আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥১৪॥

এবং বার্ক্ষী নামে কোন মুনিকন্যা তপস্যায় বিশুদ্ধচিত্ত প্রচেতা-নামধারী দশ ভাইর সহিত পত্নীরূপে মিলিত হইয়াছিলেন ॥১৫॥

তা'র পর, মহর্ষিরা গুরুবাক্যকে ধর্ম্মপ্রযোজক বলিয়া থাকেন; অথ চ মাতা, সকল গুরুর মধ্যে প্রধান গুরু ॥১৬॥

কুন্ত্যুবাচ।

এবমেতদ্‌যথা প্রাহ ধর্ম্মচারী যুধিষ্ঠিরঃ।
অনৃতান্মে ভয়ং তীব্রং মুচ্যেঽহমনৃতাৎ কথম্ ॥১৮॥

ব্যাস উবাচ।

অনৃতান্মোক্ষ্যসে ভদ্রে! ধর্ম্মশ্চৈষ সনাতনঃ।
ন তু বক্ষ্যামি সর্ব্বেষাং পাঞ্চাল! শৃণু মে স্বয়ম্ ॥১৯॥
যথায়ং বিহিতো ধর্ম্মো যতশ্চায়ং সনাতনঃ।
যথা চ প্রাহ কৌন্তেয়স্তথা ধর্ম্মো ন সংশয়ঃ ॥২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত উত্থায় ভগবান্ ব্যাসো দ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
করে গৃহীত্বা রাজানং রাজবেশ্ম সমাবিশৎ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। সা মাতা কুন্তী চ। ভৈক্ষ্যবৎ ভিক্ষালব্ধান্নবৎ, ভুজ্যতাং সর্ব্বৈরিতি শেষঃ ॥১৭॥

এবমিতি। এবং সত্যমেবেত্যর্থঃ। অনৃতান্মিথ্যাতঃ ॥১৮॥

অনৃতাদিতি। এষ চ সনাতনো ধর্ম্ম ইতি সর্ব্বেষাং পক্ষে ন বক্ষ্যামি; কিন্তু ঈদৃশাবস্থায়ামেব কস্যচিৎ পক্ষ ইত্যর্থঃ। এতেন প্রাগুক্তা বার্ক্ষীজটিলয়োরপি বহুপতিকতা ঈদৃশাবস্থায়ামেবাসীদিতি বোধ্যম্ ॥১৯॥

যথেতি। তথা তাদৃশ এব ধর্ম্মঃ। দেববরাদিপূর্ব্বজন্মঘটনানুবন্ধ ইত্যাশয়ঃ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

সম্ভবতি, অতএবোক্তম্ - "নিঃসঙ্গস্য সসঙ্গেন কূটস্থস্য বিকারিণা। আত্মনোঽনাত্মনা যোগো

সেই মাতৃদেবীও এই কথাই বলিয়াছেন যে, 'ভিক্ষালব্ধ অন্নের মত তোমরা সকলেই ভোগ কর'। সুতরাং এটাকে আমি প্রধান ধর্ম্ম বলিয়াই মনে করি' ॥১৭॥

কুন্তী বলিলেন—'ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির যাহা বলিল, তাহাই সত্য; সুতরাং মিথ্যা হইতে আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে, আমি কি করিয়া মিথ্যা হইতে মুক্তি পাইব' ॥১৮॥

বেদব্যাস বলিলেন—'ভদ্রে! তুমি মিথ্যা হইতে মুক্তি পাইবে। কেন না, ইহা সনাতন ধর্ম্ম; তবে তাহা সকলের পক্ষে নহে। দ্রুপদ রাজা! আপনি আমার নিজের মুখেই শুনুন ॥১৯॥

যখন ইহা ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত আছে, যখন ইহা সনাতন এবং যখন ইহাকে যুধিষ্ঠিরও ধর্ম্ম বলিয়াই বলিলেন, তখন ইহা ধর্ম্ম; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই' ॥২০॥

পাণ্ডবাশ্চাপি কুন্তী চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
বিবিশুর্যত্র তত্রৈব প্রতীক্ষন্তে স্ম তাবুভৌ ॥২২॥
ততো দ্বৈপায়নস্তস্মৈ নরেন্দ্রায় মহাত্মনে।
আচখ্যৌ তদ্‌যথা ধর্ম্মো বহূনামেকপত্নিতা ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বৈবাহিকে ব্যাসবাক্যে ঊননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—০—

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। রাজানং দ্রুপদম্. রাজবেশ্ম দ্রুপদস্যৈব নির্জ্জনং গৃহান্তরম্। পাণ্ডবাদীনাং সমক্ষ এব বক্ষ্যমাণপঞ্চেন্দ্রাদ্যুপাখ্যানাভিধানে প্রয়োজনাভাবস্তেষাং মহানহঙ্কারশ্চ স্যাদিতি তৎপরিহারায় ব্যাসস্য নির্জ্জনগৃহপ্রবেশঃ ॥২১॥

পাণ্ডবা ইতি। পার্ষতঃ পৃষতাখ্যরাজপৌত্রঃ। বিবিশুরুপবিষ্টা বভূবুঃ ॥২২॥

তত ইতি। নরেন্দ্রায় দ্রুপদায়। একা পত্নী যেষাং তেষাং ভাব একপত্নিতা ॥২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বৈবাহিকে ঊননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—•—

ভারতভাবদীপঃ

বান্ধবো নোপপদ্যতে" ইতি। অত্র পঞ্চানামেকপত্নীত্বে ॥১৩—২০॥ রাজানং দ্রুপদম্ ॥২১॥ উভৌ ব্যাসদ্রুপদৌ ॥২২॥ অত্র যত্তদ্দেবা দদুরিত্যাদিনা ত্রিপথগাং নদীমিত্যন্তো নারায়ণ্যুপাখ্যানগ্রন্থোঽধ্যায়দ্বয়াত্মকঃ কচিৎ পুস্তকে পঠ্যতে ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৯॥

—•—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, ভগবান্ বেদব্যাস গাত্রোত্থান করিয়া, দ্রুপদ রাজার হস্ত ধারণপূর্ব্বক অন্য নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥২১॥

আর, পাণ্ডবগণ কুন্তী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ইঁহারা যেখানে বসিয়াছিলেন, সেইখানে থাকিয়াই তাঁহাদের দুই জনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥২২॥

তাহার পর, বেদব্যাস মহাত্মা দ্রুপদের নিকট বহু পুরুষের এক পত্নী হওয়াও যে ধর্ম্ম, তাহা বলিতে লাগিলেন ॥২৩॥

—০—

* '…চতুর্নবত্যধিকঃ…', '…ষণ্ণবত্যধিকঃ…', '…অষ্টনবত্যধিকঃ…', '…একাদশাধিক-দ্বিশততমঃ…' ইতি পাঠভেদাঃ, ইতঃ পরমধ্যায়দ্বয়মধিকং দাক্ষিণাত্যপুস্তকে দৃশ্যতে।

নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—o—

ব্যাস উবাচ।

পুরা বৈ নৈমিষারণ্যে দেবাঃ সত্রমুপাসতে।
তত্র বৈবস্বতো রাজন্! শামিত্রমকরোত্তদা ॥১॥
ততো যমো দীক্ষিতস্তত্র রাজন্! নামারয়ৎ কঞ্চিদপি প্রজানাম্।
ততঃ প্রজাস্তা বহুলা বভূবুঃ কালাতিপাতান্মরণপ্রহীণাঃ ॥২॥
সোমশ্চ শক্রো বরুণঃ কুবেরঃ সাধ্যা রুদ্রা বসবোঽথাশ্বিনৌ চ।
প্রজাপতির্ভুবনস্য প্রণেতা সমাজগ্মুস্তত্র দেবাস্তথান্যে ॥৩॥
ততোঽব্রুবল্লোঁকগুরুং সমেতা ভয়াত্তীব্রান্মানুষাণাং বিবৃদ্ধ্যা।
তস্মাদ্ভয়াদুদ্বিজন্তঃ সুখেপ্সবঃ প্রযাম সর্ব্বে শরণং ভবন্তম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

পুরেতি। সত্রং যজ্ঞম্, উপাসতে অন্বতিষ্ঠন্। বৈবস্বতো যমঃ। শামিত্রং যজ্ঞম্ অকরোৎ ঋত্বিগ্ভাবেন নিষ্পাদিতবান্ ॥১॥

তত ইতি। দীক্ষিত আর্ত্বিজ্যে প্রবৃত্তঃ। কালাতিপাতান্মরণে কালাতিক্রমাৎ ॥২॥

সোম ইতি। প্রণেতা স্রষ্টা। অন্যে দেবা আদিত্যাদয়ঃ ॥৩॥

তত ইতি। অব্রুবন্ দেবা ইতি শেষঃ। লোকগুরুং ব্রহ্মাণম্। উদ্বিজন্তঃ অস্থিরাঃ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

পুরেতি। শমিতা যজ্ঞে পশুবধকর্ত্তা, তস্য কর্ম্ম শামিত্রম্ ॥১॥ যমো দীক্ষিতঃ, সত্রে হি যে যজমানাঃ তে এব ঋত্বিজঃ সর্ব্বেষাং তেষাং দীক্ষা অস্তি যজমানত্বাৎ, কালাতিপাতাৎ

বেদব্যাস বলিলেন—'মহারাজ! পূর্ব্বকালে নৈমিষারণ্যে দেবতারা এক যজ্ঞ করেন; তাহাতে যম পুরোহিত হইয়া সে যজ্ঞ নিষ্পাদন করিতে থাকেন ॥১॥

সুতরাং যম সেই যজ্ঞসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্যের মধ্যে কোন মনুষ্যকেই মারিতেন না; তাহাতেই মনুষ্যেরা মৃত্যুশূন্য হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥২॥

তখন ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, কুবের, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা সেখানে আসিলেন ॥৩॥

তাহার পর, সুখার্থী সমবেত দেবগণ মনুষ্যবৃদ্ধিবশতঃ অত্যন্ত ভীত ও অস্থির চিত্ত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন—'আমরা সকলেই আপনার শরণাপন্ন হইলাম' ॥৪॥

---

(১)...সামিত্রমিতি দন্ত্যাদিঃ পাঠোঽপি।

পিতামহ উবাচ।

কিং বো ভয়ং মানুষেভ্যো যূয়ং সর্বে যদাঽমরাঃ।
মা বো মর্ত্ত্যসকাশাদ্বৈ ভয়ং ভবিতুমর্হতি ॥৫॥

দেবা ঊচুঃ।

মর্ত্ত্যা অমর্ত্ত্যাঃ সম্ভূতা ন বশেষোঽস্তি কশ্চন।
অবিশেষাদুদ্বিজন্তো বিশেষার্থমিহাগতাঃ ॥৬॥

ভগবানুবাচ।

বৈবস্বতো ব্যাপৃতঃ সত্রহেতোস্তেন ত্বিমে ন ম্রিয়ন্তে মনুষ্যাঃ।
তস্মিন্নেকাগ্রে কৃতসর্ব্বকার্য্যে তত এষাং ভবিতৈবান্তকালঃ ॥৭॥
বৈবস্বতস্যৈব তনুর্বিভক্তা বীর্য্যেণ যুষ্মাকমুত প্রবৃদ্ধা।
সৈষামন্তো ভবিতা হ্যন্তকালে ন তত্র বীর্য্যং ভবিতা নরেষু ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। বো যুষ্মাকম্। অমরা মরণহীনাঃ ॥৫॥

মর্ত্ত্যা ইতি। মর্ত্ত্যা মরণধর্ম্মাণোঽপি, অমর্ত্ত্যা অমরণশীলাঃ। বিশেষো দেবমানুষয়ো-র্ভেদঃ। বিশেষার্থং ভবতা বিশেষঘটনার্থম্ ॥৬॥

বৈবস্বত ইতি। বৈবস্বতো যমঃ, সত্রহেতোর্যজ্ঞসমাপ্তিনিমিত্তম্, ব্যাপৃতো নিরতঃ। তস্মিন্ বৈবস্বতে, কৃতসর্ব্বকার্য্যে সমাপিতযজ্ঞে, অতএবৈকাগ্রে মনুষ্যমারণায় কৃতমনোযোগে সতি ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মরণকালাতিক্রমাৎ ॥২॥ যত্র প্রজাপতিস্তত্র সোমাদয়ঃ সমাজগ্মুঃ ॥৩—৬॥ তস্মিন্ কৃতসর্ব্ব-কার্য্যে সমাপিতযজ্ঞে সতি এষাং লোকানামন্তকালো ভবিতা ॥৭॥ অতঃ বৈবস্বতস্যৈব তনুঃ

ব্রহ্মা বলিলেন—'তোমাদের মনুষ্য হইতে ভয় কি? তোমরা সকলেই যখন অমর; অতএব তোমাদের মনুষ্য হইতে ভয় হইতে পারে না' ॥৫॥

দেবতারা বলিলেন—'মনুষ্যেরাও এখন অমর হইয়াছে; সুতরাং মনুষ্যের সহিত দেবতার এখন কোনই ভেদ নাই। সেই ভেদ না থাকাতেই আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া কোন ভেদ করিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি' ॥৬॥

ব্রহ্মা বলিলেন—'যম যজ্ঞসম্পাদনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তাহাতেই মনুষ্যেরা মরিতেছে না; কিন্তু সেই যম যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া আবার মনোনিবেশ করিলেই মনুষ্যের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে ॥৭॥

যমের শরীরই তোমাদের প্রভাবে আবার সবল হইয়া যেন বিভিন্ন প্রকার

(৬) মর্ত্ত্যা অমর্ত্ত্যাঃ সংবৃত্তাঃ...।

ব্যাস উবাচ।

ততস্তু তে পূর্বজদেববাক্যং শ্রুত্বা জগ্মুর্যত্র দেবা যজন্তে।
সমাসীনাস্তে সমেতা মহাবলা ভাগীরথ্যাং দদৃশুঃ পুণ্ডরীকম্ ॥৯॥
দৃষ্ট্বা চ তদ্বিস্মিতাস্তে বভূবুস্তেষামিন্দ্রস্তত্র শূরো জগাম।
সোঽপশ্যদ্‌যোষামথ পাবকপ্রভাং যত্র দেবী গঙ্গা সততং প্রভূতা ॥১০॥
সা তত্র যোষা রুদতী জলার্থিনী গঙ্গাং দেবীং ব্যবগাহ্য ব্যতিষ্ঠৎ।
তস্যাশ্রুবিন্দুঃ পতিতো জলে যস্তৎ পদ্মমাসীদথ তত্র কাঞ্চনম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

বৈবস্বতস্যেতি। বৈবস্বতস্য, যমস্য, তনুর্বজ্ঞায়াসেন মূর্ত্তিভূতং শরীরমেব, যুষ্মাকং বীর্য্যেণ প্রভাবেণ, প্রবৃদ্ধা পুনঃ সবলা, অতএব বিভক্তা অস্মাৎ পৃথক্কৃতেব ভবিতা। সা তনুরেব, অন্তকালে এষাং মনুষ্যাণাম্, অন্তো বিনাশিকা ভবিতা। তত্র তদানীম্, নরেষু, বীর্য্যং জীবনায় শক্তির্ন ভবিতা ॥৮॥

তত ইতি। পূর্বজদেবো ব্রহ্মা তস্য বাক্যম্। পুণ্ডরীকং প্রবমানং স্বর্ণপদ্মম্ ॥৯॥

দৃষ্ট্বেতি। যোষাং কাঞ্চিৎ স্ত্রিয়ম্। পাবকপ্রভাম্ অগ্নিবদুজ্জ্বলকান্তিম্। প্রভূতা প্রচুরজলা ॥১০॥

সেতি। তস্যাশ্রুবিন্দুরিতি বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ। কাঞ্চনং কাঞ্চনময়ম্ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রবৃদ্ধা যোগবলেন বিপুলা, বিভক্তা দ্বৈধীভাবং গতা সতী সা এষামন্তো বিনাশো ভবিতা। বীর্য্যং দেবতাসাম্যম্ ॥৮—১০॥ তস্যাঃ অশ্রুবিন্দুঃ, সন্ধিরার্ষঃ ॥১১॥ কাময়ে

হইবে; সেই শরীরই মানুষের মৃত্যুর কারণ হইবে, সেই অন্তিমকালে মানুষেরও আর বাঁচিবার শক্তি থাকিবে না' ॥৮॥

বেদব্যাস বলিলেন—'তখন দেবতারা ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া যজ্ঞস্থানে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন, পথে তাঁহারা সমবেত হইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন—একটী স্বর্ণপদ্ম গঙ্গাজলে ভাসিয়া যাইতেছে ॥৯॥

তাহা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন; তখন তাঁহাদের মধ্যে বলবান্ ইন্দ্র সেই পদ্মটীর দিকে গেলেন, যাইয়া যেখানে গঙ্গার জল গভীর, সেইখানে অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলাকৃতি একটী রমণীকে দেখিতে পাইলেন ॥১০॥

সেই রমণী জলার্থিনী হইয়া গঙ্গায় নামিয়া রোদন করিতেছিল; তাহার যে সকল অশ্রুবিন্দু জলে পড়িতেছিল, সেইগুলিই সেখানে স্বর্ণপদ্ম হইতেছিল ॥১১॥

(১০)…সততং প্রস্তুতা।

তদদ্ভুতং প্রেক্ষ্য বজ্রী তদানীমপৃচ্ছত্তাং যোষিতমন্তিকাদ্বৈ।
কা ত্বং ভদ্রে! রোদিষি কস্য হেতোর্বাক্যং তথ্যং কাময়েঽহং ব্রবীহি ॥১২॥

স্ত্র্যুবাচ।

ত্বং বেৎস্যসে মামিহ যাস্মি শক্র! যদর্থঞ্চাহং রোদিমি মন্দভাগ্যা।
আগচ্ছ রাজন্! পুরতো গমিষ্যে দ্রষ্টাসি তদ্রোদিমি যৎকৃতেঽহম্ ॥১৩॥

ব্যাস উবাচ।

তাং গচ্ছন্তীমন্বগচ্ছত্তদানীং সোঽপশ্যদারাত্তরুণং দর্শনীয়ম্।
সিদ্ধাসনস্থং যুবতীসহায়ং ক্রীড়ন্তমক্ষৈর্গিরিরাজমূর্দ্ধি ॥১৪॥
তমব্রবীদ্দেবরাজো মমেদং ত্বং বিদ্ধি বিশ্বং ভুবনং বশে স্থিতম্।
ঈশোঽহমস্মীতি সমন্যুরব্রবীদ্দৃষ্ট্বা তমক্ষৈঃ সুভৃশং প্রমত্তম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। বজ্রী ইন্দ্রঃ। তথ্যং সত্যম্, কাময়ে শ্রোতুমিচ্ছামি। ব্রবীহীত্যার্ষ ইট্ ॥১২॥

ত্বমিতি। বেৎস্যসে জ্ঞাস্যসি। পুরতঃ অগ্রতঃ। যৎকৃতে যন্নিমিত্তে ॥১৩॥

তামিতি। স ইন্দ্রঃ। আরাৎ সমীপে। দর্শনীয়ং সুন্দরমূর্ত্তিম্। সিদ্ধাসনস্থং সিদ্ধিযোগ্যব্যাঘ্রচর্ম্মোপবিষ্টম্। যুবতীসহায়ং অন্যয়া যুবত্যা সহেত্যর্থঃ ॥১৪॥

তমিতি। ইদং বিশ্বং সর্ব্বং ভুবনমেব মম বশে স্থিতমিতি ত্বং বিদ্ধি। প্রমত্তং প্রমাদাৎ স্বাগমনেঽপি গাত্রোত্থানাদ্যকুর্ব্বাণং তং দৃষ্ট্বা, সমন্যুঃ সক্রোধঃ সন্ ইত্যব্রবীৎ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রোতুম ॥১২—১৩॥ যুবতীসহায়ং রুদ্রম ॥১৪॥ অক্ষৈর্দেবৃভিঃ। প্রমত্তমসাবধানম্ ॥১৫॥

সেই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া ইন্দ্র তখনই তাহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভদ্রে! তুমি কে? কি জন্যই বা রোদন করিতেছ? সত্য বল, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি' ॥১২॥

রমণীটী বলিল—'ইন্দ্র! আমি যে এবং যে জন্য রোদন করিতেছি, তাহা আপনি জানিতে পারিবেন; আসুন, সম্মুখের দিকে চলুন, দেখিবেন—আমি যে জন্য রোদন করিতেছি' ॥১৩॥

বেদব্যাস বলিলেন—'তখন রমণীটী গমন করিতে লাগিল, ইন্দ্রও তাহার পিছনে পিছনে গমন করিতে লাগিলেন, কিছু দূর যাইয়া তিনি দেখিলেন—নিকটে হিমালয়ের উপরে সুন্দর একটী যুবক ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপরে উপবেশন করিয়া অন্য একটী যুবতির সহিত পাশক্রীড়া করিতেছে ॥১৪॥

কিন্তু সে যুবক পাশাখেলায় এমনই মত্ত হইয়াছিল যে, ইন্দ্রকে দেখিয়াও

(১৪) …সিংহাসনস্থম্…।

ক্রুদ্ধঞ্চ শক্রং প্রসমীক্ষ্য দেবো জহাস শক্রঞ্চ শনৈরুদৈক্ষত।
সংস্তম্ভিতোঽভূদথ দেবরাজস্তেনেক্ষিতঃ স্থাণুরিবাবতস্থে॥১৬॥
যদা তু পর্য্যাপ্তমিহাস্য ক্রীড়য়া তদা দেবীং রুদতীং তামুবাচ।
আনীয়তামেষ যতোঽহমারান্নৈনং দর্পঃ পুনরপ্যাবিশেত॥১৭॥
ততঃ শক্রঃ স্পৃষ্টমাত্রস্তয়া তু স্রস্তৈরঙ্গৈঃ পতিতোঽভূদ্ধরণ্যাম্।
তমব্রবীদ্ভগবানুগ্রতেজা মৈবং পুনঃ শক্র! কৃথাঃ কথঞ্চিৎ॥১৮॥
বিবর্ত্তয়ৈনঞ্চ মহাদ্রিরাজং বলঞ্চ বীর্য্যঞ্চ তবাপ্রমেয়ম্।
ছিদ্রস্য চৈবাবিশ মধ্যমস্য যত্রাসতে ত্বদ্বিধাঃ সূর্য্যভাসঃ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

ক্রুদ্ধমিতি। দেবঃ স তরুণমূর্ত্তির্মহাদেবঃ। সংস্তম্ভিতো নিশ্চলদেহঃ॥১৬॥

যদেতি। পর্য্যাপ্তং সমাপ্তিং গতম্, অস্য মহাদেবস্য। উবাচ স মহাদেবঃ। এষ শক্রঃ, আবাস্মম সমীপে আনীয়তাম্। যতো যত্র অহমস্মি। আবিশেত আশ্রয়েৎ॥১৭॥

তত ইতি। তয়া রুদত্যা স্ত্রিয়া। স্রস্তৈস্তেজোনাশাৎ শিথিলৈঃ। এবমিত্থং দর্পম্॥১৮॥

বিবর্ত্তয়েতি। মহাদ্রিরাজং তত্তুল্যং প্রস্তরম্, বিবর্ত্তয় অপসারয়। আসতে অবতিষ্ঠন্তে। সূর্য্যভাসঃ সূর্য্যতুল্যোজ্জ্বলকান্তয়ঃ, ত্বদ্বিধা অপরে পুরুষাঃ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

সংস্তম্ভিতো বজ্রং মোক্তুমুদ্যতঃ সন্, অতএব স্থাণুরিব॥১৬॥ ক্রীড়য়া পর্য্যাপ্তং ক্রীড়া সমাপ্তা

গাত্রোত্থান বা অভ্যর্থনা করিল না; ইহা দেখিয়া দেবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'ওহে! এই সমস্ত জগৎটা আমারই অধীনে রহিয়াছে, আমিই ইহার অধীশ্বর'॥১৫॥

ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সেই যুবক হাস্য করিল এবং ইন্দ্রের প্রতি ধীরে ধীরে দৃষ্টিপাত করিল; অমনিই ইন্দ্র স্তব্ধশরীর হইয়া স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন॥১৬॥

তা'র পর, যখন তাহার পাশাখেলা সমাপ্ত হইল, তখন সেই যুবক রোদনকারিণী সেই যুবতিকে বলিল—'আমার নিকটে উহাকে লইয়া আইস; উহার যাহাতে আর দর্প উপস্থিত না হয়, তাহা করিয়া দিতেছি'॥১৭॥

তখন সেই রমণী যাইয়া ইন্দ্রকে স্পর্শ করিবামাত্র, তাঁহার সমস্ত অঙ্গ শিথিল হইয়া গেল, তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তখন যুবকরূপী উগ্রতেজা মহাদেব ইন্দ্রকে বলিলেন—'ইন্দ্র! তুমি আর এরূপ দর্প কখনও করিও না॥১৮॥

তোমার অতুলনীয় বল ও প্রভাব আছে; সুতরাং তুমি এই মহাপর্ব্বত-

---

(১৬)···শনৈরুদৈক্ষৎ···। (১৯) নিবর্ত্তয়ৈনঞ্চ···।

স তদ্বিবৃত্য বিবরং মহাগিরেস্তুল্যদ্যুতীংশ্চতুরোঽন্যান্ দদর্শ।
স তানভিপ্রেক্ষ্য বভূব দুঃখিতঃ কচ্চিন্নাহং ভবিতা বৈ যথেমে ॥২০॥
ততো দেবো গিরিশো বজ্রপাণিং বিবৃত্য নেত্রে কুপিতোঽভ্যুবাচ।
দরীমেতাং প্রবিশ ত্বং শতক্রতো! যন্মাং বাল্যাদবমংস্থাঃ পুরস্তাৎ ॥২১॥
উক্তস্ত্বেবং বিভুনা দেবরাজঃ প্রাবেপতার্ত্তো ভৃশমেবাভিষঙ্গাৎ।
স্রস্তৈরঙ্গৈরনিলেনেব নুন্নমশ্বত্থপত্রং গিরিরাজমূর্দ্ধ্নি ॥২২॥
স প্রাঞ্জলির্বৈ বৃষবাহনেন প্রবেপমানঃ সহসৈবমুক্তঃ।
উবাচ দেবং বহুরূপমুগ্রমদ্যাশেষস্য ভুবনস্য ত্বং ভবাদ্যঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স শক্রঃ, বিবৃত্য প্রস্তরাপসারণেনাবিষ্কৃত্য। অন্যান্ পুরুষান্ ॥২০॥

তত ইতি। গিরিশঃ শিবঃ, বজ্রপাণিমিন্দ্রম্। দরীং গুহাম্। বাল্যান্মৌর্খ্যাৎ ॥২১॥

উক্ত ইতি। বিভুনা শিবেন। অভিষঙ্গাৎ পরাভবাশঙ্কাবশাৎ। নুন্নং চালিতম্ ॥২২॥

স ইতি। স ইন্দ্রঃ। অশেষস্য ভুবনস্য মধ্যে অদ্য ত্বমেব আদ্যো মাং প্রতি প্রথমঃ প্রসাদকর্ত্তা ভব। ইতঃ পূর্ব্বং কোঽপি মাং প্রতি প্রসাদং নাকার্ষীদিতি ভাবঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৭—১৮॥ এনং বিলদ্বাররোধিনম্ অদ্রিরাজং নিবর্ত্তয় দূরীকুরু, যথা বলাদিকং তব অপ্রমেয়ং তথা নিবর্ত্তয় ॥১৯–২০॥ ততঃ শীঘ্রম্ অপ্রবেশাদ্ধেতোঃ ॥২১॥ এবং দরীং প্রবিশ ইত্যুক্ত উবাচ হে ভব! অদ্য ত্বমশেষস্য ভুবনস্য আদ্যঃ পতিরসি। অদ্যেত্যনেন

প্রমাণ পাথরখানাকে সরাইয়া ফেল এবং এই গর্ত্তের ভিতরে প্রবেশ কর, যেখানে সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী তোমারই মত আরও কয়টী পুরুষ রহিয়াছে' ॥১৯॥

তখন ইন্দ্র হিমালয়ের সেই গর্ত্ত আবিষ্কার করিয়া নিজের তুল্য তেজস্বী আরও চারিটী পুরুষ দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া দুঃখিত হইলেন এবং ভাবিলেন—'আমিও ইঁহাদেরই মত হইব না ত ?' ॥২০॥

তাহার পর, মহাদেব কুপিত হইয়া নয়নযুগল বিস্ফারিত হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন—'ইন্দ্র! তুমি এই গুহার ভিতরে প্রবেশ কর, যেহেতু মূর্খতাবশতঃ তুমি আমাকে পূর্ব্বে অবজ্ঞা করিয়াছ' ॥২১॥

মহাদেব এইরূপ বলিলে, ইন্দ্র যাতনার আশঙ্কায় পীড়িত হইয়া বায়ুচালিত অশ্বত্থপত্রের ন্যায় সেই হিমালয়ের উপরে শিথিল অঙ্গে কম্পিত হইতে লাগিলেন ॥২২॥

এবং মহাদেব সহসা ঐরূপ বলিলে, দেবরাজ কাঁপিতে থাকিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বহুমূর্ত্তি মহাদেবকে বলিলেন—'সমস্ত জগতের মধ্যে আজ আপনিই আমার প্রতি প্রথম অনুগ্রহ করুন' ॥২৩॥

তমব্রবীদুগ্রবর্চ্চাঃ প্রহস্য নৈবংশীলাঃ শেষমিহাপ্নুবন্তি।
এতেঽপ্যেবং ভবিতারঃ পুরস্তাত্তস্মাদেতাং দরীমাবিশ্য শেষ ॥২৪॥
তত্র হ্যেবং ভবিতারো ন সংশয়ো যোনিং সর্ব্বে মানুষীমাবিশধ্বম্।
তত্র যূয়ং কর্ম্ম কৃত্বাঽবিষহ্যং বহূনন্যান্ নিধনং প্রাপয়িত্বা ॥২৫॥
আগন্তারঃ পুনরেবেন্দ্রলোকং স্বকর্ম্মণা পূর্ব্বজিতং মহার্হম্।
সর্ব্বং ময়া ভাষিতমেতদেবং কর্ত্তব্যমন্যদ্বিবিধার্থযুক্তম্ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)

পূর্ব্বেন্দ্রা ঊচুঃ।

গমিষ্যামো মানুষং দেবলোকাদ্দুরাধরো বিহিতো যত্র মোক্ষঃ।
দেবাস্ত্বস্মানাদধীরন্ জনন্যাং ধর্ম্মো বায়ুর্মঘবানশ্বিনৌ চ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। উগ্রবর্চ্চা ভয়ঙ্করতেজাঃ শিবঃ। এবংশীলাঃ সাহঙ্কারস্বভাবাঃ, শেষং প্রসাদং নাপ্নুবন্তি। "শেষঃ সঙ্কর্ষণে বধে। অনন্তে না প্রসাদে চ" ইতি মেদিনী। পুরস্তাৎ পূর্বম্ এবং ভবিতার ইত্থং সাহঙ্কারা ভূতাঃ, এতে চত্বারোঽপি অস্যাং দর্য্যাং তিষ্ঠন্তীতি শেষঃ। ত্বমপি শেষ ত্বমপিহি তিষ্ঠেত্যর্থঃ ॥২৪॥

তত্রেতি। তত্র মর্ত্ত্যে, এবং মনুষ্যাঃ, যূয়ং ভবিতারঃ। অবিষহ্যং শত্রূণামসহ্যম্। স্বকর্ম্মণা পূর্ব্বকৃতসৎক্রিয়য়া। বিবিধার্থযুক্তং নানাবিধপ্রয়োজনবৎ, অন্যৎ কর্ম্ম চ তত্র যুষ্মাভিঃ কর্ত্তব্যম্ ॥২৫—২৬॥

গমিষ্যাম ইতি। মানুষং লোকম্। দুরাধরো দুর্লভঃ। আদধীরন্ জনয়েয়ুঃ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

যাং জিত্বৈব ন তৃপ্যথেতি সূচিতম্ ॥২২—২৩॥ শেষং প্রসাদম্. "শেষঃ সঙ্কর্ষণে বধে। অনন্তে

তখন উগ্রতেজা মহাদেব হাস্য করিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন—'অহঙ্কারীরা অনুগ্রহ লাভ করে না। ইহারাও পূর্ব্বে অহঙ্কার করিয়াছিল বলিয়া এই গুহাতে রহিয়াছে; সুতরাং তুমিও এই গুহায় প্রবেশ করিয়া অবস্থান কর ॥২৪॥

তোমরা মর্ত্ত্যলোকে যাইয়া মনুষ্য হইয়া থাকিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; সুতরাং তোমরা সকলেই মনুষ্যযোনিতে যাইয়া প্রবিষ্ট হও, সেখানে তোমরা শত্রুর অসহ্য কার্য্য করিয়া এবং বহু শত্রুকে সংহার করিয়া, আপন আপন কর্ম্ম অনুসারে পুনরায় ইন্দ্রলোকে আসিবে, আমি বলিলাম বলিয়া এ সমস্তই হইবে এবং অন্যান্য নানাবিধ কার্য্যও তোমরা করিবে' ॥২৫—২৬॥

পূর্ব্ববর্ত্তী ইন্দ্রেরা বলিলেন—'আমরা দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে যাইব, যেখানে মুক্তি দুর্লভ। তবে, ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়—এই পাঁচ জন দেবতা আমাদিগকে জননীর গর্ভে উৎপাদন করিবেন' ॥২৭॥

ব্যাস উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বজ্রপাণির্বচস্তু দেবশ্রেষ্ঠং পুনরেবেদমাহ।
বীর্য্যেণাহং পুরুষং কার্য্যহেতোর্দদ্যামেষাং পঞ্চমং মৎপ্রসূতম্ ॥২৮॥
বিশ্বভুগ্ ভূতধামা চ শিবিরিন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
শান্তিশ্চতুর্থস্তেষাং বৈ তেজস্বী পঞ্চমঃ স্মৃতঃ ॥২৯॥
তেষাং কামং ভগবানুগ্রধন্বা প্রাদাদিষ্টং সন্নিসর্গাদ্যথোক্তম্।
তাঞ্চাপ্যেষাং যোষিতং লোককান্তাং শ্রিয়ং ভার্য্যাং ব্যদধান্মানুষেষু ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। বজ্রপাণির্নবীনেন্দ্রঃ। কার্য্যহেতোঃ অসুরবধরূপদেবকার্য্যসম্পাদনার্থম্, বীর্য্যেণ শুক্রেণ, মৎপ্রসূতম্ এষাং পঞ্চমং পুরুষং দদ্যাম্। ত্রিভুবনরাজকার্য্যসম্পাদনায় স্বয়ন্তু ন গচ্ছামীতি ভাবঃ ॥২৮॥

অথ গুহাগতানাং চতুর্ণাং পূর্বেন্দ্রাণাং নবীনেন্দ্রস্য চ নামান্যাহ বিশ্বভুগিতি। বিশ্বভুক্, ভূতধামা, শিবিঃ, শান্তিশ্চেতি ক্রমিকা ভূতপূর্ব্বা ইন্দ্রাঃ ; তেজস্বী চ বর্ত্তমান ইন্দ্রঃ ॥২৯॥

তেষামিতি। কামং ধর্ম্মাদ্যুৎপাদিতত্বরূপমভিলাষম্। উগ্রধন্বা পিনাকী শিবঃ। ইষ্টম্ আত্মনাপি বাঞ্ছিতম্, সন্নিসর্গাৎ আত্মনঃ সৎস্বভাবাৎ। তাং প্রসিদ্ধাম্, যোষিতং তৈরিন্দ্রৈঃ ক্রমিকভোগাদ্যোষিদ্ভূতাম্, লোককান্তাং স্বর্গবাসিভিঃ স্পৃহিতাম্, শ্রিয়ং স্বর্গলক্ষ্মীম্, মানুষেষু লোকেষু, এষাং পঞ্চানামপীন্দ্রাণাম্, ভার্য্যাং ব্যদধাৎ ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

না প্রসাদে চ" ইতি মেদিনী ॥২৪—২৬॥ দুরাধরো দুষ্প্রাপঃ ॥২৭॥ বীর্য্যেণ শুক্রদ্বারা পুরুষমংশভূতং দদ্যাম্। স্বয়ং তু আদিকারকত্বাদিহৈব তিষ্ঠেয়মিতি ভাবঃ ॥২৮॥ তেজস্বী ইন্দ্রাংশঃ ॥২৯॥ সন্নিসর্গাৎ সুস্বভাবাৎ। শ্রিয়মিতি দ্রৌপদী স্বর্গশ্রীঃ তাম্ ॥৩০॥ তৈঃ

বেদব্যাস বলিলেন—'নূতন ইন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তী ইন্দ্রগণের ঐ কথা শুনিয়া পুনরায় মহাদেবকে এই কথা কহিলেন—'আমি দেবগণের কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য আপন বীর্য্যদ্বারা উৎপাদিত মৎপুত্রকেই ইঁহাদের পঞ্চম ইন্দ্র করিয়া পাঠাইতে ইচ্ছা করি' ॥২৮॥

সেই পাঁচ জন ইন্দ্রের মধ্যে প্রথমের নাম—বিশ্বভুক্, দ্বিতীয়ের নাম—ভূতধামা, তৃতীয়ের নাম—শিবি, চতুর্থের নাম—শান্তি এবং পঞ্চমের নাম—তেজস্বী ছিল ॥২৯॥

ভগবান্ মহাদেব নিজের সৎস্বভাববশতঃ তাঁহাদের সেই অভিলাষ পূর্ণ করিবার অঙ্গীকার করিলেন এবং ইঁহাদেরই ভোগ্য স্বর্গবাসীর লোভনীয় স্বর্গলক্ষ্মীকে মনুষ্যলোকে উঁহাদের ভার্য্যা হইবার জন্য আদেশ করিলেন ॥৩০॥

---

(২৯) বিশ্বভুগ্ভূতধামা চ... ।

তৈরেব সার্দ্ধন্তু ততঃ স দেবো জগাম নারায়ণমপ্রমেয়ম্।
অনন্তমব্যক্তমজং পুরাণং সনাতনং বিশ্বমনন্তরূপম্ ॥৩১॥
স চাপি তদ্ব্যবধাৎ সর্বমেব ততঃ সর্বে সংবভূবুর্ধরণ্যাম্।
স চাপি কেশৌ হরিরুদ্ববর্হ একং কৃষ্ণমপরঞ্চৈব শুক্লম্ ॥৩২॥
তৌ চাপি কেশৌ নিবিশেতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ দেবকীং রোহিণীঞ্চ।
তয়োরেকো বলদেবো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ।
কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ ॥৩৩॥
যে তে পূর্ব্বং শক্ররূপা নিবদ্ধাস্তস্যাং দর্য্যাং পর্ব্বতস্যোত্তরস্য।
ইহৈব তে পাণ্ডবা বীর্য্যবন্তঃ শক্রস্যাংশঃ পাণ্ডবঃ সব্যসাচী ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

তৈরিতি। তৈঃ পঞ্চভিরেবেন্দ্রৈঃ। স দেবঃ শিবঃ। জগাম রামকৃষ্ণয়োরাবির্ভাবার্থম্ ॥৩১॥

স ইতি। স নারায়ণোঽপি ব্যদধাৎ অনুমতবানিত্যর্থঃ। উদ্ববর্হ উৎপাটয়ামাস ॥৩২॥

তাবিতি। নিবিশেতাং প্রবিষ্টবন্তৌ। কেশজাতত্বাদেব কেশব ইত্যাশয়ঃ। নারায়ণকেশয়োরপি নারায়ণাত্মকত্বাৎ রামকৃষ্ণয়োরনন্ত-বিষ্ণুতাবাদিনা শ্রীমদ্ভাগবতেন সহ ন বিরোধঃ। ষট্পাদমিদং পদ্যম্ ॥৩৩॥

য ইতি। তে চত্বারঃ। দর্য্যাং গুহায়াম্। শক্রস্য নবীনেন্দ্রস্য। সব্যসাচী অর্জ্জুনঃ ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

বিশ্বভুগাদিভিঃ, স দেবো মহাদেবঃ ॥৩১॥ ব্যদধাৎ বিহিতবান্ আজ্ঞপ্তবানিত্যর্থঃ। • উদ্ববর্হ উদ্ধৃতবান্ ॥৩২॥ অত্র কেশাবেব রেতোরূপৌ পাণ্ডবানামিব রামকৃষ্ণয়োরপি প্রকরণসঙ্গত্যর্থং সাক্ষাদ্দেবরেতস উৎপত্তেরবশ্যবক্তব্যত্বাৎ, অতএব দেবক্যাং রোহিণ্যাঞ্চ সাক্ষাৎ কেশপ্রবেশ উচ্যতে, ন তু বসুদেবে; তথা সতি তু "দেবানাং রেতো বর্ষং বর্ষস্য রেত ওষধয়ঃ" ইত্যাদিশ্রৌতপ্রনাড্যা অস্মদাদিবৎ তয়োরপি ব্যবধানেন দেবপ্রভবত্বং স্যাৎ; তথা চ—"এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্" ইতি ভগবতঃ সাক্ষাত্মৎস্যাদ্যবতারবীজত্ব-

তৎপরে, যাঁহার মহিমার ইয়ত্তা করা যায় না, যিনি অনন্ত, অস্পষ্ট, জন্মহীন, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সনাতন, বিশ্বব্যাপক এবং অনন্তমূর্ত্তি—সেই নারায়ণের নিকটে সেই পাঁচ জন ইন্দ্রের সহিত মহাদেব গমন করিলেন ॥৩১॥

নারায়ণও সেই সমস্ত বিষয়েরই অনুমোদন করিলেন; তখন পঞ্চ ইন্দ্র এবং স্বর্গলক্ষ্মী পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে নারায়ণ নিজের একটী শুক্ল কেশ এবং একটী কৃষ্ণবর্ণ কেশ উৎপাটন করিলেন ॥৩২॥

সেই কেশ দুইটী যাইয়া যদুকুলে দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিল। তাহার মধ্যে শুক্লবর্ণ কেশটী বলরাম হইল এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশটী কেশব অর্থাৎ কৃষ্ণ হইল ॥৩৩॥

এবমেতে পাণ্ডবাঃ সংবভূবুর্যে তে রাজন্! পূর্ব্বমিন্দ্রা বভূবুঃ।
লক্ষ্মীশ্চৈষাং পূর্ব্বমেবোপদিষ্টা ভার্য্যা যৈষা দ্রৌপদী দিব্যরূপা ॥৩৫॥
কথং হি স্ত্রী কর্ম্মণোঽন্তে মহীতলাৎ সমুত্তিষ্ঠেদন্যতো দৈবযোগাৎ।
যস্যা রূপং সোমসূর্য্যপ্রকাশং গন্ধশ্চাস্যাঃ ক্রোশমাত্রাৎ প্রবাতি ॥৩৬॥
ইদঞ্চান্যৎ প্রীতিপূর্ব্বং নরেন্দ্র! দদানি তে বরমত্যদ্ভুতঞ্চ।
দিব্যং চক্ষুঃ পশ্য কুন্তীসুতাংস্ত্বং পুণ্যৈর্দিব্যৈঃ পূর্ব্বদেহৈরুপেতান্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। লক্ষ্মীঃ স্বর্গশ্রীঃ, এষাং পাণ্ডবত্বপ্রাপ্তানামিন্দ্রাণাম্, ভার্য্যা ভবিতুমুপদিষ্টা ॥৩৫॥

অন্যথানুপপত্তিং দর্শয়তি কথমিতি। কর্ম্মণোঽন্তে যজ্ঞাবসানে। অন্যতোঽন্যত্র ॥৩৬॥

বাক্যমাত্রে দ্রুপদস্যাবিশ্বাসঃ স্যাদিতি প্রত্যক্ষত এব পঞ্চপাণ্ডবেষু পঞ্চেন্দ্রত্বং দর্শয়িতুমাহ—ইদমিতি। বরং বরভূতম্, অত্যদ্ভুতং দিব্যং চক্ষুর্দদানীতি সম্বন্ধঃ। পূর্ব্বদেহৈঃ পূর্ববর্ত্তিভিরেবেন্দ্রশরীরৈঃ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মুচ্যমানং বিরুধ্যেত; অপি চ কেশরেতসোর্দেহজত্বে সমানেঽপি রেতঃপ্রভবত্বে অর্ব্বাক্স্রোতস্ত্বেন মনুষ্যত্বং পুত্রত্বঞ্চ স্যাৎ। তথা—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি শ্রীমদ্ভাগবতোক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে। ন চ কেশোদ্ধরণাৎ কৃষ্ণস্যাপ্যংশত্বং প্রতীয়তে ইতি বাচ্যম্. কেশস্য দেহাবয়বত্বাভাবাৎ, তস্মাৎ নমুচিবধে কর্ত্তব্যে যথা অপাং ফেনে বজ্রস্য প্রবেশঃ, এবং দেবকীরোহিণ্যোর্জঠরপ্রবেশে কর্ত্তব্যে কেশদ্বয়েন দ্বারভূতেন ভগবতঃ কাৎস্ন্যেনৈবাবির্ভাবো দ্রষ্টব্য ইতি যুক্তম্ ॥৩৩—৩৬॥ দিব্যং দ্যোতমানং দিবি স্থিতং বা. সার্ব্বজ্ঞ্যপ্রদত্বাৎ ॥৩ ॥ তস্য রাজ্ঞঃ

হিমালয়ের সেই গুহার ভিতরে পূর্ব্বে যে সেই ইন্দ্ররূপী চারিটী পুরুষ আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা চারি জনই এই মর্ত্যলোকে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব; আর অর্জ্জুন সেই নূতন ইন্দ্রের অংশ ॥৩৪॥

মহারাজ! পূর্ব্বে যে সেই পাঁচ জন ইন্দ্র ছিলেন, তাঁহারাই এইভাবে পঞ্চ পাণ্ডব হইয়াছেন; আর মহাদেব পূর্ব্বে যে সেই স্বর্গলক্ষ্মীকে ইঁহাদের ভার্য্যা হইবার আদেশ দিয়াছিলেন, তিনিই এই মনোহরমূর্ত্তি দ্রৌপদী হইয়াছেন ॥৩৫॥

এইরূপ দৈবযোগ ব্যতীত যজ্ঞাবসানে কি করিয়া একটী স্ত্রী ভূতল হইতে উঠিতে পারে? যাহার রূপ চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং দেহের সৌরভ এক ক্রোশ দূরে বহিত হয় ॥৩৬॥

সে যাহা হউক, মহারাজ! আমি প্রণয়বশতঃ এই আর একটী অত্যদ্ভুত বরস্বরূপ দিব্য চক্ষু আপনাকে দিতেছি; আপনি দিব্য পুণ্যবশতঃ ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রদেহধারী পাণ্ডবগণকে নিজেই দর্শন করুন' ॥৩৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ব্যাসঃ পরমোদারকর্ম্মা শুচির্বিপ্রস্তপসা তস্য রাজ্ঞঃ।
চক্ষুর্দিব্যং প্রদদৌ তাংশ্চ সর্ব্বান্ রাজাঽপশ্যৎ পূর্ব্বদেহৈর্যথাবৎ ॥৩৮॥
ততো দিব্যান্ হেমকিরীটমালিনঃ শক্রপ্রখ্যান্ পাবকাদিত্যবর্ণান্।
বদ্ধাপীড়াংশ্চারুরূপাংশ্চ যূনো ব্যূঢোরস্কাংস্তালমাত্রান্ দদর্শ ॥৩৯॥
দিব্যৈর্বস্ত্রৈররজোভিঃ সুগন্ধৈর্ম্মাল্যৈশ্চাগ্র্যৈঃ শোভমানানতীব।
সাক্ষাত্র্যক্ষান্ বা বসূংশ্চাপি রুদ্রানাদিত্যান্ বা সর্ব্বগুণোপপন্নান্ ॥৪০॥
(যুগ্মকম্)

তান্ পূর্ব্বেন্দ্রানভিবীক্ষ্যাভিরূপান্ শক্রাত্মজঞ্চেন্দ্ররূপং নিশম্য।
প্রীতো রাজা দ্রুপদো বিস্মিতশ্চ দিব্যাং মায়াং তামবেক্ষ্যাপ্রমেয়াম্ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তপসা তপোমহিম্না। যথাবৎ ইন্দ্ররূপানেবাপশ্যৎ গবাক্ষরন্ধ্রেণ ॥৩৮॥

ইন্দ্ররূপত্বমেব বর্ণয়ন্নাহ তত ইতি। দিব্যান স্বর্গীযান্, দেহচ্ছায়ানয়ননিমেষাদিশূন্যত্বা-দিত্যাশয়ঃ। শক্রপ্রখ্যান্ ইন্দ্রতুল্যান্। বদ্ধাপীড়ান্ ধৃতস্বর্গীয়পুষ্পশেখরান্। ব্যূঢোরস্কান্ বিশালবক্ষসঃ, তালমাত্রান্ উর্দ্ধোত্তোলিতহস্তপ্রমাণান্। এতৎপ্রমাণস্ত পূর্ব্বমেবোক্তম্। অরজোভির্ধূলীশূন্যৈঃ। অগ্র্যৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ। ত্র্যক্ষান্ ত্রিলোচনান্। বাশব্দদ্বয়মৌপম্যে, ঔপম্যঞ্চ সর্ব্বদেবগুণোপপন্নত্বে। "বা স্যাদ্বিকল্পোপমযোরেবার্থে চ সমুচ্চয়ে" ইতি বিশ্বঃ ॥৩৯—৪০॥

তানিতি। পূর্ব্বেন্দ্রান্ পূর্ব্বেন্দ্রচতুষ্টয়পরিণামভূতান্, অভিরূপান্ মনোজ্ঞান্, তান্ যুধিষ্ঠিরাদীন্, অভিবীক্ষ্য, শক্রাত্মজমর্জ্জুনঞ্চ, ইন্দ্ররূপং নূতনেন্দ্রমূর্ত্তিম্, নিশম্য দৃষ্ট্বা, দর্শনার্থে-

ভারতভাবদীপঃ

তস্মৈ রাজ্ঞে ॥৩৮॥ বদ্ধাপীড়ান্ পরিহিতালঙ্কারান্। তালমাত্রান্ তালবৃক্ষপ্রমাণান্ ॥৩৯—৫৩॥
ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, অদ্ভুতকর্ম্মা শুদ্ধচিত্ত বেদব্যাস তপস্যার প্রভাবে দ্রুপদ রাজাকে দিব্য চক্ষু দান করিলেন; তখন দ্রুপদ রাজা গবাক্ষরন্ধ্র দ্বারা সকল পাণ্ডবকেই ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রদেহধারী দেখিলেন ॥৩৮॥

তিনি দেখিলেন—পাণ্ডবগণের স্বর্গীয় মূর্ত্তি, দেহে ছায়া বা নয়নে নিমেষ নাই, সুবর্ণের মুকুট ও মালা, ইন্দ্রের ন্যায় আকৃতি, অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ, মস্তকে স্বর্গীয় পুষ্পের মালা, মনোহর মূর্ত্তি, যৌবন বয়স, বিশাল বক্ষ, সুদীর্ঘ দেহ, ধূলীশূন্য স্বর্গীয় বস্ত্র এবং সুগন্ধ উৎকৃষ্ট মাল্য রহিয়াছে; তাহাতে সাক্ষাৎ শিব, বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণের ন্যায় দেবযোগ্য সর্ব্বগুণসম্পন্ন দেখা যাইতেছে ॥৩৯—৪০॥

তাঞ্চৈবাগ্র্যাং স্ত্রিয়মতিরূপযুক্তাং দিব্যাং সাক্ষাৎ সোমবহ্নিপ্রকাশাম্।
যোগ্যাং তেষাং রূপতেজোযশোভিঃ পত্নীং মত্বা হৃষ্টবান্ পার্থিবেন্দ্রঃ ॥৪২॥
স তদ্দৃষ্ট্বা মহাদাশ্চর্য্যরূপং জগ্রাহ পাদৌ সত্যবত্যাঃ সুতস্য।
নৈতচ্চিত্রং পরমর্ষে! ত্বয়ীতি প্রসন্নচেতাঃ স উবাচ চৈনম্ ॥৪৩॥

ব্যাস উবাচ।

আসীত্তপোবনে কাচিদৃষেঃ কন্যা মহাত্মনঃ।
নাধ্যগচ্ছৎ পতিং সা তু কন্যা রূপবতী সতী ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

ঽপি, হৃষ্টত্বমার্ষম্, দিব্যামপ্রমেয়াং তাং তৎপঞ্চকসম্বন্ধিনীম্, মায়াং শক্তিঞ্চাবেক্ষ্য দ্রুপদো রাজা প্রীতো বিস্মিতশ্চাসীৎ ॥৪১॥

তামিতি। অগ্র্যাং শ্রেষ্ঠাম্। তাং দ্রৌপদীম্, রূপতেজোযশোভিস্তেষাং যোগ্যাং পত্নীম্, মত্বা, হৃষ্টবান্ আনন্দিতো বভূব, পার্থিবেন্দ্রো দ্রুপদঃ ॥৪২॥

স ইতি। স দ্রুপদঃ। ইত্যুবাচ চেতি শেষঃ। স ব্যাসশ্চ। এনং দ্রুপদম্ ॥৪৩॥

অথ পঞ্চেন্দ্রাবতারাণাং পঞ্চপাণ্ডবানামন্তিকে পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যানাখ্যানে তেষাং গরীয়ানহঙ্কারঃ স্যাদিতি তৎপরিহারায় ব্যাসেন পূর্ব্বং পাণ্ডবানামন্তিকে পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যানং নোক্তম্, কিন্তু পঞ্চানাং ভ্রাতৄণামেকস্যা দ্রৌপদ্যা বিবাহায় কেবলমৃষিকন্যোপাখ্যানমভিহিতম্। ইদানীন্তু পত্যপেক্ষায়া পত্ন্যা অবরবয়স্কত্বং দর্শয়িতব্যম্, তচ্চ পঞ্চেন্দ্রাণাং স্বর্গলক্ষ্ম্যাশ্চ যুগপজ্জন্মনি ন সম্ভবতীতি স্বর্গলক্ষ্ম্যা কিঞ্চিদ্বিলম্বিতব্যম্। এবঞ্চ স্বর্গলক্ষ্মীরেব মধ্যে ঋষিকন্যা ভূত্বা বিলম্বিতবতীতি সূচয়িতুং তদুপাখ্যানং পুনরপ্যাহ আসীদিতি। নাধ্যগচ্ছন্ন লেভে ॥৪৪॥

মনোহরমূর্ত্তি যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবকে পূর্ব্ব ইন্দ্রমূর্ত্তি দেখিয়া এবং অর্জ্জুনকে নূতন ইন্দ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, আর তাঁহাদের শক্তিকে অলৌকিক ও অনির্ব্বচনীয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দ্রুপদ রাজা আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন ॥৪১॥

আর, সাক্ষাৎ চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি, স্বর্গীয়মূর্ত্তি, অতিসুন্দরী দ্রৌপদীকে রূপ, তেজ ও যশে তাঁহাদেরই উপযুক্ত পত্নী স্বর্গলক্ষ্মী মনে করিয়া দ্রুপদ রাজা আনন্দে অধীর হইলেন ॥৪২॥

দ্রুপদ রাজা সেই গুরুতর আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া বেদব্যাসের চরণযুগল ধারণ করিলেন এবং বলিলেন—'মহর্ষি! আপনাতে ইহা আশ্চর্য্য নহে'। পরে, বেদব্যাস প্রসন্ন হইয়া দ্রুপদ রাজাকে বলিলেন ॥৪৩॥

বেদব্যাস কহিলেন—'কোন তপোবনে কোন মহর্ষির একটি কন্যা ছিল; সে কন্যাটী সুন্দরী হইয়াও উপযুক্ত পতি পাইতেছিল না ॥৪৪।

---

(৪২) দৃষ্টবান্ পার্থিবেন্দ্রঃ।

তোষয়ামাস তপসা সা কিলোগ্রেণ শঙ্করম্।
তামুবাচেশ্বরঃ প্রীতো বৃণু কামমিতি স্বয়ম্ ॥৪৫॥
সৈবমুক্তাব্রবীৎ কন্যা দেবং বরদমীশ্বরম্।
পতিং সর্বগুণোপেতমিচ্ছামীতি পুনঃ পুনঃ ॥৪৬॥
দদৌ তস্যৈ স দেবেশস্তং বরং প্রীতমানসঃ।
পঞ্চ তে পতয়ো ভদ্রে! ভবিষ্যন্তীতি শঙ্করঃ ॥৪৭॥
সা প্রসাদয়তী দেবমিদং ভূয়োঽভ্যভাষত।
একং পতিং গুণোপেতং ত্বত্তোঽর্হামীতি শঙ্কর! ॥৪৮॥
তাং দেবদেবঃ প্রীতাত্মা পুনঃ প্রাহ শুভং বচঃ।
পঞ্চকৃত্বস্ত্বয়োক্তাহহং পতিং দেহীতি বৈ পুনঃ ॥৪৯॥
তত্তথা ভবিতা ভদ্রে! বচস্তদ্ভদ্রমস্তু তে।
দেহমন্যং গতায়াস্তে সর্ব্বমেতদ্ভবিষ্যতি ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

তোষয়ামাসেতি। ঈশ্বরঃ শঙ্কর এব। কামং কাম্যবিষয়ম্ ॥৪৫॥

সেতি। পুনঃ পুনঃ পঞ্চ বারান্ অব্রবীদিত্যর্থঃ, পরত্র তথাভিধানাৎ ॥৪৬॥

দদাবিতি। ঈদৃশবরদানে মুদ্গলস্মীং প্রতি পূর্ব্বাদেশস্য স্মরণমেব হেতুরিতি বোধ্যম্ ॥৪৭॥

সেতি। প্রসাদয়তী প্রসাদয়ন্তী। অর্হামি প্রাপ্তুমিতি শেষঃ, স্ত্রিয়া একপতিকত্ব-নিয়মাৎ ॥৪৮॥

তামিতি। পঞ্চকৃত্বঃ পঞ্চ বারান্। ময়ৈব পূর্ব্বাদেশবশাদিত্যাশয়ঃ ॥৪৯॥

তদিতি। গতায়াঃ প্রাপ্তায়াঃ। এতদেবৈতৎপ্রসাদনফলমিতি ভাবঃ ॥৫০॥

তাহার পর, সেই কন্যাটী ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিল; তখন মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া নিজেই আসিয়া তাহাকে বলিলেন—'তোমার অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা কর' ॥৪৫॥

মহাদেব এইরূপ বলিলে, 'আমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি' এই কথাটী পাঁচ বার বরদাতা মহাদেবের নিকট সে বলিল ॥৪৬॥

তখন মহাদেব সন্তুষ্টচিত্তে তাহাকে সেই বরই দিলেন এবং বলিলেন—'ভদ্রে! তোমার পাঁচটী পতি হইবে' ॥৪৭॥

তখন কন্যাটী মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় এই কথা বলিল যে, 'শঙ্কর! আমি আপনার নিকট গুণবান্ একটী পতি প্রার্থনা করি' ॥৪৮॥

তখন সন্তুষ্টচিত্ত মহাদেব পুনরায় তাহাকে এই কথা বলিলেন—'ভদ্রে! তুমি 'পতি দিন' এই কথাটী পাঁচ বার আমাকে বলিয়াছ ॥৪৯॥

দ্রুপদৈষা হি সা জজ্ঞে সুতা বৈ দেবরূপিণী।
পঞ্চানাং বিহিতা পত্নী কৃষ্ণা পার্ষত্যনিন্দিতা ॥৫১॥
স্বর্গশ্রীঃ পাণ্ডবার্থন্তু সমুৎপন্না মহামখে।
সেহ তপ্ত্বা তপো ঘোরং দুহিতৃত্বং তবাগতা ॥৫২॥
সৈষা দেবী রুচিরা দেবজুষ্টা পঞ্চানামেকা স্বকৃতেনেহ কর্ম্মণা।
সৃষ্টা স্বয়ং দেবপত্নী স্বয়ম্ভুবা শ্রুত্বা রাজন্! দ্রুপদেষ্টঃ কুরুষ্ব ॥৫৩॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বৈবাহিকে পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যানে নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—০—

ভারতকৌমুদী

দ্রুপদেতি। সা দেবরূপিণী ঋষিকন্যা। পৃষতস্যাপত্যং পৌত্রী পার্ষতী ॥৫১॥

অথ কাসৌ দেবরূপিণীত্যাহ স্বর্গশ্রীরিতি। স্বর্গশ্রীঃ, মধ্যে সা ঋষিকন্যা ভূত্বা, ঘোরং তপস্তপ্ত্বা, ইহ পাণ্ডবার্থং মহামখে সমুৎপন্না সতী, তব দুহিতৃত্বমাগতা ॥৫২॥

সেতি। দেবৈর্জুষ্টা স্বর্গলক্ষ্মীত্বাদেব সেবিতা। দেবানাং পঞ্চানামিন্দ্রাণাং পত্নী কৃষ্ণৈব স্বয়ম্ভুবা ব্রহ্মণা স্বয়ং সৃষ্টা। ইষ্টং পঞ্চভ্য এব দানমদানং বা ॥৫৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বৈবাহিকে নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০০:——

সুতরাং সে বাক্য সেইরূপই হইবে; তোমার মঙ্গল হউক; জন্মান্তরেই তোমার পঞ্চ পতি হইবে' ॥৫০॥

দ্রুপদ রাজা! দেবরূপিণী সেই ঋষিকন্যাই আপনার কন্যা দ্রৌপদী হইয়া জন্মিয়াছেন এবং এই অনিন্দ্যসুন্দরী পৃষতপৌত্রী দ্রৌপদীকেই বিধাতা পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী বিধান করিয়াছেন ॥৫১॥

সেই স্বর্গলক্ষ্মী মধ্যে ঋষিকন্যা হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিয়া, পাণ্ডবগণের জন্য মহাযজ্ঞে উৎপন্ন হইয়া এখন আপনার কন্যা হইয়াছেন ॥৫২॥

দ্রুপদ রাজা! পরমসুন্দরী দেবসেবিতা সেই দেবী স্বর্গলক্ষ্মীকেই তাঁহার কর্ম্ম অনুসারে পঞ্চ পাণ্ডবের একমাত্র পত্নীরূপে স্বয়ং বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহা শুনিয়া আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন' ॥৫৩॥

——:*:——

* '...পঞ্চনবত্যধিকঃ...', '...সপ্তনবত্যধিকঃ', '...নবনবত্যধিকঃ...', '...চতুর্দ্দশাধিক-দ্বিশততমঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

দ্রুপদ উবাচ।

শ্রুত্বা বচস্তথ্যমিদং মহার্থং নষ্টপ্রমোহোঽস্মি মহানুভাব!।
ন বৈ শক্যং বিহিতস্যাপযানং তদেবেদমুপপন্নং বিধানম্ ॥১॥
দিষ্টস্য গ্রন্থিরনিবর্ত্তনীয়ঃ স্বকর্ম্মণা বিহিতং নেহ কিঞ্চিৎ।
কৃতং নিমিত্তং হি বরৈকহেতোস্তদেবেদমুপপন্নং বহুনাম্ ॥২॥
যথৈব কৃষ্ণোক্তবতী পুরস্তান্নৈকান্ পতীন্ মে ভগবান্ দদাতু।
স চাপ্যেবং বরমিত্যব্রবীত্তাং দেবো হি বেত্তা পরমং যদত্র ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি। মহার্থং সন্দেহনিরাসেন গুরুতরবিষয়সম্পাদকম্। ঈশ্বরেণ বিহিতস্য বিষয়স্য, অপযানং নিবর্ত্তনম্, মানুষেণ কর্ত্তুং ন শক্যম্। তত্তস্মাদেব, ইদং বিধানং পঞ্চভ্য এব দ্রৌপদ্যা দানম্, উপপন্নং যুক্তম্ ॥১॥

দিষ্টস্যেতি। দিষ্টস্য দৈবস্য, গ্রন্থিঃ কাষ্ঠাদিগ্রন্থিবদ্দৃঢ়সম্বন্ধঃ, মানুষেণানিবর্ত্তনীয়ঃ। অত-এবেহ জগতি, মানুষেণ স্বকর্ম্মণা নিজচেষ্টয়া, কিঞ্চিদপি বিহিতং ভবিতুং নার্হতি। তথাহি বরৈকহেতোরেকবরার্থম্, নিমিত্তং লক্ষ্যভেদরূপং কারণং কৃতম্; তদেবেদং বহুনাং বিবাহায় উপপন্নং সম্পন্নম্ ॥২॥

যথেতি। কৃষ্ণা পুরস্তাৎ পূর্ব্বজন্মনি, নৈকান্ অনেকান্ পঞ্চেত্যর্থঃ, পতীন্ মে ভগবান্ শিবো ভবান্ দদাতু ইতি যথা উক্তবতী পঞ্চবারপ্রার্থনয়া স্পষ্টমেবাসূচয়দিত্যর্থঃ; স ভগবানপি, ইত্যুক্তরূপেণ, তামৃষিকন্যাম্, এবং বরমব্রবীৎ। হি যস্মাৎ, স দেব এব, অত্র বিষয়ে যৎ পরমং সাধু, তৎ, বেত্তা জানাতি। নাহমিতি ভাবঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

অশ্রুত্বেতি। বিহিতস্য দৈবোপস্থাপিতস্য অপযানম্ অপেক্ষ্য তদেব বিধানং প্রাকৃকৃতম্

দ্রুপদ বলিলেন—'মহাত্মন্! আপনার এই সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মোহ দূরীভূত হইয়াছে। ঈশ্বরবিহিত বিষয়ের নিবৃত্তি করা মানুষের শক্তি-সাধ্য নহে; অতএব দ্রৌপদীকে পঞ্চ পাণ্ডবের হস্তে দান করাই সঙ্গত ॥১॥

দৈবের ঘটনা অত্যন্ত দৃঢ়; সুতরাং মানুষ তাহার নিবৃত্তি করিতে পারে না; অতএব জগতে মানুষ নিজের চেষ্টায় কিছুই করিতে পারে না। কারণ আমি একটী বরের জন্য যে লক্ষ্যভেদ পণ করিয়াছিলাম, তাহাই এখন বহু বরের পণে দাঁড়াইল ॥২॥

---

(১) অশ্রুত্বৈবং বচনং তে মহর্ষে! ময়া পূর্ব্বং যতিতং সংবিধাতুম্ ···। (২)···উপপন্নং বিধানম্।

যদি চৈবং বিহিতং শঙ্করেণ ধর্ম্মোঽধর্ম্মো বা নাত্র মমাপরাধঃ।
গৃহ্ণন্ত্বিমে বিধিবৎ পাণিমস্যা যথোপজোষং বিহিতৈষাং হি কৃষ্ণা ॥৪॥

ব্যাস উবাচ।

নায়ং বিধির্ম্মানুষাণাং বিবাহে দেবা হ্যেতে দ্রৌপদী চাপি লক্ষ্মীঃ।
প্রাক্ কর্ম্মণঃ সুকৃতাৎ পাণ্ডবানাং পঞ্চানাং ভার্য্যা দেবদেবপ্রসাদাৎ ॥৫॥
তেষামেবায়ং বিহিতঃ স্যাদ্বিবাহো যথা হ্যেষ দ্রৌপদীপাণ্ডবানাম্।
অন্যেষাং নৃণাং যোষিতাঞ্চ ন ধর্ম্মঃ স্যান্মানবোক্তো নরেন্দ্র ! ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি। তদা ধর্ম্মোঽধর্ম্মো বা ভবত্বিতি শেষঃ। অত্রাধর্ম্মেঽপি সতি মমাপরাধো নাস্তি। ইমে পঞ্চৈব পাণ্ডবাঃ। যথা যতঃ, ঈশ্বরেণ উপজোষং মানুষনিয়মং লঙ্ঘয়িত্বা, কৃষ্ণা এষাং পঞ্চানামেব পাণ্ডবানাম্, পত্নী বিহিতা। "জোষং সুখে প্রশংসায়াং তুষ্ণীং-লঙ্ঘনয়োরপি" ইতি বিশ্বঃ ॥৪॥

নেতি। এতে পাণ্ডবাঃ। লক্ষ্মীঃ স্বর্গশ্রীঃ। দেবদেবপ্রসাদাদীশ্বরানুগ্রহাৎ ॥৫॥

তেষামিতি। তেষাং দেবানাম্। তর্হি নৃণাং কো ধর্ম্ম ইত্যাহ—মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত এব বিবাহধর্ম্মঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

উপপন্নং কর্ত্তুং যুক্তম্ ॥১॥ গ্রন্থির্গ্রথনা, স্বকর্ম্মণা ইদানীন্তনেন, বিহিতং সিদ্ধম্, নিমিত্তং

দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে মহাদেবের নিকট সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছিলেন যে, 'আপনি আমাকে পাঁচটী পতি দান করুন'; মহাদেবও এইরূপ বরই তখন তাঁহাকে দিয়াছিলেন; সুতরাং এ বিষয়ে যাহা ভাল, তাহা তিনিই জানেন ॥৩॥

যদি মহাদেবই এইরূপ বিধান করিয়া থাকেন, তবে ইহাতে ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, তাহাতে আমার কোন অপরাধ নাই। যখন তিনিই মনুষ্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া দ্রৌপদীকে পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী বিধান করিয়াছেন, তখন ইহারা পাঁচ জনেই যথাবিধানে ইহার পাণি গ্রহণ করুন' ॥৪॥

বেদব্যাস বলিলেন—'মনুষ্যের বিবাহে এরূপ বিধান নাই; তবে পাণ্ডবেরা দেবতার অবতার, দ্রৌপদীও স্বর্গলক্ষ্মীর অবতার; সুতরাং পূর্ব্ব-সুকৃতিবশতঃ এবং মহাদেবের অনুগ্রহে এক দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের ভার্য্যা হইবেন ॥৫॥

দেবতাদেরই এইরূপ বিবাহ বিহিত আছে; সুতরাং দেবাবতার বলিয়াই দ্রৌপদী ও পঞ্চ পাণ্ডবের এই বিবাহ হইতেছে। কিন্তু মহারাজ! অন্য

---

(৪)···বিহিতঃ শঙ্করেণ···। (৫) ইত্যাদয়ঃ ত্রয়ঃ শ্লোকাঃ কতিপয়পুস্তকে ন সন্তি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত আজগ্মতুস্তত্র তৌ ব্যাসদ্রুপদাবুভৌ।
কুন্তী সপুত্রা যত্রাস্তে ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥৭॥
ততোঽব্রবীদ্ভগবান্ ধর্ম্মরাজং পুণ্যাহমদ্যৈব যুধিষ্ঠিরেতি।
অদ্য পৌষ্যং যোগমুপৈতি চন্দ্রমাঃ পাণিং কৃষ্ণায়াস্ত্বং গৃহাণাদ্য পূর্ব্বম্ ॥৮॥
এবমুক্ত্বা ধর্ম্মরাজং ভীমাদীনপ্যভাষত।
ক্রমেণ পুরুষব্যাঘ্রাঃ! পাণিং গৃহ্ণন্তু পাণিভিঃ ॥৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো রাজা যজ্ঞসেনঃ সপুত্রো জন্যার্থমুক্তং বহু তত্তদগ্র্যম্।
সুসজ্জয়ামাস সুতাঞ্চ কৃষ্ণামাপ্লাব্য রত্নৈর্ব্বহুভির্বিভূষ্য ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। আস্তে তিষ্ঠতি স্ম। পৃষতস্যাপত্যং পৌত্র ইতি পার্ষতঃ ॥৭॥

তত ইতি। ভগবান্ ব্যাসঃ, ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্। পৌষ্যস্য পুত্রস্যায়মিতি পৌষ্যস্তং পুত্রোৎপত্তিসূচকমিত্যর্থঃ। পূর্ব্বং প্রথমম্, তবৈব জ্যেষ্ঠত্বাদিতি ভাবঃ ॥৮॥

এবমিতি। অভাষত ভগবানিত্যনুকর্ষঃ। পুরুষব্যাঘ্রা ভবন্তঃ। পাণিং কৃষ্ণায়াঃ ॥৯॥

তত ইতি। জন্যার্থং বরবধূনিমিত্তম্, "জন্যো বরবধূজ্ঞাতিপ্রিয়ভৃত্যহিতেঽপি চ" ইতি বিশ্বঃ। উক্তং প্রাক্ কথিতম্, অগ্র্যং শ্রেষ্ঠম্, তত্তৎ বহু বসনভূষণাদি দ্রব্যমানিনায়েতি শেষঃ। আপ্লাব্য স্নপয়িত্বা ॥১০॥

মানুষের পক্ষে ইহা ধর্ম্ম নহে, মনুসংহিতাপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মই মানুষের ধর্ম্ম' ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, পুত্রগণের সহিত কুন্তী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন যেখানে ছিলেন, সেইখানে বেদব্যাস ও দ্রুপদ রাজা আগমন করিলেন ॥৭॥

তদনন্তর বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—'যুধিষ্ঠির! অদ্যই শুভ দিন; কেন না, অদ্য চন্দ্র পুত্রোৎপাদক যোগে রহিয়াছেন; সুতরাং অদ্য তুমিই প্রথমে দ্রৌপদীর পাণি গ্রহণ কর' ॥৮॥

যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিয়া তিনি ভীমপ্রভৃতিকেও বলিলেন যে,—'হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা ক্রমশঃ আপন আপন পাণি দ্বারা দ্রৌপদীর পাণি গ্রহণ কর' ॥৯॥

তাহার পর, দ্রুপদ রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত মিলিত হইয়া বর ও কন্যার জন্য

(৮)…অদ্যৈব পুণ্যেঽহনি পাণ্ডবেয়! অদ্যৈব পুণ্যাহমুত বঃ পাণ্ডবেয়াঃ…। অদ্য পৌষীযোগম্, অদ্য পৌষযোগম্…। (৯) অয়ং শ্লোকঃ কচিন্নাস্তি।

(১০)…সমর্থয়ামাস সুতাঞ্চ কৃষ্ণাম্…।

ততস্তু সর্বে সুহৃদো নৃপস্য সমাজগ্মুঃ সহিতা মন্ত্রিণশ্চ।
দ্রষ্টুং বিবাহং পরমপ্রতীতা দ্বিজাশ্চ পৌরাশ্চ যথাপ্রধানাঃ ॥১১॥
ততোঽস্য বেশ্মাগ্র্যজনোপশোভিতং বিস্তীর্ণপদ্মোৎপলভূষিতাজিরম্।
বলৌঘরত্নৌঘবিচিত্রমাবভৌ নভো যথা নির্ম্মলতারকান্বিতম্ ॥১২॥
ততস্তু তে কৌরবরাজপুত্রা বিভূষিতাঃ কুণ্ডলিনো যুবানঃ।
মহার্হবস্ত্রাম্বরচন্দনোক্ষিতাঃ কৃতাভিষেকাঃ কৃতমঙ্গলক্রিয়াঃ ॥১৩॥
পুরোহিতেনাগ্নিসমানবর্চ্চসা সহৈব ধৌম্যেন যথাবিধি প্রভো!।
ক্রমেণ সর্ব্বে বিবিশুস্ততঃ সদো মহর্ষভা গোষ্ঠমিবাভিনন্দিনঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। নৃপস্য দ্রুপদস্য। সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ সন্তঃ। পরমপ্রতীতা অত্যন্তানন্দিতাঃ। প্রধানাজনতিক্রম্যেতি যথাপ্রধানাঃ পুরস্কৃতপ্রধানজনা ইত্যর্থঃ ॥১১॥

তত ইতি। অস্য দ্রুপদস্য, বেশ্ম সৌধম্, অগ্র্যজনৈঃ প্রধানলোকৈরুপশোভিতম্, বিস্তীর্ণৈঃ পদ্মোৎপলৈর্ভূষিতানি অজিরাণি চত্বরাণি যস্য তৎ ॥১২॥

তত ইতি। তে যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ। মহার্হাণি মহামূল্যানি বস্ত্রাণি অম্বরবৎ আকাশবৎ সূক্ষ্মাণি যেষাং তে চ তে চন্দনোক্ষিতাশ্চেতি তে, কৃতোঽভিষেকঃ স্নানং যৈস্তে, কৃতা মঙ্গলক্রিয়া দেবপূজাদিকা যৈস্তে। সদো বিবাহসভাম্। মহর্ষভা মহাবৃষভাঃ। অভিনন্দিনো গুরুজনানভিবাদয়ন্তঃ ॥১৩—১৪॥

নির্ব্বাচিত সেই সকল উৎকৃষ্ট দ্রব্য আনয়ন করিলেন এবং দ্রৌপদীকে স্নান করাইয়া ও নানাবিধ রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া সুসজ্জিত করিলেন ॥১০॥

তাহার পর, দ্রুপদ রাজার বন্ধুগণ, মন্ত্রিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও পুরবাসিগণ সম্মিলিত হইয়া, প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, আনন্দিত চিত্তে বিবাহ দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন ॥১১॥

পূর্ব্বেই ভৃত্যেরা পদ্ম ও উৎপল বিক্ষিপ্ত করিয়া উঠানগুলিকে ভূষিত করিয়াছিল, সৈন্যগণ উজ্জ্বলবেশে নানাস্থানে অবস্থান করিতেছিল এবং বহুস্থানে উজ্জ্বল রত্ন সকল সন্নিবেশিত হইয়াছিল, আর তৎকালে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা উজ্জ্বল বেশে আসিয়া শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; সুতরাং দ্রুপদ রাজার বাড়ীখানি তখন নির্ম্মল-নক্ষত্রযুক্ত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥১২॥

তাহার পর, যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি রাজপুত্রগণ স্নান ও মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক কুণ্ডলপ্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম মহামূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং চন্দনতিলকে সজ্জিত হইয়া, গুরুজনদিগকে নমস্কার করিতে করিতে, মহাবৃষেরা যেমন গোষ্ঠে প্রবেশ করে, সেইরূপ অগ্নির

ততঃ সমাধায় স বেদপারগো জুহাব মন্ত্রৈর্জ্বলিতং হুতাশনম্।
যুধিষ্ঠিরঞ্চাপ্যুপনীয় মন্ত্রবিন্নিযোজয়ামাস সহৈব কৃষ্ণয়া ॥১৫॥
প্রদক্ষিণং তৌ প্রগৃহীতপাণী সমানয়ামাস স বেদপারগঃ।
বিপ্রাংশ্চ সন্তর্প্য যুধিষ্ঠিরো ধনৈর্গোভিশ্চ রত্নৈর্বিবিধৈশ্চ পূর্ব্বম্ ॥১৬॥
তদা স রাজা দ্রুপদস্য পুত্রিকা-পাণিং প্রজগ্রাহ হুতাশনাগ্রতঃ।
ধৌম্যেন মন্ত্রৈর্বিধিবদ্ধুতেঽগ্নৌ সহাগ্নিকল্পৈ ঋষিভিঃ সমেত্য ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)
ততোঽন্তরিক্ষাৎ কুসুমানি পেতুর্ববৌ চ বায়ুঃ সুমনোজ্ঞগন্ধঃ।
ততোঽভ্যনুজ্ঞাপ্য সমাজশোভিতং যুধিষ্ঠিরং রাজপুরোহিতস্তদা ॥১৮॥
বিপ্রাংশ্চ সর্ব্বান্ সুহৃদশ্চ রাজ্ঞঃ সমেত্য রাজানমদীনসত্ত্বম্।
জগাদ ভূয়োঽপি মহানুভাবো বচোঽর্থযুক্তং মনুজেশ্বরং তম্ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সমাধায় সংস্থাপ্য, স ধৌম্যপুরোহিতঃ। কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা ॥১৫॥

প্রদক্ষিণমিতি। তৌ কৃষ্ণাযুধিষ্ঠিরৌ। সমানয়ামাস আনিনায়, স ধৌম্যঃ। পুত্রিকায়াস্তনয়ায়াঃ পাণিং জগ্রাহ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বকং তাং পরিণিনায়েত্যর্থঃ। পুনর্হোম উদীচ্যাজরূপঃ ॥১৬—১৭॥

তত ইতি। অভ্যনুজ্ঞাপ্য ভীমাদীনাং বিবাহায়াভ্যনুজ্ঞাং কারয়িত্বা। অদীনসত্ত্বম্ অনল্পাধ্যবসায়ম্। মহানুভাবো রাজপুরোহিতো ধৌম্যঃ ॥১৮—১৯॥

তুল্য তেজস্বী ধৌম্য পুরোহিতের সহিত ক্রমশঃ বিবাহসভায় প্রবেশ করিলেন ॥১৩—১৪॥

তদনন্তর বেদপারদর্শী ও মন্ত্রজ্ঞ ধৌম্য পুরোহিত প্রজ্বলিত অগ্নি স্থাপন করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হোম করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে নিয়া দ্রৌপদীর সঙ্গে সম্মিলিত করাইলেন ॥১৫॥

তৎপরে, দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির পরস্পর হস্ত ধারণ করিলে, ধৌম্য পুরোহিত তাঁহাদিগকে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন; তাহার পর, যুধিষ্ঠিরই প্রথমে ধন, গরু ও নানাবিধ রত্ন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিয়া, অগ্নির সম্মুখে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিলেন; তখন ধৌম্য পুরোহিত অগ্নিকল্প ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া হোম সমাপন করিলেন ॥১৬—১৭॥

তাহার পর, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং সৌরভযুক্ত বায়ু বহিত হইতে থাকিল। তদনন্তর রাজপুরোহিত মহাত্মা ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া, ব্রাহ্মণগণ, দ্রুপদ রাজার বন্ধুগণ এবং দ্রুপদ রাজার নিকট

(১৬) শ্লোকস্য দ্বিতীয়ার্দ্ধমারভ্য চত্বারঃ শ্লোকাঃ কতিপয়পুস্তকে ন দৃশ্যন্তে।

গৃহ্নন্তু থান্যে নরদেবকন্যা-পাণিং যথাবন্নরদেবপুত্রাঃ।
তমভ্যনন্দদ্দ্রুপদস্তথা দ্বিজং তথা কুরুষ্বেতি তমাদিদেশ ॥২০॥
ক্রমেণ চান্যে চ নরাধিপাত্মজা বরস্ত্রিয়াস্তে জগৃহুঃ করং তদা।
অহন্যহন্যুত্তমরূপধারিণো মহারথাঃ কৌরববংশবর্দ্ধনাঃ ॥২১॥
ইদঞ্চ তত্রাদ্ভুতরূপমুত্তমং জগাদ বিপ্রর্ষিরতীতমানুষম্।
মহানুভাবা কিল সা সুমধ্যমা বভূব কন্যৈব গতে গতেঽহনি ॥২২॥
পতিশ্বশুরতা জ্যেষ্ঠে পতিদেবরতাঽনুজে।
মধ্যমেষু চ পাঞ্চাল্যাস্ত্রিতয়ং ত্রিতয়ং ত্রিষু ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

গৃহ্নন্ত্বিতি। অন্যে ভীমাদয়ো নরদেবপুত্রা রাজপুত্রাঃ, নরদেবকন্যায়া রাজকন্যায়া দ্রৌপদ্যাঃ পাণিং গৃহ্নন্ত্বিত্যনুমতিপ্রার্থনা। অভ্যনন্দৎ প্রশংসিতবান্, অনুমতিপ্রার্থনয়া ন্যায়ানুসরণাৎ ॥২০॥

ক্রমেণেতি। অন্যে ভীমাদয়ঃ। বরস্ত্রিয়া উত্তমাঙ্গনায়া দ্রৌপদ্যাঃ। অহন্যহনি পরপরদিনে, "একোদরপ্রসূতানামেকস্মিন্নপি বাসরে। বিবাহো নৈব কর্ত্তব্যো গর্গস্য বচনং যথা॥" ইতি বৃহস্পতিবচনাৎ "যুগ্মমৌদ্বাহিকং বর্জ্যম্" ইতি স্মৃত্যন্তরবচনাচ্চেতি ভাবঃ ॥২১॥

অথ "কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহ্নীয়াৎ" ইতি পারস্করাদিনা কন্যায়া এব পাণিগ্রহণবিধানাৎ যুধিষ্ঠিরবিবাহেনৈব চ তস্যাঃ কন্যাত্বলোপাৎ কথং পুনর্ভীমাদীনাং তস্যা এব বিবাহ ইত্যাহ—ইদমিতি। বিপ্রর্ষিরসাধারণতপঃপ্রভাবশালী ব্যাসঃ, ইদং 'ত্বমিদানীং পুনঃ কন্যা ভব' ইতি বাক্যং জগাদ। মহানুভাবা তস্মাদ্বাক্যাৎ দেবাবতারত্বাচ্চ অত্যন্তপ্রভাবশালিনী সা সুমধ্যমা দ্রৌপদী, অহনি তত্তদ্বিবাহদিনে গতে গতে সতি, কন্যৈব বভূব। অতো ভীমাদীনাং তদ্বিবাহে ন দোষ ইতি ভাবঃ ॥২২॥

যাইয়া, পুনরায় এই ন্যায়সঙ্গত কথা তাঁহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—॥১৮—১৯॥

'অপর রাজপুত্রেরা এখন যথাবিধানে রাজকন্যার পাণি গ্রহণ করুন'। তখন দ্রুপদ রাজা তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন—'তাহাই করুন' ॥২০॥

তদনন্তর, উত্তমবেশধারী মহারথ ভীমপ্রভৃতি রাজপুত্রেরা যথাক্রমে পর পর দিনে দ্রৌপদীর পাণি গ্রহণ করিলেন ॥২১॥

যুধিষ্ঠিরের বিবাহ হইয়া গেলে, প্রত্যহই প্রাতঃকালে ব্রহ্মর্ষি বেদব্যাস অদ্ভুত, অলৌকিক ও উত্তম এইরূপ বাক্য দ্রৌপদীকে বলিতেন যে, 'তুমি আবার কন্যা হও'। তাহাতেই মহাপ্রভাবশালিনী দ্রৌপদী সেই সেই বিবাহের দিন অতীত হইলেই কন্যা হইয়া যাইতেন ॥২২॥

(২২)…জগাদ বেদর্ষিঃ…। (২৩) এষ শ্লোকোঽপি সর্বত্রকে নাস্তি।

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ যজ্বানো ভূরিদক্ষিণাঃ।
স্বাধ্যায়বন্তঃ শুচয়ো মহাত্মানো যতব্রতাঃ ॥১২॥
তরুণা দর্শনীয়াশ্চ নানাদেশসমাগতাঃ।
মহারথাঃ কৃতাস্ত্রাশ্চ সমুপৈষ্যন্তি ভূমিপাঃ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
তে তত্র বিবিধান্ দায়ান্ বিজয়ার্থং নরেশ্বরাঃ।
প্রদাস্যন্তি ধনং গাশ্চ ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥১৪॥
প্রতিগৃহ্য চ তৎ সর্বং দৃষ্ট্বা চৈব স্বয়ংবরম্।
অনুভূয়োৎসবঞ্চৈব গমিষ্যামো যথেপ্সিতম্ ॥১৫॥
নটা বৈতালিকাস্তত্র নর্ত্তকাঃ সূতমাগধাঃ।
নিযোধকাশ্চ দেশেভ্যঃ সমেষ্যন্তি মহাবলাঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

রাজান ইতি। যজ্বানো বিধিনেষ্টবন্তঃ। স্বাধ্যায়বন্তো বেদপাঠিনঃ, শুচয়ঃ পবিত্রাঃ যতব্রতা নিয়তব্রতচারিণঃ। কৃতাস্ত্রাঃ শিক্ষিতাস্ত্রাঃ ॥১২—১৩॥

ত ইতি। দীয়ন্ত ইতি দায়া বস্ত্রাদীনি দ্রব্যাণি তান্। ভক্ষ্যং পেয়ম্ ॥১৪॥

প্রতীতি। স্বয়ংবরং স্বয়ংবরণব্যাপারম্। যথেপ্সিতং যথা স্যাত্তথা ॥১৫॥

নটা ইতি। নটা অভিনয়ব্যবসায়াঃ, বৈতালিকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ. নর্ত্তকা নৃত্যকারকাঃ সূতাঃ পুরাণপাঠকাঃ, মাগধা বংশপরিচায়কাঃ, নিযোধকা বাহুযোদ্ধারশ্চ ॥১৬॥

ভাবভাবদীপঃ

ততস্তে ইতি ॥১—১৩॥ দায়ান্ দেয়ানি, তানেবাহ—ধনামত্যাদি ॥১৪-১৫॥ নটা বেশভেদকারিণঃ। বৈতালিকা মঙ্গলপাঠকারিণঃ। নর্ত্তকাঃ প্রসিদ্ধাঃ। সূতাঃ পৌরা-

যাঁহারা প্রচুর দক্ষিণা দিয়া যথাবিধানে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন, বেদপাঠ করিয়াছেন, যথানিয়মে ব্রত করিয়াছেন এবং সমস্ত অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন, সে সকল পবিত্র, মহাত্মা ও মহারথ রাজারা এবং মনোহরাকৃতি যুবক রাজপুত্রেরা নানাদেশ হইতে সেখানে আগমন করিবেন ॥১২—১৩॥

তাঁহারা জয় লাভ করিবার জন্য সেখানে নানাবিধ দ্রব্য, ধন, গরু এবং সর্ব্বপ্রকার খাদ্য ও পেয় দান করিবেন ॥১৪॥

আমরা সেই সকল গ্রহণ করিয়া, স্বয়ংবর দেখিয়া এবং মহোৎসব প্রত্যক্ষ করিয়া ইচ্ছানুসারে চলিয়া যাইব ॥১৫॥

স্তুতিপাঠক, পুরাণপাঠক, বংশপরিচায়ক, নট, নর্ত্তক এবং মহাবলশালী বাহুযোদ্ধারা নানাদেশ হইতে সেখানে আসিবে ॥১৬।

(১৫) শ্লোকাৎ পরং কস্মিংশ্চিৎ পুস্তকে কতিপয়শ্লোকা অধিকা দৃশ্যন্তে।

এবং কৌতূহলং কৃত্বা দৃষ্ট্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
সহাস্মাভির্মহাত্মানঃ পুনঃ প্রতিনিবৎর্স্যথ ॥১৭॥
দর্শনীয়াংশ্চ বঃ সর্ব্বান্ দেবরূপানবস্থিতান্।
সমীক্ষ্য কৃষ্ণা বরয়েৎ সঙ্গত্যৈকতমং বরম্ ॥১৮
অয়ং ভ্রাতা তব শ্রীমান্ দর্শনীয়ো মহাভুজঃ।
নিযুজ্যমানো বিজয়েৎ সঙ্গত্যা দ্রবিণং বহু ॥১৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পরমং ভো গমিষ্যামো দ্রষ্টুঞ্চৈব মহোৎসবম্।
ভবদ্ভিঃ সহিতাঃ সর্ব্বে কন্যায়াস্তং স্বয়ংবরম্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি স্বয়ংবরে পাণ্ডবগমনং নাম সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। কৃত্বা পূরয়িত্বা। প্রতিনিবৎর্স্যথ প্রতিনিবৃত্তা ভবিষ্যথ।১৭॥

দর্শনীয়ানিতি। দর্শনীয়ান্ সুন্দরান্। কৃষ্ণা দ্রৌপদী। সঙ্গত্যা ভাগ্যযোগেন ॥১৮॥

অয়মিতি। নিযুজ্যমানস্ত্বয়েতি শেষঃ। সঙ্গত্যা ভাগ্যযোগেন। দ্রবিণং ধনম্ ॥১৯॥

পরমমিতি। ভো ব্রাহ্মণাঃ!। মহানুৎসবো যত্র তম্ ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি স্বয়ংবরে সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

শিকাঃ। মাগধা বংশস্তচকাঃ। নিযোধকাঃ মল্লাঃ ॥১৬—১৭॥ সঙ্গত্যা দৈবযোগেন ॥১৮—১৯॥ পরমং যথেষ্টম্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপেসপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৭॥

আপনারা এই সকল দেখিয়া, কৌতুক পূর্ণ করিয়া এবং নানাবিধ বস্তু গ্রহণ করিয়া আবার আমাদের সঙ্গেই ফিরিয়া আসিবেন ॥১৭॥

তারপর দেবতাদের ন্যায় সুন্দরমূর্ত্তি আপনাদের সকলকে দেখিয়া হয় ত দ্রৌপদী একজনকে বররূপে বরণও করিতে পারেন ॥১৮॥

আর, সুন্দরমূর্ত্তি ও মহাবাহু আপনার এই ভাইটি ভাগ্যবশতঃ হয় ত বহুতর ধন জয় করিয়াও আনিতে পারেন' ॥১৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন —'মহাশয়গণ! আমরা সকলেই আপনাদের সঙ্গে মহোৎসব-সম্পন্ন সেই দ্রৌপদীর স্বয়ংবর দেখিতে যাইব' ॥২০॥

---

(২০) পরমং ভোগমিচ্ছামো দ্রষ্টুঞ্চৈব··। * '···দ্ব্যশীত্যধিকঃ...', '···চতুরশীত্যধিকঃ···', '···পঞ্চাশীত্যধিকঃ···', 'একোনদ্বিশততমঃ···' ইতি পাঠভেদাঃ।

দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—০—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পাণ্ডবৈঃ সহ সংযোগং গতস্য দ্রুপদস্য হ।
ন বভূব ভয়ং কিঞ্চিদ্দেবেভ্যোঽপি কথঞ্চন ॥১॥
কুন্তীমাসাদ্য তা নার্য্যো দ্রুপদস্য মহাত্মনঃ।
নাম সঙ্কীর্ত্তয়ন্ত্যোঽস্যা জগ্মুঃ পাদৌ স্বমূর্দ্ধনি ॥২॥
কৃষ্ণা চ ক্ষৌমসংবীতা কৃতকৌতুকমঙ্গলা।
কৃতাভিবাদনা শ্বশ্র্বাস্তস্থৌ প্রহ্বা কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩॥
রূপলক্ষণসম্পন্নাং শীলাচারসমন্বিতাম্।
দ্রৌপদীমবদৎ প্রেম্ণা পৃথাশীর্ব্বচনং স্নুষাম্ ॥৪॥
যথেন্দ্রাণী হরিহয়ে স্বাহা চৈব বিভাবসৌ।
রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবৈরিতি। ভয়ং ন বভূব, পাণ্ডবানাং মহাবলত্বাৎ তৎসাহায্যলাভবশুদ্ধাবাচ্চেতি ভাবঃ ॥১॥

কুন্তীমিতি। অস্যাঃ কুন্ত্যাঃ পাদৌ, স্বমূর্দ্ধনি জগ্মুঃ স্পর্শয়ামাসুঃ প্রণেমুরিত্যর্থঃ ॥২॥

কৃষ্ণেতি। ক্ষৌমেণ বস্ত্রেণ সংবীতা আবৃতা ক্ষৌমং বস্ত্রং পরিদধতী। প্রহ্বা অবনতা ॥৩॥

রূপেতি। পৃথা কুন্তী. স্নুষাং পুত্রবধূং দ্রৌপদীম্, প্রেম্ণা বাৎসল্যেন ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দ্রুপদ রাজা পাণ্ডবদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দেবগণ হইতেও কোন প্রকারে কোন ভয় ছিল না ॥১॥

মহাত্মা দ্রুপদ রাজার মহিষীরা কুন্তীর নিকট যাইয়া, আপন আপন নাম উল্লেখ করিয়া আপন আপন মস্তকে তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ করাইতেন ॥২॥

দ্রৌপদী পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া, শাশুড়ী কুন্তীর নিকট যাইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সম্মুখে অবনতা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইতেন ॥৩॥

কুন্তীও বাৎসল্যবশতঃ সুরূপা, সুলক্ষণা, সৎস্বভাবা ও সদাচারা পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে আশীর্ব্বাদ করিতেন ॥৪॥

'শচী যেমন ইন্দ্রের, স্বাহা যেমন অগ্নির, রোহিণী যেমন চন্দ্রের, দময়ন্তী

যথা বৈশ্রবণে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী।
যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা ত্বং ভব ভর্তৃষু ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
জীবসূর্বীরসূর্ভদ্রে! বহুসৌখ্যগুণান্বিতা।
সুভগা ভোগসম্পন্না যজ্ঞপত্নী পতিব্রতা ॥৭॥
অতিথীনাগতান্ সাধূন্ বৃদ্ধান্ বালাংস্তথা গুরূন্।
পূজয়ন্ত্যা যথান্যায়ং শশ্বদ্‌গচ্ছন্তু তে সমাঃ ॥৮॥
কুরুজাঙ্গলমুখ্যেষু রাষ্ট্রেষু নগরেষু চ।
অনু ত্বমভিষিচ্যস্ব নৃপতিং ধর্ম্মবৎসলা ॥৯॥
পতিভির্নির্জ্জিতামুর্ব্বীং বিক্রমেণ মহাবলৈঃ।
কুরু ব্রাহ্মণসাৎ সর্বমশ্বমেধে মহাক্রতৌ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

যথেতি। হরিহয়ে ইন্দ্রে। বিভাবসৌ অগ্নৌ। বৈশ্রবণে কুবেরে ॥৫—৬॥

জীবেতি। জীবং চিরজীবিনং সূত ইতি জীবসূঃ, বীরং সূত ইতি বীরসূঃ। যজ্ঞে যজ্ঞসম্পাদনে পত্নী যজ্ঞপত্নী "সপত্নীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" ইতি শাস্ত্রাৎ প্রধানা মহিষী চ ভবেত্যর্থঃ ॥৭॥

অতিথীনিতি। শশ্বচ্চিরম্। সমা বৎসরাঃ ॥৮॥

কুর্বিতি। কুরুজাঙ্গলাখ্যে দেশে যানি মুখ্যানি প্রধানানি তেষু। নৃপতিম্ অনু রাজ্ঞা সহ। "অনুরেষু সহার্থে চ" ইত্যভিধানাৎ নৃপতিমিতি "কর্ম্মপ্রবচনীয়ৈশ্চ" ইতি দ্বিতীয়া ॥৯॥

পতিভিরিতি। ব্রাহ্মণসাৎ ব্রাহ্মণেভ্যো দেয়ম্ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

পাণ্ডবৈরিতি ॥১—২॥ ক্ষুমা অতসী, তদ্বিকারভূতং বস্ত্রং ক্ষৌমম্ ॥৩—৬॥ জীবসূঃ আয়ুষ্মৎসন্ততিপ্রসূঃ ॥৭—৮॥ অভিষিচ্যস্ব অভিষেকং প্রাপ্নুহি। নৃপতিং পট্টাভিষিক্তং

যেমন নলের, ভদ্রা যেমন কুবেরের, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের এবং লক্ষ্মী যেমন নারায়ণের আদরের পাত্রী, তুমিও তেমনই ভর্ত্তাদের আদরের পাত্রী হও ॥৫—৬॥

ভদ্রে! তুমি চিরজীবী ও মহাবীর পুত্র প্রসব কর, বহুবিধ সুখ লাভ কর, গুণবতী ও ভাগ্যবতী হও, নানাবিধ ভোগ কর এবং পতিদের যজ্ঞপত্নী ও পতিব্রতা হও ॥৭॥

অতিথি, অভ্যাগত, সাধু, বালক, বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগের যথানিয়মে সেবা করিতে থাকা অবস্থাতেই যেন তোমার চিরদিন চলিয়া যায় ॥৮॥

কুরুজাঙ্গলদেশে যে সকল রাজ্য ও নগর আছে, তাহাতে তুমি ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া রাজার সহিত অভিষিক্ত হও ॥৯॥

---

(৯)···নৃপতিং ধর্ম্মবৎসল।

পৃথিব্যাং যানি রত্নানি গুণবন্তি গুণান্বিতে!।
তান্যাপ্নুহি ত্বং কল্যাণি! সুখিনী শরদাং শতম্ ॥১১॥
যথা চ ত্বাভিনন্দামি বধ্বদ্য ক্ষৌমবাসসম্।
তথা ভূয়োঽভিনন্দিষ্যে জাতপুত্রাং গুণান্বিতাম্ ॥১২॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তু কৃতদারেভ্যঃ পাণ্ডুভ্যঃ প্রাহিণোদ্ধরিঃ।
মুক্তাবৈদূর্য্যচিত্রাণি হৈমান্যাভরণানি চ ॥১৩॥
বাসাংসি চ মহার্হাণি নানাদেশ্যানি মাধবঃ।
কম্বলাজিনরত্নানি স্পর্শবন্তি শুভানি চ ॥১৪॥
শয়নাসনযানানি বিবিধানি মহান্তি চ।
বৈদূর্য্যবজ্রচিত্রাণি শতশো ভাজনানি চ ॥১৫॥
রূপযৌবনদাক্ষিণ্যৈরুপেতাশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ।
প্রেষ্যাঃ সম্প্রদদৌ কৃষ্ণো নানাদেশ্যাঃ সহস্রশঃ ॥১৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

পৃথিব্যামিতি। গুণবন্তি উৎকর্ষশালীনি। শরদাং বৎসরাণাম্ ॥১১॥

যথেতি। হে বধু! ত্বা ত্বাম্, অভিনন্দামি আদ্রিয়ে। গুণান্বিতাং ভাগ্যবতীম্ ॥১২॥

তত ইতি। পাণ্ডুভ্যঃ পাণ্ডবেভ্যঃ। মুক্তা বৈদূর্য্যাণি মণিবিশেষাশ্চ তৈশ্চিত্রাণ্যা-শ্চর্য্যাণি ॥১৩॥

বাসাংসীতি। মহার্হাণি মহামূল্যানি। অজিনং চর্ম্ম। স্পর্শবন্তি সুখস্পর্শানি। শয়নং শয্যা। বৈদূর্য্যৈর্মণিভিঃ বজ্রৈর্হীরকৈশ্চ চিত্রাণি। দাক্ষিণ্যমৌদার্য্যম্। প্রেষ্যা দাসীঃ ॥১৪—১৬॥

মহাবীর স্বামীরা বিক্রম প্রকাশ করিয়া যে সকল রাজ্য জয় করিবেন, সে সমস্তই তুমি অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিও ॥১০॥

গুণবতি! পৃথিবীতে যে সকল উৎকৃষ্ট রত্ন আছে, সে সমস্তই তুমি লাভ কর এবং কল্যাণি! তুমি সুখে থাকিয়া শত বৎসর জীবিত থাক ॥১১॥

বধু! আজ যেমন পট্টবস্ত্র-পরিহিত অবস্থায় তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি, তেমন পুত্র জন্মিলে পর ভাগ্যবতী অবস্থাতেও আবার অভিনন্দিত করিব' ॥১২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, পাণ্ডবেরা বিবাহ করিয়াছেন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের জন্য মুক্তা ও বৈদূর্য্যমণিখচিত নানাবিধ অলঙ্কার পাঠাইয়া দিলেন ॥১৩॥

নানা দেশোৎপন্ন মহামূল্য বস্ত্র, সুখস্পর্শ কম্বল ও চর্ম্ম, সুলক্ষণ রত্ন, নানা-

---

(১২) ক্ষৌমসম্বৃতাম, ক্ষৌমসংবৃতাম্···।

গজান্ বিনীতান্ মদ্রাংশ্চ সদশ্বাংশ্চ স্বলঙ্কৃতান্।
প্রাংশুদান্তৈঃ সুবর্ণৈশ্চ রথানশ্বৈরলঙ্কৃতান্ ॥১৭॥
কোটিশশ্চ সুবর্ণঞ্চ তেষামকৃতকং তথা।
বীথীকৃতমমেয়াত্মা প্রাহিণোম্মধুসূদনঃ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)
তৎ সর্ব্বং প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
মুদা পরময়া যুক্তো গোবিন্দপ্রিয়কাম্যয়া ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বৈবাহিকে শ্রীকৃষ্ণোপহারপ্রেষণে দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

গজানিতি। বিনীতান্ শিক্ষিতান্। মদ্রান্ মদ্রদেশীয়ান্। প্রাংশব উচ্চাশ্চ তে দান্তাঃ শিক্ষিতাশ্চেতি তৈঃ, শোভনো বর্ণো যেষাং তৈঃ সুবর্ণৈঃ। সুবর্ণং স্বর্ণমুদ্রাম্। তেষাং সুবর্ণানাম্, বীথীকৃতং শ্রেণীকৃতম্, অকৃতকম্ অকৃত্রিমং রাশীকৃতং মূলং স্বর্ণমিত্যর্থঃ ॥১৭—১৮॥

তদিতি। পরময়া মহত্যা, মুদা আনন্দেন ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বৈবাহিকে দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

রাজানমন্থ ॥৯—১১॥ হে বধু! অদ্য ॥১২ ১৫॥ প্রেষ্যাঃ দাসীঃ ॥১৬॥ ভদ্রান্ ভদ্র-জাতীয়ান্ ॥১৭॥ অকৃতকং জাম্বূনদম্ আকরেষু ধমনাদিনা অনুৎপাদিতম্। বীথীকৃতং ধান্যরাশিবৎ পৃথক্ পৃথক্ মালয়া রাশীকৃতম্। 'বাশীকৃতম্' ইতি পাঠে পিণ্ডীকৃতম্। কৃতাকৃতমিতি পাঠে ঘটিতমঘটিতঞ্চ ॥১৮—১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯২॥

বিধ বৃহৎ বৃহৎ শয্যা, আসন ও যান এবং বৈদূর্য্যমণি ও হীরকখচিত শত শত ভাজন, আর রূপ, যৌবন ও ঔদার্য্যযুক্ত এবং সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত নানা দেশীয় বহুতর দাসী এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ দান করিয়াছিলেন ॥১৪—১৬॥

আর শিক্ষিত হস্তী, মদ্রদেশীয় বিভূষিত ভাল ভাল অশ্ব এবং উচ্চ, শিক্ষিত ও সুন্দরাকৃতি অশ্বযুক্ত বহুতর রথ, কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং রাশীকৃত মৌলিক স্বর্ণ—এই সমস্তও শ্রীকৃষ্ণ পাঠাইয়াছিলেন ॥১৭ - ১৮॥

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত আনন্দের সহিত সে সমস্তই গ্রহণ করিলেন ॥১৯॥

---

* '…সপ্তনবত্যধিকঃ…', '…নবনবত্যধিকঃ…', '…একাধিকদ্বিশততমঃ…', '…ষোড়শাধিকদ্বিশততমঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—০—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো রাজ্ঞাং চরৈরাপ্তৈঃ প্রবৃত্তিরুদনীয়ত।
পাণ্ডবৈরুপসম্পন্না দ্রৌপদী পতিভিঃ শুভা ॥১॥
যেন তদ্ধনুরাদায় লক্ষ্যং বিদ্ধং মহাত্মনা।
সোঽর্জ্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠো মহাবাণধনুর্দ্ধরঃ ॥২॥
যঃ শল্যং মদ্ররাজং বৈ প্রোৎক্ষিপ্যাপাতয়দ্বলী।
ত্রাসয়ামাস সংক্রুদ্ধো বৃক্ষেণ পুরুষান্ রণে ॥৩॥
ন চাস্য সম্ভ্রমঃ কশ্চিদাসীত্তত্র মহাত্মনঃ।
স ভীমো ভীমসংস্পর্শঃ শত্রুসেনাপ্রতাপনঃ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
ব্রহ্মরূপধরান্ শ্রুত্বা প্রশান্তান্ পাণ্ডুনন্দনান্।
কৌন্তেয়ান্মনুজেন্দ্রাণাং বিস্ময়ঃ সমজায়ত ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। আপ্তৈর্বিশ্বস্তৈঃ, প্রবৃত্তির্বৃত্তান্তঃ। উপসম্পন্না পরিণয়েন লব্ধা ॥১॥
যেনেতি। জয়তাং শত্রুবিজয়িনাম্ ॥২॥
য ইতি। প্রোৎক্ষিপ্য উত্তোল্য। সম্ভ্রমস্ত্বরা। ভীমসংস্পর্শো দৃঢদেহত্বাৎ ॥৩—৪॥
ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মরূপধরান্ ব্রাহ্মণবেশধারিণঃ, প্রশান্তান্ অনুদ্ধতান্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন - তাহার পর, বিশ্বস্ত গুপ্তচরেরা আপন আপন রাজাদের নিকট এই সংবাদ লইয়া গেল যে, 'পাণ্ডবেরা সুলক্ষণা দ্রৌপদীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছেন ॥১॥

যে মহাত্মা সেই ধনু ধারণ করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই বিজয়িশ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জ্জুন ॥২॥

আর, যে বলবান্ পুরুষ মদ্ররাজ শল্যকে উত্তোলন করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বৃক্ষ দ্বারা যুদ্ধমধ্যে বীরগণকে ত্রাসিত করিয়াছিলেন, আর সেই সময়ে যে মহাত্মার কোন ব্যস্ততা ছিল না, তিনিই দৃঢ়শরীর ও শত্রুসৈন্যবিনাশক ভীম' ॥৩—৪॥

(১) ততো রাজ্ঞশ্চরৈরাপ্তৈঃ প্রবৃত্তিরুপনীয়তে…। (৪)…শত্রুসেনাঙ্গপাতনঃ।

সপুত্রা হি পুরা কুন্তী দগ্ধা জতুগৃহে শ্রুতা।
পুনর্জাতামিব চ তাং তেঽমন্যন্ত নরাধিপাঃ ॥৬॥
ধিগকুর্ব্বংস্তদা ভীষ্মং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ কৌরবম্।
কর্ম্মণাতিনৃশংসেন পুরোচনকৃতেন বৈ ॥৭॥
বৃত্তে স্বয়ংবরে চৈব রাজানঃ সর্ব্ব এব তে।
যথাগতং বিপ্রজগ্মুর্বিদিত্বা পাণ্ডবান্ বৃতান্ ॥৮॥
অথ দুর্য্যোধনো রাজা বিমনা ভ্রাতৃভিঃ সহ।
অশ্বত্থাম্না মাতুলেন কর্ণেন চ কৃপেণ চ ॥৯॥
বিনিবৃত্তো বৃতং দৃষ্ট্বা দ্রৌপদ্যা শ্বেতবাহনম্।
তন্তু দুঃশাসনো ব্রীড়ন্ মন্দং মন্দমিবাব্রবীৎ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কথং বিস্ময়ঃ সমজায়তেত্যাহ সপুত্রেতি। জাতাং লব্ধজন্মানমিব ॥৬॥

ধিগিতি। ধিগকুর্ব্বন্, ভীষ্মাদিভিরেব তদভিসন্ধিনা পুরোচনপ্রেরণানুমানাৎ ॥৭॥

বৃত্ত ইতি। বৃত্তে সম্পন্নে। বিপ্রজগ্মুঃ প্রতস্থিরে। বৃতান্ দ্রৌপদ্যেতি শেষঃ ॥৮॥

অথেতি। বিমনা বিষণ্ণচিত্তঃ। মাতুলেন শকুনিনা। বিনিবৃত্তঃ প্রস্থিতঃ। দৃষ্ট্বা পর্য্যালোচ্য। শ্বেতবাহনমর্জ্জুনম্। ব্রীড়ন্ লজ্জমানঃ। দিবাদিত্বেঽপি যন্প্রত্যয়াভাব আর্ষঃ ॥৯-১০॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। চরৈশ্চারৈঃ ॥১—৩॥ সেনাঙ্গানাং রথগজাদীনাং পাতনঃ ॥৪—৬॥ বিস্ময়ে হেতুমাহ—সপুত্রেতি ॥৬—৯॥ অব্রীড় ইতি চ্ছেদঃ। 'ব্রীড়ন্' ইত্যেব পাঠঃ, অন্যথা মন্দং

পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে শান্তভাবে রহিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়া রাজাদের বিস্ময় জন্মিল ॥৫॥

কারণ, তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে, কুন্তীদেবী পূর্ব্বেই পুত্রগণের সহিত জতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছেন; কিন্তু তখন আবার সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহারা মনে করিলেন যে, পুত্রগণের সহিত কুন্তী যেন পুনরায় জন্মিয়াছেন ॥৬॥

তখন রাজারা পুরোচনকৃত সেই দারুণ নৃশংসকার্য্য দ্বারা ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন ॥৭॥

দ্রৌপদী পাণ্ডবগণকে বরণ করিয়াছেন; সুতরাং স্বয়ংবরব্যাপার সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইত্যাদি বিষয় জানিয়া রাজারা সকলেই যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥৮॥

দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে বরণ করিয়াছেন, ইহা জানিয়া রাজা দুর্য্যোধন বিষণ্ণচিত্ত হইয়া ভ্রাতৃগণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, কর্ণ এবং কৃপাচার্য্যের সহিত ফিরিয়া

যদ্যসৌ ব্রাহ্মণো ন স্যাদ্বিন্দেত দ্রৌপদীং ন সঃ।
ন হি তং তত্ত্বতো রাজন্! বেদ কশ্চিদ্ধনঞ্জয়ম্ ॥১১॥
দৈবঞ্চ পরমং মন্যে পৌরুষঞ্চাপ্যনর্থকম্।
ধিগস্তু পৌরুষং মন্ত্রং যদ্ধরন্তীহ পাণ্ডবাঃ ॥১২॥
এবং সংভাষমাণাস্তে নিন্দন্তশ্চ পুরোচনম্।
বিবিশুর্হাস্তিনপুরং দীনা বিগতচেতসঃ ॥১৩॥
ত্রস্তা বিগতসঙ্কল্পা দৃষ্ট্বা পার্থান্ মহৌজসঃ।
মুক্তান্ হব্যভুজশ্চৈব সংযুক্তান্ দ্রুপদেন চ ॥১৪॥
ধৃষ্টদ্যুম্নন্তু সঞ্চিন্ত্য তথৈব চ শিখণ্ডিনম্।
দ্রুপদস্যাত্মজাংশ্চান্যান্ সর্ব্বযুদ্ধবিশারদান্ ॥১৫॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

যদীতি। অসৌ লক্ষ্যভেত্তা। দ্রৌপদীং ন বিন্দেত লব্ধুং ন শক্নুয়াৎ, অস্মাভির্বাধাদানাৎ। অপি চাহ ন হীতি। তত্ত্বতো যথার্থতঃ। বেদ জানাতি, ধনঞ্জয়মর্জ্জুনম্ ॥১১॥

ধনঞ্জয়মেব সত্যং মন্যমান আহ দৈবমিতি। পরমং বলবৎ। পৌরুষং হত্যাচেষ্টাদিপুরুষকারম্, মন্ত্রং তন্মূলীভূতাং মন্ত্রণাম্। ধরন্তি ধারয়ন্তি প্রাণানিতি শেষঃ ॥১২॥

এবমিতি। দীনা ম্লানাঃ, বিগতচেতস উদ্বেগাদ্ব্যস্তচিত্তাঃ। বিগতসঙ্কল্পাস্তিরোহিতরাজ্যবৃদ্ধ্যাদ্যভিলাষাঃ। দৃষ্ট্বা পর্য্যালোচ্য। হব্যভুজো জতুগৃহাগ্নিতঃ। সঞ্চিন্ত্য অজয্যতয়া বিভাব্য ॥১৩—১৫॥

চলিলেন। তখন দুঃশাসন লজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে দুর্য্যোধনকে বলিলেন—॥৯—১০॥

'যিনি লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন, তিনি যদি ব্রাহ্মণ না হইতেন, তবে তিনি দ্রৌপদীকে লাভ করিতে পারিতেন না; তা'র পর, কোন লোকই সে ব্যক্তিকে অর্জ্জুন বলিয়া চিনিতেও পারে নাই ॥১১॥

আমি মনে করি—দৈবই প্রবল; সুতরাং পুরুষকার তাহার নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়; অতএব পুরুষকার বা মন্ত্রণাকে ধিক্, যখন এখনও পাণ্ডবেরা বাঁচিয়া আছে' ॥১২॥

তাঁহারা মহাবল পাণ্ডবগণকে জতুগৃহের অগ্নি হইতে মুক্ত এবং দ্রুপদ রাজার সহিত সম্মিলিত দেখিয়া, আর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও যুদ্ধবিশারদ অন্যান্য দ্রুপদপুত্রদিগকে ভাবিয়া বিষণ্ণ, অস্থিরচিত্ত, ভীত ও নষ্টসঙ্কল্প হইয়া, হস্তিনানগরে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥১৩—১৫॥

(১২)…ধিগস্তু পৌরুষং তাত! ধ্রিয়ন্তে যত্র পাণ্ডবাঃ।

বিদুরস্ত্বথ তাং শ্রুত্বা দ্রৌপদীং পাণ্ডবৈর্ব্বৃতাম্।
ব্রীড়িতান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রাংশ্চ ভগ্নদর্পানুপাগতান্ ॥১৬॥
ততঃ প্রীতমনাঃ ক্ষত্তা ধৃতরাষ্ট্রং বিশাংপতে ! ।
উবাচ দিষ্ট্যা কুরবো বর্দ্ধন্ত ইতি বিস্মিতঃ ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)
বৈচিত্রবীর্য্যস্তু নৃপো নিশম্য বিদুরস্য তৎ।
অব্রবীৎ পরমপ্রীতো দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি ভারত ! ॥১৮॥
মন্যতে স বৃতং পুত্রং জ্যেষ্ঠং দ্রুপদকন্যয়া।
দুর্য্যোধনমবিজ্ঞানাৎ প্রজ্ঞাচক্ষুর্নরেশ্বরঃ ॥১৯॥
অথ ত্বাজ্ঞাপয়ামাস দ্রৌপদ্যা ভূষণং বহু।
আনীয়তাং বৈ কৃষ্ণেতি পুত্রং দুর্য্যোধনং তদা ॥২০॥
অথাস্য পশ্চাদ্বিদুর আচখ্যৌ পাণ্ডবান্ বৃতান্।
সর্বান্ কুশলিনো বীরান্ পূজিতান্ দ্রুপদেন হ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

বিদুর ইতি। অথ ক্ষত্তা বিদুরঃ, তাং দ্রৌপদীং পাণ্ডবৈর্ব্বৃতাম্, ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ দুর্য্যোধনাদীংশ্চ, পাণ্ডববরণাদেব ভগ্নদর্পান্, অতএব ব্রীড়িতান্ লজ্জিতান্, সমাগতান্, শ্রুত্বা, ততঃ প্রীতমনা বিস্মিতশ্চ সন্, ধৃতরাষ্ট্রমুবাচ। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, কুরবো বর্দ্ধন্তে ইতি ॥১৬—১৭॥

বৈচিত্রেতি। বৈচিত্রবীর্য্যো বিচিত্রবীর্য্যপুত্রো ধৃতরাষ্ট্রমুবাচ। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন ॥১৮॥

নন্থ পাণ্ডবানাং দ্রৌপদীলাভে কথং ধৃতরাষ্ট্রঃ পরমপ্রীত ইত্যাহ মন্যত ইতি। প্রজ্ঞাচক্ষুরন্ধঃ স নরেশ্বরঃ, অবিজ্ঞানাৎ স্বয়মদর্শনাৎ, দ্রুপদকন্যয়া, জ্যেষ্ঠং পুত্রং দুর্য্যোধনং বৃতং মন্যতে স্ম, কুরবো বর্দ্ধন্ত ইতি বিদুরোক্তেস্তথৈব তাৎপর্য্যনিশ্চয়াদিতি ভাবঃ ॥১৯॥

অথেতি। আজ্ঞাপয়ামাস স নরেশ্বর ইত্যনুকর্ষঃ। কৃষ্ণা দ্রৌপদী ॥২০॥

তাহার পর, পাণ্ডবগণই দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ভগ্নদর্প ও লজ্জিত হইয়া আসিয়াছেন ইহা শুনিয়া বিদুর সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইয়া যাইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—'মহারাজ ! ভাগ্যবশতঃ কুরুবংশের উন্নতি হইয়াছে' ॥১৬—১৭॥

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের মুখে সেই কথা শুনিয়াই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'ভাগ্যে ভাগ্যে' ॥১৮॥

কেন না, তিনি অন্ধ ছিলেন কি না, তাই তিনি না দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, দ্রৌপদী বুঝি নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধনকে বরণ করিয়াছেন ॥১৯॥

তাহার পর, তিনি তখনই পুত্র দুর্য্যোধনকে আদেশ করিলেন যে, 'দ্রৌপদীর জন্য বহুতর অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাও এবং তাঁহাকে লইয়া আইস' ॥২০॥

তেষাং সম্বন্ধিনশ্চান্যান্ বহূন্ বলসমন্বিতান্।
সমাগতান্ পাণ্ডবেয়ৈস্তস্মিন্নেব স্বয়ংবরে ॥২২॥ (যুগ্মকম্)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যথৈব পাণ্ডোঃ পুত্রাস্তে তথৈবাভ্যধিকা মম।
যথা চাভ্যধিকা বুদ্ধির্মম তান্ প্রতি তচ্ছৃণু ॥২৩॥
যত্তে কুশলিনো বীরা মিত্রবন্তশ্চ পাণ্ডবাঃ।
তেষাং সম্বন্ধিনশ্চান্যে বহবশ্চ মহাবলাঃ ॥২৪॥
কো হি দ্রুপদমাসাদ্য মিত্রং ক্ষত্তঃ! সবান্ধবম্।
ন বুভূষেদ্ভবেনার্থী গতশ্রীরপি পার্থিবঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। অস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য সমীপে। সমাগতান্ মৈত্র্যা মিলিতান্ ॥২১—২২॥

যথেতি। তে পুত্রাঃ পাণ্ডবাঃ, যথৈব পাণ্ডোরভ্যধিকাঃ, মমাপি তথৈবাভ্যধিকাঃ ॥২৩॥

যদিতি। তেষাং পাণ্ডবানাম্। সম্বন্ধিনো ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতয়ঃ ॥২৪॥

ক ইতি। হে ক্ষত্তঃ! বিদুর! গতশ্রীর্নষ্টসম্পৎ, কঃ পার্থিবোঽপি, সবান্ধবং দ্রুপদম্, মিত্রমাসাদ্য, ভবেন ধনলাভেন, অর্থী যাচকঃ, ন বুভূষেৎ ভবিতুমিচ্ছেৎ, অপি তু সর্ব্ব এবার্থী বুভূষেদিত্যর্থঃ। "ভবঃ ক্ষেমেশসংসারে সত্তায়াং প্রাপ্তিজন্মনোঃ" ইতি মেদিনী ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

মন্মম্ ইত্যস্যানুপপত্তিঃ ॥১০—১৯॥ বৈ চার্থে, কৃষ্ণা ভূষণঞ্চ তৎপরিধানার্থমানীয়তামিত্যর্থঃ ॥২০—২৪॥ গতশ্রীঃ নষ্টশ্রীঃ, কো ভবেন ঐশ্বর্য্যেণ অর্থী ন বুভূষেৎ ভবিতুমিচ্ছেৎ অপি তু

তৎপরে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন যে, 'দ্রৌপদী পাণ্ডবগণকে বরণ করিয়াছেন, পাণ্ডবেরা সকলেই কুশলে আছেন এবং দ্রুপদ রাজা তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করিয়াছেন; আর সেই স্বয়ংবরেই অন্যান্য অনেক প্রবল সম্পর্কিত লোক পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছেন' ॥২১—২২॥

তখন ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'বিদুর! পাণ্ডবেরা পাণ্ডুর নিকটেও যেমন অত্যন্ত আদরের পাত্র ছিল, আমার নিকটেও তেমনই অত্যন্ত আদরের পাত্র আছে। আর, আমার মন তাহাদের প্রতিই অত্যন্ত আকৃষ্ট আছে, তাহার কারণ শোন ॥২৩॥

যে হেতু সেই বীর পাণ্ডবগণ কুশলে আছে, সহায়শালী হইয়াছে এবং অন্যান্য বহুতর বীর পুরুষেরা তাহাদের আত্মীয় হইয়াছেন ॥২৪॥

বিদুর! সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেলে, কোন্ রাজাও বন্ধুসমন্বিত দ্রুপদ রাজাকে মিত্ররূপে লাভ করিয়া তাঁহার নিকট সেই সম্পদের প্রার্থী হইতে ইচ্ছা করেন না?' ॥২৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তং তথা ভাষমাণস্তু বিদুরঃ প্রত্যভাষত।
নিত্যং ভবতু তে বুদ্ধিরেষা রাজন্! শতং সমাঃ।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ রাজন্! বিদুরঃ স্বং নিবেশনম্ ॥২৬॥
ততো দুর্য্যোধনশ্চাপি রাধেয়শ্চ বিশাংপতে!।
ধৃতরাষ্ট্রমুপাগম্য বচোঽক্রতামিদং তদা ॥২৭॥
সন্নিধৌ বিদুরস্য ত্বাং দোষং বক্তুং ন শক্নুবঃ।
বিবিক্তমিতি বক্ষ্যাবঃ কিং তবেদং চিকীর্ষিতম্ ॥২৮॥
সপত্নবৃদ্ধিং যত্তাত! মন্যসে বৃদ্ধিমাত্মনঃ।
অভিষ্টৌষি চ যৎ ক্ষত্তুঃ সমীপে দ্বিপদাং বর! ॥২৯॥
অন্যস্মিন্ নৃপ! কর্ত্তব্যে ত্বমন্যৎ কুরুষেঽনঘ!
তেষাং বলবিঘাতো হি কর্ত্তব্যস্তাত! নিত্যশঃ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। এষা ঈদৃশী পাণ্ডবাদিহিতৈষিণীত্যর্থঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৬॥
তত ইতি। রাধেয়ঃ কর্ণঃ। অক্রতাম্ উক্তবন্তৌ ॥২৭।
সন্নিধাবিতি। বিবিক্তং নির্জ্জনমিদং স্থানম্। চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টমিতি ভাবে ক্তঃ ॥২৮॥
অথ কোঽসৌ দোষ ইত্যাহ সপত্নেতি। সপত্নবৃদ্ধিং শত্রূন্নতিম্। অভিষ্টৌষি প্রশংসসি ॥২৯॥
অন্যস্মিন্নিতি। তেষাং পাণ্ডবানাম্। কর্ত্তব্যঃ কর্ত্তুং চেষ্টনীয়ঃ ॥৩০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধৃতরাষ্ট্র সেইরূপ বলিতে থাকিলে, বিদুর তাঁহাকে বলিলেন—'মহারাজ! শত বৎসর পর্য্যন্ত আপনার এইরূপ বুদ্ধিই সর্ব্বদা হউক'। এই কথা বলিয়া বিদুর আপন ভবনে চলিয়া গেলেন ॥২৬॥

মহারাজ! তাহার পর তখনই দুর্য্যোধন ও কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন—॥২৭॥

'মহারাজ! বিদুরের নিকটে আপনাকে দোষের কথা বলিতে পারি নাই; এখন এ স্থান নির্জ্জন হইয়াছে, তাই বলিব, আপনি এ কি করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ॥২৮॥

পিতঃ! হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি শত্রুর উন্নতিকে নিজের উন্নতি বলিয়া মনে করিতেছেন! যে হেতু, আপনি বিদুরের নিকটে পাণ্ডবদের প্রশংসা করিলেন ॥২৯॥

মহারাজ! যাহা করা উচিত, আপনি তাহার বিপরীত করিতেছেন।

তে বয়ং প্রাপ্তকালস্য চিকীর্ষাং মন্ত্রয়ামহে।
যথা নো ন গ্রসেয়ুস্তে সপুত্রবলবান্ধবান্ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে দুর্যোধনবাক্যে ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:০:—

চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
অহমপ্যেবমেবৈতচ্চিকীর্ষামি যথা যুবাম্।
বিবেক্তুং নাহমিচ্ছামি কার্য্যন্তু বিদুরং প্রতি ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। প্রাপ্তকালস্য উপস্থিতসময়স্য উপযোগিনীমিতি শেষঃ। চিকীর্ষাং কর্ত্তব্যম্ ॥৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৩॥

—:০:—

অহমিতি। চিকীর্ষামি কর্ত্তুমিচ্ছামি। বিবেক্তুং প্রকাশয়িতুম্। কার্য্যম্ অস্মাকং কর্ত্তব্যম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

সর্ব্বোঽপীচ্ছেৎ ॥২৫—২৮॥ সপত্নবৃদ্ধিং তৎকৃতাং বৃদ্ধিম্। "বৃদ্ধিম্" ইতি পাঠঃ স্বচ্ছঃ। হে বর! শ্রেষ্ঠ! দ্বিষতাং দ্বিষতঃ শত্রূন্ ॥২৯—৩০॥ প্রাপ্তকালস্য কর্ম্মণঃ চিকীর্ষাং কর্ত্তব্যতাম্ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৩॥

পিতঃ! সর্ব্বদাই পাণ্ডবদের শক্তিহানি করিবার চেষ্টা আমাদের করা উচিত ॥৩০॥

আমরা এখন সময়োচিত কর্ত্তব্য বিষয়ের মন্ত্রণা করিব; যাহাতে পাণ্ডবেরা আমাদিগকে পুত্র, বল ও বান্ধবগণের সহিত গ্রাস করিতে না পারে' ॥৩১॥

—:০:—

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'তোমরা যে ভাবে যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমিও সেই ভাবেই তাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমি বিদুরের নিকট আমাদের কর্ত্তব্য বিষয় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করি নাই ॥১॥

* '...অষ্টনবত্যধিকঃ...', '...দ্বিশততমঃ...', '...দ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ...', '...একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

(১)...স্বাকারং বিদুরং প্রতি।

ততস্তেষাং গুণানেব কীর্ত্তয়ামি বিশেষতঃ।
নাববুধ্যেত বিদুরো মমাভিপ্রায়মিঙ্গিতৈঃ ॥২॥
যচ্চ ত্বং মন্যসে প্রাপ্তং তদ্‌ব্রবীহি সুযোধন!।
রাধেয়! মন্যসে যচ্চ প্রাপ্তকালং বদাশু মে ॥৩॥

দুর্য্যোধন উবাচ।

অদ্য তান্ কুশলৈর্বিপ্রৈঃ সুকৃতৈরাপ্তকারিভিঃ।
কুন্তীপুত্রান্ ভেদয়ামো মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥৪॥
অথবা দ্রুপদো রাজা মহদ্ভির্বিত্তসঞ্চয়ৈঃ।
পুত্রাশ্চাস্য প্রলোভ্যন্তামমাত্যাশ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥৫॥
পরিত্যজেদ্‌যথা রাজা কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
অথ তত্রৈব বা তেষাং নিবাসং রোচয়ন্তু তে ॥৬॥
ইহৈষাং দোষবদ্বাসং বর্ণয়ন্তু পৃথক্ পৃথক্।
তে ভিদ্যমানাস্তত্রৈব মনঃ কুর্বন্তু পাণ্ডবাঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তেষাং পাণ্ডবানাম্। বিশেষতো বাহুল্যেন। ইঙ্গিতৈর্ভঙ্গীভিঃ ॥২॥
যদিতি। প্রাপ্তমুচিতম্। ব্রবীহীতি ঈড়াগম আর্ষঃ। প্রাপ্তকালমেতৎকালোচিতম্ ॥৩॥
অদ্যেতি। কুশলৈঃ কার্য্যনিপুণৈঃ। সুকৃতৈরস্মাভিঃ সৎকৃতৈঃ। আপ্তকারিভির্বিশ্বস্তৈঃ ॥৪॥
অথবেতি। মহদ্ভির্বিত্তসঞ্চয়ৈঃ প্রচুরতরধনোপহারদানৈঃ ॥৫॥
পরিত্যজেদিতি। রাজা স দ্রুপদঃ। তত্রৈব পাঞ্চালদেশ এব। তেষাং পাণ্ডবানাম্ ॥৬॥
ইহেতি। ইহ কুরুরাজ্যে। এষাং পাণ্ডবানাম্। কুর্ব্বন্তু বাসায়েতি শেষঃ ॥৭॥

সেইজন্যই আমি বিদুরের নিকট বিশেষভাবে পাণ্ডবগণের গুণকীর্ত্তন করিয়াছি। যাহাতে বিদুর ভঙ্গী দ্বারা আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারেন ॥২॥

অতএব দুর্য্যোধন! তুমি যাহা সঙ্গত মনে কর, তাহা বল। কর্ণ! তুমিও যাহা সময়োচিত মনে কর, তাহা আমার নিকট সত্বর বল' ॥৩॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'আমরা এখনই কার্য্যনিপুণ, আদৃত ও বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পাণ্ডবদের মধ্যে ভেদ জন্মাইব ॥৪॥

অথবা আমরা প্রচুর ধন উপহার দিয়া দ্রুপদ রাজাকে, তাঁহার পুত্রগণকে এবং তাঁহার মন্ত্রিগণকে সর্ব্বপ্রকারে প্রলুব্ধ করিব ॥৫॥

যাহাতে দ্রুপদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করেন, কিংবা সেই পাঞ্চালদেশেই পাণ্ডবগণের বাস করিবার ইচ্ছা জন্মাইয়া দেন ॥৬॥

অথবা কুশলাঃ কেচিদুপায়নিপুণা নরাঃ।
ইতরেতরতঃ পার্থান্ ভেদয়ন্ত্বনুরাগতঃ ॥৮॥
ব্যুত্থাপয়ন্তু বা কৃষ্ণাং বহুত্বাৎ সুকরং হি তৎ।
অথবা পাণ্ডবাংস্তস্যাং ভেদয়ন্তু ততশ্চ তাম্ ॥৯॥
ভীমসেনস্য বা রাজন্! উপায়কুশলৈর্নরৈঃ।
মৃত্যুর্বিধীয়তাং ছন্নৈঃ স হি তেষাং বলাধিকঃ ॥১০॥
তমাশ্রিত্য হি কৌন্তেয়ঃ পুরা চাস্মান্ ন মন্যতে।
স হি তীক্ষ্ণশ্চ শূরশ্চ তেষাঞ্চৈব পরায়ণম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

অথবেতি। কুশলা বাকোঽপি নিপুণাঃ। ইতরেতরতঃ পরস্পরম্ ॥৮॥

ব্যুত্থাপয়ন্তিতি। ব্যুত্থাপয়ন্ত পতিভ্যো বিরঞ্জয়ন্ত, কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্। পতীনাং বহুত্বাৎ তৎ ব্যুত্থাপনম্। তস্যাং কৃষ্ণায়াং বিষয়ে। তাং লপ্স্যামহীতি শেষঃ ॥৯॥

ভীমেতি। ছন্নৈর্গুপ্তৈঃ সদ্ভিঃ। তেষাং পাণ্ডবানাং মধ্যে ॥১০॥

তমিতি। কৌন্তেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ। তীক্ষ্ণো রূক্ষস্বভাবঃ। পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

অহমিতি। বিবেক্তুং ব্যক্তীকর্ত্তুম্ ॥১॥ ইঙ্গিতৈশ্চেষ্টিতৈঃ ॥২॥ যচ্চ কর্ত্তব্যম্ ॥৩॥ আপ্তকারিভিঃ অবঞ্চকৈঃ ॥৪—৬॥ ভিদ্যমানা অস্মত্তঃ পৃথগ্ ভবন্তঃ ॥৭—৮॥ ব্যুত্থাপয়ন্ত স্বভর্ত্তৃণাং ত্যাগঃ, স চ বহুত্বদোষেণ সুকরঃ। অথবেতি। অস্যাঃ ভর্ত্তৃষু বৈষম্যং প্রদর্শ্য

এবং তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাণ্ডবদের নিকট বলুন যে, এই রাজ্যে পাণ্ডবদের বাস করা অত্যন্ত দোষাবহ। তাহাতে তাহারা সেই দেশেই বাস করিবার ইচ্ছা করুক ॥৭॥

অথবা বাক্‌পটু ও নীতিনিপুণ কতকগুলি লোক পাণ্ডবগণকে পরস্পর ভালবাসা হইতে বিশ্লিষ্ট করুক ॥৮॥

কিংবা দ্রৌপদীকে অপরক্ত করিয়া তুলুক। কারণ, বহু পতি বলিয়া দ্রৌপদীকে অপরক্ত করা অনায়াসসাধ্য। অথবা পাণ্ডবগণকেই দ্রৌপদীর প্রতি বিরক্ত করুক; তাহার পর আমরাই দ্রৌপদীকে লইব ॥৯॥

অথবা মহারাজ! নীতিনিপুণ লোকেরা গুপ্তভাবে থাকিয়া ভীমের মৃত্যু সাধন করুক। কারণ, ভীমই তাহাদের মধ্যে প্রধান বলবান্ ॥১০॥

সুতরাং যুধিষ্ঠির ভীমকে অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্বে আমাদিগকে গ্রাহ্য করে নাই। কেন না, ভীম রূক্ষস্বভাব, বীর এবং তাহাদের প্রধান অবলম্বন ॥১১॥

(১১)...পুরাস্মানবমন্যতে। স হি তীক্ষ্ণশ্চ মূঢ়শ্চ...।

তস্মিন্নভিহতে রাজন্! হতোৎসাহা হতৌজসঃ।
যতিষ্যন্তে ন রাজ্যায় স হি তেষাং ব্যপাশ্রয়ঃ ॥১২॥
অজয্যো হ্যর্জ্জুনঃ সংখ্যে পৃষ্ঠগোপে বৃকোদরে।
তমৃতে ফাল্গুনো যুদ্ধে রাধেয়স্য ন পাদভাক্ ॥১৩॥
তে জানানাস্তু দৌর্ব্বল্যং ভীমসেনমৃতে মহৎ।
অস্মান্ বলবতো জ্ঞাত্বা ন যতিষ্যন্তি দুর্ব্বলাঃ ॥১৪॥
ইহাগতেষ্ বা তেষু নিদেশবশবর্ত্তিষু।
প্রবর্ত্তিষ্যামহে রাজন্! যথাশাস্ত্রং নিবর্হণে ॥১৫॥
অথবা দর্শনীয়াভিঃ প্রমদাভির্বিলোভ্যতাম্।
একৈকস্তত্র কৌন্তেয়স্ততঃ কৃষ্ণা বিরজ্যতাম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্নিতি। স ভীমঃ, তেষাং পাণ্ডবানাম্, ব্যপাশ্রয়ঃ প্রধানাশ্রয়ঃ ॥১২॥

অজয্য ইতি। বৃকোদরে, পৃষ্ঠগোপে পৃষ্ঠরক্ষকে সতি, সংখ্যে যুদ্ধে, অর্জ্জুনঃ, অজয্যো জেতুমশক্যঃ। তং বৃকোদরম্, ঋতে বিনা, ফাল্গুনোঽর্জ্জুনঃ, যুদ্ধে, রাধেয়স্য কর্ণস্য, ন পাদভাক্ ন চতুর্থাংশতুল্যঃ ॥১৩॥

ত ইতি। তে পাণ্ডবাঃ। ঋতে বিনা। ন যতিষ্যন্তি যুদ্ধায় চেষ্টিষ্যন্তে ॥১৪॥

ইহেতি। নিদেশবশবর্ত্তিষু অস্মাকমাজ্ঞাবহেষু। নিবর্হণে নিগ্রহে ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

পাণ্ডবানেব বা তস্যাং ভেদয়স্ত, ততশ্চ তাং লপ্স্যামহে ইতি শেষঃ ॥৯—১২॥ ন পাদভাক্ ন চতুর্থাংশতুল্যঃ ॥১৩—১৫। একৈকঃ কৌন্তেয়ঃ প্রলোভনীয়ঃ, তত্র তেষু ততঃ প্রলোভ্য-

মহারাজ! ভীম নিহত হইলে, অন্যান্য পাণ্ডবেরা নিরুৎসাহ ও নিস্তেজ হইয়া রাজ্যলাভের জন্য চেষ্টাই করিবে না। কেন না, সে-ই তাহাদের আশ্রয় ॥১২॥

ভীম পৃষ্ঠরক্ষক হইলে, অর্জ্জুন যুদ্ধে অজেয় হইয়া থাকে; আর ভীম না থাকিলে অর্জ্জুন যুদ্ধে কর্ণের এক চতুর্থাংশতুল্যও নহে ॥১৩॥

পাণ্ডবেরা ভীম ব্যতীত আপনাদের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বুঝিয়া এবং আমাদের প্রবলতা জানিয়া যুদ্ধের জন্য চেষ্টাও করিবে না ॥১৪॥

অথবা পাণ্ডবেরা এখানে আসিয়া আমাদের আজ্ঞাবহ হইলে, আমরা নীতিশাস্ত্র অনুসারে তাহাদের নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইব ॥১৫॥

(১৩) অজেয়ো হ্যর্জ্জুনঃ…। (১৪)…জ্ঞাত্বা নাশমেষ্যন্তি দুর্ব্বলাঃ।
(১৫)…যথাশাস্ত্রং নিবর্হণম্।

প্রেষ্যতাঞ্চৈব রাধেয়স্তেষামাগমনায় বৈ।
তৈস্তৈঃ প্রকারৈঃ সন্নীয় পাত্যন্তামাপ্তকারিভিঃ ॥১৭॥
এতেষামপ্যুপায়ানাং যস্তে নির্দ্দোষ আত্মনঃ।
তস্য প্রয়োগমাতিষ্ঠ পুরা কালোঽতিবর্ত্ততে ॥১৮॥
যাবচ্চাকৃতবিশ্বাসা দ্রুপদে পার্থিবর্ষভে।
তাবদেব হি তে শক্যা ন শক্যাস্তু ততঃ পরম্ ॥১৯॥
এষা মম মতিস্তাত! নিগ্রহায় প্রবর্ত্ততে।
সাধ্বী বা যদি বাঽসাধ্বী কিং বা রাধেয়! মন্যসে ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে দুর্য্যোধনবাক্যে চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অথবেতি। দর্শনীয়াভিঃ সুন্দরীভিঃ, প্রমদাভিঃ স্ত্রীভিঃ। কৃষ্ণা দ্রৌপদী ॥১৬॥

প্রেষ্যতামিতি। রাধেয়ঃ কর্ণঃ। তৈস্তৈর্বিষদানাদিভিঃ। আপ্তকারিভির্বিশ্বস্তৈঃ ॥১৭॥

এতেষামিতি। প্রয়োগমনুষ্ঠানম্, আতিষ্ঠ কুরু। পুরা সম্মুখবর্ত্তী ॥১৮॥

যাবদিতি। তে পাণ্ডবাঃ, শক্যা নিগ্রহীতুমিতি শেষঃ। ন শক্যা দ্রুপদসাহায্যাৎ ॥১৯॥

এষেতি। নিগ্রহায় পাণ্ডবানাং নির্যাতনায়। রাধেয়! হে কর্ণ! ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

মানাৎ ॥১৬॥ সন্নীয় ঐকং নীত্বা ॥১৭—১৮॥ শক্যাঃ ঘাতয়িতুমিতি শেষঃ ॥১৯—২০॥
ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৪

অথবা সুন্দরী রমণীদিগের দ্বারা সেইখানেই পাণ্ডবদের প্রত্যেককে প্রলুব্ধ করা হউক এবং সেই উপায়েই দ্রৌপদীকে বিশ্লিষ্ট করা হউক ॥১৬॥

কিংবা তাহাদিগকে আনিবার জন্য কর্ণকে পাঠাইয়া দিন; পরে তাহাদিগকে এখানে আনিয়া বিশ্বস্ত লোক দ্বারা সেই সেই উপায়ে নিপাত করুন ॥১৭॥

এই উপায়গুলির মধ্যে যেটাকে আপনি আপনার পক্ষে নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করেন, তাহারই অনুষ্ঠান করুন; এদিকে সময় চলিয়া যাইতেছে ॥১৮॥

যে পর্য্যন্ত পাণ্ডবেরা দ্রুপদ রাজার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন না করে,

(১৮)…যস্তে নির্দ্দোষবান্ মতঃ…। * '…একোনত্রিংশততমঃ…', '…একাধিকত্রিংশততমঃ…', '…ত্র্যধিকত্রিংশততমঃ…', '…বিংশত্যধিকত্রিংশততমঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

——ঃ০ঃ——

কর্ণ উবাচ।

দুর্য্যোধন! তব প্রজ্ঞা ন সম্যগিতি মে মতিঃ।
ন হ্যুপায়েন তে শক্যাঃ পাণ্ডবাঃ কুরুনন্দন! ॥১॥
পূর্ব্বমেব হি তে সূক্ষ্মৈরুপায়ৈর্যতিতাস্ত্বয়া।
নিগ্রহীতুং তদা বীর! ন চৈব শকিতাস্তথা ॥২॥
ইহৈব বর্ত্তমানাস্তে সমীপে তব পার্থিব!।
অজাতপক্ষাঃ শিশবঃ শকিতা নৈব বাধিতুম্ ॥৩॥
জাতপক্ষা বিদেশস্থা বিবৃদ্ধাঃ সর্ব্বশোঽদ্য তে।
নোপায়সাধ্যাঃ কৌন্তেয়া মমৈষা মতিরচ্যুত! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধনেতি। প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ। উপায়েন কূটকৌশলেন। শক্যাঃ নিগ্রহীতুমিতি শেষঃ ॥১॥
কথং ন শক্যা ইত্যাহ পূর্ব্বমিতি। সূক্ষ্মৈরজ্ঞেয়ৈঃ, উপায়ৈর্বিষদানাদিভিঃ ॥২॥
ইদানীং কূটকৌশলেন তেষাং নিগ্রহস্তাবদসম্ভব এবেত্যাহ ইহেতি। ন জাতঃ পক্ষঃ সহায়ঃ পতত্রঞ্চ যেষাং তে। বাধিতুং নিগ্রহীতুম্। শকিতা ইত্যার্ষ ইড়াগমঃ ॥৩॥
জাতেতি। জাতঃ পক্ষো দ্রুপদরাজাদিঃ সহায়ঃ পতত্রঞ্চ যেষাং তে। বিবৃদ্ধা বয়সা বুদ্ধিং

সেই পর্য্যন্তই তাহাদিগকে নিগৃহীত করা যাইতে পারে, তাহার পরে আর নহে ॥১৯॥

পিতৃদেব! পাণ্ডবগণকে নিগৃহীত করিবার পক্ষে এইগুলি আমার মত। কর্ণ! এগুলি ভাল কি মন্দ, তুমি কি মনে কর?' ॥২০॥

——ঃ*ঃ——

কর্ণ বলিলেন—'দুর্য্যোধন! তোমার এই মতগুলি সমীচীন বলিয়া আমার মনে হয় না। কারণ, পাণ্ডবগণকে কূটকৌশল দ্বারা নির্যাতন করিতে পারা যাইবে না ॥১॥

বীর! তুমি পূর্ব্বেই গুপ্ত উপায়ে তাহাদিগকে নির্যাতিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, কিন্তু তখনও পার নাই ॥২॥

রাজা! তখন তাহারা এই হস্তিনানগরে তোমার নিকটেই ছিল এবং তখন তাহাদের কোন সহায়ও ছিল না; অথচ তাহারা বালক ছিল; এ অবস্থাতেও নির্যাতন করিতে পার নাই ॥৩॥

(১)…পাণ্ডবাঃ কুরুবর্দ্ধন!। (৪) …মমৈষা মতিরিচ্যুত, মমৈষা মতিরচ্যুতা।

ন চ তে ব্যসনৈর্যোক্তুং শক্যা দিষ্টকৃতেন চ।
শকিতাশ্চেপ্সবশ্চৈব পিতৃপৈতামহং পদম্ ॥৫॥
পরস্পরেণ ভেদশ্চ নাধাতুং তেষু শক্যতে।
একস্যাং যে রতাঃ পত্ন্যাং ন ভিদ্যন্তে পরস্পরম্ ॥৬॥
ন চাপি কৃষ্ণা শক্যেত তেভ্যো ভেদয়িতুং পরৈঃ।
পরিদ্যূনান্ বৃতবতী কিমুতাদ্য মৃজাবতঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

প্রাপ্তাঃ। ন উপায়সাধ্যাঃ কূটকৌশলৈর্ন নিগ্রহীতুং শক্যাঃ। অজাতপতত্রাণাং সন্নিহিতানাং শিশূনাং পক্ষিণাং নিগ্রহে কর্ত্তুমশক্যে জাতপতত্রাণাং দূরবর্ত্তিনাং বয়স্থানাং তেষামেব পক্ষিণাং নিগ্রহো যথা নিতরামশক্যস্তথেত্যুভয়ভাবঃ। হে অচ্যুত! পৌরুষাদস্খলিত! ॥৪॥

অথ চৌর্য্যারোপাদিনা বিপৎসু নিপাত্য তে নিগ্রাহ্যা ইত্যাহ নেতি। দিষ্টকৃতেন দৈববিহিতেন বলবুদ্ধ্যাদিনা, শকিতাঃ স্বভাবত এব শক্তিমন্তঃ, তে পাণ্ডবাঃ, ব্যসনৈশ্চৌর্য্যারোপাদিকৃতবিপদ্ভির্যোক্তুং ন শক্যাঃ, তেষাং বলবুদ্ধ্যাদিগুণেনৈব তদসম্ভবাদিতি ভাবঃ। অথ তে যত্নাদাসীনা এব তিষ্ঠেয়ুরিত্যাহ ঈপ্সবশ্চেতি। পিতৃপৈতামহং পদং রাজ্যম্, ঈপ্সবশ্চ ॥৫॥

"অদ্য তান্ কুশলৈর্বিপ্রৈঃ" ইত্যাদিনা পূর্ব্বাধ্যায়ে যদুক্তং তত্রোত্তরমাহ পরস্পরেণেতি। আধাতুং স্থাপয়িতুম্। ন ভিদ্যন্তে তে ইতি শেষঃ। তথা চ যোষিদেব সর্বত্র পরস্পরভেদহেতুঃ। এবঞ্চ তস্যামেকস্যামেব যোষিতি যে স্বসম্মত্যা অভেদেনাসক্তাস্তেষাং ভেদোপায়ো জগত্যাং নাস্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥৬॥

"ব্যুত্থাপয়ন্তু বা কৃষ্ণাম্" ইত্যাদেরুত্তরমাহ ন চেতি। অত্র পরিবর্জ্জনার্থঃ, দিব্‌ধাতুশ্চ কান্ত্যর্থঃ। এবঞ্চ পরিদ্যূনান্ ভিক্ষার্থপর্য্যটনাদিনা বর্জ্জিতকান্তীন্, বৃতবতী পতিত্বেনাঙ্গীকৃতবতী, যা কৃষ্ণেতি শেষঃ; সা কিমুতাদ্য মৃজাবতো দ্রুপদসাহায্যাৎ বেশাদৌ পরিষ্কারশালিনস্তান্ পতীন্ পরিহরেদিতি শেষঃ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

দুর্য্যোধনেতি ॥১—২॥ জাতপক্ষাঃ সহায়বন্তঃ তদন্যে অজাতপক্ষাঃ ॥৩—৪॥ দিষ্টকৃতেন দৈবনির্ম্মাণেন শকিতাঃ শক্তিমন্তঃ, জতুগৃহাদিভ্য আত্মানং মোচয়িতুং শক্তা অভূবন্নিত্যর্থঃ

আর, এখন তাহাদের সহায় হইয়াছে এবং তাহারা বিদেশে রহিয়াছে ও সর্ব্বপ্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে; এ অবস্থায় কূটকৌশল দ্বারা তাহাদিগকে নিগৃহীত করা সম্ভবপর নহে; ইহাই আমার মত ॥৪॥

তা'র পর, তাহারা দৈবকৃত শক্তিবল ও বুদ্ধিবলে বলীয়ান্; এ অবস্থায় তাহাদিগকে কোনরূপ বিপদে ফেলিতেও পারা যাইবে না; অথচ তাহারা পৈতৃকপদ লাভ করিতেও ইচ্ছুক ॥৫॥

তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভেদ জন্মাইতেও পারা যাইবে না। কারণ, যাহারা একটি স্ত্রীতে আসক্ত রহিয়াছে, তাহারা কি পরস্পর ভিন্ন হয়? ॥৬॥

ঈপ্সিতশ্চ গুণঃ স্ত্রীণামেকস্যা বহুভর্ত্তৃতা।
তঞ্চ প্রাপ্তবতী কৃষ্ণা ন সা ভেদয়িতুং ক্ষমা ॥৮॥
বহুরত্নশ্চ পাঞ্চাল্যো ন স রাজা ধনপ্রিয়ঃ।
ন সন্ত্যক্ষ্যতি কৌন্তেয়ান্ রাজ্যদানৈরপি ধ্রুবম্ ॥৯॥
তথাস্য পুত্রো গুণবান্ অনুরক্তশ্চ পাণ্ডবান্।
তস্মান্নোপায়সাধ্যাংস্তানহং মন্যে কথঞ্চন ॥১০॥
ইদং ত্বদ্য ক্ষমং কর্ত্তুমস্মাকং পুরুষর্ষভ !।
যাবন্ন কৃতমূলাস্তে পাণ্ডবেয়া বিশাংপতে !।
তাবৎ প্রহরণীয়াস্তে তত্তুভ্যং তাত ! রোচতাম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

অথ তস্যা বহুপতিকত্বমেব ভেদহেতুরিত্যাশয়ে বৈপরীত্যমাহ ঈপ্সিতশ্চেতি। একস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ, বহুভর্ত্তৃতা ইত্যেষ গুণ এব স্ত্রীণামীপ্সিতঃ প্রিয়ঃ। তঞ্চ বহুভর্ত্তৃকত্বরূপং গুণম্, কৃষ্ণা প্রাপ্তবতী দৈবাৎ। অতএব সা পতিভ্যো ভেদয়িতুং ন ক্ষমা ন শক্যা ॥৮॥

বহ্বিতি। বহূনি রত্নানি যস্য সঃ। অতএব স ন ধনপ্রিয়ঃ নবা সন্ত্যক্ষ্যতি ॥৯॥

তথেতি। পুত্রো ধৃষ্টদ্যুম্নাদিঃ। পাণ্ডবান্ প্রতি। উপায়সাধ্যান্ কৌশলনিগ্রাহ্যান্ ॥১০॥

ইদমিতি। ক্ষমমুচিতম্। কৃতমূলাঃ সমূলবদ্ধাঢ্যাধিষ্ঠানাঃ। ষট্পদমিদং পদ্যম্ ॥১১॥

অন্য লোক দ্বারা পাণ্ডবগণ হইতে দ্রৌপদীকেও অপরক্ত করিতে পারা যাইবে না; কেন না, যে দ্রৌপদী হীন অবস্থাতেই পাণ্ডবগণকে বরণ করিয়াছে, সে কি সমৃদ্ধ অবস্থায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে? ॥৭॥

একটি স্ত্রীর অনেক পতি হওয়া স্ত্রীলোকদিগের অভীষ্ট; তাহা দ্রৌপদী পাইয়াছে; এ অবস্থায় তাহাকে অপরক্ত করা অসম্ভব ॥৮॥

ওদিকে দ্রুপদ রাজার প্রচুর ধন রহিয়াছে; সুতরাং তিনি ধনপ্রিয় হইতে পারেন না। অতএব ধন ত দূরের কথা, রাজ্য দান করিলেও নিশ্চয়ই তিনি পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥৯॥

তা'র পর, দ্রুপদ রাজার পুত্রগণ গুণবান্ এবং পাণ্ডবগণের প্রতি অনুরক্ত। অতএব আমি মনে করি—কোন প্রকারেই কূটকৌশল দ্বারা পাণ্ডবগণকে নিগৃহীত করা যাইবে না ॥১০॥

অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! বর্ত্তমান সময়ে আমাদের ইহাই করা উচিত যে, যে পর্য্যন্ত পাণ্ডবেরা দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত না হয়, তাহার মধ্যেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে তোমারও মত হউক ॥১১॥

---

(৯) আর্য্যব্রতশ্চ পাঞ্চাল্যঃ...।

অস্মৎপক্ষো মহান্ যাবদ্যাবৎ পাঞ্চালকো লঘুঃ।
তাবৎ প্রহরণং তেষাং ক্রিয়তাং মা বিচারয় ॥১২॥
বাহনানি প্রভূতানি মিত্রাণি বহুলানি চ।
যাবন্ন তেষাং গান্ধারে! তাবদ্বিক্রম পার্থিব! ॥১৩॥
যাবচ্চ রাজা পাঞ্চাল্যো নোদ্যমে কুরুতে মনঃ।
সহ পুত্রৈর্মহাবীর্য্যৈস্তাবদ্বিক্রম পার্থিব! ॥১৪॥
যাবন্নায়াতি বার্ষ্ণেয়ঃ কর্ষন্ যাদববাহিনীম্।
রাজ্যার্থে পাণ্ডবেয়ানাং পাঞ্চাল্যসদনং প্রতি ॥১৫॥
বসূনি বিবিধা ভোগা রাজ্যমেব চ কেবলম্।
নাত্যাজ্যমস্তি কৃষ্ণস্য পাণ্ডবার্থে কথঞ্চন ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

অস্মদিতি। মহান্ প্রবলঃ। লঘুঃ অসংগৃহীতবলান্তরত্বাদ্দুর্ব্বলঃ ॥১২॥

বাহনানীতি। তেষাং পাণ্ডবানাম্। গান্ধার্য্যা অপত্যমিতি গান্ধারিঃ, গান্ধারীশব্দাৎ "বাহ্বাদেশ্চ বিধীয়তে" ইতি ইনি পূর্ব্বেকাবলোপে সম্বোধনম্। বিক্রমেতি দীর্ঘাভাব আর্ষঃ ॥১৩॥

যাবদিতি। পাঞ্চাল্যো দ্রুপদঃ। উদ্যমে পাণ্ডবানাং রাজ্যোদ্ধারোদ্যোগে ॥১৪॥

যাবদিতি। বার্ষ্ণেয়ঃ কৃষ্ণঃ. কর্ষন্ আনয়ন্। পাঞ্চাল্যসদনং দ্রুপদগৃহম্ ॥১৫॥

অথ কৃষ্ণেনাপি কিং পাণ্ডবার্থে নিরপেক্ষতা ত্যাজ্যোত্যাহ বসূনীতি। বসূনি ধনানি। কেবলং কৃৎস্নম্। "নির্ণীতে কেবলমিতি ত্রিলিঙ্গং ত্বেককৃৎস্নয়োঃ" ইত্যমরঃ ॥১৬॥

যে পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষ প্রবল রহিয়াছে এবং যে পর্য্যন্ত দ্রুপদ রাজা দুর্ব্বল আছেন, ইহার মধ্যেই যাইয়া পাণ্ডবগণকে আক্রমণ কর; কিন্তু এবিষয়ে কোন বিবেচনা করিতে থাকিয়া সময় নষ্ট করিও না ॥১২॥

রাজা! যে পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণের প্রচুর পরিমাণে বাহন এবং বহুসংখ্যক মিত্র সংগৃহীত না হয়, তাহার মধ্যেই তুমি বিক্রম প্রকাশ কর ॥১৩॥

যে পর্য্যন্ত দ্রুপদ রাজা মহাবীর পুত্রগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের রাজ্য উদ্ধারের উদ্যোগে মনোনিবেশ না করেন, ইহার মধ্যেই তুমি বিক্রম প্রকাশ কর ॥১৫॥

এবং যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের রাজ্য উদ্ধারের জন্য যাদবসৈন্য লইয়া দ্রুপদ রাজার বাড়ীতে উপস্থিত না হন, তাহার মধ্যেই তুমি বিক্রম প্রকাশ কর ॥১৫॥

(১৩)...মিত্রাণি চ কুলানি চ..।

ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

---:•:---

ভীষ্ম উবাচ ।

ন রোচতে বিগ্রহো মে পাণ্ডুপুত্রৈঃ কথঞ্চন ।
যথৈব ধৃতরাষ্ট্রো মে তথা পাণ্ডুরসংশয়ম্ ॥১॥
গান্ধার্য্যাশ্চ যথা পুত্রাস্তথা কুন্তীসুতা মম ।
যথা চ মম তে রক্ষ্যা ধৃতরাষ্ট্র ! তথা তব ॥২॥
যথা চ মম রাজ্ঞশ্চ তথা দুর্য্যোধনস্য তে ।
তথা কুরূণাং সর্ব্বেষামন্যেষামপি পার্থিব ! ॥৩॥
এবং গতে বিগ্রহং তৈর্ন রোচে সন্ধ্যায় বীরৈর্দীয়তামর্দ্ধভূমিঃ ।
তেষামপীহ প্রপিতামহানাং রাজ্যং পিতুশ্চৈব কুরূত্তমানাম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। বিগ্রহো যুদ্ধম্। ধৃতরাষ্ট্রেণ কর্ণমতে শ্রাবিতে ভীষ্মাদিভিরুক্তমিদমিতি বোধ্যম্ ॥১॥

গান্ধার্য্যা ইতি। যথা সম্পর্কে যাদৃশাঃ, তথা সম্পর্কে তাদৃশাঃ। তে পাণ্ডবাঃ ॥২॥

যথেতি। রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য। পাণ্ডবা রক্ষণীয়া ইতি সর্ব্বত্র শেষঃ ॥৩॥

এবমিতি। গতে স্থিতে। ন রোচে নাভিপ্রৈমি। তেষাং পাণ্ডবানাম্। পিতুঃ পাণ্ডোঃ। এতেন পাণ্ডবানামেব পৈতৃকং রাজ্যম্, ধৃতরাষ্ট্রস্য তু অন্ধতয়া রাজত্বাভাবাৎ দুর্য্যোধনস্য ন পৈতৃকমিতি সূচিতম্ ॥৪॥

ভীষ্ম বলিলেন 'পাণ্ডুর পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করা কোন প্রকারেই আমার অভিপ্রেত নহে। কেন না, আমার নিকট ধৃতরাষ্ট্র যেমন, পাণ্ডুও তেমনই ছিল ; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১॥

সুতরাং আমার নিকট গান্ধারীর পুত্রগণও যেমন, কুন্তীর পুত্রগণও তেমনই। অতএব ধৃতরাষ্ট্র! তোমার পুত্রগণকে আমার যেমন রক্ষা করা উচিত, পাণ্ডুর পুত্রগণকেও আমার তেমনই রক্ষা করা উচিত ॥২॥

আর, আমার ও তোমার পাণ্ডবগণকে যেমন রক্ষা করা উচিত, তেমন দুর্য্যোধনের ও অন্যান্য কুরুবংশীয় সকলেরই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করা উচিত ॥৩॥

এমন হইলে, পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত নহে ; সেই বীরগণের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদিগকে অর্দ্ধরাজ্য দান কর। কেন না, এই রাজ্য তাহাদেরও পিতামহের, বিশেষতঃ পিতার ছিল ॥৪॥

---

(৪) এবং গতে বিগ্রহস্তৈর্ন রোচতে···।

দুর্য্যোধন ! যথা রাজ্যং ত্বমিদং তাত ! পশ্যসি।
মম পৈতৃকমিত্যেবং তেঽপি পশ্যন্তি পাণ্ডবাঃ ॥৫॥
যদি রাজ্যং ন তে প্রাপ্তাঃ পাণ্ডবেয়া যশস্বিনঃ।
কুত এব তবাপীদং ভারতস্যাপি কস্যচিৎ ॥৬॥
অধর্ম্মেণ চ রাজ্যং ত্বং প্রাপ্তবান্ ভরতর্ষভ !।
তেঽপি রাজ্যমনুপ্রাপ্তাঃ পূর্বমেবেতি মে মতিঃ ॥৭॥
মধুরেণৈব রাজ্যস্য তেষামর্দ্ধং প্রদীয়তাম্।
এতদ্ধি পুরুষব্যাঘ্র ! হিতং সর্ব্বজনস্য চ ॥৮॥
অতোঽন্যথা চেৎ ক্রিয়তে ন হিতং নো ভবিষ্যতি।
তবাপাকীর্ত্তিঃ সকলা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৯॥
কীর্ত্তিরক্ষণমাতিষ্ঠ কীর্ত্তির্হি পরমং বলম্।
নষ্টকীর্ত্তের্মনুষ্যস্য জীবিতং হ্যফলং স্মৃতম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধনেতি। হে তাত ! বৎস !। তে পাণ্ডবা অপি তথৈব পশ্যন্তীত্যর্থঃ ॥৫॥

যদীতি। প্রাপ্তা ভবেয়ুরিতি শেষঃ। ভারতস্য ভরতবংশীয়স্য ॥৬॥

অধর্ম্মেণেতি। অধর্ম্মেণ বারণাবতে প্রস্থাপনাত্মকেন। পূর্ব্বমেব পিতুঃ পাণ্ডোরনন্তরমেব, "পিতুর্য্যুপরতে পুত্রা বিভজেয়ুর্ধনং পিতুঃ" ইত্যাদিশাস্ত্রাদিতি ভাবঃ ॥৭॥

মধুরেণেতি। মধুরেণ বিবাদাভাবাৎ সর্ব্বসন্তোষকারিণা ভাবেন ॥৮॥

অত ইতি। নঃ অস্মাকম্। সকলা, জতুগৃহদাহাদিদোষাণামপি ত্বয্যেব সম্ভবাৎ ॥৯॥

বৎস ! দুর্য্যোধন ! তুমি যেমন এই রাজ্যটাকে পৈতৃক বলিয়া মনে কর, সে পাণ্ডবেরাও তেমনই ইহাকে পৈতৃকরাজ্য মনে করে ॥৫॥

সুতরাং সেই পাণ্ডবেরা যদি এই রাজ্য না পায়, তবে তুমিই বা কি করিয়া পাইবে ? এবং অন্য ভরতবংশীয়ই বা কি করিয়া পাইবে ? ॥৬॥

তা'র পর, দুর্য্যোধন ! তুমি অধর্ম্ম অনুসারেই এই রাজ্য হাতে পাইয়াছ ; বাস্তবিকপক্ষে পাণ্ডবেরা পূর্ব্বেই এ রাজ্য পাইয়াছিল ; ইহাই আমার মত ॥৭॥

দুর্যোধন ! মধুরভাবে পাণ্ডবগণকে রাজ্যের অর্দ্ধ দান কর ; ইহাই সমস্ত লোকের হিতকর হইবে ॥৮॥

এতদ্ভিন্ন অন্যরূপ যদি কর, তবে আমাদের মঙ্গল হইবে না ; তোমারও সর্ব্বপ্রকার নিন্দা হইবে ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥৯॥

কীর্ত্তি রক্ষা কর ; কীর্ত্তি মানুষের প্রধান বল ; আর কীর্ত্তিহীন মানুষের জীবনই নিষ্ফল ॥১০॥

যাবৎ কীর্ত্তির্মনুষ্যস্য ন প্রণশ্যতি কৌরব!।
তাবজ্জীবতি গান্ধারে! নষ্টকীর্ত্তিস্তু নশ্যতি ॥১১॥
তমিমং সমুপাতিষ্ঠ ধর্ম্মং কুরুকুলোচিতম্।
অনুরূপং মহাবাহো! পূর্ব্বেষামাত্মনঃ কুরু ॥১২॥
দিষ্ট্যা ধ্রিয়ন্তে পার্থা হি দিষ্ট্যা জীবতি সা পৃথা।
দিষ্ট্যা পুরোচনঃ পাপো ন সকামোঽত্যয়ং গতঃ ॥১৩॥
যদা প্রভৃতি দগ্ধাস্তে কুন্তিভোজসুতাসুতাঃ।
তদা প্রভৃতি গান্ধারে! ন শক্নোম্যভিবীক্ষিতুম্ ॥১৪॥
লোকে প্রাণভৃতং কঞ্চিচ্ছ্রুত্বা কুন্তীং তথাগতাম্।
ন চাপি দোষেণ তথা লোকোঽবৈতি পুরোচনম্।
যথা ত্বাং পুরুষব্যাঘ্র! লোকো দোষেণ গচ্ছতি ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

কীর্ত্তীতি। আকীর্ত্তিশ্চ অনুচিতম্. অফলং লোকেষু গোদবালাভাদিতি ভাবঃ ॥১০॥

যাবদিতি। জীবতি স মনুষ্য ইতি শেষঃ। নশ্যতি, লোকাদরালাভাদিত্যাশয়ঃ ॥১১॥

তমিতি। ধর্ম্মং সাধুতাম্। আত্মনঃ পূর্ব্বেষাং পুরুষাণামনুরূপং কার্য্যং কুরু ॥১২॥

দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন ধ্রিয়ন্তে অবতিষ্ঠন্তে জীবন্তীত্যর্থঃ। অত্যয়ং মৃত্যুম্ ॥১৩॥

যদেতি। অভিবীক্ষিতুং স্বমুখং দর্শয়িতুমিত্যর্থঃ, স্বস্মিন্ তদ্দোষারোপাশঙ্কাত ইতি ভাবঃ ॥১৪॥

লোক ইতি। লোকঃ, কুন্তীং সপুত্রামিত্যাশয়ঃ, তথাগতাং জতুগৃহদাহেন দগ্ধাম্, শ্রুত্বা,

ভারতভাবদীপঃ

ন রোচতে ইতি ॥১—৭॥ মধুরেণ প্রীত্যা ॥৮—১২॥ ধ্রিয়ন্তে জীবন্তি, সকামো নাসীৎ,

যে পর্য্যন্ত মানুষের কীর্ত্তি নষ্ট না হয়, সেই পর্য্যন্তই সে বাঁচিয়া থাকে; আর কীর্ত্তি নষ্ট হইলে, সেও নষ্ট হয় ॥১১॥

অতএব তুমি এই কুরুবংশোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, নিজের পূর্ব্বপুরুষদিগের অনুরূপ কার্য্য কর ॥১২॥

ভাগ্যবশতই পাণ্ডবেরা জীবিত রহিয়াছে এবং ভাগ্যবশতই কুন্তীদেবী বাঁচিয়া আছেন; আর ভাগ্যবশতই পাপাত্মা পুরোচন সফলকাম হয় নাই, মরিয়া গিয়াছে ॥১৩॥

দুর্য্যোধন! যদবধি শুনিয়াছি যে, পাণ্ডবেরা দগ্ধ হইয়াছে, তদবধি আমি আর লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিতেছি না ॥১৪॥

(১৫) লোকে প্রাণভৃতাং কিঞ্চিৎ,⋯লোকে প্রাণভৃতাং কশ্চিৎ ..লোকো মন্যেৎ পুরোচনম⋯।

মহাভারতম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

আদিপর্ব্ব

ষোড়শখণ্ডম্

দর্শনাচার্য্য

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

শব্দাচার্য্য-পুরাণশাস্ত্রি-সাংখ্যরত্ন-ব্যাকরণতীর্থ-কাব্যতীর্থ-

স্মৃতিতীর্থোপাধিমতা মহোপদেশকেন

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

কলিকাতা ৪১ সংখ্যকসূরিবর্ত্মস্থসিদ্ধান্তবিদ্যালয়াৎ

সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব সম্পাদিতং প্রকাশিতঞ্চ

গ্রাহকপক্ষে মূল্যং ১৲ সাধারণপক্ষে মূল্যং ১।০

তদিদং জীবিতং তেষাং তব কিল্বিষনাশনম্।
সম্মন্তব্যং মহারাজ! পাণ্ডবানাঞ্চ দর্শনম্ ॥১৬॥
ন চাপি তেষাং বীরাণাং জীবতাং কুরুনন্দন!।
পিত্র্যোংশঃ শক্য আদাতুমপি বজ্রভৃতা স্বয়ম্ ॥১৭॥
তে সর্ব্বেঽবস্থিতা ধর্ম্মে সর্ব্বে চৈবৈকচেতসঃ।
অধর্ম্মেণ নিরস্তাশ্চ তুল্যে রাজ্যে বিশেষতঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

লোকে জগতি, কশ্চিদন্যং প্রাণভৃতং লোকম্, পুরোচনমপি চ, তথা তাদৃশেন দোষেণান্বিতম্, ন অবৈতি নাবগচ্ছতি; লোকঃ, ত্বাম্, যথা যাদৃশেন দোষেণান্বিতম্, গচ্ছতি অবগচ্ছতি। প্রভুত্বাৎ প্রযোজকত্বাচ্চ ত্বামেবাধিকদোষান্বিতং জানাতীতি ভাবঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

তদিতি। তত্তস্মাৎ, তেষাং পাণ্ডবানামিদং জীবিতং দর্শনঞ্চ, তব, কিল্বিষনাশনং কিল্বিষজনিততদপবাদনাশকম্, সম্মন্তব্যম্; তেষাং জীবিতদর্শনেন রাজ্যার্দ্ধদানেন চ তদপবাদস্য মিথ্যাত্বপ্রমাণীকরণাদিতি ভাবঃ ॥১৬॥

অথ তেষাং জীবনেনৈব তদপবাদনাশনম্, বিক্রমেণ রাজ্যগ্রহণঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্ম এবেতি ন তত্রাপবাদাস্তবক্তেত্যাহ ন চেতি। জীবতাং রোগাদিনা অমৃতানাম্। পিত্র্যঃ পৈতৃকঃ। বজ্রভৃতাপি ইন্দ্রেণাপি। যুষ্মাষু কা কথেত্যাশয়ঃ ॥১৭॥

অথ যদি কদাচিদধর্ম্মেণানৈক্যেন চ তেষাং শক্তিক্ষয়ঃ স্যাদিত্যাহ ত ইতি। একচেতস একমতাবলম্বিনঃ। নিরস্তা রহিতাঃ। তুল্যে রাজ্যে তব তেষাঞ্চ। বিশেষেণ যুষ্মত্তোঽতিরেকেণ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

অত্যয়ং নাশম্ ॥১৩—১৪॥ দোষেণ যুক্তম্, গচ্ছতি জানাতি ॥১৫॥ সম্মন্তব্যং সম্মতং কর্ত্তব্যম্ ॥১৬—১৭॥ অধর্ম্মেণ জতুগৃহদাহাদিনা ॥১৮—১৯॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৬॥

দুর্য্যোধন! কুন্তীদেবী পুত্রগণের সহিত জতুগৃহদাহে দগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, ইহা শুনিয়া জগতের লোক অন্য কোন লোককে বা পুরোচনকে সেরূপ দোষী মনে করে না, তোমাকে যেরূপ দোষী মনে করে ॥১৫॥

অতএব পাণ্ডবগণের বাঁচিয়া থাকা এবং তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া তোমার সেই অপবাদ নষ্ট করিবে ইহা তোমার মনে করা উচিত ॥১৬॥

তা'র পর, সেই বীরগণ বাঁচিয়া থাকিতে, স্বয়ং ইন্দ্রও বলপূর্ব্বক তাহাদের পৈতৃক অংশ লইতে সমর্থ হইবেন না ॥১৭॥

আর, রাজ্য—তোমাদের ও তাহাদের তুল্য হইলেও প্রধানতঃ তাহারা সকলেই ধার্ম্মিক, সকলেই একমতাবলম্বী এবং সকলেই অধর্ম্মশূন্য ॥১৮॥

যদি ধর্ম্মস্ত্বয়া কার্য্যো যদি কার্য্যং প্রিয়ঞ্চ মে।
ক্ষেমঞ্চ যদি কর্ত্তব্যং তেষামর্দ্ধং প্রদীয়তাম্ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে ভীষ্মবাক্যং নাম ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—— —০:*:০ – ——

সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

——:*:——

দ্রোণ উবাচ।

মন্ত্রায় সমুপানীতৈর্ধৃতরাষ্ট্র! হিতৈর্নৃপ!।
ধর্ম্ম্যমর্থ্যং যশস্যঞ্চ বাচ্যমিত্যনুশুশ্রুম ॥১॥
মমাপ্যেষা মতিস্তাত! যা ভীষ্মস্য মহাত্মনঃ।
সংবিভাজ্যাস্তু কৌন্তেয়া ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

ইদানীং বক্তব্যমুপসংহরতি যদীতি। ক্ষেমং সর্ব্বেষামেব মঙ্গলম্ ॥১৯॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে ষণ্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:*:——

মন্ত্রায়েতি। হিতৈর্হিতৈষিভির্জনৈঃ। অনুশুশ্রুম বৃদ্ধেভ্য ইতি শেষঃ ॥১॥

মমেতি। যা যাদৃশী। সংবিভাজ্যাঃ সমানবিভক্তরাজ্যার্দ্ধদানবিষয়ীকর্ত্তব্যাঃ ॥২॥

অতএব যদি ধর্ম্ম করা তোমার উচিত হয়, যদি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে চাও এবং যদি সকলের মঙ্গলই করিতে ইচ্ছা কর, তবে রাজ্যের অর্দ্ধ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও' ॥১৯॥

——:০:——

দ্রোণ বলিলেন—'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! মন্ত্রণা করিবার জন্য আনীত হিতৈষী লোকেরা ধর্ম্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত ও যশোবৃদ্ধিজনক বাক্যই বলিবেন ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥১॥

সুতরাং মহাত্মা ভীষ্মের যে মত, আমারও সেই মত। রাজ্যকে সমানভাগে বিভক্ত করিয়া এক অর্দ্ধ পাণ্ডবগণকে দিন, ইহাই চিরন্তন ধর্ম্ম ॥২॥

---

* '.. একাধিকদ্বিশততমঃ...' '...ত্র্যধিকদ্বিশততমঃ...' '...পঞ্চাধিকদ্বিশততমঃ...' '...দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

প্রেষ্যতাং দ্রুপদায়াশু নরঃ কশ্চিৎ প্রিয়ংবদঃ।
বহুলং রত্নমাদায় তেষামর্থায় ভারত ! ॥৩॥
মিথঃ কৃত্যঞ্চ তস্মৈ স আদায় বসু গচ্ছতু।
বৃদ্ধিঞ্চ পরমাং ব্রুয়াত্তৎসংযোগোদ্ভবাং তথা ॥৪॥
সম্প্রীয়মাণং ত্বাং ব্রুয়াদ্রাজন্ ! দুর্য্যোধনং তথা।
অসকৃদ্দ্রুপদে চৈব ধৃষ্টদ্যুম্নে চ ভারত ! ॥৫॥
উচিতত্বং প্রিয়ত্বঞ্চ যোগস্যাপি চ বর্ণয়েৎ।
পুনঃ পুনশ্চ কৌন্তেয়ান্ মাদ্রীপুত্রৌ চ সান্ত্বয়ন্ ॥৬॥
হিরণ্ময়ানি শুভ্রাণি বহূন্যাভরণানি চ।
বচনাত্তব রাজেন্দ্র ! দ্রৌপদ্যাঃ সম্প্রযচ্ছতু ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

প্রেষ্যতামিতি। প্রিয়ংবদো মধুরভাষী। তেষাং পাণ্ডবানাম্ ॥৩॥

মিথ ইতি। মিথঃ পরস্পরম্, কৃত্যং বরকন্যাপক্ষাভ্যাং দেয়ম্, বসু ধনম্। বৃদ্ধিং ধৃতরাষ্ট্রাদীনাং বরপক্ষাণামুন্নতিম্। তৎসংযোগোদ্ভবাং দ্রুপদেন সহ সম্মেলনজাতাম্ ॥৪॥

সম্প্রীয়মাণমিতি। হে রাজন্ ! ধৃতরাষ্ট্র !। সম্প্রীয়মাণম্ অনেন সম্বন্ধেনেতি শেষঃ ॥৫॥

উচিতত্বমিতি। যোগস্য সোমককৌরবয়োর্বৈবাহিকসম্বন্ধস্য। উচিতত্বং যোগ্যত্বম্ ॥৬॥

হিরণ্ময়ানীতি। দ্রৌপদ্যা অর্থে, সম্প্রযচ্ছতু দ্রুপদহস্তে সমর্পয়তু ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মন্ত্রায়েতি। হিতৈর্মিত্রৈঃ ॥১—২॥ তেষাং পাণ্ডবানাম্ ॥৩॥ মিথঃকৃত্যং সাম্বন্ধিকং বরপক্ষীয়ৈঃ বধ্বলঙ্কারাদি, কন্যাপক্ষীয়ৈর্বরালঙ্কারাদি, তস্মৈ দ্রুপদায় তদর্থে, এতেন মিথঃকৃত্যে এব শ্বশুরো জামাতৃদায়ং গৃহ্লীয়াৎ নান্যথেতি সিদ্ধম্। বৃদ্ধিং চেতি ত্বৎসংযোগাৎ অস্মাকং মহত্ত্বাপ্তির্জাতা ইতি ধৃতরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনশ্চ মন্যত ইতি তত্র বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥৪—৫॥

আপনি পাণ্ডবদের জন্য প্রচুর ধন-রত্ন দিয়া প্রিয়ভাষী কোন লোককে সত্বর দ্রুপদরাজার নিকট প্রেরণ করুন ॥৩॥

সে লোক দ্রুপদ রাজার জন্যও উপঢৌকন লইয়া যাউক; যাইয়া বলুক যে, দ্রুপদ রাজার সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় কুরুবংশের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে ॥৪॥

আর, দ্রুপদ রাজা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট বার বার এই কথা বলুক যে, এই সম্বন্ধ হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন ॥৫॥

এবং এই সম্বন্ধ যে যোগ্য ও প্রীতিকর হইয়াছে একথাও সে লোক বলিবে, আর পাণ্ডবগণকে বার বার আশ্বস্ত করিবে ॥৬॥

(৪) পৃথক্ কৃতঞ্চ তস্মৈ সঃ…।

তথা দ্রুপদপুত্রাণাং সর্ব্বেষাং ভরতর্ষভ ! ।
পাণ্ডবানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কুন্ত্যা যুক্তানি যানি চ ॥৮॥
এবং সান্ত্বসমাযুক্তং দ্রুপদং পাণ্ডবৈঃ সহ ।
উক্ত্বা সোঽনন্তরং ব্রূয়াত্তেষামাগমনং প্রতি ॥৯॥
অনুজ্ঞাতেষু বীরেষু বলং গচ্ছতু শোভনম্ ।
দুঃশাসনো বিকর্ণশ্চাপ্যানেতুং পাণ্ডবানিহ ॥১০॥
ততস্তে পাণ্ডবাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পূজ্যমানাঃ সদা ত্বয়া ।
প্রকৃতীনামনুমতে পদে স্থাস্যন্তি পৈতৃকে ॥১১॥
এতত্তব মহারাজ ! পুত্রেষু তেষু চৈব হ ।
বৃত্তমৌপয়িকং মন্যে ভীষ্মেণ সহ ভারত ! ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। কুন্ত্যা বিধবায়াঃ, যানি যুক্তানি শ্বেতবস্ত্রাদীনি, তানি চ সম্প্রযচ্ছতু ॥৮॥
এবমিতি। স ত্বৎপ্রেরিতো লোকঃ। তেষাং পাণ্ডবানাম্ ॥৯॥
অম্বিতি। অনুজ্ঞাতেষু অত্রাগমনায় দ্রুপদেনানুমতেষু, বীরেষু পাণ্ডবেষু ॥১০॥
তত ইতি। পূজ্যমানা আদ্রিয়মাণাঃ। প্রকৃতীনাং প্রজানাম্। পদে রাজত্বে ॥১১॥
এতদিতি। তেষু পাণ্ডবেষু চ। বৃত্তং ব্যবহারম্, ঔপয়িকং সর্ব্বসামঞ্জস্যসাধকম্ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

যোগস্য সম্বন্ধস্য ॥৬॥ সম্প্রযচ্ছতু ত্বদীয়োঽমত্যাদিঃ ॥৭॥ তথা আভরণানি প্রযচ্ছন্তু ইত্যনুষজ্য প্রত্যেকং দ্রুপদপুত্রাণাম্ ইত্যাদিষু যোজ্যম্ ॥৮—১১॥ ঔপয়িকম্ অবশ্যকর্ত্তব্যম্

আর, মহারাজ ! আপনার আদেশ অনুসারে সে লোক দ্রৌপদীর জন্য বহুতর হীরকনির্ম্মিত নির্ম্মল অলঙ্কার নিয়া দ্রুপদরাজার হস্তে সমর্পণ করুক ॥৭॥

এবং দ্রুপদ রাজার সকল পুত্র, সকল পাণ্ডব ও কুন্তীদেবীর পক্ষে যে সমস্ত বস্তু যোগ্য, সেগুলিও নিয়া দ্রুপদরাজার নিকট সমর্পণ করুক ॥৮॥

পরে, আপনার প্রেরিত লোক পাণ্ডবগণের সহিত দ্রুপদ রাজাকে উক্তরূপ প্রিয় বাক্য বলিয়া, পাণ্ডবগণের এস্থানে আগমনের কথা বলুক ॥৯॥

তদনন্তর, দ্রুপদ রাজা পাণ্ডবগণকে আসিবার অনুমতি দিলে, তাহাদিগকে আনিবার জন্য আপনার সৈন্যগণ শোভাযাত্রা করুক, সেই সঙ্গে দুঃশাসন ও বিকর্ণ যাউক ॥১০॥

তাহার পর, পাণ্ডবেরা আসিয়া প্রজাদের অভিমত পৈতৃক পদে অধিষ্ঠিত হইবে, আপনিও সর্ব্বদাই তাহাদের আদর করিতে থাকিবেন ॥১১॥

মহারাজ ! আপনার এই রূপ ব্যবহারই আপনার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণের সামঞ্জস্য রক্ষক হইবে। ইহাই ভীষ্মের ও আমার মত' ॥১২॥

কর্ণ উবাচ।

যোজিতাবর্থমানাভ্যাং সর্ব্বকার্য্যেষ্বনন্তরৌ।
ন মন্ত্রয়েতাং ত্বচ্ছ্রেয়ঃ কিমদ্ভুততরং ততঃ ॥১৩॥
দুষ্টেন মনসা যো বৈ প্রচ্ছন্নেনান্তরাত্মনা।
ব্রূয়ান্নিঃশ্রেয়সং নাম কথং কুর্য্যাৎ সতাং মতম্ ॥১৪॥
ন মিত্রাণ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু শ্রেয়সে বেতরায় বা।
বিধিপূর্ব্বং হি সর্ব্বস্য দুঃখং বা যদি বা সুখম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

যোজিতাবিতি। অর্থমানাভ্যাং ধনগৌরবাভ্যাম্, যোজিতৌ সম্বন্ধিতৌ তৌ প্রাপিতাবিত্যর্থঃ। অনন্তরৌ অব্যবহিতৌ অন্তর্নিবিষ্টৌ ভীষ্মদ্রোণৌ। ত্বচ্ছ্রেয়স্তব মঙ্গলম্ ॥১৩॥

দুষ্টেনেতি। যো জনঃ, দুষ্টেন দুরভিসন্ধিশালিনা, অতএব প্রচ্ছন্নেন বহিঃ সদ্ভাবপিহিতেন অন্তশ্চ শত্রুহিতৈষিতাযুক্তেন, অন্তরাত্মনা মনসা, নাম প্রকাশম্, নিঃশ্রেয়সং মঙ্গলম্, ব্রূয়াৎ, স জনঃ, কথম্, সতাং বহিরন্তরুভয়ত্রাপি সদ্ভাবযুক্তানামকপটানাম্, যাদৃশং মতং ভবতি তাদৃশং মতং কুর্য্যাৎ, কথমপি নেত্যর্থঃ। ভীষ্মদ্রোণয়োঃ কপটমিত্রত্বাত্তন্মতং ন গ্রাহ্যমিতি ভাবঃ ॥১৪॥

অথ ত্বং বালঃ, ভীষ্মদ্রোণৌ চ কপটমিত্রে ইতি কেন সহ মন্ত্রয়ামি কুতো বা মঙ্গলাশেত্যাহ নেতি। অর্থকৃচ্ছ্রেষু, কার্য্যসঙ্কটেষু, মিত্রাণি, শ্রেয়সে মঙ্গলায় বা, ইতরায় অশ্রেয়সে বা, ন ভবন্তি। কিন্তু সর্ব্বস্যৈব লোকস্য, দুঃখং বা, যদি বা সুখম্, বিধিপূর্ব্বং দৈবপ্রযোজ্যমেব ভবতি। অতঃ সুদৈবসত্ত্বে তবাপি সুখমেব ভবেদিতি ন বিষাদঃ কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১২॥ অনন্তরৌ অন্তরঙ্গৌ ভীষ্মদ্রোণৌ ॥১৩॥ নন্বন্তরঙ্গৌ চেৎ কথং মচ্ছ্রেয়ো নানুমন্ত্রয়েতাম্ ইত্যাশঙ্ক্য অন্তরঙ্গাভাসাবিমৌ ন তু অন্তরঙ্গাবিত্যাহ—দুষ্টেনেতি। দুষ্টেন মিত্রদ্রোহবতা মনসা সঙ্কল্পেন, প্রচ্ছন্নেন শত্রুহিতেপ্সুনাপি স্বামিহিতবদাভাসমানেন। অন্তরাত্মনা বুদ্ধ্যা। যো ব্রূয়াৎ মন্ত্রং স সতাং সাধূনাং বিশ্বস্তানাং স্বামিনাং মতমিষ্টং নিঃশ্রেয়সং কল্যাণং কথং কুর্য্যাৎ ন কথমপি। শঠমিত্রং হি পাতয়ত্যেব ন হিতায়েত্যর্থঃ ॥১৪॥ নন্থ শঠমিত্রত্বন্তু অস্য ত্বয্যপ্যাশঙ্ক্যেত তথাচ সর্ব্বত্রানাশ্বাসপ্রসঙ্গ ইত্যাশঙ্ক্য দৈবমেব

কর্ণ বলিলেন—মহারাজ! যাঁহারা চিরদিন ধন ও মান দ্বারা আবৃত এবং সমস্ত কার্য্যে অন্তরঙ্গ হইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা আপনার মঙ্গলের কথা বলেন না; ইহা অপেক্ষা আর অত্যাশ্চর্য্য কি হইতে পারে? ॥১৩॥

যে লোক বাহিরে সদ্ভাব ও ভিতরে অসদ্ভাবযুক্ত দূষিত হৃদয়ে মঙ্গলের কথা বলে, সে লোক কি করিয়া প্রকৃত হিতৈষীর মত প্রকাশ করিতে পারে? ॥১৪॥

কৃতপ্রজ্ঞোঽকৃতপ্রজ্ঞো বালো বৃদ্ধশ্চ মানবঃ।
সসহায়োঽসহায়শ্চ সর্ব্বং সর্ব্বত্র বিন্দতি ॥১৬॥
শ্রূয়তে হি পুরা কশ্চিদম্বুবীচ ইতীশ্বরঃ।
আসীদ্রাজগৃহে রাজা মাগধানাং মহীক্ষিতাম্ ॥১৭॥
স হীনঃ করণৈঃ সর্বৈরুচ্ছ্বাসপরমো নৃপঃ।
অমাত্যসংস্থঃ সর্বেষু কার্য্যেষ্বেবাভবত্তদা ॥১৮॥
তস্যামাত্যো মহাকর্ণির্বভূবৈকেশ্বরস্তদা।
স লব্ধবলমাত্মানং মন্যমানোঽবমন্যতে ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

নন্থ সহায়াভাবে কথং বিষাদো ন কর্ত্তব্য ইত্যাহ কৃতেতি। কৃতপ্রজ্ঞশ্চিরপর্য্যালোচনয়া লব্ধবৈচক্ষণ্যঃ, অকৃতপ্রজ্ঞশ্চ তদিতরঃ। সর্ব্বং মঙ্গলাদিকম্, সর্বত্র দেশে কালে চ, বিন্দতি লভতে, দৈববশাদেব। অতঃ স্থদৈবসত্ত্বে ত্বমপি মঙ্গলাদিকং লপ্স্যস এবেত্যাশয়ঃ ॥১৬॥

ভীষ্মদ্রোণমতে ন স্থাতব্যমিতি সূচয়িতুমাখ্যায়িকামবতারয়তি শ্রূয়ত ইতি। ঈশ্বরঃ কায়িকশক্তিশালী। রাজগৃহে তদাখ্যে পুরে। মাগধানাং মহীক্ষিতাং বংশে ॥১৭॥

স ইতি। করণৈশ্চক্ষুরাদিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ। উচ্ছ্বাসঃ শ্বাসপ্রশ্বাসকরণমেব পরমঃ প্রধানো যস্য সঃ। অমাত্যসংস্থঃ মন্ত্রিণি নির্ভরশীলঃ, ত্বমিব করণহীনত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১৮॥

তস্যেতি। একেশ্বরো রাজ্যে অদ্বিতীয়ঃ প্রভুঃ। অবমন্যতে রাজানমিতি শেষঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

মুখ্যং বৃদ্ধিহ্রাসাদিহেতুরিত্যাহ—ন মিত্রাণীতি। মিত্রাণি সাধ্বসাধূনি অর্থকৃচ্ছ্রেষু কার্য্যসঙ্কটেষ শ্রেয়সে ইতরায় নাশায় বা ন প্রভবন্তি, হি যস্মাৎ বিধিপূর্ব্বং পুণ্যাপুণ্যৈকহেতুকং সর্ব্বং সুখাদিকম্ ॥১৫॥ এতদেব স্পষ্টয়তি—কৃতেতি। সর্ব্বং দৈবোপনীতম্। সর্ব্বত্র দেশে কালে চ ॥১৬॥ অত্র আখ্যায়িকামাহ—শ্রূয়ত ইতি। ঈশ্বরঃ সমর্থঃ। রাজগৃহে তন্নামকে নগরে ॥১৭॥ করণৈশ্চক্ষুরাদিভির্হীনো বিকলঃ, উচ্ছ্বাস এব পরমো ভবতীতি জ্ঞানহেতুর্যস্য

সঙ্কট উপস্থিত হইলে, মিত্রই মঙ্গল বা অমঙ্গলের কারণ হয় না; দৈববশতই সকলের সুখ বা দুঃখ হইয়া থাকে ॥১৫॥

মানুষ—বুদ্ধিমান্, নির্ব্বোধ, বালক, বৃদ্ধ, সসহায় বা নিঃসহায় হউক, কিন্তু দৈববশতই সে, সকল সময়ে সকল স্থানে সকল লাভ করিয়া থাকে ॥১৬॥

শুনিতে পাই—পূর্ব্বকালে রাজগৃহনগরে মগধরাজবংশে কায়িক-শক্তিশালী 'অম্বুবীচ' নামে কোন রাজা ছিলেন ॥১৭॥

তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় ছিল না বলিয়া তিনি কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসই করিতে পারিতেন; তাই তিনি সমস্ত কার্য্যেই মন্ত্রীর উপরে নির্ভরশীল ছিলেন ॥১৮॥

মহাকর্ণি নামে তাঁহার এক মন্ত্রী ছিলেন, সেই মন্ত্রীই একমাত্র প্রভু

স রাজ্ঞ উপভোগ্যানি স্ত্রিয়ো রত্নধনানি চ।
আদদে সর্ব্বশো মূঢ় ঐশ্বর্য্যঞ্চ স্বয়ং তদা ॥২০॥
তদাদায় চ লুব্ধস্য লোভাল্লোভোঽভ্যবর্দ্ধত।
তথা হি সর্বমাদায় রাজ্যমস্য জিহীর্ষতি ॥২১॥
হীনস্য করণৈঃ সর্বৈরুচ্ছ্বাসপরমস্য চ।
যতমানোঽপি তদ্রাজ্যং ন শশাকেতি নঃ শ্রুতম্ ॥২২॥
কিমন্যদ্বিহিতা নূনং তস্য সা পুরুষেন্দ্রতা।
যদি তে বিহিতং রাজ্যং ভবিষ্যতি বিশাংপতে! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স মহাকর্ণিঃ। মূঢ়ঃ পাপাসক্তত্বাৎ। ঐশ্বর্য্যং সেনাবাহনাদিকম্ ॥২০॥

তদিতি। লুব্ধস্য মহাকর্ণেঃ। অস্য অম্বুবীচস্য রাজ্যম্, জিহীর্ষতি হর্ত্তুমিচ্ছতি স্ম ॥২১॥

হীনস্যেতি। যতমানোঽপি মহাকর্ণিঃ, তদ্রাজ্যং হর্ত্তুং ন শশাক দৈবাদেবেতি ভাবঃ॥২২॥

কিমিতি। অন্যৎ কিং ব্রবীমীত্যর্থঃ। তস্য অম্বুবীচস্য, সা পুরুষেন্দ্রতা রাজত্বম্, নূনং নিশ্চিতমেব, বিহিতা দৈবেন নিরূপিতা। অতএব মন্ত্রিণা হর্ত্তুং ন শক্তা। অতএব হে বিশাংপতে! যদি তে তবাপি রাজ্যম্, বিহিতং দৈবেন নিরূপিতম্, তদা ভবিষ্যতি স্থাস্যতি ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

সঃ। অমাত্যসংস্থঃ অমাত্যাধীনঃ ॥১৮॥ অবমন্যতে রাজানমিতি শেষঃ ॥১৯—২১॥ ন শশাক হর্ত্তুমিতি শেষঃ ॥২২॥ আখ্যায়িকাতাৎপর্য্যমাহ—কিমিতি। তস্য অম্বুবীচস্য। সা পুরুষেন্দ্রতা তৎ নরেন্দ্রত্বম্। নূনং বিহিতা বিধিপ্রাপ্তৈব ন তু যত্নসম্পাদিতা। কিমন্য-

---

ছিলেন; সুতরাং তিনি আপনাকে শক্তিশালী মনে করিয়া সর্ব্বদাই রাজাকে অবজ্ঞা করিতেন ॥১৯॥

সেই পাপিষ্ঠ মন্ত্রী, রাজার উপভোগ্য স্ত্রী, ধন, রত্ন, বল ও বাহনপ্রভৃতি সমস্তই আত্মসাৎ করিয়াছিলেন ॥২০॥

সেই সমস্ত আত্মসাৎ করিতে পারায় সেই লোভী মন্ত্রীর লোভ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল; তাই তিনি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া, পরে রাজ্যও লইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥২১॥

কিন্তু ইন্দ্রিয়হীন কেবলপ্রাণধারী রাজার রাজ্য লইবার চেষ্টা করিয়াও দৈববশতই মন্ত্রী তাহা পারেন নাই; ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥২২॥

আর কি বলিব, অম্বুবীচের সেই রাজত্ব নিশ্চয়ই দৈবনির্দ্দিষ্ট ছিল। অতএব মহারাজ! আপনার রাজত্বও যদি দৈবনির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে ইহা থাকিবে ॥২৩॥

মিষতঃ সর্ব্বলোকস্য স্থাস্যতে ত্বয়ি তদ্ধ্রুবম্ ।
অতোঽন্যথা চেদ্বিহিতং যতমানো ন লপ্স্যসে ॥২৪॥
এবং বিদ্বন্নুপাদৎস্ব মন্ত্রিণাং সাধ্বসাধুতাম্ ।
দুষ্টানাঞ্চৈব বোদ্ধব্যমদুষ্টানাঞ্চ ভাষিতম্ ॥২৫॥
দ্রোণ উবাচ ।
বিদ্ম তে ভাবদোষেণ যদর্থমিদমুচ্যতে ।
দুষ্ট ! পাণ্ডবহেতোস্ত্বং দোষমাখ্যাপয়স্যুত ॥২৬॥
হিতন্তু পরমং কর্ণ ! ব্রবীমি কুলবর্দ্ধনম্ ।
অথ ত্বং মন্যসে দুষ্টং ব্রূহি যৎ পরমং হিতম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

মিষত ইতি । মিষতঃ পশ্যতঃ । তৎ রাজ্যম্ । বিহিতং দৈবেন । যতমানোঽপি ত্বম্ ॥২৪॥

এবমিতি । হে বিদ্বন্ ! এবমিত্থং মন্ত্রণয়া, মন্ত্রিণাং ভীষ্মাদীনাম্, সাধ্বসাধুতাম্, উপাদৎস্ব গৃহাণ জানীহীত্যর্থঃ । বোদ্ধব্যং বিবেচনীয়ম্ । এতেন শক্রহিতৈষিত্বাদ্ভীষ্মাদয়ো দুষ্টাঃ ভবতো হিতৈষিত্বাচ্চ বয়মদুষ্টা ইতি সূচিতম্ ॥২৫॥

বিদ্মেতি । ভাবদোষেণ স্বভাবদোষেণ খলতয়েত্যর্থঃ, তে ত্বয়া, যদর্থম্, ইদমীদৃশম্, উচ্যতে ; তৎ, বিদ্ম জানীমঃ । দোষম্, আবয়োর্ভীষ্মদ্রোণয়োঃ ॥২৬॥

হিতমিতি । অথ পক্ষান্তরে । দুষ্টং ধৃতরাষ্ট্রপক্ষে অহিতম্ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

দদৃষ্টাৎ পরায়ণমস্তি ন কিমপীতি ভাবঃ । প্রকৃতে যোজয়তি যদীতি ॥২৩—২৫॥ তে তব

সমস্ত লোকের সমক্ষে নিশ্চয়ই আপনার রাজত্ব থাকিবে। আর, বিধাতাই যদি অন্যরূপ বিধান করিয়া থাকেন, তবে আপনি চেষ্টা করিয়াও ইহা রাখিতে পারিবেন না ॥২৪॥

মহারাজ ! আপনি বুদ্ধিমান্ ; সুতরাং আপনি এইরূপ মন্ত্রণা দ্বারাই মন্ত্রিগণের সাধুতা ও অসাধুতা বুঝিয়া লউন। দুষ্টের বাক্য এবং অদুষ্টের বাক্য, দু'ই বিবেচনা করিবেন' ॥২৫॥

দ্রোণ বলিলেন—কর্ণ ! স্বভাবের দোষে যাহার জন্য তুমি এইরূপ বলিতেছ, তাহা আমরা বুঝিতেছি। দুষ্ট ! তুমি পাণ্ডবদের জন্য আমাদের দোষ কীর্ত্তন করিতেছ ! ॥২৬॥

কর্ণ ! কুরুকুলের উন্নতির জন্য আমি পরম হিতের কথাই বলিয়াছি ; ইহাকে যদি তুমি দূষিত মনে কর, তবে তোমার মতে যাহা বিশেষ হিতকর হয়, তাহা বল ॥২৭॥

অতোঽন্যথা চেৎ ক্রিয়তে যদ্‌ব্রবীমি পরং হিতম্।
কুরবো বৈ বিনঙ্‌ক্ষ্যন্তি নচিরেণৈব মে মতিঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে দ্রোণবাক্যং নাম সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বিদুর উবাচ।

রাজন্! নিঃসংশয়ং শ্রেয়ো বাচ্যস্ত্বমসি বান্ধবৈঃ।
ন ত্বশুশ্রূষমাণে বৈ বাক্যং সম্প্রতিতিষ্ঠতি ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অত ইতি। অহং যৎ পরং হিতং ব্রবীমি, অতঃ অস্মাদন্যথা চেৎ ক্রিয়ত ইত্যন্বয়ঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

রাজন্নিতি। হে রাজন্! ত্বম্, বান্ধবৈঃ, নিঃসংশয়ং শ্রেয়ো মঙ্গলমেব বাচ্যোঽসি। অতো বান্ধবত্বাদ্ভীষ্মেণ দ্রোণেন ময়া চ শ্রেয় এবোচ্যত ইতি ভাবঃ। কিন্তু অশুশ্রূষমাণে শ্রোতুমনিচ্ছতি ত্বয়ি, বাক্যং ন সম্প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিষ্ঠাং ন লভতে ফলোপধায়কং ন ভবতীত্যর্থঃ। অতস্ত্বয়াপ্যস্মাকং বাক্যং শ্রোতব্যমিত্যাশয়ঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

মতং বিদ্ম, ভাবদোষেণ ॥২৬—২৭॥ অহং যৎ ব্রবীমি অতোঽন্যথা ॥২৮॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৭॥

কিন্তু আমার ধারণা এই যে, আমি যে হিতের কথা বলিয়াছি, রাজা যদি তাহার অন্যথা করেন, তবে অচিরকালমধ্যেই কুরুকুল বিনষ্ট হইবে' ॥২৮॥

বিদুর বলিলেন—'মহারাজ! আপনার নিকটেও বন্ধুবর্গের অবশ্যই হিতের কথা বলা উচিত; আবার আপনারও তাহা শুনিবার ইচ্ছা থাকা চাই; না হইলে সে কথা কোনই ফল জন্মাইতে পারে না ॥১॥

---

* '...দ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ...' '...চতুরধিকদ্বিশততমঃ...' 'ষড়ধিকদ্বিশততমঃ...' '...ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি। (১)...ন ত্বশুশ্রূষমাণেষু...।

প্রিয়ং হিতঞ্চ যদ্বাক্যমুক্তবান্ কুরুসত্তমঃ।
ভীষ্মঃ শান্তনবো রাজন্! প্রতিগৃহ্লাসি তদ্বচঃ? ॥২॥
তথা দ্রোণেন বহুধা ভাষিতং হিতমুত্তমম্।
তচ্চ রাধাসুতঃ কর্ণো মন্যতে ন হিতং তব ॥৩॥
চিন্তয়ংশ্চ ন পশ্যামি রাজন্! তব সুহৃত্তমম্।
আভ্যাং পুরুষসিংহাভ্যাং যো বা স্যাৎ প্রজ্ঞয়াধিকঃ ॥৪॥
ইমৌ হি বৃদ্ধৌ বয়সা প্রজ্ঞয়া চ শ্রুতেন চ।
সমৌ চ ত্বয়ি রাজেন্দ্র! তথা পাণ্ডুসুতেষু চ ॥৫॥
ধর্ম্মে চানবরৌ রাজন্! সত্যতায়াঞ্চ ভারত!।
রামাদ্দাশরথেশ্চৈব গয়াচ্চৈব ন সংশয়ঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

প্রিয়মিতি। প্রতিগৃহ্লাসীতি কাকুঃ। তদা ততো নাধিকং কিঞ্চিদ্বক্তব্যমস্তীতি ভাবঃ ॥২॥

তথেতি। রাধাসুত ইত্যনেন কর্ণস্য নীচতয়া তদমননমকিঞ্চিৎকরমিতি সূচিতম্ ॥৩॥

চিন্তয়ন্নিতি। হে রাজন্! অহং চিন্তয়ন্নপি, আভ্যাং ভীষ্মদ্রোণরূপাভ্যাং পুরুষসিংহাভ্যাং সকাশাৎ তব সুহৃত্তমম্, যো বা প্রজ্ঞয়া বুদ্ধ্যা অধিকঃ স্যাৎ, তঞ্চ জনম্, ন পশ্যামি। অতোঽনয়োর্ব্বচনং ত্বয়া সর্ব্বথৈব গ্রাহ্যমিতি ভাব: ॥৪॥

অপি চাহ ইমাবিতি। ইমৌ ভীষ্মদ্রোণৌ। প্রজ্ঞয়া বুদ্ধ্যা, শ্রুতেন শাস্ত্রজ্ঞানেন চ। সমৌ তুল্যসম্পর্কৌ। অতোঽপ্যনয়োর্ব্বচনং গ্রাহ্যমিত্যাশয়ঃ ॥৫॥

অথ তথাভূতৌ সন্তাবপি অধার্ম্মিকৌ চেদিত্যাহ ধর্ম্ম ইতি। ধর্ম্মে সত্যতায়াঞ্চ, দাশরথে রামাৎ গয়াদসুরাচ্চ অনবরৌ অনিকৃষ্টৌ। ইমৌ ভীষ্মদ্রোণাবিতি সম্বন্ধঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

রাজন্নিতি ॥১—৩॥ আভ্যাং ভীষ্মদ্রোণাভ্যাম্, পঞ্চম্যন্তমিদম্ ॥৪—৫॥ অনবরৌ

অতএব কুরুবংশশ্রেষ্ঠ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আপনার যে প্রীতিকর ও হিতকর বাক্য বলিয়াছেন, তাহা আপনি গ্রহণ করিয়াছেন কি? ॥২॥

এবং দ্রোণাচার্য্যও বহুবিধ উত্তম হিতের কথাই বলিয়াছেন। তবে, রাধার পুত্র কর্ণ সে কথাগুলিকে আপনার হিতকর বলিয়া মনে করিতেছেন না ॥৩॥

কিন্তু আমি বিশেষ চিন্তা করিয়াও এই দুই জন পুরুষশ্রেষ্ঠ অপেক্ষা আপনার প্রধান সুহৃদ্ বা প্রধান বুদ্ধিমান্ লোক দেখিতে পাই না ॥৪॥

আর, ইঁহারা দুই জনই বয়সে, বুদ্ধিতে এবং শাস্ত্রজ্ঞানে বৃদ্ধ এবং আপনার ও পাণ্ডবগণের তুল্যসম্পর্কী ॥৫॥

---

(২)…প্রতিগৃহ্লাসি তন্ন চ। (৬) ধর্ম্মে চানুপমৌ রাজন্!।

ন চোক্তবন্তাবশ্রেয়ঃ পুরস্তাদপি কিঞ্চন।
ন চাপ্যপকৃতং কিঞ্চিদনয়োর্লক্ষ্যতে ত্বয়ি ॥৭॥
তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রাবনাগসি নৃপ! ত্বয়ি।
ন মন্ত্রয়েতাং ত্বচ্ছ্রেয়ঃ কথং সত্যপরাক্রমৌ ॥৮॥
প্রজ্ঞাবন্তৌ নরশ্রেষ্ঠাবস্মিল্লোঁকে নরাধিপ!।
ত্বন্নিমিত্তমতো নেমৌ কিঞ্চিজ্জিহ্মং বদিষ্যতঃ ॥৯॥
ইতি মে নৈষ্ঠিকী বুদ্ধির্বর্ত্ততে কুরুনন্দন!।
ন চার্থহেতোর্ধর্ম্মজ্ঞৌ বক্ষ্যতঃ পক্ষসংশ্রিতম্।
এতদ্ধি পরমং শ্রেয়ো মন্যেঽহং তব ভারত! ॥১০॥
দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ পুত্রা রাজন্! যথা তব।
তথৈব পাণ্ডবেয়াস্তে পুত্রা রাজন্! ন সংশয়ঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

কিঞ্চ নেতি। পুরস্তাৎ পূর্ব্বম্। উক্তবন্তৌ ইমৌ। অপকৃতমিতি ভাবে ক্তঃ ॥৭॥
তাবিতি। উভৌ ভীষ্মদ্রোণৌ। অনাগসি নিরপরাধে। ত্বচ্ছ্রেয়ঃ তব হিতম্ ॥৮॥
প্রজ্ঞেতি। যতো ভীষ্মদ্রোণৌ প্রজ্ঞাবন্তৌ নবশ্রেষ্ঠৌ চ, অত ইমৌ, জিহ্মং কুটিলম্ ॥৯॥
ইতীতি। নৈষ্ঠিকী নিষ্পত্তিবিষয়া নিঃসন্দেহেতি যাবৎ। অর্থহেতোঃ কস্যাপি প্রয়োজনস্য হেতোঃ। পক্ষসংশ্রিতম্ একতরপক্ষবিষয়ম্। শ্রেয়ো মঙ্গলম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥
ন কেবলমনয়োর্মতেন তবাপ্যেতদৌচিত্যেন কর্ত্তব্যমিত্যাহ দুর্য্যোধনেতি। তে তব ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রেষ্ঠৌ ॥৬॥ অনয়োঃ এতাভ্যাম্, কর্ত্তরি ষষ্ঠী ॥৭—৯॥ পক্ষসংশ্রিতমন্যতরস্যৈব হিতম্

তা'র পর, ইঁহারা ধর্ম্মে এবং সত্যেও দশরথনন্দন রাম বা গয়াসুর হইতেও অবশ্যই নিকৃষ্ট নহেন ॥৬॥

আর, ইঁহারা পূর্ব্বে কখনও আপনার কোনই অহিতের কথা বলেন নাই বা আপনার কোন অপকার করিয়াছেন বলিয়াও লক্ষ্য করি নাই ॥৭॥

মহারাজ! আপনার কোন দোষ নাই, ইঁহারাও পুরুষশ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ বিক্রমশালী; সুতরাং ইঁহারা কেন আপনার হিতের কথা বলিবেন না ॥৮॥

ইঁহারা এই জগতের মধ্যেই বুদ্ধিমান্ ও মনুষ্যশ্রেষ্ঠ; সুতরাং ইঁহারা আপনার জন্য কোন কপটের কথাই বলিবেন না ॥৯॥

ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা যে, ভীষ্ম ও দ্রোণ ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া কোন প্রয়োজনের জন্যই এক পক্ষের কথা বলিবেন না। সুতরাং ইঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আপনার পক্ষে পরম মঙ্গল বলিয়া আমি মনে করি ॥১০॥

তেষু চেদহিতং কিঞ্চিন্মন্ত্রয়েয়ুরতদ্বিদঃ।
মন্ত্রিণস্তে ন চ শ্রেয়ঃ প্রপশ্যন্তি বিশেষতঃ ॥১২॥
অথ তে হৃদয়ে রাজন্! বিশেষঃ স্বেষু বর্ত্ততে।
অন্তরস্থং বিবৃণ্বানাঃ শ্রেয়ঃ কুর্য্যুর্ন তে ধ্রুবম্ ॥১৩॥
এতদর্থমিমৌ রাজন্! মহাত্মানৌ মহাদ্যুতী।
নোচতুর্বিকৃতং কিঞ্চিন্ন হ্যেষ তব নিশ্চয়ঃ ॥১৪॥
যচ্চাপ্যশক্যতাং তেষামাহতুঃ পুরুষর্ষভৌ।
তত্তথা পুরুষব্যাঘ্র! তব তদ্ভদ্রমস্তু তে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তেম্বিতি। অতদ্বিদঃ তাদৃশতুল্যতানভিজ্ঞাঃ। অতঃ কর্ণস্তে শ্রেয়ো ন পশ্যতীতি ভাবঃ ॥১২॥

অথেতি। স্বেষু স্বপুত্রেষু, বিশেষঃ স্নেহাতিরেকঃ। অন্তরস্থং তং স্নেহাতিরেকম, বিবৃণ্বানাঃ প্রকাশয়ন্তঃ, তে মন্ত্রিণঃ, শ্রেয়ো ন কুর্য্যুঃ, প্রভোর্ভাবগোপনস্যৈবৌচিত্যাদিত্যাশয়ঃ ॥১৩॥

এতদিতি। এতদর্থং তবান্তরস্থভাবগোপনার্থম্। ইমৌ ভীষ্মদ্রোণৌ। বিকৃতং বিরুদ্ধম্ ॥১৪॥

যদিতি। তেষাং পাণ্ডবানাম্, অশক্যতাং বিক্রমেণায়ত্তীকরণস্যাসাধ্যতাম্ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১০—১১॥ তেষু পাণ্ডবেষু ॥১২॥ তে তব মন্ত্রিণস্তবান্তরস্থং বিশেষং বিবৃণ্বানাস্তে ধ্রুবং শাশ্বতং হিতং ন কুর্য্যুঃ, তব বৈষম্যদোষমেব তে প্রকাশয়িষ্যন্তি ন তু কার্য্যং সাধয়িষ্যন্তি ইত্যর্থঃ ॥১৩॥ এতদর্থং পাণ্ডবানাং শ্রেয়োঽর্থম্। বিবৃতং বিস্পষ্টম, "বিকৃতম্" ইতি পাঠে পরুষম্, এষ পাণ্ডবানাং শ্রেয়ো ভবত্বিত্যেবংরূপঃ। হিশব্দেন তত্র তস্যৈব প্রতীতিং প্রমাণয়তি ॥১৪॥ যচ্চেতি। অশক্যতামজয্যতাম্, তব পুরস্তাৎ যচ্চাহতুরিতি সম্বন্ধঃ।

তা'র পর, দুর্য্যোধনপ্রভৃতিও যেমন আপনার পুত্র, পাণ্ডবেরাও তেমনই আপনার পুত্র ॥১১॥

ইহা না বুঝিয়া যদি মন্ত্রীরা পাণ্ডবদের কোন অহিতের কথা বলেন, তবে তাঁহারা বিশেষভাবে আপনার হিত দেখেন না ॥১২॥

তা'র পর, যদিও আপনার মনে নিজের পুত্রদের উপরে অধিক স্নেহ থাকে, তথাপি আপনার সেই অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিয়া মন্ত্রীরা নিশ্চয়ই ভাল কার্য্য করেন না ॥১৩॥

এই জন্যই মহাত্মা ও মহাতেজা ভীষ্ম ও দ্রোণ কোন বিরুদ্ধ কথা বলেন নাই; তবে আপনি তাহা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই ॥১৪॥

বিক্রম দ্বারা পাণ্ডবগণকে আয়ত্ত করিতে পারা যাইবে না, ইহা যে ভীষ্ম

কথং হি পাণ্ডবঃ শ্রীমান্ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ।
শক্যো বিজেতুং সংগ্রামে রাজন্! মঘবতাপি হি ॥১৬॥
ভীমসেনো মহাবাহুর্নাগাযুতবলো মহান্।
কথং স্ম যুধি শক্যেত বিজেতুমমরৈরপি ॥১৭॥
তথৈব কৃতিনৌ যুদ্ধে যমৌ যমসুতাবিব।
কথং বিজেতুং শক্যৌ তৌ রণে জীবিতুমিচ্ছতা ॥১৮॥
যস্মিন্ ধৃতিরনুক্রোশঃ ক্ষমা সত্যং পরাক্রমঃ।
নিত্যানি পাণ্ডবে জ্যেষ্ঠে স জীয়েত রণে কথম্ ॥১৯॥
যেষাং পক্ষধরো রামো যেষাং মন্ত্রী জনার্দ্দনঃ।
কিন্নু তৈরজিতং সংখ্যে যেষাং পক্ষে চ সাত্যকিঃ ॥২০॥
দ্রুপদঃ শ্বশুরো যেষাং যেষাং শ্যালাশ্চ পার্ষতাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখা বীরা ভ্রাতরো দ্রুপদাত্মজাঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবানাং জেতুমশক্যতামেব দর্শয়তি ষড্‌ভিঃ কথমিতি। মঘবতা ইন্দ্রেণাপি ॥১৬॥

ভীমেতি। নাগাযুতবলো দশসহস্রহস্তিতুল্যবলশালী, মহান্ বিশালাকৃতিঃ ॥১৭॥

তথেতি। কৃতিনৌ নিপুণৌ। যমৌ নকুলসহদেবৌ ॥১৮॥

যস্মিন্নিতি। ধৃতির্ধৈর্য্যম্, অনুক্রোশো দয়া। জ্যেষ্ঠে যুধিষ্ঠিরে ॥১৯॥

যেষামিতি। পক্ষধরঃ সাহায্যকারী। সংখ্যে যুদ্ধে। সর্বত্র বন্ধুত্বাদিতি ভাবঃ। পার্ষতাঃ পৃষতস্যাপত্যানি পৌত্রাঃ ॥২০—২১॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্তুদ্রমস্তু তে তৎ তেভ্যঃ পাণ্ডবেভ্যস্তব ভদ্রমস্তু, ক্রুদ্ধাঃ পাণ্ডবাস্তব সর্ব্বান্ পুত্রান্ মা হিংস্যু-

ও দ্রোণ বলিয়াছেন, তাহা আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য। সুতরাং আপনার মঙ্গল হউক ॥১৫॥

মহারাজ! স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে সব্যসাচী অর্জ্জুনকে জয় করিতে কোন প্রকারেই সমর্থ নহেন ॥১৬॥

এবং দশ সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালী বিশালাকৃতি মহাবাহু ভীমসেনকে দেবতারাও যুদ্ধে জয় করিতে পারেন না ॥১৭॥

আর, যমের পুত্রের তুল্য যুদ্ধনিপুণ নকুল ও সহদেবকে জীবনার্থী কোন্ লোক যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হয়? ॥১৮॥

তা'র পর, যে যুধিষ্ঠিরে ধৈর্য্য, দয়া, ক্ষমা, সত্য ও পরাক্রম এই গুলি গুণ সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহাকে যুদ্ধে জয় করা যায় কি করিয়া? ॥১৯॥

তা'র পর, বলরাম ও সাত্যকি যাঁহাদের সাহায্যকারী, কৃষ্ণ যাঁহাদের

সোঽশক্যতাঞ্চ বিজ্ঞায় তেষামগ্রে চ ভারত!।
দায়াদতাঞ্চ ধর্ম্মেণ সম্যক্ তেষু সমাচর ॥২২॥
ইদং নির্দ্দিষ্টমযশঃ পুরোচনকৃতং মহৎ।
তেষামনুগ্রহেণাদ্য রাজন্! প্রক্ষালয়াত্মনঃ ॥২৩॥
তেষামনুগ্রহশ্চায়ং সর্ব্বেষাঞ্চৈব নঃ কুলে।
জীবিতঞ্চ পরং শ্রেয়ঃ ক্ষত্রস্য চ বিবর্দ্ধনম্ ॥২৪॥
দ্রুপদোঽপি মহান্ রাজা কৃতবৈরশ্চ নঃ পুরা।
তস্য সংগ্রহণং রাজন্! স্বপক্ষস্য বিবর্দ্ধনম্ ॥২৫॥
বলবন্তশ্চ দাশার্হা বহবশ্চ বিশাংপতে!।
যতঃ কৃষ্ণস্ততঃ সর্ব্বে যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। হে ভারত! স ত্বম্, অগ্রে প্রথম এব, তেষাং পাণ্ডবানাং জেতুমশক্যতাং বিজ্ঞায়, ধর্ম্মেণ তেষ দায়াদতাং পৈতৃকধনভাগিতাম্, সম্যক্ সমাচর কুরু ॥২২॥

ইদমিতি। হে রাজন্! অদ্য তেষাং পাণ্ডবানাং সম্বন্ধে অনুগ্রহেণ, পুরোচনকৃতম্, নির্দ্দিষ্টমসন্দিগ্ধম্, মহদিদম্, আত্মনঃ অযশঃ প্রক্ষালয়। তেষাং রাজ্যার্দ্ধদানে তদযশো বিনঙ্ক্ষ্যতীতি ভাবঃ ॥২৩॥

তেষামিতি। অয়ং রাজ্যার্দ্ধদানপ্রকারঃ, তেষাং পাণ্ডবানাম্, নোঽস্মাকং কুলে সর্ব্বেষাং জনানাঞ্চ সম্বন্ধে অনুগ্রহঃ। কিঞ্চ যুদ্ধাভাবে জীবিতঞ্চ ক্ষত্রস্য বিবর্দ্ধনঞ্চ পরং শ্রেয়ঃ। যুদ্ধ-করণে তু বীরাণাং মৃত্যুস্তেন চ ক্ষত্রক্ষয়োঽবশ্যম্ভাবীতি ভাবঃ ॥২৪॥

দ্রুপদ ইতি। পুরা দ্রোণায় গুরুদক্ষিণাদানকালে। সংগ্রহণং প্রসাদনেনায়ত্তীকরণম্ ॥২৫॥

মন্ত্রী, দ্রুপদ রাজা যাঁহাদের শ্বশুর এবং ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি মহাবীর দ্রুপদপুত্রগণ যাঁহাদের শ্যালক, সেই পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কি জয় না করিয়াছেন? ॥২০—২১॥

অতএব মহারাজ! আপনি প্রথমে পাণ্ডবদের অজেয়তা বুঝিয়া ধর্ম্ম অনুসারে সমীচীনভাবে তাঁহাদের পৈতৃক অংশ ছাড়িয়া দিন ॥২২॥

আজ আপনি পাণ্ডবদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া পুরোচনকৃত অসন্দিগ্ধ নিজের সেই গুরুতর নিন্দা প্রক্ষালন করুন ॥২৩॥

মহারাজ! এইরূপ করিলে, পাণ্ডবদের প্রতি এবং আমাদের বংশের সকলের প্রতি আপনার অনুগ্রহ করা হইবে। কেন না, বাঁচিয়া থাকা এবং ক্ষত্রিয়জাতির বৃদ্ধি করা পরম মঙ্গল ॥২৪॥

তা'র পর, দ্রুপদ এক জন বড় রাজা, অথ চ পূর্ব্বেই আমরা তাঁহার সহিত শত্রুতা করিয়াছি; এখন এইরূপ করিলে, তাঁহাকে আয়ত্ত করা হইবে এবং আত্মপক্ষের উন্নতি করা হইবে ॥২৫॥

যচ্চ সাম্নৈব শক্যেত কার্য্যং সাধয়িতুং নৃপ !।
কো দৈবশপ্তস্তৎ কার্য্যং বিগ্রহেণ সমাচরেৎ ॥২৭॥
শ্রুত্বা চ জীবতঃ পার্থান্ পৌরজানপদা জনাঃ।
বলবদ্দর্শনে হৃষ্টাস্তেষাং রাজন্ ! প্রিয়ং কুরু ॥২৮॥
দুর্য্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
অধর্ম্মযুক্তা দুষ্প্রজ্ঞা বালা মৈষাং মতং কৃথাঃ ॥২৯॥
উক্তমেতৎ পুরা রাজন্ ! ময়া গুণবতস্তব।
দুর্য্যোধনাপরাধেন প্রজেয়ং বৈ বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে বিদুরবাক্যং নামাষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

বলেতি। দাশার্হা যাদবাঃ। যতো যস্মিন্, ততস্তস্মিন্। সর্ব্বে দাশার্হাঃ ॥২৬॥

যদিতি। দৈবশপ্তো দৈবেন নিগৃহীতো জনঃ। সমাচরেৎ সাধয়িতুমুদ্যচ্ছেৎ ॥২৭॥

শ্রুত্বেতি। পার্থান্ পাণ্ডবান্। দর্শনে দর্শনার্থম্, বলবদত্যন্তম্, হৃষ্টা হর্ষোৎকণ্ঠিতাঃ ॥২৮॥

দুর্য্যোধন ইতি। দুষ্প্রজ্ঞা দুষ্টবুদ্ধয়ঃ, বালা মূর্খাশ্চ। মা কৃথা ন কুরু ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

রিতি ভাবঃ ॥১৫—২১॥ অগ্রে তৎপিতুরেব পাণ্ডোঃ রাজ্যভাগিত্বকালে, দায়াদ্যতাং পিতৃধনভোজনার্হতাম্ ॥২২—২৭॥ বলবদত্যন্তম্ ॥২৮—৩০॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৮॥

আর এক কথা, যদুবংশীয়েরা বলবান্ অথ চ সংখ্যায় বহুতর; তাহারা সকলেই কৃষ্ণ যে দিকে থাকিবেন, সেই দিকেই থাকিবে; অতএব কৃষ্ণ যে দিকে থাকিবেন, সেই দিকেই জয় হইবে ॥২৬॥

তা'র পর, যে কার্য্য শান্তভাবে সম্পন্ন করা যায়, সেই কার্য্যকে কোন্ দৈবনিগৃহীত লোক যুদ্ধ করিয়া সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করে ? ॥২৭॥

এদিকেও, পাণ্ডবগণ জীবিত আছেন, ইহা শুনিয়া পুরবাসী ও দেশবাসী সমস্ত লোকই তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য আনন্দে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে; আপনি তাহাদের সন্তোষের কার্য্য করুন ॥২৮॥

কিন্তু, দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি, ইহারা অধার্ম্মিক, দুষ্টবুদ্ধি এবং মূর্খ; সুতরাং আপনি ইহাদের মত অনুসারে কার্য্য করিবেন না ॥২৯॥

* '...ত্র্যধিকদ্বিশততমঃ...' '...পঞ্চাধিকদ্বিশততমঃ...' '...সপ্তাধিকদ্বিশততমঃ...' '...চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ভীষ্মঃ শান্তনবো বিদ্বান্ দ্রোণশ্চ ভগবানৃষিঃ।
হিতঞ্চ পরমং বাক্যং ত্বঞ্চ সত্যং ব্রবীষি মাম্ ॥১॥
যথৈব পাণ্ডোস্তে বীরাঃ কুন্তীপুত্রা মহারথাঃ।
তথৈব ধর্ম্মতঃ সর্বে মম পুত্রা ন সংশয়ঃ ॥২॥
যথৈব মম পুত্রাণামিদং রাজ্যং বিধীয়তে।
তথৈব পাণ্ডুপুত্রাণামিদং রাজ্যং ন সংশয়ঃ ॥৩॥
ক্ষত্তরানয় গচ্ছৈতান্ সহ মাত্রা সুসৎকৃতান্।
তয়া চ দেবরূপিণ্যা কৃষ্ণয়া সহ ভারত! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

উক্তমিতি। পুরা দুর্য্যোধনজন্মসময় এব। প্রজা প্রায়েণ জনঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভীষ্ম ইতি। ভীষ্মদ্রোণয়োর্যথাক্রমং বিদ্বত্ত্বেন ঋষিত্বেন চাভ্যর্হিতত্বমিতি ভাবঃ ॥১॥

যথেতি। ধর্ম্মতো ন্যায়তঃ। ত এব সর্ব্বে, মম মমাপি। "সর্ব্বেষামেকজাতানামেকশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ। সর্বে তে তেন পুত্রেণ পুত্রিণো মনুরব্রবীৎ॥" ইতি স্মৃতেরিত্যাশয়ঃ ॥২॥

তেন কিমিত্যাহ যথেতি। তথৈব পাণ্ডুপুত্রাণামিদং রাজ্যং ময়া বিধাতব্যমিতি শেষঃ ॥৩॥

মহারাজ! আপনি গুণবান্; তাই আমি আপনার নিকট পূর্ব্বেই এই কথা বলিয়াছিলাম যে, দুর্য্যোধনের অপরাধেই লোক বিনষ্ট হইবে' ॥৩০॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'বিদুর! শান্তনুনন্দন জ্ঞানবান্ ভীষ্ম, মাহাত্ম্যশালী ঋষি দ্রোণাচার্য্য এবং তুমি যথার্থই আমাকে অত্যন্ত হিতের কথা বলিয়াছ ॥১॥

বীর ও মহারথ যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি যেমন পাণ্ডুর পুত্র, ন্যায় অনুসারে তাঁহারা সকলেই আমারও তেমনই পুত্র; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২॥

অতএব এই রাজ্য যেমন আমার পুত্রগণকে দিয়াছি, তেমন পাণ্ডুর পুত্রগণকেও দিতে হইবে; তাহাতেও কোন সংশয় নাই ॥৩॥

[৩] ·ইদং রাজ্যমসংশয়ম্। [৪]···সহ মাত্রা সুসংস্কৃতান্···।

দিষ্ট্যা জীবন্তি তে পার্থা দিষ্ট্যা জীবতি সা পৃথা।
দিষ্ট্যা দ্রুপদকন্যাঞ্চ লব্ধবন্তো মহারথাঃ ॥৫॥
দিষ্ট্যা বর্দ্ধামহে সর্ব্বে দিষ্ট্যা শান্তঃ পুরোচনঃ।
দিষ্ট্যা মম পরং দুঃখমপনীতং মহাদ্যুতে! ॥৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো জগাম বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ।
সকাশং যজ্ঞসেনস্য পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত! ॥৭॥
সমুপাদায় রত্নানি বসূনি বিবিধানি চ।
দ্রৌপদ্যাঃ পাণ্ডবানাঞ্চ যজ্ঞসেনস্য চৈব হ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)
তত্র গত্বা স ধর্ম্মজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
দ্রুপদং ন্যায়তো রাজন্! সংযুক্তমুপতস্থিবান্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষত্তরিতি। হে ক্ষত্তঃ! বিদুর!। মাত্রা কুন্ত্যা। সুসংকৃতান্ অত্যাদৃতান্ ॥৪॥

দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ! পৃথা কুন্তী ॥৫॥

দিষ্ট্যেতি। শান্তো নিবৃত্তো মৃত ইত্যর্থঃ। অপনীতম্, পাণ্ডবানাং বিচ্ছেদাজননাৎ ॥৬॥

তত ইতি। শাসনাদাদেশাৎ। যজ্ঞসেনস্য দ্রুপদস্য। বসূনি তল্লভ্যানি বস্ত্রাদীনি ॥৭—৮॥

তত্রেতি। সংযুক্তং বিবাহসম্বন্ধেন সম্বদ্ধম্। উপতস্থিবান্ নমস্কারাদিনা সেবিতবান্ ॥৯॥

সুতরাং বিদুর! তুমিই যাও, যাইয়া কুন্তী ও দেবরূপিণী দ্রৌপদীর সহিত বিশেষ আদর করিয়া পাণ্ডবগণকে লইয়া আইস ॥৪॥

ভাগ্যবশতঃ পাণ্ডবেরা বাঁচিয়া আছে, ভাগ্যবশতঃ কুন্তী বাঁচিয়া আছেন এবং ভাগ্যবশতই পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছে ॥৫॥

আর, ভাগ্যবশতঃ আমরা সকলেই উন্নতি লাভ করিয়াছি, ভাগ্যবশতঃ পুরোচন বেটা মরিয়া গিয়াছে এবং ভাগ্যবশতই আমার দুঃখ দূরীভূত হইয়াছে ॥৬॥

তাহার পর, বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ-অনুসারে দ্রৌপদী, পাণ্ডবগণ ও দ্রুপদপ্রভৃতির জন্য নানাবিধ ধন ও রত্ন লইয়া দ্রুপদ ও পাণ্ডবগণের নিকটে গমন করিলেন ॥৭—৮॥

মহারাজ! সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর সেখানে যাইয়া যথানিয়মে বৈবাহিক দ্রুপদের সংবর্দ্ধনা করিলেন ॥৯॥

---

(৯)·· সংযুক্তমিব তস্থিবান্।

স চাপি প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মেণ বিদুরং ততঃ।
চক্রতুশ্চ যথান্যায়ং কুশলপ্রশ্নসংবিদম্ ॥১০॥
দদর্শ পাণ্ডবাংস্তত্র বাসুদেবঞ্চ ভারত !।
স্নেহাৎ পরিষ্বজ্য স তান্ পপ্রচ্ছানাময়ং ততঃ ॥১১॥
তৈশ্চাপ্যমিতবুদ্ধিঃ স পূজিতো হি যথাক্রমম্।
বচনাদ্ধৃতরাষ্ট্রস্য স্নেহযুক্তং পুনঃ পুনঃ ॥১২॥
পপ্রচ্ছানাময়ং রাজন্! ততস্তান্ পাণ্ডুনন্দনান্।
প্রদদৌ চাপি রত্নানি বিবিধানি বসূনি চ ॥১৩॥
পাণ্ডবানাঞ্চ কুন্ত্যাশ্চ দ্রৌপদ্যাশ্চ বিশাংপতে !।
দ্রুপদস্য চ পুত্রাণাং যথা দত্তানি কৌরবৈঃ ॥১৪॥ (বিশেষকম্)
প্রোবাচ চামিতমতিঃ প্রশ্রিতং বিনয়ান্বিতঃ।
দ্রুপদং পাণ্ডুপুত্রাণাং সন্নিধৌ কেশবস্য চ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। কুশলপ্রশ্নেন সংবিদং সম্ভাষণম্, দ্রুপদবিদুরৌ পরস্পরমিতি শেষঃ। 'স্ত্রী সংবিজ্জ্ঞানসম্ভাষাক্রিয়াকারাজিনামসু।" ইত্যমরঃ ॥১০॥

দদর্শেতি। স বিদুরঃ। অনাময়মারোগ্যম্ ॥১১॥

তৈরিতি। যথাক্রমং জ্যেষ্ঠানুক্রমেণ তৈর্যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ পূজিতঃ অভিবাদনাদিনা সম্মানিতঃ। বসূনি ধনানি তল্লভ্যবস্ত্রাদীনি। যথা যাদৃগ্যাদৃঙ্‌নির্দ্দেশেন ॥১২—১৪॥

প্রোবাচেতি। প্রশ্রিতং প্রশ্রয়েণ প্রণয়েনান্বিতম্। "প্রশ্রয়প্রণয়ৌ সমৌ" ইত্যমরঃ ॥১৫॥

দ্রুপদও যথানিয়মে বিদুরকে গ্রহণ করিলেন। তাহার পর, দ্রুপদ ও বিদুর পরস্পর কুশলপ্রশ্নপ্রভৃতি শিষ্টালাপ করিলেন ॥১০॥

বিদুর সেখানে পাণ্ডবগণকে ও কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন; তাহার পর, তিনি স্নেহবশতঃ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া অনাময়প্রশ্ন করিলেন ॥১১॥

তখন যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতিও জ্যেষ্ঠানুক্রমে বিদুরকে অভিবাদন করিলে, বুদ্ধিমান্ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের বচন অনুসারে সস্নেহে বার বার পাণ্ডবগণের নিকটে অনাময়-প্রশ্ন করিলেন; তাহার পর তিনি ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতির নির্দ্দেশ অনুসারে পাণ্ডব-গণকে, কুন্তীকে, দ্রৌপদীকে, দ্রুপদকে এবং দ্রুপদের পুত্রগণকে নানাবিধ ধন ও রত্ন উপহার দিলেন ॥১২—১৪॥

এবং বুদ্ধিমান্ বিদুর পাণ্ডবগণের ও কৃষ্ণের সমক্ষে বিনীতভাবে প্রণয়ী দ্রুপদ রাজাকে বলিলেন—॥১৫॥

(১৫)···প্রসৃতং বিনয়ান্বিতঃ···।

বিদুর উবাচ।

রাজন্! শৃণু সহামাত্যঃ সপুত্রশ্চ বচো মম।
ধৃতরাষ্ট্রঃ সপুত্রস্ত্বাং সহামাত্যঃ সবান্ধবঃ ॥১৬॥
অব্রবীৎ কুশলং রাজন্! প্রীয়মাণঃ পুনঃ পুনঃ।
প্রীতিমাংস্তে দৃঢ়ঞ্চাপি সম্বন্ধেন নরাধিপ! ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)
তথা ভীষ্মঃ শান্তনবঃ কৌরবৈঃ সহ সর্বশঃ।
কুশলং ত্বাং মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্ব্বতঃ পরিপৃচ্ছতি ॥১৮॥
ভারদ্বাজো মহাপ্রাজ্ঞো দ্রোণঃ প্রিয়সখস্তব।
সমাশ্লেষমুপেত্য ত্বাং কুশলং পরিপৃচ্ছতি ॥১৯॥
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ পাঞ্চাল্য! ত্বয়া সম্বন্ধমীষিবান্।
কৃতার্থং মন্যতেত্মানং তথা সর্ব্বেঽপি কৌরবাঃ ॥২০॥
ন তথা রাজ্যসম্প্রাপ্তিস্তেষাং প্রীতিকরী মতা।
যথা সম্বন্ধকং প্রাপ্য যজ্ঞসেন! ত্বয়া সহ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

রাজন্নিতি। "সহসমানয়োঃ সো বা" ইতি বিকল্পাদুভয়ত্রাপি সাদেশাভাবঃ। অব্রবী-দপৃচ্ছৎ। স্বতস্ত্বাং প্রতি প্রীয়মাণোঽপি, তে তব, সম্বন্ধেন বৈবাহিকত্বেন, দৃঢ়মেকান্তম্, প্রীতিমান্ সন্ ॥১৬—১৭॥

তথেতি। সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ। সর্ব্বতঃ সর্ব্বেষ্বেব বিষয়েষু ॥১৮॥

ভারদ্বাজ ইতি। সমাশ্লেষং গাঢ়ালিঙ্গনম্, উপেত্য প্রাপ্য কৃত্বেত্যর্থঃ ॥১৯॥

ধৃতেতি। ঈষিবান্ প্রাপ্তবান্ সন্। আত্মানমিত্যাকারলোপ আর্ষঃ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

ভীষ্ম ইতি ॥১—৮॥ ন্যায়তো জ্যেষ্ঠানুক্রমেণ। সংযুক্তম্ আলিঙ্গননমস্কারাদিনা মিলিতম্

বিদুর বলিলেন—'মহারাজ! আপনি পুত্রগণ ও মন্ত্রিগণের সহিত আমার কথা শ্রবণ করুন। আপনার প্রতি চিরদিনই সন্তুষ্ট রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার সহিত এই সম্বন্ধ হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, পুত্রগণ, মন্ত্রিগণ ও বন্ধুগণের সহিত একত্র থাকিয়া বার বার আপনার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ॥১৬—১৭॥

এবং মহাপ্রাজ্ঞ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সমস্ত কৌরবগণের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত বিষয়েই আপনার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥১৮॥

আর, আপনার প্রিয় সখা মহাপ্রাজ্ঞ ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ আপনাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মঙ্গলপ্রশ্ন করিতেছেন ॥১৯॥

মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্র এবং কুরুবংশীয়েরা সকলে আপনার সহিত এই সম্বন্ধ লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন ॥২০॥

এতদ্বিদিত্বা তু ভবান্ প্রস্থাপয়তু পাণ্ডবান্।
দ্রষ্টুং হি পাণ্ডুপুত্রাংস্তু ত্বরন্তি কুরবো ভৃশম্ ॥২২॥
বিপ্রোষিতা দীর্ঘকালমেতে চাপি নরর্ষভাঃ।
উৎসুকা নগরং দ্রষ্টুং ভবিষ্যন্তি তথা পৃথা ॥২৩॥
কৃষ্ণামপি চ পাঞ্চালীং সর্ব্বাঃ কুরুবরস্ত্রিয়ঃ।
দ্রষ্টুকামাঃ প্রতীক্ষন্তে পুরঞ্চ বিষয়াশ্চ নঃ ॥২৪॥
স ভবান্ পাণ্ডুপুত্রাণামাজ্ঞাপয়তু মা চিরম্।
গমনং সহদারাণামেতদত্র মতং মম ॥২৫॥
নিস্‌সৃষ্টেষু ত্বয়া রাজন্! পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
ততোঽহং প্রেষয়িষ্যামি ধৃতরাষ্ট্রস্য শীঘ্রগান্।
আগমিষ্যন্তি কৌন্তেয়াঃ কুন্তী চ সহ কৃষ্ণয়া ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে বিদুরদ্রুপদসংবাদে নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

নেতি। সম্বন্ধকং বৈবাহিকসম্বন্ধম্। আদরে কপ্রত্যয়ঃ ॥২১॥
এতদিতি। প্রস্থাপয়তু প্রেরয়তু। হি যস্মাৎ। কুরবঃ কুরুবংশীয়াঃ ॥২২॥
বিপ্রোষিতা ইতি। বিপ্রোষিতা বিদেশমাগতাঃ। ভবিষ্যন্তি ভবেয়ুরিতি সম্ভাবনা ॥২৩॥
কৃষ্ণামিতি। পুরং পুরবাসী জনঃ, বিষয়া দেশা দেশবাসিনো জনাশ্চেত্যর্থঃ ॥২৪॥
স ইতি। সহদারাণাং সস্ত্রীকাণাং দ্রৌপদ্যা সহিতানামেবেত্যর্থঃ ॥২৫॥

একটা রাজ্যলাভও তাঁহাদের সেরূপ আনন্দ জন্মাইতে পারে না, আপনার সহিত এই সম্বন্ধলাভ তাঁহাদের যেরূপ আনন্দ জন্মাইয়াছে ॥২১॥

আপনি ইহা বুঝিয়া পাণ্ডবগণকে হস্তিনায় পাঠাইয়া দিন। কারণ, কুরুবংশীয়েরা পাণ্ডবগণকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন ॥২২॥

আর, ইঁহারাও দীর্ঘকাল বিদেশে আসিয়াছেন; সুতরাং ইঁহারা এবং কুন্তীদেবী হস্তিনানগর দেখিবার জন্য নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন ॥২৩॥

এবং কুরুকামিনীরা, আমাদের পুরবাসী ও দেশবাসী লোকেরা সকলেই দেখিবার ইচ্ছায় দ্রৌপদীর প্রতীক্ষা করিতেছেন ॥২৪॥

অতএব আপনি বিলম্ব করিবেন না, সত্বরই দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণকে যাইবার জন্য আদেশ করুন; ইহাই আমার মত ॥২৫॥

* '…চতুরধিকদ্বিশততমঃ…' '…ষড়ধিকদ্বিশততমঃ…' '…অষ্টাধিকদ্বিশততমঃ…' '…পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

———:*:———

দ্রুপদ উবাচ।

এবমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ! যথাত্থ বিদুরাদ্য মাম্।
মমাপি পরমো হর্ষঃ সম্বন্ধেঽস্মিন্ কৃতে প্রভো! ॥১॥
গমনঞ্চাপি যুক্তং স্যাদ্দৃঢ়মেষাং মহাত্মনাম্।
ন তু তাবন্ময়া যুক্তমেতদ্বক্তুং স্বয়ং গিরা ॥২॥
যদা তু মন্যতে বীরঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনার্জ্জুনৌ চৈব যমৌ চ পুরুষর্ষভৌ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ধৃতরাষ্ট্রস্য সমীপাদিতি শেষঃ, শীঘ্রগান্ এতান্, ষট্পদমিদং পদ্যম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———০:*:০———

এবমিতি। আত্থ ব্রবীষীত্যতীতসামীপ্যে বর্ত্তমানা। সম্বন্ধে বৈবাহিকসম্পর্কে ॥১॥

গমনমিতি। দৃঢ়ং ধ্রুবম্। ন যুক্তম্, এষু বিরাগাবগমাদিতি ভাবঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

॥ ৯—১৯॥ মন্যতেত্মানং আত্মানমিতি চ্ছেদঃ ॥২০—২৫॥ নিশ্চৈষু অনুজ্ঞাতেষু ॥২৬॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৯॥

———:*:———

মহারাজ! আপনি মহাত্মা পাণ্ডবগণকে পাঠাইয়া দিলে, তা'র পর, আমিই আবার ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে সত্বর ইঁহাদিগকে পাঠাইয়া দিব; ইঁহারাও কুন্তী ও দ্রৌপদীর সহিত পুনরায় এখানে আসিবেন ॥২৬॥

———:*:———

দ্রুপদ রাজা বলিলেন—'বিদুর! আপনি এখন আমাকে যাহা বলিলেন, তাহা সত্য বটে; আমারও এই সম্বন্ধ করিতে পারায় গুরুতর আনন্দ জন্মিয়াছে ॥১॥

ইঁহাদেরও হস্তিনায় যাওয়া অত্যন্ত সঙ্গত। কিন্তু একথা আমার নিজেরই বলা উচিত নহে ॥২॥

তবে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইঁহারা যদি হস্তিনায় যাওয়া

রামকৃষ্ণৌ চ ধর্ম্মজ্ঞৌ তদা গচ্ছন্তু পাণ্ডবাঃ।
এতৌ হি পুরুষব্যাঘ্রাবেষাং প্রিয়হিতে রতৌ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পরবন্তো বয়ং রাজন্ ! ত্বয়ি সর্ব্বে সহানুগাঃ।
যথা বক্ষ্যসি নঃ প্রীত্যা তৎ করিষ্যামহে বয়ম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽব্রবীদ্বাসুদেবো গমনং রোচতে মম।
যথা বা মন্যতে রাজা দ্রুপদঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ॥৬॥

দ্রুপদ উবাচ।

যথৈব মন্যতে বীরো দাশার্হঃ পুরুষোত্তমঃ।
প্রাপ্তকালং মহাবাহুঃ সা বুদ্ধির্নিশ্চিতা মম ॥৭॥
যথৈব হি মহাভাগাঃ কৌন্তেয়া মম সাম্প্রতম্।
তথৈব বাসুদেবস্য পাণ্ডুপুত্রা ন সংশয়ঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

যদেতি। যদা যদি। যমৌ নকুলসহদেবৌ। হি যস্মাৎ, এতৌ রামকৃষ্ণৌ॥৩—৪॥

পরেতি। পরবন্তঃ অধীনাঃ। সহানুগাঃ সানুচরাঃ। নঃ অস্মান্ ॥৫॥

তত ইতি। সর্ব্বধর্ম্মবিদিত্যনেন নীতিজ্ঞত্বং সূচিতম্।৬॥

যথেতি। দাশার্হঃ কৃষ্ণঃ। প্রাপ্তকালম্ উপস্থিতসময়োপযোগি ॥৭॥

নন্নু কৃষ্ণং প্রতীদৃশবিশ্বাসে কো হেতুরিত্যাহ যথেতি। যথা প্রিয়াঃ, নাতিচিরবৃত্তজামাতৃত্বসম্বন্ধাদিতি ভাবঃ। সাম্প্রতমিত্যনেন বাসুদেবস্য চিরপ্রিয়ত্বং সূচিতম্, পিতৃষ্বস্রেয়ত্বাৎ ॥৮॥

সঙ্গত মনে করেন এবং রাম ও কৃষ্ণ যদি তাহা অনুমোদন করেন, তাহা হইলে পাণ্ডবগণ যাইতে পারেন। কারণ, পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিরত আছেন' ॥৩—৪॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—'মহারাজ! অনুচরবর্গের সহিত আমরা সকলেই আপনার অধীন ; সুতরাং আপনি প্রীতিসহকারে আমাদিগকে যাহা বলিবেন, আমরা তাহাই করিব' ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, কৃষ্ণ কহিলেন—'পাণ্ডবগণের হস্তিনায় যাওয়াই আমার অভিপ্রেত। এখন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ দ্রুপদ রাজা যাহা মনে করেন' ॥৬॥

দ্রুপদ রাজা বলিলেন—'পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যাহা সময়োপযোগী মনে করেন, আমারও তাহাই মত' ॥৭॥

ন তদ্ধ্যায়তি কৌন্তেয়ঃ পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
যথৈষাং পুরুষব্যাঘ্রঃ শ্রেয়ো ধ্যায়তি কেশবঃ ॥৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে সমনুজ্ঞাতা দ্রুপদেন মহাত্মনা।
পাণ্ডবাশ্চৈব কৃষ্ণশ্চ বিদুরশ্চ মহীপতে! ॥১০॥
আদায় দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং কুন্তীঞ্চৈব যশস্বিনীম্।
সবিহারং সুখং জগ্মুর্নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)
শ্রুত্বা চাপ্যাগতান্ বীরান্ ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
প্রতিগ্রহায় পাণ্ডূনাং প্রেষয়ামাস কৌরবান্ ॥১২॥
বিকর্ণঞ্চ মহেষ্বাসং চিত্রসেনঞ্চ ভারত!।
দ্রোণঞ্চ পরমেষ্বাসং গৌতমং কৃপমেব চ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
তৈস্তে পরিবৃতা বীরাঃ শোভমানা মহাবলাঃ।
নগরং হাস্তিনপুরং শনৈঃ প্রবিবিশুস্তদা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। তৎ তাদৃশং শ্রেয়ঃ। এষাং পাণ্ডুপুত্রাণাম্। শ্রেয়ো মঙ্গলম্ ॥৯॥
তত ইতি। তে পাণ্ডবা ইতি সম্বন্ধঃ। সবিহারং সবিলাসম্ ॥১০—১১॥
শ্রুত্বেতি। প্রতিগ্রহায় আদরেণানয়নায়। গৌতমমিতি কৃপবিশেষণমেব ॥১২—১৩॥
তৈরিতি। তৈর্বিকর্ণাদিভিঃ, তে পাণ্ডবাঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—১০॥ সবিহারং সলীলম্ ॥১১॥ প্রতিগ্রহায় প্রত্যুদ্গমনায় ॥১২—১৪॥

কারণ, বর্ত্তমান সময়ে পাণ্ডবগণ আমার যেমন স্নেহের পাত্র হইয়াছেন, কৃষ্ণের তেমন স্নেহের পাত্র চিরদিনই আছেন ॥৮॥

সুতরাং কৃষ্ণ ইঁহাদের যেরূপ মঙ্গল চিন্তা করেন, স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও সেরূপ নিজেদের মঙ্গল চিন্তা করেন না' ॥৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, দ্রুপদ রাজার অনুমতিক্রমে পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ এবং বিদুর ইঁহারা দ্রৌপদী ও কুন্তীকে লইয়া বিলাস ও আনন্দের সহিত হস্তিনারাজধানীতে গমন করিলেন ॥১০—১১॥

ধৃতরাষ্ট্রও, পাণ্ডবগণ আসিয়াছেন শুনিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য বিকর্ণ, চিত্রসেন, দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যকে পাঠাইয়া দিলেন ॥১২—১৩॥

তাহার পর, পাণ্ডবগণ চিত্রসেনপ্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত ও শোভিত হইয়া ধীরে ধীরে হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন ॥১৪॥

পাণ্ডবানাগতান্ শ্রুত্বা নাগরাস্তু কুতূহলাৎ।
মণ্ডয়াঞ্চক্রিরে তত্র নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥১৫॥
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণন্তু জলসিক্তন্তু সর্ব্বতঃ।
ধূপিতং দিব্যধূপেন মঙ্গলৈশ্চাভিসংবৃতম্ ॥১৬॥
পতাকোচ্ছ্রিতমাল্যঞ্চ পুরমপ্রতিমং বভৌ।
শঙ্খভেরীনিনাদৈশ্চ নানাবাদিত্রনিস্বনৈঃ ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)
কৌতূহলেন নগরং দীপ্যমানমিবাভবৎ।
যত্র তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ শোকদুঃখবিনাশনাঃ ॥১৮॥
তত উচ্চাবচা বাচঃ পৌরৈঃ প্রিয়চিকীর্ষুভিঃ।
উদীরিতা অশৃণ্বংস্তে পাণ্ডবা হৃদয়ঙ্গমাঃ ॥১৯॥
অয়ং স পুরুষব্যাঘ্রঃ পুনরায়াতি ধর্ম্মবিৎ।
যো নঃ স্বানিব দায়াদান্ ধর্ম্মেণ পরিরক্ষতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবানিতি। নাগরা নগরবাসিনো জনাঃ। মণ্ডয়াঞ্চক্রিরে অলঞ্চক্রুঃ ॥১৫॥

মুক্তেতি। মুক্তৈর্নিক্ষিপ্তৈঃ পুষ্পৈঃ অবকীর্ণং ব্যাপ্তম্। মঙ্গলৈঃ পূর্ণঘটাদিভিঃ। পতাকাসু উচ্ছ্রিতানি উত্তোল্য লম্বিতানি মাল্যানি যত্র তৎ ॥১৬—১৭॥

কৌতূহলেনেতি। দীপ্যমানং শোভমানম্। শোকদুঃখবিনাশনা আসন্নিতি শেষঃ ॥১৮॥

তত ইতি। উচ্চাবচা নানাপ্রকারাঃ। হৃদয়ঙ্গমা মনোহরাঃ ॥১৯॥

অয়মিতি। অয়ং যুধিষ্ঠিরঃ। আয়াতীত্যতীতসামীপ্যে বর্ত্তমানা। দায়াদান্ পুত্রান্ ॥২০॥

পাণ্ডবগণ আসিয়াছেন শুনিয়া নগরবাসী লোকেরা কৌতুকবশতঃ তখনই নগরটীকে সুসজ্জিত করিল ॥১৫॥

নানাস্থানে ফুল ছড়াইয়া দিল, জলসেক করিল, সুগন্ধি ধূপে সুবাসিত করিয়া পূর্ণকুম্ভপ্রভৃতি মাঙ্গলিক বস্তু সাজাইয়া রাখিল এবং পতাকা তুলিয়া তাহাতে মালা ঝুলাইয়া দিল; আর শঙ্খ ও ভেরীপ্রভৃতি নানা বাদ্যধ্বনি হইতে থাকিল; তাহাতে সেই অতুলনীয় নগরটী শোভা পাইতে লাগিল ॥১৬-১৭॥

তখন লোকের শোক ও দুঃখনিবারক পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ আসিয়াছেন বলিয়া নগরটী যেন কৌতুকবশতঃ শোভা পাইতে থাকিল ॥১৮॥

তাহার পর, পুরবাসীরা পাণ্ডবগণের সন্তোষ জন্মাইবার জন্য নানাবিধ মনোহর কথা বলিতে থাকিল; তাহা তাঁহারা শুনিতে লাগিলেন ॥১৯॥

১৫—১৭ পদ্যানি কতিপয়পুস্তকে ন দৃশ্যন্তে। (১৮)···দীর্ঘ্যমাণমিবাভবৎ···।

অদ্য পাণ্ডুর্মহারাজো বনাদিব জনপ্রিয়ঃ।
আগতঃ প্রিয়মস্মাকং চিকীর্ষুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥২১॥
কিন্নু নাদ্য কৃতং তাত! সর্বেষাং নঃ পরং প্রিয়ম্।
যন্নঃ কুন্তীসুতা বীরা নগরং পুনরাগতাঃ ॥২২॥
যদি দত্তং যদি হুতং বিদ্যতে যদি নস্তপঃ।
তেন তিষ্ঠন্তু নগরে পাণ্ডবাঃ শরদাং শতম্ ॥২৩॥
ততস্তে ধৃতরাষ্ট্রস্য ভীষ্মস্য চ মহাত্মনঃ।
অন্যেষাঞ্চ তদর্হাণাং চক্রুঃ পাদাভিবন্দনম্ ॥২৪॥
কৃত্বা তু কুশলপ্রশ্নং সর্বেণ নগরেণ চ।
ন্যবিশন্তাথ বেশ্মানি ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

অদ্যেতি। পাণ্ডুরাগত ইব, তদ্বদানন্দলাভাদিতি ভাবঃ ॥২১॥

কিন্নিতি। কৃতং কুন্তীসুতৈরিতি শেষঃ। নঃ অস্মাকম্, পরম্ অত্যন্তম্ ॥২২॥

যদীতি। তেন অস্মাকং দানাদিজনিতপুণ্যেন। শরদাং বৎসরাণাম্ ॥২৩॥

তত ইতি। তে পাণ্ডবাঃ। তদর্হাণাং পাদাভিবন্দনযোগ্যানাম্ ॥২৪॥

কৃত্বেতি। নগরেণ নগরবাসিনা জনেন সহ, কুশলপ্রশ্নং কৃত্বা কৃতপরস্পরকুশলপ্রশ্নাঃ পাণ্ডবা ইত্যর্থঃ। বেশ্মানি স্ববাসযোগ্যগৃহাণি। শাসনাদাদেশাৎ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

কৌতূহলেন দর্শনেচ্ছয়া ॥১৫—২১॥ কিং নু নঃ প্রিয়ং ন কৃতমপি তু সর্ব্বং কৃতমেব, "কিং তু" ইতি পাঠে, তুশব্দো বাক্যালঙ্কারে পুনঃশব্দার্থঃ, কিং পুনর্ন কৃতম্ অপি তু সর্ব্বং কৃত-

'এই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির পুনরায় আসিয়াছেন, যিনি ধর্ম্ম অনুসারে আমাদিগকে আপন পুত্রের ন্যায় পালন করিবেন ॥২০॥

আজ লোকপ্রিয় মহারাজ পাণ্ডুই যেন আমাদের প্রীতি সম্পাদন করিবার ইচ্ছায় বন হইতে আগমন করিয়াছেন ॥২১॥

ইঁহারা আজ আমাদের কোন্ প্রীতিকর কার্য্য না করিলেন? যেহেতু ইঁহারা পুনরায় আমাদের এই নগরে আসিয়াছেন ॥২২॥

আমরা যদি দান করিয়া থাকি, বা হোম করিয়া থাকি, কিংবা আমাদের তপস্যা থাকে, তবে সেই পুণ্যে পাণ্ডবেরা শত বৎসর এই নগরে বাস করুন' ॥২৩॥

তাহার পর, পাণ্ডবগণ ভীষ্মের, ধৃতরাষ্ট্রের এবং অন্যান্য পূজনীয় ব্যক্তিদের চরণে নমস্কার করিলেন ॥২৪॥

২৫ শ্লোকাৎ পরম্ অধ্যায়সমাপ্তিঃ ক্বচিৎ।

দুর্য্যোধনস্য মহিষী কাশিরাজসুতা তদা।
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাণাং বধূভিঃ সহিতা তদা ॥২৬॥
পাঞ্চালীং প্রতিজগ্রাহ সাধ্বীং শ্রিয়মিবাপরাম্‌।
পূজয়ামাস পূজার্হাং শচীদেবীমিবাগতাম্‌ ॥২৭॥ (যুগ্মকম্‌)
ববন্দে তত্র গান্ধারীং কৃষ্ণয়া সহ মাধবী।
আশিষশ্চ প্রযুক্ত্বা তু পাঞ্চালীং পরিষস্বজে ॥২৮॥
পরিষ্বজ্যৈব গান্ধারী কৃষ্ণাং কমললোচনাম্‌।
পুত্রাণাং মম পাঞ্চালী মৃত্যুরেবেত্যমন্যত ॥২৯॥
সঞ্চিন্ত্য বিদুরং প্রাহ যুক্তিতঃ সুবলাত্মজা।
কুন্তীং রাজসুতাং ক্ষত্তঃ! সবধূং সপরিচ্ছদাম্‌ ॥৩০॥
পাণ্ডোর্নিবেশনং শীঘ্রং নীয়তাং যদি রোচতে।
করণেন মুহূর্ত্তেন নক্ষত্রেণ শুভে তিথৌ ॥৩১॥ (যুগ্মকম্‌)

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধনস্যেতি। পুত্রাণাং দুঃশাসনাদীনাম্‌। প্রতিজগ্রাহ আদৃত্য নিনায় ॥২৬—২৭॥
ববন্দ ইতি। কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা সহ মাধবী কুন্তী। পরিষস্বজে গান্ধারীতি শেষঃ ॥২৮॥
পরীতি। অমন্যত আশঙ্কত, মনোবৃত্তিবৈচিত্র্যাদিত্যাশয়ঃ ॥২৯॥
সঞ্চিন্ত্যেতি। যুক্তিতো যুক্তিং ন্যায়মনুসৃত্য। ক্ষত্তঃ! হে বিদুর!। সবধূং দ্রৌপদ্যা সহিতাম্‌, সপরিচ্ছদাং সোপকরণাম্‌, কুন্তীমাদায়েতি শেষঃ। করণেন ববাদ্যন্তর্গতান্যতমেন, মুহূর্ত্তেন লগ্নেন, নক্ষত্রেণ চ তত্তদ্যোগেনেত্যর্থঃ শুভে শুভজনকে তিথৌ ॥৩০—৩১॥

তৎপরে, তাঁহারা নগরবাসী সকল লোকের সহিতই পরস্পর কুশলপ্রশ্ন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥২৫॥

তখন দুর্য্যোধনের মহিষী কাশিরাজসুতা ধৃতরাষ্ট্রের অন্যপুত্রবধূগণের সহিত মিলিত হইয়া, দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় দ্রৌপদীকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং আগতা শচীদেবীর ন্যায় মাননীয়া দ্রৌপদীর সম্মান করিলেন ॥২৬-২৭॥

সেই সময়ে কুন্তীদেবী দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইয়া গান্ধারীকে নমস্কার করিলেন; গান্ধারীও আশীর্ব্বাদ করিয়া দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করিলেন ॥২৮॥

কিন্তু গান্ধারী দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করিয়াই এইরূপ মনে করিলেন যে, এই দ্রৌপদীই আমার পুত্রগণের মৃত্যুর কারণ হইবেন ॥২৯॥

তাহার পর, তিনি চিন্তা করিয়া ন্যায় অনুসরণপূর্ব্বক বিদুরকে কহিলেন—'বিদুর! আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে করণ, লগ্ন ও নক্ষত্রের যোগ-

যথা সুখং তথা কুন্তী রংস্যতে স্বগৃহে সুতৈঃ।
তথেত্যেব তদা ক্ষত্তা কারয়ামাস তত্তথা ॥৩২॥
পূজয়ামাসুরত্যর্থং বান্ধবাঃ পাণ্ডবাংস্তদা।
নাগরাঃ শ্রেণিমুখ্যাশ্চ পূজয়ন্তি স্ম পাণ্ডবান্ ॥৩৩॥
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো বাহ্লীকঃ সসুতস্তদা।
শাসনাদ্ধৃতরাষ্ট্রস্য অকুর্ব্বন্নতিথিক্রিয়াম্ ॥৩৪॥
এবং বিহরতাং তেষাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
নেতা সর্ব্বস্য কার্য্যস্য বিদুরো রাজশাসনাৎ ॥৩৫॥
বিশ্রান্তাস্তে মহাত্মানঃ কঞ্চিৎ কালং মহাবলাঃ।
আহূতা ধৃতরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা শান্তনবেন চ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

যথেতি। রংস্যতে অবস্থাস্যতে। তথা ইত্যুক্তে্ব। ক্ষত্তা বিদুরঃ ॥৩২॥
পূজয়ামাসুরিতি। শ্রেণিমুখ্যাঃ স্বস্ববর্গপ্রধানাঃ, পূজয়ন্তি স্ম আদৃতবন্তঃ ॥৩৩॥
ভীষ্ম ইতি। শাসনাদাদেশাৎ। অতিথিক্রিয়াম্ অতিথিবদ্ভোজনাদিব্যাপারম্ ॥৩৪॥
এবমিতি। নেতা পরিচালক আসীৎ। রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনাদাদেশাৎ ॥৩৫॥
বিশ্রান্তা ইতি। কঞ্চিৎ কালং বিশ্রান্তাঃ, তে পাণ্ডবাঃ। শান্তনবেন ভীষ্মেণ ॥৩৬॥

বশতঃ শুভজনক তিথিতে সমস্ত উপকরণ (আসবাব) ও দ্রৌপদীর সহিত কুন্তীকে নিয়া সত্বর আপনি পাণ্ডুর গৃহে সংস্থাপিত করুন ॥৩০—৩১॥

সেই আপন গৃহে যাহাতে সুখ হয়, তেমন ভাবে কুন্তী পুত্রগণের সহিত অবস্থান কবিবেন'। 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া বিদুর তাহাই করিলেন ॥৩২॥

তখন বন্ধুগণ, পুরবাসিগণ এবং দলের প্রধান প্রধান লোকেরা পাণ্ডবগণের বিশেষ সম্মান করিতে লাগিল ॥৩৩॥

এবং ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও পুত্রগণের সহিত বাহ্লীক ইঁহারা পাণ্ডবগণের শয়ন-ভোজনপ্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে থাকিলেন ॥৩৪॥

এই ভাবে পাণ্ডবগণ অবস্থান করিতে লাগিলেন ; তখন ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ অনুসারে বিদুর তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যেরই নেতা হইলেন ॥৩৫॥

এই ভাবে পাণ্ডবগণ কিছু কাল অবস্থান করিলে, এক দিন ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন ॥৩৬॥

২৬—৩৫ শ্লোকা অনেকপুস্তকে ন দৃশ্যন্তে।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ভ্রাতৃভিঃ সহ কৌন্তেয়! নিবোধ গদতো মম।
পুনর্নো বিগ্রহো মাভূৎ খাণ্ডবপ্রস্থমাবিশ ॥৩৭॥
ন চ বো বসতস্তত্র কশ্চিচ্ছক্তঃ প্রবাধিতুম্।
সংরক্ষ্যমাণান্ পার্থেন ত্রিদশানিব বজ্রিণা ॥৩৮॥
অর্দ্ধং রাজ্যস্য সম্প্রাপ্য খাণ্ডবপ্রস্থমাবিশ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রতিগৃহ্য তু তদ্বাক্যং নৃপং সর্ব্বে প্রণম্য চ ॥৩৯॥
প্রতস্থিরে ততো ঘোরং বনং তন্মনুজর্ষভাঃ।
অর্দ্ধং রাজ্যস্য সম্প্রাপ্য খাণ্ডবপ্রস্থমাবিশন্ ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)
ততস্তে পাণ্ডবাস্তত্র গত্বা কৃষ্ণপুরোগমাঃ।
মণ্ডয়াঞ্চক্রিরে তদ্বৈ পুরং স্বর্গবদচ্যুতাঃ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

ভ্রাতৃভিরিতি। হে কৌন্তেয়! যুধিষ্ঠির!। নঃ অস্মাকম্, বিগ্রহঃ কলহঃ ॥৩৭॥

নেতি। বো যুষ্মান্। তত্র খাণ্ডবপ্রস্থে। পার্থেন অর্জ্জুনেন। বজ্রিণা ইন্দ্রেণ ॥৩৮॥

নম্বিদমপি কিং পূর্ব্ববদেবাস্মাকং খাণ্ডবপ্রস্থে নির্বাসনম্, উত বা রাজ্যবিভাগেন প্রস্থাপনমিত্যাহ অর্দ্ধমিতি। প্রতিগৃহ্য স্বীকৃত্য। ঘোরং বনং পথি স্থিতম্ ॥৩৯—৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

মেবেতি পূর্ব্ববদেবার্থঃ ॥২২—২৪॥ নগরেণ সহ কুশলপ্রশ্নং কৃত্বা নগরেণাপি কৃতকুশলপ্রশ্নাঃ ॥২৫—৩৭॥ পার্থেন অর্জ্জুনেন ॥৩৮—৩৯॥ ঘোরং বনমিতি ভূমেরর্দ্ধং শস্যশূন্যো দেশঃ

পরে ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—'যুধিষ্ঠির! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আমার কথা শোন। আমাদের মধ্যে আবার বিবাদ না হয়, এই জন্য তোমরা যাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে বাস কর ॥৩৭॥

তোমরা সেখানে যাইয়া বাস করিতে থাকিলে, দেবরাজ যেমন দেবগণকে রক্ষা করেন, তেমন অর্জ্জুন তোমাদিগকে রক্ষা করিবে; সুতরাং কেহই উৎপীড়ন করিতে পারিবে না ॥৩৮॥

তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ লাভ করিয়াই ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া প্রবেশ কর'। বৈশম্পায়ন বলিলেন—মনুষ্যশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের সেই কথা স্বীকার করিয়া এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, ভয়ঙ্কর বনপথ দিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন এবং অর্দ্ধ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াই তথায় যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥৩৯—৪০॥

ততঃ পুণ্যে শুভে দেশে শান্তিং কৃত্বা মহারথাঃ।
নগরং মাপয়ামাসুর্দ্বৈপায়নপুরোগমাঃ ॥৪২॥
সাগরপ্রতিরূপাভিঃ পরিখাভিরলঙ্কৃতম্।
প্রাকারেণ চ সম্পন্নং দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতা ॥৪৩॥
পাণ্ডরাভ্রপ্রকাশেন হিমরশ্মিনিভেন চ।
শুশুভে তৎ পুরশ্রেষ্ঠং নাগৈর্ভোগবতী যথা ॥৪৪॥ (যুগ্মকম্)
দ্বিপক্ষগরুড়প্রখ্যৈর্দ্বারৈঃ সৌধৈশ্চ শোভিতম্।
গুপ্তমভ্রচয়প্রখ্যৈর্গোপুরৈর্মন্দরোপমৈঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অচ্যুতা ধর্ম্মাদস্খলিতাঃ ॥৪১॥

তত ইতি। মাপয়ামাসুঃ সীমানির্দ্দেশার্থম্। দ্বৈপায়নপুরোগমা ব্যাসমগ্রেসরীকৃত্য ॥৪২॥

সাগরেতি। দিবমাকাশম্, আবৃত্য ব্যাপ্য। পাণ্ডরাভ্রপ্রকাশেন শুভ্রমেঘসদৃশেন, হিমরশ্মিনিভেন চন্দ্রতুল্যশুভ্রবর্ণেন প্রাকারেণেতি সম্বন্ধঃ। ভোগবতী নদী, তদ্বেষ্টিতং পাতাল-মিত্যর্থঃ ॥৪৩—৪৪॥

দ্বিপক্ষেতি। দ্বিপক্ষগরুড়প্রখ্যৈঃ প্রসারিতপক্ষদ্বয়গরুড়তুল্যৈঃ, দ্বারৈর্দ্বারস্থকপাটৈঃ। অভ্রচয়প্রখ্যৈর্বিশালাকাশসদৃশৈঃ, গোপুরৈর্দ্বারৈস্তদবকাশৈরিত্যর্থঃ। গুপ্তং রক্ষিতম্ ॥৪৫॥

ভারতভাবদীপঃ

পাণ্ডবেভ্যো দত্ত ইতি জ্ঞায়তে ॥৪০॥ তদ্বৈ তদ্ঘোরং বনং সৎ স্বর্গবৎ মণ্ডয়াঞ্চক্রিরে ॥৪১॥ তদেবাহ—নগরং মাপয়ামাসুরিত্যাদিনা ॥৪২—৪৩॥ ভোগবতীমিবেতি প্রথমার্থে দ্বিতীয়া।

তদনন্তর, ধার্ম্মিক পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহিত সেখানে যাইয়া স্বর্গপুরীর ন্যায় সেই পুরীটীকে অলঙ্কৃত করিলেন ॥৪১॥

তাহার পর, তাঁহারা পবিত্র ও মঙ্গলজনক স্থানে স্বস্ত্যয়ন করিয়া, বেদ-ব্যাসের সহিত মিলিত হইয়া, সেই নগরটীকে মাপিলেন ॥৪২॥

তৎপরে, তাঁহারা সমুদ্রের ন্যায় বিশাল পরিখা দ্বারা এবং জলশূন্য মেঘ ও চন্দ্রের তুল্য শুভ্রবর্ণ অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা সেই নগরটীকে অলঙ্কৃত করিলেন; তখন বিশাল সর্পগণ ও ভোগবতী নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত পাতালপুরের ন্যায় সেই নগরটী শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৩—৪৪॥

সে নগরটী বহুসংখ্যক অট্টালিকা দ্বারা শোভিত হইল এবং মন্দরপর্ব্বতের ন্যায় বিশাল দ্বার, আর গরুড়ের পক্ষ দ্বয়ের ন্যায় বিশাল কপাট দ্বারা রক্ষিত হইল ॥৪৫॥

(৪৪)···নাগৈর্ভোগবতীমিব।

বিবিধৈরভিনির্বদ্ধৈঃ শস্ত্রোপেতৈঃ সুসংবৃতৈঃ।
শক্তিভিশ্চাবৃতং তদ্ধি দ্বিজিহ্বৈরিব পন্নগৈঃ ॥৪৬॥
তল্পৈশ্চাভ্যাসিকৈর্যুক্তং শুশুভে যোধরক্ষিতম্।
তীক্ষ্ণাঙ্কুশশতঘ্নীভির্যন্ত্রজালৈশ্চ শোভিতম্ ॥৪৭॥
আয়সৈশ্চ মহাচক্রৈঃ শুশুভে তৎ পুরোত্তমম্।
সুবিভক্তমহারথ্যং দেবতাবাধবর্জিতম্ ॥৪৮॥
বিরোচমানং বিবিধৈঃ পাণ্ডুরৈর্ভবনোত্তমৈঃ।
তত্ত্রিপিষ্টপসঙ্কাশমিন্দ্রপ্রস্থং ব্যরোচত ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

বিবিধৈরিতি। অভিনির্ব্বধ্যন্তে যথাস্থানমালম্ব্যন্তে বর্ম্মকার্ম্মুকাদীনি যেষু তৈর্গৃহৈরিত্যর্থঃ। শক্তীনামপি বিভক্তমুখত্বাৎ সাম্যনির্ব্বাহার্থং দ্বিজিহ্বৈরিতি পন্নগবিশেষণম্। তৎ পুরম্ ॥৪৬॥

তল্পৈরিতি। তল্পৈরট্টালিকাভিঃ, "তল্পং শয্যাট্টদারেষু" ইত্যমরঃ, অভ্যাসেন অট্টালিকাদিনির্ম্মাণানুশীলনেন সংসৃষ্টাস্তৈর্যুক্তম্, যোধৈর্যোদ্ধৃভিঃ রক্ষিতম্, তীক্ষ্ণাঙ্কুশাশ্চ শতঘ্ন্য আগ্নেয়দ্রব্যপ্রভাবাদ্গুড়কক্ষেপেণ যুগপদনেকঘাতকাঃ প্রাচীরশিরসি স্থাপিতা যন্ত্রবিশেষাশ্চ তাভিঃ, যন্ত্রজালৈর্জলযন্ত্রাদিসমূহৈশ্চ শোভিতং তৎ পুরম্, শুশুভে ॥৪৭॥

আয়সৈরিতি। আয়সৈর্লৌহময়ৈঃ। সুবিভক্তা মহত্যো রথ্যা যত্র তৎ। দেবতাবাধৈর্দৈবৈরুৎপাতৈর্ভূবিদারণাদিভির্ব্বর্জিতম্। তদিন্দ্রপ্রস্থং নাম পুরোত্তমং শুশুভে ॥৪৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ঈমিতি নিপাতপ্রশ্লেষো বা, ভোগবতী যথেত্যপেক্ষিতে প্রমাদপাঠো বা ॥৪৪—৪৫॥ নির্ব্বিদ্ধৈঃ অচ্ছিদ্রৈঃ অভেদ্যৈর্বা, শক্তিভিঃ হস্তক্ষেপ্যাভির্লোহময়ীভিঃ ॥৪৬॥ তীক্ষ্ণাশ্চ তে অঙ্কুশাশ্চ শতঘ্ন্যশ্চ তাভিঃ, আগ্নেয়ৌষধবলেনোৎক্ষিপ্তেন দৃষৎপিণ্ডেন যা যুগপৎ শতং সহস্রং বা

নানাবিধ গৃহে নানাবিধ অস্ত্র রক্ষিত হইল এবং জিহ্বাদ্বয়যুক্ত সর্পের ন্যায় শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) সংগৃহীত করা হইল ॥৪৬॥

অসংখ্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল, বহুতর রাজমিস্ত্রি বাস করিতে লাগিল, যোদ্ধারা রক্ষা করিতে থাকিল, প্রাচীরের উপরে কামান সাজাইয়া রাখা হইল, তাহার মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ থাকিল এবং ভিতরে নানাবিধ যন্ত্র নির্ম্মিত হইল ॥৪৭॥

সেই নগরটী লৌহময় বৃহৎ বৃহৎ চক্র দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল, ভিতরে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বড় বড় রাস্তা তৈয়ারি হইল, কিন্তু কোথাও দৈব উৎপাতের সম্ভাবনা রহিল না ॥৪৮॥

(৪৬) বিবিধৈরপি নির্বিদ্ধৈঃ…।

মেঘবৃন্দমিবাকাশে বিদ্ধং বিদ্যুৎসমাবৃতম্।
তত্র রম্যে শিবে দেশে কৌরবস্য নিবেশনম্ ॥৫০॥
শুশুভে ধনসম্পূর্ণং ধনাধ্যক্ষক্ষয়োপমম্।
তত্রাগচ্ছন্ দ্বিজা রাজন্! সর্ব্ববেদবিদাং বরাঃ ॥৫১॥
নিবাসং রোচয়ন্তি স্ম সর্বভাষাবিদস্তথা।
বণিজশ্চাভ্যয়ুস্তত্র নানাদিগ্‌ভ্যো ধনার্থিনঃ ॥৫২॥
সর্বশিল্পবিদস্তত্র বাসায়াভ্যাগমংস্তদা।
উদ্যানানি চ রম্যাণি নগরস্য সমন্ততঃ ॥৫৩॥
আম্রৈরাম্রাতকৈর্নীপৈরশোকৈশ্চম্পকৈস্তথা।
পুন্নাগৈর্নাগপুষ্পৈশ্চ লকুচৈঃ পনসৈস্তথা ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

বীতি। বিরোচমানং শোভমানম্। পাণ্ডরৈঃ শুভ্রৈঃ। ত্রিপিষ্টপসঙ্কাশং স্বর্গতুল্যম্ ॥৪৯॥
মেঘেতি। আকাশে বিদ্ধং লগ্নম্। কৌরবস্য যুধিষ্ঠিরস্য নিবেশনং গৃহমাসীৎ ॥৫০॥
শুশুভ ইতি। ধনাধ্যক্ষঃ কুবেরস্তস্য ক্ষয়োপমং নগরতুল্যমিন্দ্রপ্রস্থম্ ॥৫১॥
নিবাসমিতি। সর্ব্বভাষাবিদো জনাঃ। অভ্যয়ুরাগতাঃ ॥৫২॥
সর্ব্বেতি। উদ্যানানি আসন্নিতি শেষঃ। সমন্ততঃ সর্বাসু দিক্ষু ॥৫৩॥

ভারতভাবদীপঃ

মনুষ্যাদীন্ ঘ্নন্তি তাভিঃ শতঘ্নীভির্দুর্গারূঢ়াভিঃ ॥৪৭—৪৯॥ বিদ্ধং মিথঃশ্লিষ্টম্ ॥৫০॥ ক্ষয়োপমং

শুভ্রবর্ণ নানাবিধ গৃহে পরিপূর্ণ সেই ইন্দ্রপ্রস্থনগরী স্বর্গনগরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৯॥

সেই নগরীর ভিতরে মনোহর ও মঙ্গলময় স্থানে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের ভবন নির্ম্মিত হইল; তাহার চূড়াগুলি যাইয়া বিদ্যুদ্বিভূষিত মেঘসমূহের ন্যায় আকাশে লগ্ন হইল ॥৫০॥

ক্রমে সেই ইন্দ্রপ্রস্থপুরী ধনে পরিপূর্ণ হইয়া কুবেরের অলকাপুরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; তখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সেখানে আসিতে থাকিলেন ॥৫১॥

সর্ব্বপ্রকারভাষাভিজ্ঞ লোকেরা তথায় বাস করিবার ইচ্ছা করিল এবং বণিকেরা ধন লাভের ইচ্ছায় নানাদিক্ হইতে আসিতে লাগিল ॥৫২॥

সর্ব্বপ্রকার শিল্পীরা বাস করিবার জন্য সেখানে আগমন করিল এবং নগরের সকল দিকেই মনোহর উপবনসমূহ নির্ম্মিত হইল ॥৫৩॥

(৫১) শুশুভে বনসম্পূর্ণম্…।

শালতালতমালৈশ্চ বকুলৈশ্চ সকেতকৈঃ।
মনোহরৈঃ সুপুষ্পৈশ্চ ফলভারাবনামিতৈঃ ॥৫৫॥
প্রাচীনামলকৈর্লোধ্রৈরঙ্কোলৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ।
জম্বূভিঃ পাটলাভিশ্চ কুব্জকৈরতিমুক্তকৈঃ ॥৫৬॥
করবীরৈঃ পারিজাতৈরন্যৈশ্চ বিবিধদ্রুমৈঃ।
নিত্যপুষ্পফলোপেতৈর্নানাদ্বিজগণাযুতৈঃ ॥৫৭॥
মত্তবর্হিণসংঘুষ্টং কোকিলৈশ্চ সদামদৈঃ।
গৃহৈরাদর্শবিমলৈর্বিবিধৈশ্চ লতাগৃহৈঃ ॥৫৮॥
মনোহরৈশ্চিত্রগৃহৈস্তথাঽজগতিপর্ব্বতৈঃ।
বাপীভির্বিবিধাভিশ্চ পূর্ণাভিঃ পরমাম্ভসা ॥৫৯॥
সরোভিরতিরম্যৈশ্চ পদ্মোৎপলসুগন্ধিভিঃ।
হংসকারণ্ডবযুতৈশ্চক্রবাকোপশোভিতৈঃ ॥৬০॥ (কুলকম্)

ভারতকৌমুদী

অথ সপ্তভিঃ শ্লোকৈঃ কুলকেন নগরমেব বর্ণয়তি আম্রৈরিতি। নীপৈঃ কদম্বৈঃ। লকুচৈর্ডহুভিঃ। শোভনানি পুষ্পাণি যেষাং তৈঃ সুপুষ্পৈঃ। অঙ্কোলৈর্নিকোচকৈঃ। নানাদ্বিজগণৈর্বহুপ্রকারপক্ষিসমূহৈরাযুতাঃ সমন্বিতাস্তৈঃ। মত্তৈর্ব্বর্হিণৈর্ম্ময়ূরৈঃ সংঘুষ্টং শব্দিতম্। সদৈব মদো মত্ততা যেষাং তৈঃ। আদর্শবদ্দর্পণবৎ বিমলৈঃ। অজস্য নৃপস্য গতিবিহারো যেষু তে চ তে পর্ব্বতাশ্চেতি তৈঃ কৃত্রিমকেলিগর্ব্বতৈরিত্যর্থঃ। "অজশ্ছাগে হরিব্রহ্মবিধুস্মরনৃপে হরে" ইতি মেদিনী। পরমাম্ভসা উৎকৃষ্টজলেন। সরোভির্জলাশয়বিশেষৈঃ। বাপ্যাদীনাং পরিমাণবিশেষাদেব সংজ্ঞাবিশেষাঃ। এভির্বিশিষ্টং নগরমিতি তাৎপর্য্যম্ ॥৫৪—৬০॥

ভারতভাবদীপঃ

গৃহোপমম্ ॥৫১—৫৮॥ অজগতিপর্ব্বতৈঃ নৃপলীলাযাত্রার্থৈঃ কৃত্রিমৈঃ পর্ব্বতৈঃ, "অজশ্ছাগে হরিব্রহ্মবিধুস্মরহরে নৃপে। গতিঃ স্ত্রী মার্গদশয়োর্জ্ঞানে যাত্রাভ্যুপায়য়োঃ" ইতি চ মেদিনী

সেই নগরে যথাসম্ভব সুন্দর পুষ্প ও ফলের ভারে অবনত মনোহর আম, আমড়া, কদম্ব, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগকেসর, ডহুয়া, কাঁঠাল, শাল, তাল, তমাল, বকুল, কেতক, পানী আমলা, লোধ, আকোড়, জাম, পাটলা, কুব্জা, তিনিশ, করবীর, পারিজাত এবং অন্যান্য নানাপ্রকার বৃক্ষ ছিল; তাহাতে সর্ব্বদাই ফুল ও ফল থাকিত এবং নানাবিধ পক্ষী অবস্থান করিত। মত্ত ময়ূরগণ ও কোকিলগণ রব করিয়া বেড়াইত। দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল নানাবিধ গৃহ ও লতাগৃহ ছিল এবং মনোহর চিত্রশালা ও কেলিপর্ব্বত ছিল; আর, উৎকৃষ্ট জলে পরিপূর্ণ বহুবিধ দীঘী এবং পদ্ম ও উৎপলের সৌরভে আমোদিত

রম্যাশ্চ বিবিধাস্তত্র পুষ্করিণ্যো বনাবৃতাঃ।
তড়াগানি চ রম্যাণি বৃহন্তি সুবহূনি চ ॥৬১॥
তেষাং পুণ্যজনোপেতং রাষ্ট্রমাবিশতাং মহৎ।
পাণ্ডবানাং মহারাজ! শশ্বঃ শশ্বঃ প্রীতিরবর্দ্ধত ॥৬২॥
তত্র ভীষ্মেণ রাজ্ঞা চ ধর্ম্মপ্রণয়নে কৃতে।
পাণ্ডবাঃ সমপদ্যন্ত খাণ্ডবপ্রস্থবাসিনঃ ॥৬৩॥
পঞ্চভিস্তৈর্মহেষ্বাসৈরিন্দ্রকল্পৈঃ সমন্বিতম্।
শুশুভে তৎ পুরশ্রেষ্ঠং নাগৈর্ভোগবতী যথা ॥৬৪॥
তান্ নিবেশ্য ততো বীরো রামেণ সহ কেশবঃ।
যযৌ দ্বারবতীং রাজন্! পাণ্ডবানুমতে তদা ॥৬৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে পুরনির্ম্মাণং নাম দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

রম্যা ইতি। তত্র ইন্দ্রপ্রস্থে। নির্ম্মমিরে ইত্যুভয়ত্রাপি শেষঃ ॥৬১॥
তেষামিতি। পুণ্যৈর্ধার্ম্মিকৈর্জনৈরুপেতম্। শশ্বঃ শশ্বঃ পরদিনে পরদিনে ॥৬২॥
তত্রেতি। রাজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রেণ চ। ধর্ম্মেণ প্রণয়নে রাজ্যদানে। সমপদ্যন্ত অভবন্ ॥৬৩॥
পঞ্চভিরিতি। মহেষ্বাসৈর্মহাধনুর্দ্ধরৈঃ। ভোগবতী নদী তদ্‌যুক্তং পাতালমিত্যর্থঃ ॥৬৪॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৫৯—৬০॥ বনাবৃতাঃ বনৈরারামৈরাবৃতাঃ, জলপূর্ণা বা ॥৬১॥ পুণ্যৈর্জনৈরুপেতম্ ॥৬২॥

হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাকগণে পরিশোভিত মনোহর বহুতর সরোবর ছিল ॥৫৪—৬০॥

আর, সেই ইন্দ্রপ্রস্থে উপবনে পরিবেষ্টিত নানাবিধ মনোহর পুষ্করিণী এবং সুন্দর সুন্দর বহুতর বৃহৎ জলাশয় ছিল ॥৬১॥

মহারাজ! ধার্ম্মিক লোকে পরিপূর্ণ সেই বিশাল রাজ্যে প্রবেশ করিবার পর পাণ্ডবগণের দিন দিনই আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥৬২॥

ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্ম অনুসারে রাজ্য দান করিলে, পাণ্ডবগণ তখন ইন্দ্রপ্রস্থবাসী হইয়া গেলেন ॥৬৩॥

ইন্দ্রতুল্য মহাধনুর্দ্ধর পঞ্চ পাণ্ডব অবস্থান করিতে লাগিলে, সেই ইন্দ্রপ্রস্থপুরী নাগরক্ষিত পাতালপুরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥৬৪॥

[৬২]···শশ্বৎ প্রীতিরবর্দ্ধত। * '···পঞ্চাধিকদ্বিশততমঃ···' '···সপ্তাধিকদ্বিশততমঃ···' '···নবাধিকদ্বিশততমঃ···' ' সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ···' ইতি পাঠভেদাঃ।

একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

——:*:——

জনমেজয় উবাচ।

এবং সম্প্রাপ্য রাজ্যং তদিন্দ্রপ্রস্থং তপোধন!।
অত ঊর্দ্ধং মহাত্মানঃ কিমকুর্ব্বত পাণ্ডবাঃ ॥১॥
সর্ব্ব এব মহাসত্ত্বা মম পূর্ব্বপিতামহাঃ।
দ্রৌপদী ধর্ম্মপত্নী চ কথং তানন্ববর্ত্তত ॥২॥
কথঞ্চ পঞ্চ কৃষ্ণায়ামেকস্যাং তে নরাধিপাঃ।
বর্ত্তমানা মহাভাগা নাভিদ্যন্ত পরস্পরম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি। দ্বারবতীং দ্বারকাং নগরীম্। পাণ্ডবানাম্ অনুমতে অনুমতৌ সত্যাম্ ॥৬৫॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——০;*;০——

এবমিতি। ইন্দ্রপ্রস্থং তৎসম্বন্ধি। ঊর্দ্ধং পরম্ ॥১॥

সর্ব্ব ইতি। মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ। পিতামহাৎ পূর্ব্ব ইতি পূর্ব্বপিতামহাঃ ॥২॥

কথমিতি। নাভিদ্যন্ত ভিন্না নাভবন্ বিবাদং নাকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

রাজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রেণ। ধর্ম্মস্য যুধিষ্ঠিরস্য। প্রণয়নে প্রাপণে ॥৬৩—৬৫॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০০॥

——:*:——

মহারাজ! পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে সংস্থাপিত করিয়া মহাবীর কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অনুমতিক্রমে বলরামের সহিত দ্বারকায় চলিয়া গেলেন ॥৬৫॥

——:০:——

জনমেজয় কহিলেন—'তপোধন! মহাত্মা পাণ্ডবগণ এই ভাবে রাজ্যলাভ করিয়া তাহার পর কি করিলেন? ॥১॥

আমার প্রপিতামহেরা সকলেই মহাশক্তিশালী ছিলেন; সুতরাং একা দ্রৌপদী তাঁহাদের ধর্ম্মপত্নী হইয়া কি করিয়া তাঁহাদের সকলেরই মন রক্ষা করিতেন? ॥২॥

---

[১]···ইন্দ্রপ্রস্থে তপোধন!···। [২] তে তু বীরা নরব্যাঘ্রাঃ সর্ব্বে মম পিতামহাঃ···।

শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সর্ব্বং বিস্তরেণ তপোধন ! ।
তেষাং চেষ্টিতমন্যোন্যং যুক্তানাং কৃষ্ণয়া সহ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধৃতরাষ্ট্রাভ্যনুজ্ঞাতাঃ কৃষ্ণয়া সহ পাণ্ডবাঃ।
রেমিরে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রাপ্তরাজ্যাঃ পরন্তপাঃ ॥৫॥
প্রাপ্য রাজ্যং মহাতেজাঃ সত্যসন্ধো যুধিষ্ঠিরঃ।
পালয়ামাস ধর্ম্মেণ পৃথিবীং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥৬॥
জিতারয়ো মহাপ্রাজ্ঞাঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণাঃ।
মুদং পরমিকাং প্রাপ্তাস্তত্রোষুঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥৭॥
কুর্ব্বাণাঃ পৌরকার্য্যাণি সর্ব্বাণি পুরুষর্ষভাঃ।
আসাঞ্চক্রুর্ম্মহার্হেষু পার্থিবেষ্বাসনেষু চ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

শ্রোতুমিতি। চেষ্টিতং ব্যবহারম্। কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা সহ যুক্তানাং মিলিতানাম্ ॥৪॥
ধৃতেতি। ধৃতরাষ্ট্রেণ অভ্যনুজ্ঞাতা রাজ্যভোগায় অনুমতাঃ ॥৫॥
প্রাপ্যেতি। সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ। পৃথিবীং নিজরাজ্যম্ ॥৬॥
জিতেতি। জিতারয়ো বিজিতকামাদ্যন্তঃশত্রবঃ। তত্র ইন্দ্রপ্রস্থে, উষুঃ স্থিতাঃ ॥৭॥
কুর্ব্বাণা ইতি। আসাঞ্চক্রুস্তস্থুঃ। পার্থিবেষু তৎসম্বন্ধিষু, আসনেঽধিকারেষু ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৬॥ তত্রোষুঃ তত্র ইন্দ্রপ্রস্থে উষুঃ বাসং কৃতবন্তঃ ॥৭॥ আসাঞ্চক্রুঃ

কি করিয়াই বা তাঁহারা পাঁচ জন এক দ্রৌপদীতে আসক্ত থাকিয়া নির্ব্বিবাদে কালযাপন করিয়াছিলেন ? ॥৩॥

তপোধন ! এক দ্রৌপদীর সহিত সম্মিলিত তাঁহাদের পাঁচ জনেরই পরস্পর ব্যবহারগুলি আমি বিস্তরক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি' ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে রাজ্যলাভ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিয়া দ্রৌপদীর সহিত আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥৫॥

তেজস্বী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া ভ্রাতাদের সহিত মিলিয়া ধর্ম্ম অনুসারে রাজ্য পালন করিতে থাকিলেন ॥৬॥

অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ কাম-ক্রোধাদি জয় করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে থাকিয়া সেই ইন্দ্রপ্রস্থেই বাস করিতে লাগিলেন ॥৭॥

অথ তেষূপবিষ্টেষু সর্ব্বেষ্বেব মহাত্মসু।
নারদস্ত্বথ দেবর্ষিরাজগাম যদৃচ্ছয়া ॥৯॥
আসনং রুচিরং তস্মৈ প্রদদৌ স্বং যুধিষ্ঠিরঃ।
কৃষ্ণাজিনোত্তরে তস্মিন্নুপবিষ্টো মহানৃষিঃ ॥১০॥
দেবর্ষেরুপবিষ্টস্য স্বয়মর্ঘ্যং যথাবিধি।
প্রাদাদ্‌যুধিষ্ঠিরো ধীমান্ রাজ্যং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥১১॥
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজামৃষিঃ প্রীতমনাস্তদা।
আশীর্ভির্বর্দ্ধয়িত্বা চ তমুবাচাস্যতামিতি ॥১২॥
নিষসাদাভ্যনুজ্ঞাতস্ততো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
কথয়ামাস কৃষ্ণায়ৈ ভগবন্তমুপস্থিতম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। তেষু পাণ্ডবেষু। যদৃচ্ছয়া স্বেচ্ছয়া ॥৯॥
আসনমিতি। কৃষ্ণাজিনং নিজং কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম উত্তরে উপরি যস্য তস্মিন্ ॥১০॥
দেবর্ষেরিতি। তস্মৈ নারদায়, রাজ্যং ন্যবেদয়ৎ রাজ্যনিবেদনোক্তিমকরোৎ ॥১১॥
প্রতিগৃহ্যেতি। তং যুধিষ্ঠিরম্। আস্যতাম্ উপবিশ্যতামিত্যুবাচ ॥১২॥
নিষসাদেতি। নিষসাদ উপবিবেশ। কথয়ামাস দূতীদ্বারা। ভগবন্তং নারদম্ ॥১৩॥

তাঁহারা সমস্ত পৌরকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকিয়া মহামূল্য রাজকীয় আসনেই অবস্থান করিতে থাকিলেন ॥৮॥

তাহার পর একদিন মহাত্মা পাণ্ডবেরা উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ আপন ইচ্ছাক্রমে সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥৯॥

অমনি যুধিষ্ঠির নিজের মনোহর আসন খানি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন; তখন নারদ তাহার উপরে নিজের কৃষ্ণাজিন আস্তৃত করিয়া উপবেশন করিলেন ॥১০॥

নারদ উপবেশন করিলে, যুধিষ্ঠির নিজেই তাঁহাকে অর্ঘ্য দান করিলেন এবং আপন রাজ্য দান করিতে চাহিলেন ॥১১॥

নারদ সেই পূজা গ্রহণ করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—'তুমি উপবেশন কর' ॥১২॥

তাহার পর, যুধিষ্ঠির নারদের অনুমতি পাইয়া উপবেশন করিলেন এবং নারদ আসিয়াছেন এই সংবাদ দ্রৌপদীর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন ॥১৩॥

(১০) দ্বিতীয়ার্দ্ধং কতিপয়পুস্তকে নাস্তি।

শ্রুত্বৈতদ্দ্রৌপদী চাপি শুচির্ভূত্বা সমাহিতা।
জগাম তত্র যত্রাস্তে নারদঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥১৪॥
তস্যাভিবাদ্য চরণৌ দেবর্ষের্ধর্ম্মচারিণী।
কৃতাঞ্জলিঃ সুসংবীতা স্থিতাথ দ্রুপদাত্মজা ॥১৫॥
তস্যাশ্চাপি স ধর্ম্মাত্মা সত্যবাগৃষিসত্তমঃ।
আশিষো বিবিধাঃ প্রোচ্য রাজপুত্র্যাস্তু নারদঃ।
গম্যতামিতি হোবাচ ভগবাংস্তামনিন্দিতাম্ ॥১৬॥
গতায়ামথ কৃষ্ণায়াং যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্।
বিবিক্তে পাণ্ডবান্ সর্ব্বানুবাচ ভগবানৃষিঃ ॥১৭॥
পাঞ্চালী ভবতামেকা ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনী।
যথা বো নাত্র ভেদঃ স্যাত্তথা নীতির্বিধীয়তাম্ ॥১৮॥
সুন্দোপসুন্দৌ হি পুরা ভ্রাতরৌ সহিতাবুভৌ।
আস্তামবধ্যাবন্যেষাং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতৌ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি। শুচিঃ পবিত্রা, সমাহিতা নারদং প্রত্যেব ভক্তিযুক্তা চ ভূত্বা ॥১৪॥
তস্যেতি। ধর্ম্মচারিণী ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণা। সুসংবীতা কৃতাবগুণ্ঠনা ॥১৫॥
তস্যা ইতি। তস্যা রাজপুত্র্যা দ্রৌপদ্যাঃ। হেতি পাদপূরণে। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥
গতায়ামিতি। যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্ যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতীন্। বিবিক্তে জনান্তররহিতে ॥১৭॥
পাঞ্চালীতি। বো যুষ্মাকম্, অত্র পাঞ্চাল্যাম্, ভেদো বৈমত্যনিবন্ধনঃ কলহঃ ॥১৮॥
সুন্দেতি। সহিতৌ প্রণয়সংশ্লিষ্টৌ। আস্তাং ভূতবন্তৌ। অন্যেষাং দেবাদীনাম্ ॥১৯॥

দ্রৌপদীও তাহা শুনিয়া পবিত্র ও ভক্তিযুক্ত হইয়া, যেখানে নারদ পাণ্ডবগণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন ॥১৪॥

উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণা দ্রৌপদী দেবর্ষির চরণযুগলে নমস্কার করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া অবগুণ্ঠিতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥১৫॥

তখন ধর্ম্মাত্মা ও সত্যবাদী নারদ দ্রৌপদীকে নানাবিধ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—'তুমি যাইতে পার' ॥১৬॥

তাহার পর দ্রৌপদী চলিয়া গেলে, অন্য লোক না থাকায় নারদ যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি সমস্ত পাণ্ডবকে বলিলেন—॥১৭॥

'যুধিষ্ঠির! একমাত্র দ্রৌপদীই তোমাদের ধর্ম্মপত্নী। সুতরাং যাহাতে তাহাকে লইয়া তোমাদের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত না হয়, তেমন নিয়ম কর ॥১৮॥

একরাজ্যাবেকগৃহাবেকশয্যাসনাশনৌ।
তিলোত্তমায়াস্তৌ হেতোরন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥২০॥
রক্ষ্যতাং সৌহৃদং তস্মাদন্যোন্যপ্রীতিভাবকম্।
যথা বো নাত্র ভেদঃ স্যাত্তৎ কুরুষ্ব যুধিষ্ঠির ! ॥২১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সুন্দোপসুন্দাবসুরৌ কস্য পুত্রৌ মহামুনে !।
উৎপন্নশ্চ কথং ভেদঃ কথঞ্চান্যোন্যমঘ্নতাম্ ॥২২॥
অপ্সরা দেবকন্যা বা কস্য চৈষা তিলোত্তমা।
যস্যাঃ কামেন সম্মত্তৌ জঘ্নতুস্তৌ পরস্পরম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

একেতি। একত্র শয্যায়াম্ আসনমবস্থানম্ অশনমেকত্র ভোজনঞ্চ যয়োস্তৌ ॥২০॥

রক্ষ্যতামিতি। অন্যোন্যপ্রীতিভাবকং পরস্পরহৃদয়াকর্ষণজনকম্। বো যুষ্মাকম্ ॥২১॥

সামান্যতঃ শ্রুতং বিশেষশ্রবণার্থং পৃচ্ছতি সুন্দেতি। অতএবাসুরাবিত্যাদ্যুক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে ॥২২॥

অপ্সরা ইতি। কস্য চ আয়ত্তেতি শেষঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

স্থিরাসনা বভূবুঃ। পার্থিবেষু রাজসম্বন্ধিষু, আসনেষু অধিকারবিশেষেষু ॥৮—১৪॥ সুসংবীতা সম্যক্কৃতাবগুণ্ঠনা ॥১৫—২০॥ অন্যোন্যপ্রীতিভাবকং পরস্পরপ্রীত্যা ভাবো বুদ্ধির্যস্য তত্তথা ॥২১॥ অঘ্নতাং হতবন্তৌ ॥২২॥ কস্য দেবস্য কন্যা ॥২৩—২৪॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০১॥

কারণ, পূর্ব্বকালে ত্রিভুবনবিখ্যাত সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ভ্রাতা ছিল; তাহারা দুই জনেই সম্মিলিত থাকিত এবং অন্যের অবধ্য ছিল ॥১৯॥

তাহাদের এক রাজ্য, এক গৃহ, এক শয্যা এবং একত্র অবস্থান ও ভোজন ছিল; কিন্তু তাহারাও এক তিলোত্তমার জন্যই পরস্পর পরস্পরকে বধ করিয়াছিল ॥২০॥

অতএব তোমরা পরস্পর প্রণয়জনক সৌভ্রাত্র রক্ষা কর এবং যাহাতে তোমাদের মধ্যে ভেদ না জন্মে, তাহা কর' ॥২১॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—'মহর্ষি! সুন্দ ও উপসুন্দ অসুর কাহার পুত্র ছিল? কি প্রকারে তাহাদের মধ্যে ভেদ জন্মিয়াছিল এবং কেনই বা তাহারা পরস্পর পরস্পরকে বধ করিয়াছিল? ॥২২॥

এই তিলোত্তমা অপ্সরা ছিল? না দেবকন্যা ছিল এবং সে কাহার অধীন

এতৎ সর্ব্বং যথাবৃত্তং বিস্তরেণ তপোধন ! ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ ! পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদে একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

——:❁:——

নারদ উবাচ।
শৃণু মে বিস্তরেণেমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ পার্থ ! যথাবৃত্তং যুধিষ্ঠির ! ॥১॥
মহাসুরস্যান্ববায়ে হিরণ্যকশিপোঃ পুরা।
নিকুম্ভো নাম দৈত্যেন্দ্রস্তেজস্বী বলবানভূৎ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। বৃত্তং জাতমনতিক্রম্যেতি যথাবৃত্তম্। পরমত্যন্তম্। নঃ অস্মাকম্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:*:——

শৃণ্বিতি ! অত্র পুরাতনশব্দপ্রয়োগাদিতিহাসপদেনোপাখ্যানমাত্রং লক্ষ্যতে ॥১॥
মহেতি। অন্ববায়ে বংশে। তেজস্বী উৎসাহী ॥২॥

ছিল ? যাহার প্রতি কামে সম্মত্ত হইয়া সুন্দ ও উপসুন্দ পরস্পর পরস্পরকে বধ করিয়াছিল ॥২৩॥

হে তপোধন ! এই বৃত্তান্ত সমস্তই আমরা বিস্তরক্রমে যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি ; কেন না, আমাদের অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে ॥২৪॥

——:০:——

নারদ বলিলেন—'যুধিষ্ঠির ! তুমি ভ্রাতাদের সহিত আমার নিকটে এই প্রাচীন উপাখ্যান বিস্তরক্রমে যথাযথভাবে শ্রবণ কর ॥১॥

পূর্ব্বকালে মহাসুর হিরণ্যকশিপুর বংশে তেজস্বী ও বলবান্ 'নিকুম্ভ'-নামে এক মহাদৈত্য জন্মিয়াছিল ॥২॥

[২৪] ইতঃ পূর্ব্বং ক্বচিৎ 'নারদ উবাচ' ইতি পাঠো দৃশ্যতে। * '...ষড়ধিকঃ...' '...অষ্টাধিকঃ...' '...দশাধিকঃ...' '...অষ্টাবিংশত্যধিকঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

তস্য পুত্রৌ মহাবীর্য্যৌ জাতৌ ভীমপরাক্রমৌ।
সুন্দোপসুন্দৌ দৈত্যেন্দ্রৌ দারুণৌ ক্রূরমানসৌ ॥৩॥
তাবেকনিশ্চয়ৌ দৈত্যাবেককার্য্যার্থসম্মতৌ।
নিরন্তরমবর্ত্তেতাং সমদুঃখসুখাবুভৌ ॥৪॥
বিনান্যোন্যং ন ভুঞ্জাতে বিনান্যোন্যং ন গচ্ছতঃ।
অন্যোন্যস্য প্রিয়করাবন্যোন্যস্য প্রিয়ংবদৌ ॥৫॥
একশীলসমাচারৌ দ্বিধৈবৈকোঽভবৎ কৃতঃ।
তৌ বিবৃদ্ধৌ মহাবীর্য্যৌ কার্য্যেষ্বপ্যেকনিশ্চয়ৌ ॥৬॥
ত্রৈলোক্যবিজয়ার্থায় সমাধায়ৈকনিশ্চয়ৌ।
দীক্ষাং কৃত্বা গতৌ বিন্ধ্যং তাবুগ্রং তেপতুস্তপঃ ॥৭॥
তৌ তু দীর্ঘেণ কালেন তপোযুক্তৌ বভূবতুঃ।
ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তৌ জটাবল্কলধারিণৌ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। সুন্দোপসুন্দৌ তদাখ্যৌ। ক্রূরমানসৌ নিষ্ঠুরচিত্তৌ ॥৩॥

তাবিতি। এক এব নিশ্চয়ঃ কর্ত্তব্যেষ্ববধারণং যয়োস্তৌ, একস্মিন্নেব কার্য্যে কর্ত্তব্যরূপে অর্থে বিষয়ে সম্মতৌ। কদাচিদপি তয়োর্ব্বৈমত্যং নাভূদিতি ভাবঃ ॥৪॥

বিনেতি। স্মপদাধ্যাহারাদতীতেঽপি বর্ত্তমানা। প্রিয়করৌ প্রিয়ংবদৌ চাস্তাম্ ॥৫॥

একেতি। বিধাত্রা এক এব দ্বিধা কৃত ইব অভবদিত্যন্বয়ঃ ॥৬॥

ত্রৈলোক্যেতি। সমাধায় একমতীভূয়। দীক্ষাং সঙ্কল্পম্। বিন্ধ্যং পর্ব্বতম্ ॥৭॥

তাবিতি। তপোযুক্তৌ তপস্যানুষ্ঠানে শক্তিশালিনৌ। তত এবাহ ক্ষুদিত্যাদি ॥৮॥

সেই নিকুম্ভের সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুইটী পুত্র জন্মিয়াছিল; তাহারা অত্যন্ত বলবান্, ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী, ভীষণপ্রকৃতি ও নিষ্ঠুরচিত্ত ছিল ॥৩॥

তাহারা সর্ব্বদাই একরূপ কর্ত্তব্য স্থির করিত, এক কার্য্যে উভয়েই সম্মত হইত এবং উভয়েরই সমান সুখ ও সমান দুঃখ ছিল ॥৪॥

তাহারা পরস্পর মিলিত না হইয়া ভোজন বা গমন করিত না এবং পরস্পর পরস্পরের প্রিয় কার্য্য করিত ও প্রিয় কথা বলিত ॥৫॥

তাহাদের স্বভাব ও আচরণ এক রকম ছিল; সুতরাং বিধাতা যেন একটী-কেই দুইটী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কার্য্যে একমতাবলম্বী ও মহাবীর সেই সুন্দ ও উপসুন্দ ক্রমে বড় হইয়া উঠিল ॥৬॥

তাহার পর, তাহারা ত্রিভুবন জয় করিবার জন্য একমত ও একনিশ্চয় হইয়া, দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, বিন্ধ্যপর্ব্বতে যাইয়া, ভয়ঙ্কর তপস্যা করিতে লাগিল ॥৭॥

মলোপচিতসর্ব্বাঙ্গৌ বায়ুভক্ষৌ বভূবতুঃ।
আত্মমাংসানি জুহ্বন্তৌ পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রবিষ্ঠিতৌ।
ঊর্দ্ধবাহূ চানিমিষৌ দীর্ঘকালং ধৃতব্রতৌ ॥৯॥
তয়োস্তপঃপ্রভাবেণ দীর্ঘকালং প্রতাপিতঃ।
ধূমং প্রমুমুচে বিন্ধ্যস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥১০॥
ততো দেবা ভয়ং জগ্মুরুগ্রং দৃষ্ট্বা তয়োস্তপঃ।
তপোবিঘাতার্থমথো দেবা বিঘ্নানি চক্রিরে ॥১১॥
রত্নৈঃ প্রলোভয়ামাসুঃ স্ত্রীভিশ্চোভৌ পুনঃ পুনঃ।
ন চ তৌ চক্রতুর্ভঙ্গং ব্রতস্য সুমহাব্রতৌ ॥১২॥
অথ মায়াং পুনর্দেবাস্তয়োশ্চক্রুর্মহাত্মনোঃ।
ভগিন্যো মাতরো ভার্য্যাস্তয়োঃ পরিজনস্তথা ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

মলেতি। পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ বিষ্ঠিতৌ ভূতলে অবস্থিতৌ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯॥
তয়োরিতি। ধূমং প্রমুমুচে উজ্জগার, আর্দ্রেন্ধনবদিতি ভাবঃ ॥১০॥
তত ইতি। বিঘ্নানীতি নপুংসকত্বমার্ষম্ ॥১১॥
রত্নৈরিতি। ব্রতস্য তপসঃ। যেন হি সুমহাব্রতৌ সুদৃঢ়মহাতপোনিয়মৌ ॥১২॥

তাহারা জটা ও বল্কল ধারণ করিয়া, ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর থাকিয়া, দীর্ঘকাল তপস্যা করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাশালী হইয়া পড়িল ॥৮॥

তাহাতে তাহারা বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া, আপনাদের মাংস দ্বারা হোম করিতে থাকিয়া, কেবল পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা ভূতলে অবস্থানপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু ও নির্নিমেষনয়ন হইয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিল; তখন তাহাদের অঙ্গে মল জমা হইয়াছিল ॥৯॥

তাহাদের তপস্যার প্রভাবে দীর্ঘকাল সন্তপ্ত হইতে থাকায় বিন্ধ্যপর্ব্বত ধূমোদ্গার করিতে লাগিল; সে ঘটনা যেন অদ্ভুত হইতে থাকিল ॥১০॥

তাহার পর, তাহাদের ভয়ঙ্কর তপস্যা দেখিয়া দেবতারা ভীত হইয়া পড়িলেন; তাই তাঁহারা তাহাদের তপোভঙ্গের জন্য বিঘ্ন করিতে লাগিলেন ॥১১॥

দেবতারা নানাবিধ মণি, রত্ন ও যুবতি স্ত্রী দ্বারা তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে থাকিলেন; কিন্তু তাহারা দৃঢ় তপস্বী হইয়াছিল বলিয়া তপোভঙ্গ করিল না ॥১২॥

তা'র পর, আবার দেবতারা তাহাদের উপরে মায়াপ্রকাশ করিলেন—

(৯)···পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রধিষ্ঠিতৌ···। (১৩)···তয়োশ্চাত্মজনস্তথা।

প্রপাত্যমানা বিস্রস্তাঃ শূলহস্তেন রক্ষসা।
ভ্রষ্টাভরণকেশান্তা একান্তভ্রষ্টবাসসঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
অভিভাষ্য ততঃ সর্বাস্তৌ ত্রাহীতি বিচুক্রুশুঃ।
ন চ তৌ চক্রতুর্ভঙ্গং ব্রতস্য সুমহাব্রতৌ ॥১৫॥
যদা ক্ষোভং নোপযাতি নার্ত্তিমন্যতরস্তয়োঃ।
ততঃ স্ত্রিয়স্তা ভূতঞ্চ সর্বমন্তরধীয়ত ॥১৬॥
ততঃ পিতামহঃ সাক্ষাদভিগম্য মহাসুরৌ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস সর্বলোকহিতঃ প্রভুঃ ॥১৭॥
ততঃ সুন্দোপসুন্দৌ তৌ ভ্রাতরৌ দৃঢ়বিক্রমৌ।
দৃষ্ট্বা পিতামহং দেবং তস্থতুঃ প্রাঞ্জলী তদা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। পরিজনো দাস্যাদিঃ। বিস্রস্তা ভূলুণ্ঠিতা আসন্। ভ্রষ্টানি স্খলিতানি আভরণানি যেভ্যস্তে তাদৃশাঃ কেশান্তা যাষাং তাঃ, একান্তভ্রষ্টবাসসঃ সম্পূর্ণস্খলিতবস্ত্রাঃ ॥১৩—১৪॥

অভীতি। অভিভাষ্য সম্বোধ্য! সর্বা ভগিন্যাদয়ঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৫॥

যদেতি। তয়োরন্যতর একতরোঽপি। আর্ত্তিং পীড়াম্। যদাপদযোগাৎ "প্রয়োগতশ্চ" ইত্যতীতে বর্ত্তমানা। ভূতং রাক্ষসরূপঃ স প্রাণী ॥১৬॥

তত ইতি। পিতামহো ব্রহ্মা। বরেণ বরদানজ্ঞাপনেন ছন্দয়ামাস তোষয়ামাস ॥১৭॥

তত ইতি। দৃঢ়বিক্রমৌ তপস্যপি মহাশক্তিকৌ ॥১৮॥

শূলধারী কোন রাক্ষস তাহাদের মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা ও দাসীপ্রভৃতি পরিজনদিগকে আনিয়া তাহাদিগকে একেবারে বিবস্ত্র করিয়া আঘাত করিতে থাকিল; তাহাতে তাহাদের চুলের অলঙ্কার খুলিয়া পড়িতে লাগিল এবং তাহারা ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে থাকিল ॥১৩—১৪॥

তাহার পর, সেই সমস্ত স্ত্রীলোকেরাই সুন্দ ও উপসুন্দকে সম্বোধন করিয়া 'রক্ষা কর রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তথাপি তাহারা তপস্যাভঙ্গ করিল না ॥১৫॥

যখন তাহাদের মধ্যে কেহই ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হইল না, তখন সেই সকল স্ত্রীলোক ও রাক্ষস অন্তর্হিত হইল ॥১৬॥

তাহার পর, সমস্ত লোকের হিতৈষী ও প্রভাবশালী ব্রহ্মা তাহাদের সমক্ষে যাইয়া বরদান করিবেন জানাইয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন ॥১৭॥

তৎপরে, তপস্যাতেও দৃঢ়শক্তিশালী সুন্দ ও উপসুন্দ দুই ভ্রাতা ব্রহ্মাকে দেখিয়া তখনই কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥১৮॥

[১৪]···ভ্রষ্টাভরণবাসসঃ, ভ্রষ্টাভরণবাসসা।

উচতুশ্চ প্রভুং দেবং ততস্তৌ সহিতৌ তদা।
আবয়োস্তপসানেন যদি প্রীতঃ পিতামহঃ ॥১৯॥
মায়াবিদাবস্ত্রবিদৌ বলিনৌ কামরূপিণৌ।
উভাবপ্যমরৌ স্যাব প্রসন্নো যদি নৌ প্রভুঃ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)

ব্রহ্মোবাচ।

ঋতেঽমরত্বং যুবয়োঃ সর্ব্বমুক্তং ভবিষ্যতি।
অন্যদ্বৃণীতং মৃত্যোশ্চ বিধানমমরৈঃ সমম্ ॥২১॥
প্রভবিষ্যাব ইতি যন্মহদভ্যুদ্যতং তপঃ।
যুবয়োর্হেতুনাঽনেন নামরত্বং বিধীয়তে ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

উচতুরিতি। সহিতৌ মিলিতৌ সন্তাবেব, প্রভুং দেবং ব্রহ্মাণমূচতুঃ। কিমূচতুরিত্যাহ আবয়োরিতি। উভাবপ্যাবাম্। স্যাব ভবেব। নৌ আবাং প্রতি ॥১৯—২০॥

ঋত ইতি। অমরত্বম্; ঋতে বিনা, যুবাভ্যামুক্তম্ অন্যৎ সর্ব্বমেব যুবয়োর্ভবিষ্যতি। অতএব মৃত্যোরন্যৎ অমরৈঃ সমমেব, বিধীয়ত ইতি বিধানং প্রভাবম্, বৃণীতং যুবামিতি শেষঃ ॥২১॥

প্রেতি। প্রভবিষ্যাব আবাং জগতাং প্রভূ ভবিষ্যাব ইতি উদ্দিশ্যেতি শেষঃ। অভ্যুদ্যতমনুষ্ঠিতম্। অমরত্বং ন বিধীয়তে, তথাত্বে যুবয়োরত্যাচারিত্বে নিস্তারাসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

শৃণ্বিতি ॥১—৩॥ নিরন্তরং মতিভেদং বিনা ॥৪—২০॥ যেন অমরতুল্যত্বং ভবেৎ তাদৃশং বৃণীতং জ্ঞাপয়তম্ ॥২১॥ প্রভবিষ্যাবঃ প্রভুত্বমৈশ্বর্য্যং করিষ্যাবঃ। যৎকামো যদারভেৎ

তদনন্তর, তাহারা সম্মিলিতভাবেই ব্রহ্মাকে বলিল—'এই তপস্যা দ্বারা আমাদের উপরে যদি আপনি সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমরা দুই জনেই যেন মায়াবিৎ, অস্ত্রবিৎ, বলবান্, কামরূপী ও অমর হইতে পারি' ॥১৯—২০॥

ব্রহ্মা বলিলেন—'অমরত্ব ব্যতীত অন্য যাহা বলিলে, সে সমস্তই তোমাদের হইতে পারিবে। সুতরাং তোমরা মৃত্যু বিষয় ছাড়া দেবতার তুল্য অন্য সমস্ত প্রভাবই বরণ করিতে পার ॥২১॥

'আমরা ত্রিভুবনেরই প্রভু হইব' এই উদ্দেশ্য করিয়াই যে হেতু তোমরা গুরুতর তপস্যা করিয়াছ, সেই হেতুই তোমাদের অমরত্ব বিধান করিব না ॥২২॥

[২০]···উভাবপ্যমরৌ স্যাবঃ···।

ত্রৈলোক্যবিজয়ার্থায় ভবদ্ভ্যামাস্থিতং তপঃ।
হেতুনানেন দৈত্যেন্দ্রৌ ! ন বাং কামং করোম্যহম্ ॥২৩॥

স্থন্দোপস্থন্দাবূচতুঃ।

ত্রিষু লোকেষু যদ্ভূতং কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
সর্বস্মান্নৌ ভয়ং ন স্যাদৃতেঽন্যোন্যং পিতামহ ! ॥২৪॥

ব্রহ্মোবাচ। *

যৎ প্রার্থিতং যথোক্তঞ্চ কামমেতদ্দদানি বাম্।
মৃত্যোর্বিধানমেতচ্চ যথাবদ্বাং ভবিষ্যতি ॥২৫॥

নারদ উবাচ।

ততঃ পিতামহো দত্ত্বা বরমেতত্তদা তয়োঃ।
নিবর্ত্ত্য তপসস্তৌ চ ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥২৬॥
লব্ধ্বা বরাণি দৈত্যেন্দ্রাবথ তৌ ভ্রাতরাবুভৌ।
অবধ্যৌ সর্ব্বলোকস্য স্বমেব ভবনং গতৌ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

ত্রৈলোক্যেতি। আস্থিতমনুষ্ঠিতম্। বাং যুবয়োঃ, কামং কামনাবিষয়মমরত্বম্ ॥২৩॥

ত্রিষিতি। ভূতং প্রাণী। নৌ আবয়োঃ। অন্যোন্যং পরস্পরম্, ঋতে বিনা। আবয়োঃ পরস্পরস্তু পরমপ্রেমাবদ্ধতয়া কদাপি ন বৈরসম্ভাবনেতি ভাবঃ ॥২৪॥

যদিতি। কামং পর্য্যাপ্তম্। বাং যুবাভ্যাম্। যথাবদন্যান্যলোকবৎ, বাং যুবয়োঃ। যথাবদ্ যুবাভ্যামেবোক্তবদিতি চার্থঃ। তেন চ পরস্পরদ্বারৈব যুবয়োর্মৃত্যুর্ভবিতেতি সূচিতম্ ॥২৫॥

তত ইতি। তপসঃ সকাশাৎ, তৌ স্থন্দোপস্থন্দৌ, নিবর্ত্ত্য নিবৃত্তৌ কৃত্বা ॥২৬॥

তোমরা ত্রিভুবন জয় করিবার জন্যই তপস্যা করিয়াছ, এই কারণেই তোমাদের অভীষ্ট অমরত্ববিষয়ে বর দিব না' ॥২৩॥

সুন্দ ও উপসুন্দ বলিল—'পিতামহ ! ত্রিভুবনের মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গম যে কিছু প্রাণী আছে, আমাদের পরস্পর ছাড়া সে সকল প্রাণী হইতেই আমাদের ভয় হইবে না (এই বর দিন)' ॥২৪॥

ব্রহ্মা বলিলেন—'তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে বা বলিলে, তাহা তোমাদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই দিলাম ; তবে তোমাদের এই মৃত্যুটা যথোক্তভাবেই হইবে' ॥২৫॥

নারদ বলিলেন—'ব্রহ্মা তাহাদিগকে এইরূপ বর দিয়া এবং তপস্যা হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া তখনই ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন ॥২৬॥

* পিতামহ উবাচ। (২৫)…যথাবদ্বা ভবিষ্যতি।

তৌ তু লব্ধবরৌ দৃষ্ট্বা কৃতকামৌ মনস্বিনৌ।
সর্ব্বঃ সুহৃজ্জনস্তাভ্যাং প্রহর্ষমুপজগ্মিবান্ ॥২৮॥
ততস্তৌ তু জটাং ভিত্ত্বা মৌলিনৌ সংবভূবতুঃ।
মহার্হাভরণোপেতৌ বিরজোঽম্বরধারিণৌ ॥২৯॥
অকালকৌমুদীঞ্চৈব চক্রতুঃ সার্বকালিকীম্।
নিত্যপ্রমুদিতঃ সর্ব্বস্তয়োশ্চৈব সুহৃজ্জনঃ ॥৩০॥
ভক্ষ্যতাং ভুজ্যতাং নিত্যং দীয়তাং রম্যতামিতি।
গীয়তাং পীয়তাঞ্চেতি শব্দশ্চাসীদ্‌গৃহে গৃহে ॥৩১॥
তত্র তত্র মহানাদৈরুৎক্রুষ্টতলনাদিতৈঃ।
হৃষ্টং প্রমুদিতং সর্ব্বং দৈত্যানামভবৎ পুরম্ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

লব্ধেতি। অবধ্যৌ সন্তৌ। স্বং স্বকীয়মেব ॥২৭॥

তাবিতি। কৃতকামৌ লব্ধমনোরথৌ। তাভ্যাং করণাভ্যাম্ ॥২৮॥

তত ইতি। ভিত্ত্বা বিদার্য্য তৎকেশান্ বিশ্লিষ্যেত্যর্থঃ, মৌলিনৌ ধম্মিল্লবন্তৌ। পুংসাং ধম্মিল্লস্তু উভয়পার্শ্ববদ্ধকেশঃ। বিরজো নির্ধূলিকং পরিষ্কৃতমম্বরং বস্ত্রং ধারয়ত ইতি তৌ ॥২৯॥

অকালেতি। ন বিদ্যতে কাল উত্তমসময়ো যস্মাৎ সঃ অকালঃ পূর্ণিমাতিথিস্তৎসম্বন্ধিনীং কৌমুদীং জ্যোৎস্নাম্, সার্ব্বকালিকীম্ অমাবস্যাদিসর্ব্বকালবর্ত্তিনীম্, চক্রতুঃ ॥৩০॥

ভক্ষ্যতামিতি। ভক্ষ্যতাং চর্ব্যতামিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। নিত্যং সর্ব্বদা ॥৩১॥

তত্রেতি। উৎক্রুষ্টমানন্দাদুচ্চৈরাহ্বানং তলং করতলঞ্চ তয়োর্নাদিতৈঃ শব্দৈঃ ॥৩২॥

ভারতভাবদীপঃ

তৎসমাপ্তৌ তদেব লভতে নান্যদিত্যর্থঃ ॥২২—২৪॥ যথাবৎ বা যথাবদেব ॥২৫—২৮॥ মৌলিনৌ কিরীটবন্তৌ। "মৌলিঃ কিরীটে ধম্মিল্লে" ইতি মেদিনী। ব্রীহ্যাদিত্বাদিনিঃ

দৈত্যশ্রেষ্ঠ সেই দুই ভ্রাতাও বর লাভ করিয়া সমস্ত জগতের অবধ্য হইয়া আপন ভবনেই চলিয়া গেল ॥২৭॥

তাহারা বর লাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া তাহাদের বন্ধুবর্গ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিল ॥২৮॥

তাহার পর, তাহারা জটা খুলিয়া বাবরি করিল এবং মহামূল্য অলঙ্কার ও নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান করিল ॥২৯॥

আর, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাকে সমস্ত সময়ে রাখিয়া দিল। তাহাতে তাহাদের বন্ধুবর্গ সর্ব্বদার জন্য আনন্দিত হইল ॥৩০॥

'ভক্ষণ কর, ভোজন কর, পান কর, দান কর, গান কর এবং আরাম কর' এইরূপ শব্দ সর্ব্বদাই ঘরে ঘরে হইতে লাগিল ॥৩১॥

তৈস্তৈর্বিহারৈর্বহুভির্দৈত্যানাং কামরূপিণাম্।
সমাঃ সংক্রীড়তাং তেষামহরেকমিবাভবৎ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে সুন্দোপসুন্দোপাখ্যানে দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ।
উৎসবে বৃত্তমাত্রে তু ত্রৈলোক্যাকাঙ্ক্ষিণাবুভৌ।
মন্ত্রয়িত্বা ততঃ সেনাং তাবাজ্ঞাপয়তাং তদা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তৈরিতি। বিহারৈর্বিলাসৈঃ। সমা বহবো বৎসরা অপি একমহো দিনমিবাভবৎ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

উৎসব ইতি। বৃত্তমাত্রে সমাপ্তে সত্যেব। আজ্ঞাপয়তাং ত্রৈলোক্যজয়ায়েতি শেষঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৯—৩১॥ তলনাদিতৈঃ করতলধ্বনিভিঃ, বাদ্যঘোষৈর্ব্বা ॥৩২॥ সমাঃ বহূনি বর্ষাণি একং দিনমিব অভূৎ ॥৩৩॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০২॥

যেখানে সেখানে বিশাল আনন্দকোলাহল, আমোদের আহ্বান এবং আনন্দ-করতলধ্বনি দ্বারা দৈত্যনগরটী পরিপূর্ণ হইতে থাকিল; তাহাতে বুঝা যাইতে লাগিল যে, পুরবাসী সকলেই যেন হৃষ্ট ও আমোদিত হইয়াছে ॥৩২॥

কামরূপী দৈত্যেরা সেই ভাবে আমোদ করিতে থাকিলে, তাহাদের সেই সেই নানাবিধ উৎসবে অনেক বৎসরও যেন একটী দিনের মত চলিয়া গেল ॥৩৩॥

নারদ বলিলেন—উৎসব সমাপ্ত হইবামাত্র সুন্দ ও উপসুন্দ মন্ত্রণা করিয়া ত্রিভুবন জয় করিবার ইচ্ছায় সৈন্যগণকে সজ্জিত হইবার জন্য আদেশ করিল ॥১॥

* '…সপ্তাধিকঃ…' '…নবাধিকঃ…' '…একাদশাধিকঃ…' 'একোনত্রিংশদধিকঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

সুহৃদ্ভিরপ্যনুজ্ঞাতৌ দৈত্যৈর্ব্বৃদ্ধৈশ্চ মন্ত্রিভিঃ ।
কৃত্বা প্রাস্থানিকং রাত্রৌ মঘাসু যযতুস্তদা ॥২॥
গদাপট্টিশধারিণ্যা শূলমুদ্গরহস্তয়া ।
প্রস্থিতৌ সহ বর্ম্মিণ্যা মহত্যা দৈত্যসেনয়া ॥৩॥
মঙ্গলৈঃ স্তুতিভিশ্চাপি বিজয়প্রতিসংহিতৈঃ ।
চারণৈঃ স্তূয়মানৌ তৌ জগ্মতুঃ পরয়া মুদা ॥৪॥
তাবন্তরীক্ষমুৎপ্লুত্য দৈত্যৌ কামগমাবুভৌ ।
দেবানামেব ভবনং জগ্মতুর্যুদ্ধদুর্ম্মদৌ ॥৫॥
তয়োরাগমনং জ্ঞাত্বা বরদানঞ্চ তৎ প্রভোঃ ।
হিত্বা ত্রিপিষ্টপং জগ্মুর্ব্রহ্মলোকং ততঃ সুরাঃ ॥৬॥
তাবিন্দ্রলোকং নির্জ্জিত্য যক্ষরক্ষোগণাংস্তথা ।
খেচরাণ্যপি ভূতানি জগ্মতুস্তীব্রবিক্রমৌ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

সুহৃদ্ভিরিতি । প্রাস্থানিকং যাত্রাকালীনং স্বস্ত্যয়নাদি । মঘাসু মঘানক্ষত্রে । "উত্তরাসু বিশাখাসু মঘার্দ্রাভরণীষু চ" ইত্যাদিনিষেধস্তু মানুষপরঃ ॥২॥

গদেতি । বর্ম্মিণ্যা বর্ম্মধারিণ্যা । প্রস্থিতৌ তৌ সুন্দোপসুন্দাবিত্যনুকর্ষঃ ॥৩॥

মঙ্গলৈরিতি । বিজয়ে প্রতিসংহিতৈর্দত্তচিত্তৈর্বিজয়াকাঙ্ক্ষিভিরিত্যর্থঃ ॥৪॥

তাবিতি । কামগমৌ ইচ্ছানুসারেণ গমনক্ষমৌ । অতএবান্তরীক্ষোৎপ্লবনম্ ॥৫॥

তয়োরিতি । প্রভোর্ব্রহ্মণঃ । ত্রিপিষ্টপং স্বর্গম্, হিত্বা পরিত্যজ্য । সুরা দেবাঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

উৎসবে ইতি ॥১॥ মঘাসু গমনার্থং নিষিদ্ধেঽপি নক্ষত্রে আসুরত্বাদ্ যযতুঃ ॥২—৩॥

তাহার পর, বন্ধুগণ ও মন্ত্রিগণের অনুমতিক্রমে তাহারা যাত্রাকালীন মাঙ্গলিক আচরণ করিয়া রাত্রিতে মঘানক্ষত্রে যাত্রা করিল ॥২॥

তৎপরে তাহারা গদা, পট্টিশ, শূল, মুদ্গর, ও বর্ম্মধারী বিশাল দৈত্যসৈন্যের সহিত প্রস্থান করিল ॥৩॥

এই সময়ে স্তুতিপাঠকেরা জয় ইচ্ছা করিয়া মাঙ্গলিক স্তুতি দ্বারা তাহাদের স্তব করিতে লাগিল ; এই অবস্থায় তাহারা পরমানন্দে প্রস্থান করিল ॥৪॥

কিছু পরেই যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ ও কামগামী সুন্দ ও উপসুন্দ আকাশে উঠিয়া দেবলোকে চলিয়া গেল ॥৫॥

তাহার পর, দেবতারা তাহাদের আগমন জানিয়া এবং ব্রহ্মার সেই বরদান স্মরণ করিয়া, স্বর্গলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন ॥৬॥

---

[২] সুহৃদ্ভিরভ্যনুজ্ঞাতৌ দৈত্যবৃদ্ধৈশ্চ মন্ত্রিভিঃ··· । [৩]···প্রস্থিতৌ সহ ধর্ম্মিণ্যা··· ।

অন্তর্ভূমিগতান্ নাগান্ জিত্বা তৌ চ মহারথৌ।
সমুদ্রবাসিনীঃ সর্ব্বা ম্লেচ্ছজাতীর্বিজিগ্যতুঃ ॥৮॥
ততঃ সর্ব্বাং মহীং জেতুমারব্ধাবুগ্রশাসনৌ।
সৈনিকাংশ্চ সমাহূয় সুতীক্ষ্ণং বাক্যমূচতুঃ ॥৯॥
রাজর্ষয়ো মহাযজ্ঞৈর্হব্যকব্যৈর্দ্বিজাতয়ঃ।
তেজো বলঞ্চ দেবানাং বর্দ্ধয়ন্তি শ্রিয়ং তথা ॥১০॥
তেষামেবং প্রবৃত্তানাং সর্বেষামসুরদ্বিষাম্।
সম্ভূয় সর্বৈরস্মাভিঃ কার্য্যঃ সর্ব্বাত্মনা বধঃ ॥১১॥
এবং সর্ব্বান্ সমাদিশ্য পূর্ব্বতীরে মহোদধেঃ।
ক্রূরাং মতিং সমাস্থায় জগ্মতুঃ সর্ব্বতোমুখৌ ॥১২॥
যজ্ঞৈর্যজন্তি যে কেচিদ্যাজয়ন্তি চ যে দ্বিজাঃ।
তান্ সর্ব্বান্ প্রসভং হত্বা বলিনৌ জগ্মতুস্ততঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি। ইন্দ্রলোকং স্বর্গম্। খেচরাণি ভূতান্যপি আকাশচরান্ প্রাণিনোঽপি ॥৭॥
অন্তরিতি। অন্তর্ভূমিগতান্ পাতালস্থিতান্। বিজিগ্যতুর্বিজিতবন্তৌ ॥৮॥
তত ইতি। আরব্ধৌ প্রবৃত্তৌ। কর্ত্তরি ক্তঃ। সুতীক্ষ্ণং নিষ্ঠুরম্ ॥৯॥
তদ্বাক্যমেবাহ রাজেতি। হব্যানি দেবদেয়দ্রব্যাণি কব্যানি চ পিতৃদেয়দ্রব্যাণি তৈঃ ॥১০॥
তেষামিতি। এবং দেবানাং পক্ষপাতিতয়া। সম্ভূয় মিলিত্বা। সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বযত্নেন ॥১১॥
এবমিতি। সর্ব্বান্ সৈনিকান্। ক্রূরাং নিষ্ঠুরাম্। সর্ব্বতোমুখৌ সর্ব্বদিগ্বর্ত্তিনৌ ॥১২॥

তখন মহাবিক্রমশালী সুন্দ ও উপসুন্দ স্বর্গলোক, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ এবং আকাশচর প্রাণিগণকে জয় করিয়া চলিয়া গেল ॥৭॥

তাহারা পাতালবাসী নাগদিগকে জয় করিয়া সমুদ্রতীরবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছ-জাতিকে জয় করিল ॥৮॥

তা'র পর, তাহারা ভয়ঙ্কর শাসন প্রচারপূর্ব্বক সমগ্র পৃথিবী জয় করিতে আরম্ভ করিয়া সৈন্যগণকে ডাকিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর বাক্য বলিল—॥৯॥

'রাজর্ষিরা মহাযজ্ঞ দ্বারা এবং ব্রাহ্মণেরা হব্য-কব্য দ্বারা দেবগণের তেজ, বল ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥১০॥

অতএব আমাদের সকলেরই সম্মিলিত হইয়া সেই অসুরদ্বেষী রাজর্ষি-প্রভৃতির সর্ব্বপ্রযত্নে বধ করা উচিত' ॥১১॥

এইভাবে সকলকে আদেশ করিয়া সুন্দ ও উপসুন্দ মহাসমুদ্রের পূর্ব্বতীরে যাইয়া নিষ্ঠুর বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক সকল দিকে বিচরণ করিতে লাগিল ॥১২॥

আশ্রমেষ্বগ্নিহোত্রাণি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
গৃহীত্বা প্রক্ষিপন্ত্যপ্সু বিশ্রব্ধং সৈনিকাস্তয়োঃ ॥১৪॥
তপোধনৈশ্চ যে ক্রুদ্ধৈঃ শাপা উক্তা মহাত্মভিঃ।
নাক্রামন্ত তয়োস্তেঽপি বরদাননিরাকৃতাঃ ॥১৫॥
নাক্রামন্ত যদা শাপা বাণা মুক্তাঃ শিলাস্বিব।
নিয়মান্ সম্পরিত্যজ্য ব্যদ্রবন্ত দ্বিজাতয়ঃ ॥১৬॥
পৃথিব্যাং যে তপঃসিদ্ধা দান্তাঃ শমপরায়ণাঃ।
তয়োর্ভয়াদ্‌দুদ্রুবুস্তে বৈনতেয়াদিবোরগাঃ ॥১৭॥
মথিতৈরাশ্রমৈর্ভগ্নৈর্বিকীর্ণকলশস্রুবৈঃ।
শূন্যমাসীজ্জগৎ সর্ব্বং কালেনেব হতং তদা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

যজ্ঞৈরিতি। প্রসভং বলেন। বলিনৌ সুন্দোপসুন্দৌ। ততঃ স্থানাৎ ॥১৩॥

আশ্রমেম্বিতি। ভাবিতাত্মনাং তপসা বশীকৃতচিত্তানাম্। অপ্সু জলে, বিশ্রব্ধং নির্ভয়ম্ ॥১৪॥

অথ তে মুনয়ঃ কথং তৌ নাশপন্তেত্যাহ তপোধনৈরিতি। শাপাঃ শাপবাক্যানি। "সর্ব্বস্মান্নৌ ভয়ং ন স্যাৎ" ইতি প্রার্থনানুসারাদ্‌ব্রহ্মণো বরদানেন নিরাকৃতাঃ প্রতিহতাস্তে শাপা অপি, তয়োস্তৌ নাক্রামন্ত। "তস্য চানুকরোতি হি" ইত্যাদিবৎ কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥১৫॥

নেতি। মুক্তা নিক্ষিপ্তাঃ। নিয়মান্ অগ্নিহোত্রাদিনিয়তব্যাপারান্। ব্যদ্রবন্ত পলায়ন্ত ॥১৬॥

পৃথিব্যামিতি। দান্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ। বৈনতেয়াদ্‌গরুড়াৎ তদ্ভয়াদিত্যর্থঃ ॥১৭॥

যে কেহ যজ্ঞ করিতেছিলেন এবং যে সকল ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করাইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক হত্যা করিয়া সেই সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল ॥১৩॥

আর, তাহাদের সৈন্যেরা জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের অগ্নিহোত্রের সমস্ত বস্তু লইয়া নির্ভয়ে জলে ফেলাইয়া দিতে থাকিল ॥১৪॥

তপস্বীরা ক্রুদ্ধ হইয়া যে সকল অভিসম্পাত করিতেন, সে গুলিও ব্রহ্মার বরে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না ॥১৫॥

যখন প্রস্তরের উপরে নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় সেই অভিসম্পাতগুলি তাহাদের কিছুই করিতে পারিত না, তখন ব্রাহ্মণেরা নিয়ত কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইতেন ॥১৬॥

পৃথিবীতে জিতেন্দ্রিয় ও শমগুণান্বিত যে সকল তপস্বী ছিলেন, তাঁহারা গরুড়ের ভয়ে সর্পগণের ন্যায় সুন্দ ও উপসুন্দের ভয়ে পলাইয়া যাইতেন ॥১৭॥

রাজর্ষিভিরদৃশ্যদ্ভির্ঋষিভিশ্চ মহাসুরৌ।
উভৌ বিনিশ্চয়ং কৃত্বা বিকুর্বাতে বধৈষিণৌ ॥১৯॥
প্রভিন্নকরটৌ মত্তৌ ভূত্বা কুঞ্জররূপিণৌ।
সংলীনমপি দুর্গেষু নিন্যতুর্যমসাদনম্ ॥২০॥
সিংহৌ ভূত্বা পুনর্ব্যাঘ্রৌ পুনশ্চান্তর্হিতাবুভৌ।
তৈস্তৈরুপায়ৈস্তৌ ক্রূরাবৃষীন্ দৃষ্ট্বা নিজঘ্নতুঃ ॥২১॥
নিবৃত্তযজ্ঞস্বাধ্যায়া প্রনষ্টনৃপতিদ্বিজা।
উৎসন্নোৎসবযজ্ঞা চ বভূব বসুধা তদা ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

মথিতৈরিতি। বিকীর্ণা বিক্ষিপ্তাঃ কলশাঃ স্রুবা হোমোপকরণবিশেষা যেভ্যস্তৈঃ ॥১৮॥

রাজেতি। অদৃশ্যদ্ভিঃ অন্তর্হিততয়া অদৃশ্যমানৈঃ। কর্ম্মণি আনশ্‌বিষয়ে শতৃপ্রত্যয় আর্ষঃ। বিনিশ্চয়ং হন্তব্যা এবেতি নির্দ্ধারণম্। বিকুর্বাতে অন্বিষ্যতঃ স্ম ॥১৯॥

প্রভিন্নেতি। প্রভিন্নকরটৌ মদস্রাবিগণ্ডৌ। সংলীনং লুক্কায়িতমপি, দুর্গেষু স্থানেষু ॥২০॥

সিংহাবিতি। তৈস্তৈঃ অন্বিষ্যাবিষ্করণাদিভিঃ। ক্রূরৌ নিষ্ঠুরস্বভাবৌ ॥২১॥

নিবৃত্তেতি। নিবৃত্তা যজ্ঞাঃ স্বাধ্যায়া বেদপাঠাশ্চ যস্যাং সা, প্রনষ্টা নৃপতয়ো দ্বিজা ব্রাহ্মণাশ্চ যস্যাং সা, উৎসন্না নষ্টা উৎসবযজ্ঞা উপনয়নাদ্যঙ্গহোমা যস্যাং সা চ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

বিজয়প্রতিসংহিতৈর্বিজয়কথকৈঃ ॥৪—১৪॥ নাক্রামন্ত ন ব্যাপ্তবন্তঃ, তয়োঃ তৌ, কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥১৫—১৮॥ অদৃশ্যদ্ভিরন্তর্হিতৈঃ ঋষিভির্হেতুভূতৈঃ তে বিকুর্ব্বাতে বিবিধানি সিংহব্যাঘ্রাদীনি রূপাণি জগৃহাতে তিরোভাবায়; ততস্তদ্রূপাজ্ঞানাৎ প্রকটান্ মুনীন্ গজাদিরূপৌ নিজঘ্নতুরিত্যর্থঃ ॥১৯॥ তদেবাহ—প্রভিন্নেতি। প্রভিন্নৌ মদেন ক্লিন্নৌ করটৌ গণ্ডদেশৌ

তাহারা মুনিগণের আশ্রমগুলিকে মথিত ও ভগ্ন করিয়া তথা হইতে কলশ ও স্রুক্, স্রুবপ্রভৃতি দ্রব্যগুলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিত। তাহাতে তখন সমস্ত জগৎ কালনিহত হইয়াই যেন শূন্য হইয়া গেল ॥১৮॥

রাজর্ষিরা ও মহর্ষিরা অদৃশ্য হইয়া যাইতেন বলিয়া সুন্দ ও উপসুন্দ তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার ইচ্ছায় সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিত ॥১৯॥

তাহারা মদমত্ত হস্তীর রূপ ধারণ করিয়া গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত লোককেও বাহির করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিত ॥২০॥

নিষ্ঠুরপ্রকৃতি সুন্দ ও উপসুন্দ একবার সিংহ হইয়া, আবার ব্যাঘ্র হইয়া, পুনরায় লুক্কায়িত থাকিয়া, সেই সেই উপায়ে মুনিগণকে দেখিয়াই হত্যা করিত ॥২১॥

[১৯] ততো রাজন্নদৃশ্যদ্ভির্ঋষিভিশ্চ···।

হাহাভূতা ভয়ার্ত্তা চ নিবৃত্তবিপণাপণা।
নিবৃত্তদেবকার্য্যা চ পুণ্যোদ্বাহবিবর্জ্জিতা ॥২৩॥
নিবৃত্তকৃষিগোরক্ষা বিধ্বস্তনগরাশ্রমা।
অস্থিকঙ্কালসঙ্কীর্ণা ভূর্ব্বভূবোগ্রদর্শনা ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)
নিবৃত্তপিতৃকার্য্যঞ্চ নির্বষট্কারমণ্ডলম্।
জগৎ প্রতিভয়াকারং দুষ্প্রেক্ষ্যমভবত্তদা ॥২৫॥
চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহাস্তারা নক্ষত্রাণি দিবৌকসঃ।
জগ্মুর্বিষাদং তৎ কর্ম্ম দৃষ্ট্বা সুন্দোপসুন্দয়োঃ ॥২৬॥
এবং সর্ব্বা দিশো দৈত্যৌ জিত্বা ক্রূরেণ কর্ম্মণা।
নিঃসপত্নৌ কুরুক্ষেত্রে নিবেশমভিচক্রতুঃ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে সুন্দোপসুন্দোপাখ্যানে ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

হাহেতি। হাহাভূতা হাহাকারাস্পদীভূতা। নিবৃত্তা বিপণাঃ ক্রয়বিক্রয়াদিব্যবহারো যেভ্যস্তে তাদৃশা আপণা হট্টা যস্যাং সা। ভূঃ পৃথিবী ॥২৩—২৪॥

নিবৃত্তেতি। ন বিদ্যতে বষট্কারো দেবহবির্দানায় বষট্শব্দপ্রয়োগো যেষু তাদৃশানি মণ্ডলানি মণ্ডলাকারেণ যাজ্ঞিকানামবস্থানানি যস্মিন্ তৎ। প্রতিভয়াকারং ভয়ঙ্করাকারম্ ॥২৫॥

চন্দ্রেতি। তারাঃ সপ্তর্ষিপ্রভৃতয়ঃ। দিবৌকসো ব্রহ্মলোকে পলায়িতা দেবাঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

যয়োস্তৌ, সংলীনমপি মুনিম্ ॥২০—২১॥ উৎসবো যাত্রাবিবাহাদিঃ ॥২২॥ নিবৃত্তবিপণাঃ ক্রয়বিক্রয়াদিব্যবহারশূন্যা আপণা হট্টা যস্যাম্ ॥২৩॥ অস্থীনি হস্তপাদাদিসম্বন্ধীনি, কঙ্কালাঃ

তখন পৃথিবীতে যজ্ঞ ও বেদপাঠ নিবৃত্তি পাইল, রাজা ও ব্রাহ্মণ লুপ্ত হইল এবং উপনয়নপ্রভৃতি উৎসবকার্য্য তিরোহিত হইল ॥২২॥

সর্ব্বত্র হাহাকার হইতে লাগিল, অবশিষ্ট লোকেরা ভয়ার্ত্ত হইয়া পড়িল, হাটে আর ক্রয়-বিক্রয় থাকিল না, দেবকার্য্য উঠিয়া গেল, পুণ্যকার্য্য ও বিবাহাদিকার্য্য তিরোহিত হইল, কৃষি ও গোরক্ষা নিবৃত্তি পাইল, নগর ও আশ্রমগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইল এবং অস্থি-কঙ্কালে পরিপূর্ণা পৃথিবী ভয়ঙ্করদর্শনা হইয়া পড়িল ॥২৩—২৪॥

পিতৃকার্য্য উঠিয়া গেল এবং যাজ্ঞিকমণ্ডলে আর স্বাহা-বষট্কারাদি থাকিল না। সুতরাং তখন জগৎটা ভয়ঙ্করমূর্ত্তি হইয়া দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া পড়িল ॥২৫॥

* '.. অষ্টাধিকঃ...' '...দশাধিকঃ...' '...দ্বাদশাধিকঃ...' '...ত্রিংশদধিকঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

———:*:———

নারদ উবাচ।

ততো দেবর্ষয়ঃ সর্ব্বে সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
জগ্মুস্তদা পরামার্ত্তিং দৃষ্ট্বা তৎ কদনং মহৎ ॥১॥
তেঽভিজগ্মুর্জিতক্রোধা জিতাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
পিতামহস্য ভবনং জগতঃ কৃপয়া তদা ॥২॥
ততো দদৃশুরাসীনং সহ দেবৈঃ পিতামহম্।
সিদ্ধৈর্ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব সমন্তাৎ পরিবারিতম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। ক্রূরেণ নিষ্ঠুরেণ। নিঃসপত্নৌ শত্রুশূন্যৌ। নিবেশং রাজধানীম্ ॥২৭॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:*:———

তত ইতি। সিদ্ধা যোগসিদ্ধাঃ, পরমর্ষয়ো মর্ত্ত্যবাসিনঃ। কদনং দুরবস্থাম্ ॥১॥

ত ইতি। জিতাত্মানো জিতচিত্তাঃ। পিতামহস্য ব্রহ্মণঃ। জগতঃ সম্বন্ধে ॥২॥

তত ইতি। সমন্তাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষু, পরিবারিতং পরিবেষ্টিতম্ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

দেহমধ্যাস্থীনি পার্শ্বাদিসহিতানি ॥২৪—২৫॥ গ্রহাঃ কুজাদয়ঃ, তারাঃ সপ্তর্ষ্যাদয়ঃ, নক্ষত্রাণি অশ্বিন্যাদীনি ॥২৬—২৭॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৩॥

———:*:———

ওদিকে চন্দ্র, সূর্য্য, অন্যান্য গ্রহ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, অশ্বিনীপ্রভৃতি নক্ষত্র এবং দেবগণ সুন্দ ও উপসুন্দের সেই কার্য্য দেখিয়া বিষাদমগ্ন হইলেন ॥২৬॥

এই ভাবে সুন্দ ও উপসুন্দ নিষ্ঠুর ব্যবহারে সমস্ত দিক্ জয় করিয়া, শত্রুশূন্য হইয়া কুরুক্ষেত্রে রাজধানী স্থাপন করিল ॥২৭॥

———:⊙:———

নারদ বলিলেন—তাহার পর, দেবর্ষিগণ ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ জগতের সেই গুরুতর দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ॥১॥

তদনন্তর, ক্রোধবিজয়ী, সংযতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় সেই মহর্ষিরা জগতের উপরে দয়াবশতঃ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥২॥

তত্র দেবো মহাদেবস্তত্রাগ্নির্বায়ুনা সহ।
চন্দ্রাদিত্যৌ চ শুক্রশ্চ পারমেষ্ঠ্যাস্তথর্ষয়ঃ ॥৪॥
বৈখানসা বালখিল্যা বানপ্রস্থা মরীচিপাঃ।
অজাশ্চৈবাবিমূঢ়াশ্চ তেজোগর্ভাস্তপস্বিনঃ।
ঋষয়ঃ সর্ব্ব এবৈতে পিতামহমুপাগমন্ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)
ততোঽভিগম্য তে দীনাঃ সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ।
সুন্দোপসুন্দয়োঃ কর্ম্ম সর্বমেব শশংসিরে ॥৬॥
যথা হৃতং যথা চৈব কৃতং যেন ক্রমেণ চ।
ন্যবেদয়ংস্ততঃ সর্ব্বমখিলেন পিতামহে ॥৭॥
ততো দেবগণাঃ সর্বে তে চৈব পরমর্ষয়ঃ।
তমেবার্থং পুরস্কৃত্য পিতামহমচোদয়ন্ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। দেবো বিষ্ণুঃ। পরমেষ্ঠিনো ব্রহ্মণোঽপত্যানীতি পারমেষ্ঠ্যা মরীচ্যাদয়ঃ। বৈখানসা বনবাসিনঃ। মরীচিপাঃ সৌরকিরণমাত্রাহারা মুনিবিশেষাঃ। অজা বিষ্ণূপাসকাঃ। অবিমূঢ়া মোহশূন্যাঃ। তেজোগর্ভা অন্তর্নিগূঢ়ব্রহ্মরূপাঃ। পঞ্চমপঞ্চং ষট্পদম্ ॥৪—৫॥

তত ইতি। দীনা বিষাদাৎ কাতরাঃ সন্তঃ। শশংসিরে কথয়ামাসুঃ ॥৬॥

যথেতি। হৃতং ত্রিভুবনরাজ্যম্। ততস্তৎ। অখিলেন সাকল্যেন ॥৭॥

তত ইতি। তং সুন্দোপসুন্দাত্যাচাররূপমেবার্থং বিষয়ম্, পুরস্কৃত্য উল্লেখে মুখ্যীকৃত্য পিতামহং ব্রহ্মাণম্, অচোদয়ন্ তৎপ্রতীকারায় প্রাণোদয়ন্ ॥৮॥

তাঁহারা সেখানে যাইয়া দেখিলেন—ব্রহ্মা দেবগণের সহিত উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন; আর তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ব্রহ্মর্ষিরা অবস্থান করিতেছেন ॥৩॥

সেইখানে বিষ্ণু, শিব, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, শুক্র এবং ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচিপ্রভৃতি ঋষিরাও অবস্থান করিতেছিলেন। তখন বৈখানস, বালখিল্য, বানপ্রস্থ, মরীচিপায়ী, বিষ্ণূপাসক এবং মোহশূন্য ব্রহ্মচিন্তকগণ, ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মার নিকটে গেলেন ॥৪—৫॥

সেই মহর্ষিরা সকলেই কাতর হইয়া, ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া, সুন্দ ও উপসুন্দের সমস্ত কার্য্যই বলিলেন ॥৬॥

তাহারা যে ভাবে ত্রিভুবনের রাজ্য হরণ করিয়াছিল এবং যে ভাবে ও যে ক্রমে যাহা করিয়াছিল, সে সমস্তই তাঁহারা ব্রহ্মার নিকট জানাইলেন ॥৭॥

তাহার পর, দেবগণ ও মহর্ষিগণ প্রধানভাবে সুন্দ ও উপসুন্দের অত্যা-

ততঃ পিতামহঃ শ্রুত্বা সর্ব্বেষাং তদ্বচস্তদা।
মুহূর্ত্তমিব সঞ্চিন্ত্য কর্ত্তব্যস্য বিনিশ্চয়ম্ ॥৯॥
তয়োর্বধং সমুদ্দিশ্য বিশ্বকর্ম্মাণমাহ্বয়ৎ।
দৃষ্ট্বা চ বিশ্বকর্ম্মাণং ব্যাদিদেশ পিতামহঃ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
সৃজ্যতাং প্রার্থনীয়ৈকা প্রমদেতি মহাতপাঃ।
পিতামহং নমস্কৃত্য তদ্বাক্যমভিনন্দ্য চ।
নির্ম্মমে যোষিতং দিব্যাং চিন্তয়িত্বা প্রযত্নতঃ ॥১১॥
ত্রিষু লোকেষু যৎ কিঞ্চিদ্ভূতং স্থাবরজঙ্গমম্।
সমানয়দ্দর্শনীয়ং তত্তদত্র স বিশ্ববিৎ ॥১২॥
কোটিশশ্চৈব রত্নানি তস্যা গাত্রে ন্যবেশয়ৎ।
তাং রত্নসংঘাতময়ীমসৃজদ্দেবরূপিণীম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তয়োঃ সুন্দোপসুন্দয়োঃ। বিশ্বকর্ম্মাণমাগতমিতি শেষঃ ॥৯—১০॥

কিং ব্যাদিদেশেত্যাহ সৃজ্যতামিতি। প্রার্থনীয়া সর্ব্বেষামেব পুংসামিতি শেষঃ। প্রমদা স্ত্রী ইতি ব্যাদিদেশেতি সম্বন্ধঃ। মহাতপা বিশ্বকর্ম্মা। ইদমপি ষট্পদং পদ্যম্ ॥১১॥

ত্রিষ্বিতি। ভূতং প্রাণী তদুপাদানমিত্যর্থঃ। দর্শনীয়ং সুন্দরম্। অত্র প্রমদায়াম্ ॥১২॥

কোটিশ ইতি। রত্নসংঘাতময়ীং রত্নসমূহপ্রচুরাম্। দেবরূপিণীং তল্লক্ষণাম্ ॥১৩॥

চারের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতীকারের জন্য ব্রহ্মাকে প্রণোদিত করিলেন ॥৮॥

তখন ব্রহ্মা তাঁহাদের সকলের সেই কথাগুলি শুনিয়া, একটু কাল কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের বিষয় চিন্তা করিয়া, সুন্দ ও উপসুন্দের বধ উদ্দেশ্যে বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিলেন এবং বিশ্বকর্ম্মা আসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে আদেশ করিলেন—॥৯—১০॥

'বিশ্বকর্ম্মা! সকলেরই প্রার্থনীয়া হয়, এমন একটী রমণী তুমি সৃষ্টি কর'। তখন বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া এবং তাহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া, চিন্তাপূর্ব্বক বিশেষ যত্নসহকারে একটী অলৌকিক রমণী সৃষ্টি করিলেন ॥১১॥

সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বকর্ম্মা ত্রিভুবনের মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক প্রাণিগণের যে কিছু মনোহর উপাদান ছিল, সে সমস্তই সেই রমণীর জন্য আনয়ন করিলেন ॥১২॥

এবং তাহার অঙ্গে কোটি কোটি রত্ন সন্নিবেশিত করিলেন; এই ভাবে তিনি সেই রমণীটীকে সর্ব্বরত্নময়ী ও দেবরূপিণী করিয়া সৃষ্টি করিলেন ॥১৩॥

সা প্রযত্নেন মহতা নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা।
ত্রিষু লোকেষু নারীণাং রূপেণাপ্রতিমাভবৎ ॥১৪॥
ন তস্যাঃ সূক্ষ্মমপ্যস্তি যদ্গাত্রে রূপসম্পদা।
নিযুক্তা যত্র বা দৃষ্টির্ন সজ্জতি নিরীক্ষতাম্ ॥১৫॥
সা বিগ্রহবতীব শ্রীঃ কামরূপা বপুষ্মতী।
পিতামহমুপাতিষ্ঠৎ কিং করোমীতি চাব্রবীৎ ॥১৬॥
প্রীতো ভূত্বা স দৃষ্ট্বৈব প্রীত্যা চাস্যৈ বরং দদৌ।
কান্তত্বং সর্ব্বভূতানাং সা শ্রিয়ানুত্তমং বপুঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। নারীণাং মধ্যে। অপ্রতিমা নিরুপমা ॥১৪॥

নন্বু কথং সা রূপেণাপ্রতিমাঽভবদিত্যাহ নেতি। যদ্ যস্মাৎ, তস্যা গাত্রে ঈদৃশং সূক্ষ্মমপি স্থানং নাস্তি স্ম ; যত্র স্থানে, নিযুক্তা অর্পিতা, নিরীক্ষতাং পশ্যতাং জনানাম্, দৃষ্টিঃ, রূপসম্পদা সৌন্দর্য্যাতিশয়েন, স সজ্জতি দৃঢ়ং ন গলতি স্ম ॥১৫॥

সেতি। কামরূপা বপুষ্মতী প্রশস্তশরীরা চ সা, বিগ্রহবতী মূর্ত্তিমতী, শ্রীঃ শোভাভিমানিনী দেবতেব, পিতামহং ব্রহ্মাণম্, উপাতিষ্ঠৎ উপাগচ্ছৎ ॥১৬॥

প্রীত ইতি। স পিতামহঃ। প্রীত্যা স্নেহেন। কিং ব্রুবন্ বরং দদাবিত্যাহ কান্তত্বমিতি। সা ত্বম্, সর্ব্বভূতানাং মধ্যে কান্তত্বং কমনীয়ত্বম্, আপ্নুহীতি শেষঃ। তথা বপুস্তব শরীরঞ্চ, শ্রিয়া শোভয়া, ন বিদ্যতে উত্তমং যস্মাৎ তদনুত্তমং ভবত্বিতি শেষঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—১৪॥ তস্যা গাত্রে সূক্ষ্মমপি তদঙ্গং নাস্তি যচ্ছব্দস্তদর্থে, রূপসম্পদা

বিশ্বকর্ম্মার গুরুতর চেষ্টায় নির্ম্মিত সেই রমণীটী ত্রিভুবনের সমস্ত রমণীর মধ্যেই রূপে অতুলনীয়া হইল ॥১৪॥

কেন না, তাহার শরীরে এমন সূক্ষ্ম স্থানও ছিল না, যাহাতে দ্রষ্টৃবর্গের দৃষ্টি রূপরাশির গুণে সংলগ্ন না হইত ॥১৫॥

কামরূপিণী ও মনোহরাঙ্গী সেই রমণী, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় ব্রহ্মার নিকট গেল এবং বলিল—'আমি কি করিব ?' ॥১৬॥

ব্রহ্মা তাহাকে দেখিয়াই আনন্দিত হইয়া স্নেহবশতঃ তাহাকে এই বর দিলেন যে, 'তুমি সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই অধিক কমনীয়তা লাভ কর এবং তোমার দেহ খানি সৌন্দর্য্যের গুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হউক' ॥১৭॥

(১৫)... ন সজ্জতি দিবৌকসাম্। (১৬) এতদ্দ্বিতীয়ার্দ্ধমারভ্য অর্দ্ধচতুষ্টয়ং কতিপয়পুস্তকে নাস্তি।

সা তেন বরদানেন কর্ত্তুশ্চ ক্রিয়য়া তদা।
জহার সর্ব্বভূতানাং চক্ষূংষি চ মনাংসি চ ॥১৮॥
তিলং তিলং সমানীয় রত্নানাং যদ্বিনির্ম্মিতা।
তিলোত্তমেতি তত্তস্যা নাম চক্রে পিতামহঃ ॥১৯॥
ব্রহ্মাণং সা নমস্কৃত্য প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ।
কিং কার্য্যং ময়ি ভূতেশ! যেনাস্ম্যদ্যেহ নির্ম্মিতা ॥২০॥
পিতামহ উবাচ।
গচ্ছ সুন্দোপসুন্দাভ্যামসুরাভ্যাং তিলোত্তমে!।
প্রার্থনীয়েন রূপেণ কুরু ভদ্রে! প্রলোভনম্ ॥২১॥
ত্বৎকৃতে দর্শনাদেব রূপসম্পৎকৃতেন বৈ।
বিরোধঃ স্যাদযথা তাভ্যামন্যোন্যেন তথা কুরু ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। কর্ত্তুর্বিশ্বকর্ম্মণঃ, ক্রিয়য়া প্রযত্নপূর্ব্বকনির্ম্মাণেন চ ॥১৮॥

তিলমিতি। তিলং তিলং ক্ষুদ্রং ক্ষুদ্রমংশম্। রত্নানাং জগতঃ শ্রেষ্ঠবস্তূনাম্ ॥১৯॥

ব্রহ্মাণমিতি। ময়ি কর্ত্তব্যমস্তীতি শেষঃ। হে ভূতেশ! প্রজাপতে! ॥২০॥

গচ্ছেতি। সুন্দোপসুন্দাভ্যামসুরাভ্যাং প্রার্থনীয়েনেতি সম্বন্ধঃ। প্রলোভনং তয়োরেব ॥২১॥

ত্বদিতি। তব দর্শনাৎ পরমেব, ত্বৎকৃতে তব নিমিত্তে, তব রূপসম্পৎকৃতেন, অন্যোন্যেন অন্যোন্যগতেন বিদ্বেষেণেতি শেষঃ, যথা তাভ্যাং তয়োর্বিরোধঃ স্যাৎ, তথা কুরু ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

হেতুভূতয়া যত্র নিযুক্তা নিরীক্ষতাং দৃষ্টির্ন সজ্জতীতি সম্বন্ধঃ ॥১৫—২০॥ প্রলোভনম্ অর্থাৎ

ব্রহ্মার সেই বরদানে এবং বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণের গুণে সে রমণী তখনই সকল প্রাণীর নয়ন ও মন হরণ করিল ॥১৮॥

বিশ্বকর্ম্মা ত্রিভুবনের মধ্যে উৎকৃষ্ট বস্তুর তিল তিল আনিয়া যে হেতু তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু ব্রহ্মা তাহার নাম করিলেন—'তিলোত্তমা' ॥১৯॥

সেই তিলোত্তমা ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল—'প্রজানাথ! আমাদ্বারা আপনাদের কি কার্য্য সম্পন্ন হইবে? যে হেতু আমাকে সৃষ্টি করিলেন' ॥২০॥

তখন ব্রহ্মা বলিলেন—'তিলোত্তমা! তুমি যাও, যাইয়া সুন্দ ও উপসুন্দের প্রার্থনীয় এই রূপ দ্বারা তাহাদের প্রলোভন জন্মাও ॥২১॥

যাহাতে তোমার দর্শনের পরেই তোমার রূপরাশিকৃত পরস্পরবিদ্বেষ দ্বারা তোমার জন্য তাহাদের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা কর' ॥২২॥

নারদ উবাচ।

সা তথেতি প্রতিজ্ঞায় নমস্কৃত্য পিতামহম্।
চকার মণ্ডলং তত্র বিবুধানাং প্রদক্ষিণম্ ॥২৩॥
প্রাঙ্মুখো ভগবানাস্তে দক্ষিণেন মহেশ্বরঃ।
দেবাশ্চৈবোত্তরেণাসন্ সর্ব্বতস্ত্বৃষয়োঽভবন্ ॥২৪॥
কুর্বন্ত্যাং তু তদা তত্র মণ্ডলং তৎ প্রদক্ষিণম্।
ইন্দ্রঃ স্থাণুশ্চ ভগবান্ ধৈর্য্যেণ প্রত্যবস্থিতৌ ॥২৫॥
দ্রষ্টুকামস্য চাত্যর্থং গতয়া পার্শ্বতস্তয়া।
অন্যদঞ্চিতপদ্মাক্ষং দক্ষিণং নিঃসৃতং মুখম্ ॥২৬॥
পৃষ্ঠতঃ পরিবর্ত্তন্ত্যা পশ্চিমং নিঃসৃতং মুখম্।
গতয়া চোত্তরং পার্শ্বমুত্তরং নিঃসৃতং মুখম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। বিবুধানাং দেবানাম্, মণ্ডলং মণ্ডলাকারম্, প্রদক্ষিণং চকার ॥২৩॥
প্রাঙ্মুখ ইতি। ভগবান্ ব্রহ্মা। দক্ষিণেন মুখেন। উত্তরেণাপি মুখেন ॥২৪॥
কুর্ব্বন্ত্যামিতি। নকারলোপাভাব আর্ষঃ। তত্র তস্যাং তিলোত্তমায়াম্। স্থাণুঃ শিবঃ ॥২৫॥
দ্রষ্টুমিতি। দ্রষ্টুকামস্য ব্রহ্মণঃ। পার্শ্বতো দক্ষিণং পার্শ্বম্। তয়া তিলোত্তময়া হেতুনা। অঞ্চিতে তিলোত্তমোপর্য্যেব পাতিতে পদ্মে ইব অক্ষিণী যস্মাৎ তৎ, অন্যদ্দক্ষিণং মুখম্ ॥২৬॥
পৃষ্ঠত ইতি। পরিবর্ত্তন্ত্যা গচ্ছন্ত্যা। গতয়া তিলোত্তময়া হেতুনা। সম্মুখমুখস্ত্বাসীদেব ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

সুন্দোপসুন্দয়োরেব ॥২১॥ তাভ্যাং তয়োঃ ॥২২॥ মণ্ডলং সমুদায়ম্ ॥২৩॥ ভগবান্ বিষ্ণুঃ।

নারদ বলিলেন—'তাহাই হইবে' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া তিলোত্তমা মণ্ডলাকারে দেবগণের প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল ॥২৩॥

তখন ব্রহ্মা পূর্ব্বমুখ হইয়া, শিব দক্ষিণমুখ হইয়া এবং অন্যান্য দেবতারা উত্তরমুখ হইয়া বসিয়াছিলেন; আর ঋষিরা তাঁহাদের সকল দিকেই ছিলেন ॥২৪॥

তিলোত্তমা মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিলে, শিব এবং ইন্দ্র কিছু কাল ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন ॥২৫॥

কিন্তু ব্রহ্মা তাহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত অভিলাষী হইলেন। সুতরাং সে যখন তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে গেল, তখন তাঁহার দক্ষিণমুখ বাহির হইল এবং সেই মুখের পদ্মতুল্য নয়ন দুইটী যাইয়া তাহার উপরে পড়িল ॥২৬॥

---

(২৫) কুর্ব্বত্যা, কুর্ব্বন্ত্যা···ধৈর্য্যেণ পর্য্যবস্থিতৌ···ধৈর্য্যেণ তু পরিচ্যুতৌ।

মহেন্দ্রস্যাপি নেত্রাণাং পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতোঽগ্রতঃ।
রক্তান্তানাং বিশালানাং সহস্রং সর্বতোঽভবৎ ॥২৮॥
এবং চতুর্ম্মুখঃ স্থাণুর্মহাদেবোঽভবৎ পুরা।
তথা সহস্রনেত্রশ্চ বভূব বলসূদনঃ ॥২৯॥
তথা দেবনিকায়ানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
মুখানি চাভ্যবর্ত্তন্ত যেন যাতা তিলোত্তমা ॥৩০॥
তস্যা গাত্রে নিপতিতা দৃষ্টিস্তেষাং মহাত্মনাম্।
সর্বেষামেব ভূয়িষ্ঠমৃতে দেবং পিতামহম্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

মহেন্দ্রস্যেতি। পার্শ্বতঃ পার্শ্বদ্বয়াৎ, অগ্রতঃ সম্মুখাৎ। রক্তান্তানাং রক্তবর্ণাপাঙ্গানাম্ ॥২৮॥

এবমিতি। এবমনেন হেতুনা, ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখঃ, মহাদেবশ্চ স্থাণুঃ ধৈর্য্যাতিশয়েন স্থৈর্য্যাতিশয়াবলম্বনাৎ চিরস্থিরঃ অভবৎ। তথা বলসূদন ইন্দ্রশ্চ, সহস্রনেত্রো বভূব। অত্র পুরাণান্তরবিরোধঃ কল্পভেদাঙ্গীকারেণ সমাধেয়ঃ ॥২৯॥

তথেতি। তিলোত্তমা প্রদক্ষিণং কুর্ব্বতী, যেন যেন দিগ্বিভাগেন যাতা, দেবনিকায়ানাং দেবসমূহানাং মহর্ষীণাঞ্চ মুখানি, তথা তস্মিন্ তস্মিন্ দিগ্বিভাগে, সর্ব্বশঃ সর্ব্বথা, অভ্যবর্ত্তন্ত পর্য্যবর্ত্তন্ত, তাং দ্রষ্টুমিতি ভাবঃ ॥৩০॥

তস্যা ইতি। নিপতিতা পরিবর্ত্য পরিবর্ত্য গতা। কিন্তু পিতামহং ব্রহ্মাণং দেবম্, ঋতে বিনা; তস্য তদানীমেব চতুর্ম্মুখীভবনেন চতুর্দ্ধ্বে দিক্ষু মুখস্থিতের্দৃষ্টিপরিবর্তনপ্রয়োজনাভাবাদিতি ভাবঃ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রাঙ্মুখীভাবাদিনা তেষামপি তত্র মোহো দ্যোতিতঃ ॥২৪—২৫॥ দ্রষ্টুকামস্য স্থাণোঃ

এবং তিলোত্তমা পিছনের দিকে গেলে, ব্রহ্মার পিছনের মুখ বাহির হইল; আবার সে উত্তর দিকে গেলে, তাঁহারও উত্তর দিকের মুখ বাহির হইল ॥২৭॥

তা'র পর, ইন্দ্রেরও পিছন হইতে, পার্শ্বদ্বয় হইতে এবং সম্মুখ হইতে এক সহস্র রক্তবর্ণ বিশাল নয়ন নির্গত হইল ॥২৮॥

এই কারণে পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ, শিব স্থাণু এবং ইন্দ্র সহস্রাক্ষ হইয়াছিলেন ॥২৯॥

আর, প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে তিলোত্তমা যে যে দিকে যাইতে লাগিল, সেই সেই দিকেই দেবগণ ও মহর্ষিগণের মুখ সর্ব্বপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিল ॥৩০॥

এবং সেই মহাত্মাদের সকলের দৃষ্টিই ফিরিয়া ফিরিয়া সেই তিলোত্তমার অঙ্গে গাঢ় সংলগ্ন হইতে লাগিল; কিন্তু ব্রহ্মার তাহা হইল না ॥৩১॥

---

(৩০)…মুখানি বাভ্যবর্ত্তন্ত, মুখানি ত্বভ্যবর্ত্তন্ত…যেন যাতি তিলোত্তমা।

গচ্ছন্ত্যা তু তয়া সর্ব্বে দেবাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
কৃতমিত্যেব তৎ কার্য্যং মেনিরে রূপসম্পদা ॥৩২॥
তিলোত্তমায়াং তস্যান্তু গতায়াং লোকভাবনঃ।
সর্ব্বান্ বিসর্জ্জয়ামাস দেবানৃষিগণাংশ্চ তান্ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে সুন্দোপসুন্দোপাখ্যানে চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——০:*:০——

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

——:*:——

নারদ উবাচ।

জিত্বা তু পৃথিবীং দৈত্যৌ নিঃসপত্নৌ গতব্যথৌ।
কৃত্বা ত্রৈলোক্যমব্যগ্রং কৃতকৃত্যৌ বভূবতুঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

গচ্ছন্ত্যেতি। তৎ সুন্দোপসুন্দয়োঃ পরস্পরবিরোধরূপং কার্য্যম্ ॥৩২॥

তিলোত্তমায়ামিতি। লোকান্ ভাবয়তি সৃজতীতি লোকভাবনো ব্রহ্মা ॥৩৩॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:*:——

জিত্বেতি। নিঃসপত্নৌ শত্রুশূন্যৌ, অতএব গতব্যথৌ পরকৃতবৈরবেদনাহীনৌ। অব্যগ্রং যুদ্ধব্যগ্রতাশূন্যম্। কৃতং কৃত্যং শত্রুবিজয়ো যাভ্যাং তৌ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৬—২৯॥ দেবনিকায়ানাং দেবসঙ্ঘানাম্, যেন দেশেন মার্গেণ সা যাতি তথা মুখানি অভ্যবর্ত্তন্ত ॥৩০—৩৩॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৪॥

তিলোত্তমা যাইয়া আপন রূপরাশির প্রভাবে সুন্দ ও উপসুন্দের পরস্পর বিরোধ ঘটাইয়া দিয়াছে, ইহাই দেবতারা ও মহর্ষিরা মনে করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

তা'র পর, তিলোত্তমা চলিয়া গেলে ব্রহ্মা, সকল দেবগণ ও ঋষিগণকে বিদায় দিলেন ॥৩৩॥

---

* '...নবাধিকঃ...' '...একাদশাধিকঃ...' '...ত্রয়োদশাধিকঃ...' '...একত্রিংশদধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং নাগপার্থিবরক্ষসাম্ ।
আদায় সর্বরত্নানি পরাং তুষ্টিমুপাগতৌ ॥২॥
যদা ন প্রতিষেদ্ধারস্তয়োঃ সন্তীহ কেচন ।
নিরুদ্যোগৌ তদা ভূত্বা বিজহ্রাতেঽমরাবিব ॥৩॥
স্ত্রীভির্গন্ধৈশ্চ মাল্যৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ সুপুষ্কলৈঃ ।
পানৈশ্চ বিবিধৈর্হৃদ্যৈঃ পরাং প্রীতিমবাপতুঃ ॥৪॥
অন্তঃপুরবনোদ্যানে পর্ব্বতেষু বনেষু চ ।
যথেপ্সিতেষু দেশেষু বিজহ্রাতেঽমরাবিব ॥৫॥
ততঃ কদাচিদ্বিন্ধ্যস্য প্রস্থে সমশিলাতলে ।
পুষ্পিতাগ্রেষু শালেষু বিহারমভিজগ্মতুঃ ॥৬॥
দিব্যেষু সর্ব্বকামেষু সমানীতেষু তাবুভৌ ।
বরাসনেষু সংহৃষ্টৌ সহ স্ত্রীভির্নিষেদতুঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

দেবেতি। পার্থিবা ভূমিপালাঃ। পরামত্যন্তাম্ ॥২॥
যদেতি। প্রতিষেদ্ধারো নিবর্ত্তকাঃ প্রতিপক্ষা ইত্যর্থঃ। নিরুদ্যোগৌ যুদ্ধোদ্যমশূন্যৌ ॥৩॥
স্ত্রীভিরিতি। ভক্ষ্যাণি চর্ব্ব্যাণি ভোজ্যানি চ খাদ্যানি তৈঃ, সুপুষ্কলৈরতিপ্রচুরৈঃ ॥৪॥
অন্তরিতি। অন্তঃপুরে যদ্বনং পুষ্করিণীজলং তৎসংসৃষ্টে উদ্যানে ॥৫॥
তত ইতি। বিন্ধ্যস্য পর্ব্বতস্য, প্রস্থে সানুদেশে। বিহারং বিহারানন্দম্ ॥৬॥

নারদ বলিলেন—সুন্দ ও উপসুন্দ সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া, শত্রুশূন্য ও আনন্দিত হইয়া এবং ত্রিভুবনকে সুস্থ করিয়া, কৃতকার্য্য হইয়াছিল ॥১॥

সুতরাং তাহারা দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ ও ভূপালগণের সর্ব্বপ্রকার রত্ন আত্মসাৎ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিল ॥২॥

যখন ত্রিভুবনের মধ্যে কোন লোকই তাহাদের প্রতিপক্ষ ছিল না, তখন তাহারা যুদ্ধের উদ্‌যোগ পরিত্যাগ করিয়া দেবতার ন্যায় বিহার করিতে লাগিল ॥৩॥

স্ত্রী, গন্ধ, মাল্য, প্রচুর খাদ্য এবং নানাবিধ মনোহর পেয় বস্তু দ্বারা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল ॥৪॥

তাহারা অন্তঃপুরের সরোবরে ও উদ্যানে, পর্ব্বতে, বনে এবং অন্যান্য অভীষ্ট স্থানে দেবতার ন্যায় বিহার করিতে থাকিল ॥৫॥

তাহার পর, তাহারা কোন সময়ে বিন্ধ্যপর্ব্বতের সমতল ভূমিতে পুষ্প-শোভিত শালবনে বিহারসুখ অনুভব করিতে লাগিল ॥৬॥

(৭)···সহ স্ত্রীভির্নিষীদতুঃ, সহ স্ত্রীভির্নিবেদতুঃ।

ততো বাদিত্রনৃত্যাভ্যামুপাতিষ্ঠন্ত তৌ স্ত্রিয়ঃ।
গীতৈশ্চ স্তুতিসংযুক্তৈঃ প্রীত্যা সমুপজগ্মিরে ॥৮॥
ততস্তিলোত্তমা তত্র বনে পুষ্পাণি চিন্বতী।
বেশমাক্ষিপ্তমাধায় রক্তেনৈকেন বাসসা ॥৯॥
নদীতীরেষু জাতান্ সা কর্ণিকারান্ প্রচিন্বতী।
শনৈর্জগাম তং দেশং যত্রাস্তাং তৌ মহাসুরৌ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
তৌ তু পীত্বা পরং পানং মদরক্তান্তলোচনৌ।
দৃষ্ট্বৈব তাং বরারোহাং ব্যথিতৌ সম্বভূবতুঃ ॥১১॥
তাবুত্থায়াসনং হিত্বা জগ্মতুর্যত্র সা স্থিতা।
উভৌ চ কামসম্মত্তাবুভৌ প্রার্থয়তশ্চ তাম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

দিব্যেম্বিতি। সর্ব্বকামেষু সর্ব্বাভীষ্টেষু সমানীতেষু সৎসু। নিষেদতুঃ উপবিষ্টৌ ॥৭॥

তত ইতি। উপাতিষ্ঠন্ত উপাসিতবত্যঃ সন্তোষিতবত্য ইত্যর্থঃ। সমুপজগ্মিরে সঙ্গমং চক্রুঃ ॥৮॥

তত ইতি। আক্ষিপ্তম্ আক্ষেপকং পুংসাং চিত্তাকর্ষকমিত্যর্থঃ, বেশম্, আধায় কৃত্বা। কর্ণিকারান্ স্থলপদ্মানি। আস্তাং স্থিতৌ, তৌ সুন্দোপসুন্দৌ ॥৯—১০॥

তাবিতি। পরমুত্তমম্, পীয়ত ইতি পানং সুরাম্। ব্যথিতৌ কামপীড়িতৌ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

জিত্বেতি। কৃত্বা স্বাধীনম্ অব্যগ্রং নির্বিশেষং যথা তথা স্যাৎ ॥১—৫॥ প্রস্থে শিখরে ॥৬—৮॥ বেশং শৃঙ্গারমাধায় সাক্ষিপ্তমাক্ষিপ্তম্, আক্ষেপো মনোবৈকল্যম্; তেন সহ যথা স্যাৎ তথা। সূক্ষ্মৈকবাসসো ধারিতত্বাদ্ বিবক্তাবয়বত্বেন জনং ব্যাকুলয়ন্তীত্যর্থঃ ॥৯—১০॥

অনুচরেরা সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট বস্তু আনয়ন করিলে, তাহারা আনন্দিত হইয়া স্ত্রীদের সহিত মনোহর আসনে উপবেশন করিল ॥৭॥

তাহার পর রমণীরা (তাহাদেরই) স্তুতিসূচক গান, বাদ্য ও নৃত্য দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিল এবং প্রেমবশতঃ তাহাদের সহিত সঙ্গম করিল ॥৮॥

তৎপরে তিলোত্তমা একখানি রক্তবর্ণ বস্ত্র দ্বারা পুরুষের চিত্তাকর্ষক বেশ ধারণ করিয়া, সেই বনে পুষ্পচয়ন করিতে থাকিয়া, নদীতীরজাত স্থলপদ্ম চয়ন করিতে করিতে ধীরে ধীরে সেই খানে গেল, যে খানে সুন্দ ও উপসুন্দ অবস্থান করিতেছিল ॥৯—১০॥

এদিকে সুন্দ ও উপসুন্দ উত্তম সুরা পান করিয়া, মদে আরক্তনয়ন হইয়া রহিয়াছিল; তাহারা তিলোত্তমাকে দেখিয়াই কামপীড়িত হইয়া পড়িল ॥১১॥

(৯)…বেশং সাক্ষিপ্তমাধায়…।

দক্ষিণে তাং করে সুভ্রুং সুন্দো জগ্রাহ পাণিনা।
উপসুন্দোঽপি জগ্রাহ বামে পাণৌ তিলোত্তমাম্ ॥১৩॥
বরপ্রদানমত্তৌ তাবৌরসেন বলেন চ।
ধনরত্নমদাভ্যাঞ্চ সুরাপানমদেন চ ॥১৪॥
সর্বৈরেতৈর্মদৈর্মত্তাবন্যোন্যং ভ্রূকুটীকৃতৌ।
মদকামসমাবিষ্টৌ পরস্পরমথোচতুঃ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
মম ভার্য্যা তব গুরুরিতি সুন্দোঽভ্যভাষত।
মম ভার্য্যা তব বধূরুপসুন্দোঽভ্যভাষত ॥১৬॥
নৈষা তব মমৈষেতি ততস্তৌ মন্যুরাবিশৎ।
তস্যা রূপেণ সংমত্তৌ বিগতস্নেহসৌহৃদৌ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি। কামসম্মত্তৌ বভূবতুঃ। অতএব উভাবেব তাং প্রার্থয়তঃ স্ম চ ॥১২॥

দক্ষিণ ইতি। "গলে বদ্ধা গৌঃ" ইত্যাদিবদেব করে পাণাবিত্যত্র সপ্তমী ॥১৩॥

বরেতি। ঔরসেন বীর্য্যসম্বন্ধিনা। ভ্রূকুটীং কুরুত ইতি ভ্রূকুটীকৃতৌ ॥১৪—১৫॥

মমেতি। গুরুরিতি, "মাতুঃ স্বসা মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃস্বসা। শ্বশ্রূঃ পূর্ব্বজপত্নী চ মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥" ইতি স্মৃতের্মাতৃতুল্যত্বাদিতি ভাবঃ। বধূঃ স্নুষা তত্তুল্যেত্যর্থঃ, জ্যেষ্ঠভ্রাতুঃ পিতৃতুল্যত্বেন কনিষ্ঠভ্রাতুঃ পুত্রতুল্যত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১৬॥

নেতি। নৈষা তব মমৈষা ইতি চাভ্যভাষতেতি পূর্ব্বানুকর্ষঃ। মন্যুঃ ক্রোধঃ ॥১৭॥

তাই আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া—যে খানে তিলোত্তমা ছিল সেইখানে গেল এবং দুই জনেই কামমত্ত হইয়াছিল বলিয়া দুই জনেই তিলোত্তমাকে প্রার্থনা করিল ॥১২॥

এবং সুন্দ আপন হস্তে তিলোত্তমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল; আর উপসুন্দ তাহার বাম হস্ত গ্রহণ করিল ॥১৩॥

তৎপরে ব্রহ্মার বরদানের মত্ততা, কায়িক বলের মত্ততা, ধন ও রত্নের মত্ততা এবং সুরা পানের মত্ততা, এতগুলি মত্ততা দ্বারা অত্যন্ত মত্ত সুন্দ ও উপসুন্দ তৎকালে আবার কামমত্ত হইয়া, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভ্রূকুটী করিতে থাকিয়া, পরস্পর পরস্পরকে বলিল—॥১৪—১৫॥

সুন্দ বলিল—'আমার ভার্য্যা ত তোমার নিকট মাতার তুল্য'। উপসুন্দও বলিল—'আমার ভার্য্যা ত তোমার নিকট পুত্রবধূর তুল্য' ॥১৬॥

তাহার পর তাহারা পবস্পর বলিল—'এ—তোমার নহে, এ—আমারই'। তৎপরে তাহারা তিলোত্তমাব রূপে অত্যন্ত মত্ত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের স্নেহ ও ভালবাসা অন্তর্হিত হইল এবং সেই স্থানে ক্রোধ উপস্থিত হইল ॥১৭॥

তস্যা হেতোর্গদে ভীমে সংগৃহ্নীতামুভৌ তদা।
প্রগৃহ্য চ গদে ভীমে তস্যাং তৌ কামমোহিতৌ।
অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিত্যন্যোন্যং নিজঘ্নতুঃ ॥১৮॥
তৌ গদাভিহতৌ ভীমৌ পেততুর্ধরণীতলে।
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গৌ দ্বাবিবার্কৌ নভশ্চ্যুতৌ ॥১৯॥
ততস্তা বিদ্রুতা নার্য্যঃ স চ দৈত্যগণস্তদা।
পাতালমগমৎ সর্ব্বো বিষাদভয়কম্পিতঃ ॥২০॥
ততঃ পিতামহস্তত্র সহ দেবৈর্মহর্ষিভিঃ।
আজগাম বিশুদ্ধাত্মা পূজয়িষ্যংস্তিলোত্তমাম্ ॥২১॥
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস ভগবান্ প্রপিতামহঃ।
বরং দিৎসুঃ স তত্রৈনাং প্রীতঃ প্রাহ পিতামহঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তস্যা ইতি। সংগৃহ্নীতামিতি হ্রস্বন্যামড়াগমাভাব আর্ষঃ। ষট্পদমিদং পদ্যম্ ॥১৮॥
তাবিতি। ভীমৌ ভয়ঙ্করাকারৌ। অর্কৌ সূর্য্যৌ, নভশ্চ্যুতৌ গগনাদ্‌ভ্রষ্টৌ ॥১৯॥
তত ইতি। তা নৃত্যগীতাদিকারিণ্যঃ, বিদ্রুতাঃ পলায়িতাঃ ॥২০॥
তত ইতি। পিতামহো ব্রহ্মা। বিশুদ্ধাত্মা নির্দোষচিত্তঃ, পূজয়িষ্যন্ প্রশংসিষ্যন্ ॥২১॥
বরেণেতি। ছন্দয়ামাস তোষয়ামাস। সূর্য্যাপেক্ষয়া প্রপিতামহঃ, কশ্যপাপেক্ষয়া চ পিতামহ ইতি সূর্য্যকশ্যপয়োরুভয়োরপি প্রসিদ্ধত্বাদুভয়োক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে ॥২২॥

তখন তাহারা দুই জনেই তিলোত্তমাকে লইবার জন্য ভয়ঙ্কর গদা ধারণ করিল, ভয়ঙ্কর গদা ধারণ করিয়া 'আমি আগে লইব, আমি আগে লইব' এই-রূপ পরস্পব বলিতে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিল ॥১৮॥

সেই আঘাতে দুই জনের শরীরই রক্তাক্ত হইয়া গেল; তখন ভয়ঙ্কারা-কৃতি সেই সুন্দ ও উপসুন্দ গগনচ্যুত দুইটী সূর্য্যের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥১৯॥

তাহার পর সেই রমণীরা পলায়ন করিল এবং সেই অনুচর দৈত্যগণও বিষাদে ও ভয়ে কম্পিত হইয়া সকলেই পাতালে চলিয়া গেল ॥২০॥

তাহার পর, নির্ম্মলচিত্ত ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে সম্মানিত করিবার জন্য দেবগণ ও মহর্ষিগণের সহিত সেখানে আগমন করিলেন ॥২১॥

ভগবান্ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া বর দিয়া তিলোত্তমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি বর দিতে ইচ্ছা করিয়া তিলোত্তমাকে বলিলেন—॥২২॥

[১৮]···সংগৃহীতাবুভৌ তদা···।

আদিত্যচরিতাল্লোঁকান্ বিচরিষ্যসি ভাবিনি ! ।
তেজসা চ সুদৃষ্টাং ত্বাং ন করিষ্যতি কশ্চন ॥২৩॥
এবং তস্মৈ বরং দত্ত্বা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ।
ইন্দ্রে ত্রৈলোক্যমাধায় ব্রহ্মলোকং গতঃ প্রভুঃ ॥২৪॥
এবং তৌ সহিতৌ ভূত্বা সর্ব্বার্থেষ্বেকনিশ্চয়ৌ ।
তিলোত্তমার্থং সংক্রুদ্ধাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥২৫॥
তস্মাদ্ব্রবীমি বঃ স্নেহাৎ সর্ব্বান্ ভরতসত্তমাঃ ! ।
যথা বো নাত্র ভেদঃ স্যাৎ সর্ব্বেষাং দ্রৌপদীকৃতে ।
তথা কুরুত ভদ্রং বো মম চেৎ প্রিয়মিচ্ছথ ॥২৬॥
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এবমুক্তা মহাত্মানো নারদেন মহর্ষিণা ।
সময়ং চক্রিরে রাজন্ ! তেঽন্যোন্যবশমাগতাঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

আদিত্যেতি। আদিত্যচরিতান্ সূর্য্যাধিষ্ঠিতান্। কশ্চনাপি জনঃ, তেজসা সূর্য্যবদেবাত্মপ্রভয়া, ত্বাম্, সুদৃষ্টাং সম্যগবলোকিতাম্, ন করিষ্যতি কর্ত্তুং ন শক্ষ্যতি। তাদৃশতেজোলাভ এব বরফলম্ ॥২৩॥

এবমিতি। আধায় রক্ষণীয়ত্বেন সংস্থাপ্য ইন্দ্রমেব ত্রিভুবনপতিং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥২৪॥

এবমিতি। সহিতৌ সম্মিলিতৌ। সর্ব্বার্থেষু সর্ব্ববিষয়েষু একনিশ্চয়ৌ একমতৌ ॥২৫॥

তস্মাদিতি। বো যুষ্মান্। বো যুষ্মাকম্। ভদ্রং মঙ্গলমস্তু। ইদমপি ষট্‌পদং পদ্যম্ ॥২৬॥

এবমিতি। মহাত্মানঃ পাণ্ডবাঃ। সময়ং নিয়মম্। অন্যোন্যবশমাগতাঃ পরস্পরাধীনাঃ

'তিলোত্তমা! তুমি সূর্য্যলোকে বিচরণ করিবে; কিন্তু সেখানেও কোন লোকই তোমার তেজের প্রভাবে তোমাকে ভাল করিয়া দেখিতে সমর্থ হইবে না' ॥২৩॥

ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে এইরূপ বর দিয়া এবং ইন্দ্রকেই আবার ত্রিভুবনের রাজা করিয়া ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন ॥২৪॥

এই ভাবে সুন্দ ও উপসুন্দ সম্মিলিত এবং সমস্ত বিষয়ে একমত হইয়াও তিলোত্তমার জন্যই পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে বধ করিয়াছিল ॥২৫॥

অতএব ভরতশ্রেষ্ঠগণ! আমি স্নেহবশতঃ তোমাদের সকলকেই বলিতেছি যে, যাহাতে দ্রৌপদীর জন্য তোমাদের সকলের মধ্যে ভেদ না ঘটে, তাহা কর এবং যদি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তবে তেমন উপায় কর; তোমাদের মঙ্গল হইবে ॥২৬॥

সমক্ষং তস্য দেবর্ষের্নারদস্যামিতৌজসঃ।
একৈকস্য গৃহে কৃষ্ণা বসেদ্বর্ষমকল্মষা ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)
দ্রৌপদ্যা নঃ সহাসীনানন্যোন্যং যোঽভিদর্শয়েৎ।
স নো দ্বাদশ বর্ষাণি ব্রহ্মচারী বনে বসেৎ ॥২৯॥
কৃতে তু সময়ে তস্মিন্ পাণ্ডবৈর্ধর্ম্মচারিভিঃ।
নারদোঽপ্যগমৎ প্রীত ইষ্টং দেশং মহামুনিঃ ॥৩০॥
এবং তৈঃ সময়ঃ পূর্বং কৃতো নারদচোদিতৈঃ।
ন চাভিদ্যন্ত তে সর্ব্বে তদান্যোন্যেন ভারত! ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি
বিদুরাগমনরাজ্যলাভে সুন্দোপসুন্দোপাখ্যানং নাম
পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

একৈকস্য পাণ্ডবস্যেত্যর্থঃ। যুক্তঞ্চৈতৎ যুধিষ্ঠিরাদীনামেকৈকস্যৈকৈকবর্ষন্যূনবয়স্কত্বেন সর্বেষামেব সমানবর্ষে দ্রৌপদ্যা ভোগসম্ভবাৎ গর্ভসম্ভবে জনকনিশ্চয়সৌকর্য্যাচ্চ ॥২৭—২৮॥

দ্রৌপদ্যেতি। যঃ পাণ্ডবঃ, দ্রৌপদ্যা সহ, আসীনান্ একগৃহে স্থিতান্, নঃ অস্মান্ অপরাংশ্চতুরঃ পাণ্ডবান্ চতুর্ণামন্যতমং পাণ্ডবমিত্যর্থঃ, অন্যোন্যং পরস্পরম্, অভিদর্শয়েৎ আত্মানমিতি শেষঃ স্বার্থে ইনা পশ্যেদিতি বা; নঃ অস্মাকং মধ্যে স পাণ্ডবঃ, ব্রহ্মচারী সন্, দ্বাদশ বর্ষাণি যাবৎ বনে বসেৎ ॥২৯॥

কৃত ইতি। সময়ে নিয়মে, তস্মিংস্তাদৃশে। প্রীত আদেশপালনাৎ ॥৩০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহর্ষি নারদ এইরূপ বলিলে, পরস্পর পরস্পরের অধীন মহাত্মা পাণ্ডবগণ সেই দেবর্ষি নারদের সমক্ষেই একটী নিয়ম করিলেন যে, 'পাপশূন্যা দ্রৌপদী আমাদের এক এক জনের ঘরে এক এক বৎসর করিয়া বাস করিবেন ॥২৭-২৮॥

কিন্তু আমাদের মধ্যে যে কেহ দ্রৌপদীর সহিত বাস করিবার সময়ে অন্য যে কেহ আসিয়া পরস্পর দেখা করিবেন, তিনি ব্রহ্মচারী থাকিয়া বার বৎসর পর্য্যন্ত বনে বাস করিবেন' ॥২৯॥

ধার্ম্মিক পাণ্ডবগণ সেইরূপ নিয়ম করিলে, মহামুনি নারদও সন্তুষ্ট হইয়া অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন ॥৩০॥

---

(২৮) দ্বিতীয়ার্দ্ধং কতিপয়পুস্তকে নাস্তি। * '...দশাধিকঃ...' '...দ্বাদশাধিকঃ ..' '..চতুর্দ্দশাধিকঃ...' '...দ্বাত্রিংশদধিকঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

ষড়ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—————:*:—————

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং তে সময়ং কৃত্বা ন্যবসংস্তত্র পাণ্ডবাঃ।
বশে শস্ত্রপ্রতাপেন কুর্ব্বন্তোন্যান্ মহীক্ষিতঃ ॥১॥
তেষাং মনুজসিংহানাং পঞ্চানামমিতৌজসাম্।
বভুব কৃষ্ণা সর্ব্বেষাং পার্থানাং বশবর্ত্তিনী ॥২॥
তে তয়া তৈশ্চ সা বীরৈঃ পতিভিঃ সহ পঞ্চভিঃ।
বভুব পরমপ্রীতা নাগৈরিব সরস্বতী ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। তৈঃ পাণ্ডবৈঃ, সময়ো নিয়মঃ। নারদেন চোদিতৈঃ প্রণোদিতৈঃ ॥৩১॥
ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে পঞ্চাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—————:*:—————

এবমিতি। সময়ং নিয়মম্। শস্ত্রপ্রতাপেন অন্যান্ মহীক্ষিতো রাজ্ঞঃ বশে কুর্ব্বন্তি স্ম ॥১॥
তেষামিতি। পার্থানাং পাণ্ডবানাম্। বশবর্ত্তিনী তত্তদ্বর্ষাবসরে ইতি ভাবঃ ॥২॥
ত ইতি। তে পাণ্ডবাঃ, তয়া কৃষ্ণয়া, তৈঃ পাণ্ডবৈঃ, সা কৃষ্ণা চ। নাগৈর্হস্তিভিঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্যথিতৌ কামেন ॥১১—২২॥ তেজসা অর্কবৎ পরদৃষ্ট্যভিভাবকত্বাৎ সুদৃষ্টাং সম্যগ্‌দৃষ্টাং ন করিষ্যতি কশ্চিৎ ॥২৩—৩১॥
ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০৫॥

—————:*:—————

পাণ্ডবগণ নারদের প্রেরণায় এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে তখন পরস্পর ভেদ ঘটে নাই ॥৩১॥

—————:*:—————

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবগণ এইরূপ নিয়ম করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন এবং অস্ত্রবলে ক্রমশঃ অন্যান্য রাজাকে বশীভূত করিতে থাকিলেন ॥১॥

আর, এক দ্রৌপদীই অসাধারণ তেজস্বী মনুষ্যশ্রেষ্ঠ সেই পঞ্চ পাণ্ডবের বশবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে লাগিলেন ॥২॥

বর্ত্তমানেষু ধর্ম্মেণ পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
ব্যবর্দ্ধন্ কুরবঃ সর্বে হীনদোষাঃ সুখান্বিতাঃ ॥৪॥
অথ দীর্ঘেণ কালেন ব্রাহ্মণস্য বিশাংপতে!।
কস্যচিত্তস্করা জহ্রুঃ কেচিদ্গা নৃপসত্তম! ॥৫॥
হ্রিয়মাণে ধনে তস্মিন্ ব্রাহ্মণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
আগম্য খাণ্ডবপ্রস্থমুদক্রোশৎ স পাণ্ডবান্ ॥৬॥
হ্রিয়তে গোধনং ক্ষুদ্রৈর্নৃশংসৈরকৃতাত্মভিঃ।
প্রসহ্য বোঽদ্য বিষয়াদভিধাবত পাণ্ডবাঃ! ॥৭॥
ব্রাহ্মণস্য প্রশান্তস্য হবির্ধ্বাঙ্ক্ষৈঃ প্রলুপ্যতে।
শার্দ্দূলস্য গুহাং শূন্যাং নীচঃ ক্রোষ্টাভিমর্দ্দতি ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

বর্ত্তমানেম্বিতি। ব্যবর্দ্ধন্ ধনজনাদিনা বৃদ্ধিং প্রাপ্নুবন্। কুরবো দেশাঃ ॥৪॥

অথেতি। তস্করা দস্যবঃ। গা গোধনানি ॥৫॥

হ্রিয়মাণ ইতি। উদক্রোশৎ উচ্চৈরাক্রোশনমকরোৎ ॥৬॥

হ্রিয়ত ইতি। ক্ষুদ্রৈর্নীচস্বভাবৈঃ। প্রসহ্য বলেন, বো যুষ্মাকম্, বিষয়াদ্দেশাৎ ॥৭॥

অপ্রস্তুতপ্রশংসালঙ্কারেণাত্মনো দুঃখং প্রকটয়ন্নাহ ব্রাহ্মণস্যেতি। ধ্বাঙ্ক্ষৈঃ কাকৈঃ, প্রশান্তস্য শমগুণান্বিতস্য ক্ষমাশীলস্যেতি যাবৎ, অতএব শাপেনাপি প্রতিকর্ত্তুং ন শক্যত ইতি ভাবঃ, ব্রাহ্মণস্য, হবির্ঘৃতাদিকম্, প্রলুপ্যতে অপহ্রিয়তেত্যাশয়ঃ। তথা নীচঃ ক্রোষ্টা শৃগালঃ, শূন্যাং

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—২॥ নাগৈর্গজৈঃ। সরস্বতী বহুসরোযুক্তা বনস্থলী, সা হি গজৈর্যুক্তা

সুতরাং পাণ্ডবগণও দ্রৌপদীর ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন, আবার হস্তিসমূহের ব্যবহারে সরস্বতী নদীর ন্যায় দ্রৌপদীও সেই মহাবীর পঞ্চ স্বামীর ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ করিতে থাকিলেন ॥৩॥

মহাত্মা পাণ্ডবেরা ধর্ম্ম অনুসারে চলিতে লাগিলে, সমগ্র কুরুদেশই দুঃখহীন ও সুখী হইয়া সমৃদ্ধি লাভ করিতে লাগিল ॥৪॥

মহারাজ! তাহার পর দীর্ঘকাল অতীত হইলে, একদিন কতকগুলি দস্যু কোন ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিল ॥৫॥

সেই গোধন হরণ করিতে থাকিলে, সেই ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি উচ্চস্বরে আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥৬॥

পাণ্ডবগণ! নীচাশয়, নৃশংসপ্রকৃতি ও অশিক্ষিত কতকগুলি লোক আজ আপনাদের দেশ হইতে বলপূর্ব্বক আমার গোধন হরণ করিতেছে ॥৭॥

[৭]·· প্রসহ্য চাস্মদ্বিষয়াদভ্যধাবত পাণ্ডবাঃ। (৮) ব্রাহ্মণস্য শ্রমার্ত্তস্য···।

অরক্ষিতারং রাজানং বলিষড়্ভাগহারিণম্।
তমাহুঃ সর্বলোকস্য সমগ্রং পাপচারিণম্ ॥৯॥
ব্রাহ্মণস্বে হৃতে চৌরৈর্ধর্ম্মার্থে চ বিলোপিতে।
রোরূয়মাণে চ ময়ি ক্রিয়তামস্ত্রধারণম্ ॥১০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

রোরূয়মাণস্যাভ্যাসে ভৃশং বিপ্রস্য পাণ্ডবঃ।
তানি বাক্যানি শুশ্রাব কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

কেনাপি কারণেন তচ্ছক্তিপ্রয়োগরহিতাম্, শার্দ্দূলস্য গুহাম্, অভিমর্দ্দতি উৎপীড়য়তি। কাকেন হবির্লোপে ব্রাহ্মণস্য, শৃগালেন গুহাভিমর্দ্দনে শার্দ্দূলস্য চ যাদৃশং দুঃখম্, দস্যুভির্গোধন-হরণেঽপি মম তাদৃশমেব দুঃখমিতি ভাবঃ ॥৮॥

রাজ্ঞা চাবশ্যমেবাস্য প্রতীকারঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ অরক্ষিতারমিতি। বলের্ভূম্যাদাবুৎপন্ন-দ্রব্যস্য ষড়্ভাগং ষষ্ঠমংশং হরতীতি তং তথাবিধমপি, প্রজানাং ধনমানয়োররক্ষিতারং তং সমগ্রং রাজানম্, সর্ব্বলোকস্য মধ্যে পাপচারিণমাহুর্ম্মুনয়ঃ; বলিষড়্ভাগগ্রহণেঽপি রক্ষণা-করণাদিত্যাশয়ঃ ॥৯॥

তদত্র কিং কর্ত্তব্যমিত্যাহ ব্রাহ্মণস্ব ইতি। ধর্ম্মার্থে ব্রাহ্মণস্য স্বে ধনে, চৌরৈর্হৃতে বিলোপিতে চ, ময়ি চ, রোরূয়মাণে তদ্রক্ষণার্থং ভৃশং রুবতি সতি, তদ্রক্ষার্থমস্ত্রধারণং ক্রিয়তাম্ ॥১০॥

রোরূয়েতি। অভ্যাসে নিকটে, ভৃশং রোরূয়মাণস্য তদ্রক্ষার্থং পুনঃ পুনরেব রুবতঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

অন্যৈশ্ছেত্তুমশক্যা, তয়া চ গজা বলিনঃ। এবং তে মিথো বৃদ্ধিহেতব ইত্যর্থঃ ॥৩—৯॥ হস্ত-

কাক, ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণের যজ্ঞের ঘৃতপ্রভৃতি নষ্ট করিতেছে এবং ক্ষুদ্র শৃগাল ব্যাঘ্রের শূন্য গুহায় উপদ্রব ঘটাইতেছে (ভাব টীকায় দ্রষ্টব্য) ॥৮॥

যে সকল রাজা প্রজাদের উৎপন্ন দ্রব্য হইতে কর (খাজনা) রূপে ষষ্ঠভাগ গ্রহণ করেন, অথ চ তাহাদের ধন-মান রক্ষা করেন না; মুনিরা সেই সকল রাজাকে সমস্ত জগতের মধ্যেই প্রধান পাপী বলিয়া থাকেন ॥৯॥

ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য রক্ষিত ব্রাহ্মণের ধন চোরে নিয়া নষ্ট করিতেছে, আমিও তাহার প্রতীকারের জন্য আপনাকে ডাকিতেছি; অতএব রাজা! আপনি সত্বর অস্ত্রধারণ করুন' ॥১০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ব্রাহ্মণ নিকটে থাকিয়া বার বার ডাকিতেছিলেন, তাই অর্জ্জুন সে কথাগুলি শুনিলেন ॥১১॥

(১০)···ক্রিয়তাং হস্তধারণা, ক্রিয়তাং হস্তধারণম্।

শ্রুত্বৈব চ মহাবাহুর্মা ভৈরিত্যাহ তং দ্বিজম্।
আয়ুধানি চ যত্রাসন্ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥১২॥
কৃষ্ণয়া সহ তত্রাস্তে ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
সম্প্রবেশায় চাশক্তো গমনায় চ পাণ্ডবঃ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
তস্য চার্ত্তস্য তৈর্ব্বাক্যৈশ্চোদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
আক্রন্দে তত্র কৌন্তেয়শ্চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥১৪॥
হ্রিয়মাণে ধনে তস্মিন্ ব্রাহ্মণস্য তপস্বিনঃ।
অশ্রুপ্রমার্জ্জনং তস্য কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চয়ঃ ॥১৫॥
উপক্ষেপণজোঽধর্ম্মঃ সুমহান্ স্যান্মহীপতেঃ।
যদ্যস্য রুবতো দ্বারি ন করোম্যদ্য রক্ষণম্ ॥১৬॥
অনাস্তিক্যঞ্চ সর্ব্বেষামস্মাকং স্যাদরক্ষণে।
প্রতিষ্ঠিতঞ্চ লোকেঽস্মিন্নধর্ম্মশ্চৈব নো ভবেৎ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি। মহাবাহুরর্জ্জুনঃ। অশক্তঃ তাদৃশসময়করণাৎ, গমনায় চাশক্তঃ শূন্যহস্তত্বাৎ ॥১২—১৩॥

তস্যেতি। চোদ্যমানঃ প্রণুদ্যমানঃ। আক্রন্দে আহ্বানে। কৌন্তেয়োঽর্জ্জুনঃ ॥১৪॥

কিং চিন্তয়ামাসেত্যাহ ষড়্ভির্হ্রিয়মাণ ইতি। কর্ত্তব্যং গোধনপ্রত্যানয়নেনেতি ভাবঃ ॥১৫॥

উপেতি। উপক্ষেপণাদুপেক্ষাতো জায়ত ইত্যুপক্ষেপণজঃ, অধর্ম্মঃ পাপম্ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ধারণা ক্রিয়তাম্ অভয়ং দীয়তামিত্যর্থঃ ॥১০—১৫॥ উপক্ষেপণজঃ উপেক্ষাজন্যঃ অধর্ম্ম ইতি

শুনিয়াই তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'ভয় করিবেন না'। এদিকে যে ঘরে পাণ্ডবগণের অস্ত্র ছিল, সেই ঘরে দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছিলেন। সুতরাং অর্জ্জুন সে ঘরে ঢুকিতেও পারেন না, শূন্য হাতে যাইতেও পারেন না ॥১২—১৩॥

অথ চ দুঃখিত ব্রাহ্মণের আর্ত্তনাদে বার বার তিনি প্রণোদিত হইতে লাগিলেন। তাই অর্জ্জুন সেই আহ্বানের সময়ে দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে থাকিলেন ॥১৪॥

'দস্যুরা ধন লইয়া যাইতেছে, এ-অবস্থায় তাহা রক্ষা করিয়া এই শোচনীয় ব্রাহ্মণের অশ্রু মার্জন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা নিশ্চয় ॥১৫॥

ব্রাহ্মণ দ্বারে থাকিয়া ডাকিতেছেন, তথাপি আমি যদি আজ উঁহার ধনরক্ষা না করি, তাহা হইলে উপেক্ষানিবন্ধন রাজার গুরুতর পাপ হইবে ॥১৬॥

[১৭] অনাস্তিক্যঞ্চ সর্ব্বেষামস্মাকমপি রক্ষণে। প্রতিতিষ্ঠেত…।

অনাদৃত্য তু রাজানং গতে ময়ি ন সংশয়ঃ।
অজাতশত্রোর্নৃপতের্ময়ি চৈবানৃতং ভবেৎ ॥১৮॥
অনুপ্রবেশে রাজ্ঞস্তু বনবাসো ভবেন্মম।
সর্ব্বমন্যৎ পরিহৃতং ধর্ষণাত্তু মহীপতেঃ ॥১৯॥
অধর্ম্মো বৈ মহানস্তু বনে বা মরণং মম।
শরীরস্য বিনাশেন ধর্ম্ম এব বিশিষ্যতে ॥২০॥
এবং বিনিশ্চিত্য ততঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
অনুপ্রবিশ্য রাজানমাপৃচ্ছ্য চ বিশাংপতে! ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

অনেতি। অনাস্তিক্যম্ আস্তিকতাহানিঃ, প্রতিষ্ঠিতং স্যাদিতি সম্বন্ধঃ। নঃ অস্মাকম্ ॥১৭॥

অনেতি। গতে অস্মিন্ গৃহে প্রবিষ্টে। অনৃতং প্রতিজ্ঞাভঙ্গাদিতি ভাবঃ ॥১৮॥

অন্বিতি। রাজ্ঞো গৃহে। মহীপতের্যুধিষ্ঠিরস্য, ধর্ষণাদবজ্ঞানাৎ, অন্যৎ সর্ব্বং বনবাসাদিকম্, পরিহৃতং তুচ্ছম্। অনুমতিমলব্ধ্বা তদ্‌গৃহপ্রবেশে যদবজ্ঞানং তদেব চিন্তনীয়মিতি ভাবঃ ॥১৯॥

অধর্ম্ম ইতি। মহানধর্ম্মোঽস্তু, রাজ্ঞোঽবজ্ঞানাদিত্যাশয়ঃ। বিশিষ্যতে গোরক্ষয়া ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

চ্ছেদঃ ॥১৬॥ অনাস্তিক্যম্ আস্তিক্যাভাবঃ রক্ষণে বিষয়ে প্রতিতিষ্ঠেত স্থিরঃ স্যাৎ, তেন চ নঃ অস্মাকমধর্ম্মশ্চ মহান্ ভবেৎ ॥১৭॥ রাজানং সস্ত্রীকমায়ুধাগারস্থং প্রতি ময়ি গতে সতি ॥১৮॥ অনুপ্রবেশে একস্মিন্ স্ত্রিয়া সহ রমমাণে অন্যস্য তত্র গমনে। অন্যৎ বনবাসাদিকং পরিহৃতং তুচ্ছম্, ধর্ষণাৎ তু অধর্ম্মো মহানিতি সম্বন্ধঃ ॥১৯॥ বাশব্দ ইবার্থে, যেন অধর্ম্মেণ

আর, উঁহার ধনরক্ষা না করিলে, আমাদের সকলেরই অনাস্তিকতা জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং অধর্ম্মও হইবে ॥১৭॥

তবে রাজাকে অগ্রাহ্য করিয়া আমি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলে, তাঁহার ও আমার মিথ্যাপ্রতিজ্ঞতার পাপ হইবে ॥১৮॥

এবং রাজার ঘরে প্রবেশ করিলে আমার বনবাসও হইবে। সে সমস্ত হয়, হউক। কেন না, এক রাজার অবজ্ঞা ব্যতীত আর সমস্তই আমি তুচ্ছ বলিয়া মনে করি ॥১৯॥

যা'ক্, রাজাকে অবজ্ঞা করায় আমার গুরুতর অধর্ম্ম হয়, হউক; কিংবা বনে শরীর নষ্ট হওয়ায় আমার মৃত্যুই হউক; তথাপি ধর্ম্মই আমার প্রধানভাবে রক্ষণীয়' ॥২০॥

অর্জ্জুন মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, যুধিষ্ঠিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার নিকট যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, ধনুর্ব্বাণ লইয়া, আনন্দিতচিত্তে

ধনুরাদায় সংহৃষ্টো ব্রাহ্মণং প্রত্যভাষত।
ব্রাহ্মণাগম্যতাং শীঘ্রং যাবৎ পরধনৈষিণঃ ॥২২॥
ন দূরে তে গতাঃ ক্ষুদ্রাস্তাবদ্গচ্ছাবহে সহ।
যাবন্নিবর্ত্তয়াম্যদ্য চৌরহস্তাদ্ধনং তব ॥২৩॥ (বিশেষকম্)
সোহনুসৃত্য মহাবাহুর্ধন্বী বর্ম্মী রথী ধ্বজী।
শরৈর্বিধ্বস্য তাংশ্চৌরানবজিত্য চ তদ্ধনম্ ॥২৪॥
ব্রাহ্মণস্বমুপাহৃত্য যশঃ প্রাপ্য চ পাণ্ডবঃ।
ততস্তদ্গোধনং পার্থো দত্ত্বা তস্মৈ দ্বিজাতয়ে ॥২৫॥
আজগাম পুরং বীরঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ।
সোহভিবাদ্য গুরূন্ সর্ব্বান্ সর্ব্বৈশ্চাপ্যভিনন্দিতঃ ॥২৬॥
ধর্ম্মরাজমুবাচেদং ব্রতমাদিশ মে প্রভো!।
সময়ঃ সমতিক্রান্তো ভবৎসন্দর্শনে ময়া ॥২৭॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। অপৃচ্ছ্য—ব্রাহ্মণগোধনরক্ষার্থং গচ্ছামীতি পৃষ্ট্বা। হে ব্রাহ্মণ!। পরধনৈষিণশ্চৌরাঃ। গচ্ছাবহে যুবাংহঞ্চাবাম্, সহ যুগপৎ। যাবদিতি বাক্যালঙ্কারে ॥২১—২৩॥

স ইতি। সঃ অর্জ্জুনঃ। ধন্বী ধনুষ্মান্, বর্ম্মী বর্ম্মধারী, রথী রথারূঢ়ঃ, ধ্বজী ধ্বজশালী চ সন্। বিধ্বস্য নিপীড্যেত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণস্য স্বং গোধনম্। অভিনন্দিতঃ প্রশংসিতঃ সন্। ব্রতং কৃতনিয়মলঙ্ঘনাৎ প্রায়শ্চিত্তম্। সময়ঃ নারদসমক্ষে কৃতঃ স নিয়মঃ, সমতিক্রান্তো লঙ্ঘিতঃ ॥২৪—২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মম বনে মরণমিব স্যাৎ স এবাস্তু যতোহস্মাদ্ব্রহ্মস্বরক্ষণজো ধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥২০॥ আপৃচ্ছ্য ধনুশ্চাদায় ॥২১—২৪॥ সমুপাকৃত্য প্রসাদ্য, স্বপুরমাজগাম ইতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ ॥২৫—২৭॥

আসিয়া, ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! সত্বর চলুন, যে পর্য্যন্ত সেই ক্ষুদ্র চোর বেটারা দূরে না যায়, তাহার মধ্যেই আমরা এক সঙ্গে যাই; যাইয়া সেই চোরবেটাদের হাত হইতে আপনার ধন ফিরাইয়া আনি' ॥২১—২৩॥

মহাবাহু ও মহাবীর অর্জ্জুন ধনু ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া, ধ্বজশালী রথে আরোহণপূর্ব্বক যথাস্থানে যাইয়া, বাণ দ্বারা চোরদিগকে নিপীড়ন করিয়া, সেই গোধন জয়পূর্ব্বক ফিরাইয়া আনিয়া, যশ লাভ করিলেন; তৎপরে সেই ব্রাহ্মণের গোধন ব্রাহ্মণকে দিয়া রাজধানীতে আসিলেন; আসিয়া পর গুরুজনবর্গকে অভিবাদন করিলে, তাঁহারাও তাঁহার প্রশংসা করিলেন। তৎপরে

---

[২৪]···শরৈর্বিধ্বংসিতাংশ্চৌরান্···। [২৫] ব্রাহ্মণং সমুপাকৃত্য যশঃ···।

বনবাসং গমিষ্যামি সময়ো হ্যেষ নঃ কৃতঃ।
ইত্যুক্তো ধর্ম্মরাজস্তু সহসা বাক্যমপ্রিয়ম্ ॥২৮॥
কথমিত্যব্রবীদ্বাচা শোকার্ত্তঃ সজ্জমানয়া।
যুধিষ্ঠিরো গুড়াকেশং ভ্রাতা ভ্রাতরমচ্যুতম্ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)
উবাচ দীনো রাজা চ ধনঞ্জয়মিদং বচঃ।
প্রমাণমস্মি যদি তে মত্তঃ শৃণু বচোঽনঘ ! ॥৩০॥
অনুপ্রবেশে যদ্বীর ! কৃতবাংস্ত্বং মমাপ্রিয়ম্।
সর্ব্বং তদনুজানামি ব্যলীকং ন চ মে হৃদি ॥৩১॥
গুরোরনুপ্রবেশো হি নোপঘাতো যবীয়সঃ।
যবীয়সোঽনুপ্রবেশো জ্যেষ্ঠস্য বিধিলোপকঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

বনেতি। সময়ো নিয়মঃ। নঃ অস্মাভিঃ। সজ্জমানয়া রসনায়াং লগ্নয়া গদ্গদয়েত্যর্থঃ। গুড়াকেশং জিতনিদ্রম্। অচ্যুতং ধর্ম্মাদভ্রষ্টম্ ॥২৮—২৯॥

উবাচেতি। দীনঃ কাতরঃ সন্। প্রমাণং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবদ্বিশ্বাস্যঃ। মত্তো মম সকাশাৎ ॥৩০॥

অন্বিতি। ত্বয়ৈবানুপ্রবেশে কৃতে সতি। ব্যলীকমপ্রিয়ং নাস্তি ॥৩১॥

গুরোরিতি। হি যস্মাৎ, গুরোর্জ্যেষ্ঠস্য গৃহে, অনুপ্রবেশঃ, যবীয়সঃ কনিষ্ঠস্য, ন উপঘাতো

ভারতভাবদীপঃ

সময়ঃ অনুপ্রবেষ্টুর্দ্বাদশবার্ষিকো বনবাসনিয়মঃ ॥২৮॥ সজ্জমানয়া স্খলন্ত্যা ॥২৯—৩০॥ অনু-

---

অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিলেন—'মহারাজ ! আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার আদেশ করুন। কারণ, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি ॥২৪—২৭॥

অতএব আমি বনবাস করিবার জন্য যাইব। কেন না, আমরা এইরূপ নিয়মই করিয়াছিলাম'। অর্জ্জুন আসিয়া হঠাৎ এইরূপ অপ্রিয় কথা বলিলে, যুধিষ্ঠির শোকার্ত্ত হইয়া গদ্গদ বাক্যে নিদ্রাবিজয়ী ধার্ম্মিক ভ্রাতা অর্জ্জুনকে বলিলেন—॥২৮—২৯॥

যুধিষ্ঠির কাতর হইয়াই অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন—'অর্জ্জুন ! আমি যদি তোমার বিশ্বাসের পাত্র হই, তবে তুমি আমার কথা শোন ॥৩০॥

বীর ! তুমি আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার যে অপ্রিয় আচরণ করিয়াছ, সে সমস্তই আমি অনুমোদন করিতেছি ; আমার মনেও কোন অসন্তোষ নাই ॥৩১॥

নিবর্ত্তস্ব মহাবাহো! কুরুষ্ব বচনং মম।
নহি তে ধর্ম্মলোপোঽস্তি ন চ মে ধর্ষণা কৃতা ॥৩৩॥

অর্জ্জুন উবাচ।

ন ব্যাজেন চরেদ্ধর্ম্মমিতি মে ভবতঃ শ্রুতম্।
ন সত্যাদ্বিচলিষ্যামি সত্যেনায়ুধমালভে ॥৩৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সোঽভ্যনুজ্ঞাপ্য রাজানং ব্রহ্মচর্য্যায় দীক্ষিতঃ।
বনে দ্বাদশ বর্ষাণি বাসায়োপজগাম হ ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি অর্জ্জুনবনবাসেঽর্জ্জুনতীর্থযাত্রায়াং ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ন কৃতনিয়মলঙ্ঘনম্, লজ্জায়া অজনকত্বাদিতি ভাবঃ। কিন্তু যবীয়সঃ কনিষ্ঠস্য গৃহে, অনুপ্রবেশঃ, জ্যেষ্ঠস্য, বিধিলোপকো নিয়মব্যাঘাতকো ভবতি, লজ্জায়া জনকত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৩২॥

নীতি। নিবর্ত্তস্ব বনবাসোদ্যমাদিতি শেষঃ। ধর্ষণা অবজ্ঞা ॥৩৩॥

নেতি। ব্যাজেন ছলেন। মে ময়া। আলভে স্পৃশামি ॥৩৪॥

স ইতি। সঃ অর্জ্জুনঃ। রাজানং যুধিষ্ঠিরম্। দীক্ষিতঃ প্রবৃত্তঃ ॥৩৫॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি অর্জ্জুনবনবাসে ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

জানামি ব্রাহ্মণার্থত্বেন গুণত্বেনৈব অঙ্গীকরোমি, ব্যলীকম্ অপ্রিয়ম্ ॥৩১॥ উপঘাতোঽনিষ্টঃ, বিধিলোপকো ধর্ম্মঘ্নঃ ॥৩২॥ ন চ তে ত্বয়া ॥৩৩—৩৫॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৬॥

কারণ, জ্যেষ্ঠের ঘরে কনিষ্ঠ প্রবেশ করিলে, তাহাতে তাহার নিয়মলঙ্ঘন হয় না; কিন্তু কনিষ্ঠের ঘরে জ্যেষ্ঠ প্রবেশ করিলেই নিয়মলঙ্ঘন হয় ॥৩২॥

অতএব অর্জ্জুন! তুমি নিবৃত্ত হও, আমার কথা রাখ। তোমার ধর্ম্মলোপ হয় নাই, আমার অবজ্ঞাও কর নাই' ॥৩৩॥

অর্জ্জুন বলিলেন—'মহারাজ! 'ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিবে না' ইহা আমি আপনার মুখেই শুনিয়াছি। সুতরাং আমি সত্য হইতে বিচলিত হইব না, এই সত্য জানাইবার জন্যই আমি অস্ত্রস্পর্শ করিতেছি' ॥৩৪॥

---

* '..একাদশাধিকঃ...' '...ত্রয়োদশাধিকঃ...' '...পঞ্চদশাধিকঃ...' '...ত্রয়স্ত্রিংশদধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তং প্রয়ান্তং মহাবাহুং কৌরবাণাং যশস্করম্।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥১॥
বেদবেদাঙ্গবিদ্বাংসস্তথৈবাধ্যাত্মচিন্তকাঃ।
ভৈক্ষাশ্চ ভগবদ্ভক্তাঃ সূতাঃ পৌরাণিকাশ্চ যে ॥২॥
কথকাশ্চাপরে রাজন্! শ্রমণাশ্চ বনৌকসঃ।
দিব্যাখ্যানানি যে চাপি পঠন্তি মধুরং দ্বিজাঃ ॥৩॥
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিঃ সহায়ৈঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
বৃতঃ শ্লক্ষ্ণকথৈঃ প্রায়াম্মরুদ্ভিরিব বাসবঃ ॥৪॥ (বিশেষকম্)
রমণীয়ানি চিত্রাণি বনানি চ সরাংসি চ।
সরিতঃ সাগরাংশ্চৈব দেশানপি চ ভারত! ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। অনুজগ্মুঃ সদালোচনার্থমেকাকিত্বনিবৃত্ত্যর্থঞ্চেতি ভাবঃ ॥১॥

বেদেতি। অধ্যাত্মচিন্তকা ব্রহ্মজ্ঞানিনঃ। ভৈক্ষা ভিক্ষোপজীবিনঃ, ভগবদ্ভক্তা বৈষ্ণবাঃ, সূতা বন্দিনঃ, পৌরাণিকাঃ পুরাণবেত্তারঃ, কথকাঃ পুরাণাদিব্যাখ্যাতারঃ, শ্রমণা যতিবিশেষাঃ, বনৌকসো বনবাসিনঃ। শ্লক্ষ্ণাঃ কোমলা কথা যেষাং তৈঃ। মরুদ্ভির্দেবৈর্বৃতঃ, বাসব ইন্দ্র ইব ॥২—৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তং প্রয়ান্তমিতি ॥১॥ ভৈক্ষাঃ ভিক্ষাজীবিনো যতয়ো ব্রহ্মচারিণশ্চ, "চৌক্ষাঃ" ইতি পাঠে চোক্ষাঃ শুচয়ঃ ত এব চৌক্ষাঃ, "চাক্ষো গীতে শুচৌ দক্ষে তথা তীক্ষ্ণমনোজ্ঞয়োঃ" ইতি

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া, ব্রহ্মচর্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বার বৎসর বনবাসের জন্য প্রস্থান করিলেন ॥৩৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুরুবংশের যশোবৃদ্ধিকারী মহাবীর অর্জ্জুন প্রস্থান করিলে, বেদপারদর্শী মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা তাঁহার অনুগমন করিলেন ॥১॥

বেদবিৎ, বেদাঙ্গবিৎ, ব্রহ্মজ্ঞ, ভিক্ষুক, বৈষ্ণব, স্তুতিপাঠক, পৌরাণিক, কথক, জিতেন্দ্রিয়, বনবাসী এবং অলৌকিক উপাখ্যানপাঠক, এই সকল সাধুলোক ও মধুরভাষী অন্যান্য বহুতর সহচরকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অর্জ্জুন, দেবগণে পরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন ॥২—৪॥

পুণ্যান্যপি চ তীর্থানি দদর্শ ভরতর্ষভঃ।
স গঙ্গাদ্বারমাসাদ্য নিবেশমকরোৎ প্রভুঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
তত্র তস্যাদ্ভুতং কর্ম্ম শৃণু ত্বং জনমেজয়!।
কৃতবান্ যদ্বিশুদ্ধাত্মা পাণ্ডূনাং প্রবরো হি সঃ ॥৭॥
নিবিষ্টে তত্র কৌন্তেয়ে ব্রাহ্মণেষু চ ভারত!।
অগ্নিহোত্রাণি বিপ্রাস্তে প্রাদুশ্চক্রুরনেকশঃ ॥৮॥
তেষু প্রবোধ্যমানেষু জ্বলিতেষু হুতেষু চ।
কৃতপুষ্পোপহারেষু তীরান্তরগতেষু চ ॥৯॥
কৃতাভিষেকৈর্বিদ্বদ্ভির্নিয়তৈঃ সৎপথে স্থিতৈঃ।
শুশুভেঽতীব তদ্রাজন্! গঙ্গাদ্বারং মহাত্মভিঃ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
তথা পর্য্যাকুলে তস্মিন্ নিবেশে পাণ্ডবর্ষভঃ।
অভিষেকায় কৌন্তেয়ো গঙ্গামবততার হ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

রমণীয়ানীতি। চিত্রাণি আশ্চর্য্যাণি। সঃ অর্জ্জুনঃ। নিবেশমাশ্রমম্ ॥৫—৬॥

তত্রেতি। বিশুদ্ধাত্মা নির্ম্মলচিত্তঃ। পাণ্ডূনাং পাণ্ডবানাম্। প্রবরঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥৭॥

নিবিষ্ট ইতি। নিবিষ্টে স্থিতে। ব্রাহ্মণেষু চ নিবিষ্টেষু সৎসু ॥৮॥

তেম্বিতি। প্রবোধ্যমানেষু মন্ত্রৈঃ সন্ধুক্ষ্যমাণেষু। কৃতঃ পুষ্পাণামুপহারঃ সমর্পণং যেষু তেষু, তেজসা তীরান্তরগতেষু চ সৎসু। কৃতাভিষেকৈঃ স্নাতৈঃ, নিয়তৈস্তপোনিষ্ঠৈঃ ॥৯—১০॥

তথেতি। পর্য্যাকুলে সাধুভির্ব্যাপ্তে। নিবেশে আশ্রমে। অভিষেকায় স্নানায় ॥১১॥

তিনি যাইবার সময়ে মনোহর ও বিচিত্র বন, সরোবর, নদী, সাগর, দেশ ও পবিত্র তীর্থ সকল দর্শন করিলেন; পরে গঙ্গাদ্বারে যাইয়া আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন ॥৫—৬॥

মহারাজ জনমেজয়! নির্ম্মলচিত্ত পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন সেই আশ্রমে থাকিয়া যে সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥৭॥

অর্জ্জুন ও ব্রাহ্মণগণ সেই আশ্রমে বাস করিতে থাকিলে, সেই ব্রাহ্মণেরা ক্রমশঃ বহুতর অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন ॥৮॥

মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আগুন জ্বালা হইতে লাগিল, আগুন জ্বলিতে থাকিল, হোম হইতে লাগিল, অগ্নিকুণ্ডে পুষ্পনিক্ষেপ চলিতে থাকিল, তখন সেই সকল অগ্নির আলোক অপর তীরপর্য্যন্ত যাইতে লাগিল। সুতরাং স্নাত, তপোনিষ্ঠ ও সৎপথস্থিত সেই জ্ঞানী মহাত্মাদের দ্বারা সেই গঙ্গাদ্বারটী অত্যন্ত শোভা পাইতে থাকিল ॥৯—১০॥

তত্রাভিষেকং কৃত্বা স তর্পয়িত্বা পিতামহান্ ।
উত্তিতীর্ষুর্জলাদ্রাজন্নগ্নিকার্য্যচিকীর্ষয়া ॥১২॥
অবকৃষ্টো মহাবাহুর্নাগরাজস্য কন্যয়া ।
অন্তর্জলে মহারাজ ! উলূপ্যা কাময়ানয়া ॥১৩॥
দদর্শ পাণ্ডবস্তত্র পাবকং সুসমাহিতঃ ।
কৌরব্যস্যাথ নাগস্য ভবনে পরমার্চ্চিতে ॥১৪॥
তত্রাগ্নিকার্য্যং কৃতবান্ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ।
অশঙ্কমানেন হুতস্তেনাতুষ্যদ্ধুতাশনঃ ॥১৫॥
অগ্নিকার্য্যং স কৃত্বা তু নাগরাজসুতাং তদা ।
প্রহসন্নিব কৌন্তেয় ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। অভিষেকং স্নানম্। পিতামহান্ পিতৄন্। উত্তিতীর্ষুঃ উত্তরীতুমিচ্ছুঃ ॥১২॥
অবেতি। অবকৃষ্টঃ অবকৃষ্য নীতঃ। অন্তর্জলে জলাভ্যন্তরে। কাময়ানয়া কামুক্যা ॥১৩॥
দদর্শেতি। সুসমাহিতো হোমার্থং কৃতমনোযোগঃ। কৌরব্যস্য তদাখ্যস্য ॥১৪॥
তত্রেতি। অশঙ্কমানেন নাগভবনেঽপি স্বপ্রভাবাদেব নির্ভয়েন ॥১৫॥
অগ্নীতি। অগ্নিকার্য্যং হোমম্। নাগরাজসুতামুলূপীম্। কৌন্তেয়োঽর্জ্জুনঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

মেদিনী। "চৌক্ষা" ইত্যেব মুখ্যঃ পাঠঃ ॥২॥ শ্রমণা উর্দ্ধরেতসো যতয়ো ব্রহ্মচারিণশ্চ ॥৩—১১॥ অগ্নিকার্য্যচিকীর্ষয়েতি পত্নীসান্নিধ্যাভাবেঽপি প্রবসতা ঔপাসনহোমঃ কর্ত্তব্য ইতি দর্শিতম্ ॥১২॥ অপকৃষ্টঃ অপনীতঃ, কাময়ানয়া তং পতিমিচ্ছন্ত্যা ॥১৩—১৪॥ অশঙ্কমানেন

সেই আশ্রমটী সাধুলোকে ব্যাপ্ত হইলে, একদা অর্জ্জুন স্নান করিবার জন্য গঙ্গায় যাইয়া নামিলেন ॥১১॥

তিনি তাহাতে স্নান ও পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া হোম করিবার ইচ্ছায় জল হইতে উঠিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১২॥

এমন সময়ে কামার্ত্তা উলূপীনাম্নী নাগকন্যা আসিয়া অর্জ্জুনকে জলের ভিতরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল ॥১৩॥

অর্জ্জুন পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন সেই কৌরব্য-নাগ-ভবনে যাইয়া সমাহিতভাবে অগ্নিহোত্রের অগ্নি দর্শন করিলেন ॥১৪॥

তখন তিনি সেই অগ্নিতেই হোম করিলেন। তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে হোম করায় অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হইলেন ॥১৫॥

অর্জ্জুন হোম সমাপ্ত করিয়া তখন হাসিতে হাসিতেই যেন উলূপীকে এই কথা বলিলেন—॥১৬॥

কিমিদং সাহসং ভীরু! কৃতবত্যসি ভাবিনি!।
কশ্চায়ং সুভগো দেশঃ কা চ ত্বং কস্য বাত্মজা ॥১৭॥

উলূপ্যুবাচ।

ঐরাবতকুলে জাতঃ কৌরব্যো নাম পন্নগঃ।
তস্যাস্মি দুহিতা বীর! উলূপী নাম পন্নগী ॥১৮॥
সাহং ত্বামভিষেকার্থমবতীর্ণং সমুদ্রগাম্।
দৃষ্ট্বৈব পুরুষব্যাঘ্র! কন্দর্পেণাস্মি পীড়িতা ॥১৯॥
তাং মামনঙ্গগ্লপিতাং ত্বৎকৃতে কুরুনন্দন!।
অনন্যাং নন্দয়স্বাদ্য প্রদানেনাত্মনো রহঃ ॥২০॥

অর্জ্জুন উবাচ।

ব্রহ্মচর্য্যমিদং ভদ্রে! মম দ্বাদশবার্ষিকম্।
ধর্ম্মরাজেন নির্দ্দিষ্টং নাহমস্মি স্বয়ং বশঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। সাহসং মদানয়নরূপম্। হে ভীরু! উত্তমাঙ্গনে!। সুভগঃ সুশ্রীকঃ ॥১৭॥

ঐরাবতেতি। ঐরাবতো নাম নাগস্তস্য কুলে। পন্নগো নাগজাতীয়ঃ ॥১৮॥

সেতি। অভিষেকার্থং স্নানার্থম্। সমুদ্রগাং গঙ্গামবতীর্ণং ত্বামিতি সম্বন্ধঃ ॥১৯॥

তামিতি। ত্বৎকৃতে তব নিমিত্তে, অনঙ্গগ্লপিতাং কামেন পীড়িতাম্, ন সন্তুতঃ অন্যঃ পতির্যস্যাস্তাম্, তাং মামদ্য, রহো নির্জনে, আত্মনঃ প্রদানেন রমণেন, নন্দয়স্ব। অত্র "অনন্যাম্" ইত্যভিধানাৎ পূর্ব্বত্র "নাগরাজস্য কন্যয়া" ইতি কন্যাপদোপাদানাচ্চ কন্যৈবেয়মুলূপী। তেন চার্জ্জুনো বিধবামুলূপীং পরিণীতবানিতি প্রলপন্তো যৎ কেচিদিদং বিধবাবিবাহোদাহরণং প্রলপন্তি, তদপাস্তম্ ॥২০॥

'সুন্দরি! তুমি এরূপ সাহসের কার্য্য করিলে কেন? এই সুন্দর দেশটীর নাম কি? এবং তুমি কে? কাঁহারই বা কন্যা?' ॥১৭॥

উলূপী বলিল—'ঐরাবতবংশসম্ভূত 'কৌরব্য' নামে এক নাগ আছেন; আমি তাঁহার কন্যা, আমার নাম—'উলূপী' ॥১৮॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি স্নান করিবার জন্য গঙ্গায় নামিয়াছিলেন, তখন আমি আপনাকে দেখিয়াই কামে পীড়িত হইয়াছি ॥১৯॥

হে কুরুনন্দন। আপনাকে লক্ষ্য করিয়াই কামদেব আমাকে যাতনা দিতেছেন, অন্য কেহ আমার পতিও হন নাই। সুতরাং আপনি এই নির্জন স্থানে আত্মসমর্পণ করিয়া আমাকে আনন্দিত করুন' ॥২০॥

(১৮)…তস্যাস্মি দুহিতা রাজন্…। (১৯)…কন্দর্পেণাভিমূর্চ্ছিতা।
(২১)…ধর্ম্মরাজেন চাদিষ্টম্…।

তব চাপি প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছামি জলচারিণি ! ।
অনৃতং নোক্তপূর্ব্বঞ্চ ময়া কিঞ্চন কর্হিচিৎ ॥২২॥
কথঞ্চ নানৃতং তৎ স্যাত্তব চাপি প্রিয়ং ভবেৎ ।
ন চ পীড্যেত মে ধর্ম্মস্তথা কুরু ভুজঙ্গমে ! ॥২৩॥

উলূপ্যুবাচ ।

জানাম্যহং পাণ্ডবেয় ! যথা চরসি মেদিনীম্ ।
যথা চ তে ব্রহ্মচর্য্যমিদমাদিষ্টবান্ গুরুঃ ॥২৪॥
পরস্পরং বর্ত্তমানান্ দ্রুপদস্যাত্মজাং প্রতি ।
যো নোঽনুপ্রবিশেন্মোহাৎ স বৈ দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মেতি। নির্দ্দিষ্টং "স নো দ্বাদশ বর্ষাণি ব্রহ্মচারী বনে বসেৎ" ইতি পঙ্‌ক্তিরেব পূর্ব্বমুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। স্বয়ং বশঃ স্বাধীনঃ ॥২১॥

তবেতি। প্রিয়ং রমণম্। হে জলচারিণি! প্রথমতস্তথৈব দর্শনাদিতি ভাবঃ ॥২২॥

কথমিতি। অনৃতং মিথ্যা, তৎ নিয়মকরণম্। পীড্যেত ত্বৎসঙ্গমান্নশ্যেৎ ॥২৩॥

জানামীতি। জানামি লব্ধযোগপ্রভাবাদিতি ভাবঃ। অতএবাস্যাঃ পরত্রার্জ্জুনায় বরদানম্ ॥২৪॥

পরস্পরমিতি। নঃ অস্মান্ অস্মাকং মধ্যে অন্যতমমিত্যর্থঃ, অনু লক্ষ্যীকৃত্য। যো

ভারতভাবদীপঃ

আপদ্ধর্ম্মনিশ্চয়বতা বিস্ময়রহিতেন ॥১৫—১৮॥ সমুদ্রগাং গঙ্গাম্ ॥১৯॥ অনঙ্গপ্রপিতাং কামেন পীড়িতাম্ ॥২০—২৩॥ জানাম্যহং পাণ্ডবেয়েত্যাদিনা স্বস্য অতীন্দ্রিয়ং জ্ঞানং দর্শয়ন্তী দ্রৌপদীনিমিত্তমেব তব ব্রহ্মচর্য্যং নান্যত্র ইত্যাহ ; অতএব অগ্রেঽপি চিত্রাঙ্গদাসুভ-

অর্জ্জুন বলিলেন—'ভদ্রে ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বার বৎসর যাবৎ আমার এই ব্রহ্মচর্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমি ত স্বাধীন নহি ॥২১॥

অথ চ আমি তোমার প্রীতিজনক কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু পূর্ব্বে কখনও আমি কোন মিথ্যা কথা বলি নাই ॥২২॥

নাগকন্যে ! কি প্রকারে আমাদের সেই নিয়ম করাটা মিথ্যা না হয় এবং ধর্ম্ম নষ্ট না হয়, অথ চ তোমার প্রিয় কার্য্য করা হয়, তেমন একটা উপদেশ দাও, দেখি' ॥২৩॥

উলূপী বলিল—'পাণ্ডুনন্দন ! আপনি যেভাবে পৃথিবী বিচরণ করিতেছেন এবং যেভাবে আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আপনার উপরে এই ব্রহ্মচর্য্যের আদেশ দিয়াছেন, সে সমস্তই আমি জানি ॥২৪॥

আপনাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি দ্রৌপদীর সহিত এক ঘরে থাকিবার

বনে চরেদ্‌ব্রহ্মচর্য্যমিতি বঃ সময়ঃ কৃতঃ।
তদিদং দ্রৌপদীহেতোরন্যোন্যস্য প্রবাসনম্ ॥২৬॥
কৃতবাংস্তত্র ধর্ম্মার্থমত্র ধর্ম্মো ন দুষ্যতি।
পরিত্রাণঞ্চ কর্ত্তব্যমার্ত্তানাং পৃথুলোচন ! ॥২৭॥ (বিশেষকম্)
কৃত্বা মম পরিত্রাণং তব ধর্ম্মো ন লুপ্যতে।
যদি বাপ্যস্য ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মোঽপি স্যাদ্ব্যতিক্রমঃ ॥২৮॥
স চ তে ধর্ম্ম এব স্যাদ্দত্ত্বা প্রাণান্ মমার্জ্জুন !।
ভক্তাঞ্চ ভজ মাং পার্থ ! সতামেতন্মতং প্রভো ! ॥২৯॥
ন করিষ্যসি চেদেবং মৃতাং মামুপধারয়।
প্রাণদানান্মহাবাহো ! চর ধর্ম্মমনুত্তমম্ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

যুষ্মাভিঃ, সময়ো নিয়মঃ। ইদং সময়করণম্, দ্রৌপদীহেতোরেব ন পুনরন্যকামিনীহেতোঃ দ্রৌপদীবিষয়মেব তদ্‌ব্রহ্মচর্য্যমিত্যর্থঃ। অতএবাত্র ময়ি অন্যস্যাং কামিন্যাম্। তেন চ পরত্র চিত্রাঙ্গদাসুভদ্রয়োরপি পরিণয়নমুপপদ্যতে। হে পৃথুলোচন ! বিশালনয়ন ! ॥২৫—২৭॥

অথ তদ্‌ব্রহ্মচর্য্যস্য দ্রৌপদীমাত্রবিষয়কত্বকল্পনে কৃততন্নিয়মসঙ্কোচঃ, তাদৃশমস্মাকমুদ্দেশ্যঞ্চ নাসীদিত্যাহ কৃত্বেতি। অস্য তন্নিয়মরক্ষাজনিতস্য। ব্যতিক্রমো লঙ্ঘনম্। তথা চ বাহ্যাত্মকৃতনিয়মরক্ষাপেক্ষয়া প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষা গরীয়সীতি ভাবঃ ॥২৮॥

অতএবাহ স চেতি। তথা চ প্রাণরক্ষানিবন্ধনো গরীয়ান্ ধর্ম্মো নিয়মলঙ্ঘননিবন্ধনং লঘু পাপং নিঘ্নন্ অংশতঃ ক্ষীয়মাণোঽপি স্বরূপেণ তিষ্ঠত্যেবেতি ভাবঃ ॥২৯॥

অথ ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার্থং ত্বয়া সহ রমণমেব চেন্ন করোমীত্যাহ নেতি। উপধারয় নিশ্চিনু। ত্বয়া চাকৃতে রমণে ধ্রুবমেবাহং মরিষ্যামীতি ভাবঃ। অনুত্তমং সর্ব্বশ্রেষ্ঠম্ ॥৩০॥

সময়ে আপনাদের মধ্যেরই অপর যে কোন ব্যক্তি মোহবশতঃ সেই ঘরে প্রবেশ করিবেন, তিনি বার বৎসর পর্য্যন্ত বনে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিবেন; এইরূপই আপনারা নিয়ম করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মচারী থাকিয়া পরস্পরের বনবাস করার এই নিয়মটা আপনারা ধর্ম্মের জন্য দ্রৌপদীর বিষয়েই করিয়াছেন। অতএব আমার সহিত রমণ করিলে আপনার ধর্ম্ম কলুষিত হইবে না। তা'র পর, পীড়িতের পরিত্রাণ করাও ত কর্ত্তব্য ॥২৫—২৭॥

তা'র পর, আমার সহিত রমণ করায় যদিও এই ধর্ম্মের অনুমাত্রও ব্যতিক্রম হয়, তথাপি আমাকে রক্ষা করায় আপনার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না ॥২৮॥

অর্জ্জুন ! আমার প্রাণ রক্ষা করিলে, সেটা আপনার ধর্ম্মই হইবে। আর এক কথা, আমি আপনার ভক্ত; সুতরাং আপনিও আমাকে ভজন করুন; ইহা সাধুদিগের মত ॥২৯॥

শরণঞ্চ প্রপন্নাস্মি ত্বামদ্য পুরুষোত্তম ।।
দীনাননাথান্ কৌন্তেয় ! পরিরক্ষসি নিত্যশঃ ॥৩১॥
সাহং শরণমভ্যেমি রোরবীমি চ দুঃখিতা ।
যাচে ত্বাঞ্চাভিকামাহং তস্মাৎ কুরু মম প্রিয়ম্ ।
স ত্বমাত্মপ্রদানেন সকামাং কর্ত্তুমর্হসি ॥৩২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্তু কৌন্তেয়ঃ পন্নগেশ্বরকন্যয়া ।
কৃতবাংস্তত্তথা সর্ব্বং ধর্ম্মমুদ্দিশ্য কারণম্ ॥৩৩॥
স নাগভবনে রাত্রিং তামুষিত্বা প্রতাপবান্ ।
উদিতেঽভ্যুত্থিতঃ সূর্য্যে কৌরব্যস্য নিবেশনাৎ ॥৩৪॥
আগতস্তু পুনস্তত্র গঙ্গাদ্বারং তয়া সহ ।
পরিত্যজ্য গতা সাধ্বী উলূপী নিজমন্দিরম্ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

শরণমিতি। প্রপন্না প্রাপ্তা। কথং শরণং প্রপন্নেত্যাহ দীনানিত্যাদি ॥৩১॥

সেতি। অভ্যেমি প্রাপ্নোমি। রোরবীমি রমণার্থং পুনঃ পুনা রৌমি ব্রবীমি। অভি-কামা সর্ব্বতঃ কামুকী। সকামাং সফলমনোরথাম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

এবমিতি। সর্ব্বং সর্ব্বপ্রকারম্, তৎ রমণম্। ধর্ম্মং কারণমেবোদ্দিশ্য ন পুনঃ কামম্ ॥৩৩॥

স ইতি। সঃ অর্জ্জুনঃ। অভ্যুত্থিতো রতিশয্যাতঃ। কৌরব্যস্য নাগস্য, নিবেশনাদ্ভব-

পক্ষান্তরে আপনি ইহা না করিলে আমি মরিয়া যাইব ; আপনি ইহা নিশ্চয় ধারণা করুন। সুতরাং আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়া প্রধান ধর্ম্ম অর্জন করুন ॥৩০॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি আজ আপনার শরণাগত হইয়াছি। কারণ, আপনি সর্ব্বদাই দীন ও অনাথদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥৩১॥

আমি শরণাগত হইয়াছি, দুঃখিত হইয়া বার বার বলিতেছি এবং অত্যন্ত কামাতুর হইয়া আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি। অতএব আপনি আমার প্রিয় কার্য্য করুন, আত্মসমর্পণ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন' ॥৩২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—উলূপী এইরূপ বলিলে, অর্জ্জুন ধর্ম্ম উদ্দেশ্য করিয়াই উলূপীর প্রার্থনা অনুসারে তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার রমণ করিলেন ॥৩৩॥

অর্জ্জুন নাগরাজের বাড়ীতে থাকিয়াই সে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, সূর্য্যোদয় হইলে গাত্রোত্থান করিয়া, উলূপীর সহিত নাগরাজের বাড়ী হইতে পুনরায় গঙ্গাদ্বারে আগমন করিলেন। তখন উলূপী অর্জ্জুনকে এইরূপ বর

দত্ত্বা বরমজেয়ত্বং জলে সর্বত্র ভারত!।
সাধ্যা জলচরাঃ সর্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥৩৬॥ (বিশেষকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি অর্জ্জুনবনবাসে উলূপীসঙ্গে সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—— :*: ——

অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

—— :*: ——

বৈশম্পায়ন উবাচ।
কথয়িত্বা চ তৎ সর্ব্বং ব্রাহ্মণেভ্যঃ স ভারতঃ।
প্রযযৌ হিমবৎপার্শ্বং ততো বজ্রধরাত্মজঃ ॥১॥
অগস্ত্যবটমাসাদ্য বশিষ্ঠস্য চ পর্ব্বতম্।
ভৃগুতুঙ্গে চ কৌন্তেয়ঃ কৃতবান্ শৌচমাত্মনঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

নাৎ। তয়া উলূপ্যা। পরিত্যজ্য মুনিগণমধ্যে সংস্থাপ্য। সাধ্বী অনন্যভর্তৃকত্বাৎ। সাধ্যা আয়ত্তাঃ ॥৩৪—৩৬॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি অর্জ্জুনবনবাসে সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—— :*: ——

কথয়িত্বেতি। ক্ব গতোঽসীতি জিজ্ঞাসায়াং তৎকথনমাবশ্যকম্। বজ্রধরাত্মজ ইন্দ্রপুত্রঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

ত্রয়োঃ পাণিগ্রহণং সঙ্গচ্ছতে ॥২৪—৩৪॥ পরিত্যজ্য মুনিসমাজে তং বিসৃজ্য ॥৩৫—৩৬॥
ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৭॥

—— :*: ——

দিল যে, 'হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি সমস্ত জলেই অজেয় হইবেন এবং সমস্ত জলজন্তুই আপনার বশীভূত হইবে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।' উলূপী এইরূপ বর দিয়া অর্জ্জুনকে মুনিগণের মধ্যে রাখিয়া আপন ভবনে চলিয়া গেল ॥৩৪-৩৬॥

—— :০: ——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুন ব্রাহ্মণগণের নিকটে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া হিমালয়পর্ব্বতে গমন করিলেন ॥১॥

* '...দ্বাদশাধিকঃ...' '...চতুর্দ্দশাধিকঃ...' '...ষোড়শাধিকঃ...' '...চতুস্ত্রিংশদধিকঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

প্রদদৌ গোসহস্রাণি সুবহূনি চ ভারত ! ।
নিবেশাংশ্চ দ্বিজাতিভ্যঃ সোঽদদৎ কুরুসত্তমঃ ॥৩॥
হিরণ্যবিন্দোস্তীর্থে চ স্নাত্বা পুরুষসত্তমঃ ।
দৃষ্টবান্ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥৪॥
অবতীর্য্য নরশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভারত ! ।
প্রাচীং দিশমভিপ্রেপ্সুর্জগাম ভরতর্ষভঃ ॥৫॥
আনুপূর্ব্যেণ তীর্থানি দৃষ্টবান্ কুরুসত্তমঃ ।
নদীঞ্চোৎপলিনীং রম্যামরণ্যং নৈমিষং প্রতি ॥৬॥
নন্দামপরনন্দাঞ্চ কৌশিকীঞ্চ যশস্বিনীম্ ।
মহানদীং গয়াঞ্চৈব গঙ্গামপি চ ভারত ! ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অগস্ত্যেতি। অগস্ত্যবটাদীনি তীর্থানি। ভৃগুতুঙ্গে তুঙ্গনাথে। শৌচং শুদ্ধিম্ ॥২॥

প্রদদাবিতি। নিবেশান্ ভবনানি তন্নির্ম্মাণোপযোগীনি ধনানীত্যর্থঃ ॥৩॥

হিরণ্যেতি। তীর্থে ঋষিসেবিতজলে, "নিপানাগমযোস্তীর্থমৃষিজুষ্টজলে গুরৌ" ইত্যমরঃ ॥৪॥

অবেতি। অবতীর্য্য হিমালয়াদিতি শেষঃ। অভিপ্রেপ্সুর্নানা তীর্থানি প্রাপ্তুমিচ্ছুঃ ॥৫॥

আন্বিতি। আনুপূর্ব্যেণ ক্রমেণ। উৎপলিনীং নাম। নৈমিষমরণ্যং প্রতি নৈমিষারণ্যে। মহানদীং গয়াস্থাং ফল্গুনাম্নীং গঙ্গাঞ্চ। গয়াং তদাখ্যং তীর্থম্ ॥৬—৭॥

ভারতভাবদীপঃ

কথয়িষ্যেতি ॥১॥ ভৃগুতুঙ্গে তুঙ্গনাথ ইতি প্রসিদ্ধে ॥২॥ নিবেশান্ গৃহাণি ॥৩—৬॥

তিনি অগস্ত্যবট, বশিষ্ঠপর্ব্বত এবং তুঙ্গনাথে উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি করিলেন ॥২॥

এবং তিনি সেই সকল স্থানে ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর গরু ও গৃহনির্ম্মাণোপযোগী অনেক ধন দান করিলেন ॥৩॥

তাহার পর অর্জ্জুন হিরণ্যবিন্দুতীর্থে স্নান করিয়া বহুতর পবিত্র স্থান দর্শন করিলেন ॥৪॥

তৎপরে তিনি ব্রাহ্মণগণের সহিত হিমালয় হইতে অবতরণপূর্ব্বক নানা তীর্থ স্থানে যাইবার ইচ্ছা করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন ॥৫॥

তাহার পর তিনি নৈমিষারণ্যে উৎপলিনীনাম্নী মনোহর নদী, তৎপরে ক্রমশঃ নন্দা, অপরনন্দা, কৌশিকী, মহানদী ফল্গু ও গঙ্গা এবং গয়াতীর্থ দর্শন করিলেন ॥৬—৭॥

এবং সর্ব্বাণি তীর্থানি পশ্যমানস্তথাশ্রমান্।
আত্মনঃ পাবনং কুর্ব্বন্ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বসু ॥৮॥
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু যানি তীর্থানি কানিচিৎ।
জগাম তানি সর্বাণি তীর্থান্যায়তনানি চ ॥৯॥
দৃষ্ট্বা চ বিধিবত্তানি ধনঞ্চাপি দদৌ ততঃ।
কলিঙ্গরাষ্ট্রদ্বারে তু ব্রাহ্মণাঃ পাণ্ডবানুগাঃ।
অভ্যনুজ্ঞায় কৌন্তেয়মুপাবর্ত্তন্ত ভারত! ॥১০॥
স তু তৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
সহায়ৈরল্পকৈঃ শূরঃ প্রযযৌ যত্র সাগরঃ ॥১১॥
স কলিঙ্গানতিক্রম্য দেশানায়তনানি চ।
বনানি রমণীয়ানি প্রেক্ষমাণো যযৌ প্রভুঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। পাবনং পবিত্রতাম্। বসু ধনম্ ॥৮॥
অঙ্গেতি। আয়তনানি দেবস্থানানি সিদ্ধাশ্রমাদীনি চ ॥৯॥
দৃষ্ট্বেতি। অভ্যনুজ্ঞায় অনুমতিং গৃহীত্বেত্যর্থঃ। ষট্‌পদমিদং পদ্যম্ ॥১০॥
স ইতি। তৈরনুগামিভির্ব্রাহ্মণৈঃ। প্রযযৌ যাতুং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ ॥১১॥
স ইতি। কলিঙ্গানিতি "বহুত্ববদস্মাদেঃ" ইত্যাদিনা বহুবচনম্ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

মহানদীং গয়াস্থামেব নদীম্ ॥৭—৯॥ রাষ্ট্রদ্বারেষু পর্ব্বতসন্ধিমার্গেষু, কলিঙ্গস্থতীর্থানাম্

এই ভাবে অর্জ্জুন সমস্ত তীর্থ এবং সমস্ত আশ্রম দর্শন করিয়া নিজের পবিত্রতা সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিলেন ॥৮॥

তাহার পর, অঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ ও কলিঙ্গদেশে যে কোন তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থ, দেবালয় ও সিদ্ধাশ্রমে তিনি গমন করিলেন ॥৯॥

যথাবিধানে তিনি সেই সমস্ত দর্শন করিয়া ধন বিতরণ করিলেন। তাহার পর তাঁহার অনুগামী ব্রাহ্মণেরা কলিঙ্গরাজ্যের দ্বারদেশে তাঁহার অনুমতি লইয়া ফিরিয়া গেলেন ॥১০॥

সেই ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে অর্জ্জুন অল্পসংখ্যক সহচর লইয়া সমুদ্র-সন্নিহিত দেশে যাইতে লাগিলেন ॥১১॥

তিনি কলিঙ্গদেশ এবং তত্রত্য দেবালয় ও সিদ্ধাশ্রমগুলি অতিক্রম করিয়া মনোহর বন দেখিতে দেখিতে চলিতে থাকিলেন ॥১২॥

(৮)...ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ চ গাঃ। [১২]...হর্ম্ম্যাণি রমণীয়ানি।

মহেন্দ্রপর্ব্বতং দৃষ্ট্বা তাপসৈরুপশোভিতম্ ।
সমুদ্রতীরেণ শনৈর্ম্মণিপূরং জগাম হ ॥১৩॥
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ ।
অভিগম্য মহাবাহুরভ্যগচ্ছন্মহীপতিম্ ॥১৪॥
মণিপূরেশ্বরং রাজন্ ! ধর্ম্মজ্ঞং চিত্রবাহনম্ ।
তস্য চিত্রাঙ্গদা নাম দুহিতা চারুদর্শনা ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
তাং দদর্শ পুরে তস্মিন্ বিচরন্তীং যদৃচ্ছয়া ।
দৃষ্ট্বা চ তাং বরারোহাং চকমে চৈত্রবাহনীম্ ॥১৬॥
অভিগম্য চ রাজানমবদৎ স্বং প্রয়োজনম্ ।
দেহি মে খল্বিমাং রাজন্ ! ক্ষত্রিয়ায় মহাত্মনে ॥১৭॥
তচ্ছ্রুত্বা ত্বব্রবীদ্রাজা কস্য পুত্রোঽসি নাম কিম্ ।
উবাচ তং পাণ্ডবোঽহং কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

মহেন্দ্রেতি। মণিপূরং তদাখ্যং দেশম্ ॥১৩॥

তত্রেতি। অভিগম্য বিচর্য্য ; চিত্রবাহনং নাম। দুহিতা আসীদিতি শেষঃ ॥১৪—১৫॥

তামিতি। যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া। চকমে অভিললাষ। উভয়ত্রাপি অর্জ্জুন ইতি শেষঃ। চিত্রবাহনস্য রাজ্ঞঃ অপত্যং স্ত্রীতি চৈত্রবাহনী তাম্ ॥১৬॥

অভীতি। মহান্ সৎকুলোৎপন্নত্বাৎ প্রশস্ত আত্মা স্বরূপং যস্য তস্মৈ ॥১৭॥

ক্রমে তিনি তপস্বিগণে পরিশোভিত মহেন্দ্রপর্ব্বত দর্শন করিয়া, সমুদ্রের তীর দিয়া ধীরে ধীরে মণিপূরে গমন করিলেন ॥১৩॥

এবং মণিপূরের সমস্ত তীর্থ ও পবিত্র স্থানগুলিতে উপস্থিত হইয়া ক্রমে তিনি চিত্রবাহননামক মণিপূরের ধার্ম্মিক রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেই রাজার চিত্রাঙ্গদানাম্নী পরমসুন্দরী একটী কন্যা ছিল ॥১৪—১৫॥

সেই চিত্রাঙ্গদা সেই বাড়ীর ভিতরে বিচরণ করিতেছিল, এমন অবস্থায় ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে অর্জ্জুন তাহাকে দেখিতে পাইলেন ; দেখিতে পাইয়াই তিনি তাহার প্রতি অভিলাষী হইলেন ॥১৬॥

তাহার পর অর্জ্জুন রাজা চিত্রবাহনের নিকট যাইয়া নিজের আগমনের প্রয়োজন বলিলেন—'মহারাজ ! আমি ক্ষত্রিয় এবং সৎকুলোৎপন্ন ; অতএব আমাকে আপনার এই কন্যাটী দান করুন' ॥১৭॥

---

(১৮) অয়ং শ্লোকঃ কুত্রচিন্নাস্তি।

তমুবাচাথ রাজা স সান্ত্বপূর্বমিদং বচঃ।
রাজা প্রভঞ্জনো নাম কুলেঽস্মিন্ সম্বভূব হ ॥১৯॥
অপুত্রঃ প্রসবেনার্থী তপস্তেপে স উত্তমম্।
উগ্রেণ তপসা তেন দেবদেবঃ পিনাকধৃক্ ॥২০॥
ঈশ্বরস্তোষিতঃ পার্থ! মহাদেব উমাপতিঃ।
স তস্মৈ ভগবান্ প্রাদাদেকৈকং প্রসবং কুলে ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
একৈকঃ প্রসবস্তস্মাদ্ভবত্যস্মিন্ কুলে সদা।
তেষাং কুমারাঃ সর্ব্বেষাং পূর্ব্বেষাং মম জজ্ঞিরে ॥২২॥
একা চ মম কন্যেয়ং কুলস্যোৎপাদনী ভৃশম্।
পুত্রো মমায়মিতি মে ভাবনা পুরুষর্ষভ! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। অথ পাণ্ডবত্বেঽপি কুন্তীপুত্রো মাদ্রীপুত্রো বেত্যাহ কুন্তীপুত্র ইতি। নমু কুন্তীপুত্রত্বেঽপি তেষাং কতম ইত্যাহ ধনঞ্জয় ইতি। অতঃ পরিকরোঽলঙ্কারঃ ॥১৮॥

তমিতি। স চিত্রবাহনঃ। সান্ত্বপূর্ব্বং মধুরতাসূচনপূর্বকম্ ॥১৯॥

অপুত্র ইতি। প্রসবেন অপত্যেন। "প্রসবঃ পুষ্পফলয়োরপত্যে গর্ভমোচনে। উৎপাদে চ—" ইতি হেমচন্দ্রঃ। একৈকমেকৈকস্যেত্যর্থঃ, প্রসবমপত্যম্ ॥২০—২১॥

একৈক ইতি। প্রসবোঽপত্যম্। কুমারাঃ পুত্রাঃ। পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বপুরুষাণাম্ ॥২২॥

একেতি। মহাদেবস্য বরদানবাক্যে প্রসবশব্দোপাদানাত্তস্য চাপত্যবোধকত্বাৎ অপত্যস্য চ কন্যাপুত্রোভয়রূপত্বাৎ কন্যা জাতেত্যাশয়ঃ। ভৃশং ধ্রুবমিত্যর্থঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

অনতিপ্রশস্তত্বাৎ উপাবর্ত্তন্ত পরাবৃত্তাঃ ॥১০—১৫॥ চৈত্রবাহনীং চিত্রবাহনস্য দুহিতরম্

তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন—'তুমি কাহার পুত্র? তোমার নাম কি?'। তখন অর্জ্জুন কহিলেন—'আমি পাণ্ডব, কুন্তীর পুত্র; আমার নাম ধনঞ্জয়' ॥১৮॥

তাহার পর রাজা শান্তভাবে অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন—'এই বংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন ॥১৯॥

তিনি অপুত্রক বলিয়া সন্তানার্থী হইয়া গুরুতর তপস্যা করেন; তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে এই বর দেন যে, 'তোমাদের বংশে এক এক পুরুষের এক একটী করিয়া সন্তান হইবে' ॥২০—২১॥

সেই জন্যই বহুদিন যাবৎ এই বংশে এক একটী করিয়া সন্তান জন্মিয়া আসিতেছে। তবে আমার সেই সকল পূর্ব্বপুরুষদিগের পুত্রই জন্মিয়াছিল ॥২২॥

কিন্তু আমার এই একটী কন্যা জন্মিয়াছে এবং এ-ই আমার বংশরক্ষা

(১৯)…রাজা প্রভঙ্করো নাম…।

পুত্রিকাহেতুবিধিনা সংজ্ঞিতা ভরতর্ষভ ! ।
তস্মাদেকঃ স্থতো যোহস্যাং জায়তে ভারত ! ত্বয়া ॥২৪॥
এতচ্ছুল্কং ভবত্বস্যাঃ কুলকৃজ্জায়তামিহ ।
এতেন সময়েনেমাং প্রতিগৃহ্লীষ পাণ্ডব ! ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় তাং কন্যাং প্রতিগৃহ্য চ ।
উবাস নগরে তস্মিংস্ত্রিঃ কুন্তীস্থতঃ সমাঃ ॥২৬॥
তস্যাং স্থতে সমুৎপন্নে পরিষজ্য বরাঙ্গনাম্ ।
আমন্ত্র্য নৃপতিং তস্তু জগাম পরিবর্ত্তিতুম্ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি অর্জ্জুনবনবাসে চিত্রাঙ্গদাসংগ্রহেহষ্টাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অথ পুত্র্যামপি কথং তে পুত্র ইতি ভাবনেত্যাহ পুত্রিকেতি। পুত্রিকাহেতুঃ পুত্রিকা-পুত্রত্বহেতুভূতো যো বিধিরনুষ্ঠানং তেন হেতুনা, সংজ্ঞিতা পুত্র ইতি সঞ্জাতসংজ্ঞা। ত্বয়া করণেন। স মম কুলকৃদ্বংশকরো জায়তাম্, এতৎ শপথকরণমেব, অস্যাঃ পরিণয়ে তব শুল্কং ভবতু। সময়েন শপথেন ॥২৪—২৫॥

স ইতি। স কুন্তীস্থতোহর্জ্জুনঃ। সমা বৎসরান্ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৬—২৩॥ পুত্রিকাহেতুবিধিনা পুত্রহেতৌ পুত্রিকায়ামপি পুত্রশব্দপ্রয়োগবিধানাৎ লাঙ্গলং জীবনমিতিবৎ, তথা চ লিঙ্গম্—"পুমাংস এব মে পুত্রা জায়েরন্" ইতি, তেন পুত্র্যাপি পুত্র-সংজ্ঞিতা ॥২৪॥ শুল্কং মৌল্যম্, অদ্যাপি পুত্রিকাপুত্রস্যৈব রাজ্যমিতি দক্ষিণকেরলেষু আচারো দৃশ্যতে ॥২৫॥ সমাঃ বর্ষাণি। "হিমা" ইতি পাঠেহপি হেমন্তত্রয়েণ স এবার্থো লক্ষ্যঃ।

করিবে। স্থতরাং 'এইটীই আমার পুত্র' এইরূপই আমার ধারণা চলিয়া আসিতেছে ॥২৩॥

কারণ, আমি পুত্রিকাপুত্র করিবার বিধান অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি; তাহাতে ইহারই 'পুত্র' সংজ্ঞা হইয়াছে। স্থতরাং অর্জ্জুন ! তোমার দ্বারা ইহার গর্ভে যে একটী পুত্র জন্মিবে, সে আমারই বংশকর হইবে; এইরূপ শপথ করাই ইহার পাণিগ্রহণে তোমার শুল্ক হউক এবং এই শপথ করিয়াই তুমি ইহাকে গ্রহণ কর' ॥২৪—২৫॥

'তাহাই হইবে' এইরূপ শপথ করিয়া অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদাকে গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর সেই রাজবাড়ীতে বাস করিলেন ॥২৬॥

---

(২৭) শ্লোকোহয়ং সমস্তপুস্তকে নাস্তি। * '…ত্রয়োদশাধিকঃ…' '… পঞ্চদশাধিকঃ…' ' সপ্তদশাধিকঃ…' '…পঞ্চত্রিংশদধিকঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সমুদ্রে তীর্থানি দক্ষিণে ভরতর্ষভঃ।
অভ্যগচ্ছৎ সুপুণ্যানি শোভিতানি তপস্বিভিঃ ॥১॥
বর্জয়ন্তি স্ম তীর্থানি পঞ্চ তত্র তু তাপসাঃ।
অবকীর্ণানি যান্যাসন্ পুরস্তাত্তু তপস্বিভিঃ ॥২॥
অগস্ত্যতীর্থং সৌভদ্রং পৌলোমঞ্চ সুপাবনম্।
কারন্ধমং প্রসন্নঞ্চ হয়মেধফলঞ্চ তৎ ॥৩॥
ভারদ্বাজস্য তীর্থন্তু পাপপ্রশমনং মহৎ।
এতানি পঞ্চ তীর্থানি দদর্শ কুরুসত্তমঃ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তস্যামিতি। বরাঙ্গনাং চিত্রাঙ্গদাম্। পরিবর্ত্তিতুং দেশান্তরেষু বিচরিতুম্ ॥২৭॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি অর্জ্জুনবনবাসেঽষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

তত ইতি। দক্ষিণে সমুদ্রে তীর্থানীতি সম্বন্ধঃ। ভরতর্ষভোঽর্জ্জুনঃ ॥১॥

বর্জয়ন্তীতি। অবকীর্ণানি ব্যাপ্তানি। পুরস্তাৎ পূর্ব্বম্ ॥২॥

অগস্ত্যেতি। সুপাবনমিত্যগস্ত্যতীর্থাদীনাং ত্রয়াণাং বিশেষণম্। কারন্ধমং তদাখ্যং

ভারতভাবদীপঃ

"পশ্যেম ত্বা শতং হিমাঃ" ইতি বেদে প্রয়োগাচ্চ ॥২৬—২৭॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৮॥

তাহার পর, চিত্রাঙ্গদার গর্ভে পুত্র জন্মিলে, অর্জ্জুন তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া এবং রাজার নিকট বিদায় লইয়া দেশভ্রমণের জন্য চলিয়া গেলেন ॥২৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর অর্জ্জুন দক্ষিণসমুদ্রবর্ত্তী অতিপবিত্র এবং তপস্বিপরিশোভিত তীর্থসমূহের দিকে গমন করিলেন ॥১॥

পূর্ব্বে যে পাঁচটী তীর্থ তপস্বিগণে ব্যাপ্ত থাকিত, কিন্তু তৎকালে সে পাঁচটী তীর্থকে তপস্বীরা বর্জন করিয়াছিলেন ॥২॥

অত্যন্ত পবিত্রতাজনক অগস্ত্যতীর্থ, সৌভদ্রতীর্থ এবং পৌলোমতীর্থ; আর

বিবিক্তান্যুপলক্ষ্যাথ তানি তীর্থানি পাণ্ডবঃ।
দৃষ্ট্বা চ বর্জ্জ্যমানানি মুনিভির্ধর্ম্মবুদ্ধিভিঃ ॥৫॥
তপস্বিনস্ততোঽপৃচ্ছৎ প্রাঞ্জলিঃ কুরুনন্দনঃ।
তীর্থানীমানি বর্জ্জ্যন্তে কিমর্থং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)

তাপসা ঊচুঃ।

গ্রাহাঃ পঞ্চ বসন্ত্যেষু হরন্তি চ তপোধনান্।
তত এতানি বর্জ্জ্যন্তে তীর্থানি কুরুনন্দন ! ॥৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেষাং শ্রুত্বা মহাবাহুর্ব্বার্য্যমাণস্তপোধনৈঃ।
জগাম তানি তীর্থানি দ্রষ্টুং পুরুষসত্তমঃ ॥৮॥
ততঃ সৌভদ্রমাসাদ্য মহর্ষেস্তীর্থমুত্তমম্।
বিগাহ্য সহসা শূরঃ স্নানং চক্রে পরন্তপঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

চতুর্থং তীর্থম্। প্রসন্নং নির্ম্মলজলম্, হয়মেধফলম্ অশ্বমেধফলজনকম্। এতদ্দ্বয়ং কারন্ধমস্য বিশেষণম্। ভারদ্বাজং পঞ্চমং তীর্থম্ ॥৩—৪॥

বিবিক্তানীতি। বিবিক্তানি নির্জনানি। ধর্ম্মবুদ্ধিভিঃ তীর্থেঽপ্যপমৃত্যৌ পাপমিতি বিদিত্বা তন্নিবৃত্তিমতিভিঃ। ব্রহ্মবাদিভির্ব্বেদবক্তৃভিঃ ॥৫—৬॥

গ্রাহা ইতি। গ্রাহা জলজন্তবঃ, এষু পঞ্চসু তীর্থেষু। হরন্তি আকৃষ্য নয়ন্তি ॥৭॥

তেষামিতি। তেষাং তাপসানাং মুখাৎ জলচরবৃত্তান্তং শ্রুত্বা ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১॥ পঞ্চ তীর্থানি আগস্ত্য-সৌভদ্র-পৌলোম-কারন্ধম-ভারদ্বাজীয়ানি পঞ্চ

নির্ম্মলজলসম্পন্ন এবং স্নানে অশ্বমেধফলজনক কারন্ধমতীর্থ, আর মহাপাপ-নাশক ভারদ্বাজতীর্থ, এই পাঁচটী তীর্থকে অর্জ্জুন দর্শন করিলেন ॥৩—৪॥

তাহার পর তিনি সেই পাঁচটী তীর্থকেই নির্জন দেখিয়া এবং ধর্ম্মার্থী মুনিরা সেই পাঁচটী তীর্থকেই বর্জন করিতেছেন ইহা লক্ষ্য করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, তপস্বিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্রহ্মবাদীরা এই তীর্থগুলিকে বর্জন করিতেছেন কেন ?' ॥৫—৬॥

তপস্বীরা বলিলেন—'অর্জ্জুন ! এই পাঁচটী তীর্থেই পাঁচটা জলজন্তু বাস করে এবং তাহারা তপস্বিগণকে হরণ করিয়া লইয়া যায়; সেই জন্যই তপস্বীরা এই তীর্থগুলিকে বর্জন করিয়া থাকেন' ॥৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অর্জ্জুন তাঁহাদের মুখে সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাঁহারা বারণ করিতে থাকিলেও সেই তীর্থগুলি দেখিতে গেলেন ॥৮॥

অথ তং পুরুষব্যাঘ্রমন্তর্জ্জলচরো মহান্।
জগ্রাহ চরণে গ্রাহঃ কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥১০॥
স তমাদায় কৌন্তেয়ো বিস্ফুরন্তং জলেচরম্।
উদতিষ্ঠন্মহাবাহুর্ব্বলেন বলিনাং বরঃ ॥১১॥
উৎকৃষ্ট এব গ্রাহস্তু সোঽর্জ্জুনেন যশস্বিনা।
বভুব নারী কল্যাণী সর্বাভরণভূষিতা ॥১২॥
দীপ্যমানা শ্রিয়া রাজন্! দিব্যরূপা মনোরমা।
তদদ্ভুতং মহদ্দৃষ্ট্বা কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥১৩॥
তাং স্ত্রিয়ং পরমপ্রীত ইদং বচনমব্রবীৎ।
কা বৈ ত্বমসি কল্যাণি! কুতো বাঽসি জলেচরি! ॥১৪॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সৌভদ্রং তদাখ্যম্। মহর্ষেঃ সম্বন্ধি। বিগাহ্য অবগাহ্য ॥৯॥

অথেতি। জলস্যান্তরন্তর্জ্জলং তত্র চরতীতি সঃ। গ্রাহো জলজন্তুঃ ॥১০॥

স ইতি। বিস্ফুরন্তং স্পন্দমানম্। উদতিষ্ঠৎ তীর ইতি শেষঃ ॥১১॥

উৎকৃষ্ট ইতি। উৎকৃষ্ট এব আকৃষ্যোপরি নীত এব, গ্রাহো জলজন্তুঃ। শ্রিয়া কান্ত্যা। দিব্যরূপা স্বর্গীয়াকৃতিঃ। কুতো বাঽসি আগতেতি শেষঃ ॥১২—১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তীর্থানি ॥২-৪॥ ধর্ম্মবুদ্ধিভিঃ দুর্ম্মরণজং দোষং তীর্থেনাপ্যবিনাশ্যং পশ্যদ্ভিঃ ॥৫—১১॥ উৎকৃষ্ট এব উদ্ধৃতমাত্রঃ ॥১২—২৩॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৯॥

তাহার পর তিনি সৌভদ্রনামক মহর্ষিতীর্থে উপস্থিত হইয়া অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিতে লাগিলেন ॥৯॥

তখন জলচারী বিশাল একটা জন্তু আসিয়া অর্জ্জুনের চরণ আক্রমণ করিল ॥১০॥

আক্রমণ করিবামাত্র মহাবল অর্জ্জুন বলপূর্ব্বক সেই জন্তুটাকে লইয়া উপরে উঠিলেন; উঠিবার সময়ে সেই জন্তুটা লাফাইতেছিল ॥১১॥

উপরে তুলিবামাত্র সেই জন্তুটা পরমসুন্দরী একটী রমণী হইয়া গেল; তাহার সমস্ত অঙ্গে অলঙ্কার ছিল এবং স্বর্গীয় আকৃতি ছিল, আর সে আপন কান্তিতে আলোকিত ছিল। অর্জ্জুন সেই গুরুতর আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সেই রমণীটীকে এই কথা বলিলেন—'কল্যাণি! তুমি কে? কোথা হইতেই বা এই জলের ভিতরে আসিয়াছিলে? ॥১২—১৪॥

কিমর্থঞ্চ মহৎ পাপমিদং কৃতবতী পুরা।

বর্গোবাচ।

অপ্সরাস্মি মহাবাহো! দেবারণ্যবিহারিণী ॥১৫॥

ইষ্টা ধনপতের্নিত্যং বর্গা নাম মহাবল!।

মম সখ্যশ্চতস্রোঽন্যাঃ সর্ব্বাঃ কামগমাঃ শুভাঃ ॥১৬॥

তাভিঃ সার্দ্ধং প্রয়াতাস্মি লোকপালনিবেশনম্।

ততঃ পশ্যামহে সর্ব্বা ব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্ ॥১৭॥

রূপবন্তমধীয়ানমেকমেকান্তচারিণম্।

তস্য বৈ তপসা রাজন্! তদ্বনং তেজসা বৃতম্ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)

আদিত্য ইব তং দেশং কৃৎস্নং স হি ব্যভাসয়ৎ।

তস্য দৃষ্ট্বা তপস্তাদৃগ্‌রূপঞ্চাদ্ভুতমুত্তমম্ ॥১৯॥

অবতীর্ণাঃ স্ম তং দেশং তপোবিঘ্নচিকীর্ষয়া।

অহঞ্চ সৌরভেয়ী চ সমীচী বুদ্‌বুদা লতা ॥২০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কিমর্থমিতি। ইদং জলাবস্থানদুঃখহেতুভূতম্। দেবারণ্যেষু নন্দনাদিষু বিহারিণী ॥১৫॥ ইষ্টেতি। ইষ্টা দয়িতা, ধনপতেঃ কুবেরস্য। কামগমা ইচ্ছানুসারেণ গমনশক্তাঃ ॥১৬॥ তাভিরিতি। লোকপালনিবেশনম্ ইন্দ্রভবনম্। ততো লোকপালনিবেশনাৎ, প্রস্থানকাল ইতি শেষঃ। একমেকাকিনম্, একান্তচারিণং তপোবনৈকদেশে বিদ্যমানম্ ॥১৭—১৮॥ আদিত্য ইতি। ব্যভাসয়ৎ প্রকাশিতবান্। অবতীর্ণা আকাশাদিতি শেষঃ ॥১৯—২০॥

কি জন্যই বা পূর্ব্বে এই গুরুতর পাপ করিয়াছিলে?'। বর্গা বলিল—'হে মহাবীর! আমি দেবোদ্যানবিহারিণী অপ্সরা ॥১৫॥

আমার নাম—'বর্গা', আমি চিরদিনই কুবেরের প্রিয়তমা। আমার আর চারিটী সখী আছে, তাহারা সকলেও শুভলক্ষণা এবং স্বেচ্ছাগামিনী ॥১৬॥

আমি একদা সেই সখীদের সহিত ইন্দ্রপুরীতে গিয়াছিলাম, সেস্থান হইতে ফিরিবার সময়ে আমরা সকলেই দেখিলাম—নিষ্ঠাবান্ ও রূপবান্ একটী ব্রাহ্মণ তপোবনের একদিকে থাকিয়া একাকী বেদপাঠ করিতেছেন, তাঁহার তপোজনিত তেজে সেই বনটী ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে ॥১৭—১৮॥

এবং তিনি সূর্য্যের ন্যায় আপন তেজে সম্পূর্ণ সেই স্থানটাকেই আলোকিত করিতেছেন। তখন আমি, সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্‌বুদা ও লতা এই পাঁচ

(১৯)…কৃৎস্নং সর্ব্বং ব্যকাশয়ৎ, কৃৎস্নং স ব্যত্যকাশয়ৎ…।

যৌগপদ্যেন তং বিপ্রমভ্যগচ্ছাম ভারত!।
গায়ন্ত্যোঽথ হসন্ত্যশ্চ লোভয়ন্ত্যশ্চ তং দ্বিজম্ ॥২১॥
স চ নাস্মাসু কৃতবান্ মনো বীর! কথঞ্চন।
নাকম্পত মহাতেজাঃ স্থিতস্তপসি নির্ম্মলে ॥২২॥
সোঽশপৎ কুপিতোঽস্মাসু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ!।
গ্রাহভূতা জলে যূয়ং চরিষ্যথ শতং সমাঃ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি অর্জ্জুনবনবাসে তীর্থগ্রাহবিমোচনে নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

যৌগেতি। যৌগপদ্যেন সাহচর্য্যেণ। লোভয়ন্ত্যঃ কটাক্ষপাতাদিনা ॥২১॥

স ইতি। নাকম্পত কামপ্রাদুর্ভাবাভাবাদিতি ভাবঃ। নির্ম্মলে পাপস্পর্শশূন্যে ॥২২॥

স ইতি। গ্রাহভূতা জলজন্তুভূতাঃ। সমা বৎসরান্ ॥২৩॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি অর্জ্জুনবনবাসে নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

জনেই তাঁহার তপস্যা এবং সেই জাতীয় উত্তম ও অদ্ভুত রূপ দেখিয়া আকাশ হইতে সেই স্থানে নামিলাম ॥১৯—২০॥

এবং গান ও হাস্য করিতে থাকিয়া সেই ব্রাহ্মণকে লুব্ধ করিতে করিতে এক সঙ্গেই তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম ॥২১॥

কিন্তু অত্যন্ত তেজস্বী ও নির্দ্দোষ তপস্যায় নিরত সেই ব্রাহ্মণ কোন প্রকারেই আমাদের উপরে মন সমর্পণ করিলেন না বা একটুও বিচলিত হইলেন না ॥২২॥

পরন্তু তিনি আমাদের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, 'তোমরা জলজন্তু হইয়া শত বৎসর পর্য্যন্ত জলে বিচরণ করিবে' ॥২৩॥

* '…চতুর্দ্দশাধিকঃ…' '…ষোড়শাধিকঃ…' '…অষ্টাদশাধিকঃ…' '…ষট্‌ত্রিংশদধিকঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

—— :*: ——

বর্গোবাচ।

তেতা বয়ং প্রব্যথিতাঃ সর্ব্বা ভারতসত্তম !।
অযাম শরণং বিপ্রং তং তপোধনমচ্যুতম্ ॥১॥
রূপেণ বয়সা চৈব কন্দর্পেণ চ দর্পিতাঃ।
অযুক্তং কৃতবত্যঃ স্ম ক্ষন্তুমর্হসি নো দ্বিজ ! ॥২॥
এষ এব বধোঽস্মাকং সুপর্য্যাপ্তস্তপোধন !।
যদ্বয়ং সংশিতাত্মানং প্রলোব্ধুং ত্বামিহাগতাঃ ॥৩॥
অবধ্যাস্তু স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টা মন্যন্তে ধর্ম্মচারিণঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মেণ বর্দ্ধ ত্বং নাস্মান্ হিংসিতুমর্হসি ॥৪॥
সর্ব্বভূতেষু ধর্ম্মজ্ঞ ! মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
সত্যো ভবতু কল্যাণ ! এষ বাদো মনীষিণাম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অযাম প্রাপ্নুম। হুস্তন্যা উত্তমপুরুষবহুবচনম্। অচ্যুতং ধর্ম্মাদভ্রষ্টম্ ॥১॥
রূপেণেতি। দর্পিতা বয়ম্। অযুক্তম্ অসঙ্গতম্। নঃ অস্মান্ ॥২॥
এষ ইতি। সুপর্য্যাপ্তঃ সর্ব্বথা যথেষ্টঃ। সংশিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্ ॥৩॥
অবধ্যা ইতি। বর্দ্ধ বর্দ্ধস্ব। হিংসিতুং জলচরত্বসম্পাদকশাপেন হন্তুম্ ॥৪॥
সর্ব্বেতি। সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বপ্রাণিষু। মৈত্রো দয়ালুত্বান্বিত্রম্। বাদঃ প্রবাদঃ ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ততো বয়মিতি। অযাম গতবত্যঃ ॥১—২॥ প্রলোব্ধুং প্রলোভয়িতুম্ ॥৩॥ বর্দ্ধ বর্দ্ধস্ব

বর্গা বলিল—হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর আমরা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সেই ধার্ম্মিক ও তপস্বী ব্রাহ্মণের শরণাগত হইলাম ॥১॥

(এবং বলিলাম—) ব্রাহ্মণ ! আমরা রূপে, বয়সে ও কামে দর্পিত হইয়া অসঙ্গত কার্য্য করিয়া বসিয়াছি ; সুতরাং আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করুন ॥২॥

হে তপোধন ! ইহাই আমাদের যথেষ্ট বধ হইয়াছে যে, আমরা জিতেন্দ্রিয় আপনাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি ॥৩॥

ধার্ম্মিকেরা মনে করেন যে, বিধাতা স্ত্রীলোকদিগকে অবধ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব আপনি আমাদিগকে বধ করিতে পারেন না ; ধর্ম্মানুসারেই আপনি বৃদ্ধি লাভ করুন ॥৪॥

(৩)…অস্মাকং স্বয়ং প্রাপ্তস্তপোধন !…।

শরণঞ্চ প্রপন্নানাং শিষ্টাঃ কুর্ব্বন্তি পালনম্।
শরণং ত্বাং প্রপন্নাঃ স্মস্তস্মাত্ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণঃ শুভকর্ম্মকৃৎ।
প্রসাদং কৃতবান্ বীর! রবিসোমসমপ্রভঃ ॥৭॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শতং শতসহস্রঞ্চ সর্ব্বমক্ষয্যবাচকম্।
পরিমাণং শতং ত্বেতন্নেদমক্ষয্যবাচকম্ ॥৮॥
যদা চ বো গ্রাহভূতা গৃহ্ণতীঃ পুরুষান্ জলে।
উৎকর্ষতি জলাত্তস্মাৎ স্থলং পুরুষসত্তমঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

শরণমিতি। শিষ্টাঃ শাস্ত্রশাসনাধীনাঃ। ত্বঞ্চ শিষ্ট এবেতি ভাবঃ ॥৬॥

এবমিতি। শুভকর্ম্মকৃৎ পুণ্যকার্য্যকারী। প্রসাদম্ অপ্সরঃস্বনুগ্রহম্ ॥৭॥

অথ প্রসাদৃচিকীর্ষয়া প্রথমং নিজশাপবাক্যস্থশতশব্দার্থং বিবৃণোতি শতমিতি। শতং শতসহস্রঞ্চ ইত্যাদিকং সর্ব্বং পদম্, অক্ষয্যবাচকম্ অন্যত্র "পশ্যেম শরদঃ শতম্" ইত্যাদিবন্নিরূঢ়লক্ষণয়া আনন্ত্যবোধকম্। তু কিন্তু, এতৎ—"গ্রাহভূতা জলে যূয়ং চরিষ্যথ শতং সমাঃ" ইতি পূর্ব্বোক্তমচ্ছাপবাক্যস্থং শতং শতপদম্, পরিমাণং সংখ্যাবোধকম্, ন পুনরিদং শতপদম্, অক্ষয্যবাচকম্ আনন্ত্যবোধকম্, তথৈব সঙ্কেতাৎ তদিচ্ছয়োচ্চারিতত্বাচ্চ। এবঞ্চ কালস্য নিরবধিকতয়া বধতুল্য এবায়মস্মাকং শাপ ইতি যুষ্মাভির্নাশঙ্কিতব্যমিতি ভাবঃ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৪॥ মৈত্রঃ সর্ব্বভূতসুহৃৎ এষ বাদো মৈত্রো ব্রাহ্মণ ইত্যাদ্যোষঃ ॥৫—৭॥ শতসহস্রাদয়ঃ শব্দা অনন্তবাচকাঃ ইহ তু শতশব্দঃ শতমেব বক্তীত্যর্থঃ ॥৮॥ যদা চেতি। উৎকর্ষণমেব অবধিঃ ন শতসংখ্যেতি ভাবঃ ॥৯—৩৫॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১০॥

হে ধর্ম্মজ্ঞ! জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণ সকল প্রাণীরই বন্ধু। হে মঙ্গলময়! জ্ঞানিগণের এই প্রবাদটা সত্য হউক ॥৫॥

শিষ্ট লোকেরা শরণাগত লোকদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব আমরা আপনার শরণাগত হইয়াছি; আপনি ক্ষমা করুন' ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন— অপ্সরারা এইরূপ বলিলে, ধর্ম্মাত্মা, পুণ্যকার্য্যকারী ও চন্দ্র-সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী সেই ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হইলেন ॥৭॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—'শত ও শতসহস্রপ্রভৃতি শব্দ অন্যত্র আনন্ত্যবোধক হয় বটে; কিন্তু আমার শাপবাক্যের এই শতশব্দ সংখ্যাবোধক, সে আনন্ত্য-বোধক নহে ॥৮॥

তদা যূয়ং পুনঃ সর্ব্বাঃ স্বং রূপং প্রতিপৎস্যথ।
অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং মে হসতাপি কদাচন ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
তানি সর্ব্বাণি তীর্থানি ততঃ প্রভৃতি চৈব হ।
নারীতীর্থানি নাম্নেহ খ্যাতিং যাস্যন্তি সর্ব্বশঃ।
পুণ্যানি চ ভবিষ্যন্তি পাবনানি মনীষিণাম্ ॥১১॥

বর্গোবাচ।

ততোঽভিবাদ্য তং বিপ্রং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
অচিন্তয়ামোঽপসৃতাস্তস্মাদ্দেশাৎ সুদুঃখিতাঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

অথ তত্রত্যশতপদস্য সংখ্যাবোধকত্বেঽপি তস্যাতিদীর্ঘকালত্বাৎ প্রায়েণ বধ এবাসৌ শাপ ইতি নিরতিশয়প্রসাদাশয়েন তং কালমপি সঙ্কোচয়তি যদেতি। কিঞ্চ যঃ কোঽপি পুরুষসত্তমঃ, গ্রাহভূতা জলজন্তুভূতাঃ, জলে পুরুষান্ গৃহ্লতীঃ, বো যুষ্মান্, যদা যস্মিন্নেব কালে অস্য শ্বো বেত্যর্থঃ, তস্মাজ্জলাৎ, স্থলম্, উৎকর্ষতি আকৃষ্য নয়তি, তদৈব যূয়ং সর্ব্বা এব, পুনঃ স্বং রূপম্, প্রতিপৎস্যথ লপ্স্যধ্বে। অথ প্রসন্ন এবাসি চেত্তদা শাপ এবাসৌ ন স্যাদিতি ব্রূহীত্যাহ অনৃতমিতি। মে ময়া হসতাপি পরিহাসং কুর্ব্বতাপি সতা, কদাচন, অনৃতং মিথ্যা, ন উক্তপূর্ব্বং পূর্ব্বং নোক্তম্। এবঞ্চ তথোক্তৌ শাপোক্তির্মিথ্যা স্যাদিতি তথা ন বক্তুমর্হামীতি ভাবঃ ॥৯—১০॥

কিঞ্চৈতচ্ছাপে শুভফলমপীত্যাহ তানীতি। তানি যুষ্মাভির্গ্রাহভাবেনাধিষ্ঠিতানি। ততঃ প্রভৃতি যুষ্মাদধিষ্ঠানাবধি। নারীতীর্থানি ইতি নাম্না। ষট্পদমিদং পদ্যম্ ॥১১॥

তত ইতি। অচিন্তয়ামশ্চিন্তিতবত্যঃ, অপসৃতাঃ কিঞ্চিদ্দূরং গতাঃ সত্যঃ ॥১২॥

অতএব তোমরা জলজন্তু হইয়া জলে থাকিয়া লোকদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে থাকিলে, যে কোন শ্রেষ্ঠ মানুষ যখনই তোমাদিগকে সেই জল হইতে স্থলে তুলিয়া লইয়া যাইবে, তখনই তোমরা সকলে আবার আপন আপন রূপ লাভ করিবে। কিন্তু আমি পূর্ব্বে কখনও পরিহাস করিবার সময়েও মিথ্যা কথা বলি নাই (সুতরাং সে শাপবাক্য মিথ্যা হউক একথা বলিতে পারিব না) ॥৯—১০॥

তোমরা জলজন্তু হইয়া যাইয়া প্রবেশ করিলেই সেই সব কয়টী তীর্থ 'নারীতীর্থ' নামে সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিবে এবং জ্ঞানিগণের পুণ্য ও পবিত্রতা জন্মাইবে' ॥১১॥

বর্গা বলিল—'তাহার পর আমরা সেই ব্রাহ্মণকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সেই স্থান হইতে একটু দূরে আসিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, চিন্তা করিলাম—॥১২॥

ক নু নাম বয়ং সর্বাঃ কালেনাল্পেন তং নরম্।
সমাগচ্ছেম যো নস্তদ্রূপমাপাদয়েৎ পুনঃ ॥১৩॥
তা বয়ং চিন্তয়িত্বৈব মুহূর্ত্তাদিব ভারত!।
দৃষ্টবত্যো মহাভাগং দেবর্ষিমুত নারদম্ ॥১৪॥
সম্প্রহৃষ্টাঃ স্ম তং দৃষ্ট্বা দেবর্ষিমমিতদ্যুতিম্।
অভিবাদ্য চ তং পার্থ! স্থিতাঃ স্ম ব্রীড়িতাননাঃ ॥১৫॥
স নোঽপৃচ্ছদ্দুঃখমূলমুক্তবত্যো বয়ঞ্চ তৎ।
শ্রুত্বা তত্র যথাবৃত্তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৬॥
দক্ষিণে সাগরানূপে পঞ্চ তীর্থানি সন্তি বৈ।
পুণ্যানি রমণীয়ানি তানি গচ্ছত মা চিরম্ ॥১৭॥
তত্রাশু পুরুষব্যাঘ্রঃ পাণ্ডবেয়ো ধনঞ্জয়ঃ।
মোক্ষয়িষ্যতি শুদ্ধাত্মা দুঃখাদস্মান্ন সংশয়ঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

কিমচিন্তয়াম ইত্যাহ কেতি। সমাগচ্ছেম লভেমহি। তৎ পূর্বং রূপম্ ॥১৩॥
তা ইতি। মুহূর্ত্তাদিব অত্যল্পকালাৎ পরমেব। উতশব্দো হর্ষে ॥১৪॥
সম্প্রহৃষ্টা ইতি। ব্রীড়িতাননা ব্রীড়য়া অধোবদনাঃ ॥১৫॥
স ইতি। স নারদঃ, নঃ অস্মান্। দুঃখস্য মূলং কারণম্ ॥১৬॥
দক্ষিণ ইতি। সাগরস্য অনূপে জলপ্রায়দেশে। "জলপ্রায়মনূপং স্যাৎ" ইত্যমরঃ ॥১৭॥
তত্রেতি। শুদ্ধাত্মা নির্দোষচিত্তঃ। অস্মাৎ জলজন্তুত্বনিবন্ধনাৎ ॥১৮॥

আমরা সকলে অল্পকালের মধ্যে সে মানুষকে কোথায় পাইব, যিনি আবার আমাদিগকে সেই রূপ ধারণ করাইয়া দিবেন ॥১৩॥

আমরা এইরূপ চিন্তা করিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ মহাত্মা দেবর্ষি নারদকে দেখিতে পাইলাম ॥১৪॥

তখন আমরা সেই অসাধারণ তেজস্বী দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলাম' ॥১৫॥

তখন তিনি আমাদের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরাও তাহা বলিলাম। তখন তিনি যথাবৎ বৃত্তান্ত শুনিয়া এই কথা বলিলেন—॥১৬॥

'দক্ষিণসমুদ্রের উপকূলে মনোহর ও পবিত্র পাঁচটী তীর্থ আছে, তোমরা পাঁচ জনই সেই পঞ্চ তীর্থে গমন কর, বিলম্ব করিও না ॥১৭॥

সেখানে নির্ম্মলচিত্ত ও পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন সত্বরই তোমাদিগকে এই দুঃখ হইতে মুক্ত করিবেন ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই' ॥১৮॥

তস্য সর্ব্বা বয়ং বীর ! শ্রুত্বা বাক্যমিহাগতাঃ।
তদিদং সত্যমেবাদ্য মোক্ষিতাহং ত্বয়ানঘ ! ॥১৯॥
এতাস্তু মম তাঃ সখ্যশ্চতস্রোঽন্যা জলে স্থিতাঃ।
কুরু কর্ম্ম শুভং বীর ! এতাঃ শাপাদ্বিমোচয় ॥২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তাঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বা এব বিশাংপতে ! ।
তস্মাচ্ছাপাদদীনাত্মা মোক্ষয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥২১॥
উত্থায় চ জলাত্তস্মাৎ প্রতিলভ্য বপুঃ স্বকম্।
তাস্তদাপ্সরসো রাজন্ ! অদৃশ্যন্ত যথা পুরা ॥২২॥
তীর্থানি শোধয়িত্বা তু তথানুজ্ঞায় তাঃ প্রভুঃ।
চিত্রাঙ্গদাং পুনর্দ্রষ্টুং মণিপূরপুরং যযৌ ॥২৩॥
তস্যামজনয়ৎ পুত্রং রাজানং বভ্রুবাহনম্।
তং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবো রাজন্ ! চিত্রবাহনমব্রবীৎ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। তস্য নারদস্য। তদিদং নারদবাক্যম্। যেনাহং ত্বয়া মোক্ষিতা ॥১৯॥
এতা ইতি। শুভং শাপমোচনরূপশুভজনকম্। এতাশ্চতস্র এব সখীঃ ॥২০॥
তত ইতি। অদীনাত্মা হৃষ্টচিত্তঃ। বীর্য্যবান্, অতএব পূর্ব্ববদেব মোক্ষয়ামাস ॥২১॥
উত্থায়েতি। স্বকং স্বকীয়ম্, বপুরপ্সরঃশরীরম্। অদৃশ্যন্ত লোকৈঃ ॥২২॥
তীর্থানীতি। শোধয়িত্বা গ্রাহমোচনেন নির্ব্বিঘ্নানি কৃত্বা। অনুজ্ঞায় গন্তুম্ ॥২৩॥

'হে নিষ্পাপ বীর ! তাঁহার সেই কথা শুনিয়া আমরা সকলেই এখানে আসিয়াছিলাম। আজ নারদের সেই কথা সত্য হইয়াছে, আপনি আমাকে মুক্ত করিয়াছেন ॥১৯॥

কিন্তু আমার অপর সেই চারিটী সখীও এই জলে রহিয়াছে। অতএব হে বীর ! আপনি শুভকার্য্য করুন, ইহাদিগকেও শাপ হইতে মুক্ত করুন' ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! তাহার পর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বলবান্ অর্জ্জুন হৃষ্টচিত্তে অপর অপ্সরা কয়টীকেও সেই শাপ হইতে মুক্ত করিলেন ॥২১॥

তখন সেই অপ্সরারা সেই জল হইতে উঠিয়া আপন আপন শরীর লাভ করিয়া পূর্ব্বের মতই সকলের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥২২॥

(২০)···অন্যা জলে শ্রিতাঃ।···বীর ! এতাঃ সর্ব্বা বিমোক্ষয়।

[২৪]···তং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবো রাজন্ ! গোকর্ণমভিতোঽগমৎ। ইতঃ পরং ক্বচিদধ্যায়-সমাপ্তিঃ। তত্রৈতৎপরবর্ত্তিনঃ শ্লোকা ন দৃশ্যন্তে।

চিত্রাঙ্গদায়াঃ শুল্কং ত্বং গৃহাণ বভ্রুবাহনম্।
অনেন চ ভবিষ্যামি ঋণান্মুক্তো নরাধিপ! ॥২৫॥
চিত্রাঙ্গদাং পুনর্বাক্যমব্রবীৎ পাণ্ডুনন্দনঃ।
ইহৈব ভব ভদ্রং তে বর্দ্ধেথা বভ্রুবাহনম্ ॥২৬॥
ইন্দ্রপ্রস্থনিবাসং মে ত্বং তত্রাগত্য রংস্যসি।
কুন্তীং যুধিষ্ঠিরং ভীমং ভ্রাতরৌ মে কনীয়সৌ ॥২৭॥
আগত্য তত্র পশ্যেথা অন্যানপি চ বান্ধবান্।
বান্ধবৈঃ সহিতা সর্ব্বৈর্নন্দসে হ্যনিন্দিতে! ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)
ধর্ম্মে স্থিতঃ সত্যধৃতিঃ কৌন্তেয়োঽথ যুধিষ্ঠিরঃ।
জিত্বা তু পৃথিবীং সর্ব্বাং রাজসূয়ং করিষ্যতি ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তস্যামিতি। তস্যাং চিত্রাঙ্গদায়াম্। রাজানমিতি ভাবিনি ভূতবদুপচারঃ ॥২৪॥
চিত্রেতি। চিত্রাঙ্গদায়াস্তদ্গ্রহণস্যেত্যর্থঃ। ঋণাৎ ঋণরূপাৎ শপথাৎ ॥২৫॥
চিত্রেতি। স্থিতা ভব। তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্তু। বর্দ্ধেথা বর্দ্ধয়েঃ ॥২৬॥
ইন্দ্রেতি। রংস্যসি বিহরিষ্যসি। কনীয়সৌ কনীয়াংসৌ নকুলসহদেবৌ। তত্র ইন্দ্রপ্রস্থে। নন্দসে আনন্দিষ্যসি ॥২৭—২৮॥
ধর্ম্ম ইতি। সত্যধৃতির্যথার্থধৈর্য্যশীলঃ। রাজসূয়ং তদাখ্যং মহাযজ্ঞম্ ॥২৯॥

অর্জ্জুন এই ভাবে সেই তীর্থগুলিকে নিরুপদ্রব করিয়া এবং অপ্সরাদিগকে যাইবার অনুমতি দিয়া চিত্রাঙ্গদাকে দেখিবার জন্য পুনরায় মণিপুরে গেলেন ॥২৩॥

সেখানে যাইয়া অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহননামে একটী পুত্র উৎপাদন করিলেন এবং তাহাকে দেখিয়া রাজা চিত্রবাহনকে বলিলেন—॥২৪॥

'মহারাজ! চিত্রাঙ্গদাকে গ্রহণ করিবার শুল্কস্বরূপ এই বভ্রুবাহনকে গ্রহণ করুন; ইহা দ্বারাই আমি আপনার ঋণ হইতে মুক্ত হইব' ॥২৫॥

অর্জ্জুন আবার চিত্রাঙ্গদাকে বলিলেন—'ভদ্রে! তুমি এই খানেই থাক, তোমার মঙ্গল হউক, বভ্রুবাহনকে বাড়াইতে থাক ॥২৬॥

পরে, আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া আনন্দিত হইবে এবং সেখানে কুন্তী, যুধিষ্ঠির, ভীম, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুল-সহদেব ও অন্যান্য বান্ধবগণকে দেখিতে পাইবে এবং সেই সকল বান্ধবগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া আনন্দ লাভ করিবে ॥২৭—২৮॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপথেই রহিয়াছেন এবং তাঁহার ধৈর্য্যও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সুতরাং তিনি পৃথিবী জয় করিয়া রাজসূয়যজ্ঞ করিবেন ॥২৯॥

তত্রাগচ্ছন্তি রাজানঃ পৃথিব্যাং নৃপসংজ্ঞিতাঃ।
বহূনি রত্নান্যাদায় আগমিষ্যতি তে পিতা ॥৩০॥
একসার্থং প্রয়াতাসি চিত্রবাহনসেবয়া।
দ্রক্ষ্যামি রাজসূয়ে ত্বাং পুত্রং পালয় মা শুচঃ ॥৩১॥
বভ্রুবাহননাম্না তু মম প্রাণো বহিশ্চরঃ।
তস্মাদ্ভরস্ব পুত্রং বৈ পুরুষং বংশবর্দ্ধনম্ ॥৩২॥
চিত্রবাহনদায়াদং ধর্ম্মাৎ পৌরবনন্দনম্।
পাণ্ডবানাং প্রিয়ং পুত্রং তস্মাৎ পালয় সর্ব্বদা ॥৩৩॥
বিপ্রয়োগেণ সন্তাপং মা কৃথাস্ত্বমনিন্দিতে!।
চিত্রাঙ্গদামেবমুক্ত্বা গোকর্ণমভিতোঽগমৎ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। আগচ্ছন্তীতি ভবিষ্যৎসামীপ্যে বর্ত্তমানা। রাজশব্দস্য ক্ষত্রিয়পরত্বমাশঙ্ক্যাহ নৃপেতি। নৄন্ পান্তি রক্ষন্তীতি যোগাৎ ক্ষত্রিয়েতরেঽপি নররক্ষকাঃ সম্ভবন্তীতি রাজান ইত্যুক্তম্ ॥৩০॥

একেতি। সমানঃ অর্থো যজ্ঞদর্শনরূপং প্রয়োজনং যেষাং তে সার্থাঃ, একে একত্র মিলিতাঃ সার্থা যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্যথা তথা। চিত্রবাহনস্য ত্বৎপিতুঃ সেবয়া আনুকূল্যেন ॥৩১॥

বভ্রিতি। বভ্রুবাহননাম্না বিশিষ্টঃ। বহিশ্চরো হৃদয়াদ্বহির্বর্ত্তী। ভরস্ব পালয় ॥৩২॥

চিত্রেতি। চিত্রবাহনস্য রাজ্ঞো দায়াদমুত্তরাধিকারিণম্। ধর্ম্মাৎ পুত্রিকাপুত্রত্বন্যায়াৎ ॥৩৩॥

সেই যজ্ঞে পৃথিবীর ক্ষত্রিয় নৃপতিরা বহুতর রত্ন লইয়া আগমন করিবেন এবং তোমার পিতাও যাইবেন ॥৩০॥

তখন তুমি তোমার পিতার আনুকূল্যে এক সঙ্গে সেখানে যাইবে; সেই যজ্ঞেই আমি তোমাকে আবার দেখিব। তুমি পুত্রটীকে পালন করিতে থাক, শোক করিও না ॥৩১॥

এটী আমার বভ্রুবাহননামক বাহিরের প্রাণ এবং এই পুরুষটী বংশবর্দ্ধক। সুতরাং তুমি এই পুত্রটীকে পালন করিতে থাক ॥৩২॥

এই পুত্রটী পুরুবংশের আনন্দজনক, পাণ্ডবগণের প্রিয়তম এবং ন্যায় অনুসারে মহারাজ চিত্রবাহনের উত্তরাধিকারী হইবে। সুতরাং তুমি ইহাকে সর্ব্বদাই পালন করিবে ॥৩৩॥

আর, সুন্দরি! তুমি আমার বিরহে দুঃখ করিও না।' চিত্রাঙ্গদাকে এইরূপ বলিয়া অর্জ্জুন গোকর্ণতীর্থের দিকে গমন করিলেন; যে গোকর্ণতীর্থ

---

(৩২)···মম প্রাণো মহীচরঃ···।

আদ্যং পশুপতেঃ স্থানং দর্শনাদেব মুক্তিদম্।
যত্র পাপোঽপি মনুজঃ প্রাপ্নোত্যভয়দং পদম্ ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি অর্জ্জুনবনবাসেঽর্জ্জুনতীর্থযাত্রায়াং দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সোঽপরান্তেষু তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
সর্ব্বাণ্যেবানুপূর্ব্ব্যেণ জগামামিতবিক্রমঃ ॥১॥
সমুদ্রে পশ্চিমে যানি তীর্থান্যায়তনানি চ।
তানি সর্বাণি গত্বা স প্রভাসমুপজগ্মিবান্ ॥২॥
প্রভাসদেশং সম্প্রাপ্তং বীভৎসুমপরাজিতম্।
সুপুণ্যং রমণীয়ঞ্চ শুশ্রাব মধুসূদনঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

বিপ্রেতি। বিপ্রয়োগেণ মম বিরহেণ। গোকর্ণং নাম তীর্থম্। অভিতো লক্ষ্যীকৃত্য। গোকর্ণমেব বিশিনষ্টি আদ্যমিতি। পশুপতেঃ শিবস্য। পাপঃ পাপবানপি ॥৩৪—৩৫॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি অর্জ্জুনবনবাসে দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

স ইতি। সঃ অর্জ্জুনঃ, অপরান্তেষু ভারতপশ্চিমদেশেষু। আনুপূর্ব্ব্যেণ ক্রমেণ ॥১॥
অপি চাহ সমুদ্র ইতি। প্রভাসং তদাখ্যং তীর্থম্ ॥২॥

শিবের প্রথম অধিষ্ঠানস্থান, দর্শনমাত্রেই মুক্তি দান করে এবং যে তীর্থে পাপিষ্ঠ লোকও অভয় পদ লাভ করে ॥৩৪—৩৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অসাধারণবিক্রমশালী অর্জ্জুন ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তের সমস্ত তীর্থ এবং সমস্ত পবিত্র স্থানগুলি ক্রমশঃ বিচরণ করিলেন ॥১॥

এবং তিনি পশ্চিম সমুদ্রে যে সকল তীর্থ ও দেবালয় আছে, তাহাতেও ভ্রমণ করিয়া ক্রমে প্রভাসতীর্থে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥২॥

---

* '...পঞ্চদশাধিকঃ...' '...সপ্তদশাধিকঃ...' '...ঊনবিংশত্যধিকঃ...' '...সপ্তত্রিংশদধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ। (৩)...তীর্থান্যনুচরন্তঞ্চ শুশ্রাব মধুসূদনঃ।

ততোঽভ্যগচ্ছৎ কৌন্তেয়ং সখায়ং তত্র মাধবঃ।
দদৃশাতে তদান্যোন্যং প্রভাসে কৃষ্ণপাণ্ডবৌ ॥৪॥
তাবন্যোন্যং সমাশ্লিষ্য পৃষ্ট্বা চ কুশলং বনে।
আস্তাং প্রিয়সখায়ৌ তৌ নরনারায়ণাবৃষী ॥৫॥
ততোঽর্জ্জুনং বাসুদেবস্তাং চর্য্যাং পর্য্যপৃচ্ছত।
কিমর্থং পাণ্ডবৈতানি তীর্থান্যনুচরস্যুত ॥৬॥
ততোঽর্জ্জুনো যথাবৃত্তং সর্ব্বমাখ্যাতবাংস্তদা।
শ্রুত্বোবাচ চ বার্ষ্ণেয় এবমেতদিতি প্রভুঃ ॥৭॥
তৌ বিহৃত্য যথাকামং প্রভাসে কৃষ্ণপাণ্ডবৌ।
মহীধরং রৈবতকং বাসায়ৈবাভিজগ্মতুঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

প্রভাসেতি। সুপুণ্যং রমণীয়ঞ্চ প্রভাসদেশমিতি সম্বন্ধঃ। বীভৎসুমর্জ্জুনম্ ॥৩॥
তত ইতি। দদৃশাতে ইতি কর্ম্মব্যতীহারে আত্মনেপদম্ ॥৪॥
তাবিতি। আস্তাং স্থিতৌ। নমু কথং তাবন্যোন্যমাশ্লিষ্টবন্তাবিত্যাহ প্রিয়েতি ॥৫॥
তত ইতি। চর্য্যাং তীর্থবিচরণম্। উত প্রশ্নে ॥৬॥
তত ইতি। বার্ষ্ণেয়ো বৃষ্ণিবংশীয়ঃ কৃষ্ণঃ। এবমেতৎ যুক্তমিত্যর্থঃ ॥৭॥
তাবিতি। বিহৃত্য বিচর্য্য। রৈবতকং নাম মহীধরং পর্ব্বতম্ ॥৮॥

তিনি, পরমপবিত্র ও মনোহর প্রভাসতীর্থে আসিয়াছেন, এই বৃত্তান্ত লোকপরম্পরায় কৃষ্ণ শুনিতে পাইলেন ॥৩॥

তাহার পর কৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন; তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সেই প্রভাসতীর্থে পরস্পর সাক্ষাৎ করিলেন ॥৪॥

পরে, তাঁহারা পরস্পর আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশ্ন করিয়া এক বনপ্রান্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেন না, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে নর-নারায়ণ ঋষি এবং ইহজন্মে পরস্পর প্রিয় সখা ছিলেন ॥৫॥

তাহার পর কৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট সেই তীর্থভ্রমণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'অর্জ্জুন! কি জন্য তুমি এই তীর্থভ্রমণ করিতেছ?' ॥৬॥

তদনন্তর অর্জ্জুন যথাবৎ বৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন। তখন তাহা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন যে, 'এ তীর্থভ্রমণ তোমার সঙ্গত হইয়াছে' ॥৭॥

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ইচ্ছানুসারে প্রভাসতীর্থে বিচরণ করিয়া বাস করিবার জন্য রৈবতকপর্ব্বতে গমন করিলেন ॥৮॥

পূর্ব্বমেব তু কৃষ্ণস্য বচনাত্তং মহীধরম্।
পুরুষা মণ্ডয়াঞ্চক্রুরুপাজহ্রুশ্চ ভোজনম্ ॥৯॥
প্রতিগৃহ্যার্জ্জুনঃ সর্ব্বমুপভুজ্য চ পাণ্ডবঃ।
সহৈব বাসুদেবেন দৃষ্টবান্ নটনর্ত্তকান্ ॥১০॥
অভ্যনুজ্ঞায় তান্ সর্বানর্চ্চয়িত্বা চ পাণ্ডবঃ।
সৎকৃতং শয়নং দিব্যমভ্যগচ্ছন্মহামতিঃ ॥১১॥
ততস্তত্র মহাবাহুঃ শয়ানঃ শয়নে শুভে।
তীর্থানাং পল্বলানাঞ্চ পর্বতানাঞ্চ দর্শনম্।
আপগানাং বনানাঞ্চ কথয়ামাস সাত্বতে ॥১২॥
এবং স কথয়ন্নেব নিদ্রয়া জনমেজয়!।
কৌন্তেয়োঽপহৃতস্তস্মিন্ শয়নে স্বর্গসন্নিভে ॥১৩॥
মধুরেণৈব গীতেন বীণাশব্দেন চৈব হ।
প্রবোধ্যমানো বুবুধে স্তুতিভির্ম্মঙ্গলৈস্তথা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

পূর্ব্বমিতি। পুরুষাঃ কৃষ্ণস্য ভৃত্যাঃ। ভুজ্যত ইতি ভোজনং খাদ্যম্ ॥৯॥

প্রতীতি। নটনর্ত্তকান্ তেষাং নৃত্যগীতাদিকম্, দৃষ্টবান্ শ্রুতবাংশ্চ ॥১০॥

অভীতি। অভ্যনুজ্ঞায় গন্তুমনুমত্য। অর্চ্চয়িত্বা প্রশস্য। সৎকৃতং সুসজ্জিতম্ ॥১১॥

তত ইতি। শয়নে শয্যায়াম্। পল্বলানাম্ অল্পসরসাম্। আপগানাং নদীনাম্। সাত্বতে কৃষ্ণে তং প্রতীত্যর্থঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥

এবমিতি। কৌন্তেয়োঽর্জ্জুনঃ। শয়নে শয্যায়াম্, স্বর্গসন্নিভে স্বর্গীয়শয্যাতুল্যায়াম্ ॥১৩॥

কৃষ্ণের আদেশ অনুসারে তাঁহার ভৃত্যেরা পূর্ব্বেই রৈবতকপর্ব্বতটীকে সুশোভিত করিয়াছিল এবং খাদ্য আনিয়া রাখিয়াছিল ॥৯॥

অর্জ্জুন সেই সমস্ত গ্রহণ ও ভোজন করিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া নট ও নর্ত্তকদিগের নৃত্য দর্শন এবং গীত শ্রবণ করিলেন ॥১০॥

তাহার পর অর্জ্জুন তাহাদিগকে প্রশংসা করিয়া এবং যাইবার অনুমতি দিয়া সুসজ্জিত দিব্য শয্যায় গমন করিলেন ॥১১॥

তৎপরে তিনি সেই দিব্য শয্যায় শয়ন করিয়া—পূর্ব্বে যে সকল তীর্থ, ক্ষুদ্র জলাশয়, পর্ব্বত, নদী ও বন দেখিয়াছিলেন, সেই সকলের বৃত্তান্ত কৃষ্ণের নিকট বলিতে লাগিলেন ॥১২॥

মহারাজ জনমেজয়! অর্জ্জুন সেই দিব্য শয্যায় শয়ন করিয়া ঐরূপ বলিতে বলিতেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন ॥১৩॥

(৯)…সমস্তান্মণ্ডয়াঞ্চক্রুরুপজহ্রুশ্চ ভোজনম্।

স কৃত্বাবশ্যকার্য্যাণি বার্ষ্ণেয়েনাভিনন্দিতঃ।
রথেন কাঞ্চনাঙ্গেন দ্বারকামভিজগ্মিবান্ ॥১৫॥
অলঙ্কৃতা দ্বারকা তু বভূব জনমেজয় ! ।
কুন্তীপুত্রস্য পূজার্থমপি নিষ্কুটকেষ্বপি ॥১৬॥
দিদৃক্ষবশ্চ কৌন্তেয়ং দ্বারকাবাসিনো জনাঃ।
নরেন্দ্রমার্গমাজগ্মুস্তূর্ণং শতসহস্রশঃ ॥১৭॥
অবলোকেষু নারীণাং সহস্রাণি শতানি চ।
ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকানাঞ্চ সমবায়ো মহানভূৎ ॥১৮॥
স তথা সৎকৃতঃ সর্ব্বৈর্ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকাত্মজৈঃ।
অভিবাদ্যাভিবাদ্যাংশ্চ সর্ব্বৈশ্চ প্রতিনন্দিতঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

মধুরেণেতি। প্রবোধ্যমানো জাগর্য্যমাণঃ, বুবুধে জাগরিতঃ, কৌন্তেয় ইত্যনুকর্ষঃ ॥১৪॥
স ইতি। অবশ্যকার্য্যাণি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি। বার্ষ্ণেয়েন কৃষ্ণেন, অভিনন্দিত আদৃতঃ ॥১৫॥
অলঙ্কৃতেতি। নিষ্কুটকেষ্বপি ন কেবলং রাজপথাদিষু গৃহসমীপকৃত্রিমবনেষ্বপি ॥১৬॥
দিদৃক্ষব ইতি। দিদৃক্ষবো দ্রষ্টুমিচ্ছবঃ। উদন্তপ্রত্যয়স্য নিষ্ঠাদিত্বাৎ কর্ম্মণি দ্বিতীয়া ॥১৭॥
অবেতি। অবলোকেষু অর্জ্জুনদর্শনবিষয়ে। সমবায়ঃ সমূহঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

স ইতি। অপরান্তেষু পশ্চিমসমুদ্রতীরেষু ॥১—১৪॥ কাঞ্চনাঙ্গেন স্বর্ণময়ধ্বজাদিমতা ॥১৫॥ নিষ্কুটকেষু গৃহারামেষ্বপি অলঙ্কৃতা কিমুত রাজমার্গাদিষু ॥১৬—২১॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১১॥

তাহার পর, মধুর গীত, বীণাশব্দ এবং বৈতালিকগণের মঙ্গল স্তুতি দ্বারা জাগরিত হইলেন ॥১৪॥

অর্জ্জুন সন্ধ্যাবন্দনপ্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া কৃষ্ণের আগ্রহে স্বর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন ॥১৫॥

অর্জ্জুনের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য রাজপথ হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহের নিকটবর্ত্তী কৃত্রিম বনটী পর্য্যন্ত সমস্ত দ্বারকানগরী সুসজ্জিত করা হইয়াছিল ॥১৬॥

শত শত এবং সহস্র সহস্র দ্বারকাবাসী লোক অর্জ্জুনকে দেখিবার জন্য সত্বর আসিয়া রাজপথে উপস্থিত হইল ॥১৭॥

অর্জ্জুনকে দেখিবার জন্য শত শত ও সহস্র সহস্র নারী এবং ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় পুরুষদিগের একটী বিশাল সম্মেলন হইল ॥১৮॥

(১৭) দিদৃক্ষবস্তু কৌন্তেয়ম্...।

কুমারৈঃ সর্বশো বীরঃ সৎকারেণাভিচোদিতঃ।
সমানবয়সঃ সর্বানাশ্লিষ্য স পুনঃ পুনঃ ॥২০॥
কৃষ্ণস্য ভবনে রম্যে রত্নভোজ্যসমাবৃতে।
উবাস সহ কৃষ্ণেন বহুলাস্তত্র শর্ব্বরীঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি অর্জ্জুনবনবাসেঽর্জ্জুনদ্বারকাগমনে একদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—— :*: ——

(১৬। সুভদ্রাহরণপর্ব্ব।)

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

—— :*: ——

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ কতিপয়াহস্য তস্মিন্ রৈবতকে গিরৌ।
বৃষ্ণ্যন্ধকানামভবদুৎসবো নৃপসত্তম ! ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। সৎকৃত আদৃতঃ। অভিবাদ্যান্ নমস্যান্ ॥১৯॥

কুমারৈরিতি। অভিচোদিতঃ স্বস্বগৃহগমনায় প্রণোদিতঃ। শর্ব্বরী রাত্রীঃ ॥২০—২১॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি অর্জ্জুনবনবাসে একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—— :*: ——

তত ইতি। কতিপয়াহস্য অতিক্রমে সতীতি শেষঃ। বৃষ্ণ্যাদয়ো বংশাঃ ॥১॥

ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় সকলেই অর্জ্জুনের সম্মান করিল; অর্জ্জুনও নমস্যদিগকে নমস্কার করিলেন; তখন সেই নমস্যগণও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥১৯॥

কুমারগণ বিশেষ আদরের সহিত অর্জ্জুনকে আপন আপন ভবনে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ করিতে লাগিল; তখন অর্জ্জুন সমবয়স্ক সেই কুমারগণকে বার বার আলিঙ্গন করিয়া, বহুরত্ন ও খাদ্যসম্পন্ন মনোহর কৃষ্ণভবনে যাইয়া, কৃষ্ণের সহিত সেখানে অনেক দিন বাস করিলেন ॥২০—২১॥

—— :॰: ——

বৈশম্পায়ন বলিলেন – মহারাজ ! তাহার পর কয়েক দিন অতীত হইলে, সেই রৈবতকপর্ব্বতে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইল ॥১॥

* '...ষোড়শাধিকঃ...' '...অষ্টাদশাধিকঃ...' '...বিংশত্যধিকঃ...' '...অষ্টত্রিংশদধিকঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

তত্র দানং দদুর্বীরা ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ।
ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকাশ্চৈব মহে তস্য গিরেস্তদা ॥২॥
প্রাসাদৈ রত্নচিত্রৈশ্চ গিরেস্তস্য সমন্ততঃ।
স দেশঃ শোভিতো রাজন্! কল্পবৃক্ষৈশ্চ সর্বশঃ ॥৩॥
বাদিত্রাণি চ তত্রান্যে বাদকাঃ সমবাদয়ন্।
ননৃতুর্নর্ত্তকাশ্চৈব জগুর্গেয়ানি গায়নাঃ ॥৪॥
অলঙ্কৃতাঃ কুমারাশ্চ বৃষ্ণীনাং সুমহৌজসাম্।
যানৈর্হাটকচিত্রৈশ্চ চংচূর্য্যন্তে স্ম সর্ব্বশঃ ॥৫॥
পৌরাশ্চ পাদচারেণ যানৈরুচ্চাবচৈস্তথা।
সদারাঃ সানুযাত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৬॥
ততো হলধরঃ ক্ষীবো রেবতীসহিতঃ প্রভুঃ।
অনুগম্যমানো গন্ধর্ব্বৈরচরত্তত্র ভারত! ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। মহে বার্ষিকোৎসবে। "মহ উদ্ধব উৎসবঃ" ইত্যমরঃ ॥২॥
প্রাসাদৈরিতি। রত্নৈশ্চিত্রা আশ্চর্য্যাস্তৈঃ। কল্পবৃক্ষৈস্তদাকারৈঃ কৃত্রিমবৃক্ষৈঃ ॥৩॥
বাদিত্রাণীতি। গেয়ানি গানানি, গানং শিল্পমেষামিতি গায়নাঃ, "ণ্যুট্ চ" ইতি ণ্যুট্ ॥৪॥
অলঙ্কৃতা ইতি। হাটকৈঃ স্বর্ণৈশ্চিত্রাণি তৈঃ। চংচূর্য্যন্তে স্ম পুনঃ পুনর্ব্বিচরন্তি স্ম ॥৫॥
পৌরা ইতি। উচ্চাবচৈর্নানাবিধৈঃ। সানুযাত্রাঃ সানুচরাঃ। চংচূর্য্যন্তে স্মেত্যনুকর্ষঃ ॥৬॥
তত ইতি। ক্ষীবো মদ্যপানেন মত্তঃ, "মত্তে শৌণ্ডোৎকটক্ষীবাঃ" ইত্যমরঃ। রেবত্যা তদাখ্যয়া ভার্য্যয়া সহিতঃ। তৃতীয়চরণে অক্ষরাধিক্যমার্ষম্। এবং পরত্রাপি ॥৭॥

ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ রৈবতকপর্ব্বতের সেই উৎসবে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে নানাবিধ বস্তু দান করিতে লাগিলেন ॥২॥

মহারাজ! রৈবতকপর্ব্বতের সকল দিকেই রত্নবিচিত্রীকৃত বহুতর অট্টালিকা এবং কৃত্রিম কল্পবৃক্ষ দ্বারা সে স্থানটী শোভিত হইয়াছিল ॥৩॥

সে স্থানে বাদ্যকারেরা বাদ্য বাজাইতেছিল, নর্ত্তকেরা নৃত্য করিতেছিল এবং গাথকেরা গান করিতেছিল ॥৪॥

মহাবীর বৃষ্ণিবংশীয় কুমারেরা অলঙ্কৃত হইয়া স্বর্ণময় যানে আরোহণ করিয়া সকল দিকে বার বার বিচরণ করিতে লাগিল ॥৫॥

আর, শত শত এবং সহস্র সহস্র পুরবাসীরা ভার্য্যা ও অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া পাদচারে এবং নানাবিধ যানে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকিল ॥৬॥

তথৈব রাজা বৃষ্ণীনামুগ্রসেনঃ প্রতাপবান্।
অনুগম্যমানো গন্ধর্বৈঃ স্ত্রীসহস্রসহায়বান্ ॥৮॥
রৌক্মিণেয়শ্চ শাম্বশ্চ ক্ষীবৌ সমরদুর্ম্মদৌ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরৌ বিজহ্রাতেঽমরাবিব ॥৯॥
অক্রূরঃ সারণশ্চৈব গদো বভ্রুর্বিদূরথঃ।
নিশঠশ্চারুদেষ্ণশ্চ পৃথুর্বিপৃথুরেব চ ॥১০॥
সত্যকঃ সাত্যকিশ্চৈব ভঙ্গকারমহারবৌ।
হার্দ্দিক্য উদ্ধবশ্চৈব যে চান্যে নানুকীর্ত্তিতাঃ ॥১১॥
এতে পরিবৃতাঃ স্ত্রীভির্গন্ধর্ব্বৈশ্চ পৃথক্ পৃথক্।
তমুৎসবং রৈবতকে শোভয়াঞ্চক্রিরে তদা ॥১২॥ (বিশেষকম্)
চিত্রকৌতূহলে তস্মিন্ বর্ত্তমানে মহাদ্ভুতে।
বাসুদেবশ্চ পার্থশ্চ সহিতৌ পরিজগ্মতুঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। তথৈব অচরদিত্যর্থঃ। উগ্রসেনো নাম ॥৮॥
রৌক্মিণেয় ইতি। রৌক্মিণেয়ঃ প্রদ্যুম্নঃ। ক্ষীবৌ মদ্যপানেন মত্তৌ ॥৯॥
অক্রূর ইতি। অক্রূরাদীনি নামানি। নানুকীর্ত্তিতা নামভিঃ। রৈবতকে পর্বতে॥১০—১২॥
চিত্রেতি। চিত্রাণি নানাবিধানি কৌতূহলানি যত্র তস্মিন্। সহিতৌ মিলিতৌ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১॥ গিরের্মহে পর্ব্বতদৈবত্যে উৎসবে ॥২—৪॥ চঙ্ক্রূর্য্যন্তে দেদীপ্যন্তে ॥৫—৬॥

তাহার পর, বলরাম মদ্যপানে মত্ত হইয়া, রেবতীকে সঙ্গে লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন; গন্ধর্ব্বেরাও তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে থাকিল ॥৭॥

প্রতাপশালী বৃষ্ণিরাজ উগ্রসেন বহুতর স্ত্রী সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তাঁহার পিছনেও গন্ধর্ব্বেরা বিচরণ করিতে লাগিল ॥৮॥

যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব মদ্যপানে মত্ত হইয়া, দিব্য মাল্য ও বস্ত্র পরিধান করিয়া, দুইটী দেবতার ন্যায় বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥৯॥

অক্রূর, সারণ, গদ, বভ্রু, বিদূরথ, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, পৃথু, বিপৃথু, সত্যক, সাত্যকি, ভঙ্গকার, মহারব, হার্দ্দিক্য ও উদ্ধব ইঁহারা এবং অন্যান্য অনেক লোক স্ত্রীগণ ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রৈবতকপর্ব্বতে সেই উৎসবটীকে শোভিত করিলেন ॥১০—১২॥

সেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য উৎসব চলিতে থাকিলে এবং তাহার মধ্যে নানাবিধ

তত্র চংক্রম্যমাণৌ তৌ বসুদেবসুতাং শুভাম্‌।
অলঙ্কৃতাং সখীমধ্যে ভদ্রাং দদৃশতুস্তদা ॥১৪॥
দৃষ্ট্বৈব তামর্জ্জুনস্য কন্দর্পঃ সমজায়ত।
তং তদৈকাগ্রমনসং কৃষ্ণঃ পার্থমলক্ষয়ৎ ॥১৫॥
অব্রবীৎ পুরুষব্যাঘ্রঃ প্রহসন্নিব ভারত!।
বনেচরস্য কিমিদং কামেনালোড্যতে মনঃ ॥১৬॥
মমৈষা ভগিনী পার্থ! সারণস্য সহোদরা।
সুভদ্রা নাম ভদ্রং তে পিতুর্মে দয়িতা সুতা।
যদি তে বর্ত্ততে বুদ্ধির্বক্ষ্যামি পিতরং স্বয়ম্‌ ॥১ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

দুহিতা বসুদেবস্য বাসুদেবস্য চ স্বসা।
রূপেণ চৈব সম্পন্না কমিবৈষা ন মোহয়েৎ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। চংক্রম্যমাণৌ ভৃশং পাদক্ষেপং কুর্ব্বাণৌ, তৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ ॥১৪॥
দৃষ্ট্বেতি। কন্দর্পঃ কামঃ। একাগ্রমনসং সঙ্কল্পরতিমনুভবন্তমিত্যর্থঃ ॥১৫॥
অব্রবীদিতি। পুরুষব্যাঘ্রঃ কৃষ্ণঃ। বনেচরস্য নিস্পৃহস্য বনবাসিনঃ ॥১৬॥
মমেতি। তে তব, ভদ্রং যোগ্যত্বান্মঙ্গলময়ী। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥
দুহিতেতি। এষা কমিব জনং ন মোহয়েৎ, অপি তু সর্ব্বমেবেত্যর্থঃ ॥১৮॥

কৌতুক ব্যাপার হইতে লাগিলে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মিলিত হইয়া সকল দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তাঁহারা সেখানে বিচরণ করিতে থাকিয়া সুলক্ষণা ও অলঙ্কৃতা বসুদেবকন্যা সুভদ্রাকে দর্শন করিলেন ॥১৪॥

সুভদ্রাকে দেখিয়াই অর্জ্জুনের কাম আবির্ভূত হইল ; তাই তিনি তাহাকে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; ইহা কৃষ্ণ লক্ষ্য করিলেন ॥১৫॥

লক্ষ্য করিয়াই তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'বনবাসীর মন কামে আলোড়িত হইতেছে কেন ? ॥১৬॥

ইনি আমার ভগিনী, সারণের সহোদরা এবং আমার পিতার প্রিয়তমা কন্যা ; ইহার নাম—'সুভদ্রা'। ইনি তোমার পক্ষে মঙ্গলময়ীই হইবেন। সুতরাং তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমি নিজেই পিতৃদেবকে বলিব' ॥১৭॥

(১৪) তত্র চংক্রমমাণৌ তৌ···। (১৭)···বক্ষ্যামি পিতরং স্বকম্‌।

কৃতমেব তু কল্যাণং সর্ব্বং মম ভবেদ্ধ্রুবম্।
যদি স্যান্মম বার্ষ্ণেয়ী মহিষীয়ং স্বসা তব ॥১৯॥
প্রাপ্তৌ তু ক উপায়ঃ স্যাত্তং ব্রবীহি জনার্দ্দন!।
আস্থাস্যামি তদা সর্ব্বং যদি শক্যং নরেণ তৎ ॥২০॥

বাসুদেব উবাচ।

স্বয়ংবরঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিবাহঃ পুরুষর্ষভ!।
স চ সংশয়িতঃ পার্থ! স্বভাবস্যানিমিত্ততঃ ॥২১॥
প্রসহ্য হরণঞ্চাপি ক্ষত্রিয়াণাং প্রশস্যতে।
বিবাহহেতোঃ শূরাণামিতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

কৃতমিতি। কল্যাণং মঙ্গলম্। বার্ষ্ণেয়ী বৃষ্ণিবংশ্যা, মহিষী ভার্য্যা ॥১৯॥

প্রাপ্তাবিতি। প্রাপ্তৌ ভার্য্যাত্বেন সুভদ্রায়া লাভে। এতেন "চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ। রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ" ইতি স্মৃতেঃ "রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ" ইতি স্মৃতেশ্চ ক্ষত্রিয়পক্ষপ্রশস্তরাক্ষসবিবাহোপায়মেব পৃচ্ছতি, "বক্ষ্যামি পিতরং স্বয়ম্" ইতি কৃষ্ণেন সূচিতং ব্রাহ্মবিবাহঞ্চ নিরাকরোতীতি বোধ্যম্। আস্থাস্যামি অবলম্বিষ্যে ॥২০॥

অথ স্বয়ম্বরানুষ্ঠানং ক্রিয়তাং তত্র চ সুভদ্রা মাং বরয়েদিত্যাহ স্বয়ম্বর ইতি। হে পুরুষর্ষভ! পার্থ! ক্ষত্রিয়াণাং স্বয়ম্বরঃ স্বয়ম্বরপ্রযুক্তো বিবাহোঽস্তি। স চ বিবাহঃ, স্বভাবস্য স্ত্রীচরিত্রস্য, অনিমিত্ততঃ অনিয়তত্বাৎ সংশয়িতঃ ত্বৎপক্ষে সন্দেহবিষয়ঃ। পুরুষান্তরমপীয়ং বরয়িতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্ষীবো মধুমত্তঃ ॥৭—১৯॥ বক্ষ্যামি পিতরং স্বয়মিতি কৃষ্ণেন দাপয়িষ্যামীতি সূচিতেঽপি প্রাপ্তৌ তু ক উপায় ইতি পৃচ্ছন্নর্জ্জুনঃ প্রতিগ্রহং নানুমন্যত ইতি গম্যতে॥২০॥ স্বভাবস্য

অর্জ্জুন বলিলেন—'বসুদেবের কন্যা, বাসুদেবের ভগিনী, অথ চ রূপবতী। সুতরাং ইনি কোন্ পুরুষকে মোহিত না করেন? ॥১৮॥

অতএব কৃষ্ণ! তোমার এই ভগিনীটী যদি আমার ভার্য্যা হন, তবে নিশ্চয়ই আমার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধিত হয় ॥১৯॥

কিন্তু ইঁহাকে পাইবার উপায় কি, তাহা বল; সে উপায় যদি মানুষের শক্তিসাধ্য হয়, তবে তাহা আমি অবলম্বন করিব' ॥২০॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'অর্জ্জুন! ক্ষত্রিয়ের স্বয়ম্বর বিবাহ আছে বটে; তবে তাহা তোমার পক্ষে সন্দিগ্ধ। কেন না, স্ত্রীলোকের স্বভাব অনিয়ত (হয় ত সুভদ্রা স্বয়ম্বরে অন্য পুরুষকেও বরণ করিয়া ফেলিতে পারেন) ॥২১॥

স ত্বমর্জ্জুন ! কল্যাণীং প্রসহ্য ভগিনীং মম।
হর স্বয়ম্বরে হ্যস্যাঃ কো বৈ বেদ চিকীর্ষিতম্ ॥২৩॥
ততোঽর্জ্জুনশ্চ কৃষ্ণশ্চ বিনিশ্চিত্যেতিকৃত্যতাম্।
শীঘ্রগান্ পুরুষানন্যান্ প্রেষয়ামাসতুস্তদা ॥২৪॥
ধর্ম্মরাজায় তৎ সর্ব্বমিন্দ্রপ্রস্থগতায় বৈ।
শ্রুত্বৈব চ মহাবাহুরনুজজ্ঞে স পাণ্ডবঃ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সুভদ্রাহরণে যুধিষ্ঠিরানুজ্ঞায়াং দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তর্হি কোঽন্যঃ প্রকার ইত্যাহ প্রসহ্যেতি। শূরাণাং ক্ষত্রিয়াণাম্, বিবাহহেতোঃ, প্রসহ্য বলেন, কন্যায়া হরণঞ্চাপি প্রশস্যতে, "রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকম্" ইতি স্মৃতেরিতি ভাবঃ। অত এবোক্তম্ "ইতি ধর্ম্মবিদো বিদু"রিতি ॥২২॥

তদেবোপদিশতি স ইতি। হে অর্জ্জুন! স ত্বম্, কল্যাণীং মম ভগিনীম্, প্রসহ্য বলেন হর। হি যস্মাৎ, স্বয়ম্বরে, অস্যাঃ সুভদ্রায়াঃ, চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টম্, কো বেদ জানাতি, কোঽপি নেত্যর্থঃ। পুরুষান্তরমপি বরয়িতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥২৩॥

তত ইতি। ইতিকৃত্যতাং প্রসহ্য হরণে ইতিকর্ত্তব্যতাম্। তৎ সর্ব্বং বক্তুমিতি শেষঃ। স পাণ্ডবো যুধিষ্ঠিরঃ, অনুজজ্ঞে সুভদ্রায়া হরণং বিবাহঞ্চার্জ্জুনস্যানুমতবান্। ন চ মাতুলকন্যাত্বাদর্জ্জুনেন সুভদ্রায়া অবিবাহ্যত্বেঽপি কথং ধর্ম্মরাজোঽপি তদনুজজ্ঞ ইতি বাচ্যম্, বসুদেবপিত্রা শূরেণ নিজকন্যায়াঃ কুন্ত্যাঃ কুন্তিভোজায় রাজ্ঞে দত্তকপুত্রবদেব দত্তত্বাৎ "গোত্র-

ভারতভাবদীপঃ

অনিমিত্ততঃ স্ত্রীচিত্তস্য শৌর্য্যপাণ্ডিত্যাদ্যনপেক্ষত্বাৎ। স্ত্রিয়ো হ্যপরীক্ষিতেঽপি পুংসি আপাততো রমণীয়ে সদ্যঃ সকামা ভবন্তীতি ভাবঃ ॥২১—২৪॥ অনুজজ্ঞে অনুজ্ঞাতবান্ ॥২৫॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১২॥

তা'র পর, বিবাহের জন্য বীর ক্ষত্রিয়গণের বলপূর্ব্বক কন্যাহরণও প্রশস্ত ইহা ধর্ম্মজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন ॥২২॥

অতএব অর্জ্জুন! তুমি বলপূর্ব্বকই আমার ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ কর। কারণ, সে স্বয়ম্বরে কাহাকে বরণ করিবে, তাহা কে জানে' ॥২৩॥

তাহার পর, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিবার বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া, সে বিষয়ের অনুমতি লইবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের নিকট

---

* '...সপ্তদশাধিকঃ...' '...ঊনবিংশত্যধিকঃ...' '...একবিংশত্যধিকঃ...' '...ঊনচত্বারিংশদধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ। ইতঃ পরং দাক্ষিণাত্যপুস্তকবিশেষে চত্বার এবাধ্যায়া অধিকা দৃশ্যন্তে।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

——————:❀:——————

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সংবাদিতে তস্মিন্নমুজ্ঞাতো ধনঞ্জয়ঃ।
গতাং রৈবতকে কন্যাং বিদিত্বা জনমেজয়! ॥১॥
বাসুদেবাভ্যনুজ্ঞাতঃ কথয়িত্বেতিকৃত্যতাম্।
কৃষ্ণস্য মতমাদায় প্রযযৌ ভরতর্ষভঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
রথেন কাঞ্চনাঙ্গেন কল্পিতেন যথাবিধি।
শৈব্যসুগ্রীবযুক্তেন কিঙ্কিণীজালমালিনা ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

রিকৃথে জনয়িতুর্ন হরেদ্দত্রিমঃ সুতঃ" ইতি মনুবচনেন দত্তকপুত্রবদেব দত্তকন্যায়া অপি জনকগোত্রত্বাদিনিবৃত্তিসূচনাৎ সুভদ্রয়া সহার্জ্জুনস্য সর্ব্বসম্বন্ধাভাবাৎ। অথ তর্হি ভিন্নগোত্রগতস্য দত্তকপুত্রস্যাপি জনককন্যা বিবাহ্যা স্যাদিতি চেন্ন, "অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ" ইত্যাদিমনুবচনে পিতৃপদেন দত্তকাদীনাং জনকস্যাপি গ্রহণাৎ অন্যথা তদ্বৈয়র্থ্যাৎ শূলপাণিনা সম্বন্ধবিবেকে তথৈব সিদ্ধান্তিতত্বাৎ। কৃষ্ণার্জ্জুনয়োর্মাতুলপুত্রপিতৃষ্বসৃপুত্রত্বাদিব্যবহারস্তু ভূতপূর্ব্বগত্যেতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥২৪—২৫॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি সুভদ্রাহরণে দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———০:❀:০ - ———

তত ইতি। তস্মিন্ সুভদ্রায়া হরণে, সংবাদিতে কৃষ্ণযুধিষ্ঠিরয়োরপি সম্মতত্বাদ্যুক্ত্যা মিলিতে সতি। অমুজ্ঞাতো দূতদ্বারা যুধিষ্ঠিরেণানুমতঃ। কন্যাং সুভদ্রাম্। ইতিকৃত্যতাং কথয়িত্বা, তদ্বিষয়ে বাসুদেবাভ্যনুজ্ঞাতঃ সন্, পুনশ্চ কৃষ্ণস্য মতমাদায় হর্ত্তুং প্রযযৌ ॥১—২॥

দ্রুতগামী অন্য কয়েকটী লোককে পাঠাইয়া দিলেন; যুধিষ্ঠির তাহাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াই সে বিষয়ে অনুমতি দিলেন ॥২৪—২৫॥

——————:◌:——————

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ জনমেজয়! অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করার বিষয়ে কৃষ্ণের সম্মতি এবং যুধিষ্ঠিরেরও অনুমতি পাইয়া, সুভদ্রা রৈবতকপর্ব্বতে গিয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে হরণ করিবার ইতিকর্ত্তব্যতার বিষয় কৃষ্ণের নিকট বলিয়া, তাহারও অনুমতি পাইয়া, আবারও তাঁহার মত লইয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥১—২॥

(১) ততঃ সমুদিতে তস্মিন্…। [২]…কৃষ্ণস্য মতমাজ্ঞায়…।

সর্ব্বশস্ত্রোপপন্নেন জীমূতরবনাদিনা।
জ্বলিতাগ্নিপ্রকাশেন দ্বিষতাং হর্ষঘাতিনা ॥৪॥
সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্।
মৃগয়াব্যপদেশেন প্রযযৌ পুরুষর্ষভঃ ॥৫॥ (বিশেষকম্)
সুভদ্রা ত্বথ শৈলেন্দ্রমভ্যর্চ্চ্যৈব হি রৈবতম্।
দৈবতানি চ সর্ব্বাণি ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচ্য চ ॥৬॥
প্রদক্ষিণং গিরেঃ কৃত্বা প্রযযৌ দ্বারকাং প্রতি।
তামভিদ্রুত্য কৌন্তেয়ঃ প্রসহ্যারোপয়দ্রথম্।
সুভদ্রাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং কামবাণপ্রপীড়িতঃ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অথ কেন প্রযযাবিত্যাহ রথেনেতি। কাঞ্চনাঙ্গেন স্বর্ণময়েন, যথাবিধি কল্পিতেন কৃষ্ণানুমতসারথিনা যোজিতেন, শৈব্যসুগ্রীবৌ তদাখ্যৌ কৃষ্ণস্যৈবাশ্বৌ তাভ্যাং যুক্তেন, "তুরগাঃ শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকাঃ" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। কিঙ্কিণীজালমেব মালাস্যাস্তীতি তেন। জীমূতরববৎ মেঘধ্বনিবৎ নদতীতি তেন। সন্নদ্ধো যুদ্ধায় সজ্জিতঃ। বদ্ধা বামহস্তপ্রকোষ্ঠে ধৃতা গোধা গুণাঘাতবারণায় চর্ম্মপট্টিকা যেন স বদ্ধগোধঃ, অঙ্গুলিত্রাণি বাণঘর্ষণক্ষতবারণায় অঙ্গুলিষু ধৃতানি চর্ম্মান্তরাণি অস্য সন্তীতি সঃ অঙ্গুলিত্রবান্, বদ্ধগোধশ্চাসৌ অঙ্গুলিত্রবাংশ্চেতি সঃ। মৃগয়ায়া ব্যপদেশেন ছলেন ॥৩—৫॥

সুভদ্রেতি। সর্ব্বাণি দৈবতানি চাভ্যর্চ্চ্যেতি সম্বন্ধঃ। অভিদ্রুত্য অভিধাব্য। কৌন্তেয়োঽর্জ্জুনঃ, প্রসহ্য বলেন। সপ্তমশ্লোকঃ ষট্‌পাদঃ ॥৬—৭॥

সারথি কৃষ্ণেরই অনুমতিক্রমে এক খানি স্বর্ণময় রথ প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে শৈব্য ও সুগ্রীবনামে দুইটী ঘোড়া সংযোজিত ছিল এবং কিঙ্কিণীর মালা দুলিতেছিল, আর তাহার ভিতরে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র ছিল এবং সে রথখানি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল, মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দ করিতেছিল এবং শত্রুপক্ষের আনন্দ নষ্ট করিতেছিল। অর্জ্জুন এহেন রথে আরোহণ করিয়া, কবচ, খড়্গ, তল ও অঙ্গুলিত্র ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া সুভদ্রাকে হরণ করিবার জন্য যাইতে লাগিলেন ॥৩—৫॥

এদিকে সুভদ্রা সমস্ত দেবতার ও রৈবতকপর্ব্বতের পূজা সমাপ্ত করিয়া, ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া এবং রৈবতকপর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকার দিকে গমন করিতে লাগিলেন ; এমন সময়ে অর্জ্জুন কামবাণে প্রপীড়িত হইয়া, হঠাৎ যাইয়া, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুভদ্রাকে বলপূর্ব্বক রথে তুলিয়া লইলেন ॥৬—৭॥

ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রস্তামাদায় শুচিস্মিতাম্।
রথেন কাঞ্চনাঙ্গেন প্রযযৌ স্বপুরং প্রতি ॥৮॥
হ্রিয়মাণাস্তু তাং দৃষ্ট্বা সুভদ্রাং সৈনিকা জনাঃ।
বিক্রোশন্তোঽদ্রবন্ সর্বে দ্বারকামভিতঃ পুরীম্ ॥৯॥
তে সমাসাদ্য সহিতাঃ সুধর্ম্মামভিতঃ সভাম্।
সভাপালস্য তৎ সর্ব্বমাচখ্যুঃ পার্থবিক্রমম্ ॥১০॥
তেষাং শ্রুত্বা সভাপালো ভেরীং সান্নাহিকীং ততঃ।
সমাজঘ্নে মহাঘোরং জাম্বূনদপরিষ্কৃতাম্ ॥১১॥
ক্ষুব্ধাস্তেনাথ শব্দেন ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকাস্তদা।
অন্নপানমপাস্যাথ সমাপেতুঃ সমন্ততঃ ॥১২॥
তত্র জাম্বূনদাঙ্গানি স্পর্দ্ধ্যাস্তরণবন্তি চ।
মণিবিদ্রুমচিত্রাণি জ্বলিতাগ্নিপ্রভাণি চ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সঃ অর্জ্জুনঃ। কাঞ্চনাঙ্গেন স্বর্ণখচিতেন। স্বপুরমিন্দ্রপ্রস্থম্ ॥৮॥
হ্রিয়মাণামিতি। বিক্রোশন্তঃ কোলাহলং কুর্ব্বন্তঃ। অভিতঃ প্রতি ॥৯॥
ত ইতি। সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ। সুধর্ম্মাং নাম। অভিতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু স্থিতাঃ ॥১০॥
তেষামিতি। সান্নাহিকীং যুদ্ধসজ্জাসূচিকাম্। জাম্বূনদপরিষ্কৃতাং স্বর্ণভূষিতাম্ ॥১১॥
ক্ষুব্ধা ইতি। অন্নমন্নস্য ভোজনং জলাদেঃ পানঞ্চ, অপাস্য বিহায় ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। তস্মিন্ বিবাহসন্দেশে ॥১॥ ইতিকৃত্যতাম্ অগ্রেতনীম্ ইতিকর্ত্তব্যতাম্ ॥২—১০॥ ভেরীং দুন্দুভিম্, সান্নাহিকীং সন্নদ্ধাঃ সর্ব্বে ভবত ইতি সূচয়ন্তীম্ ॥১১—১৪॥

তাহার পর তিনি স্বর্ণখচিত রথে সেই মধুরহাসিনী সুভদ্রাকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৮॥

অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া তত্রত্য সৈন্যেরা কোলাহল করিতে করিতে দ্বারকানগরীর দিকে ধাবিত হইল ॥৯॥

তাহারা মিলিত হইয়া, সুধর্ম্মাসভায় যাইয়া, সভাপালের চারি দিকে দাঁড়াইয়া, তাঁহার নিকট অর্জ্জুনের বিক্রমসম্বন্ধে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল ॥১০॥

তখন সভাপাল তাহাদের নিকট সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া, স্বর্ণখচিত বিশালাকৃতি যুদ্ধসজ্জাসূচক মহাভেরী বাজাইতে লাগিলেন ॥১১॥

তখন সেই শব্দে উদ্বেলিত হইয়া ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়েরা ভোজন ও পান পরিত্যাগ করিয়া, সকল দিক্ হইতে আসিতে লাগিলেন ॥১২॥

ভেজিরে পুরুষব্যাঘ্রা বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথাঃ ।
সিংহাসনানি শতশো ধিষ্ণ্যানীব হুতাশনাঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
তেষাং সমুপবিষ্টানাং দেবানামিব সন্নয়ে ।
আচখ্যৌ চেষ্টিতং জিষ্ণোঃ সভাপালঃ সহানুগঃ ॥১৫॥
তচ্ছ্রুত্বা বৃষ্ণিবীরাস্তে মদসংরক্তলোচনাঃ ।
অমৃষ্যমাণাঃ পার্থস্য সমুৎপেতুরহঙ্কৃতাঃ ॥১৬॥
যোজয়ধ্বং রথানাশু প্রাসানাহরতেতি চ ।
ধনূংষি চ মহার্হাণি কবচানি বৃহন্তি চ ॥১৭॥
সূতানুচ্চুক্রুশুঃ কেচিদ্রথান্ যোজয়তেতি চ ।
স্বয়ঞ্চ তুরগান্ কেচিদযুঞ্জন্ হেমভূষিতান্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। তত্র সভামণ্ডপে, জাম্বূনদাঙ্গানি স্বর্ণখচিতানি, স্পর্দ্ধীনি উপধানানি তদুপর্য্যাস্তরণানি চৈষাং সন্তীতি তানি। ভেজিরে মন্ত্রণার্থম্। ধিষ্ণ্যানি তেজাংসি ॥১৩—১৪॥

তেষামিতি। সন্নয়ে সভায়াম্। জিষ্ণোরর্জ্জুনস্য। সহানুগঃ সানুচরঃ ॥১৫॥

তদিতি। পার্থস্যার্জ্জুনস্য, অমৃষ্যমাণা ব্যবহারমসহমানাঃ ॥১৬॥

যোজয়ধ্বমিতি। প্রাসান্ কুন্তান্। কবচানি চাহরতেতি চাদিদিশুরিতি শেষঃ ॥১৭॥

সূতানিতি। উচ্চুক্রুশুঃ উচ্চৈরাহূতবন্তঃ। ইতি চাদিষ্টবন্ত ইতি শেষঃ ॥১৮॥

তাঁহারা সেখানে আসিয়া মন্ত্রণা করিবার জন্য স্বর্ণখচিত, গদি ও আস্তরণ-যুক্ত, মণি ও প্রবালশোভিত এবং অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ শত শত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহাদিগকে নিজকিরণারূঢ় অগ্নির ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল ॥১৩—১৪॥

দেবগণের ন্যায় তাঁহারা সভায় উপবিষ্ট হইলে, সভাপাল অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের নিকট অর্জ্জুনের ব্যবহারের কথা বলিলেন ॥১৫॥

তাহা শুনিয়া বৃষ্ণিবংশীয় সেই বীরগণ ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া, গর্ব্ব-প্রকাশ করিতে থাকিয়া, অর্জ্জুনের ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া গাত্রোত্থান করিলেন ॥১৬॥

এবং অনেকে আদেশ করিলেন যে, 'সত্বর রথ প্রস্তুত কর এবং কুন্ত, ধনু ও মহামূল্য বৃহৎ কবচ আনয়ন কর' ॥১৭॥

কেহ কেহ উচ্চস্বরে সারথিগণকে ডাকিতে লাগিলেন, কেহ কেহ রথ প্রস্তুত করিতে বলিলেন এবং কেহ কেহ নিজেরাই স্বর্ণভূষিত অশ্ব আনয়ন করিয়া রথে যোগ করিতে থাকিলেন ॥১৮॥

রথেষ্বানীয়মানেষু কবচেষু ধ্বজেষু চ।
অভিক্রন্দে নৃবীরাণাং তদাসীত্তুমুলং মহৎ ॥১৯॥
বনমালী ততঃ ক্ষীবঃ কৈলাসশিখরোপমঃ।
নীলবাসা মদোৎসিক্ত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥২০॥
কিমিদং কুরুথাপ্রাজ্ঞাঃ! তূষ্ণীম্ভূতে জনার্দ্দনে।
অস্য ভাবমবিজ্ঞায় সংক্রুদ্ধা মোঘগর্জ্জিতাঃ ॥২১॥
এষ তাবদভিপ্রায়মাখ্যাতু স্বং মহামতিঃ।
যদস্য রুচিতং কর্ত্তুং তৎ কুরুধ্বমতন্দ্রিতাঃ ॥২২॥
ততস্তে তদ্বচঃ শ্রুত্বা গ্রাহ্যরূপং হলায়ুধাৎ।
তূষ্ণীম্ভূতাস্ততঃ সর্ব্বে সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্ ॥২৩॥
সমং বচো নিশম্যৈব বলদেবস্য ধীমতঃ।
পুনরেব সভামধ্যে সর্বে তে সমুপাবিশন্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

রথেম্বিতি। অভিক্রন্দে কোলাহলে। তৎ বৃন্দম্, তুমুলং বিশৃঙ্খলম্ ॥১৯॥
বনেতি। বনমালী বনপুষ্পমালাধারী। ক্ষীবো মদ্যপানমত্তঃ। নীলবাসা রামঃ ॥২০॥
কিমিতি। ভাবমভিপ্রায়ম্। মোঘগর্জ্জিতা ব্যর্থাহঙ্কারবচনাঃ ॥২১॥
এষ ইতি। এষ জনার্দ্দনঃ। আখ্যাতু ব্রবীতু। রুচিতমভিপ্রেতম্ ॥২২॥
তত ইতি। গ্রাহ্যরূপং যুক্তিযুক্তত্বাদুপাদেয়লক্ষণম্। ততস্তূষ্ণীম্ভবনাৎ পূর্ব্বঞ্চ ॥২৩॥
সমমিতি। সমং যুগপৎ সমুপাবিশন্নিতি সম্বন্ধঃ ॥২৪॥

অপর দিকে রথ, কবচ ও ধ্বজপ্রভৃতি আনয়ন করিলে এবং মহাকোলাহল চলিতে থাকিলে, বীরগণ ছুটাছুটি করিতে থাকিলেন ॥১৯॥

তখন বনমালাধারী, মদ্যপানমত্ত, কৈলাসপর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় উন্নতদেহ এবং মদগর্বিত বলরাম এই কথা বলিলেন—॥২০॥

'হে মূঢ়গণ! কৃষ্ণ এখনও নীরব রহিয়াছেন, এ অবস্থায় তোমরা ইঁহার অভিপ্রায় না জানিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, বৃথা গর্জ্জন করিতে থাকিয়া এটা কি করিতেছ? ॥২১॥

প্রথমে মহামতি কৃষ্ণ নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন; তা'র পর উঁহার যাহা অভিপ্রেত হয়, তাহাই তোমরা উদ্‌যোগী হইয়া কর' ॥২২॥

তাহার পর, সেই বীরগণ বলরামের মুখে সেই উপাদেয় বাক্য শুনিয়া 'সাধু সাধু' বলিয়া নীরব হইলেন ॥২৩॥

[২৪] সর্ব্বে বাচং নিশম্যৈব···।

ততোঽব্রবীদ্বচো রামো বাসুদেবং পরন্তপঃ।
কিমবাগুপবিষ্টোঽসি প্রেক্ষমাণো জনার্দ্দন! ॥২৫॥
সৎকৃতস্ত্বৎকৃতে পার্থঃ সর্ব্বৈরস্মাভিরচ্যুত!।
ন চ সোঽর্হতি তাং পূজাং দুর্ব্বুদ্ধিঃ কুলপাংসনঃ ॥২৬॥
কো হি তত্রৈব ভুক্ত্বান্নং ভাজনং ভেত্তুমর্হতি।
মন্যমানঃ কুলে জাতমাত্মানং পুরুষঃ ক্বচিৎ ॥২৭॥
ইচ্ছন্নেব হি সম্বন্ধং কৃতং পূর্ব্বঞ্চ মানয়ন্।
কো হি নাম ভবেনার্থী সাহসেন সমাচরেৎ ॥২৮॥
সোঽবমন্য তথা চাস্মাননাদৃত্য চ কেশবম্।
প্রসহ্য হৃতবানদ্য সুভদ্রাং মৃত্যুমাত্মনঃ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অবাক্ তূষ্ণীভূতঃ সন্। প্রেক্ষমাণো বীরাণামুত্তেজনামিতি শেষঃ ॥২৫॥

সদিতি। ত্বৎকৃতে ত্বন্নিমিত্তে তব সন্তোষার্থমেবেত্যর্থঃ, সৎকৃতো বিশেষেণাদৃতঃ। স পার্থঃ। কুলপাংসনঃ সুভদ্রায়া হরণাদেবাস্মাকং কুলদূষকঃ ॥২৬॥

ক ইতি। তত্রৈব তস্মিন্ ভাজন এব। কুলে সদ্বংশে ॥২৭॥

ইচ্ছন্নিতি। কো হি নাম জনঃ, পূর্ব্বং পিত্রাদিভিঃ কৃতং সম্বন্ধং মানয়ন্ যোগ্যত্বাৎ শ্লাঘমানঃ, নূতনং সম্বন্ধঞ্চ কর্ত্তুমিচ্ছন্, ভবেন লাভেন অর্থী যাচকঃ তৎকুলাদেব চ কন্যাং লব্ধুমিচ্ছন্নিত্যর্থঃ, সাহসেন কার্য্যং সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। কোঽপি নেত্যর্থঃ। অর্জ্জুনস্য সুভদ্রাযাচনমেবোচিতমাসীদিতি ভাবঃ। "ভবঃ ক্ষেমেশসংসারে সত্তায়াং প্রাপ্তিজন্মনোঃ" ইতি মেদিনী ॥২৮॥

স ইতি। কেশবং সখায়মেব ত্বাম্। প্রসহ্য বলেন। মৃত্যুং মৃত্যুস্বরূপাম্ ॥২৯॥

তাঁহারা সকলে বুদ্ধিমান্ বলরামের বাক্য শুনিয়াই পুনরায় সভামধ্যে যুগপৎ উপবেশন করিলেন ॥২৪॥

তাহার পর, বলরাম কৃষ্ণকে বলিলেন—'কৃষ্ণ! তুমি বীরগণের অবস্থা দেখিয়াও নীরব হইয়া বসিয়া রহিয়াছ কেন? ॥২৫॥

কৃষ্ণ! তোমার সন্তোষের জন্যই আমরা সকলে অর্জ্জুনের সম্মান করিয়াছি। কিন্তু কুলদূষক সে দুর্ব্বুদ্ধি সে সম্মান পাইবার যোগ্য নহে ॥২৬॥

কোন্ ব্যক্তি আপনাকে সৎকুলজাত মনে করিয়া, যে পাত্রে অন্ন ভোজন করে, সেই পাত্রখানাকেই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে? ॥২৭॥

এবং কোন্ ব্যক্তি পূর্ব্ব সম্বন্ধের গৌরব রাখিয়া এবং নূতন সম্বন্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, অথ চ কোন বস্তুর প্রার্থী হইয়া, সাহসের কার্য্য করে? ॥২৮॥

[২৮] ঈপ্সন্নেব হি সম্বন্ধং কৃতপূর্ব্বঞ্চ মানয়ন্। (২৯) সোঽবমন্য তথাস্মাকম্…।

কথং হি শিরসো মধ্যে কৃতং তেন পদং মম।
মর্ষয়িষ্যামি গোবিন্দ! পাদস্পর্শমিবোরগঃ ॥৩০॥
অদ্য নিষ্কৌরবামেকঃ করিষ্যামি বসুন্ধরাম্।
ন হি মে মর্ষণীয়োঽয়মর্জ্জুনস্য ব্যতিক্রমঃ ॥৩১॥
তং তথা গর্জমানন্তু মেঘদুন্দুভিনিস্বনম্।
অন্বপদ্যন্ত তে সর্ব্বে ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকাস্তদা ॥৩২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সুভদ্রা-হরণে বলদেবক্রোধে ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

———:*:———

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। কৃতমর্পিতম্। মর্ষয়িষ্যামি সহিষ্যে। উরগঃ সর্পঃ ॥৩০॥
অদ্যেতি। নিষ্কৌরবাং কুরুবংশশূন্যাম্। ব্যতিক্রমঃ কর্ত্তব্যলঙ্ঘনম্ ॥৩১॥
তমিতি। অন্বপদ্যন্ত অন্বসরন্ শিরঃকম্পনাদিনা অনুমোদিতবন্তঃ ॥৩২॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি সুভদ্রাহরণে ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——— - ০:*:০ ———

ভারতভাবদীপঃ

সম্ময়ে সমুদায়ে ॥১৫ – ২২॥ শ্রুত্বা পার্থস্য বিক্রমং শ্রুত্বা। গ্রাহ্য গৃহীত্বা। রূপম্ উপদেশাত্মকম্ আলোকম্ ॥২৩—২৭॥ ভবেন ঐশ্বর্য্যেণ ॥২৮—৩১॥ অন্বপদ্যন্ত অনুমোদিতবন্তঃ ॥৩২॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৩॥

———:*:———

অর্জ্জুন আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া এবং তোমাকেও অগ্রাহ্য করিয়া আজ নিজের মৃত্যুস্বরূপ সুভদ্রাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে ॥২৯॥

সুতরাং অর্জ্জুন আমার মস্তকের মধ্যস্থানে পদার্পণ করিয়াছে। অতএব কৃষ্ণ! সর্পের ন্যায় আমি সেই পদার্পণ কি করিয়া সহ্য করিব? ॥৩০॥

অতএব আমি একাকীই পৃথিবীকে কৌরবশূন্য করিব। কারণ, অর্জ্জুনের এই অত্যাচার সহ্য করিবার যোগ্য নহে' ॥৩১॥

বলরাম—মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর স্বরে সেইরূপ গর্জন করিতে লাগিলে, তখন ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়েরা সকলেই তাঁহার কথার অনুমোদন করিলেন ॥৩২॥

* '…অষ্টাদশাধিকঃ…' '…বিংশত্যধিকঃ…' '…দ্বাবিংশত্যধিকঃ…' '…চতুশ্চত্বারিংশদধিকঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

———:*:———

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উক্তবন্তো যথাবীর্য্যমসকৃৎ সর্ববৃষ্ণয়ঃ।
ততোঽব্রবীদ্বাসুদেবো বাক্যং ধর্ম্মার্থসংযুতম্ ॥১॥
নাবমানং কুলস্যাস্য গুড়াকেশঃ প্রযুক্তবান্।
সম্মানোঽভ্যধিকস্তেন প্রযুক্তোঽয়মসংশয়ম্ ॥২॥
অর্থলুব্ধান্ ন বঃ পার্থো মন্যতে সাত্বতান্ সদা।
স্বয়ম্বরমনাধৃষ্যং মন্যতে চাপি পাণ্ডবঃ ॥৩॥
প্রদানমপি কন্যায়াঃ পশুবৎ কোঽনুমন্যতে।
বিক্রয়ঞ্চাপ্যপত্যস্য কঃ কুর্য্যাৎ পুরুষো ভুবি ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

উক্তেতি। যথাবীর্য্যং শক্ত্যনুসারেণ। ধর্ম্মো ন্যায়ো যুক্তিরিতি যাবৎ স এবার্থো বিষয়স্তেন সংযুতং যুক্তিযুক্তমিত্যর্থঃ ॥১॥

নেতি। গুড়াকেশোঽর্জ্জুনঃ। তেন অর্জ্জুনেন। অয়ং সুভদ্রাপরিগ্রহঃ ॥২॥

নন্বর্থদানেনাস্মান্ সন্তোষ্য কথং সুভদ্রাং ন গৃহীতবানিত্যাহ অর্থেতি। বো যুস্মান্, সাত্বতান্ তদ্বংশ্যান্। তর্হি স্বয়ম্বরে গ্রহণমেবোচিতমাসীদিত্যাহ স্বয়ম্বরমিতি। অনাধৃষ্যম্ অন্যেনাপি গ্রহণসম্ভবাৎ অসহ্যম্। "ধৃষ প্রসহনে" ইতি চৌরাদিকধৃষধাতোঃ ঋদুপধত্বাৎ ক্যপ্ ॥৩॥

তর্হি ব্রাহ্মবিবাহেন সুভদ্রা গৃহ্যতামিত্যাহ প্রদানমিতি। পশুবৎ, বিক্রমশূন্যত্বাদিতি ভাবঃ, কো বীরঃ ক্ষত্রিয়ঃ, অনুমন্যতে স্বপ্রতিগ্রহায়েতি শেষঃ। তর্হি ক্রয়েণ গৃহ্যতামিত্যাহ বিক্রয়মিতি। বিক্রয়াভাবে ক্রয়ঃ খল্বসম্ভব এবেতি ভাবঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বৃষ্ণিবংশীয়েরা সকলেই শক্তি অনুসারে বার বার আপনাদের মত ব্যক্ত করিল। তাহার পর কৃষ্ণ যুক্তিসঙ্গত কথা বলিলেন ॥১॥

অর্জ্জুন এই বংশের অপমান করেন নাই, বরং তিনি এটা অধিক সম্মানের-কার্য্যই করিয়াছেন; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২॥

তা'র পর, অর্জ্জুন আপনাদিগকে ধনলুব্ধ মনে করেন না, বা স্বয়ম্বর ব্যাপারটাকেও তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন না ॥৩॥

আর, কোন্ ক্ষত্রিয় বীর কন্যাদানের অনুমোদন করিয়া থাকে? এবং জগতে কোন্ পুরুষই বা সন্তান বিক্রয় করে? ॥৪॥

---

[১] উক্তবন্তো যদা বাক্যম্…। [২]…প্রযুক্তোঽয়ং ন সংশয়ঃ।

এতান্ দোষাংস্তু কৌন্তেয়ো দৃষ্টবানিতি মে মতিঃ।
অতঃ প্রসহ্য হৃতবান্ কন্যাং ধর্ম্মেণ পাণ্ডবঃ ॥৫॥
উচিতশ্চৈব সম্বন্ধঃ সুভদ্রা চ যশস্বিনী।
এষ চাপীদৃশঃ পার্থঃ প্রসহ্য হৃতবানিতি ॥৬॥
ভরতস্যান্বয়ে জাতং শান্তনোশ্চ যশস্বিনঃ।
কুন্তিভোজাত্মজাপুত্রং কো বুভূষেত নার্জ্জুনম্ ॥৭॥
ন তং পশ্যামি যঃ পার্থং বিজয়েত রণে বলাৎ।
অপি সর্ব্বেষু লোকেষু সেন্দ্ররুদ্রেষু মারিষ! ॥৮॥
স চ নাম রথস্তাদৃঙ্ মদীয়াস্তে চ বাজিনঃ।
যোদ্ধা পার্থশ্চ শীঘ্রাস্ত্রঃ কো নু তেন সমো ভবেৎ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

এতানিতি। দৃষ্টবান্ মনসা পর্য্যালোচিতবান্। ধর্ম্মেণ ক্ষত্রিয়নিয়মেন ॥৫॥
ইতশ্চেদং ভবদ্ভিরনুমন্তব্যমিত্যাহ উচিত ইতি। ঈদৃশো মহাবীরঃ ॥৬॥
ভরতস্যেতি। বুভূষেত প্রাপ্তুমিচ্ছেৎ। "ভূ প্রাপ্তাবাত্মনেপদী বা" ইত্যস্য প্রয়োগঃ ॥৭॥
নেতি। হে মারিষ! আর্য্য! "মারিষস্ত্বার্য্যশাকয়োঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥৮॥
স ইতি। বাজিনোঽশ্বাঃ। শীঘ্রম্ অস্ত্রম্ অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্যং যস্য সঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

উক্তবন্ত ইতি ॥১—২॥ অনাধৃষ্যং কন্যালাভানিয়মাদনাদেয়ম্ ॥৩॥ প্রদানং প্রতিগ্রহো নীচং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥৪—৬॥ বুভূষেত প্রাপ্তুমিচ্ছেৎ ॥৭॥ অস্য নিষ্কোরবামিত্যুক্তম্, তত্রাহ—

অর্জ্জুন মনে মনে এই সমস্ত দোষের পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন ইহাই আমার ধারণা এবং এই জন্যই তিনি ক্ষত্রিয়ের নিয়ম অনুসারে বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন ॥৫॥

তা'র পর, এসম্বন্ধও উচিত, সুভদ্রাও সৌন্দর্য্যনিবন্ধন যশস্বিনী এবং এই রূপ অর্জ্জুনই বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন ॥৬॥

আর অর্জ্জুন, যশস্বী ভরত ও শান্তনুর বংশে কুন্তীর গর্ভে জন্মিয়াছেন। সুতরাং কোন্ ব্যক্তি অর্জ্জুনকে পাত্ররূপে লাভ করিতে ইচ্ছা না করে? ॥৭॥

তা'র পর, আর্য্য! আমি ইন্দ্রলোক ও রুদ্রলোকপ্রভৃতি সমস্ত লোকের মধ্যেও সেরূপ ব্যক্তিকে দেখি না, যিনি যুদ্ধে বলপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে জয় করিতে পারেন ॥৮॥

কারণ, সেই প্রকার রথ, আমার সেই ঘোড়াগুলি এবং যোদ্ধাও লঘুহস্ত অর্জ্জুন। অতএব অপর কোন্ ব্যক্তি অর্জ্জুনের তুল্য হইতে পারে? ॥৯॥

(৮) প্রথমার্দ্ধাৎ পরম্ 'বর্জয়িত্বা বিরূপাক্ষং ভগনেত্রহরং হরম্' ইত্যর্দ্ধমধিকং ক্বচিৎ।

তমভিদ্রুত্য সান্ত্বেন পরমেণ ধনঞ্জয়ম্।
নিবর্ত্তয়ত সংহৃষ্টা মমৈষা পরমা মতিঃ ॥১০॥
যদি নির্জ্জিত্য বঃ পার্থো বলাদ্‌গচ্ছেৎ স্বকং পুরম্।
প্রণশ্যেদ্বো যশঃ সদ্যো ন তু সান্ত্বে পরাজয়ঃ ॥১১॥
পিতৃস্বসুশ্চ পুত্রো মে সম্বন্ধং নার্হতি দ্বিষাম্।
তচ্ছ্রুত্বা বাসুদেবস্য তথা চক্রুর্জ্জনাধিপ ! ॥১২॥
নিবৃত্তশ্চার্জ্জুনস্তত্র বিবাহং কৃতবান্ প্রভুঃ।
উষিত্বা তত্র কৌন্তেয়ঃ সংবৎসরপরাঃ ক্ষপাঃ ॥১৩॥
বিহৃত্য চ যথাকামং পূজিতো বৃষ্ণিনন্দনৈঃ।
পুষ্করে তু ততঃ শেষং কালং বর্ত্তিতবান্ প্রভুঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তমিতি। সান্ত্বেন সান্ত্ববাদেন। সংহৃষ্টা এব যূয়ং ন তু ক্রুদ্ধা ইতি ভাবঃ ॥১০॥

যদীদি। সান্ত্বে সান্ত্ববাদে তু ন পরাজয়ঃ, যুদ্ধাভাবাদিত্যাশয়ঃ ॥১১॥

অথ বয়ং সান্ত্বং ক্রমঃ স যদি প্রহরেদিত্যাহ পিতৃস্বসুরিতি। ভূতপূর্ব্বগত্যা সঙ্গচ্ছত ইতি প্রাগেবোক্তম্। তথা সান্ত্ববাদমেব, চক্রুর্যাদবা ইতি শেষঃ ॥১২॥

নিবৃত্ত ইতি। তত্র দ্বারকায়াম্। সংবৎসরাৎ পরা, অধিকাঃ, ক্ষপা রাত্রীঃ। পুষ্করে তদাখ্যে তীর্থে। শেষং দ্বাদশবৎসরাবশিষ্টম্। বর্ত্তিতবান্ অবস্থিতবান্ ॥১৩—১৪॥

অতএব আপনারা আনন্দিত হইয়া দ্রুত যাইয়া অতিমধুর বাক্যে অর্জ্জুনকে ফিরাইয়া আনুন; ইহাই আমার সম্পূর্ণ মত ॥১০॥

কেন না, অর্জ্জুন বলপূর্ব্বক আপনাদিগকে জয় করিয়া যদি নিজের ইন্দ্রপ্রস্থে যাইতে পারেন, তবে সদ্যই আপনাদের যশ নষ্ট হইবে। কিন্তু মধুরবাক্যে ফিরাইয়া আনিলে আপনাদের পরাজয় হইবে না ॥১১॥

তা'র পর তিনি আমাদের পিস্‌তাত ভাই হইয়া শত্রুর মত ব্যবহার করিতে পারিবেন না'। কৃষ্ণের সেই কথা শুনিয়া যাদবেরা সেইরূপ কার্য্যই করিলেন ॥১২॥

তখন অর্জ্জুন দ্বারকায় ফিরিয়া আসিয়া সুভদ্রাকে বিবাহ করিলেন এবং এক বৎসরেরও অধিক দিন দ্বারকায় থাকিয়া, ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়া, যাদবগণকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া, বার বৎসরের অবশিষ্ট কাল পুষ্করতীর্থে যাইয়া অতিবাহিত করিলেন ॥১৩—১৪॥

(১২) প্রথমার্দ্ধং কুত্রচিন্নাস্তি। পিতৃস্বসায়াঃ পুত্রো মে···।

পূর্ণে তু দ্বাদশে বর্ষে খাণ্ডবপ্রস্থমাত্ম নঃ।
অভিগম্য চ রাজানং নিয়মেন সমাহিতঃ ॥১৫॥
অভ্যর্চ্চ্য ব্রাহ্মণান্ পার্থো দ্রৌপদীমভিজগ্মিবান্।
তং দ্রৌপদী প্রত্যুবাচ প্রণয়াৎ কুরুনন্দনম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয়! যত্র সা সাত্বতাত্মজা।
সুবদ্ধস্যাপি ভারস্য পূর্ব্ববন্ধঃ শ্লথায়তে ॥১৭॥
তথা বহুবিধং কৃষ্ণাং বিলপন্তীং ধনঞ্জয়ঃ।
সান্ত্বয়ামাস ভূয়শ্চ ক্ষময়ামাস চাসকৃৎ ॥১৮॥
সুভদ্রাং ত্বরমাণশ্চ রক্তকৌষেয়বাসিনীম্।
পার্থঃ প্রস্থাপয়ামাস কৃত্বা গোপালিকাবপুঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

পূর্ণ ইতি। খাণ্ডবপ্রস্থম্ ইন্দ্রপ্রস্থম্। রাজানং যুধিষ্ঠিরঞ্চাভ্যর্চ্চ্য ইতি সম্বন্ধঃ। নিয়মেন বনবাসব্রতাচারেণ, সমাহিতঃ সংযতচিত্তঃ। পার্থোঽর্জ্জুনঃ ॥১৫—১৬॥

তত্রেতি। সাত্বতাত্মজা সুভদ্রা। তত্র হেতুমাহ সুবদ্ধস্যেতি। রজ্জ্বন্তরেণেতি শেষঃ। নবীনসুভদ্রাপ্রণয়াত্মৎপ্রণয়ঃ শিথিলীভূত ইত্যাশয়ঃ ॥১৭॥

তথেতি। কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্। ভূয়ো বহুলম্। ক্ষময়ামাস ক্ষমাং কারয়ামাস ॥১৮॥

সুভদ্রামিতি। রক্তকৌষেয়ং বস্ত্রং বস্তে পরিধত্ত ইতি তাম্। গোপবেশস্য কৃষ্ণস্য ভগিনীত্বাৎ গোপালিকায়া গোপবধ্বা ইব বপুঃ কৃত্বা, অন্যথা রাজ্ঞীবেশে দ্রৌপদ্যাঃ ক্রোধসম্ভব ইত্যাশয়ঃ, প্রস্থাপয়ামাস কুন্ত্যাঃ সমীপে ইতি শেষঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

ন চেতি। অহং তু ভক্ত্যৈব তেন জিতোঽস্মি, পরিশেষাৎ তু হর এব তৎপ্রতিযোদ্ধা নান্য ইতি ভাবঃ ॥৮—১২॥ সংবৎসরপরাঃ সংবৎসরাদধিকাঃ ॥১৩॥ শেষং দ্বাদশবর্ষপূরণম্ ॥১৪—১৬॥ শ্লথায়তে দৃঢ়তরে বন্ধান্তরে সতি ॥১৭—১৮॥ গোপালিকাবপুঃ বল্লবীবেশম্, গোপালঃ কৃষ্ণঃ

তাহার পর, বার বৎসর পূর্ণ হইলে, অর্জ্জুন বনবাসনিয়মে সংযত থাকিয়াই নিজদের ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া যুধিষ্ঠির ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া দ্রৌপদীর নিকট গেলেন। তখন দ্রৌপদী প্রণয়বশতই তাঁহাকে বলিলেন—॥১৫—১৬॥

'পার্থ! যেখানে সুভদ্রা রহিয়াছেন, আপনি সেই খানে যান। কারণ, কোন বস্তু দ্বিতীয় বার বন্ধন করিলে, পূর্ব্বের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়' ॥১৭॥

দ্রৌপদী সেইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন এবং বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ॥১৮॥

তাহার পর অর্জ্জুন সত্বর হইয়া রক্তকৌষেয়বসনা সুভদ্রাকে গোপবধূর বেশ ধরাইয়া কুন্তীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥১৯॥

সাধিকং তেন রূপেণ শোভমানা যশস্বিনী।
ভবনং শ্রেষ্ঠমাসাদ্য বীরপত্নী বরাঙ্গনা ॥২০॥
ববন্দে পৃথুতাম্রাক্ষী পৃথাং ভদ্রা যশস্বিনী।
তাং কুন্তী চারুসর্ব্বাঙ্গীমুপাজিঘ্রত মূর্দ্ধনি ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
প্রীত্যা পরময়া যুক্তা আশীর্ভির্যুঞ্জতাতুলম্।
ততোঽভিগম্য ত্বরিতা পূর্ণেন্দুসদৃশাননা ॥২২॥
ববন্দে দ্রৌপদীং ভদ্রা প্রেষ্যাহমিতি চাব্রবীৎ।
প্রত্যুত্থায় তদা কৃষ্ণা স্বসারং মাধবস্য চ ॥২৩॥
পরিষ্বজ্যাবদৎ প্রীত্যা নিঃসপত্নোঽস্তু তে পতিঃ।
তথৈব মুদিতা ভদ্রা তামুবাচৈবমস্ত্বিতি ॥২৪॥ (বিশেষকম্)
ততস্তে হৃষ্টমনসঃ পাণ্ডবেয়া মহারথাঃ।
কুন্তী চ পরমপ্রীতা বভূব জনমেজয়! ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। শ্রেষ্ঠং ভবনমাসাদ্য, তত্রৈব কুন্ত্যাঃ স্থিতত্বাদিতি ভাবঃ। পৃথুতাম্রাক্ষী বিশাল-রক্তনয়না। পৃথাং কুন্তীম্। তাং ভদ্রাম্ ॥২০—২১॥

প্রীত্যেতি। যুঞ্জতেত্যার্ষঃ প্রয়োগঃ। অযুঙ্ক্তেত্যর্থঃ। অহং প্রেষ্যা তব দাসী। কৃষ্ণা দ্রৌপদী। পরিষ্বজ্য আলিঙ্গ্য। নিঃসপত্নঃ শত্রুশূন্যঃ ॥২২—২৪॥

তত ইতি। হৃষ্টমনসো বভূবুরিতি শেষঃ, উভয়ত্রাপি সুভদ্রায়া লাভাদিতি ভাবঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তৎ সম্বন্ধাৎ; পট্টমহিষীবেশেন দ্রৌপদ্যাঃ কোপো মাভূদিতি ভাবঃ ॥১৯—২০॥ ভদ্রা সুভদ্রা

তদনন্তর বিশালরক্তনয়না বীরপত্নী উত্তম রমণী যশস্বিনী সুভদ্রা সেই বেশে অত্যন্ত শোভা পাইতে থাকিয়া, প্রধান ভবনে যাইয়া, কুন্তীদেবীকে নমস্কার করিলেন; তখন কুন্তীদেবী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুভদ্রার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন ॥২০—২১॥

এবং তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অসাধারণ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর, পূর্ণচন্দ্রমুখী সুভদ্রা সত্বর যাইয়া দ্রৌপদীকে নমস্কার করিলেন এবং বলিলেন—'আমি আপনার দাসী'। তখন দ্রৌপদী উঠিয়া কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রীতিসহকারে বলিলেন—'তোমার পতি শত্রুশূন্য হউন'। সেইরূপ সুভদ্রাও আনন্দিত হইয়া বলিলেন—'এইরূপই হউক' ॥২২—২৪॥

তাহার পর, মহারথ পাণ্ডবগণ আনন্দিত হইলেন এবং কুন্তীদেবীও পরম প্রীতি লাভ করিলেন ॥২৫॥

শ্রুত্বা তু পুণ্ডরীকাক্ষঃ সংপ্রাপ্তং স্বং পুরোত্তমম্।
অর্জ্জুনং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠমিন্দ্রপ্রস্থগতং তদা ॥২৬॥
আজগাম বিশুদ্ধাত্মা সহ রামেণ কেশবঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধকমহামাত্রৈঃ সহ বীরৈর্মহারথৈঃ ॥২৭॥
ভ্রাতৃভিশ্চ কুমারৈশ্চ যোধৈশ্চ বহুভির্বৃতঃ।
সৈন্যেন মহতা শৌরিরভিগুপ্তঃ পরন্তপঃ ॥২৮॥ (বিশেষকম্)
তত্র দানপতির্ধীমানাজগাম মহাযশাঃ।
অক্রূরো বৃষ্ণিবীরাণাং সেনাপতিররিন্দমঃ ॥২৯॥
অনাধৃষ্টির্মহাতেজা উদ্ধবশ্চ মহাযশাঃ।
সাক্ষাদ্বৃহস্পতেঃ শিষ্যো মহাবুদ্ধির্মহামনাঃ ॥৩০॥
সত্যকঃ সাত্যকিশ্চৈব কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ।
প্রদ্যুম্নশ্চৈব শাম্বশ্চ নিশঠঃ শঙ্কুরেব চ ॥৩১॥
চারুদেষ্ণশ্চ বিক্রান্তো ঝিল্লী বিপৃথুরেব চ।
সারণশ্চ মহাবাহুর্গদশ্চ বিদুষাং বরঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি। সম্প্রাপ্তমাগতম্। বৃষ্ণ্যন্ধকয়োর্ব্বংশয়োর্মধ্যে যে মহামাত্রাঃ প্রধানাস্তৈঃ। যোধৈর্যোদ্ধৃভিঃ। শূরস্যাপত্যং পৌত্র ইতি শৌরিঃ। অভিগুপ্তঃ সর্ব্বতো রক্ষিতঃ ॥২৬—২৮॥

তত্রেতি। দানপতির্দানশৌণ্ডঃ। অক্রূরো নাম ॥২৯॥

অনাধৃষ্টিরিতি। অনাধৃষ্টিপ্রভৃতীনি নামানি। সাত্বতস্তদ্বংশীয়ঃ। বিক্রান্তো বিক্রম-

ভারতভাবদীপঃ

॥২১॥ যুগ্নত অযুঙক্ত ॥২২—২৬॥ মহামাত্রৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ ॥২৭—২৮॥ দানপতিরিত্যক্রূরস্যৈব

এদিকে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন আপনাদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন ইহা শুনিয়া বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় প্রধান প্রধান লোক, বীরগণ, মহারথগণ, ভ্রাতৃগণ, কুমারগণ ও যোদ্ধৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এবং বিশাল সৈন্যগণে রক্ষিত থাকিয়া, শত্রুসন্তাপী কৃষ্ণ বলরামের সহিত সে স্থানে আগমন করিলেন ॥২৬—২৮॥

দানবীর, বুদ্ধিমান্, যশস্বী, বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের সেনাপতি ও শত্রুহন্তা অক্রূর সেখানে আসিলেন ॥২৯॥

এবং তেজস্বী অনাধৃষ্টি, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য, বুদ্ধিমান্, উদারচেতা ও যশস্বী উদ্ধব, সত্যক, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, শঙ্কু, বিক্রমশালী চারুদেষ্ণ, ঝিল্লী, বিপৃথু, মহাবাহু সারণ এবং জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ গদ, ইঁহারা এবং

এতে চান্যে চ বহবো বৃষ্ণিভোজান্ধকাস্তথা।
আজগ্মুঃ খাণ্ডবপ্রস্থমাদায় হরণং বহু ॥৩৩॥ (কলাপকম্)
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা শ্রুত্বা মাধবমাগতম্।
প্রতিগ্রহার্থং কৃষ্ণস্য যমৌ প্রাস্থাপয়ত্তদা ॥৩৪॥
তাভ্যাং প্রতিগৃহীতস্তু বৃষ্ণিচক্রং মহর্দ্ধিমৎ।
বিবেশ খাণ্ডবপ্রস্থং পতাকাধ্বজশোভিতম্ ॥৩৫॥
সংমৃষ্টসিক্তপন্থানং পুষ্পপ্রকরশোভিতম্।
চন্দনস্য রসৈঃ শীতৈঃ পুণ্যগন্ধৈর্নিষেবিতম্ ॥৩৬॥
দহ্যতাঽগুরুণা চৈব দেশে দেশে সুগন্ধিনা।
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং বণিগ্‌ভিরুপশোভিতম্ ॥৩৭॥
প্রতিপেদে মহাবাহুঃ সহ রামেণ কেশবঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধকৈস্তথা ভোজৈঃ সমেতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥৩৮॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

শালী। হ্রিয়ত ইতি হরণং যৌতুকধনম্। "হরণঞ্চ হৃতৌ দোষ্ণি যৌতুকাদিধনেঽপি চ।" ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥৩০—৩৩॥

তত ইতি। প্রতিগ্রহার্থম্ আদরেণাগমনাঙ্গীকারার্থম্। যমৌ নকুলসহদেবৌ ॥৩৪॥

তাভ্যামিতি। বৃষ্ণিচক্রং যাদবসমূহঃ, মহর্দ্ধিমৎ ধনরত্নাদিভিরতীবসমৃদ্ধম্ ॥৩৫॥

সংমৃষ্টেতি। আদৌ সংমৃষ্টাঃ পরিষ্কৃতাঃ পরঞ্চ সিক্তা ধৌতাঃ পন্থানো যত্র তম্। পুষ্পাণাং প্রকরৈর্বিক্ষিপ্তৈঃ সমূহৈঃ শোভিতম্। দহ্যতা দহ্যমানেন, অগুরুণা সুরভিদ্রব্যবিশেষেণ সুবাসিতমিন্দ্রপ্রস্থমিতি শেষঃ। প্রতিপেদে প্রাপ্তবান্ ॥৩৬—৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

কর্ম্মজং নাম ॥২৯—৩২॥ হরণং প্রীতিদায়ম্ ॥৩৩॥ প্রতিগ্রহার্থং সম্মানেন আনেতুম্ ॥৩৪—৩৭॥

অন্যান্য বহুতর বৃষ্ণিবংশীয়, ভোজবংশীয় ও অন্ধকবংশীয়েরা প্রচুর যৌতুকধন লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলেন ॥৩০—৩৩॥

তাহার পর, রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে আদরপূর্ব্বক আনিবার জন্য তখনই নকুল ও সহদেবকে পাঠাইয়া দিলেন ॥৩৪॥

তাঁহারা যাইয়া আদরপূর্ব্বক প্রবেশ করিবার আগ্রহ জানাইলে, মহাসমৃদ্ধিশালী যাদবগণ পতাকা-ধ্বজ-শোভিত ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥৩৫॥

এবং বলরামের সহিত কৃষ্ণও আসিয়া প্রবেশ করিলেন; তাঁহাদের সঙ্গে বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয়েরাও অনেকেই ছিলেন। তাহার পূর্ব্বেই ইন্দ্রপ্রস্থের সমস্ত পথগুলিকে পরিষ্কার করিয়া প্রক্ষালন করিয়া রাখিয়াছিল,

সম্পূজ্যমানঃ পৌরৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ সহস্রশঃ।
বিবেশ ভবনং রাজ্ঞঃ পুরন্দরগৃহোপমম্ ॥৩৯॥
যুধিষ্ঠিরস্তু রামেণ সমাগচ্ছদ্‌যথাবিধি।
মূর্দ্ধ্নি কেশবমাঘ্রায় বাহুভ্যাং পরিষস্বজে ॥৪০॥
তং প্রীয়মাণো গোবিন্দো বিনয়েনাভ্যপূজয়ৎ।
ভীমঞ্চ পুরুষব্যাঘ্রং বিধিবৎ প্রত্যপূজয়ৎ ॥৪১॥
তাংশ্চ বৃষ্ণ্যন্ধকশ্রেষ্ঠান্ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রতিজগ্রাহ সৎকারৈর্যথাবিধি যথাগতম্ ॥৪২॥
গুরুবৎ পূজয়ামাস কাংশ্চিৎ কাংশ্চিদ্বয়স্যবৎ।
কাংশ্চিদভ্যবদৎ প্রেম্ণা কৈশ্চিদপ্যভিবাদিতঃ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

সম্পূজ্যমান ইতি। বিবেশ কেশব ইতি সম্বন্ধঃ। রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্য ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠির ইতি। যথাবিধি রামস্যাপি কনিষ্ঠত্বাৎ সাশীর্বাদম্ ॥৪০॥

তমিতি। তং যুধিষ্ঠিরম্। অভ্যপূজয়ৎ প্রত্যপূজয়ৎ প্রাণমৎ, উভয়োরপি জ্যেষ্ঠত্বাৎ ॥৪১॥

তানিতি। যথাগতং প্রাচীনেভ্যো যথাবগতম্ ॥৪২॥

গুরুবদিতি। কাংশ্চিৎ সম্পর্কেণ বয়সা চ জ্যেষ্ঠান্, পূজয়ামাস পাদগ্রহণেন। কাংশ্চিৎ সমবয়স্কান্, পূজয়ামাস আলিঙ্গনেন সম্মানয়ামাস। কাংশ্চিৎ অজ্ঞাতসম্পর্কান্ বয়োমাত্রেণ জ্যেষ্ঠান্। অভ্যবদৎ অভিবাদিতবান্। কৈশ্চিদ্বয়ঃকনিষ্ঠৈঃ ॥৪৩॥

নানাবিধ ফুল ছড়াইয়া দিয়াছিল এবং স্থানে স্থানে সুগন্ধি অগুরু দগ্ধ করিতেছিল এবং সে নগরটী হৃষ্ট-পুষ্ট লোক পরিপূর্ণ ও বণিক্‌সমূহে পরিশোভিত ছিল ॥৩৬—৩৮॥

কৃষ্ণ আসিয়া প্রবেশ করিলে, সহস্র সহস্র পুরবাসীরা ও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার সম্মান করিতে লাগিলেন; এই অবস্থায় তিনি ইন্দ্রভবনতুল্য যুধিষ্ঠিরভবনে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠির আশীর্ব্বাদ করিয়া বলরামকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কৃষ্ণের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকেও আলিঙ্গন করিলেন ॥৪০॥

কৃষ্ণও আনন্দিতচিত্তে বিনয়পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেনকে যথানিয়মে প্রণাম করিলেন ॥৪১॥

তাহার পর, যুধিষ্ঠির প্রাচীনদের নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন, সেইভাবে যথানিয়মে বৃষ্ণিবংশীয় ও অন্ধকবংশীয় প্রধান প্রধান লোকদিগকে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন ॥৪২॥

তেষাং দদৌ হৃষীকেশো জন্যার্থে ধনমুত্তমম্।
হরণং বৈ সুভদ্রায়া জ্ঞাতিদেয়ং মহাযশাঃ ॥৪৪॥
রথানাং কাঞ্চনাঙ্গানাং কিঙ্কিণীজালমালিনাম্।
চতুর্যুজামুপেতানাং সূতৈঃ কুশলশিক্ষিতৈঃ ॥৪৫॥
সহস্রং প্রদদৌ কৃষ্ণো গবামযুতমেব চ।
শ্রীমন্মাথুরদেশ্যানাং দোগ্ধ্রীণাং পুণ্যবর্চ্চসাম্ ॥৪৬॥ (যুগ্মকম্)
বড়বানাঞ্চ শুদ্ধানাং চন্দ্রাংশুসমবর্চ্চসাম্।
দদৌ জনার্দ্দনঃ প্রীত্যা সহস্রং হেমভূষিতম্ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। জন্যার্থে বরস্নিগ্ধজনার্থে। "জন্যো জামাতৃবৎসলে" ইতি হেমচন্দ্রঃ। হরণং যৌতুকধনম্। "হরণং যৌতুকদ্রব্যে ভুজেঽপি হরণং হৃতৌ" ইতি বিশ্বঃ ॥৪৪॥

রথানামিতি। কাঞ্চনাঙ্গনাং স্বর্ণখচিতানাম্। চতুরোঽশ্বান্ যুঞ্জত ইতি তেষাম্, কুশলং নিপুণং যথা স্যাত্তথা শিক্ষিতৈঃ, সূতৈঃ সারথিভিঃ, উপেতানাং যুক্তানাম্। শ্রীমত্যঃ কান্তিমত্যশ্চ তা মাথুরদেশ্যা মথুরাদেশোদ্ভবাশ্চেতি তাসাম্, দোগ্ধ্রীণাং বহুক্ষীরাণাম্। "দোগ্ধ্রী বহুক্ষীরা" ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে স্মার্ত্তঃ। পুণ্যবর্চ্চসাং দর্শনমাত্রমেব পুণ্যজনক-কান্তীনাম্ ॥৪৫—৪৬॥

বড়বানামিতি। বড়বানামশ্বীনাম্। চন্দ্রাংশুসমবর্চ্চসাং শুভ্রবর্ণানামিত্যর্থঃ ॥৪৭॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রতিপেদে প্রাপ্তবান্ খাণ্ডবপ্রস্থমিতি সম্বন্ধঃ ॥৩৮—৪৩॥ জন্যার্থে জনী বধূঃ তামর্হন্তো জন্যাঃ বরপক্ষীয়াঃ তেষামর্থে ॥৪৪॥ চতুর্যুজাং বাহচতুষ্কযুজাম্ ॥৪৫॥ সহস্রং রথানাং গবাং দোগ্ধ্রীণাম্

এবং তিনি সম্পর্কে ও বয়সে জ্যেষ্ঠ কতকগুলি লোককে গুরুর ন্যায় পূজা করিলেন, সমবয়স্কদিগকে বয়স্যের ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন, আর কেবল বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে অভিবাদন করিলেন; তখন কেহ কেহ প্রণয়বশতঃ তাঁহাকেও অভিবাদন করিল ॥৪৩॥

তাহার পর, যশস্বী কৃষ্ণ বরপক্ষীয়দিগের জন্য তাঁহাদের হাতে উৎকৃষ্ট ধন উপহার দিলেন এবং সুভদ্রাকেও জ্ঞাতিগণের দেয় যৌতুক দান করিলেন ॥৪৪॥

আর, তিনি স্বর্ণখচিত, কিঙ্কিণীমালাসম্পন্ন, চারিটী অশ্বযুক্ত এবং সুশিক্ষিত সারথিচালিত সহস্র রথ উপহার দিলেন এবং মথুরাদেশজাত, পরমসুন্দর, প্রচুর দুগ্ধশালী ও পবিত্রমূর্ত্তি দশসহস্র গো দান করিলেন ॥৪৫—৪৬॥

কৃষ্ণ প্রণয়পূর্ব্বক নির্ম্মল, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ এবং স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত এক সহস্র অশ্বী দান করিলেন ॥৪৭॥

তথৈবাশ্বতরীণাঞ্চ দান্তানাং বাতরংহসাম্।
শতান্যঞ্জনকেশীনাং শ্বেতানাং পঞ্চ পঞ্চ চ ॥৪৮॥
স্নানপানোৎসবে চৈব প্রযুক্তং বয়সান্বিতম্।
স্ত্রীণাং সহস্রং গৌরীণাং সুবেশানাং সুবর্চ্চসাম্ ॥৪৯॥
সুবর্ণশতকণ্ঠীনামরোমাণাং স্বলঙ্কৃতাম্।
পরিচর্য্যাসু দক্ষাণাং প্রদদৌ পুষ্করেক্ষণঃ ॥৫০॥ (যুগ্মকম্)
প্রষ্ঠানামপি চাশ্বানাং বাহ্লিকানাং জনার্দ্দনঃ।
দদৌ শতসহস্রাণি কন্যাধনমনুত্তমম্ ॥৫১॥
কৃতাকৃতস্য মুখ্যস্য কনকস্যাগ্নিবর্চ্চসঃ।
মনুষ্যভারান্ দাশার্হো দদৌ দশ জনার্দ্দনঃ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। দান্তানাং শিক্ষিতানাম্, বাতরংহসাং বায়ুবেগানাম্, অঞ্জনবৎ কেশা যাসাং তাসাম্, অথ চ শ্বেতানাং গাত্রে শ্বেতবর্ণানাম্, পঞ্চ পঞ্চ চ শতানি দদাবিত্যনুকর্ষঃ ॥৪৮॥

স্নানেতি। প্রযুক্তং নিযুক্তপূর্ব্বম্। বয়সা যৌবনেন, "বয়ঃ পক্ষিণি বাল্যাদৌ যৌবনে চ নপুংসকম্" ইতি মেদিনী। গৌরীণাং গৌরবর্ণানাম্। সুবর্চ্চসাং শোভনলাবণ্যানাম্। অরোমাণাং গাত্রে রোমহীনানাম্। সুষ্ঠু অলঙ্কুর্ব্বন্তীতি তাসাম্ ॥৪৯—৫০॥

প্রষ্ঠানামিতি। প্রষ্ঠানাং বেগাদগ্রগামিনাম্। কন্যাধনং যৌতুকম্ ॥৫১॥

কৃতেতি। কৃতমলঙ্কারাদিরূপেণ ঘটিতঞ্চ তদকৃতং মূলরূপেণ স্থিতঞ্চেতি কৃতাকৃতং তস্য। অগ্নিবর্চ্চসঃ অগ্নিবদুজ্জ্বলস্য। দশ মনুষ্যভারান্ দশভির্মনুষ্যৈর্ব্বোঢ়ুং শক্যান্ রাশীন্ ॥৫২॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৪৬॥ বড়বানাম্ অশ্বানাম্ ॥৪৭—৪৮॥ গৌরীণাম্ অদৃষ্টরজসাম্ ॥৪৯॥ সুবর্ণশতং সুবর্ণমণিশতং কণ্ঠে যাসাং তাসাম্। অরোমাণাম্ অহুল্বিন্নরোমাবলীনাম্। স্বলঙ্কৃতাং সুতরামল-

এবং মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ-কেশ-যুক্তা, গাত্রে শ্বেতবর্ণা, বায়ুর ন্যায় বেগবতী ও সুশিক্ষিতা এক সহস্র অশ্বতরী দান করিলেন ॥৪৮॥

আর, এক সহস্র গৌরবর্ণা যুবতি স্ত্রী দান করিলেন; তাহারা পূর্ব্বে স্নানে, পানে ও উৎসবে নিযুক্ত হইত এবং তাহাদের বেশ ও লাবণ্য সুন্দর ছিল, কণ্ঠদেশে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার ছিল, অঙ্গে লোম ছিল না; আর তাহারা অন্যকে সাজাইয়া দিতে নিপুণ এবং পরিচর্য্যায় দক্ষ ছিল ॥৪৯—৫০॥

এবং তিনি বাহ্লিকদেশীয় অতিদ্রুতগামী এক লক্ষ উৎকৃষ্ট অশ্ব যৌতুক দিলেন ॥৫১॥

(৪৮)…শ্বেতানাং দশ পঞ্চ চ। [৫০]…অরোগাণাং স্বলঙ্কৃতাম্…।
[৫১] পৃষ্ঠ্যানামপি চাশ্বানাম্…।

গজানাস্তু প্রভিন্নানাং ত্রিধা প্রস্রবতাং মদম্ ।
গিরিকূটনিকাশানাং সমরেষ্বনিবর্ত্তিনাম্ ॥৫৩॥
কৢপ্তানাং পটুঘণ্টানাং চারুণাং হেমমালিনাম্ ।
হস্ত্যারোহৈরুপেতানাং সহস্রং সাহসপ্রিয়ঃ ॥৫৪॥
রামঃ পাণিগ্রহণিকং দদৌ পার্থায় লাঙ্গলী ।
প্রীয়মাণো হলধরঃ সম্বন্ধং প্রতিমানয়ন্ ॥৫৫॥ (বিশেষকম্)
স মহাধনরত্নৌঘো বস্ত্রকম্বলফেনবান্ ।
মহাগজমহাগ্রাহঃ পতাকাশৈবলাকুলঃ ॥৫৬॥
পাণ্ডুসাগরমাবিধ্য প্রবিবেশ মহানদঃ ।
পূর্ণমাপূরয়ংস্তেষাং দ্বিষচ্ছোকাবহোঽভবৎ ॥৫৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

গজানামিতি। প্রভিন্নানাং মত্তানাম্। ত্রিধা গণ্ডদ্বয়গুহৈঃ। গিরিকূটনিকাশানাং পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশানাম্। কৢপ্তানাং সজ্জিতানাম্। পটবো গুঞ্জনদক্ষা ঘণ্টা যেষাং তেষাম্। সাহসং প্রিয়ং যস্য সঃ। পাণিগ্রহণেন সংসৃষ্টমিতি পাণিগ্রহণিকং যৌতুকম্। সম্বন্ধং সুভদ্রাপরিণয়নিবন্ধনং সম্পর্কম্, প্রতিমানয়ন্ শ্লাঘমানঃ ॥৫৩—৫৫॥

স ইতি। মহাধনান্যেব রত্নৌঘো যস্য সঃ, বস্ত্রাণি কম্বলানি চ ফেনা অস্য সন্তীতি সঃ, মহাগজা এব মহাগ্রাহা মহান্তো জলজন্তবো যস্য সঃ, তথা পতাকা এব শৈবলাস্তৈরাকুলো ব্যাপ্তঃ, স যৌতুকরাশিরূপো মহানদঃ, আবিধ্য সংসৃজ্য, ধনৈর্জলৈশ্চ পূর্ণমপি, আপূরয়ন্, পাণ্ডুঃ পাণ্ডুপুত্রগণ এব সাগরস্তম্, প্রবিবেশ ; প্রবিশ্য চ তেষাং পাণ্ডুপুত্রাণাম্, যে দ্বিষন্তস্তেষাং শোকাবহঃ অভবৎ। সুন্দরং সাঙ্গমিদং রূপকম্ ॥৫৬—৫৭॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃতানাম্ ॥৫০॥ পৃষ্ঠ্যানাং পৃষ্ঠবাহিনাম্। বাহ্লিকানাং বাহ্লিকদেশজানাম্ ॥৫১॥ কৃতাকৃতস্য কৃতমাকরজং ধমনাদিনা সাধিতম্, অকৃতং জাম্বূনদং স্বতঃসিদ্ধং তস্য ॥৫২॥ প্রভিন্নানাং

আর, দশ জন মানুষে বহন করিতে পারে এত পরিমাণে সোণার তৈয়ারি জিনিষ এবং আদত সোণা যৌতুক দিলেন ॥৫২॥

বলরামও অর্জ্জুনকে এক হাজার হাতী যৌতুক দিলেন ; সেই পর্ব্বতশৃঙ্গপ্রমাণ মদমত্ত হাতীগুলি যুদ্ধে ফিরিত না, গণ্ডযুগল ও গুহ্যদেশ হইতে মদস্রাব করিত এবং স্বর্ণমালায় ভূষিত, শিক্ষিত ও দেখিতে সুন্দর ছিল ; সে গুলির গলদেশে ঘণ্টা ছিল এবং সঙ্গে মাহুত ছিল ॥৫৩—৫৫॥

সেই যৌতুকরূপ মহানদ যাইয়া পাণ্ডবরূপ সাগরে প্রবেশ করিল ; ধনরাশি ছিল তাহার রত্নসমূহ, বস্ত্র ও কম্বল ছিল তাহার ফেন, বিশাল হস্তিগণ

[৫৭] পাণ্ডসাগরমাবিদ্ধঃ প্রবিবেশ মহাধনঃ··· ।

প্রতিজগ্রাহ তৎ সর্ব্বং ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
পূজয়ামাস তাংশ্চৈব বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথান্ ॥৫৮॥
তে সমেতা মহাত্মানঃ কুরুবৃষ্ণ্যন্ধকোত্তমাঃ।
বিজহ্রুরমরাবাসে নরাঃ সুকৃতিনো যথা ॥৫৯॥
তত্র তত্র মহাযানৈরুৎক্রুষ্টতলনাদিতৈঃ।
যথাযোগং যথাপ্রীতি বিজহ্রুঃ কুরুবৃষ্ণয়ঃ ॥৬০॥
এবমুত্তমবীর্য্যাস্তে বিহৃত্য দিবসান্ বহূন্।
পূজিতাঃ কুরুভির্জগ্মুঃ পুনর্দ্বারবতীং পুরীম্ ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

প্রতীতি। তদ্ যৌতুকরূপং সর্ব্বং ধনম্। পূজয়ামাস শুশ্রূষালাপাদিভিঃ ॥৫৮॥

ত ইতি। সমেতাঃ সম্মিলিতাঃ। অমরাবাসে স্বর্গলোকে। সুকৃতিনঃ পুণ্যবন্তঃ ॥৫৯॥

তত্রেতি। উৎক্রুষ্টানি উচ্চৈঃশব্দিতানি যানি তলানি নিম্নচক্রাণি তৈর্নাদিতৈঃ শব্দিতৈঃ ॥৬০॥

এবমিতি। উত্তমবীর্য্যা মহাবলাঃ, তে যাদবাঃ। কুরুভির্যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ ॥৬১॥

ভারতভাবদীপঃ

মত্তানাম্, ত্রিধা গণ্ডগুহ্যকর্ণমূলৈঃ ॥৫৩—৫৫॥ সরস্বৌঘঃ পাণ্ডুসাগরং প্রবিবেশ ইতি সম্বন্ধঃ ॥৫৬॥ আবিদ্ধঃ সর্ব্বতো বিপ্রকীর্ণঃ, মহাধনো বহুমূল্যঃ ॥৫৭—৫৯॥ তত্রেতি। তলস্তন্ত্রীনাদঃ

ছিল বিশাল জলজন্তুসমূহ এবং পতাকা ছিল শৈবল (সেওলা)। এহেন মহানদ সেই পূর্ণ সমুদ্রকে অধিক পূর্ণ করিয়া পাণ্ডবশত্রুগণের উদ্বেগ জন্মাইয়াছিল ॥৫৬—৫৭॥

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সে সমস্ত যৌতুকধনই গ্রহণ করিলেন এবং সম্ভাষণ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা সেই বৃষ্ণিবংশীয় ও অন্ধকবংশীয় মহারথদিগকে সম্মানিত করিলেন ॥৫৮॥

তাহার পর সেই কুরু, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহাত্মারা মিলিত হইয়া, পুণ্যবান্ লোকেরা যেমন স্বর্গলোকে বিহার করেন, সেইরূপ বিহার করিতে লাগিলেন ॥৫৯॥

তাঁহারা উত্তম উত্তম যানে আরোহণ করিয়া সুবিধা অনুসারে এবং আমোদ সহকারে বিহার করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের যানভ্রমণের সময়ে সুন্দর চক্রশব্দ হইত ॥৬০॥

বলবান্ যাদবগণ এই ভাবে অনেক দিন আমোদ করিয়া, যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া পুনরায় দ্বারকানগরে গমন করিলেন ॥৬১॥

---

[৬০] তত্র তত্র মহানাদৈঃ…। [৬১]…পুনর্দ্বারবতীং প্রতি।

রামং পুরস্কৃত্য যযুর্ব্বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথাঃ।
রত্নান্যাদায় শুভ্রাণি দত্তানি কুরুসত্তমৈঃ ॥৬২॥
বাসুদেবস্তু পার্থেন তত্রৈব সহ ভারত ! ।
উবাস নগরে রম্যে শক্রপ্রস্থে মহামনাঃ ॥৬৩॥
ব্যচরদ্যমুনাতীরে মৃগয়াং স মহাযশাঃ।
মৃগান্ বিধ্যন্ বরাহাংশ্চ রেমে সার্দ্ধং কিরীটিনা ॥৬৪॥
ততঃ সুভদ্রা সৌভদ্রং কেশবস্য প্রিয়া স্বসা।
জয়ন্তমিব পৌলোমী খ্যাতিমন্তমজীজনৎ ॥৬৫॥
দীর্ঘবাহুং মহোরস্কং বৃষভাক্ষমরিন্দমম্।
সুভদ্রা সুষুবে বীরমভিমন্যুং নরর্ষভম্ ॥৬৬॥
অভিশ্চ মন্যুমাংশ্চৈব ততস্তমরিমর্দ্দনম্।
অভিমন্যুমিতি প্রাহুরার্জ্জুনিং পুরুষর্ষভম্ ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

অথ সর্ব্ব এব কিং জগ্মুরিত্যাহ রামমিতি। শুভ্রাণি নির্ম্মলানি ॥৬২॥

বাসুদেব ইতি। পার্থেন অর্জ্জুনেন, সখিত্বেন যোগ্যত্বাৎ। শক্রপ্রস্থে ইন্দ্রপ্রস্থে ॥৬৩॥

ব্যচরদিতি। স বাসুদেবঃ। রেমে আননন্দ। কিরীটিনা অর্জ্জুনেন ॥৬৪॥

তত ইতি। স্বসা ভগিনী। পৌলোমী ইন্দ্রাণী। খ্যাতিমন্তং যশস্বিনম্ ॥৬৫॥

দীর্ঘেতি। মহোরস্কং বিশালবক্ষসম্। বৃষভাক্ষং বৃষতুল্যনয়নম্। সর্ব্বমিদং ভাবিনি ভূতবদুপচারাৎ ॥৬৬॥

নম্বভিমন্যুনাম্নঃ কোঽর্থ ইত্যাহ অভিরিতি। ন বিদ্যতে ভীর্ভয়ং যস্য সঃ অভিঃ। হ্রস্বত্বমার্ষম্। মন্যুমান্ ক্রোধী, "মন্যুর্দৈন্যে ক্রতৌ ক্রুধি" ইত্যমরঃ। আর্জ্জুনিমর্জ্জুনাপত্যম্ ॥৬৭॥

তাঁহারা যুধিষ্ঠিরপ্রদত্ত নির্ম্মল ধন-রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক বলরামকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চলিয়া গেলেন ॥৬২॥

কিন্তু কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত সেই মনোহর ইন্দ্রপ্রস্থনগরেই রহিলেন ॥৬৩॥

তিনি মৃগয়া করতঃ যমুনাতীরে বিচরণ করিতেন এবং অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া হরিণ ও শূকর বিদ্ধ করতঃ আনন্দিত হইতেন ॥৬৪॥

তাহার পর, শচীদেবী যেমন যশস্বী জয়ন্তকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৃষ্ণের প্রিয়তমা ভগিনী সুভদ্রা অভিমন্যুকে প্রসব করিলেন ॥৬৫॥

ক্রমে, সেই অভিমন্যু দীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষা, বৃষতুল্যনয়ন, শত্রুহন্তা, মহাবীর ও নরশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন ॥৬৬॥

[৬৫]···দ্যুতিমন্তমজীজনৎ। [৬৭] অভীশ্চ মন্যুমাংশ্চৈব···।

মহাভারতম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

আদিপর্ব্ব

সপ্তদশখণ্ডম্

দর্শনাচার্য্য

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

শব্দাচার্য্য-পুরাণশাস্ত্রি-সাংখ্যরত্ন-ব্যাকরণতীর্থ-কাব্যতীর্থ-

স্মৃতিতীর্থোপাধিমতা মহোপদেশকেন

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

কলিকাতা ৪১ সংখ্যকসুরিবর্ষ্য স্বসিদ্ধান্তবিদ্যালয়াৎ

সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব সম্পাদিতং প্রকাশিতঞ্চ

গ্রাহকপক্ষে মূল্যং ১৻

সাধারণপক্ষে মূল্যং ১।০

স সাত্বত্যামতিরথঃ সম্বভূব ধনঞ্জয়াৎ।
মখে নির্ম্মথনেনেব শমীগর্ভাদ্‌হুতাশনঃ ॥৬৮॥
যস্মিন্ জাতে মহাতেজাঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অযুতং গা দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদান্নিষ্কাংশ্চ ভারত! ॥৬৯॥
দয়িতো বাসুদেবস্য বাল্যাৎ প্রভৃতি চাভবৎ।
পিতৃণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং প্রজানামিব চন্দ্রমাঃ ॥৭০॥
জন্মপ্রভৃতি কৃষ্ণশ্চ চক্রে তস্য ক্রিয়াঃ শুভাঃ।
স চাপি ববৃধে বালঃ শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥৭১॥
চতুষ্পাদং দশবিধং ধনুর্ব্বেদমরিন্দমঃ।
অর্জ্জুনাদ্বেদ বেদজ্ঞঃ সকলং দিব্যমানুষম্ ॥৭২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। সাত্বত্যাং সাত্বতবংশ্যায়াং সুভদ্রায়াম্। মখে যজ্ঞে ॥৬৮॥

যস্মিন্নিতি। নিষ্কান্ স্বর্ণালঙ্কারান্। "পলমগুনয়োর্নিষ্কঃ" ইত্যনেকার্থধ্বনিমঞ্জরিঃ ॥৬৯॥

দয়িত ইতি। দয়িতঃ প্রিয়ঃ। পিতৃণাং পিতৃপর্য্যায়াণাং যুধিষ্ঠিরাদীনাম্ ॥৭০॥

জন্মেতি। ক্রিয়াঃ সংস্কারকর্ম্মাণি, চক্রে বাৎসল্যাতিশয়াৎ প্রতিনিধিত্বেন ॥৭১॥

চতুষ্পাদমিতি। চত্বারঃ পাদাঃ শিক্ষাভ্যাসপ্রয়োগোপসংহারবিষয়কা অবয়বা যস্য তম্।

ভারতভাবদীপঃ

গায়ন্তো বাদয়ন্তশ্চ বিজহ্রুরিত্যর্থঃ ॥৬০—৬৬॥ অভীর্নির্ভয়ঃ, অভিরিতি হ্রস্বত্বমার্ষম্, মন্যুমান্ ক্রোধবান্ অতিশূর ইত্যর্থঃ ॥৬৭॥ শমীগর্ভাৎ শমীগর্ভে জাতাদশ্বত্থাৎ। নির্ম্মথনেন অধরারণ্যাং সজ্ঘর্ষণেন, অত্রাশ্বত্থবদর্জ্জুনঃ "তস্মার্দ্ধো বা এষ আত্মনো যৎপত্নী" ইতি শ্রুতেরধঃস্থার্দ্ধদেহরূপত্বাদধরারণীবৎ সুভদ্রা, অগ্নিবদভিমন্যুরিতি সাম্যম্ ॥৬৮॥ নিষ্কান্ সুবর্ণমণিমালাঃ ॥৬৯—৭০॥ ক্রিয়াঃ লালনপালনালঙ্করণাদিকাঃ ॥৭১॥ চতুষ্পাদমিতি—"মন্ত্রমুক্তং পাণিমুক্তং

পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই অর্জ্জুনপুত্রের ভয় ছিল না এবং ক্রোধ ছিল বলিয়া সকলেই তাঁহাকে 'অভিমন্যু' বলিত ॥৬৭॥

যজ্ঞে মন্থন করায় শমীবৃক্ষের ভিতর হইতে অগ্নির ন্যায়, সেই অতিরথ অভিমন্যু অর্জ্জুন হইতে সুভদ্রার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন ॥৬৮॥

যিনি জন্মিলে পর যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে দশ হাজার গরু এবং স্বর্ণালঙ্কার দান করিয়াছিলেন ॥৬৯॥

চন্দ্র যেমন লোকের প্রিয়, সেইরূপ অভিমন্যু বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির প্রিয় হইয়াছিলেন ॥৭০॥

এই জন্যই কৃষ্ণ অভিমন্যুর জন্ম হইতেই তাঁহার সমস্ত শুভকার্য্য করিয়াছিলেন এবং অভিমন্যুও শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন ॥৭১॥

বিজ্ঞানেষ্বপি চাস্ত্রাণাং সৌষ্ঠবে চ মহাবলঃ।
ক্রিয়াস্বপি চ সর্ব্বাসু বিশেষানভ্যশিক্ষয়ৎ ॥৭৩॥
আগমে চ প্রয়োগে চ চক্রে তুল্যমিবাত্মনা।
তুতোষ পুত্রং সৌভদ্রং প্রেক্ষমাণো ধনঞ্জয়ঃ ॥৭৪॥

ভারতকৌমুদী

দশবিধং ভরত সাত্বত-কাশ্যপ-কৌশিকালীঢ়-প্রত্যালীঢ়াম্বুপদ-বিশাখ-দুর্দ্ধর-মণ্ডল-বিবৃততয়া দশপ্রকারম্। বেদ শিশিক্ষে। দিব্যঃ স্বর্গীয়শ্চাসৌ মানুষো মর্ত্ত্যীয়শ্চেতি তম্ ॥৭২॥

বিজ্ঞানেষ্বিতি। বিজ্ঞানেষু বৈশিষ্ট্যেন জ্ঞানেষু। সৌষ্ঠবেষু সুষ্ঠুপ্রয়োগেষু। মহাবলোঽর্জ্জুনঃ। ক্রিয়াসু উৎপ্লবনাদিদৈহিকব্যাপারেষু। বিশেষান্ অতিরেকান্, অভ্যশিক্ষয়ৎ সাকল্যেনাশিক্ষয়ৎ, অভিমন্যুমিতি শেষঃ ॥৭৩॥

আগম ইতি। আগমে অস্ত্রাণাং জ্ঞানে, প্রয়োগে তেষাং চালনে চ। সর্ব্বৈঃ সংহন্যন্তে

ভারতভাবদীপঃ

মুক্তামুক্তং তথৈব চ। অমুক্তঞ্চ ধনুর্ব্বেদে চতুষ্পাচ্ছস্ত্রমীরিতম্ ॥" যস্য প্রয়োগ এবাস্তি ন তু উপসংহারঃ তদাদ্যম্, বাণাদি দ্বিতীয়ম্, প্রয়োগোপসংহারাভ্যাং যুক্তং তৃতীয়ম্, চতুর্থং মন্ত্রসাধিতং ধ্বজাদি, যদ্দর্শনাদেব শত্রবঃ পলায়ন্তে, যদ্বা সূত্রশিক্ষাপ্রয়োগরহস্যানীতি চত্বারো গ্রন্থপাদাঃ। দশবিধং গ্রন্থার্থানুষ্ঠানং যথা—"আদানমথ সন্ধানং মোক্ষণং বিনিবর্ত্তনম্। স্থানং মুষ্টিঃ প্রয়োগশ্চ প্রায়শ্চিত্তানি মণ্ডলম্। রহস্যঞ্চেতি দশধা ধনুর্ব্বেদাঙ্গমিষ্যতে ॥" আদানং বাণস্য নিষঙ্গাৎ, সন্ধানং মৌর্ব্ব্যা যোগঃ, মোক্ষণং লক্ষ্যে নিপাতনম্, বিনিবর্ত্তনং হীনশক্তৌ লক্ষ্যে পাতিতস্যাস্ত্রস্য প্রত্যাবর্ত্তনম্, স্থানং মধ্যমুপমধ্যং বা ধনুষো জ্যায়াশ্চ ধারণে শরসন্ধানে চ, মুষ্টিঃ ত্র্যঙ্গুলিশ্চতুরঙ্গুলির্ব্বা, প্রয়োগঃ তর্জনীমধ্যময়োঃ মধ্যমাঙ্গুষ্ঠয়োর্ব্বা মধ্যেন বাণসংযোজনম্, প্রায়শ্চিত্তানি স্বতঃ পরতো বা প্রাপ্তস্য প্রাপ্স্যমানস্য বা জ্যাঘাতশরঘাতাদেরভিঘাতার্থাস্তলত্রাণপ্রত্যস্ত্রাদিবিধয়ঃ, মণ্ডলানি চক্রবৎ ভ্রমতা রথেন ভ্রাম্যমাণস্য লক্ষ্যস্য বেধঃ, রহস্যং শব্দাদিবেধো যুগপদনেকেষু লক্ষ্যেষু শরপাত ইত্যাদি। দিব্যং ব্রহ্মাস্ত্রাদি, মানুষং খড়্গাদি ॥৭২॥ অস্ত্রাণামকালে প্রয়োগাণাং বিজ্ঞানে বিশিষ্টে জ্ঞানে। সৌষ্ঠবে অন্যেষাং প্রয়োগপটুত্বে। ক্রিয়াসু শারীরীষু উৎসর্পণপ্রসর্পণাদিষু। বিশেষান্ আধিক্যানি। অভিতঃ সাকল্যেন অশিক্ষয়দর্জ্জুনঃ পুত্রম্ ॥৭৩॥ আগমে শাস্ত্রে প্রয়োগেঽনুষ্ঠানে ॥৭৪॥ সর্ব-

শত্রুবিজয়ী অভিমন্যু বেদ এবং সমস্ত ধনুর্ব্বেদ অর্জ্জুনের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন; যে ধনুর্ব্বেদের চারিটী পাদ ও দশটী অবস্থা আছে এবং যাহা স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥৭২॥

অর্জ্জুন অভিমন্যুকে অস্ত্রজ্ঞানে ও অস্ত্রপ্রয়োগে নিজের তুল্যই করিয়াছিলেন এবং তিনি অভিমন্যুকে দেখিয়া আনন্দলাভ করিতেন ॥৭৩॥

কেন না, অভিমন্যু শত্রুবিজয়ের সমস্ত কৌশল জানিতেন, সর্ব্বপ্রকার সুলক্ষণে লক্ষিত ছিলেন এবং বিবৃতমুখ সর্পের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ ও মহাধনুর্দ্ধর

সর্ব্বসংহননোপেতং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্।
দুর্দ্ধর্ষমৃষভস্কন্ধং ব্যাত্তাননমিবোরগম্ ॥৭৫॥
সিংহদর্পং মহেষ্বাসং মত্তমাতঙ্গবিক্রমম্।
মেঘদুন্দুভিনির্ঘোষং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্ ॥৭৬॥ (বিশেষকম্)
কৃষ্ণস্য সদৃশং শৌর্য্যে বীর্য্যে রূপে তথাকৃতৌ।
দদর্শ পুত্রং বীভৎসুর্ম্মঘবানিব তং যথা ॥৭৭॥
পাঞ্চাল্যপি তু পঞ্চভ্যঃ পতিভ্যঃ শুভলক্ষণা।
লেভে পঞ্চ সুতান্ বীরান্ শ্রেষ্ঠান্ পঞ্চাচলানিব ॥৭৮॥
যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিন্ধ্যং সুতসোমং বৃকোদরাৎ।
অর্জ্জুনাচ্ছ্রুতকর্ম্মাণং শতানীকঞ্চ নাকুলিম্ ॥৭৯॥
সহদেবাচ্ছ্রুতসেনমেতান্ পঞ্চ মহারথান্।
পাঞ্চালী সুষুবে বীরানাদিত্যানদিতির্যথা ॥৮০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সর্ব্বেতি। সর্ব্বৈরিতি সংহননানি কৌশলানি তৈঃ। ব্যাত্তাননং বিবৃতমুখম্। মহেষ্বাসং মহাধনুর্দ্ধরম্। মেঘদুন্দুভ্যোরিব নির্ঘোষো গম্ভীরঃ কণ্ঠস্বরো যস্য তম্ ॥৭৪—৭৬॥

কৃষ্ণস্যেতি। মঘবান্ ইন্দ্রঃ, যথা তং বীভৎসুং দদর্শ, তথা বীভৎসুরর্জ্জুনোঽপি, পুত্রমভিমন্যুম্, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, রূপে সৌন্দর্য্যে, তথা আকৃতৌ, কৃষ্ণস্য সদৃশং দদর্শ ॥৭৭॥

পাঞ্চালীতি। পাঞ্চাল্যপি দ্রৌপদ্যপি। অচলান্ পর্ব্বতানিব ॥৭৮॥

অথ পাঞ্চালী কতমাৎ পত্যুঃ কং সুতং লেভে ইত্যাহ যুধিষ্ঠিরাদিতি। নকুলস্যাপত্যমিতি নাকুলিস্তম্। পাঞ্চালী দ্রৌপদী। আদিত্যান্ দেবান্ ॥৭৯—৮০॥

ভারতভাবদীপঃ

সংহননোপেতং সর্ব্বৈঃ সংহননৈঃ পরাভিভাবকৈর্গুণৈরুপেতম্ ॥৭৫—৭৬॥ কৃষ্ণস্যেতি।

ছিলেন; আর তাঁহার বৃষের ন্যায় স্কন্ধ, সিংহের ন্যায় দর্প, মত্ত হস্তির ন্যায় বিক্রম, মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ ছিল ॥৭৪—৭৬॥

পূর্ব্বে ইন্দ্র যেমন অর্জ্জুনকে কৃষ্ণের তুল্য দেখিয়াছিলেন, তেমন অর্জ্জুনও অভিমন্যুকে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, সৌন্দর্য্যে ও আকৃতিতে কৃষ্ণেরই তুল্য দেখিতেন ॥৭৭॥

এদিকে শুভলক্ষণা দ্রৌপদীও পঞ্চ পতি হইতে পঞ্চ পর্ব্বতের ন্যায় পাঁচটী শ্রেষ্ঠ বীর পুত্র লাভ করিয়াছিলেন ॥৭৮॥

অদিতি যেমন দেবগণকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ দ্রৌপদী যুধিষ্ঠির

শাস্ত্রতঃ প্রতিবিন্ধ্যং তমূচুর্বিপ্রা যুধিষ্ঠিরম্।
পরপ্রহরণজ্ঞানে প্রতিবিন্ধ্যো ভবত্বয়ম্ ॥৮১॥
সুতে সোমসহস্রে তু সোমার্কসমতেজসম্।
সুতসোমং মহেষ্বাসং সুষুবে ভীমসেনতঃ ॥ ২॥
শ্রুতং কর্ম্ম মহৎ কৃত্বা নিবৃত্তেন কিরীটিনা।
জাতঃ পুত্রস্তথেত্যেবং শ্রুতকর্ম্মা ততোঽভবৎ ॥৮৩॥

ভারতকৌমুদী

অথ তেষাং প্রতিবিন্ধ্যাদিনামসু কো হেতুরিত্যাহ পঞ্চভিঃ শাস্ত্রত ইতি। অয়ং যুধিষ্ঠিরপুত্রঃ, পরপ্রহরণজ্ঞানে শত্রুকৃতপ্রহারাবগমে বিষয়ে, বিন্ধ্যস্য পর্ব্বতস্য প্রতি প্রতিপক্ষো ভবতু বিন্ধ্যপর্বত ইব পরপ্রহারং তুচ্ছং মন্যতামিত্যর্থঃ; ইত্যুক্ত্বা বিপ্রাঃ, তং যুধিষ্ঠিরং যুধিষ্ঠিরপুত্রম্, শাস্ত্রতো ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারেণ প্রতিশব্দবিন্ধ্যশব্দয়োর্যোগার্থানুসন্ধানেনেত্যর্থঃ, প্রতিবিন্ধ্যমূচুঃ ॥৮১॥

সুত ইতি। সোমসহস্রে সোমাখ্যযাগসমূহে, সুতে কৃতে সতি, পাঞ্চালী ভীমসেনতঃ, সোমার্কসমতেজসম্, মহেষ্বাসং মহাধনুর্দ্ধরম্, সুতসোমং সুষুবে। সুতে সোমে জাতত্বাৎ সুতসোমো নামেত্যাশয়ঃ ॥৮২॥

শ্রুতমিতি। তথা, শ্রুতং লোকবিশ্রুতং মহৎ তীর্থপর্য্যটনাত্মকং কর্ম্ম কৃত্বা নিবৃত্তেন, কিরীটিনা অর্জ্জুনেন করণেন, পুত্রো জাতঃ, ততঃ শ্রুতকর্ম্মা ইত্যেবং তস্য নাম অভবৎ ॥৮৩॥

ভারতভাবদীপঃ

"নরাণাং মাতুলক্রমঃ" ইতি ন্যায়েন। রেতঃসেক্তুর্নিত্যং কৃষ্ণধ্যায়িত্বেন বা কৃষ্ণস্য সদৃশম্। তম্ অর্জ্জুনং যথা মঘবান্ ॥৭৭-৮০॥ পরপ্রহরণজ্ঞানে শত্রুকৃতপ্রহারবেদনায়াং বিন্ধ্য ইব নির্ব্বিজ্ঞান ইতি প্রতিবিন্ধ্যঃ, স্পষ্টার্থমন্যৎ ॥৮১—৮৯॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৪॥

হইতে প্রতিবিন্ধ্যকে, ভীম হইতে সুতসোমকে, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকর্ম্মাকে, নকুল হইতে শতানীককে এবং সহদেব হইতে শ্রুতসেনকে প্রসব করিয়াছিলেন ॥৭৯—৮০॥

'এই যুধিষ্ঠিরের পুত্র অস্ত্রের প্রহার বুঝিবার বিষয়ে বিন্ধ্যপর্ব্বতের তুল্য হউক' এই কথা বলিয়া ব্যাকরণ অনুসারে সেই যুধিষ্ঠিরপুত্রকে 'প্রতিবিন্ধ্য' বলিতেন ॥৮১॥

বহুতর সোমযাগ করিবার পরে দ্রৌপদী ভীমসেন হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল—'সুতসোম' ॥৮২॥

অর্জ্জুন লোকবিশ্রুত মহৎ কর্ম্ম (তীর্থপর্য্যটন) করিয়া ফিরিয়া আসিয়া উৎপাদন করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পুত্রের নাম হইয়াছিল—'শ্রুতকর্ম্মা' ॥৮৩॥

শতানীকস্য রাজর্ষেঃ কৌরব্যস্য মহাত্মনঃ।
চক্রে পুত্রং সনামানং নকুলঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ॥৮৪॥
ততস্ত্বজীজনৎ কৃষ্ণা নক্ষত্রে বহ্নিদৈবতে।
সহদেবাৎ সুতং তস্মাৎ শ্রুতসেনেতি তং বিদুঃ ॥৮৫॥
একবর্ষান্তরাস্ত্বেতে দ্রৌপদেয়া যশস্বিনঃ।
অন্বজায়ন্ত রাজেন্দ্র! পরস্পরহিতৈষিণঃ ॥৮৬॥
জাতকর্ম্মাণ্যানুপূর্ব্ব্যা চূড়োপনয়নানি চ।
চকার বিধিবদ্ধৌম্যস্তেষাং ভরতসত্তম! ॥৮৭॥
কৃত্বা চ বেদাধ্যয়নং ততঃ সুচরিতব্রতাঃ।
জগৃহুঃ সর্ব্বমিষ্বস্ত্রমর্জ্জুনাদ্দিব্যমানুষম্ ॥৮৮॥

ভারতকৌমুদী

শতেতি। কৌরব্যস্য কুরুবংশীয়স্য। সমানং নাম যস্য তম্ ॥৮৪॥

তত ইতি। বহ্নিদৈবতে কৃত্তিকাখ্যে। অত্রায়মাশয়ঃ—স্কন্দঃ খলু কৃত্তিকাসু জাততয়া প্রশস্তসেনত্বান্মহাসেন ইত্যাদিনাম্নাখ্যায়তে, তদ্বদয়ং সহদেবসুতোঽপি কৃত্তিকানক্ষত্রে জাততয়া বিশ্রুতসেনত্বাৎ শ্রুতসেনেত্যাখ্যাতমিতি ॥৮৫॥

একেতি। একেন বর্ষেণ অন্তরং ব্যবধানং যেষাং তে একৈকবৎসরকনিষ্ঠা ইত্যর্থঃ ॥৮৬॥

জাতেতি। জাতকর্ম্মাণি জাতকর্ম্মাদীনি, আনুপূর্ব্ব্যা জ্যেষ্ঠানুক্রমেণ ॥৮৭॥

কৃত্বেতি। ততশ্চ উপনয়নাৎ পরম্, সুচরিতব্রতাঃ সম্যগনুষ্ঠিতব্রহ্মচর্য্যনিয়মাঃ পাণ্ডবকুমারাঃ, বেদাধ্যয়নং কৃত্বা দিব্যমানুষং স্বর্গীয়মর্ত্ত্যীয়ম্, সর্বম্, ইষ্বস্ত্রং বাণাস্ত্রম্, অর্জ্জুনাৎ, জগৃহুঃ শিশিক্ষিরে ॥৮৮॥

কুরুবংশে শতানীকনামে এক মহাত্মা রাজর্ষি ছিলেন; তাঁহারই নাম অনুসারে নকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধক নিজ পুত্রটীর নাম করিয়াছিলেন—'শতানীক' ॥৮৪॥

তাহার পর, দ্রৌপদী কৃত্তিকানক্ষত্রে সহদেবসম্ভূত একটী পুত্র প্রসব করেন; তাহাতেই তাহার নাম হইয়াছিল—'শ্রুতসেন' (টীকা দ্রষ্টব্য) ॥৮৫॥

মহারাজ! এই দ্রৌপদীর পুত্রগণ এক এক বৎসরের কনিষ্ঠ হইয়াছিল এবং তাহারা যথাসময়ে যশস্বী ও পরস্পরহিতৈষী হইয়াছিল ॥৮৬॥

ধৌম্যপুরোহিত জ্যেষ্ঠানুক্রমে এবং যথাবিধানে তাহাদের জাতকর্ম্মপ্রভৃতি সংস্কার এবং চূড়া ও উপনয়নসংস্কার করিয়াছিলেন ॥৮৭॥

তাহার পর, তাহারা যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে থাকিয়া এবং বেদাধ্যয়ন করিয়া অর্জ্জুনের নিকট সর্ব্বপ্রকার দেবাস্ত্র ও মনুষ্যাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল ॥৮৮॥

(৮৫)···সহদেবাৎ সুতং যস্মাৎ।·· শ্রুতসেনেতি যং বিদুঃ।

দিব্যগর্ভোপমৈঃ পুত্রৈর্ব্যূঢ়োরস্কৈর্মহারথৈঃ।
অন্বিতা রাজশার্দ্দূল! পাণ্ডবা মুদমাপ্নুবন্ ॥৮৯॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি হরণাহরণে চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—— ০:*:০ ———

(১৮। খাণ্ডবদাহপর্ব্ব।)

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইন্দ্রপ্রস্থে বসন্তস্তে জঘ্নুরন্যান্নরাধিপান্।
শাসনাদ্ধৃতরাষ্ট্রস্য রাজ্ঞঃ শান্তনবস্য চ ॥১॥
আশ্রিত্য ধর্ম্মরাজানং সর্ব্বলোকোঽবসৎ সুখম্।
পুণ্যলক্ষণকর্ম্মাণং স্বদেহমিব দেহিনঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

দিব্যেতি। দিব্যগর্ভোপমৈঃ স্বর্গীয়বালকতুল্যৈঃ, ব্যূঢ়োরস্কৈঃ সুদৃঢ়বক্ষোভিঃ ॥৮৯॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি হরণাহরণে চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—— :*: ——

ইন্দ্রেতি। তে পাণ্ডবাঃ, জঘ্নুঃ সৈন্যাদিহননেন বিজিতবন্তঃ। শাসনাদাদেশাৎ ॥১॥

আশ্রিত্যেতি। দেহিনঃ পুণ্যানি পুণ্যসূচকানি পুণ্যজনকানি চ লক্ষণানি ঊর্দ্ধরেখাদীনি চিহ্নানি যাগাদীনি কর্ম্মাণি চ যস্য তং তথোক্তম্, স্বদেহমিব, সর্ব্বলোকঃ, পুণ্যলক্ষণকর্ম্মাণং ধর্ম্মরাজানং যুধিষ্ঠিরম্, আশ্রিত্য, সুখমবসৎ। ধর্ম্মরাজানমিত্যার্ষত্বাদদন্তত্বাভাবঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

ইন্দ্রপ্রস্থে বসন্তস্ত ইতি ॥১॥ পুণ্যানি লক্ষণানি ঊর্দ্ধরেখাদীনি গাম্ভীর্য্যাদীনি চ কর্ম্মাণি

মহারাজ! এই ভাবে পাণ্ডবগণ দেববালকতুল্য, সুদৃঢ়বক্ষা ও মহারথ সেই পুত্রগণের সহিত মিলিত থাকিয়া আনন্দ লাভ করিতে থাকিলেন ॥৮৯॥

—— :০০: ——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে থাকিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ও ভীষ্মের আদেশে অন্যান্য রাজগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন ॥১॥

---

* '…ঊনবিংশত্যধিকঃ…' '…একবিংশত্যধিকঃ…' '…ত্রয়োবিংশত্যধিকঃ…' '…সপ্ত-চত্বারিংশদধিকঃ…' ইতি পাঠভেদাঃ।

স সমং ধর্ম্মকামার্থান্ সিষেবে ভরতর্ষভ !।
ত্রীনিবাত্মসমান্ বন্ধূন্ নীতিমানিব মানয়ন্ ॥৩॥
তেষাং সমবিভক্তানাং ক্ষিতৌ দেহবতামিব।
বভৌ ধর্ম্মার্থকামানাং চতুর্থ ইব পার্থিবঃ ॥৪॥
অধ্যেতারং পরং বেদান্ প্রয়োক্তারং মহাধ্বরে।
রক্ষিতারং শুভাল্লোঁকান্ লেভিরে তং জনাধিপম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। হে ভরতর্ষভ! নীতিমান্ স ধর্ম্মরাজঃ, ত্রীনেব ধর্ম্মকামার্থান্, আত্মসমান্ ত্রীন্ বন্ধূনিব, মানয়ন্ উপকারিত্বাৎ সেব্যত্বেন মন্যমানঃ সন্, তানাত্মসমান্ ত্রীন্ বন্ধূনিব, তাংস্ত্রীনেব ধর্ম্মকামার্থান্, সমং সমানং যথা স্যাত্তথা, সিষেবে। অন্যথা কস্যচিৎ সেবায়া ন্যূনত্বে বন্ধোরিব তস্য আক্রোশ ইব ব্যাঘাতঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥৩॥

তেষামিতি। ক্ষিতৌ পৈতৃকাদিধনগ্রহণায় বিবাদাৎ পরং মধ্যস্থেন সমবিভক্তানাং ত্রয়াণাং দেহবতাং নরাণাং যথা চতুর্থঃ স মধ্যস্থো উপকারিত্বাদ্ভাতি; তথা স পার্থিবো যুধিষ্ঠিরঃ, সেব্যত্বে সমবিভক্তানাং সমানমেব সেব্যমানানামিত্যর্থঃ, তেষাং ধর্ম্মার্থকামানাম্, চতুর্থ ইব সন্, উপকারিত্বাদ্বভৌ। যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মার্থকামানামপি প্রত্যুপকার্য্য আসীদিতি ভাবঃ ॥৪॥

অধ্যেতারমিতি। পরম্ অত্যন্তমেব, বেদান্ অধ্যেতারম্। অতএব "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্" ইত্যুক্তের্বিনয়িনমিতি ভাবঃ। মহাধ্বরে জ্যোতিষ্টোমাদৌ, ঋত্বিজঃ প্রয়োক্তারম্। অতএব ধার্ম্মিকমিত্যাশয়ঃ। তথা শুভান্ সচ্চরিত্রান্ লোকান্ রক্ষিতারম্। তেন চ নীতিজ্ঞমিত্যভিপ্রায়ঃ। তং যুধিষ্ঠিরম্, জনাধিপং রাজানম্, লেভিরে, ভাগ্যবশাদেব প্রজা ইতি শেষঃ। অধ্যেতারমিত্যাদৌ তাচ্ছীল্যে তৃন্প্রত্যয়াৎ সর্ব্বত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠীনিষেধাদ্দ্বিতীয়ৈব ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

আরম্ভকাণি ক্রিয়মাণানি যস্য তম্ ॥২॥ সমং পরস্পরাপীড়য়া ॥৩॥ তেষামিতি। যথা ত্রয়াণামমাত্যানাং চতুর্থো রাজা আরাধ্যত্বেন ভাতি, যথা বা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণাং চতুর্থো মোক্ষস্বরূপ আত্মা আরাধ্যত্বেন ভাতি তথৈনং ধর্ম্মাদয়ঃ স্বয়মুপতিষ্ঠন্তি ইত্যর্থঃ ॥৪॥ পরম্ অধ্যেতারং পরস্য ব্রহ্মণোঽধিগন্তারং বেদান্ বেদানাং ব্রহ্মকর্ম্মনীতিনিষ্ঠমিতি বিশেষণত্রয়ার্থঃ ॥৫॥

প্রাণিগণ সুলক্ষণ ও সৎকর্ম্মান্বিত আপন দেহ অবলম্বন করিয়া যেমন সুখে বাস করে, তেমন তৎকালীন সমস্ত লোকই সুলক্ষণ ও সৎকর্ম্মান্বিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অবলম্বন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল ॥২॥

তৎকালে নীতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে আত্মতুল্য তিনটী বন্ধুর ন্যায় মনে করিয়া সমানভাবে সেই তিনটীর সেবা করিতেন ॥৩॥

রাজা যুধিষ্ঠির তিনটী মনুষ্যের ন্যায় সেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে সমানভাবে বিভক্ত করিয়া তাহাদের চতুর্থের ন্যায় হইয়া পৃথিবীতে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪॥

অধিষ্ঠানবতী লক্ষ্মীঃ পরায়ণবতী মতিঃ।
বর্দ্ধমানোঽখিলো ধর্ম্মস্তেনাসীৎ পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥৬॥
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজা চতুর্ভিরধিকং বভৌ।
প্রযুজ্যমানৈর্বিততো বেদৈরিব মহাধ্বরঃ ॥৭॥
তং তু ধৌম্যাদয়ো বিপ্রাঃ পরিবার্য্যোপতস্থিরে।
বৃহস্পতিসমা মুখ্যাঃ প্রজাপতিমিবামরাঃ ॥৮॥
ধর্ম্মরাজে হৃতিপ্রীত্যা পূর্ণচন্দ্র ইবামলে।
প্রজানাং রেমিরে তুল্যং নেত্রাণি হৃদয়ানি চ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অধীতি। তেন অধিপতিনা যুধিষ্ঠিরেণ করণেন, পৃথিবীক্ষিতাং তদধীনানাং রাজ্ঞাম্, চঞ্চলাপি লক্ষ্মীঃ, অধিষ্ঠানবতী চিরস্থিরা আসীৎ; মতির্বুদ্ধিঃ, পরায়ণং ন্যায়ৈকাগ্রতা তদ্বতী আসীৎ; অখিলো ধর্ম্মশ্চ বর্দ্ধমান আসীৎ; সর্ব্বত্র প্রভোর্যুধিষ্ঠিরস্য শাসনানুসরণাদিতি ভাবঃ ॥৬॥

ভ্রাতৃভিরিতি। প্রযুজ্যমানৈর্যথাস্থানং ব্যাপার্য্যমাণৈঃ, চতুর্ভির্বেদৈঃ, বিততো বিস্তারেণানুষ্ঠিতঃ, মহাধ্বরো মহাযজ্ঞ ইব, উপযুক্তকর্ম্মসু প্রযুজ্যমানৈঃ, ভীমাদিভিশ্চতুর্ভির্ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, অধিকং বভৌ রাজসু শুশুভে ॥৭॥

তমিতি। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য। মুখ্যাঃ প্রধানাঃ। প্রজাপতিং ব্রহ্মাণমিব ॥৮॥

ধর্ম্মেতি। ধর্ম্মরাজে যুধিষ্ঠিরে। রেমিরে আননন্দুঃ। হৃদয়ানি মনাংসি ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

অধিষ্ঠানেতি। চলাপি লক্ষ্মীর্দৃঢ়াস্পদা অভূৎ, পরায়ণং পরা কাষ্ঠা তদ্বতী তাং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥৬॥ মহান্ অথর্ব্ববেদোক্ততত্তৎকর্ম্মাঙ্গোপাসনাযুক্তঃ ঋগ্‌যজুঃসামসাধ্যো জ্যোতিষ্টোমাদিঃ

বিশেষভাবে বেদাধ্যায়ী, মহাযজ্ঞকারী এবং সচ্চরিত্র লোকের রক্ষক যুধিষ্ঠিরকে প্রজারা ভাগ্যবশতই রাজা পাইয়াছিল ॥৫॥

যুধিষ্ঠির সম্রাট্ হইলে, তাঁহার অধীনস্থ রাজগণের লক্ষ্মী চিরস্থায়িনী হইয়াছিল, বুদ্ধি ন্যায়পরায়ণতা লাভ করিয়াছিল এবং সমস্ত ধর্ম্মই বৃদ্ধি পাইয়াছিল ॥৬॥

চারিটী বেদবিধানে অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞের ন্যায় যুধিষ্ঠির চারিটী ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া অধিক শোভা পাইলে লাগিলেন ॥৭॥

দেবতারা যেমন ব্রহ্মার উপাসনা করেন, সেইরূপ ধৌম্যপ্রভৃতি বৃহস্পতিতুল্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরা পরিবেষ্টনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতেন ॥৮॥

নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের তুল্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রণয়বশতঃ প্রজাদের নয়ন ও মন সমানভাবে প্রীতিলাভ করিত ॥৯॥

ন তু কেবলদৈবেন প্রজা ভাবেন রেমিরে।
যদ্বভূব মনঃ কান্তং কর্ম্মণা স চকার তৎ ॥১০॥
নহ্যযুক্তং ন চাসত্যং নাসহ্যং ন চ বিপ্রিয়ম্।
ভাষিতং চারুভাষস্য জজ্ঞে পার্থস্য ধীমতঃ ॥১১॥
স হি সর্বস্য লোকস্য হিতমাত্মন এব চ।
চিকীর্ষন্ সুমহাতেজা রেমে ভরতসত্তমঃ ॥১২॥
তথা তু মুদিতাঃ সর্ব্বে পাণ্ডবা বিগতজ্বরাঃ।
অবসন্ পৃথিবীপালাংস্তাপয়ন্তঃ স্বতেজসা ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। প্রজা জনাঃ, কেবলদৈবেন একমাত্রতৎকালীনশুভাদৃষ্টেন, ন রেমিরে ন আনন্দুঃ, তু কিন্তু, ভাবেন স্বস্বব্যবহারেণাপি রেমিরে। যদ্ যস্মাৎ, কর্ম্মণা তাসামেব পরস্পরব্যবহারেণ তাসাং মনঃ, কান্তং নির্ম্মলং বভূব। তৎ তাদৃশঞ্চ কর্ম্ম, স যুধিষ্ঠির এব, চকার শাসনগুণেন সম্পাদয়ামাস ॥১০॥

নহীতি। চার্ব্বী স্বভাবমধুরা ভাষা যস্য তস্য। পার্থস্য যুধিষ্ঠিরস্য ॥১১॥

স ইতি। লোকহিতকরণাদেবানন্দো ভরতসত্তমত্বাদেবেতি ভাবঃ ॥১২॥

তথেতি। বিগতজ্বরাস্তিরোহিতসর্ব্বসন্তাপাঃ। স্বতেজসা নিজবিক্রমেণ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৭—৮॥ তুল্যং যুগপৎ, তুল্যমিত্যত্র "হ্যাত্যা" ইতি পাঠে—হ্যাত্যা নেত্রাণি প্রীত্যা হৃদয়ানি চ রেমিরে ইত্যন্বয়ঃ ॥৯॥ দৈবেন দেবো রাজা তৎকর্ম্মণা পালনেন ন কেবলং রেমিরে অপি তু ভাবেন ভক্ত্যা, তত্র হেতুঃ যদিতি। মনঃকান্তং মনোরমং প্রজানাম্ ॥১০॥ কর্ম্মণা প্রিয়করত্বমুক্ত্বা বাঙ্মনসাভ্যামপি তদাহ দ্বাভ্যাম্—ন হীতি। অসহ্যং দুঃখদম্, "অহিতম্" ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। অপ্রিয়ং প্রীত্যনুৎপাদকম্। ভাষিতং বচনম্। জজ্ঞে প্রাদুর্ব্বভূব

তৎকালে প্রজারা কেবল শুভাদৃষ্টের প্রভাবে নহে, কিন্তু পরস্পরের ব্যবহারেও আনন্দ লাভ করিত। কারণ, তাহাদের মন পরস্পরের ব্যবহারে নির্ম্মল হইয়া গিয়াছিল; সে রূপ ব্যবহারটা যুধিষ্ঠিরই জন্মাইয়া দিয়াছিলেন ॥১০॥

বুদ্ধিমান্ ও মধুরভাষী যুধিষ্ঠির অসঙ্গত, অসত্য এবং লোকের অসহ্য বা অপ্রিয় কথা বলিতেন না ॥১১॥

অসাধারণ প্রভাবশালী ও ভরতবংশশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সমস্ত লোকের এবং নিজের হিতসাধন করিয়াই আনন্দ লাভ করিতেন ॥১২॥

(১০) প্রভাবেণ চ রেমিরে…। [১১]…ন চ বাঽপ্রিয়ম্। ভাষিতং চারুহাসস্য…।

ততঃ কতিপয়াহস্য বীভৎসুঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ।
উষ্ণানি কৃষ্ণ! বর্ত্তন্তে গচ্ছাবো যমুনাং প্রতি ॥১৪॥
সুহৃজ্জনবৃতৌ তত্র বিহৃত্য মধুসূদন!।
সায়াহ্নে পুনরেষ্যাবো রোচতাং তে জনার্দ্দন! ॥১৫॥
বাসুদেব উবাচ।
কুন্তীমাতর্মমাপ্যেতদ্রোচতে যদ্বয়ং জলে।
সুহৃজ্জনবৃতাঃ পার্থ! বিহরেম যথাসুখম্ ॥১৬॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
আমন্ত্র্য তৌ ধর্ম্মরাজমনুজ্ঞাপ্য চ ভারত!।
জগ্মতুঃ পার্থগোবিন্দৌ সুহৃজ্জনবৃতৌ ততঃ ॥১৭॥
বিহরন্ খাণ্ডবপ্রস্থে কাননেষু চ মাধবঃ।
পুষ্পিতোপবনাং দিব্যাং দদর্শ যমুনাং নদীম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। কতিপয়াহস্য অতিক্রমে সতীতি শেষঃ। উষ্ণানি গ্রীষ্মদিনানি ॥১৪॥
সুহৃদিতি। রোচতাম্ অস্মিন্ বিষয়ে তবাপ্যভিপ্রায়ো ভবতু ॥১৫॥
কুন্তীতি। কুন্তী মাতা যস্যেতি তৎসম্বোধনম্। আর্ষত্বাদৎপ্রত্যয়াভাবঃ ॥১৬॥
আমন্ত্র্যেতি। আমন্ত্র্য গমনমাপৃচ্ছ্য। অনুজ্ঞাপ্য গমনানুমতিং কারয়িত্বা ॥১৭॥
বিহরন্নিতি। বিহরন্ কৃতবিহারঃ। পুষ্পিতানি সঞ্জাতপুষ্পাণি উপবনানি যস্যাস্তাম্ ॥১৮॥

পাণ্ডবেরা সকলেই আনন্দিত ও সন্তাপশূন্য থাকিয়া আপন প্রভাবে অন্যান্য রাজাকে উদ্বিগ্ন রাখিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তাহার পর কিছু দিন অতীত হইলে, অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন—'কৃষ্ণ! বড়ই গ্রীষ্ম পড়িয়াছে; সুতরাং চল, আমরা যমুনায় যাই ॥১৪॥

কৃষ্ণ! আমরা সুহৃজ্জনে পরিবেষ্টিত হইয়া দিনের বেলা সেখানে বিচরণ করিয়া, সন্ধ্যাকালে পুনরায় আসিব; এবিষয়ে তোমারও অভিপ্রায় হউক' ॥১৫॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'অর্জ্জুন! আমারও ইচ্ছা এই যে, আমরা সুহৃজ্জনে পরিবৃত হইয়া যথাসুখে জলবিহার করি' ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—তাহার পর, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া, সুহৃজ্জনে পরিবৃত হইয়া, যমুনায় গমন করিলেন ॥১৭॥

কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে এবং তত্রত্য উদ্যানসমূহে পূর্ব্বেই বিচরণ করিয়াছিলেন,

---

১৮ শ্লোকাদারভ্য ত্রয়ঃ শ্লোকাঃ কতিপয়পুস্তকে ন সন্তি।

তস্যাস্তীরে বনং দিব্যং সর্ব্বর্ত্তুসুমনোহরম্।
আলয়ং সর্ব্বভূতানাং খাণ্ডবং খড়্গচর্ম্মভৃৎ ॥১৯॥
দদর্শ কৃৎস্নং তং দেশং সহিতঃ সব্যসাচিনা।
ঋক্ষগোমায়ুশার্দ্দূল-বৃককৃষ্ণমৃগান্বিতম্ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)
বিহারদেশং সম্প্রাপ্য নানাদ্রুমমনুত্তমম্।
গৃহৈরুচ্চাবচৈর্যুক্তং পুরন্দরপুরোপমম্ ॥২১॥
ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ পেয়ৈশ্চ রসবদ্ভির্মহাধনৈঃ।
মাল্যৈশ্চ বিবিধৈর্গন্ধৈর্যুক্তং বাষ্ণেয়পার্থয়োঃ ॥২২॥
বিবেশান্তঃপুরং তূর্ণং দ্রব্যৈরুচ্চাবচৈঃ শুভৈঃ।
যথোপজোষং সর্ব্বশ্চ জনশ্চিক্রীড় ভারত ! ॥২৩॥ (বিশেষকম্)
স্ত্রিয়শ্চ বিপুলশ্রোণ্যশ্চারুপীনপয়োধরাঃ।
মদস্খলিতগামিন্যশ্চিক্রীড়ুর্বামলোচনাঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তস্যা ইতি। খড়্গচর্ম্মভৃন্মাধব ইতি পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ। ঋক্ষো ভল্লূকঃ ॥১৯—২০॥

বিহারেতি। নানা দ্রুমা যত্র তম্। উচ্চাবচৈরনেকবিধৈঃ। বাষ্ণেয়পার্থয়োঃ কৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ সর্ব্বো জন ইতি সম্বন্ধঃ। যথোপজোষং যথাসুখম্, "তূষ্ণীমর্থে সুখে জোষম্" ইত্যমরঃ ॥২১—২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১১—১৩॥ উষ্ণানি নিদাঘদিনানি ॥১৪—১৫॥ কুন্তী মাতা যস্যেতি, হে কুন্তীমাতঃ! হে

এখন যাইয়া মনোহর যমুনানদী দর্শন করিলেন; তৎকালে যমুনার তীরবর্ত্তী উদ্যানগুলিতে নানাবিধ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছিল ॥১৮॥

খড়্গ ও চর্ম্মধারী কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া, যমুনার তীরবর্ত্তী খাণ্ডববন এবং তাহার নিকটবর্ত্তী সমস্ত স্থান দর্শন করিলেন। সেই খাণ্ডববন সকল ঋতুতেই অত্যন্তমনোহর এবং সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর বাসস্থান ছিল, আর তাহাতে ভল্লূক, শৃগাল, ব্যাঘ্র, ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ও কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করিত ॥১৯—২০॥

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যাইয়া বিহারস্থানে উপস্থিত হইলেন; সে স্থানটী নানাবিধ বৃক্ষ ও নানাবিধ গৃহ থাকায় ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শোভিত ছিল এবং সেখানে সুস্বাদু খাদ্য, পেয়, মহামূল্য মাল্য, নানাবিধ গন্ধদ্রব্য ও মাঙ্গলিক নানাবিধ দ্রব্য ছিল। তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহচর সমস্ত লোকই সত্বর যাইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং যথাসুখে ক্রীড়া করিতে লাগিল ॥২১—২৩॥

(২৩)·· রত্নৈরুচ্চাবচৈঃ···।

বনে কাশ্চিজ্জলে কাশ্চিৎ কাশ্চিদ্বেশ্মসু চাঙ্গনাঃ।
যথাদেশং যথাপ্রীতি চিক্রীড়ুঃ পার্থকৃষ্ণয়োঃ ॥২৫॥
দ্রৌপদী চ সুভদ্রা চ বাসাংস্যাভরণানি চ।
প্রাযচ্ছতাং মহার্হাণি স্ত্রীণাং তে স্ম মদোৎকটে ॥২৬॥
কাশ্চিৎ প্রহৃষ্টা ননৃতুশ্চুক্রুশুশ্চ তথাপরাঃ।
জহসুশ্চাপরা নার্য্যঃ পপুশ্চান্যা বরাসবম্ ॥২৭॥
রুরুধুশ্চাপরাস্তত্র প্রজঘ্নুশ্চ পরস্পরম্।
মন্ত্রয়ামাসুরন্যাশ্চ রহস্যানি পরস্পরম্ ॥২৮॥
বেণুবীণামৃদঙ্গানাং মনোজ্ঞানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
শব্দেনাপূর্য্যতে হ স্ম তদ্বনং সুসমৃদ্ধিমৎ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

স্ত্রিয় ইতি। বিপুলশ্রোণ্যো বিশালনিতম্বাঃ। বামলোচনাঃ সুন্দরনয়নাঃ ॥২৪॥
বন ইতি। পার্থকৃষ্ণয়োরাদেশমনতিক্রম্যেতি যথাদেশম্, যথাপ্রীতি চ তয়োরেব ॥২৫॥
দ্রৌপদীতি। মহার্হাণি মহামূল্যানি। তে দ্রৌপদীসুভদ্রে, মদেন উৎকটে বিহ্বলে ॥২৬॥
কাশ্চিদিতি। চুক্রুশুরাহূতবত্যঃ। বরাসবম্ উত্তমমদ্যম্ ॥২৭॥
রুরুধুরিতি। রুরুধুর্গৃহাভ্যন্তরে। প্রজঘ্নুঃ সলীলং প্রহৃতবত্যঃ। রহস্যানি গুপ্তানি ॥২৮॥

এবং বিশালনিতম্বা, সুন্দর-পীন-স্তনী, মদবিহ্বলগামিনী ও মনোহরনয়না রমণীরাও ক্রীড়া করিতে থাকিল ॥২৪॥

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের আদেশক্রমে এবং তাঁহাদের প্রীতি অনুসারে রমণীদের মধ্যে কেহ কেহ বনে, কেহ কেহ জলে এবং কেহ কেহ গৃহে ক্রীড়া করিতে লাগিল ॥২৫॥

তখন দ্রৌপদী ও সুভদ্রা মদে বিহ্বল হইয়া সেই রমণীগণকে মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার দান করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আনন্দিত হইয়া নাচিতে লাগিল, কেহ কেহ ডাকিতে থাকিল, কেহ কেহ হাসিতে থাকিল এবং কেহ কেহ উত্তম মদ্য পান করিতে লাগিল ॥২৭॥

কোন কোন রমণী অন্যান্য রমণীকে রুদ্ধ করিল, কেহ কেহ লীলার সহিত পরস্পর প্রহার করিল এবং কেহ কেহ পরস্পর রহস্যালাপ করিতে লাগিল ॥২৮॥

তখন বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গের মধুর শব্দ সেই সমৃদ্ধিশালী সমস্ত উপবনটীকেই পরিপূর্ণ করিল ॥২৯॥

(২৯)…শব্দেনাপূর্য্যতে হর্ম্ম্যম্…।

তস্মিংস্তথা বর্ত্তমানে কুরুদাশার্হনন্দনৌ।
সমীপে জগ্মতুঃ কঞ্চিদুদ্দেশং সুমনোরমম্ ॥৩০॥
তত্র গত্বা মহাত্মানৌ কৃষ্ণৌ পরপুরঞ্জয়ৌ।
মহার্হাসনয়ো রাজন্! ততস্তৌ সন্নিষীদতুঃ ॥৩১॥
তত্র পূর্ব্বব্যতীতানি বিক্রান্তানীতরাণি চ।
বহূনি কথয়িত্বা তৌ রেমাতে পার্থমাধবৌ ॥৩২॥
তত্রোপবিষ্টৌ মুদিতৌ নাকপৃষ্ঠেঽশ্বিনাবিব।
অভ্যাগচ্ছত্তদা বিপ্রো বাসুদেবধনঞ্জয়ৌ ॥৩৩॥
বৃহচ্ছালপ্রতীকাশঃ প্রতপ্তকনকপ্রভঃ।
হরিপিঙ্গোজ্জ্বলশ্মশ্রুঃ প্রমাণায়ামতঃ সমঃ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

বেথিতি। সর্ব্বশঃ সর্ব্বম্। বনম্ উপবনম্, সুসমৃদ্ধিমৎ ধনরত্নাদিভিঃ ॥২৯॥

তস্মিন্নিতি। তস্মিন্নুৎসবে। কুরুদাশার্হনন্দনৌ অর্জ্জুনকৃষ্ণৌ। উদ্দেশং স্থানম্ ॥৩০॥

তত্রেতি। কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ। সন্নিষীদতুঃ উপবিবিশতুঃ ॥৩১॥

তত্রেতি। বিক্রান্তানি বিক্রমচরিত্রাণি, ইতরাণি চ বৃত্তানি ॥৩২॥

তত্রেতি। নাকপৃষ্ঠে স্বর্গোপরি। অভি লক্ষ্যীকৃত্য। বৃহচ্ছালপ্রতীকাশো বিশালশালবৃক্ষতুল্যঃ। হরিভিরংশুভিঃ পিঙ্গানি পিঙ্গলবর্ণানি উজ্জ্বলানি চ শ্মশ্রূণি যস্য সঃ, প্রমাণায়ামতো দৈর্ঘ্যস্থৌল্যাভ্যাম্, সমঃ সঙ্গতাকৃতিঃ। তরুণাদিত্যসঙ্কাশো নবোদিতসূর্য্যসদৃশঃ, চির-

ভারতভাবদীপঃ

অর্জ্জুন! ॥১৬—২০॥ গৃহৈঃ মধ্যেযমুনং নির্ম্মিতৈঃ ক্রীড়াবাপ্যাদিযুক্তৈঃ ॥২১—২২॥ ভক্ষ্যাদ্যৈর্যুক্তং বিহারস্থানং বিবেশ, অন্তঃপুরং কর্ত্তৃ, রত্নৈর্যুক্তম্ ॥২৩—২৯॥ উদ্দেশং প্রদেশম্

সেই উৎসব সেই ভাবে চলিতে লাগিলে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নিকটবর্ত্তী কোন একটী মনোহর স্থানে গমন করিলেন ॥৩০॥

মহারাজ! শত্রুপুরবিজয়ী মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সেই স্থানে যাইয়া দুই খানি মহামূল্য আসনে উপবেশন করিলেন ॥৩১॥

তাঁহারা সেখানে উপবেশন করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বিক্রম এবং অন্যান্য বহু বিষয় আলোচনা করিতে থাকিয়া আরাম করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

স্বর্গের উপরিভাগে উপবিষ্ট অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় তাঁহারা সেখানে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন একটী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আসিতে লাগিলেন; তাঁহার শরীরটী বিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ, তাঁহার বর্ণ উত্তপ্ত স্বর্ণের তুল্য, শ্মশ্রুগুলি পিঙ্গলবর্ণ ও

[৩০] তস্মিংস্তদা·· উদ্দেশং সুমনোহরম্। [৩১]···ততস্তৌ সংবিবেশতুঃ।

তরুণাদিত্যসঙ্কাশশ্চীরবাসা জটাধরঃ।
পদ্মপত্রাননঃ পিঙ্গস্তেজসা প্রজ্বলন্নিব ॥৩৫॥ (বিশেষকম্)
উপসৃষ্টস্তু তং কৃষ্ণৌ ভ্রাজমানং দ্বিজোত্তমম্।
অর্জ্জুনো বাসুদেবশ্চ তূর্ণমুৎপত্য তস্থতুঃ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি খাণ্ডবদাহে ব্রাহ্মণরূপ্যনলাগমনে পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

——:*:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সোঽব্রবীদর্জ্জুনঞ্চৈব বাসুদেবঞ্চ সাত্বতম্।
লোকপ্রবীরৌ তিষ্ঠন্তৌ খাণ্ডবস্য সমীপতঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

বাসাঃ কৌপীনধারী। পদ্মপত্রবৎ আননম্ আননগতং নয়নং যস্য সঃ। তেজসাপি পিঙ্গঃ পিঙ্গলবর্ণঃ ॥৩৩—৩৫॥

উপেতি। অর্জ্জুনো বাসুদেবশ্চৈতৌ কৃষ্ণৌ, ভ্রাজমানং তেজসা দীপ্যমানং তং দ্বিজোত্তমম্, উপসৃষ্টং সন্নিহিতম্, দৃষ্ট্বেতি শেষঃ, তূর্ণম্, উৎপত্য উত্থায়, তস্থতুঃ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি খাণ্ডবদাহে পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——০:*:০——

স ইতি। স ব্রাহ্মণঃ। সাত্বতং তদ্বংশীয়ম্। লোকে মর্ত্ত্যভুবনে প্রবীরৌ প্রধানশূরৌ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৩০—৩৩॥ হরিপিঙ্গঃ নীলপীতাখিলাঙ্গঃ, জ্বলশ্মশ্রুঃ জ্বালাবৎ শ্মশ্রুঃ ॥৩৪—৩৫॥ উপসৃষ্টং সমীপাগতমুপলক্ষ্য উৎপত্য আসনাৎ ॥৩৬॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৫॥

ও উজ্জ্বল, আকারটী যেমন দীর্ঘ তেমন স্থূল; আর তিনি নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, কৌপীন ও জটাধারী এবং পিঙ্গলবর্ণ তেজ দ্বারা যেন জ্বলিতেছিলেন; আর তাঁহার নয়নযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় সুন্দর ছিল ॥৩৩—৩৫॥

তিনি নিকটে আসিয়াছেন দেখিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

* '…বিংশত্যধিকঃ…' '…দ্বাবিংশত্যধিকঃ…' '…চতুর্বিংশত্যধিকঃ…' '…অষ্টচত্বারিংশদধিকঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

ব্রাহ্মণো বহুভোক্তাস্মি ভুঞ্জেঽপরিমিতং সদা।
ভিক্ষে বার্ষ্ণেয়পার্থৌ ! বামেকাং তৃপ্তিং প্রযচ্ছতম্ ॥২॥
এবমুক্তৌ তমব্রূতাং তাবুভৌ কৃষ্ণপাণ্ডবৌ।
কেনান্নেন ভবাংস্তৃপ্যেত্তস্যান্নস্য যতাবহে ॥৩॥
এবমুক্তস্তু ভগবানব্রবীৎ পাবকস্ততঃ।
ভাষমাণৌ তদা বীরৌ কিমন্নং ক্রিয়তামিতি ॥৪॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

নাহমন্নং বুভুক্ষে বৈ পাবকং মাং নিবোধতম্।
যদন্নমনুরূপং মে তদ্যুবাং সম্প্রযচ্ছতম্ ॥৫॥
ইদমিন্দ্রঃ সদা দাবং খাণ্ডবং পরিরক্ষতি।
ন চ শক্নোম্যহং দগ্ধুং রক্ষ্যমাণং মহাত্মনা ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মণ ইতি। হে বার্ষ্ণেয়পার্থৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ ! বাং যুবাম্, ভিক্ষে প্রার্থয়ে ॥২॥
এবমিতি। তং ব্রাহ্মণম্। তস্য অন্নস্য সংগ্রহায়েতি শেষঃ ॥৩॥
এবমিতি। পাবকো ব্রাহ্মণরূপী বহ্নিদেবঃ। কিমন্নমাবাভ্যাং ক্রিয়তামিতি ভাষমাণৌ ॥৪॥
নেতি। বুভুক্ষে ভোক্তুমিচ্ছামি। নিবোধতং জানীতম্। অন্নং খাদ্যম্ ॥৫॥
ইদমিতি। দাবং বনম্, "দবদাবৌ বনারণ্যবহ্নী" ইত্যমরঃ। মহাত্মনা তেনেন্দ্রেণ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই ব্রাহ্মণ, খাণ্ডববনের সন্নিহিত ভূমণ্ডলমধ্যে প্রধান বীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বলিলেন—॥১॥

'আমি বহুভোজী ব্রাহ্মণ, আমি সর্ব্বদাই অপরিমিত ভোজন করিয়া থাকি। অতএব হে কৃষ্ণার্জ্জুন ! আমি আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা একটীবার মাত্র আমার তৃপ্তি সম্পাদন করুন' ॥২॥

ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিলে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দুই জনেই তাঁহাকে বলিলেন—'আপনি কি খাদ্য খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন ? আমরা সেই খাদ্য সংগ্রহের জন্যই চেষ্টা করিব' ॥৩॥

'আমরা কি খাদ্য সংগ্রহ করিব' এই কথা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বলিলে, ব্রাহ্মণরূপী ভগবান্ অগ্নি তাঁহাদিগকে কহিলেন—॥৪॥

ব্রাহ্মণরূপী অগ্নি বলিলেন—'আমি অন্ন ভোজন করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, আপনারা আমাকে অগ্নিদেব বলিয়া জানুন। অতএব যে অন্ন আমার যোগ্য হয়, তাহাই আপনারা আমাকে দান করুন ॥৫॥

---

[৩]…ততস্তৌ কৃষ্ণপাণ্ডবৌ…। [৪]…অব্রবীত্তাবুভৌ ততঃ…।

বসত্যত্র সখা তস্য তক্ষকঃ পন্নগঃ সদা।
সগণস্তৎকৃতে দাবং পরিরক্ষতি বজ্রভৃৎ ॥৭॥
তত্র ভূতান্যনেকানি রক্ষ্যন্তে স্ম প্রসঙ্গতঃ।
তং দিধক্ষুর্ন শক্নোমি দগ্ধুং শক্রস্য তেজসা ॥৮॥
স মাং প্রজ্বলিতং দৃষ্ট্বা মেঘাম্ভোভিঃ প্রবর্ষতি।
ততো দগ্ধুং ন শক্নোমি দিধক্ষুর্দাবমীপ্সিতম্ ॥৯॥
স যুবাভ্যাং সহায়াভ্যামস্ত্রবিদ্ভ্যাং সমাগতঃ।
দহেয়ং খাণ্ডবং দাবমেতদন্নং বৃতং ময়া ॥১০॥
যুবাং হ্যুদকধারাস্তা ভূতানি চ সমন্ততঃ।
উত্তমাস্ত্রবিদৌ সম্যক্ সর্ব্বতো বারয়িষ্যথঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

কথং তেন রক্ষ্যমাণমিত্যাহ বসতীতি। তস্য ইন্দ্রস্য। সগণঃ সপরিবারঃ। বজ্রভৃদিন্দ্রঃ ॥৭॥
তত্রেতি। ভূতানি প্রাণিনঃ। রক্ষ্যন্তে ইন্দ্রেণৈব। দিধক্ষুর্দগ্ধুমিচ্ছুঃ ॥৮॥
স ইতি। স ইন্দ্রঃ। ঈপ্সিতং দাবং বনম্, দিধক্ষুরপি সন্ ॥৯॥
স ইতি। সোঽহম্। সমাগতঃ সম্মিলিতঃ। এতদীদৃশম্। বৃতং প্রার্থিতম্ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

সোঽব্রবীদিতি ॥১॥ বাং ভিক্ষে যুবাং দাতুং সমর্থৌ প্রার্থয়ে ॥২॥ তস্য অন্নস্য দানে ॥৩॥ ক্রিয়তামিতি ভাষমাণৌ তৌ প্রত্যব্রবীদিত্যন্বয়ঃ ॥৪—৭॥ ভূতানি বহির্নির্গন্তুকামানি

ইন্দ্র এই খাণ্ডববনটীকে সর্ব্বদাই রক্ষা করেন। তিনি রক্ষা করিতে থাকাতেই আমি ইহা দগ্ধ করিতে পারি না ॥৬॥

ইন্দ্রের সখা তক্ষকনাগ সর্ব্বদাই সপরিবারে এই বনে বাস করে; তাহার জন্যই ইন্দ্র এই বন রক্ষা করেন ॥৭॥

ইন্দ্র সেই তক্ষকনাগকে রক্ষা করিবার প্রসঙ্গে অত্রত্য অনেক প্রাণীকেই রক্ষা করিয়া থাকেন; তাহাতেই আমি এই বনটীকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াও ইন্দ্রের প্রভাবে দগ্ধ করিতে পারি না ॥৮॥

আমি জ্বলিয়া উঠিয়াছি ইহা দেখিয়াই ইন্দ্র মেঘ হইতে জল বর্ষণ করিতে থাকেন; তাহাতেই আমি অভীষ্ট বনটীকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াও দগ্ধ করিতে পারি না ॥৯॥

আপনারা দুই জনই অস্ত্রজ্ঞ; সুতরাং আপনাদের সহায়তায় আমি খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে পারিব। এই অন্নই আমি প্রার্থনা করিয়াছি ॥১০॥

(৮)…রক্ষন্তে স্ম প্রসঙ্গতঃ…। (১১)…সর্ব্বতো বারয়িষ্যতঃ।

জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং ভগবানগ্নিঃ খাণ্ডবং দগ্ধুমিচ্ছতি।
রক্ষ্যমাণং মহেন্দ্রেণ নানাসত্ত্বসমাযুতম্ ॥১২॥
নহ্যেতৎ কারণং ব্রহ্মন্! অল্পং সম্প্রতিভাতি মে।
যদ্দদাহ সুসংক্রুদ্ধঃ খাণ্ডবং হব্যবাহনঃ ॥১৩॥
এতদ্বিস্তরশো ব্রহ্মন্! শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
খাণ্ডবস্য পুরা দাহো যথা সমভবন্মুনে! ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু মে ব্রুবতো রাজন্! সর্ব্বমেতদ্‌যথাতথম্।
যন্নিমিত্তং দদাহাগ্নিঃ খাণ্ডবং পৃথিবীপতে! ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

যুবামিতি। উদকধারা মেঘানাম্। ভূতানি প্রাণিনশ্চ ॥১১॥

কিমিতি। নানা সত্ত্বৈর্ব্বহুভির্জন্তুভিঃ সমাযুতম্ ॥১২॥

নহীতি। সম্প্রতিভাতি সম্যগ্‌জ্ঞানবিষয়ীভবতি। হব্যবাহনো বহ্নিঃ ॥১৩॥

এতদিতি। তত্ত্বতো যথার্থভাবেন। যথা যৎ ॥১৪॥

শৃণ্বিতি। "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ" ইত্যুক্তেঃ হে রাজন্! প্রকৃতিরঞ্জক! ইত্যপৌনরুক্ত্যম্ ॥১৫॥

আপনারা উত্তম অস্ত্রজ্ঞ। অতএব আপনারা সেই জলধারাকে এবং সমস্ত প্রাণীকে সকল দিক্ হইতেই সম্যক্‌রূপে বারণ করিবেন' ॥১১॥

জনমেজয় বলিলেন—'মহর্ষি! নানাপ্রাণিসমন্বিত খাণ্ডববনটীকে ইন্দ্র রক্ষা করিতেছিলেন; এ অবস্থায় অগ্নি তাহা দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কেন? ॥১২॥

যে কারণে অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়াছিলেন, সে কারণটা যে ক্ষুদ্র হইবে, তাহা আমার মনে হয় না ॥১৩॥

অতএব মহর্ষি! যে কারণে পূর্ব্বকালে খাণ্ডবদাহ হইয়াছিল, তাহা আমি বিস্তরক্রমে ও যথার্থভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি' ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—প্রজারঞ্জক জনমেজয়! যে জন্য অগ্নি খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়াছিলেন, সে বৃত্তান্ত আমি যথাযথভাবে সমস্তই বলিতেছি; আপনি শ্রবণ করুন ॥১৫॥

---

১৫ শ্লোকঃ কতিপয়পুস্তকে নাস্তি।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি পৌরাণীমৃষিসংস্তুতাম্ ।
কথামিমাং নরশ্রেষ্ঠ ! খাণ্ডবস্য বিনাশিনীম্ ॥১৬॥
পৌরাণঃ শ্রূয়তে তাত ! রাজা হরিহয়োপমঃ ।
শ্বেতকির্নাম বিখ্যাতো বলবিক্রমসংযুতঃ ॥১৭॥
যজ্বা দানপতির্ধীমান্ যথা নান্যোঽস্তি কশ্চন ।
ঈজে চ স মহাযজ্ঞৈঃ ক্রতুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥১৮॥
তস্য নান্যাভবদ্বুদ্ধির্দিবসে দিবসে নৃপ ! ।
সত্রে ক্রিয়াসমারম্ভে দানেষু বিবিধেষু চ ॥১৯॥
ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহিতো ধীমানেবমীজে স ভূমিপঃ ।
ততস্তু ঋত্বিজশ্চাস্য ধূমব্যাকুললোচনাঃ ॥২০॥
কালেন মহতা খিন্নাস্তত্যজুস্তে নরাধিপম্ ।
ততঃ প্রচোদয়ামাস ঋত্বিজস্তান্ মহীপতিঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

হন্তেতি। হন্ত হর্ষে। হর্ষশ্চ উত্তমকথাকথনসম্ভবাৎ। ঋষিভিঃ সংস্তুতাং প্রশস্তাম্ ॥১৬॥

পৌরাণ ইতি। পৌরাণঃ পুরাণশাস্ত্রোক্তঃ। হরিহয়োপম ইন্দ্রতুল্যঃ ॥১৭॥

যজ্বেতি। যজ্বা বিধিনা কৃতযজ্ঞঃ, দানপতির্দানমত্তঃ। ঈজে দেবান্ পূজিতবান্। সসোমকো যজ্ঞঃ, নিঃসোমকশ্চ ক্রতুরিতি ভেদঃ। আপ্তা প্রচুরা দক্ষিণা যেষাং তৈঃ ॥১৮॥

তস্যেতি। কুত্র বুদ্ধিরভবদিত্যাহ সত্র ইতি। সত্রে যজ্ঞে, কূপাদিক্রিয়াসমারম্ভে চ ॥১৯॥

ঋত্বিগ্‌ভিরিতি। ঈজে যজ্ঞং কৃতবান্। প্রচোদয়ামাস যজ্ঞকরণায় প্রণোদয়ামাস ॥২০—২১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৮—১৭॥ মহাযজ্ঞৈঃ পঞ্চভিদের্বযজ্ঞাদিভিঃ স্মার্ত্তৈঃ ক্রতুভিঃ, শ্রৌতৈর্জ্যোতিষ্টোমাদিভিঃ।

হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনার নিকট আমি খাণ্ডবদাহের বৃত্তান্ত বলিব ; এই বৃত্তান্ত পুরাণোক্ত এবং মুনিরাও ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥১৬॥

বৎস ! পুরাণশাস্ত্রে শুনিতে পাই, ইন্দ্রের তুল্য বল-বিক্রমশালী 'শ্বেতকি' নামে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন ॥১৭॥

তিনি যথাবিধানে যজ্ঞ করিতেন এবং দানে মত্ত ছিলেন ; সে বিষয়ে অন্য কোন রাজাই তাঁহার তুল্য ছিলেন না। তিনি প্রচুর-দক্ষিণাযুক্ত বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ করিয়া দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিতেন ॥১৮॥

মহারাজ ! তাঁহার অন্য দিকে বুদ্ধি ছিল না, প্রত্যহই কেবল যজ্ঞ, নানাবিধ সৎকার্য্য এবং নানাবিধ দানের দিকে বুদ্ধি যাইত ॥১৯॥

(১৭) পৌরাণঃ শ্রূয়তে রাজন্ !···। (২০) ইতঃপ্রভৃতি সার্দ্ধশ্লোকত্রয়ম্ অস্মৎপিতামহ-পুস্তকে নাস্তি।

চক্ষুর্বিকলতাং প্রাপ্তা ন প্রপেদুশ্চ তে ক্রতুম্।
ততস্তেষামনুমতে তদ্বিপ্রৈস্তু নরাধিপঃ ॥২২॥
সত্রং সমাপয়ামাস ঋত্বিগ্‌ভিরপরৈঃ সহ।
তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য কদাচিৎ কালপর্য্যয়ে ॥২৩॥
সত্রমাহর্ত্তুকামস্য সংবৎসরশতং কিল।
ঋত্বিজো নাভ্যপদ্যন্ত সমাহর্ত্তুং মহাত্মনঃ ॥২৪॥ (বিশেষকম্)
স তু রাজাঽকরোদ্‌যত্নং মহান্তং সসুহৃজ্জনঃ।
প্রণিপাতেন সান্ত্বেন দানেন চ মহাযশাঃ ॥২৫॥
ঋত্বিজোঽনুনয়ামাস ভূয়োভূয়স্ত্বতন্দ্রিতঃ।
তে চাস্য তমভিপ্রায়ং ন চক্রুরমিতৌজসঃ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

চক্ষুরিতি। চক্ষুর্বিকলতাং প্রাপ্তা যজ্ঞধূমেন নেত্ররোগগ্রস্তাঃ। অতএব তে ঋত্বিজঃ, ক্রতুং যজ্ঞম্, ন প্রপেদুঃ সমাপয়িতুং ন গতাঃ। তদ্বিপ্রৈরপরৈর্ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহেতি সম্বন্ধঃ। সত্রম্ আরব্ধং যজ্ঞম্। কালস্য পর্য্যয়ে অতিক্রমে। সংবৎসরশতং যাবৎ, সত্রং যজ্ঞম্, আহর্ত্তুকামস্য পুনরপ্যনুষ্ঠাতুমিচ্ছতঃ, মহাত্মনঃ শ্বেতকের্নৃপতেঃ, তং সত্রং সমাহর্ত্তুং সম্পাদয়িতুম্, ঋত্বিজো নাভ্যপদ্যন্ত নাঙ্গীকৃতবন্তঃ ॥২২—২৪॥

স ইতি। সুহৃজ্জনৈঃ সহেতি সসুহৃজ্জনঃ। সান্ত্বেন মধুরবাক্যেন। অনুনয়ামাস যজ্ঞং সম্পাদয়িতুমনুনিনায়। অতন্দ্রিতঃ অনলসঃ। অমিতৌজসো রাজ্ঞঃ ॥২৫—২৬॥

বুদ্ধিমান্ সেই শ্বেতকি রাজা এই ভাবে পুরোহিতগণের সহিত মিলিত হইয়া কেবল যজ্ঞই করিতেন; তাহাতে তাঁহার পুরোহিতগণের নয়ন ধূমে আকুল হইয়া পড়িত; তাই তাঁহারা দীর্ঘকালের পর ক্লান্ত হইয়া রাজাকে ত্যাগ করিলেন। তথাপি রাজা তাঁহাদিগকে যজ্ঞে প্রণোদিত করিলেন ॥২০—২১॥

কিন্তু তাঁহারা নয়নরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া আর সে যজ্ঞ সমাপন করিতে গেলেন না। তাহার পর রাজা তাঁহাদেরই অনুমতিক্রমে তাঁহাদেরই সম্পর্কিত অন্যান্য পুরোহিত ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইয়া সে যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। এইরূপ ঘটনা ঘটিবার পর অনেক দিন চলিয়া গেল; তাহার পর কোন সময়ে শ্বেতকি রাজা আবার শতবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু পুরোহিতেরা তাহা করিতে স্বীকার পাইলেন না ॥২২—২৪॥

তথাপি রাজা বন্ধুজনের সহিত মিলিত হইয়া, আলস্য পরিত্যাগ করিয়া, প্রণিপাত, সান্ত্ববাদ এবং ধনদানপূর্ব্বক বার বার পুরোহিতগণের অনুনয় করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা রাজার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন না ॥২৫-২৬॥

স চাশ্রমস্থান্ রাজর্ষিস্তানুবাচ রুষান্বিতঃ।
যদ্যহং পতিতো বিপ্রাঃ! শুশ্রূষায়াং ন বঃ স্থিতঃ ॥২৭॥
আশু ত্যাজ্যোঽস্মি যুষ্মাভির্ব্রাহ্মণৈশ্চ জুগুপ্সিতঃ।
তন্নার্হথ ক্রতুশ্রদ্ধাং ব্যাঘাতয়িতুমদ্য তাম্ ॥২৮॥
অস্থানে বা পরিত্যাগং কর্ত্তুং মে দ্বিজসত্তমাঃ!।
প্রপন্ন এব বো বিপ্রাঃ! প্রসাদং কর্ত্তুমর্হথ ॥২৯॥
সান্ত্বদানাদিভির্ব্বাক্যৈস্তত্ত্বতঃ কার্য্যবত্তয়া।
প্রসাদয়িত্বা বক্ষ্যামি যন্নঃ কার্য্যং দ্বিজোত্তমাঃ! ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বো যুষ্মাকম্, শুশ্রূষায়ামপি, ন স্থিতো ন যোগ্যঃ পতিতত্বাৎ ॥২৭॥

আশ্বিতি। ত্যাজ্যোঽস্মি, পতিতশ্চেদিত্যাশয়ঃ। জুগুপ্সিতো নিন্দিতো ভবেয়ম্। তত্তু নেত্যাশয়ঃ। ক্রতুশ্রদ্ধাং যজ্ঞং প্রতি বিশ্বাসম্। নার্হথ, স্বাপ্রবৃত্তেরিতি ভাবঃ ॥২৮॥

অস্থান ইতি। হে দ্বিজসত্তমাঃ! অস্থানে পাতিত্যাভাবাদবিষয়ে বা মে পরিত্যাগং কর্ত্তুম্, নার্হথেতি পূর্ব্বানুকর্ষঃ। হে বিপ্রাঃ! বো যুষ্মানেবাহং প্রপন্ন আর্ত্বিজ্যার্থং প্রাপ্তঃ। অতো ময়ি প্রসাদং কর্ত্তুমর্হথ ॥২৯॥

সান্ত্বেতি। হে দ্বিজোত্তমাঃ! তত্ত্বতো যথার্থতঃ কার্য্যবত্তয়া প্রয়োজনবত্তয়া হেতুনা, সান্ত্বদানাদিভিঃ সামদানাদিসূচকৈর্ব্বাক্যৈঃ, প্রসাদয়িত্বা, নঃ অস্মাকং যুষ্মাভির্যৎ কার্য্যম্, তদ্বক্ষ্যামি ॥৩০॥

তখন রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া, আশ্রমে যাইয়া, সেই পুরোহিতদিগকে বলিলেন—'ব্রাহ্মণগণ! আমি যদি পতিত হইয়া থাকি, তবে ত আপনাদের পরিচর্য্যা করিবারও যোগ্য নহি ॥২৭॥

এবং সত্বরই আমি আপনাদের পরিত্যাজ্য, আর সমস্ত ব্রাহ্মণের নিকটই নিন্দনীয়। কিন্তু আমি পতিত নহি। সুতরাং আপনারা আজ আমার সেই যজ্ঞের প্রতি বিশ্বাসটাকে নষ্ট করিতে পারেন না ॥২৮॥

কিংবা আমাকে বিনা কারণে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমি আপনাদেরই আশ্রয় লইয়াছি; সুতরাং আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন ॥২৯॥

ব্রাহ্মণগণ! যথার্থই আমার প্রয়োজন আছে; তাই আমি সাম ও দানাদিসূচক বাক্য দ্বারা আপনাদিগকে প্রসন্ন করিয়া, পরে আপনারা আমার যে কার্য্য করিবেন তাহা বলিব ॥৩০॥

[২৮]···ব্যাঘাতয়িতুমুদ্যতাম্, ব্যাঘাতয়িতুমুত্তমাম্। [৩০] অয়ং শ্লোকঃ ক্বচিৎ পরশ্লোকাৎ পরং বিন্যস্তঃ।

অথবাহং পরিত্যক্তো ভবদ্ভির্দ্বেষকারণাৎ।
ঋত্বিজোঽন্যান্ গমিষ্যামি যাজনার্থং দ্বিজোত্তমাঃ! ॥৩১॥
এতাবদুক্ত্বা বচনং বিররাম স পার্থিবঃ।
যদা ন শেকু রাজানং যাজনার্থং পরন্তপ! ॥৩২॥
ততস্তে যাজকাঃ ক্রুদ্ধাস্তমূচুর্নৃপসত্তমম্।
তব কর্ম্মাণ্যজস্রং বৈ বর্ত্তন্তে পার্থিবোত্তম! ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)
ততো বয়ং পরিশ্রান্তাঃ সততং কর্ম্মবাহিনঃ।
শ্রমাদস্মাৎ পরিশ্রান্তান্ স ত্বং নস্ত্যক্তুমর্হসি ॥৩৪॥
বুদ্ধিমোহং সমাস্থায় ত্বরাসম্ভাবিতোঽনঘ!।
গচ্ছ রুদ্রসকাশং ত্বং স হি ত্বাং যাজয়িষ্যতি ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

অথবেতি। ময়ি দ্বেষ এব কারণং তস্মাৎ। গমিষ্যামি প্রাপ্স্যামি ॥৩১॥

এতাবদিতি। যদা তে যাজকাঃ, যাজনার্থং রাজানং গ্রহীতুং ন শেকুঃ, ততস্তদা, ক্রুদ্ধাঃ সন্তঃ, তং নৃপসত্তমমূচুঃ। কিমূচুরিত্যাহ তবেত্যাদি ॥৩২—৩৩॥

তত ইতি। কর্ম্মবাহিনঃ কর্ম্মনির্ব্বাহাত্মকভারবাহিনঃ। নঃ অস্মান্ ॥৩৪॥

বুদ্ধীতি। বুদ্ধিমোহম্ অস্মাকং শ্রান্তত্বানবগমাৎ বুদ্ধিভ্রংশম্। ত্বরয়া সম্ভাবিতো গ্রস্তঃ, অস্মানাগত ইতি শেষঃ। রুদ্রস্য শিবস্য সকাশং গচ্ছ, অস্মাকমস্বীকারাৎ ॥৩৫॥

ভারতভাবদীপঃ

"মহাসত্রৈঃ" ইতি পাঠে সত্রমন্নদানং লোকপ্রসিদ্ধেঃ ॥১৮॥ সত্রে যজ্ঞে ॥১৯—৩৪॥ বুদ্ধিমোহং

অথবা বিদ্বেষবশতঃ যদি আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করেন, তবে আমি যাজনের জন্য অন্য পুরোহিতদিগের নিকট যাইব' ॥৩১॥

শ্বেতকি রাজা এই সকল কথা বলিয়া বিরত হইলেন। কিন্তু সেই যাজকেরা যখন যাজনের জন্য রাজাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে বলিলেন—'মহারাজ! আপনার যজ্ঞকার্য্য অনবরত চলিয়াছে ॥৩২—৩৩॥

তাহাতে আমরা সেই ভার বহন করিতে থাকিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতএব আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন ॥৩৪॥

আপনি বুদ্ধিবৈকল্যবশতঃ ব্যস্ত হইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছেন, কিন্তু আমরা পারিব না। আপনি রুদ্রের নিকট যান, তিনিই আপনার যাজন করিবেন' ॥৩৫॥

---

[৩৫]···দূরাৎ সম্ভাবিতোঽনঘ!···।

সাধিক্ষেপং বচঃ শ্রুত্বা সংক্রুদ্ধঃ শ্বেতকির্নৃপঃ।
কৈলাসং পর্ব্বতং গত্বা তপ উগ্রং সমাস্থিতঃ ॥৩৬॥
আরাধয়ন্মহাদেবং নিয়তঃ সংশিতব্রতঃ।
উপবাসপরো রাজন্! দীর্ঘকালমতিষ্ঠত ॥৩৭॥
কদাচিদ্দ্বাদশে কালে কদাচিদপি ষোড়শে।
আহারমকরোদ্রাজা মূলানি চ ফলানি চ ॥৩৮॥
ঊর্দ্ধবাহুস্ত্বনিমিষস্তিষ্ঠন্ স্থাণুরিবাচলঃ।
ষণ্মাসানভবদ্রাজা শ্বেতকিঃ সুসমাহিতঃ ॥৩৯॥
তং তথা নৃপশার্দ্দূলং তপ্যমানং মহত্তপঃ।
শঙ্করঃ পরমপ্রীত্যা দর্শয়ামাস ভারত! ॥৪০॥
উবাচ চৈনং ভগবান্ স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা।
প্রীতোঽস্মি নরশার্দ্দূল! তপসা তে পরন্তপ! ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। সাধিক্ষেপং "বুদ্ধিমোহং সমাস্থায়" ইত্যুক্তত্বাৎ সতিরস্কারম্ ॥৩৬॥
আরাধয়ন্নিতি। নিয়তো ধ্যানৈকনিষ্ঠঃ, সংশিতব্রতঃ সুদৃঢ়ব্রহ্মচর্য্যঃ ॥৩৭॥
কদাচিদিতি। কালে মুহূর্ত্তে। ষোড়শে চ মুহূর্ত্তে ॥৩৮॥
ঊর্দ্ধেতি। ষণ্মাসান্ যাবৎ, স্থাণুর্নিঃশাখবৃক্ষ ইব অচলঃ অভবদিতি সম্বন্ধঃ ॥৩৯॥
তমিতি। তপ্যমানং কুর্ব্বাণম্। দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ ॥৪০॥
উবাচেতি। ভগবান্ স শঙ্করঃ। কিমুবাচেত্যাহ প্রীতোঽস্মীতি ॥৪১॥

শ্বেতকি রাজা ব্রাহ্মণগণের সেই তিরস্কারবাক্য শুনিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, কৈলাসপর্ব্বতে যাইয়া, ভয়ঙ্কর তপস্যা আরম্ভ করিলেন ॥৩৬॥

তিনি ধ্যানী, ব্রহ্মচারী ও উপবাসী হইয়া, মহাদেবের আরাধনা করিতে থাকিয়া, দীর্ঘকাল অবস্থান করিলেন ॥৩৭॥

শ্বেতকি রাজা কোন দিন দ্বাদশ মুহূর্ত্তের সময়, কোন দিন বা ষোড়শ মুহূর্ত্তের সময় ফল-মূল আহার করিতেন ॥৩৮॥

তিনি ছয় মাস যাবৎ ঊর্দ্ধবাহু ও নির্নিমেষনয়ন হইয়া সমাহিতচিত্তে স্থাণুর ন্যায় অচল হইয়া রহিলেন ॥৩৯॥

মহারাজ! শ্বেতকি রাজা সেই ভাবে গুরুতর তপস্যা করিতে লাগিলে, মহাদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়া তাঁহাকে দর্শনদান করিলেন ॥৪০॥

এবং তিনি স্নিগ্ধ-গম্ভীর বাক্যে রাজাকে বলিলেন—'মহারাজ! আপনার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥৪১॥

বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে যং ত্বমিচ্ছসি পার্থিব ! ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং রুদ্রস্যামিততেজসঃ ॥৪২॥
প্রণিপত্য মহাত্মানং রাজর্ষিঃ প্রত্যভাষত।
যদি মে ভগবান্ প্রীতঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥৪৩॥
স্বয়ং মাং দেবদেবেশ ! যাজয়স্ব সুরেশ্বর ! ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং রাজ্ঞা তেন প্রভাষিতম্ ॥৪৪॥
উবাচ ভগবান্ প্রীতঃ স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ।
নাস্মাকমেষ বিষয়ো বর্ত্ততে যাজনং প্রতি ॥৪৫॥ (কলাপকম্)
ত্বয়া চ সুমহত্তপ্তং তপো রাজন্ ! বরার্থিনা।
যাজয়িষ্যামি রাজংস্ত্বাং সময়েন পরন্তপ ! ॥৪৬॥
সমা দ্বাদশ রাজেন্দ্র ! ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
সততং ত্বাজ্যধারাভির্যদি তর্পয়সেঽনলম্ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

বরমিতি। তে তব, ভদ্রং মঙ্গলং তদাত্মকমিত্যর্থঃ। মহাত্মানং রুদ্রম্। ভগবান্ মাহাত্ম্যবান্ ভবান্। স্বয়মাত্মনা। অস্মাকং দেবানাম্, যাজনং প্রতি, এষ বিষয়ঃ অধিকারো ন বর্ত্ততে, "তির্য্যক্পঙ্গুত্ব্যার্ষেয়দেবানাং নাত্রাধিকারঃ" ইতি মীমাংসকোক্তেরিতি ভাবঃ ॥৪২—৪৫॥

ত্বয়েতি। সময়েন ত্বয়া কৃতেন কেনচিন্নিয়মেন ॥৪৬॥

ভারতভাবদীপঃ

বুদ্ধিবৈকল্যম্, ত্বরাসম্ভাবিতঃ ত্বরাবশঃ অস্মদীয়শ্রমাজ্ঞানাদিত্যর্থঃ ॥৩৫—৪৪॥ যাজনং প্রতি যাজনমুদ্দিশ্য ত্বয়া চ সুমহৎ তপস্তপ্তম্, এতদ্যাজনমস্মাকং বিষয়ে ন বর্ত্ততে ইতি সম্বন্ধঃ, বয়ং

রাজা ! আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, সেইরূপ মাঙ্গলিক বর গ্রহণ করুন'। রাজা মহাদেবের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—'সর্ব্বলোকপূজিত ! আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে হে দেবদেব ! আপনি নিজেই আমার যাজন করুন'। রাজার এই কথা শুনিয়া মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, এই কথা বলিলেন—'মহারাজ ! আমাদের যাজন করিবার অধিকার নাই' ॥৪২—৪৫॥

রাজা ! আপনি বরপ্রার্থী হইয়া গুরুতর তপস্যা করিয়াছেন ; সুতরাং আপনি একটী নিয়ম স্বীকার করিলে, আমি আপনার যাজন করিব ॥৪৬॥

আপনি বার বৎসরপর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া যদি সর্ব্বদাই

[৪৫]···নাস্মাকমেতদ্বিষয়ে···।

কামং প্রার্থয়সে যং ত্বং মত্তঃ প্রাপ্স্যসি তং নৃপ !।
এবমুক্তস্তু রুদ্রেণ শ্বেতকির্মনুজাধিপঃ ॥৪৮॥
তথা চকার তৎ সর্ব্বং যথোক্তং শূলপাণিনা।
পূর্ণে তু দ্বাদশে বর্ষে পুনরায়ান্মহেশ্বরম্ ॥৪৯॥ (বিশেষকম্)
দৃষ্টৈব চ স রাজানং শঙ্করো লোকভাবনঃ।
উবাচ পরমপ্রীতঃ শ্বেতকিং নৃপসত্তমম্ ॥৫০॥
তোষিতোঽহং নৃপশ্রেষ্ঠ ! ত্বয়েহ শ্বেতকর্ম্মণা।
যাজনং ব্রাহ্মণানাস্তু বিধিদৃষ্টং পরন্তপ ! ॥৫১॥
অতোঽহং ত্বাং স্বয়ং নাদ্য যাজয়ামি পরন্তপ !।
মমাংশস্তু ক্ষিতিতলে মহাভাগো দ্বিজোত্তমঃ ॥৫২॥
দুর্ব্বাসা ইতি বিখ্যাতঃ স হি ত্বাং যাজয়িষ্যতি।
মন্নিয়োগান্মহাতেজাঃ সম্ভারাঃ সন্ত্রিয়স্তু তে ॥৫৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অথ কোঽসৌ সময় ইত্যাহ সমা ইতি। সমা বৎসরান্। সমাহিত একাগ্রচিত্তঃ। তদা, কাম্যত ইতি কামঃ অভীষ্টঃ পদার্থস্তম্। মত্তো মম সকাশাৎ। আয়াদাগতবান্ ॥৪৭—৪৯॥

দৃষ্টেতি। লোকান্ ভাবয়তীতি লোকভাবনো জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা ॥৫০॥

তোষিত ইতি। শ্বেতকর্ম্মণা নির্ম্মলকার্য্যেণ তপসা। বিধিদৃষ্টং বেদাবগতম্ ! তথা চ "যজনং যাজনঞ্চৈবাধ্যয়নাধ্যাপনে তথা। দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি যট্‌কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ ॥" ইতি মনুবচনদর্শনেন তন্মূলীভূতবেদানুমানাদিতি ভাবঃ ॥৫১॥

অত ইতি। মহাভাগস্তপঃপ্রভাবান্মহাভাগ্যধরঃ। সম্ভারা যজ্ঞোপকরণানি, সন্ত্রিয়স্তু সন্ত্রিয়ন্তাম্ আযোজ্যন্তামিত্যর্থঃ, তে ত্বয়া। পরস্মৈপদমার্ষম্ ॥৫২—৫৩॥

ঘৃতধারা দ্বারা অগ্নিদেবের তৃপ্তি সাধন করেন, তবে আপনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহাই আমার নিকট পাইবেন'। মহাদেব এই কথা বলিলে, শ্বেতকি রাজা তাঁহার কথা অনুসারে সে সমস্তই করিলেন এবং বার বৎসর পূর্ণ হইলে পুনরায় মহাদেবের নিকট গেলেন ॥৪৭—৪৯॥

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা মহাদেব শ্বেতকি রাজাকে দেখিয়াই পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥৫০॥

'মহারাজ ! আপনি তপস্যা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন বটে, কিন্তু বেদে দেখা যায় যে, যাজন কার্য্যটা ব্রাহ্মণদেরই ॥৫১॥

অতএব আমি নিজে আপনার যাজন করিব না ; কিন্তু ভূমণ্ডলে আমারই অংশসম্ভূত অত্যন্ত ভাগ্যবান্ 'দুর্ব্বাসা' নামে বিখ্যাত এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন ;

[৪৮] কামং প্রার্থয়সে যত্ত্বং মত্তঃ প্রাপ্স্যসি তন্নৃপ !। (৫১) ত্বয়েহাস্থেন কর্ম্মণা।...

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং রুদ্রেণ সমুদাহৃতম্।
স্বপুরং পুনরাগম্য সম্ভারান্ পুনরার্জ্জয়ৎ ॥৫৪॥
ততঃ সম্ভৃতসম্ভারো ভূয়ো রুদ্রমুপাগমৎ।
সম্ভৃতা মম সম্ভারাঃ সর্ব্বোপকরণানি চ ॥৫৫॥
ত্বৎপ্রসাদান্মহাদেব! শ্বো মে দীক্ষা ভবেদিতি।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥৫৬॥
দুর্বাসসং সমাহূয় রুদ্রো বচনমব্রবীৎ।
এষ রাজা মহাভাগঃ শ্বেতকির্নৃপসত্তমঃ ॥৫৭॥
এনং যাজয় বিপ্রেন্দ্র! মন্নিয়োগেন ভূমিপম্।
বাঢ়মিত্যেব বচনং রুদ্রং ত্বৃষিরুবাচ হ ॥৫৮॥ (বিশেষকম্)
ততঃ সত্রং সমভবত্তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
যথাবিধি যথাকালং যথোক্তং বহুদক্ষিণম্ ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। সম্ভারান্ যজ্ঞোপকরণানি, আর্জ্জয়ৎ সংগৃহীতবান্ শ্বেতকিরিতি শেষঃ ॥৫৪॥
তত ইতি। সম্ভৃতাঃ সংগৃহীতাঃ সম্ভারা উপকরণানি যেন সঃ। মম ময়া ॥৫৫॥
ত্বদিতি। শ্বঃ পরদিনে। দুর্ব্বাসসং মুনিম্। বাঢ়ং যাজয়াম্যেবেত্যর্থঃ ॥৫৬—৫৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তু ন যাজনে অধিকারিণ ইত্যর্থঃ ॥৪৫—৪৬॥ সততং তু আজ্যধারাভিঃ অচ্ছিন্নয়া আজ্য-ধারয়া, বহুত্বমবয়বাভিপ্রায়ম্ ॥৪৭—৫০॥ আম্নেন অনাদিবেদবোধিতেন, বিধিদৃষ্টং "ব্রাহ্মণানা-

সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণই আমার আদেশে আপনার যাজন করিবেন। সুতরাং আপনি যাইয়া তাহার উপকরণ সংগ্রহ করুন' ॥৫২—৫৩॥

শ্বেতকি রাজা মহাদেবের এই কথা শুনিয়া পুনরায় আপন রাজধানীতে আসিয়া যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিলেন ॥৫৪॥

সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহার পর আবার মহাদেবের নিকট যাইয়া বলিলেন—'আমি সমস্ত দ্রব্য এবং উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি ॥৫৫॥

মহাদেব! আপনার অনুগ্রহে আগামী কল্য আমার দীক্ষা হইবে'। মহাত্মা শ্বেতকি রাজার এই কথা শুনিয়া মহাদেব দুর্ব্বাসা মুনিকে ডাকিয়া বলিলেন—'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! ইনি মহাত্মা শ্বেতকি রাজা; আমার আদেশ অনুসারে তুমি ইঁহার যাজন কর'। তখন দুর্ব্বাসা বলিলেন—'অবশ্যই করিব' ॥৫৬—৫৮॥

(৫৫)…নৃপো রুদ্রমুপাগমৎ…। (৫৯)…সত্রঞ্চ বহুদক্ষিণম্।

তস্মিন্ পরিসমাপ্তে তু রাজ্ঞঃ সত্রে মহাত্মনঃ।
দুর্ব্বাসসাভ্যনুজ্ঞাতাঃ প্রযযুঃ সর্ব্বযাজকাঃ ॥৬০॥
যে তত্র দীক্ষিতাঃ সত্রে সদস্যাশ্চ মহৌজসঃ।
সোঽপি রাজা মহাভাগঃ স্বপুরং প্রাবিশত্তদা ॥৬১॥
পূজ্যমানো মহাভাগৈর্ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদপারগৈঃ।
বন্দিভিঃ স্তূয়মানশ্চ নাগরৈশ্চাভিনন্দিতঃ ॥৬২॥ (যুগ্মকম্)
এবংবৃত্তঃ স রাজর্ষিঃ শ্বেতকির্নৃপসত্তমঃ।
কালেন মহতা চাপি যযৌ স্বর্গমভিষ্টুতঃ ॥৬৩॥
ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহিতঃ সর্ব্বৈঃ সদস্যৈশ্চ সমন্বিতঃ।
তস্য সত্রে পপৌ বহ্নির্হবির্দ্বাদশ বৎসরান্ ॥৬৪॥ (যুগ্মকম্)
সততঞ্চাজ্যধারাভিরৈকাত্ম্যে তত্র কর্ম্মণি।
হবিষা চ ততো বহ্নিঃ পরাং তৃপ্তিমগচ্ছত ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সত্রং যজ্ঞঃ। উক্তম্ ঋত্বিক্‌সদস্যাদিভিরভিহিতমনতিক্রম্যেতি যথোক্তম্ ॥৫৯॥
তস্মিন্নিতি। প্রযযুঃ স্বস্বস্থানমিতি শেষঃ ॥৬০॥
য ইতি। দীক্ষিতাঃ প্রবৃত্তাঃ, তেঽপি প্রযযুরিত্যনুবৃত্তিঃ। বন্দিভির্বৈতালিকৈঃ ॥৬১—৬২॥
এবমিতি। এবমিত্থং বৃত্তং চরিত্রং যস্য সঃ। তস্য শ্বেতকেঃ, সত্রে যজ্ঞে ॥৬৩—৬৪॥

তাহার পর, যথাবিধানে, যথাসময়ে, ব্রতীদিগের উপদেশক্রমে এবং প্রচুরদক্ষিণাযুক্ত অবস্থায় সেই মহাত্মা শ্বেতকি রাজার যজ্ঞ হইয়া গেল ॥৫৯॥

মহাত্মা শ্বেতকি রাজার সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া গেলে, দুর্ব্বাসার অনুমতি-ক্রমে সমস্ত যাজকেরা স্বস্বস্থানে চলিয়া গেলেন ॥৬০॥

যাঁহারা সেই যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন, সেই সদস্যেরাও চলিয়া গেলেন এবং সেই মহাত্মা শ্বেতকি রাজাও আপন রাজধানীতে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। তখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার গৌরব করিতে লাগিলেন, বৈতালিকেরা স্তব করিতে লাগিল এবং পুরবাসীরা প্রশংসা করিতে থাকিল ॥৬১—৬২॥

এইরূপ-চরিত্র-সম্পন্ন সেই শ্বেতকি রাজা সকলের প্রশংসাভাজন হইয়া দীর্ঘকালের পর সমস্ত পুরোহিত ও সমস্ত সদস্যের সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গ-ধামে চলিয়া গেলেন। ওদিকে সেই শ্বেতকি রাজার যজ্ঞে অগ্নিদেব বার বৎসরপর্য্যন্ত ঘৃত পান করিয়াছিলেন ॥৬৩—৬৪॥

---

[৬০]···বিপ্রতস্থুঃ স্ম যাজকাঃ। [৬১] যে তত্র দীক্ষিতাঃ সর্ব্বে ··সোঽপি রাজন্! মহাভাগঃ··। [৬২] ইমং শ্লোকমারভ্য পঞ্চ শ্লোকাঃ কতিপয়পুস্তকে ন সন্তি।

ন চৈচ্ছৎ পুনরাদাতুং হবিরন্যস্য কস্যচিৎ।
পাণ্ডুবর্ণো বিবর্ণশ্চ ন যথাবৎ প্রকাশতে ॥৬৬॥
ততো ভগবতো বহ্নের্বিকারঃ সমজায়ত।
তেজসা বিপ্রহীণশ্চ গ্লানিশ্চৈনং সমাবিশৎ ॥৬৭॥
স লক্ষয়িত্বা চাত্মানং তেজোহীনং হুতাশনঃ।
জগাম সদনং পুণ্যং ব্রহ্মণো লোকপূজিতম্ ॥৬৮॥
তত্র ব্রহ্মাণমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ।
ভগবন্! পরমা প্রীতিঃ কৃতা শ্বেতকিনা মম ॥৬৯॥
অরুচিশ্চাভবত্তীব্রা তাং ন শক্নোম্যপোহিতুম্।
তেজসা বিপ্রহীণোঽস্মি বলেন চ জগৎপতে! ॥৭০॥

ভারতকৌমুদী

সততমিতি। ঐকাত্ম্যে একীভাবে সংস্রবেন সংযোগে সতীত্যর্থঃ ॥৬৫॥
নেতি। আদাতুং গ্রহীতুম্। অন্যস্য যজমানস্য। পাণ্ডুবর্ণঃ, অতএব বিবর্ণঃ ॥৬৬॥
তত ইতি। বিকারো জঠরাগ্নিমান্দ্যম্। গ্লানিরস্বাস্থ্যম্ ॥৬৭॥
স ইতি। লক্ষয়িত্বা দৃষ্ট্বা, আত্মানং স্বদেহম্। সদনং ভবনম্ ॥৬৮॥
তত্রেতি। আসীনমুপবিষ্টম্। শ্বেতকিনা তদাখ্যেন রাজ্ঞা ॥৬৯॥

ভারতভাবদীপঃ

মিদং হবিঃ" ইতি চতুর্ধাকরণমন্ত্রলিঙ্গানুমিতবিধিদৃষ্টম্ ॥৫১॥ অত ইতি। স্বয়ং যজ্ঞভোক্তা ভূত্বা ঋত্বিগ্‌ধ্যানভঙ্গভয়াৎ স্বয়ং ন যাজয়ামীত্যর্থঃ ॥৫২—৬০॥ দীক্ষিতাঃ কর্ম্মসু নিষ্ণাতাঃ

সেই যজ্ঞে অনবরত ঘৃতের ধারা পড়িতে থাকায় অগ্নিদেব অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥৬৫॥

তাহাতে তিনি অন্য কোন ব্যক্তিরই ঘৃত পুনরায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন না এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যথাযথভাবে প্রকাশ পাইতেন না ॥৬৬॥

তৎপরে ক্রমশঃ অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্যরোগই জন্মিল; তাহাতে তিনি তেজোহীন হইয়া পড়িলেন এবং সেই রোগের যাতনাও আসিয়া উপস্থিত হইল ॥৬৭॥

তখন তিনি আপনাকে তেজোহীন লক্ষ্য করিয়া, জগৎপূজিত ও পবিত্র ব্রহ্মভবনে গমন করিলেন ॥৬৮॥

সেখানে যাইয়া ব্রহ্মাকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার নিকট এই কথা বলিলেন 'ভগবন্! শ্বেতকি রাজা আমার অত্যন্ত তৃপ্তি জন্মাইয়া দিয়াছেন ॥৬৯॥

[৬৯]…প্রীতিঃ কৃতা মে শ্বেতকেতুনা।

ইচ্ছেয়ং ত্বৎপ্রসাদেন চাত্মনঃ প্রকৃতিং স্থিরাম্ ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং ভগবান্ সর্ব্বলোককৃৎ ॥৭১॥
হব্যবাহমিদং বাক্যমুবাচ প্রহসন্নিব ।
ত্বয়া দ্বাদশ বর্ষাণি বসোর্ধারাহুতং হবিঃ ॥৭২॥
উপযুক্তং মহাভাগ ! তেন ত্বাং গ্লানিরাবিশৎ ।
তেজসা বিপ্রহীণত্বাৎ সহসা হব্যবাহন ! ॥৭৩॥
মা গমস্ত্বং ব্যথাং বহ্নে ! প্রকৃতিস্থো ভবিষ্যসি ।
অরুচিং নাশয়িষ্যামি সময়ং প্রতিপদ্য তে ॥৭৪॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

অরুচিরিতি। অরুচির্ভোজনানিচ্ছারোগঃ। অপোহিতুং দূরীকর্ত্তুম্ ॥৭০॥

ইচ্ছেয়মিতি। প্রকৃতিং স্বাস্থ্যম্। সর্ব্বলোককৃৎ ব্রহ্মা। হব্যবাহমগ্নিদেবম্। বসোর্হোমীয়পাত্রবিশেষাৎ ধারয়া হুতং ত্যক্তং হবির্ঘৃতম্, উপযুক্তং পীতম্। গ্লানিরগ্নিমান্দ্যাদিরোগযাতনা। বিপ্রহীণত্বাৎ রহিতত্বাৎ, ব্যথাং মনোদুঃখম্, মা গমঃ ন প্রাপ্নুহি। যেন হি সহসা অচিরমেব ত্বং প্রকৃতিস্থো ভবিষ্যসি। সময়ম্ ঔষধসেবনকালম্, প্রতিপদ্য প্রাপ্য, অহং তে তব অরুচিং রোগং নাশয়িষ্যামি ॥৭১—৭৪॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৬১—৭০॥ প্রকৃতিং স্বভাবম্ ॥৭১॥ বসোর্ধারা পাত্রবিশেষঃ, যেন হূয়মানং ঘৃতদ্রব্যং সন্ততধারারূপেণ রক্ষতি, তেন হুতং হবিরর্থাৎ ঘৃতমেব, "বসোর্ধারাং জুহোতি" ইত্যুপক্রম্য "ঘৃতস্য বা এবমেষা ধারা" ইতি বাক্যশেষাৎ ॥৭২॥ উপযুক্তং ভুক্তম্ ॥৭৩॥ মা গমঃ গ্লানিমিতি বিপরিণামেন অনুষজ্যতে, যথেত্যস্য যথাপূর্ব্বমিত্যর্থঃ ॥৭৪॥ কিং তৎ খাণ্ডব-

তাহাতে আমার গুরুতর অরুচিরোগ জন্মিয়াছে, সে রোগকে আমি দূর করিতে পারিতেছি না ; তাহাতে আমি তেজ ও বলশূন্য হইয়া পড়িয়াছি ॥৭০॥

অতএব আমি ইচ্ছা করি যে, আপনার অনুগ্রহে আবার আমার স্থায়ী স্বাস্থ্য হউক।' অগ্নিদেবের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা হাসিতে হাসিতেই যেন তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—'অগ্নি! তুমি বার বৎসরপর্য্যন্ত পাত্র হইতে ধারাক্রমে আহুত ঘৃত পান করিয়াছ ; তাহাতেই তোমার এই গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, অগ্নি! তুমি তেজোহীন হইয়াছ বলিয়া দুঃখিত হইও না, অচিরকালমধ্যেই তুমি প্রকৃতিস্থ হইবে ; যথাসময়ে আমিই তোমার অরুচিরোগ সারিয়া দিব' ॥৭১—৭৪॥

[৭১]···এতচ্ছ্রুত্বা হব্যবাহাদ্ভগবান্···। [৭৪]···অরুচিং নাশয়িষ্যে তে সময়ং প্রতিপদ্যসে, অরুচিং নাশয়িষ্যেঽহং সময়ং প্রতিপদ্যতে।

পুরা দেবনিয়োগেন যত্ত্বয়া ভস্মসাৎ কৃতম্।
আলয়ং দেবশত্রূণাং সুঘোরং খাণ্ডবং বনম্ ॥৭৫॥
তত্র সর্ব্বাণি সত্ত্বানি নিবসন্তি বিভাবসো !।
তেষাং ত্বং মেদসা তৃপ্তঃ প্রকৃতিস্থো ভবিষ্যসি ॥৭৬॥ (যুগ্মকম্)
গচ্ছ শীঘ্রং প্রদগ্ধুং ত্বং ততো মোক্ষ্যসি কিল্বিষাৎ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং পরমেষ্ঠিমুখাচ্চ্যুতম্ ॥৭৭॥
উত্তমং বেগমাস্থায় প্রদুদ্রাব হুতাশনঃ।
আগম্য খাণ্ডবং দাবমুত্তমং বীর্য্যমাস্থিতঃ।
সহসা প্রাজ্বলচ্চাগ্নিঃ ক্রুদ্ধো বায়ুসমীরিতঃ ॥৭৮॥ (যুগ্মকম্)
প্রদীপ্তং খাণ্ডবং দৃষ্ট্বা যে স্ম তত্র নিবাসিনঃ।
পরমং যত্নমাতিষ্ঠন্ পাবকস্য প্রশান্তয়ে ॥৭৯॥
করৈস্তু করিণঃ শীঘ্রং জলমাদায় সত্বরাঃ।
সিষিচুঃ পাবকং ক্রুদ্ধাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৮০॥

ভারতকৌমুদী

পুরেতি। দেবশত্রূণাং ময়দানবাদীনাম্, আলয়ং বাসস্থানভূতম্, যৎ খাণ্ডবম্। তত্র খাণ্ডববনে। সত্ত্বানি জন্তবঃ। মেদসা শরীরধাতুবিশেষেণ ॥৭৫—৭৬॥

গচ্ছেতি। কিল্বিষাৎ পাপাৎ পাপজনিতাগ্নিমান্দ্যাদিরোগাৎ। পরমেষ্ঠিনো ব্রহ্মণো মুখাৎ, চ্যুতং নির্গতম্। দাবং বনম্। আস্থিত আশ্রিতঃ। পরশ্লোকঃ ষট্‌পাদঃ ॥৭৭—৭৮॥

প্রদীপ্তমিতি। যে জন্তবঃ। আতিষ্ঠন্ অবালম্বন্ত। পাবকস্য অগ্নেঃ ॥৭৯॥

অগ্নি! তুমি পূর্ব্বে দেবগণের আদেশে দেবশত্রুগণের বাসস্থান অতি-ভয়ঙ্কর যে খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়াছিলে, সে বনে এখন আবার সকল জন্তু বাস করিতেছে; তুমি তাহাদের মেদ (ধাতুবিশেষ) পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইবে ॥৭৫ - ৭৬॥

শীঘ্র সেই বন দগ্ধ করিবার জন্য গমন কর, সেই বন দগ্ধ করিতে পারিলেই সমস্ত রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবে'। অগ্নিদেব ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া মহাবেগ অবলম্বন করিয়া ধাবিত হইলেন এবং খাণ্ডববনে উপস্থিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিলেন; বায়ুও তখন তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন ॥৭৭—৭৮॥

সেই খাণ্ডববনে যে সকল প্রাণী বাস করিত, তাহারা খাণ্ডববন জ্বলিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া অগ্নিনির্ব্বাপণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল ॥৭৯॥

[৭৮] উত্তমং জবমাস্থায়…উত্তমং জবমাস্থিতঃ। [৭৯]…যে হ্যস্তত্র নিবাসিনঃ…।

বহুশীর্ষাস্তথা নাগাঃ শিরোভির্জ্জলসন্ততিম্ ।
মুমুচুঃ পাবকাভ্যাসে সত্বরাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ॥৮১॥
তথৈবান্যানি সত্ত্বানি নানাপ্রহরণোদ্যমৈঃ ।
বিলয়ং পাবকং শীঘ্রমনয়ন্ ভরতর্ষভ ! ॥৮২॥
অনেন তু প্রকারেণ ভূয়ো ভূয়শ্চ প্রজ্বলন্ ।
সপ্তকৃত্বঃ প্রশমিতঃ খাণ্ডবে হব্যবাহনঃ ॥৮৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি খাণ্ডবদাহে অগ্নিপরাভবে ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

করৈরিতি। করৈঃ শুণ্ডাভিঃ। সত্বরা ব্যস্তচিত্তাঃ ॥৮০॥

বহ্বিতি। শিরোভির্মস্তকাবয়বমুখৈঃ। পাবকস্যাগ্নেঃ অভ্যাসে উপরীত্যর্থঃ ॥৮১॥

তথেতি। সত্ত্বানি বানরাদয়ো জন্তবঃ, নানাপ্রহরণানাং তরুশাখাদীনাম্ উদ্যমৈরুদ্যমনপূর্ব্বকতাড়নৈঃ, বিলয়ং নির্ব্বাণম, পাবকমগ্নিম্ ॥৮২॥

অনেনেতি। সপ্তকৃত্বঃ সপ্তবারানেব, প্রশমিতস্তত্রত্যৈর্জন্তুভিরেব ॥৮৩॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি খাণ্ডবদাহে ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

মিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং পুরাবৃত্তং স্মারয়তি পুরেতি ॥৭৫—৭৬॥ কিল্বিষাৎ গ্লানিরূপাৎ ॥৭৭—৮১॥ নানাপ্রহরণোদ্যমৈঃ নানাবিধৈঃ প্রহরণৈঃ পাংসুপ্রক্ষেপবৃক্ষশাখাতাড়নাদিভিঃ, উদ্যমৈঃ জলসেকাদিভিশ্চ ॥৮২—৮৩॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৬॥

শত শত ও সহস্র সহস্র হস্তী ক্রুদ্ধ ও ব্যস্ত হইয়া শুঁড়ে করিয়া সত্বর জল আনিয়া আগুনের উপরে ঢালিতে লাগিল ॥৮০॥

বহুমস্তক নাগসমূহ ক্রুদ্ধ ও ব্যস্ত হইয়া মুখে করিয়া জল আনিয়া আগুনের উপরে ঢালিতে থাকিল ॥৮১॥

এবং অন্যান্য প্রাণীরাও নানাবিধ উপায়ে সত্বরই সে অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিল ॥৮২॥

এই ভাবে অগ্নি বার বার খাণ্ডববনে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তত্রত্য প্রাণীরাও এই ভাবে সাত বারই তাঁহাকে নির্ব্বাপিত করিল ॥৮৩॥

---

* '…একবিংশত্যধিকঃ…' '…ত্রয়োবিংশত্যধিকঃ…' '…পঞ্চবিংশত্যধিকঃ…' '…ঊনপঞ্চাশদধিকঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তু নৈরাশ্যমাপন্নঃ সদা গ্লানিসমন্বিতঃ।
পিতামহমুপাগচ্ছৎ সংক্রুদ্ধো হব্যবাহনঃ ॥১॥
তচ্চ সর্বং যথাবৃত্তং ব্রহ্মণে স ন্যবেদয়ৎ।
উবাচ চৈনং ভগবান্ মুহূর্ত্তং স বিচিন্ত্য তু ॥২॥
উপায়ঃ পরিদৃষ্টো মে যথা ত্বং ধক্ষ্যসেঽনঘ!।
কালঞ্চ কঞ্চিৎ ক্ষমতাং ততস্ত্বং ধক্ষ্যসেঽনল! ॥৩॥
ভবিষ্যতঃ সহায়ৌ তে নরনারায়ণৌ তদা।
তাভ্যাং ত্বং সহিতো দাবং ধক্ষ্যসে হব্যবাহন! ॥৪॥
এবমস্ত্বিতি তং বহ্নির্ব্রহ্মাণং প্রত্যভাষত।
সম্ভূতৌ তৌ বিদিত্বা তু নরনারায়ণাবৃষী ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। নৈরাশ্যমাপন্নঃ, তত্রত্যৈর্জন্তুভিরেব পুনঃ পুনর্ব্বাধাদানাদিতি ভাবঃ ॥১॥
তদিতি। যথাবৃত্তং যথাঘটিতম্। স হব্যবাহনঃ। স ব্রহ্মা ॥২॥
উপায় ইতি। মে ময়া। ধক্ষ্যসে খাণ্ডবদাহং করিষ্যসি। ক্ষমতাং সহতাম্ ॥৩॥
ভবিষ্যত ইতি। নরনারায়ণৌ রূপান্তরগতাবিতি ভাবঃ। দাবং খাণ্ডববনম্ ॥৪॥
এবমিতি। সম্ভূতৌ কৃষ্ণার্জ্জুনরূপেণ জাতৌ ইতি বিদিত্বা বহ্নিঃ প্রত্যভাষত ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অগ্নিদেব (পূর্ব্বোক্ত কারণে) খাণ্ডবদাহে নিরাশ হইয়া পড়িলেন, অথ চ সর্ব্বদাই রোগের যাতনা ভোগ করিতেন; তাই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় ব্রহ্মার নিকট গেলেন ॥১॥

ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তিনি যথাবৎ বৃত্তান্ত সমস্তই ব্রহ্মাকে জানাইলেন। তখন ব্রহ্মা একটু কাল চিন্তা করিয়া অগ্নিকে কহিলেন—॥২॥

'অগ্নি! যে ভাবে তুমি খাণ্ডবদাহ করিতে পারিবে, আমি তাহার উপায় দেখিয়াছি। তুমি কিছু কাল অপেক্ষা কর, তাহার পরেই খাণ্ডব দগ্ধ করিতে পারিবে ॥৩॥

নর-নারায়ণ ঋষি তোমার সহায় হইবেন; তুমি তখন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে পারিবে' ॥৪॥

সেই নর-নারায়ণ ঋষি অর্জ্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মিয়াছেন ইহা ধ্যানে জানিয়া অগ্নিদেব ব্রহ্মাকে বলিলেন—'এই রূপই হউক' ॥৫॥

কালস্য মহতো রাজন্ ! তস্য বাক্যং স্বয়ম্ভুবঃ ।
অনুস্মৃত্য জগামাথ পুনরেব পিতামহম্ ॥৬॥
অব্রবীচ্চ তদা ব্রহ্মা যথা ত্বং ধক্ষ্যসেঽনল ! ।
খাণ্ডবং দাবমদ্যৈব মিষতোঽস্য শচীপতেঃ ॥৭॥
নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পূর্ব্বদেবৌ বিভাবসো ! ।
সম্প্রাপ্তৌ মানুষং লোকং কার্য্যার্থং হি দিবৌকসাম্ ॥৮॥
অর্জ্জুনং বাসুদেবঞ্চ যৌ তৌ লোকোঽভিমন্যতে ।
তাবেতৌ হি স্থিতৌ তত্র খাণ্ডবস্য সমীপতঃ ॥৯॥
তৌ ত্বং যাচস্ব সাহায্যে দাহার্থং খাণ্ডবস্য চ ।
ততো ধক্ষ্যসি তং দাবং রক্ষিতং ত্রিদশৈরপি ॥১০॥
তৌ তু সত্ত্বানি সর্ব্বাণি যত্নতো বারয়িষ্যতঃ ।
দেবরাজঞ্চ সহিতৌ তত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

কালস্যেতি। মহতঃ কালস্য অতিক্রমে সতীতি শেষঃ। স্বয়ম্ভুবো ব্রহ্মণঃ ॥৬॥
অব্রবীদিতি। মিষতঃ পশ্যতঃ, পশ্যন্তং শচীপতিমিন্দ্রমনাদৃত্যেত্যর্থঃ ॥৭॥
নরেতি। পূর্ব্বদেবৌ পূর্ব্বং দেবগণমধ্যে গণ্যৌ আস্তাম্। দিবৌকসাং দেবানাম্ ॥৮॥
অর্জ্জুনমিতি। অর্জ্জুনং বাসুদেবঞ্চ নাম্না। তাবেতৌ অর্জ্জুনবাসুদেবৌ ॥৯॥
তাবিতি। তং দাবং খাণ্ডবং বনম্। ত্রিদশৈর্দেবৈ রক্ষিতমপি ॥১০॥

মহারাজ! তাহার পর দীর্ঘকাল অতীত হইলে, অগ্নিদেব ব্রহ্মার সেই কথা স্মরণ করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট গেলেন ॥৬॥

তখন ব্রহ্মা অগ্নিকে বলিলেন—'অগ্নি! তুমি অদ্যই প্রত্যক্ষদর্শী ইন্দ্রকে অগ্রাহ্য করিয়া খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে পারিবে ॥৭॥

অগ্নি! সেই যে নর-নারায়ণ ঋষি পূর্ব্বে দেবগণের মধ্যে গণ্য ছিলেন, তাঁহারাই এখন দেবগণের কার্য্য সাধন করিবার জন্য মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥৮॥

মনুষ্যলোক যাঁহাদিগকে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ বলিয়া মনে করে, তাঁহারাই সেই নর-নারায়ণ ঋষি; তাঁহারা এখন সেই খাণ্ডববনের নিকটেই রহিয়াছেন ॥৯॥

তুমি যাইয়া খাণ্ডবদাহের সাহায্যের জন্য তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা কর; তাঁহারা সাহায্য করিলে, দেবতারা রক্ষা করিলেও তুমি খাণ্ডব দাহ করিতে পারিবে ॥১০॥

[৭]…মিষতোঽস্য শতক্রতোঃ ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং ত্বরিতো হব্যবাহনঃ।
কৃষ্ণপার্থাবুপাগম্য যমর্থং ত্বভ্যভাষত ॥১২॥
তং তে কথিতবানস্মি পূর্বমেব নৃপোত্তম !।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং ত্বগ্নের্বীভৎসুর্জাতবেদসম্ ॥১৩॥
অব্রবীন্নৃপশার্দ্দূল ! তৎকালসদৃশং বচঃ।
দিধক্ষুং খাণ্ডবং দাবমকামস্য শতক্রতোঃ ॥১৪॥ (বিশেষকম্)

অর্জ্জুন উবাচ।

উত্তমাস্ত্রাণি মে সন্তি দিব্যানি চ বহূনি চ।
যৈরহং শক্নুয়াং যোদ্ধুমপি বজ্রধরান্ বহূন্ ॥১৫॥
ধনুর্মে নাস্তি ভগবন্ ! বাহুবীর্য্যেণ সম্মিতম্।
কুর্ব্বতঃ সমরে যত্নং বেগং যদ্বিষহেন্মম ॥১৬॥
শরৈশ্চ মেঽর্থো বহুভিরক্ষয়ৈঃ ক্ষিপ্রমস্যতঃ।
নহি বোঢ়ুং রথঃ শক্তঃ শরান্ মম যথেপ্সিতান্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি। তৌ সহিতৌ সন্তৌ, সর্ব্বাণি সত্ত্বানি জন্তূন্ দেবরাজঞ্চ বারয়িষ্যতঃ ॥১১॥

এতদিতি। যম্ অর্থং বিষয়ম্। বীভৎসুরর্জ্জুনঃ, অকামস্য খাণ্ডবদাহমনিচ্ছতঃ, শতক্রতোরিন্দ্রস্য, তমনাদৃত্যেতি অনাদরে ষষ্ঠী, খাণ্ডবং দাবং বনম্, দিধক্ষুং দগ্ধুমিচ্ছুম্, জাতবেদসমগ্নিম্, তৎকালসদৃশং বচঃ অব্রবীৎ ॥১২—১৪॥

উত্তমেতি। দিব্যানি অলৌকিকানি। বহূন্ বজ্রধরান্ ইন্দ্রানপি ॥১৫॥

সেই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মিলিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক সমস্ত জন্তুদিগকে এবং দেবরাজকে বারণ করিবেন ; সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই' ॥১১॥

ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া অগ্নিদেব সত্বর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকট যাইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, রাজা ! তাহা আপনার নিকট আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এদিকে খাণ্ডববন দগ্ধ হয় এরূপ ইচ্ছা ইন্দ্রের ছিল না, তাই তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়াই অগ্নি খাণ্ডববন দগ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; এই অবস্থায় অর্জ্জুন অগ্নির সেই কথা শুনিয়া তৎকালোচিত বাক্যই অগ্নিকে বলিলেন ॥১২—১৪॥

অর্জ্জুন বলিলেন—'অগ্নিদেব ! আমার বহুতর অলৌকিক উৎকৃষ্ট অস্ত্র আছে, যে গুলি দ্বারা আমি বহুতর ইন্দ্রের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারি ॥১৫॥

কিন্তু আমি যত্নের সহিত যুদ্ধ করিবার সময়ে যে ধনু আমার বেগ সহ্য করিতে পারে, এমন বাহুবলোপযোগী ধনু আমার নাই ॥১৬॥

অশ্বাংশ্চ দিব্যানিচ্ছেয়ং পাণ্ডুরান্ বাতরংহসঃ।
রথঞ্চ মেঘনির্ঘোষং সূর্য্যপ্রতিমতেজসম্ ॥১৮॥
তথা কৃষ্ণস্য বীর্য্যেণ নায়ুধং বিদ্যতে সমম্।
যেন নাগান্ পিশাচাংশ্চ নিহন্যান্মাধবো রণে ॥১৯॥
উপায়ং কর্ম্মসিদ্ধৌ চ ভগবন্! বক্তুমর্হসি।
নিবারয়েয়ং যেনেন্দ্রং বর্ষমাণং মহাবনে ॥২০॥
পৌরুষেণ তু যৎ কার্য্যং তৎ কর্ত্তারৌ স্ম পাবক!।
করণানি সমর্থানি ভগবন্! দাতুমর্হসি ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি খাণ্ডবদাহে অর্জ্জুনাগ্নিসংবাদে সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ধনুরিতি। বাহুবীর্য্যেণ সম্মিতং বাহুবলোপযোগি। বিষহেৎ বিশেষেণ সহেত ॥১৬॥
শরৈরিতি। অর্থঃ প্রয়োজনমস্তি। অস্যতঃ শরানেব ক্ষিপতঃ। নহি অস্তীতি শেষঃ ॥১৭॥
অশ্বানিতি। পাণ্ডুরান্ শ্বেতান্, বাতরংহসো বায়ুবদ্বেগশালিনঃ। রথঞ্চেচ্ছেয়ম্ ॥১৮॥
তথেতি। বীর্য্যেণ সমং বলোপযোগি, আয়ুধমস্ত্রম্ ॥১৯॥
উপায়মিতি। কর্ম্মণঃ খাণ্ডবদাহস্য সিদ্ধৌ বিষয়ে। বর্ষমাণং জলং বর্ষন্তম্ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

স স্থিতি ॥১—৬॥ মিষতঃ পশ্যতঃ ॥৭—১৩॥ শতক্রতোঃ সম্বন্ধি ॥১৪—২০॥ করণানি যুদ্ধসাধনানি ধনুরাদীনি ॥২১॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৭॥

এবং সত্বর বাণক্ষেপ করিবার সময়ে বহুতর অক্ষয় বাণ থাকা আমার আবশ্যক। আর, বহুতর অভীষ্ট বাণ বহন করিতে পারে, এমন রথও আমার নাই ॥১৭॥

তা'র পর, শ্বেতবর্ণ, বায়ুর তুল্য বেগবান্ এবং অলৌকিকশক্তিশালী অশ্বও আমি চাই এবং সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী ও মেঘের তুল্য গম্ভীরনাদী এক খানি রথও চাই ॥১৮॥

এবং কৃষ্ণেরও বলোপযোগী কোন অস্ত্র নাই, যাহা দ্বারা উনি যুদ্ধে নাগ ও পিশাচদিগকে বধ করিবেন ॥১৯॥

অতএব অগ্নিদেব! আপনি কার্য্যসিদ্ধির উপায় বলিতে পারেন কি? যে উপায়ে আমি খাণ্ডববনে বর্ষণ করিবার সময়ে ইন্দ্রকে বারণ করিতে পারিব ॥২০॥

---

(২০)···ভগবন্! কর্ত্তুমর্হসি···। * '···দ্বাবিংশত্যধিকঃ···' '···চতুর্বিংশত্যধিকঃ···' '···ষড়্‌বিংশত্যধিকঃ···' '···পঞ্চাশদধিকঃ···' ইতি পাঠভেদাঃ।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

———:*:———

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স ভগবান্ ধূমকেতুর্হুতাশনঃ।
চিন্তয়ামাস বরুণং লোকপালং দিদৃক্ষয়া ॥১॥
আদিত্যমুদকে দেবং নিবসন্তং জলেশ্বরম্।
স চ তচ্চিন্তিতং জ্ঞাত্বা দর্শয়ামাস পাবকম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
তমব্রবীদ্ধূমকেতুঃ প্রতিগৃহ্য জলেশ্বরম্।
চতুর্থং লোকপালানাং দেবদেবং সনাতনম্ ॥৩॥
সোমেন রাজ্ঞা যদ্দত্তং ধনুশ্চৈবেষুধী চ তে।
তৎ প্রযচ্ছোভয়ং শীঘ্রং রথঞ্চ কপিলক্ষণম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

পৌরুষেণেতি। কার্য্যং কর্ত্তুং শক্যম্। কর্ত্তারৌ করিষ্যাবঃ। করণানি সাধনানি ॥২১॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি খাণ্ডবদাহে সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:*:———

এবমিতি। ধূমঃ কেতুর্ধ্বজ ইব যস্য সঃ। আদিত্যম্ অদিতেঃ পুত্রম্, উদকে জলে নিবসন্তম্। স বরুণশ্চ। দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ। পাবকমগ্নিম্ ॥১—২॥

তমিতি। ধূমকেতুরগ্নিঃ। চতুর্থং স্বব্যতিরেকেণ ॥৩॥

সোমেনেতি। ইষুধী তূণীরদ্বয়ম্। কপিলক্ষণং বানরধ্বজম্ ॥৪॥

পুরুষকার দ্বারা যাহা করা যাইবে, তাহা আমরা করিব। কিন্তু তাহার উপযুক্ত উপকরণ আপনি দিতে পারিবেন কি?' ॥২১॥

———:০:———

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে, মাহাত্ম্যশালী ধূমধ্বজ অগ্নিদেব, অদিতির পুত্র জলনিবাসী ও জলের অধিপতি লোকপাল বরুণদেবকে দেখিবার ইচ্ছায় স্মরণ করিলেন। তখন বরুণদেব সেই স্মরণের বিষয় জানিয়া অগ্নিদেবের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন ॥১—২॥

তখন অগ্নিদেব চতুর্থ লোকপাল, দেবদেব ও সনাতনমূর্ত্তি বরুণদেবকে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বলিলেন—॥৩॥

'চন্দ্রদেব আপনাকে যে ধনু, যে দুইটী তূণীর এবং বানরধ্বজ যে রথ দিয়াছিলেন, সে সমস্তই শীঘ্র আমাকে দান করুন ॥৪॥

কার্য্যঞ্চ সুমহৎ পার্থো গাণ্ডীবেন করিষ্যতি।
চক্রেণ বাসুদেবশ্চ তন্মমাদ্য প্রদীয়তাম্ ॥৫॥
দদানীত্যেব বরুণঃ পাবকং প্রত্যভাষত।
তদদ্ভুতং মহাবীর্য্যং যশঃকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনম্ ॥৬॥
সর্ব্বশস্ত্রৈরনাধৃষ্যং সর্ব্বশস্ত্রপ্রমাথি চ।
সর্ব্বায়ুধমহামাত্রং পরসৈন্যপ্রধর্ষণম্ ॥৭॥
একং শতসহস্রেণ সম্মিতং রাষ্ট্রবর্দ্ধনম্।
চিত্রমুচ্চাবচৈর্ব্বর্ণৈঃ শোভিতং শ্লক্ষ্ণমব্রণম্ ॥৮॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈঃ পূজিতং শাশ্বতীঃ সমাঃ।
প্রাদাচ্চৈব ধনূরত্নমক্ষয্যে চ মহেষুধী ॥৯॥ (কলাপকম্)
রথঞ্চ দিব্যাশ্বযুজং কপিপ্রবরকেতনম্।
উপেতং রাজতৈরশ্বৈর্গান্ধর্ব্বৈর্হেমমালিভিঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

কার্য্যমিতি। পার্থোঽর্জ্জুনঃ। বাসুদেবশ্চ চক্রেণ সুমহৎ কার্য্যং করিষ্যতীত্যন্বয়ঃ ॥৫॥

দদানীতি। "শৌর্য্যাদিপ্রভবা কীর্ত্তির্দানাদিপ্রভবং যশঃ" ইত্যুক্তের্যশঃকীর্ত্ত্যোর্ভেদঃ। অত্র চ খাণ্ডবদানেন যশঃ, ইন্দ্রবিজয়েন চ কীর্ত্তিরিতি বোধ্যম্। অনাধৃষ্যমজয্যম্। সর্বেষাং শস্ত্রাণাং প্রমাথি বিজয়ি। সর্ব্বেষ্বায়ুধেষু মধ্যে মহতী মাত্রা প্রমাণং যস্য তৎ। একমপি, শতসহস্রেণ ধনুষাং লক্ষেণ, সম্মিতং তুল্যম্। উচ্চাবচৈর্নানাবিধৈঃ। শ্লক্ষ্ণং মসৃণম্, অব্রণং কীটক্ষতাদিরহিতম্। সমা বৎসরান্ দীর্ঘকালমিত্যর্থঃ। অক্ষয্যে ক্ষেতুমশক্যে সর্ব্বদৈব বাণপূর্ণে, মহেষুধী মহাতূণদ্বয়ম্ ॥৬—৯॥

অর্জ্জুন সেই গাণ্ডীবধনু দ্বারা এবং কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা গুরুতর কার্য্য সাধন করিবেন; অতএব সেগুলি আমাকে এখনই দিন' ॥৫॥

তখন বরুণদেব অগ্নিদেবকে কহিলেন—'অবশ্যই দিব'। এই বলিয়া বরুণদেব সেই ধনুশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব এবং অক্ষয় দুইটী তূণ সমর্পণ করিলেন। সেই গাণ্ডীব অত্যন্তভারসহ ও অদ্ভুত ছিল, যশ ও কীর্ত্তি বৃদ্ধি করিত, সমস্ত অস্ত্রের অজেয়, অথ চ সমস্ত-অস্ত্র-বিজয়ী ছিল, সমস্ত অস্ত্রের মধ্যেই তাহার প্রমাণ বৃহৎ ছিল, সে ধনু শত্রুসৈন্যকে জয় করিত এবং এক হইয়াও অন্য লক্ষ ধনুর তুল্য ছিল, রাজ্যবৃদ্ধি করিত এবং নানাবর্ণে বিচিত্র ও শোভিত ছিল; আর তাহা শ্লক্ষ্ণ (পালিস) ও ব্রণশূন্য ছিল এবং দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বেরা দীর্ঘকাল তাহার পূজা করিয়াছিলেন ॥৬—৯॥

(৯)...অক্ষয্যৌ চ মহেষুধী।

পাণ্ডুরাভ্রপ্রতীকাশৈর্মনোবায়ুসমৈর্জবে।
সর্বোপকরণৈর্যুক্তমজয্যং দেবদানবৈঃ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)
ভানুমন্তং মহাঘোষং সর্বভূতমনোরমম্।
সসর্জ্জ যং সুতপসা ভৌমনো ভুবনপ্রভুঃ ॥১২॥
প্রজাপতিরনির্দ্দেশ্যং যস্য রূপং রবেরিব।
যং স্ম সোমঃ সমারুহ্য দানবানজয়ৎ প্রভুঃ ॥১৩॥
নবমেঘপ্রতীকাশং জ্বলন্তমিব চ শ্রিয়া।
আশ্রিতৌ তং রথশ্রেষ্ঠং শক্রায়ুধসমাবুভৌ ॥১৪॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

রথমিতি। কপিপ্রবরকেতনং বিশালবানরধ্বজম্। রাজতৈ রজতবর্ণৈঃ, গান্ধর্ব্বৈর্গন্ধর্ব্বদেশজাতৈঃ। পাণ্ডুরাভ্রপ্রতীকাশৈঃ শুভ্রমেঘতুল্যৈঃ। জবে বেগে। রথঞ্চ প্রাদাদিত্যনুকর্ষঃ ॥১০—১১॥

ভান্বিতি। ভানুমন্তমুজ্জ্বলম্। সসর্জ্জ নির্ম্মমৌ, সুতপসা অতিকষ্টেন, ভৌমনো বিশ্বকর্ম্মা। অনির্দ্দেশ্যম্ অনির্ব্বচনীয়ম্। আশ্রিতৌ আরূঢ়ৌ। শক্রায়ুধসমৌ বসনগাত্রবর্ণবৈচিত্র্যাদিন্দ্রধনুস্তুল্যৌ, উভৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ ॥১২—১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১॥ আদিত্যমদিতেঃ পুত্রম্ ॥২॥ প্রতিগৃহ্য পূজাদিনা স্বায়ত্তীকৃত্য ॥৩—৬॥ মহামাত্রম্ অতিপ্রমাণং সমৃদ্ধং প্রধানং বা ॥৭—৯॥ রাজতৈ রজতবর্ণৈঃ ॥১০—১১॥ ভানুমন্তং দীপ্তিমন্তম্, ভৌমনো বিশ্বকর্ম্মা ॥১২—১৩॥ শক্রায়ুধসমৌ দেহবাসচ্ছবিভ্যাং নীল-

বরুণদেব একখানি রথও দিলেন; তাহাতে চারিটী দিব্য অশ্ব যোজিত ছিল এবং তাহার ধ্বজের উপরে বিশাল একটা বানর ছিল। সেই চারিটী অশ্বই রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল, গন্ধর্ব্বদেশে উৎপন্ন, স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত, নির্জ্জল মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ এবং বেগে মন ও বায়ুর তুল্য ছিল। সেই রথখানিতে যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ ছিল, আর সে রথ দেবগণ এবং দানবগণেরও অজেয় ছিল ॥১০—১১॥

মহাত্মা বিশ্বকর্ম্মা অতিকষ্টে উজ্জ্বল, গম্ভীরশব্দশালী এবং সমস্ত লোকের মনোহর করিয়া যে রথখানিকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যে রথখানির রূপ সূর্য্যের রূপের ন্যায় অনির্ব্বচনীয় ছিল এবং প্রজাপতি চন্দ্র যে রথে আরোহণ করিয়া দানবগণকে জয় করিয়াছিলেন; ইন্দ্রধনুর তুল্যবর্ণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নবমেঘতুল্য সেই উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিলেন ॥১২—১৪॥

(১৪)…আশ্রিতৌ তৌ রথশ্রেষ্ঠম্…।

তাপনীয়া সুরুচিরা ধ্বজযষ্টিরনুত্তমা।
তস্যাস্তু বানরো দিব্যঃ সিংহশার্দ্দূলকেতনঃ ॥১৫॥
দিধক্ষন্নিব তত্র স্ম সংস্থিতো মূৰ্দ্ধ্ন্যশোভত।
ধ্বজে ভূতানি তত্রাসন্ বিবিধানি মহান্তি চ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
নাদেন রিপুসৈন্যানাং তেষাং সংজ্ঞা প্রণশ্যতি।
স তং নানাপতাকাভিঃ শোভিতং রথসত্তমম্ ॥১৭॥
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য দৈবতেভ্যঃ প্রণম্য চ।
সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রকঃ ॥১৮॥
আরুরোহ তদা পার্থো বিমানং সুকৃতী যথা।
তচ্চ দিব্যং ধনুঃশ্রেষ্ঠং ব্রহ্মণা নিৰ্ম্মিতং পুরা ॥১৯॥
গাণ্ডীবমুপসংগৃহ্য বভূব মুদিতোঽৰ্জ্জুনঃ।
হুতাশনং পুরস্কৃত্য ততস্তদপি বীর্য্যবান্ ॥২০॥
জগ্রাহ বলমাস্থায় জ্যয়া চ যুযুজে ধনুঃ।
মৌৰ্ব্ব্যাস্তু যোজ্যমানায়াং বলিনা পাণ্ডবেন হ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তাপনীয়েতি। তাপনীয়া স্বর্ণনির্ম্মিতা। সিংহশার্দ্দলয়োরিব কেতনং চিহ্নং যস্য সঃ। "তপনীয়ং শাতকুম্ভম্" ইতি স্বর্ণপর্য্যায়েঽমরঃ। "কেতনং সদনে চিহ্নে কৃত্যে চোপনিমন্ত্রণে" ইতি হেমচন্দ্রঃ। দিধক্ষন্ পরবলং দগ্ধুমিচ্ছন্নিব, তত্র মূৰ্দ্ধ্নি ধ্বজোপরীত্যর্থঃ, সংস্থিতঃ সন্নশোভত। ভূতানি প্রাণিনঃ ॥১৫—১৬॥

নাদেনেতি। তেষাং ভূতানাং নাদেন। সঃ অৰ্জ্জুনঃ। উপাবৃত্য পরিবৃত্য। সন্নদ্ধঃ কৃতযুদ্ধসজ্জঃ। বদ্ধে ধৃতে গোধাঙ্গুলিত্রে চর্ম্মময়প্রকোষ্ঠাঘাতাঙ্গুল্যাঘাতবারণে যেন সঃ।

সেই রথখানিতে স্বর্ণনির্ম্মিত একটী সুন্দর ধ্বজ ছিল; তাহার উপরে সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণাকৃতি একটা বানর ছিল এবং সে বানরটা যেন শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছিল; আর সেই ধ্বজে নানাবিধ বৃহৎ বৃহৎ জন্তু বাস করিতেছিল ॥১৫—১৬॥

সেই জন্তুগণের গর্জনে শত্রুসৈন্যের চৈতন্য লোপ পাইত। অৰ্জ্জুন সেই পতাকাযুক্ত রথখানিকে প্রদক্ষিণ করিয়া এবং অভীষ্ট দেবতাদিগকে নমস্কার করিয়া কবচ, খড়্গ, তলবারণ ও অঙ্গুলিত্রাণ ধারণপূর্ব্বক সজ্জিত হইয়া, পুণ্যবান্ লোক যেমন বিমানে আরোহণ করেন, সেইরূপ সেই রথে আরোহণ করিলেন, তৎপরে ব্রহ্মার নির্ম্মিত সেই অলৌকিক গাণ্ডীবধনু ধারণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং অগ্নিদেবকে সম্মুখে রাখিয়া বলপ্রয়োগপূর্ব্বক সেই ধনুতে গুণা-

যেঽশৃণ্বন্ কূজিতং তত্র তেষাং বৈ ব্যথিতং মনঃ।
লব্ধ্বা রথং ধনুশ্চৈব তথাঽক্ষয্যে মহেষুধী ॥২২॥
বভূব কল্যঃ কৌন্তেয়ঃ প্রহৃষ্টঃ সাহ্যকর্ম্মণি।
বজ্রনাভং ততশ্চক্রং দদৌ কৃষ্ণায় পাবকঃ ॥২৩॥ (কুলকম্)
আগ্নেয়মস্ত্রং দয়িতং স চ কল্যোঽভবত্তদা।
অব্রবীৎ পাবকশ্চৈবমেতেন মধুসূদন ! ॥২৪॥
অমানুষানপি রণে জেষ্যসি ত্বমসংশয়ম্।
অনেন তু মনুষ্যাণাং দেবানামপি চাহবে ॥২৫॥
রক্ষঃপিশাচদৈত্যানাং নাগানাঞ্চাধিকস্তথা।
ভবিষ্যসি ন সন্দেহঃ প্রবরোঽপি নিবর্হণে ॥২৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

সুকৃতী পুণ্যবান্। উপসংগৃহ্য ধৃত্বা। তদপি ধনুঃ। জ্যয়া গুণেন। মৌর্ব্ব্যাং গুণে। কূজিতং শব্দম্। সাহ্যকর্ম্মণি অগ্নেঃ সাহায্যকার্য্যে যুদ্ধে, কল্যঃ সজ্জঃ। সাহায্যার্থে সাহ্যশব্দো মুনিরূঢ় ইতি প্রাগেবোক্তম্। "কল্যৌ সজ্জনিরাময়ৌ" ইত্যমরঃ। বজ্রমিব নাভির্মধ্যদেশো যস্য তৎ ॥১৭—২৩॥

আগ্নেয়মিতি। স কৃষ্ণশ্চ তদা আগ্নেয়মস্ত্রমিব দয়িতং প্রিয়ম্, তদস্ত্রং চক্রম্, আদায়েতি

ভারতভাবদীপঃ

পিশঙ্গবর্ণৌ ॥১৪॥ তাপনীয়া সৌবর্ণী, সিংহশার্দ্দূলবৎ ভয়ঙ্করঃ কেতনঃ কায়ো যস্য সঃ, "কেতনং লাঞ্ছনে কায়ে" ইতি বিশ্বঃ ॥১৫—১৬॥ নাদেন যেষাম্ ॥১৭—২০॥ জ্যয়া মৌর্ব্ব্যা ॥২১—২২॥ কল্যঃ সমর্থঃ, সাহ্যকর্ম্মণি সাহায্যকে, বজ্রং বরত্রা সা নাভৌ যস্য তৎ সূত্রবদ্ধ-শকুনিবৎ পুনঃ পুনঃ প্রয়োক্তুর্হস্তমায়াতীত্যর্থঃ। "বজ্রং ত্রপুবরত্রয়োঃ" ইতি মেদিনী ॥২৩॥

রোপণ করিলেন। তিনি গুণারোপণ করিবার সময়ে যে শব্দ হইল, তাহা শুনিয়া সকলের হৃদয় কম্পিত হইল। অর্জ্জুন সেই রথ, ধনু ও অক্ষয় তূণীর দুইটী লাভ করিয়া, আনন্দিত হইয়া, যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন। তখন অগ্নিদেব কৃষ্ণকে একটী চক্র দান করিলেন; সেই চক্রটীর মধ্যস্থানটা বজ্রের ন্যায় ছিল ॥১৭—২৩॥

কৃষ্ণও আগ্নেয় অস্ত্রের ন্যায় প্রিয় সই চক্র লাভ করিয়া তখনই যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন। সেই সময়ে অগ্নিদেব তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন—'কৃষ্ণ! আপনি এই চক্র দ্বারা যুদ্ধে দেবতাপ্রভৃতিকেও জয় করিতে পারিবেন; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; আর আপনি এই চক্রের প্রভাবে দেবতা, মনুষ্য,

(২৩)···প্রহৃষ্টঃ সহ্যকর্ম্মণি···।

ক্ষিপ্তং ক্ষিপ্তং রণে চৈতত্ত্বয়া মাধব ! শত্রুষু ।
হত্বাঽপ্রতিহতং সংখ্যে পাণিমেষ্যতি তে পুনঃ ॥২৭॥
বরুণশ্চ দদৌ তস্মৈ গদামশনিনিস্বনাম্ ।
দৈত্যান্তকরণীং ঘোরাং নাম্না কৌমোদকীং প্রভুঃ ॥২৮॥
ততঃ পাবকমব্রূতাং প্রহৃষ্টাবর্জ্জুনাচ্যুতৌ ।
কৃতাস্ত্রৌ শস্ত্রসম্পন্নৌ রথিনৌ ধ্বজিনাবপি ॥২৯॥
কল্যৌ স্বো ভগবন্ ! যোদ্ধুমপি সর্ব্বৈঃ স্বরাস্থরৈঃ ।
কিং পুনর্ব্বজ্রিণৈকেন পন্নগার্থে যুযুৎসতা ॥৩০॥

অর্জ্জুন উবাচ ।

চক্রপাণির্হৃষীকেশো বিচরন্ যুধি বীর্য্যবান্ ।
চক্রেণ ভস্মসাৎ সর্ব্বং বিসৃষ্টেন তু বীর্য্যবান্ ।
ত্রিষু লোকেষু তন্নাস্তি যন্ন কুর্য্যাজ্জনার্দ্দনঃ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

শেষঃ, কল্যো যুদ্ধায় সজ্জিতোঽভবৎ । আহবে যুদ্ধে । অধিকঃ প্রবলঃ । নিবর্হণে শত্রুবিনাশনে, প্রবরঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥২৪—২৬॥

চক্রস্থ গুণমাহ ক্ষিপ্তমিতি । অপ্রতিহতম্ অক্ষতং সৎ । সংখ্যে যুদ্ধে ॥২৭॥

বরুণ ইতি । তস্মৈ কৃষ্ণায় । অশনিনিস্বনাং বজ্রবদ্গার্জিনীম্ ॥২৮॥

তত ইতি । পাবকমগ্নিদেবম্ । কৃতাস্ত্রৌ শিক্ষিতাস্ত্রৌ, তদানীঞ্চ শস্ত্রসম্পন্নৌ ॥২৯॥

কল্যাবিতি । কল্যৌ সজ্জিতৌ । বজ্রিণা ইন্দ্রেণ । পন্নগার্থে তক্ষকরক্ষার্থে ॥৩০॥

রাক্ষস, পিশাচ, দৈত্য ও নাগদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবল হইয়া তাহাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই ॥২৪—২৬॥

আর কৃষ্ণ ! আপনি যুদ্ধের সময়ে শত্রুগণের প্রতি এই চক্র বার বার ক্ষেপ করিলেও, ইহা সেই শত্রুকে বধ করিয়া অক্ষত থাকিয়া আবার আপনার হাতে আসিবে' ॥২৭॥

তখন বরুণও কৃষ্ণকে 'কৌমোদকী' নামে ভয়ঙ্কর একটী গদা দান করিলেন ; সে গদা বজ্রের ন্যায় গর্জন করিত এবং দৈত্যগণকে বিনাশ করিত ॥২৮॥

তাহার পর, অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং তৎকালে উপযুক্ত অস্ত্রসম্পন্ন, রথারোহী ও ধ্বজশালী কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন আনন্দিত হইয়া অগ্নিদেবকে বলিলেন—॥২৯॥

'ভগবন্ ! আমরা এখন সমস্ত দেবদানবগণের সঙ্গেও যুদ্ধ করিতে সমর্থ। অতএব তক্ষকনাগকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধার্থী একমাত্র ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার কথা আর কি বলিব' ॥৩০॥

গাণ্ডীবং ধনুরাদায় তথাক্ষয্যে মহেষুধী।
অহমপ্যুৎসহে লোকান্ বিজেতুং যুধি পাবক ! ॥৩২॥
সর্বতঃ পরিবার্য্যৈব দাবমেতং মহাপ্রভো !।
কামং সম্প্রজ্বলাদ্যৈব কল্যৌ স্বঃ সাহ্যকর্ম্মণি ॥৩৩॥
যদি খাণ্ডবমেষ্যতি প্রমাদাৎ সগণো বা পরিরক্ষিতুং মহেন্দ্রঃ।
শরতাড়িতগাত্রকুণ্ডলানাং কদনং দ্রক্ষ্যতি দেববাহিনীনাম্ ॥৩৪॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তঃ স ভগবান্ দাশার্হেণার্জ্জুনেন চ।
তৈজসং রূপমাস্থায় দাবং দগ্ধুং প্রচক্রমে ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

চক্রেতি। বীর্য্যবান্ একত্র দৈহিকবলবান্ অন্যত্র মানসিকবলবান্। বিসৃষ্টেন নিক্ষিপ্তেন। যৎ সর্ব্বং ভস্মসান্ন কুর্য্যাদিতি সম্বন্ধঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩১॥

গাণ্ডীবমিতি। উৎসহে শক্নোমি। লোকান্ ত্রীণি ভুবনানি ॥৩২॥

সর্ব্বত ইতি। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য, দাবং বনম্। কামং পর্য্যাপ্তম্। অদ্যৈব ইদানীমেব। কল্যৌ সজ্জিতৌ। সাহ্যকর্ম্মণি সাহসকার্য্যে যুদ্ধে ॥৩৩॥

যদীতি। সগণঃ সৈন্যসহিতঃ। কদনং দুরবস্থাম্ ॥৩৪॥

এবমিতি। সঃ অগ্নিদেবঃ। দাশার্হেণ কৃষ্ণেন। তৈজসং তেজোময়ম্ ॥৩৫॥

অর্জ্জুন বলিলেন—'দৈহিক ও মানসিক-শক্তিশালী কৃষ্ণ চক্র ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধে বিচরণ করিতে লাগিলে, ত্রিভুবনে তেমন কোন বস্তু নাই, যাহা উনি চক্র নিক্ষেপ করিয়া বিধ্বস্ত করিতে পারেন না ॥৩১॥

এবং আমিও গাণ্ডীবধনু এবং অক্ষয় তূণীর দুইটী লইয়া যুদ্ধে সমস্ত ত্রিভুবনকেই জয় করিতে পারি ॥৩২॥

অতএব ভগবন্ অগ্নিদেব ! আপনি এখনই এই খাণ্ডববনটাকে পরিবেষ্টন করিয়া সকল দিকেই পর্য্যাপ্তরূপে জ্বলিয়া উঠুন; আমরা আপনার সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি ॥৩৩॥

যদি দেবরাজ অনবধানতাবশতঃ সৈন্যগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া এই খাণ্ডববন রক্ষা করিবার জন্য আগমন করেন, তবে আমার বাণে অঙ্গ ও কুণ্ডল তাড়িত হইতে থাকিলে, সেই দেবসৈন্যগণের কিরূপ দুরবস্থা হয় তাহা দেখিতে পাইবেন' ॥৩৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে, অগ্নিদেব ব্রাহ্মণরূপ

(৩৩)···দাবমেতং মহৎ প্রভো!, দাবমেতং মহাপ্রভম্···কল্যৌ স্বঃ সহ্যকর্ম্মণি।
(৩৪) অয়ং শ্লোকো দাক্ষিণাত্যপুস্তক এব দৃশ্যতে।

সর্ব্বতঃ পরিবার্য্যাথ সপ্তার্চ্চির্জ্বলনস্তদা।
দদাহ খাণ্ডবং দাবং যুগান্তমিব দর্শয়ন্ ॥৩৬॥
প্রতিগৃহ্য সমাবিশ্য তদ্বনং ভরতর্ষভ !।
মেঘস্তনিতনির্ঘোষঃ সর্ব্বভূতান্যকম্পয়ৎ ॥৩৭॥
দহ্যতস্তস্য চ বভৌ রূপং দাবস্য ভারত !।
মেরোরিব নগেন্দ্রস্য কীর্ণস্যাংশুমতোঽংশুভিঃ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি খাণ্ডবদাহে গাণ্ডীবাদিদানে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

সর্ব্বত ইতি। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য। দাবং বনম্। যুগান্তং প্রলয়ম্ ॥৩৬॥
প্রতীতি। প্রতিগৃহ্য ধৃত্বা সংলগ্নীভূয়েত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতানি তত্রত্যান্ প্রাণিনঃ ॥৩৭॥
দহ্যত ইতি। হে ভারত ! দহ্যতঃ অগ্নিনা দহ্যমানস্য, তস্য দাবস্য বনস্য রূপম্, অংশুমতঃ সূর্য্যস্য অংশুভিঃ, কীর্ণস্য ব্যাপ্তস্য নগেন্দ্রস্য মেরো রূপমিব বভৌ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি খাণ্ডবদাহে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

অতএব আগ্নেয়মস্ত্রমিবাস্ত্রম্ ॥২৪—২৬॥ তদেবাহ—ক্ষিপ্তং ক্ষিপ্তমিতি ॥২৭—২৯॥ যুযুৎসতা যোদ্ধুমিচ্ছতা ॥৩০—৩৫॥ সপ্তার্চ্চিঃ কালীকরালীপ্রভৃতিসপ্তজিহ্বাবান্ ॥৩৬—৩৭॥ দহ্যতো দহ্যমানস্য ॥৩৮॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৮॥

পরিত্যাগপূর্ব্বক তেজোময়রূপ ধারণ করিয়া খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩৫॥

তখন তিনি সকল দিকে পরিবেষ্টন করিয়া, প্রলয়কালের অবস্থাই যেন দেখাইতে থাকিয়া খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

মহারাজ! অগ্নি সেই খাণ্ডববনে লাগিয়া এবং তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে থাকিয়া, তত্রত্য সমস্ত প্রাণীকে কম্পিত করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

সেই খাণ্ডববন দগ্ধ হইতে লাগিলে, সূর্য্যের কিরণে পরিব্যাপ্ত সুমেরু-পর্ব্বতের আকৃতির ন্যায় তাহার আকৃতি প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৩৮॥

* '…ত্রয়োবিংশত্যধিকঃ…' '…পঞ্চবিংশত্যধিকঃ' '…সপ্তবিংশত্যধিকঃ…' '…একপঞ্চাশদধিকঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

গাণ্ডীবং ধনুরাদায় তথাক্ষয্যে মহেষুধী।
অহমপ্যুৎসহে লোকান্ বিজেতুং যুধি পাবক ! ॥৩২॥
সর্বতঃ পরিবার্য্যৈব দাবমেতং মহাপ্রভো !।
কামং সম্প্রজ্বলাদ্যৈব কল্যৌ স্বঃ সাহ্যকর্ম্মণি ॥৩৩॥
যদি খাণ্ডবমেষ্যতি প্রমাদাৎ সগণো বা পরিরক্ষিতুং মহেন্দ্রঃ।
শরতাড়িতগাত্রকুণ্ডলানাং কদনং দ্রক্ষ্যতি দেববাহিনীনাম্ ॥৩৪॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তঃ স ভগবান্ দাশার্হেণার্জ্জুনেন চ।
তৈজসং রূপমাস্থায় দাবং দগ্ধুং প্রচক্রমে ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

চক্রেতি। বীর্য্যবান্ একত্র দৈহিকবলবান্ অন্যত্র মানসিকবলবান্। বিসৃষ্টেন নিক্ষিপ্তেন। যৎ সর্ব্বং ভস্মসান্ন কুর্য্যাদিতি সম্বন্ধঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩১॥

গাণ্ডীবমিতি। উৎসহে শক্নোমি। লোকান্ ত্রীণি ভুবনানি ॥৩২॥

সর্ব্বত ইতি। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য, দাবং বনম্। কামং পর্য্যাপ্তম্। অদ্যৈব ইদানীমেব। কল্যৌ সজ্জিতৌ। সাহ্যকর্ম্মণি সাহসকার্য্যে যুদ্ধে ॥৩৩॥

যদীতি। সগণঃ সৈন্যসহিতঃ। কদনং দুরবস্থাম্ ॥৩৪॥

এবমিতি। সঃ অগ্নিদেবঃ। দাশার্হেণ কৃষ্ণেন। তৈজসং তেজোময়ম্ ॥৩৫॥

অর্জ্জুন বলিলেন—'দৈহিক ও মানসিক-শক্তিশালী কৃষ্ণ চক্র ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধে বিচরণ করিতে লাগিলে, ত্রিভুবনে তেমন কোন বস্তু নাই, যাহা উনি চক্র নিক্ষেপ করিয়া বিধ্বস্ত করিতে পারেন না ॥৩১॥

এবং আমিও গাণ্ডীবধনু এবং অক্ষয় তূণীর দুইটী লইয়া যুদ্ধে সমস্ত ত্রিভুবনকেই জয় করিতে পারি ॥৩২॥

অতএব ভগবন্ অগ্নিদেব ! আপনি এখনই এই খাণ্ডববনটাকে পরিবেষ্টন করিয়া সকল দিকেই পর্য্যাপ্তরূপে জ্বলিয়া উঠুন; আমরা আপনার সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি ॥৩৩॥

যদি দেবরাজ অনবধানতাবশতঃ সৈন্যগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া এই খাণ্ডববন রক্ষা করিবার জন্য আগমন করেন, তবে আমার বাণে অঙ্গ ও কুণ্ডল তাড়িত হইতে থাকিলে, সেই দেবসৈন্যগণের কিরূপ দুরবস্থা হয় তাহা দেখিতে পাইবেন' ॥৩৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে, অগ্নিদেব ব্রাহ্মণরূপ

(৩৩)···দাবমেতং মহৎ প্রভো!, দাবমেতং মহাপ্রভম্···কল্যৌ স্বঃ সহ্যকর্ম্মণি।

(৩৪) অয়ং শ্লোকো দাক্ষিণাত্যপুস্তক এব দৃশ্যতে।

দগ্ধৈকদেশা বহবো নিষ্টপ্তাশ্চ তথাঽপরে।
স্ফুটিতাক্ষা বিশীর্ণাশ্চ বিপ্লুতাশ্চ তথা পরে ॥৫॥
সমালিঙ্গ্য সুতানন্যে পিতৄন্ ভ্রাতৄনথাপরে।
ত্যক্তুং ন শেকুঃ স্নেহেন তত্রৈব নিধনং গতাঃ ॥৬॥
সন্দষ্টদশনাশ্চান্যে সমুৎপেতুরনেকশঃ।
ততস্তেঽতীব ঘূর্ণন্তঃ পুনরগ্নৌ প্রপেদিরে ॥৭॥
দগ্ধপক্ষাক্ষিচরণা বিচেষ্টন্তো মহীতলে।
তত্র তত্র স্ম দৃশ্যন্তে বিনশ্যন্তঃ শরীরিণঃ ॥৮॥
জলাশয়েষু তপ্তেষু ক্বাথ্যমানেষু বহ্নিনা।
গতসত্ত্বাঃ স্ম দৃশ্যন্তে কূর্ম্মমৎস্যাঃ সমন্ততঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

দগ্ধেতি। নিষ্টপ্তা অর্দ্ধদগ্ধাঃ। স্ফুটিতাক্ষা বিদীর্ণনয়নাঃ। বিশীর্ণাঃ ক্ষীণাঃ। বিপ্লুতা গলিতাঙ্গা আসন্নিতি সর্ব্বত্র শেষঃ ॥৫॥

সমিতি। ত্যক্তুং ন শেকুঃ, অতএব তত্রৈব নিধনং গতাঃ ॥৬॥

সন্দষ্টেতি। অতীব ঘূর্ণন্তঃ অগ্নিতাপেনেতি ভাবঃ। প্রপেদিরে প্রাপ্তাঃ ॥৭॥

দগ্ধেতি। বিচেষ্টন্তঃ স্পন্দমানাঃ। শরীরিণঃ পক্ষিণ এব ॥৮॥

জলেতি। ক্বাথ্যমানেষু পচ্যমানেষু সৎসু। গতসত্ত্বা নিষ্প্রাণাঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

অলাতচক্রবৎ ভ্রমিতাবেব ॥৩—৪॥ নিষ্টপ্তা অতিতপ্তাঃ, বিশীর্ণাঃ কর্কটীফলবৎ বিদীর্ণাঃ,

অনেকের শরীরের একদেশ দগ্ধ হইয়া গেল, কতকগুলি অর্দ্ধদগ্ধ হইল, কতকগুলির চোখ ফুটিয়া গেল এবং অনেকগুলি বিশীর্ণ ও গলিতাঙ্গ হইয়া গেল ॥৫॥

কতকগুলি প্রাণী সন্তানদিগকে, কতকগুলি প্রাণী পিতৃগণকে এবং কতকগুলি প্রাণী ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল, কিন্তু স্নেহবশতঃ তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিল না, তাহাতেই তাহারা সেই খানেই মরিয়া গেল ॥৬॥

অন্য অনেক প্রাণী দন্ত দংশন করিয়া উঠিল, আবার অত্যন্ত ঘুরিতে ঘুরিতে যাইয়া আগুনের ভিতরেই পড়িল ॥৭॥

নানাস্থানেই দেখা যাইতে লাগিল যে, পক্ষীগুলির পক্ষ, চক্ষু ও চরণ দগ্ধ হইলে তাহারা মাটীতে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে মরিয়া যাইতেছে ॥৮॥

আরও দেখা যাইতে লাগিল যে, অগ্নির উত্তাপে জলাশয়গুলি প্রথমে উত্তপ্ত হইল, ক্রমে তাহার জল ফুটিতে লাগিল; তখন কচ্ছপ ও মৎস্য সকল প্রাণত্যাগ করিতে থাকিল ॥৯॥

শরীরৈরপরৈর্দীপ্তৈর্দেহবন্ত ইবাগ্নয়ঃ।
অদৃশ্যন্ত বনে তত্র প্রাণিনঃ প্রাণসংক্ষয়ে ॥১০॥
কাংশ্চিদুৎপততঃ পার্থঃ শরৈঃ সংছিদ্য খণ্ডশঃ।
পাতয়ামাস বিহগান্ প্রদীপ্তে বসুরেতসি ॥১১॥
তে শরাচিতসর্বাঙ্গা বিনদন্তো মহারবান্।
ঊর্দ্ধমুৎপত্য বেগেন নিপেতুঃ খাণ্ডবে পুনঃ ॥১২॥
শরৈরব্যাহতানাঞ্চ সংঘশঃ স্ম বনৌকসাম্।
বিরাবঃ শুশ্রুবে ঘোরঃ সমুদ্রস্যেব মথ্যতঃ ॥১৩॥
বহ্নেশ্চাপি প্রদীপ্তস্য খমুৎপেতুর্মহার্চ্চিষঃ।
জনয়ামাসুরুদ্বেগং সুমহান্তং দিবৌকসাম্ ॥১৪॥
তেনার্চ্চিষা সুসন্তপ্তা দেবাঃ সর্ষিপুরোগমাঃ।
ততো জগ্মুর্মহাত্মানঃ সর্ব এব দিবৌকসঃ।
শতক্রতুং সহস্রাক্ষং দেবেশমসুরার্দ্দনম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

শরীরৈরিতি। দীপ্তৈঃ প্রজ্বলিতৈঃ অপরৈঃ শরীরৈরিত্যভেদে তৃতীয়া ॥১০॥
কাংশ্চিদিতি। বিহগান্ পক্ষিণঃ, প্রদীপ্তে প্রজ্বলিতে, বসুরেতসি বহ্নৌ ॥১১॥
ত ইতি। শরৈরাচিতানি ব্যাপ্তানি সর্ব্বাণ্যঙ্গানি যেষাং তে, তে অপরে পক্ষিণঃ ॥১২॥
শরৈরিতি। অব্যাহতানাঞ্চ অতাড়িতানামপি। মথ্যতো মথ্যমানস্য ॥১৩॥
বহ্নেরিতি। প্রদীপ্তস্য প্রজ্বলিতস্য, খমাকাশম্। দিবৌকসাং দেবানাম্ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

বিপ্লুতাঃ ভয়াৎ বিদ্রুতাঃ ॥৫—৯॥ শরীরৈঃ দীপ্তৈঃ লোহপ্রতিমাবৎ অত্যন্ততপ্তৈঃ ॥১০॥

সেই বনে অন্য প্রাণিগণের শরীরে আগুন লাগিয়া জ্বলিতে থাকিলে, সে অগ্নিকেই মূর্ত্তিমান্ বলিয়া দেখা যাইতে লাগিল ॥১০॥

কতকগুলি পক্ষী যেই উড়িতে লাগিল, অমনি অর্জ্জুন বাণ দ্বারা সেগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ভিতরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥১১॥

অর্জ্জুনের বাণে সমস্ত অঙ্গ বিদ্ধ হইলে, অপর পক্ষিগণ ভয়ঙ্কর রব করিয়া বেগে উপরে উঠিয়া আবার খাণ্ডববনেই পড়িতে থাকিল ॥১২॥

যে সকল প্রাণীর শরীর অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়াছিল না, তাহাদেরও মথ্যমান সমুদ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল ॥১৩॥

সেই প্রজ্বলিত অগ্নির বিশাল শিখা যাইয়া আকাশে উঠিল এবং দেবগণের গুরুতর উদ্বেগ জন্মাইতে থাকিল ॥১৪॥

দেবা ঊচুঃ ।

কিং স্বিমে মানবাঃ সর্ব্বে দহ্যন্তে চিত্রভানুনা ।
কচ্চিন্ন সংক্ষয়ঃ প্রাপ্তো লোকানামমরেশ্বর ! ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বৃত্রহা তেভ্যঃ স্বয়মেবান্ববেক্ষ্য চ ।
খাণ্ডবস্য বিমোক্ষার্থং প্রযযৌ হরিবাহনঃ ॥১৭॥
মহতা রথবৃন্দেন নানারূপেণ বাসবঃ ।
আকাশং সমবাকীর্য্য প্রববর্ষ সুরেশ্বরঃ ॥১৮॥
ততোঽক্ষমাত্রা ব্যসৃজন্ ধারাঃ শতসহস্রশঃ ।
চোদিতা দেবরাজেন জলদাঃ খাণ্ডবং প্রতি ॥১৯॥
অসম্প্রাপ্তাস্তু তা ধারাস্তেজসা জাতবেদসঃ ।
খ এব সমশুষ্যন্ত ন কাশ্চিৎ পাবকং গতাঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তেনেতি । ঋষিভিঃ সহ পুরো গচ্ছন্তীতি তে । ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

কিমিতি । চিত্রভানুনা অগ্নিনা । সংক্ষয়ঃ প্রলয়ঃ, প্রাপ্ত উপস্থিতঃ ॥১৬॥

তদিতি । বৃত্রহা বৃত্রাসুরবধকর্ত্তা মহাবল ইত্যাশয়ঃ । হরিবাহনঃ ইন্দ্রঃ ॥১৭॥

মহতেতি । বাসব ইন্দ্রঃ । সমবাকীর্য্য ব্যাপ্য, প্রববর্ষ মেঘজলানীতি শেষঃ ॥১৮॥

তত ইতি । অক্ষো জপমালা তস্য মাত্রা ইব মাত্রা প্রমাণং যাসাং তাঃ ॥১৯॥

অসমিতি । জাতবেদসো বহ্নেঃ । খ এব আকাশ এব । পাবকমগ্নিম্ ॥২০॥

তখন দেবগণ ও ঋষিগণ সেই অগ্নির তেজে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতে থাকিলেন ; তাই তাঁহারা সকলে মিলিয়া ইন্দ্রের নিকট গেলেন ॥১৫॥

দেবগণ বলিলেন—'দেবরাজ ! অগ্নি কি সমস্ত মনুষ্যকেই দগ্ধ করিতেছেন ? জগতের প্রলয়কাল উপস্থিত হয় নাই ত ?' ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দেবরাজ তাঁহাদের মুখে সেই কথা শুনিয়া এবং নিজে দেখিয়া খাণ্ডববন রক্ষা করিবার জন্য গমন করিলেন ॥১৭॥

তিনি যাইয়া নানাজাতীয় অসংখ্য রথ দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

তখন দেবরাজের আদেশে মেঘসমূহ খাণ্ডববনের উপরে জপমালার ন্যায় বড় বড় বিন্দুর শত সহস্র জলধারা বর্ষণ করিতে থাকিল ॥১৯॥

কিন্তু অগ্নির তেজে সে জলধারাগুলি উপস্থিত হইতে না হইতেই আকাশেই শুকাইয়া গেল, অগ্নির ভিতরে পড়িল না ॥২০॥

ততো নমুচিহা ক্রুদ্ধো ভৃশমর্চ্চিষ্মতস্তদা।
পুনরেব মহামেঘৈরম্ভাংসি ব্যসৃজদ্বহু ॥২১॥
অর্চ্চির্ধারাভিসম্বদ্ধং ধূমবিদ্যুৎসমাকুলম্।
বভূব তদ্বনং ঘোরং স্তনয়িত্নুসমাকুলম্ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি খাণ্ডবদাহে ইন্দ্রক্রোধে ঊনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তস্যাথ বর্ষতো বারি পাণ্ডবঃ প্রত্যবারয়ৎ।
শরবর্ষেণ বীভৎসুরুত্তমাস্ত্রাণি দর্শয়ন্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। নমুচিহা ইন্দ্রঃ। অর্চ্চিষ্মতঃ অগ্নেরুপরি। বহু প্রচুরং যথা স্যাত্তথা ॥২১॥

অর্চ্চিরিতি। অর্চ্চির্ধারাভ্যাম্ অগ্নিশিখাজলধারাভ্যামভিসম্বদ্ধং সংযুক্তম্, ধূমেন বিদ্যুতা চ সমাকুলং ব্যাপ্তম্। স্তনয়িত্নুভির্মেঘৈঃ সমাকুলম্ আবৃতম্ ॥২২॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি খাণ্ডবদাহে ঊনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

তস্যেতি। তস্য ইন্দ্রস্য। উত্তমাস্ত্রাণি উত্তমাস্ত্রপ্রয়োগকৌশলানি ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

বসুরেতসি বহ্নৌ ॥১১—১২॥ মথ্যতো মথ্যমানস্য ॥১৩—১৮॥ অক্ষো রথচক্রদ্বয়সন্ধানকাষ্ঠং তৎপ্রমাণাঃ অক্ষমাত্রাঃ ॥১৯—২২॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৯॥

তাহার পর, ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তখনই সেই অগ্নির উপরে মহামেঘসমূহ দ্বারা পুনরায় প্রচুর পরিমাণে জলবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২১॥

তখন অগ্নির শিখায় অথচ জলধারায় এবং ধূমে ও বিদ্যুতে ব্যাপ্ত হইয়া মেঘাচ্ছাদিত সেই খাণ্ডববন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল ॥২২॥

* '…চতুর্বিংশত্যধিকঃ…' '…ষড়্বিংশত্যধিকঃ…' '…অষ্টাবিংশত্যধিকঃ…' '…দ্বিপঞ্চাশদধিকঃ…' ইতি পাঠভেদাঃ।

খাণ্ডবঞ্চ বনং সর্ব্বং পাণ্ডবো বহুভিঃ শরৈঃ।
প্রাচ্ছাদয়দমেয়াত্মা নীহারেণেব চন্দ্রমাঃ ॥২॥
ন চ স্ম কিঞ্চিচ্ছক্নোতি ভূতং নিশ্চরিতুং ততঃ।
সংছাদ্যমানে খে বাণৈরস্যতা সব্যসাচিনা ॥৩॥
তক্ষকস্তু ন তত্রাসীন্নাগরাজো মহাবলঃ।
দহ্যমানে বনে তস্মিন্ কুরুক্ষেত্রং গতো হি সঃ ॥৪॥
অশ্বসেনোঽভবত্তত্র তক্ষকস্য সুতো বলী।
স যত্নমকরোত্তীব্রং মোক্ষার্থং জাতবেদসঃ ॥৫॥
ন শশাক স নির্গন্তুং নিরুদ্ধোঽর্জ্জুনপত্রিভিঃ।
মোক্ষয়ামাস তং মাতা নিগীর্য্য ভুজগাত্মজা ॥৬॥
তস্য পূর্ব্বং শিরো গ্রস্তং পুচ্ছমস্য নিগীর্য্য চ।
নিগীর্য্যমাণা সাক্রামৎ সুতং নাগী মুমুক্ষয়া ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

নম্ন শরবর্ষেণ কথং বারিবর্ষণং প্রত্যবারয়দিত্যাহ খাণ্ডবমিতি ॥২॥
নেতি। ভূতং প্রাণী, নিশ্চরিতুং নির্গন্তুম্, ততঃ খাণ্ডবাৎ। খে আকাশে ॥৩॥
তক্ষক ইতি। তস্মিন্ বনে খাণ্ডবে। স তক্ষকঃ ॥৪॥
অশ্বেতি। অভবৎ স্থিত ইতি শেষঃ। জাতবেদসো বহ্নেঃ সকাশাৎ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ইন্দ্র জলবর্ষণ করিতে লাগিলে, অর্জ্জুন অস্ত্রপ্রয়োগের উত্তম কৌশল দেখাইতে থাকিয়া বাণবর্ষণ দ্বারা সে জলবর্ষণ বারণ করিতে লাগিলেন ॥১॥

চন্দ্র যেমন নীহার দ্বারা জগৎ আচ্ছাদিত করেন, অর্জ্জুনও তেমন বহুতর বাণ দ্বারা সমস্ত খাণ্ডববনটা আচ্ছাদিত করিলেন ॥২॥

লঘুহস্ত অর্জ্জুন বাণ দ্বারা আকাশ আচ্ছাদিত করিলে, কোন প্রাণীই সে খাণ্ডববন হইতে নির্গত হইতে পারিল না ॥৩॥

এই ভাবে খাণ্ডববন দগ্ধ হইতে থাকিলে, মহাবল নাগরাজ তক্ষক সেখানে ছিল না, সে পূর্ব্বেই কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিল ॥৪॥

কিন্তু তাহার বলবান্ পুত্র অশ্বসেন সেখানে ছিল; সে অগ্নি হইতে মুক্ত হইবার জন্য গুরুতর চেষ্টা করিল ॥৫॥

কিন্তু অর্জ্জুনের বাণে নিরুদ্ধ থাকায় সে অশ্বসেন নির্গত হইতে পারে নাই, তবে তাহার মাতা তাহাকে গিলিয়া লইয়া মুক্ত করিয়াছিল ॥৬॥

(৭)·· পুচ্ছমস্য নিগীর্য্যতে···।

তস্যাঃ শরেণ তীক্ষ্ণেন পৃথুধারেণ পাণ্ডবঃ।
শিরশ্চিচ্ছেদ গচ্ছন্ত্যাস্তামপশ্যচ্ছচীপতিঃ ॥৮॥
তং মুমোচয়িষুর্বজ্রী বাতবর্ষেণ পাণ্ডবম্।
মোহয়ামাস তৎকালমশ্বসেনস্ত্বমুচ্যত ॥৯॥
তাঞ্চ মায়াং তদা দৃষ্ট্বা ঘোরাং নাগেন বঞ্চিতঃ।
দ্বিধা ত্রিধা চ খগতান্ প্রাণিনঃ পাণ্ডবোঽচ্ছিনৎ ॥১০॥
শশাপ তঞ্চ সংক্রুদ্ধো বীভৎসুর্জিহ্মগামিনম্।
পাবকো বাসুদেবশ্চাপ্যপ্রতিষ্ঠো ভবিষ্যসি ॥১১॥
ততো জিষ্ণুঃ সহস্রাক্ষং খং বিতত্যাশুগৈঃ শরৈঃ।
যোধয়ামাস সংক্রুদ্ধো বঞ্চনাং তামনুস্মরন্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। সঃ অশ্বসেনঃ। অর্জ্জুনস্য পত্রিভির্ব্বাণৈঃ। মাতা তক্ষৈব ॥৬॥
তস্যেতি। তস্য অশ্বসেনস্য। সুতং নিগীর্য্যমাণা নিগিরন্তী। অক্রামন্নির্গতা ॥৭॥
তস্যা ইতি। তস্যাস্তক্ষকপত্ন্যাঃ। পৃথুধারেণ সুধারেণ, অতএব তীক্ষ্ণেন ॥৮॥
তমিতি। তমশ্বসেনম্। বজ্রী ইন্দ্রঃ। অমুচ্যত মাতুরুদরান্নির্গত্য ॥৯॥
তামিতি। নাগেন অশ্বসেনেন। খগতান্ আকাশগতান্ ॥১০॥
শশাপেতি। জিহ্মগামিনং সর্পমশ্বসেনম্। অপ্রতিষ্ঠ আশ্রয়রহিতঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্যাথেতি ॥১—৬॥ নিগীর্য্যতে যাবতা কালেন তাবতৈব নিগীর্য্যমাণা অর্জ্জুনেন হন্য-মানা সতী আক্রামৎ ক্রান্তবতী খমিতি শেষঃ। মুমুক্ষয়া মোচনেচ্ছয়া ॥৭—১০॥ অপ্রতিষ্ঠো

তক্ষকপত্নী প্রথমে অশ্বসেনের মস্তক গিলিল, ক্রমে তাহার লেজপর্য্যন্ত গিলিয়া একেবারে উদরের ভিতরে নিয়া তাহাকে মুক্ত করিবার ইচ্ছায় নির্গত হইল ॥৭॥

তখন অর্জ্জুন সুধার সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা সেই তক্ষকপত্নীর মস্তকচ্ছেদন করিলেন; সেই অবস্থায় তাহাকে ইন্দ্র দেখিতে পাইলেন ॥৮॥

সুতরাং ইন্দ্র অশ্বসেনকে মুক্ত করিবার ইচ্ছায় বায়ুবর্ষণ করিয়া অর্জ্জুনকে মোহিত করিলেন; এই অবসরে অশ্বসেন মুক্ত হইয়া গেল ॥৯॥

তখন ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর মায়া দেখিয়া এবং অশ্বসেন প্রতারণা করিয়া গিয়াছে বুঝিয়া অর্জ্জুন আকাশস্থ প্রাণিগণকে দুই তিন খণ্ড করিয়া ছেদন করিতে লাগিলেন ॥১০॥

আর, কৃষ্ণ, অগ্নি ও অর্জ্জুন ইঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অশ্বসেনকে অভি-সম্পাত করিলেন যে, 'তুই নিরাশ্রয় হইবি' ॥১১॥

দেবরাজোঽপি তং দৃষ্ট্বা সংরব্ধং সমরেঽর্জ্জুনম্ ।
স্বমস্ত্রমসৃজত্তীব্রং ছাদয়িত্বাঽখিলং নভঃ ॥১৩॥
ততো বায়ুর্মহাঘোষঃ ক্ষোভয়ন্ সর্ব্বসাগরান্ ।
বিয়ৎস্থোঽজনয়ন্মেঘান্ জলধারাসমাকুলান্ ॥১৪॥
ততোঽশনিমুচো ঘোরাংস্তড়িৎস্তনিতনিস্বনান্ ।
তদ্বিঘাতার্থমসৃজদর্জ্জুনোঽপ্যস্ত্রমুত্তমম্ ॥১৫॥
বায়ব্যমভিমন্ত্র্যাথ প্রতিপত্তিবিশারদঃ ।
তেনেন্দ্রাশনিমেঘানাং বীর্য্যৌজস্তদ্বিনাশিতম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
জলধারাশ্চ তাঃ শোষং জগ্মুর্নেশুশ্চ বিদ্যুতঃ ।
ক্ষণেন চাভবদ্ব্যোম সম্প্রশান্তরজস্তমঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। জিষ্ণুরর্জ্জুনঃ, সহস্রাক্ষমিন্দ্রম্, খমাকাশম্, বিতত্য ব্যাপ্য ॥১২॥

দেবেতি। সংরব্ধং ক্রুদ্ধম্। অখিলং সর্বম্, নভ আকাশম্ ॥১৩॥

তত ইতি। বিয়ৎস্থ আকাশস্থঃ। ইয়মপীন্দ্রস্যৈব ক্রিয়া ॥১৪॥

তত ইতি। অশনিমুচো বজ্রক্ষেপিণঃ। তড়িতাং বিদ্যুতাং স্তনিতং গর্জনমেব নিস্বনো যেষাং তান্ মেঘান্ বিলোক্যেতি শেষঃ, প্রতিপত্তিবিশারদঃ প্রতীকারনিপুণঃ অর্জ্জুনোঽপি, উত্তমং বায়ব্যমস্ত্রমভিমন্ত্র্য তদ্বিঘাতার্থমসৃজৎ প্রযুক্তবান্। অথ তেন বায়ব্যাস্ত্রেণ, ইন্দ্রাশনিমেঘানাং তদ্বীর্য্যৌজঃ, বিনাশিতম্ ॥১৫—১৬॥

জলেতি। সম্প্রশান্তে নিবৃত্তে রজস্তমসী ধূল্যন্ধকারৌ যস্য তৎ ॥১৭॥

তাহার পর অর্জ্জুন ইন্দ্রের সেই প্রতারণা স্মরণ করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, শীঘ্রগামী বাণ দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১২॥

ইন্দ্রও যুদ্ধে অর্জ্জুনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া, সমস্ত আকাশ আচ্ছাদিত করিয়া, নিজের তীব্র অস্ত্র ক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তাহার পর মহাগর্জনশালী বায়ু সমস্ত সমুদ্রকে উদ্বেলিত করিয়া, আকাশে থাকিয়া, জলধারাবর্ষী মেঘ সৃষ্টি করিতে লাগিল ॥১৪॥

তাহার পর, ভয়ঙ্কর মেঘ সকল বজ্রপাত, বিদ্যুৎপ্রকাশ ও গম্ভীর গর্জন করিতেছে দেখিয়া তাহার প্রতীকারের জন্য প্রতীকারনিপুণ অর্জ্জুনও মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক উত্তম বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ; তাহাতে ইন্দ্রের বজ্র ও মেঘসমূহের প্রভাব ও তেজ নষ্ট হইল ॥১৫—১৬॥

এবং ক্ষণকালের মধ্যে সেই সকল জলধারা তিরোহিত হইল, বিদ্যুৎ লুকাইয়া গেল এবং আকাশের ধূলি ও অন্ধকার দূর হইল ॥১৭॥

সুখশীতানিলবহং প্রকৃতিস্থার্কমণ্ডলম্।
নিষ্প্রতীকারহৃষ্টশ্চ হুতভুগ্ বিবিধাকৃতিঃ ॥১৮॥
সিচ্যমানো বসৌঘৈস্তৈঃ প্রাণিনাং দেহনিঃসৃতৈঃ।
প্রজজ্বালাথ সোঽর্চ্চিষ্মান্ স্বনাদৈঃ পূরয়ন্ জগৎ ॥১৯॥
কৃষ্ণাভ্যাং রক্ষিতং দৃষ্ট্বা তঞ্চ দাবমহঙ্কৃতাঃ।
খমুৎপেতুর্মহারাজ! সুপর্ণাদ্যাঃ পতত্রিণঃ ॥২০॥
গরুড়া বজ্রসদৃশৈঃ পক্ষতুণ্ডনখৈস্তদা।
প্রহর্ত্তুকামা ন্যপতন্নাকাশাৎ কৃষ্ণপাণ্ডবৌ ॥২১॥
তথৈবোরগসংঘাতাঃ পাণ্ডবস্য সমীপতঃ।
উৎসৃজন্তো বিষং ঘোরং নিপেতুর্জ্বলিতাননাঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

সুখেতি। সুখং সুখজনকং শীতং শীতলঞ্চ অনিলং বায়ুং বহতীতি তৎ, তথা প্রকৃতিস্থমর্কমণ্ডলং যত্র তত্তাদৃশঞ্চ ব্যোম অভবদিতি পূর্ব্বানুকর্ষঃ। তথা বিবিধাকৃতিঃ দীর্ঘহ্রস্বাদিভেদেন নানাপ্রকারমূর্ত্তিঃ, হুতভুক্ অগ্নিশ্চ, নিষ্প্রতীকারেণ প্রতিবন্ধকাভাবেন হৃষ্টঃ, অভবৎ ॥১৮॥

সিচ্যমান ইতি। বসাস্তরলা ধাতুবিশেষাস্তাসামোঘৈঃ সমূহৈঃ। অর্চ্চিষ্মানগ্নিঃ ॥১৯॥

কৃষ্ণাভ্যামিতি। কৃষ্ণাভ্যাং কৃষ্ণার্জ্জুনাভ্যাম্। দাবং বনম্। অহঙ্কৃতা গর্বিণঃ সন্তঃ কৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ স্বপক্ষত্বাদেবেতি ভাবঃ। সুপর্ণাদ্যা গরুড়বংশীয়াঃ ॥২০॥

গরুড়া ইতি। গরুড়াস্তদ্বংশীয়াঃ। প্রহর্ত্তুকামা বিপক্ষান্। ন্যপতন্ আগতবন্তঃ ॥২১॥

তথেতি। উরগসংঘাতাঃ সর্পসমূহাঃ। পাণ্ডবস্যার্জ্জুনস্য সমীপতঃ সমীপে ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

নিরাশ্রয়ঃ অসন্ততির্ব্বা ॥১১—১৭॥ নিষ্প্রতীকারং বলবদাশ্রয়াৎ ভাবিগ্লানিহীনং হৃষ্টং হর্ষো

আর, সুখস্পর্শ শীতল বায়ু বহিতে লাগিল, সূর্য্যমণ্ডল প্রকৃতিস্থ হইল এবং নানাবিধমূর্ত্তিধারী অগ্নিও প্রতিবন্ধক না থাকায় আনন্দিত হইলেন ॥১৮॥

প্রাণিগণের দেহনিঃসৃত সেই বসাপ্রবাহে সিক্ত হইতে থাকিয়া অগ্নিও আপন গর্জনে জগৎ পূর্ণ করিয়া জ্বলিতে লাগিলেন ॥১৯॥

এদিকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সেই খাণ্ডববন রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া গরুড়-বংশীয় পক্ষিগণ গর্বিত হইয়া আকাশে উড়িতে লাগিল ॥২০॥

এবং অন্যান্য গরুড়বংশীয় পক্ষীরা বজ্রতুল্য পক্ষ, চঞ্চু ও নখ দ্বারা বিপক্ষ-গণকে প্রহার করিবার ইচ্ছায় আকাশ হইতে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকট আসিল ॥২১॥

জ্বলিতমুখ সর্পসমূহ ভয়ঙ্কর বিষ উদ্গিরণ করিতে করিতে অর্জ্জুনের নিকট যাইয়া পড়িতে লাগিল ॥২২॥

তাংশ্চকর্ত্ত শরৈঃ পার্থঃ স্বরোষাগ্নিসমন্বিতৈঃ।
বিবিশুশ্চাপি তং দীপ্তং দেহাভাবায় পাবকম্ ॥২৩॥
ততোঽসুরাঃ সগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
উৎপেতুর্নাদমতুলমুৎসৃজন্তো রণার্থিনঃ ॥২৪॥
অয়ঃকনকচক্রাশ্মভুষুণ্ড্যুদ্যতবাহবঃ।
কৃষ্ণপার্থৌ জিঘাংসন্তঃ ক্রোধসংমূর্চ্ছিতৌজসঃ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)
তেষামতিব্যাহরতাং শস্ত্রবর্ষঞ্চ মুঞ্চতাম্।
প্রমমাথোত্তমাঙ্গানি বীভৎসুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥২৬॥
কৃষ্ণশ্চ সুমহাতেজাশ্চক্রেণারিবিনাশনঃ।
দৈত্যদানবসংঘানাং চকার কদনং মহৎ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি। তান্ উরগসংঘাতান্। দেহস্য অভাবায় নাশায় ॥২৩॥

তত ইতি। ততঃ, অয়ঃকনকয়োর্লৌহস্বর্ণয়োশ্চক্রে অশ্মা পাষাণঃ ভুষুণ্ডী অস্ত্রবিশেষশ্চ উদ্যতা যেষু তে তাদৃশা বাহবো যেষাং তে, ক্রোধেন সংমূর্চ্ছিতম্ সংবর্দ্ধিতম্ ওজো বলং যেষাং তে চ, কৃষ্ণপার্থৌ, জিঘাংসন্তো হন্তুমিচ্ছন্তঃ সগন্ধর্ব্বা অসুরাঃ, যক্ষরাক্ষসপন্নগাশ্চ, রণার্থিনঃ, অতএবাতুলং নাদমুৎসৃজন্তঃ, সন্ত উৎপেতুঃ ॥২৪—২৫॥

তেষামিতি। অতিব্যাহরতাম্ অতীবকোলাহলং কুর্ব্বতাম্। উত্তমাঙ্গানি শিরাংসি ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

যস্য সঃ ॥১৮—২৪॥ অয়ঃকণান্ লোহগুলিকাঃ পিবতীতি তথাবিধমাগ্নেয়ৌষধবলেন গর্ভসম্ভৃতা লোহগুলিকাস্তারকা ইব বিকীর্য্যন্তে যেন তৎ যন্ত্রম্ অয়ঃকণপং লোহময়ম্, তথা চক্রাশ্মসংজ্ঞং যস্য ভ্রমিবলেন মহান্তোঽপি পাষাণা অতিদূরে ক্ষিপ্যন্তে তৎ কাষ্ঠময়ং যন্ত্রম্, ভুষুণ্ডী চর্ম্মরজ্জুময়ং যন্ত্রং পাষাণক্ষেপণমেব, তৈরুদ্যতাঃ বাহবো যেষাং তে অসুরাদয়ঃ অয়ঃ-

অর্জ্জুনও আপন ক্রোধাগ্নিসমন্বিত বাণ দ্বারা তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিতে লাগিলেন; তখন তাহারা যাইয়া মরণের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নির ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকিল ॥২৩॥

তাহার পর বলবান্ অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগসমূহ ক্রুদ্ধ হইয়া, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, লোহার ও সোণার চক্র, পাথর এবং ভুষুণ্ডী উত্তোলনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থী হইয়া, গুরুতর সিংহনাদ করিতে করিতে উপস্থিত হইল ॥২৪—২৫॥

তাহারা আসিয়া অত্যন্ত কোলাহল করিতে লাগিলে এবং অস্ত্রবর্ষণ করিতে থাকিলে, অর্জ্জুন সুধার বাণ দ্বারা তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

(২৩)···স্বরোষাগ্নিসমুক্ষিতৈঃ···। (২৫) অয়ঃকণপচক্রাশ্ম···।

অথাপরে শরৈর্বিদ্ধাশ্চক্রবেগেরিতাস্তথা।
বেলামিব সমাসাদ্য ব্যতিষ্ঠন্নমিতৌজসঃ ॥২৮॥
ততঃ শক্রোঽতিসংক্রুদ্ধস্ত্রিদশানাং মহেশ্বরঃ।
পাণ্ডুরং গজমাস্থায় তাবুভৌ সমুপাদ্রবৎ ॥২৯॥
বেগেনাশনিমাদায় বজ্রমস্ত্রঞ্চ সোঽস্মৃজৎ।
হতাবেতাবিতি প্রাহ সুরানসুরসূদনঃ ॥৩০॥
ততঃ সমুদ্যতাং দৃষ্ট্বা দেবেন্দ্রেণ মহাশনিম্।
জগৃহুঃ সর্ব্বশস্ত্রাণি স্বানি স্বানি সুরাস্তথা ॥৩১॥
কালদণ্ডং যমো রাজন্! গদাঞ্চৈব ধনেশ্বরঃ।
পাশাংশ্চ তত্র বরুণো বিচিত্রাঞ্চ তথাঽশনিম্ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

কৃষ্ণ ইতি। কদনং বিনাশেন দুরবস্থাম্ ॥২৭॥
অথেতি। স্রোতোবেগেনেরিতাস্তৃণাদয়ো বেলাং তীরমিব দূরে ইত্যর্থঃ ॥২৮॥
তত ইতি। ত্রিদশানাং দেবানাম্, মহেশ্বরো মহারাজঃ। পাণ্ডুরং শ্বেতম্ ॥২৯॥
বেগেনেতি। বজ্রং হীরকং তৎখচিতমস্ত্রঞ্চেত্যপৌনরুক্ত্যম্। অসৃজৎ স্রষ্টুমুদ্যতঃ ॥৩০॥
তত ইতি। সমুদ্যতাং নিক্ষেপায় সমুত্তোলিতাম্ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

কণপচক্রাশ্মভুষুণ্ড্যুদ্যতবাহবঃ। ক্রোধসংমূর্চ্ছিতৌজসঃ ক্রোধেন সংবর্দ্ধিততেজসঃ ॥২৫॥ অতিব্যাহরতাং কথমানানাম্ ॥২৬—২৭॥ যথা চক্রবেগেণ জলাবর্ত্তপ্রবাহেণ ঈরিতাস্তৃণাদয়ো বেলাং প্রাপ্য বিষ্ঠিতত্বং স্তব্ধত্বং প্রাপ্য তিষ্ঠন্তি, এবং চক্রবেগেণ অস্ত্রবলজবেন ঈরিতা অসুরাদ্যাঃ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ প্রাপ্য ব্যতিষ্ঠন্ ইত্যর্থঃ। "চক্রঃ কোকে" ইত্যুপক্রম্য "কুম্ভকারোপ-

অত্যন্ত বলবান্ এবং শত্রুহন্তা কৃষ্ণও চক্র দ্বারা দৈত্য ও দানবগণের গুরুতর দুরবস্থা করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

জলের বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে যাইয়া তৃণপ্রভৃতি যেমন তীরে সংলগ্ন হয়, তেমন অপর শত্রুরা অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ এবং কৃষ্ণের চক্রের বেগে তাড়িত হইয়া দূরে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥২৮॥

তাহার পর দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঐরাবতে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৯॥

তিনি বেগে বজ্র এবং হীরকখচিত অন্য অস্ত্র ধারণ করিয়া এবং নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়া দেবগণকে বলিলেন—'ইহারা হত হইল' ॥৩০॥

তৎপরে দেবরাজকে বজ্র উত্তোলন করিতে দেখিয়া অন্যান্য দেবতারাও আপন আপন সমস্ত অস্ত্র ধারণ করিলেন ॥৩১॥

স্কন্দঃ শক্তিং সমাদায় তস্থৌ মেরুরিবাচলঃ।
ওষধীর্দীপ্যমানাশ্চ জগৃহাতেঽশ্বিনাবপি ॥৩৩॥
জগৃহে চ ধনুর্দ্ধাতা মুষলন্তু জয়স্তথা।
পর্ব্বতঞ্চাপি জগ্রাহ ক্রুদ্ধস্ত্বষ্টা মহাবলঃ ॥৩৪॥
অংশস্তু শক্তিং জগ্রাহ মৃত্যুর্দেবঃ পরশ্বধম্।
প্রগৃহ্য পরিঘং ঘোরং বিচচারার্য্যমা অপি ॥৩৫॥
মিত্রশ্চ ক্ষুরপর্য্যন্তং চক্রমাদায় তস্থিবান্।
পূষা ভগশ্চ সংক্রুদ্ধঃ সবিতা চ বিশাংপতে! ॥৩৬॥
আত্তকার্ম্মুকনিস্ত্রিংশাঃ কৃষ্ণপার্থৌ প্রতুক্রুবুঃ।
রুদ্রাশ্চ বসবশ্চৈব মরুতশ্চ মহাবলাঃ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

কালেতি। কালায় সংহারায় দণ্ডঃ কালদণ্ডস্তম্। ধনেশ্বরঃ কুবেরঃ ॥৩২॥
স্কন্দ ইতি। দীপ্যমানা উজ্জ্বলাঃ, ওষধীঃ প্রাণনাশিকা লতাঃ ॥৩৩॥
জগৃহ ইতি। ধাতা জয়স্ত্বষ্টা চ দেববিশেষাঃ ॥৩৪॥
অংশ ইতি। অংশোঽপি দেববিশেষঃ। অর্য্যমা সূর্য্যঃ ॥৩৫॥
মিত্র ইতি। ক্ষুরপর্য্যন্তং ক্ষুরবৎ সুধারমিত্যর্থঃ। তস্থিবান্ স্থিতবান্ ॥৩৬॥
আত্তেতি। আত্তা গৃহীতাঃ কার্ম্মুকনিস্ত্রিংশা ধনুঃখড়্গা যৈস্তে ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

করণাস্ত্রয়োঃ। জলাবর্ত্তেঽপি" ইতি মেদিনী ॥২৮—৩১॥ গদাং চৈবেত্যত্র "শিবিকাম্" ইতি পাঠে—শিবিকা গদেতি প্রাঞ্চঃ, "শিম্বিকাম্" ইতি সানুস্বারপাঠে তু তৎসদৃশমীষদ্বক্র-মায়ুধমিতি তু তত্ত্বম্, তচ্চ দ্রবিড়কৈবর্ত্তেষু প্রসিদ্ধং দারুময়ম্, লোহময়মপি বলবৎসু সম্ভাব্যত এব ॥৩২—৩৩॥ পর্ব্বতঞ্চাপীত্যত্র "বিচক্রং পরিজগ্রাহ" ইতি পাঠে—বিচক্রং

যম কালদণ্ড, কুবের গদা এবং বরুণ পাশ ও বিচিত্র বজ্র ধারণ করিলেন ॥৩২॥

কার্ত্তিক শক্তি গ্রহণ করিয়া সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় অচল হইয়া রহিলেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় উজ্জ্বল ওষধি লইলেন ॥৩৩॥

ধাতা ধনু লইলেন, জয় মুষল ধরিলেন এবং মহাবল ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হইয়া একটা পর্ব্বত গ্রহণ করিলেন ॥৩৪॥

অংশ শক্তি গ্রহণ করিলেন, মৃত্যুদেব পরশু লইলেন এবং সূর্য্যও ভয়ঙ্কর পরিঘ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

মিত্র, পূষা, ভগ ও সবিতা ইঁহারা প্রত্যেকেই অত্যন্তক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরের ন্যায় সুধার চক্র ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

বিশ্বদেবাস্তথা সাধ্যা দীপ্যমানাঃ স্বতেজসা।
এতে চান্যে চ বহবো দেবাস্তৌ পুরুষোত্তমৌ ॥৩৮॥
কৃষ্ণপার্থৌ জিঘাংসন্তঃ প্রতীয়ুর্বিবিধায়ুধাঃ।
তত্রাদ্ভুতান্যদৃশ্যন্ত নিমিত্তানি মহাহবে ॥৩৯॥
যুগান্তসমরূপাণি ভূতসম্মোহনানি চ।
তথা দৃষ্ট্বা সুসংরব্ধং শক্রং দেবৈর্জয়াচ্যুতৌ ॥৪০॥
অভীতৌ যুধি দুর্দ্ধর্ষৌ তস্থতুঃ সজ্যকার্ম্মুকৌ।
আগচ্ছতস্ততো দেবানুভৌ যুদ্ধবিশারদৌ ॥৪১॥
ব্যতাড়য়েতাং সংক্রুদ্ধৌ শরৈর্বজ্রোপমৈস্তদা।
অসকৃদ্ভগ্নসংকল্পাঃ সুরাশ্চ বহুশঃ কৃতাঃ ॥৪২॥
ভয়াদ্রণং পরিত্যজ্য শক্রমেবাভিশিশ্রিয়ুঃ।
দৃষ্ট্বা নিবারিতান্ দেবান্ মাধবেনার্জ্জুনেন চ ॥৪৩॥
আশ্চর্য্যমগমংস্তত্র মুনয়ো নভসি স্থিতাঃ।
শক্রশ্চাপি তয়োর্বীর্য্যমুপলভ্যাসকৃদ্রণে ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

বিশ্বেদেবা ইতি। প্রতীয়ুঃ প্রতিজগ্মুঃ। নিমিত্তানি দুর্লক্ষণানি উল্কাপাতাদীনি। যুগান্তসমরূপাণি প্রলয়কালীনতুল্যানি, ভূতানাং প্রাণিনাং সম্মোহনানি। সুসংরব্ধম্ অতীবক্রুদ্ধম্। দেবৈঃ সহ। জয়াচ্যুতৌ অর্জ্জুনকৃষ্ণৌ। উভৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ। ভগ্নসঙ্কল্পা দূরীকৃতজয়েচ্ছাঃ।

ভারতভাবদীপঃ

ত্রিশূলম্ ॥৩৪॥ অর্য্যমা অপীত্যত্র সন্ধিরবিবক্ষিতঃ ॥৩৫—৩৮॥ নিমিত্তানি সূচকানি উল্কা-

আর মহাবল একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু এবং উনপঞ্চাশৎ বায়ু ইঁহারা প্রত্যেকেই ধনু ও তরবারি ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৩৭॥

আপন আপন তেজে উজ্জ্বলমূর্ত্তি বিশ্বেদেবগণ ও সাধ্যদেবগণ এবং অন্যান্য বহুতর দেবতা নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছায় ধাবিত হইলেন। তখন সেই মহাযুদ্ধে প্রলয়কালের ন্যায় প্রাণিগণের মোহজনক আশ্চর্য্য দুর্লক্ষণ সকল দেখা যাইতে লাগিল। এদিকে যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দেবগণের সহিত ইন্দ্রকে অত্যন্তক্রুদ্ধ দেখিয়াও নির্ভয়চিত্তে ধনু ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাহার পর দেবতারা আসিবামাত্র বজ্রতুল্য বাণ দ্বারা তাঁহাদিগকে তাড়ন করিলেন। এই ভাবে

(৪০)···শক্রং দেবৈঃ সহাচ্যুতৌ।

বভূব পরমপ্রীতো ভূয়শ্চৈতাবযোধয়ৎ।
ততোঽশ্মবর্ষং সুমহদ্ ব্যসৃজৎ পাকশাসনঃ ॥৪৫॥ (কুলকম্)
ভূয় এব তদা বীর্য্যং জিজ্ঞাসুঃ সব্যসাচিনঃ।
তচ্ছরৈরর্জ্জুনো বর্ষং প্রতিজঘ্নেঽত্যমর্ষিতঃ ॥৪৬॥
বিফলং ক্রিয়মাণং তৎ সমবেক্ষ্য শতক্রতুঃ।
ভূয়ঃ সংবর্দ্ধয়ামাস তদ্বর্ষং পাকশাসনঃ ॥৪৭॥
সোঽশ্মবর্ষং মহাবেগৈরিষুভিঃ পাকশাসনিঃ।
বিলয়ং গময়ামাস হর্ষয়ন্ পিতরং তথা ॥৪৮॥
তত উৎপাট্য পাণিভ্যাং মন্দরাচ্ছিখরং মহৎ।
সদ্রুমং ব্যসৃজচ্ছক্রো জিঘাংসুঃ পাণ্ডুনন্দনম্ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

অভিশিশ্রিয়ুরাশ্রিতবন্তঃ। নভসি আকাশে। উপলভ্য দৃষ্ট্বা। অশ্মবর্ষং পাষাণবর্ষণম্। পাকশাসন ইন্দ্রঃ ॥৩৮—৪৫॥

নন্বুদ্যতং বজ্রং পরিহায় কথমিন্দ্রঃ পাষাণবর্ষণমকরোদিত্যাহ ভূয় ইতি। জিজ্ঞাসুর্জ্ঞাতুমিচ্ছুরাসীৎ। পুত্রস্যার্জ্জুনস্য বলপরীক্ষৈবেন্দ্রস্য প্রয়োজনং ন পুনর্ব্বধ ইতি ভাবঃ ॥৪৬॥

বিফলমিতি। সংবর্দ্ধয়ামাস আধিক্যেন চকার, তদ্বর্ষং পাষাণবর্ষণম্ ॥৪৭॥

স ইতি। পাকশাসনিরিন্দ্রপুত্রোঽর্জ্জুনঃ। বিলয়ং নাশম্ ॥৪৮॥

তত ইতি। মন্দরাৎ পর্বতাৎ। জিঘাংসুর্হন্তুমিচ্ছুরিব ॥৪৯॥

বার বার তাঁহারা ব্যর্থসঙ্কল্প হইয়া, ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া যাইয়া, ইন্দ্রের আশ্রয় লইলেন। তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দেবগণকে বিতাড়িত করিয়াছেন দেখিয়া আকাশস্থ মুনিগণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ইন্দ্রও যুদ্ধে বার বার কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের ক্ষমতা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, পরে তিনি গুরুতর পাষাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৩৮—৪৫॥

কারণ, তখন ইন্দ্র আবারও অর্জ্জুনের বল জানিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অত্যন্তক্রুদ্ধ অর্জ্জুনও বাণ দ্বারা সেই পাষাণবৃষ্টি প্রতিহত করিলেন ॥৪৬॥

ইন্দ্র সেই পাষাণবৃষ্টি নিষ্ফল হইল দেখিয়া পুনরায় অধিক পরিমাণে সেই পাষাণবৃষ্টিই করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥

তখন অর্জ্জুন পিতৃদেব ইন্দ্রকে আনন্দিত করতঃ মহাবেগসম্পন্ন বাণসমূহ দ্বারা সেই পাষাণবৃষ্টিকেও বিনষ্ট করিলেন ॥৪৮॥

তৎপরে ইন্দ্র অর্জ্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াই যেন হস্তযুগল দ্বারা বৃক্ষের সহিত মন্দরপর্ব্বতের বৃহৎ একটা শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিলেন ॥৪৯॥

ততোঽর্জ্জুনো বেগবদ্ভির্জ্বলিতাগ্রৈরজিহ্মগৈঃ।
শরৈর্বিধ্বংসয়ামাস গিরেঃ শৃঙ্গং সহস্রধা ॥৫০॥
গিরের্বিশীর্য্যমাণস্য তস্য রূপং তদা বভৌ।
সার্কচন্দ্রগ্রহস্যেব নভসঃ পরিশীর্য্যতঃ ॥৫১॥
তেনাভিপততা দাবং শৈলেন মহতা ভৃশম্।
শৃঙ্গেণ নিহতাস্তত্র প্রাণিনঃ খাণ্ডবালয়াঃ ॥৫২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি খাণ্ডবদাহে দেবকৃষ্ণার্জ্জুনযুদ্ধে বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। জ্বলিতাগ্রৈরুজ্জ্বলাগ্রদেশৈঃ, অজিহ্মগৈঃ সরলগামিভিঃ ॥৫০॥

গিরেরিতি। তদা বিশীর্য্যমাণস্য অর্জ্জুনশরৈঃ খণ্ডখণ্ডীক্রিয়মাণস্য, তস্য গিরের্গিরিশৃঙ্গস্য রূপম্, পরিশীর্য্যতঃ কুতোঽপি কারণাৎ পরিশীর্য্যমাণস্য ভজ্যমানস্যেত্যর্থঃ, অর্কেণ চন্দ্রেণ তদিতরগ্রহৈশ্চ সহেতি তস্য, নভস আকাশস্য, রূপমিব বভৌ, গিরিশৃঙ্গখণ্ডানাং মণিময়ত্বাদর্কাদিবদুজ্জ্বলত্বাদিতি ভাবঃ ॥৫১॥

তেনেতি। দাবং খাণ্ডববনম্, শৈলেন শৈলসম্বন্ধিনা ॥৫২॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি খাণ্ডবদাহে বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

পাতাদীনি ॥৩৯—৫০॥ গিরেঃ গিরিশৃঙ্গস্য ॥৫১॥ শৈলেন শিলাসমূহেন করণেন, শৃঙ্গেণ কর্ত্রা ॥৫২॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২০॥

তখন অর্জ্জুন বেগবান্, উজ্জ্বলমুখ ও সরলগামী বাণসমূহ দ্বারা সেই শৃঙ্গটাকে সহস্রখণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥৫০॥

সেই সময়ে ভজ্যমান আকাশ হইতে চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ পড়িতে থাকিলে যেমন দেখা যায়, সেই পর্ব্বতশৃঙ্গটা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতে থাকিলেও তেমন দেখা যাইতে লাগিল ॥৫১॥

সেই বিশাল পর্ব্বতশৃঙ্গ খাণ্ডববনের উপরে পড়িয়া তত্রত্য প্রাণিগণকে বিধ্বস্ত করিল ॥৫২॥

* '…পঞ্চবিংশত্যধিকঃ…' '…সপ্তবিংশত্যধিকঃ…' '…উনত্রিংশদধিকঃ…' '…ত্রিপঞ্চাশদধিকঃ…' ইতি পাঠান্তরাণি।

(১৯। ময়দর্শনপর্ব্ব।)

একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

—————:*:—————

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা শৈলনিপাতেন ভীষিতাঃ খাণ্ডবালয়াঃ।
দানবা রাক্ষসা নাগাস্তরক্ষ্বৃক্ষবনৌকসঃ ॥১॥
দ্বিপাঃ প্রভিন্নাঃ শার্দ্দূলাঃ সিংহাঃ কেশরিণস্তথা।
মৃগাশ্চ মহিষাশ্চৈব শতশঃ পক্ষিণস্তথা ॥২॥
সমুদ্বিগ্না বিসস্থপুস্তথান্যা ভূতজাতয়ঃ।
তং দাবং সমুদৈক্ষন্ত কৃষ্ণৌ চাভ্যুদ্যতায়ুধৌ।
উৎপাতনাদশব্দেন ত্রাসিতা ইব চাভবন্ ॥৩॥
তে বনং প্রসমীক্ষ্যাথ দহ্যমানমনেকধা।
কৃষ্ণমভ্যুদ্যতাস্ত্রঞ্চ নাদং মুমুচুরুল্বণম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। তথা তাদৃশেন। ভীষিতা ভয়ং প্রাপিতাঃ। তরক্ষবঃ ক্ষুদ্রব্যাঘ্রাঃ, ঋক্ষা ভল্লূকাঃ অন্যে বনৌকসো বনবাসিনো বানরাদয়শ্চ তে ॥১॥

দ্বিপা ইতি। দ্বিপা হস্তিনঃ, প্রভিন্নাস্তেনৈব শৈলনিপাতেন বিদারিতাঃ ॥২॥

সমুদ্বিগ্না ইতি। বিসস্থপুরপস্থতাঃ। ভূতজাতয়ঃ প্রাণিসমূহাঃ। কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ। উৎপাতনাদো নির্ঘাতাদিশব্দ ইব শব্দস্তেন। ইবশব্দ এবার্থে। ষট্পদমিদং পদ্যম্ ॥৩॥

ত ইতি। তে দানবাদয়ঃ। উল্বণমার্ত্তিব্যঞ্জকমুৎকটম্ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তথেতি। তরক্ষবঃ স্বল্পব্যাঘ্রাঃ, ঋক্ষা ভল্লূকাঃ ॥১॥ প্রভিন্না মদচ্যুতাঃ, কেশরিণ উৎপন্ন-কেশরাঃ যুবান ইত্যর্থঃ ॥২॥ দাবং বনম্, উৎপাতনাদাঃ নির্ঘাতাদয়ঃ তচ্ছব্দেন সন্ত্রাসিতে,

---

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই পর্ব্বতশৃঙ্গ পতিত হওয়ায় খাণ্ডববাসী দানব, রাক্ষস, নাগ, ব্যাঘ্র, ভল্লূক ও অন্যান্য প্রাণীরা ভীত হইল ॥১॥

এবং শত শত হস্তী, ব্যাঘ্র, সিংহ, হরিণ, মহিষ ও পক্ষী চূর্ণ হইয়া গেল ॥২॥

অন্যান্য প্রাণীরা ভীত হইয়া সরিয়া গেল এবং সরিয়া যাইয়া সেই বনের দিকে এবং অস্ত্রধারী কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, আর, নির্ঘাতশব্দের তুল্য সেই ভীষণ শব্দে অত্যন্তভীত হইয়া পড়িল ॥৩॥

---

(৩)···তং দাবং সমুপৈক্ষন্ত···। উৎপাতনাদশব্দেন সংত্রাসিত ইব স্থিতাঃ···।

তেন নাদেন রৌদ্রেণ নাদেন চ বিভাবসোঃ।
ররাস গগনং কৃৎস্নমুৎপাতজলদৈরিব ॥৫॥
ততঃ কৃষ্ণো মহাবাহুঃ স্বতেজোভাস্বরং মহৎ।
চক্রং ব্যসৃজদত্যুগ্রং তেষাং নাশায় কেশবঃ ॥৬॥
তেনার্ত্তা জাতয়ঃ ক্ষুদ্রাঃ সদানবনিশাচরাঃ।
নিকৃত্তাঃ শতশঃ সর্ব্বা নিপেতুরনলং ক্ষণাৎ ॥৭॥
তত্রাদৃশ্যন্ত তে দৈত্যাঃ কৃষ্ণচক্রবিদারিতাঃ।
বসারুধিরসংপৃক্তাঃ সন্ধ্যায়ামিব তোয়দাঃ ॥৮॥
পিশাচান্ পক্ষিণো নাগান্ পশূংশ্চৈব সহস্রশঃ।
নিঘ্নংশ্চরতি বার্ষ্ণেয়ঃ কালবত্তত্র ভারত! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তেনেতি। রৌদ্রেণ ভীষণেন। ররাস জগর্জ। উৎপাতজলদৈরুৎপাতসূচকমেঘৈঃ ॥৫॥
তত ইতি। স্বস্য চক্রস্যৈব তেজসা ভাস্বরং দীপ্তিমৎ। তেষাং দানবাদীনাম্ ॥৬॥
তেনেতি। তেন চক্রেণ। ক্ষুদ্রাঃ প্রাণিনাং জাতয়ো হরিণাদ্যাঃ। নিকৃত্তাশ্ছিন্নাঃ ॥৭॥
তত্রেতি। বসা শরীরস্থো ধাতুবিশেষঃ। বসারুধিরৈঃ সংপৃক্তা লিপ্তাঙ্গাঃ ॥৮॥
পিশাচানিতি। নিঘ্নন্ নাশয়ন্, বার্ষ্ণেয়ঃ কৃষ্ণঃ, চরতি স্ম ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

বনে ইতি শেষঃ, "সাঙ্কারিতে" ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ॥৩—৪॥ ররাস শব্দং কৃতবান্

তাই তাহারা দহ্যমান বন ও অস্ত্রধারী কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥৪॥

সেই দারুণ শব্দে ও অগ্নির শব্দে সম্পূর্ণ আকাশটাই যেন ঔৎপাতিকমেঘ দ্বারা গর্জন করিতে লাগিল ॥৫॥

তখন মহাবাহু কৃষ্ণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য উজ্জ্বল, বিশাল ও ভীষণ চক্র নিক্ষেপ করিলেন ॥৬॥

তাহাতে দানব, রাক্ষস এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপর প্রাণীরা পীড়িত ও শত খণ্ডে ছিন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ আগুনের ভিতরে পড়িতে লাগিল ॥৭॥

তখন সেই সকল দৈত্য কৃষ্ণের চক্রে বিদারিত হওয়ায় তাহাদের শরীরগুলি বসা ও রুধিরে লিপ্ত হইল; তাই তাহাদিগকে সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল ॥৮॥

মহারাজ! কৃষ্ণ তখন যমের ন্যায় সহস্র সহস্র পিশাচ, পক্ষী, নাগ ও পশুকে হত্যা করিতে থাকিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৯॥

ক্ষিপ্তং ক্ষিপ্তং পুনশ্চক্রং কৃষ্ণস্যামিত্রঘাতিনঃ।
ছিত্ত্বানেকানি সত্ত্বানি পাণিমেতি পুনঃ পুনঃ ॥১০॥
তথা তু নিঘ্নতস্তস্য পিশাচোরগরাক্ষসান্।
বভূব রূপমত্যুগ্রং সর্ব্বভূতাত্মনস্তদা ॥১১॥
সমেতানাস্তু সর্ব্বেষাং দানবানাঞ্চ সর্বশঃ।
বিজেতা নাভবৎ কশ্চিৎ কৃষ্ণপাণ্ডবয়োর্ম্মৃধে ॥১২॥
তয়োর্ব্বলাৎ পরিত্রাতুং তঞ্চ দাবং যদা সুরাঃ।
নাশক্নুবন্ শময়িতুং তদাভুবন্ পরাঙ্মুখাঃ ॥১৩॥
শতক্রতুস্তু সংপ্রেক্ষ্য বিমুখানমরাংস্তথা।
বভূব মুদিতো রাজন্! প্রশংসন্ কেশবার্জ্জুনৌ ॥১৪॥
নিবৃত্তেষ্বথ দেবেষু বাগুবাচাশরীরিণী।
শতক্রতুং সমাভাষ্য মহাগম্ভীরনিস্বনা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষিপ্তমিতি। সত্ত্বানি জন্তূন্। অমিত্রঘাতিনঃ কৃষ্ণস্য পাণিমেতি স্ম ॥১০॥

তথেতি। তস্য কৃষ্ণস্য। সর্ব্বাণ্যেব ভূতানি আত্মানঃ স্বরূপাণি যস্য তস্য ॥১১॥

সমেতানামিতি। সমেতানামুপস্থিতানাম্, সর্ব্বেষাং দেবানাং দানবানাঞ্চ মধ্যে কশ্চিদপি, মৃধে যুদ্ধে, কৃষ্ণপাণ্ডবয়োর্বিজেতা নাভবৎ ॥১২॥

তয়োরিতি। তয়োঃ কৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ। দাবং বনম্। শময়িতুং কৃষ্ণার্জ্জুনাবিতি শেষঃ ॥১৩॥

শতেতি। শতক্রতুরিন্দ্রঃ। মুদিতঃ পুত্ত্রবীরত্বদর্শনাদানন্দিতঃ ॥১৪॥

নিবৃত্তেষ্বিতি। অশরীরিণী অশরীরিপ্রযুক্তা। সমাভাষ্য সম্বোধ্য ॥১৫॥

কৃষ্ণ বার বার চক্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অথচ সে চক্র বার বারই অনেক জন্তু চ্ছেদন করিয়া পুনরায় তাঁহার হাতে আসিতে লাগিল ॥১০॥

সর্ব্বভূতাত্মা কৃষ্ণ সেই ভাবে পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলে, তখন তাঁহার আকৃতি অতিভয়ঙ্কর হইল ॥১১॥

কিন্তু উপস্থিত দেবগণ ও দানবগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিই যুদ্ধে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে জয় করিতে পারিলেন না ॥১২॥

যখন দেবগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের পরাক্রমে সে খাণ্ডববনকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, বা তাঁহাদিগকে নিরস্তও করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইলেন ॥১৩॥

কিন্তু ইন্দ্র তখন দেবগণকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া, আনন্দিত হইয়া, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

ন তে সখা সন্নিহিতস্তক্ষকো ভুজগোত্তমঃ।
দাহকালে খাণ্ডবস্য কুরুক্ষেত্রং গতো হ্যসৌ ॥১৬॥
ন চ শক্যৌ যুধা জেতুং কথঞ্চিদপি বাসব!।
বাসুদেবার্জ্জুনাবেতৌ নিবোধ বচনান্মম ॥১৭॥
নরনারায়ণাবেতৌ পূর্ব্বদেবৌ দিবি শ্রুতৌ।
ভবানপ্যভিজানাতি যদ্বীর্য্যৌ যৎপরাক্রমৌ ॥১৮॥
নৈতৌ শক্যৌ দুরাধর্ষৌ বিজেতুমজিতৌ যুধি।
অপি সর্বেষু লোকেষু পুরাণাবৃষিসত্তমৌ ॥১৯॥
পূজনীয়তমাবেতাবপি সর্বৈঃ সুরাসুরৈঃ।
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্বনরকিন্নরপন্নগৈঃ ॥২০॥
তস্মাদিতঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং গন্তুমর্হসি বাসব!।
দিষ্টং চাপ্যনুপশ্যৈতৎ খাণ্ডবস্য বিনাশনম্ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। তক্ষকস্যাসন্নিহিতত্বাদেব যুষ্মাকং যুদ্ধং নিষ্প্রয়োজনমিতি ভাবঃ ॥১৬॥
অথ তদ্বাসস্থানরক্ষার্থমেব যুদ্ধং সপ্রয়োজনমিত্যাহ নেতি। যুধা যুদ্ধেন ॥১৭॥
কথং জেতুং ন শক্যাবিত্যাহ নরেতি। পূর্ব্বং দেবৌ পূর্ব্বদেবৌ। দিবি স্বর্গে ॥১৮॥
নেতি। সর্বস্যামেব যুধি অজিতৌ অসম্ভাবিতজয়ৌ, ঋষিসত্তমত্বাদেব ॥১৯॥
কিঞ্চ যুদ্ধমিদমকার্য্যমেব যুষ্মাকমিত্যাহ পূজনীয়তমাবিতি। অপি চার্থে ॥২০॥
তস্মাদিতি। দিষ্টং দৈবং দৈবপ্রযুক্তমিত্যর্থঃ। অনুপশ্য পর্য্যালোচয় ॥২১॥

দেবতারা নিবৃত্তি পাইলে, একটা দৈববাণী ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া মহাগম্ভীরশব্দে এই কথা বলিল— ॥১৫॥

'দেবরাজ! আপনার সখা নাগরাজ তক্ষক খাণ্ডবদাহের সময়ে এখানে ছিলেন না, তিনি পূর্ব্বেই কুরুক্ষেত্রে গিয়াছেন ॥১৬॥

আপনারা যুদ্ধ করিয়া কোন প্রকারেই এই কৃষ্ণার্জ্জুনকে জয় করিতে পারিবেন না; তাহার কারণ আমার নিকট শুনুন ॥১৭॥

ইঁহারা পূর্ব্বে স্বর্গে নর-নারায়ণ নামে বিখ্যাত দেবতা ছিলেন। সুতরাং ইঁহাদের যতটুকু শক্তি বা পরাক্রম আছে, তাহা আপনিও জানেন ॥১৮॥

ইঁহারা প্রাচীন ঋষিশ্রেষ্ঠ, দুর্দ্ধর্ষ এবং সর্ব্বত্র অপরাজিত। সুতরাং ইঁহাদিগকে ত্রিভুবনের মধ্যে কোন লোকই যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না ॥১৯॥

ঋষিশ্রেষ্ঠ বলিয়া ইঁহারা সমস্ত দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নর, কিন্নর ও নাগদিগের পূজনীয় ॥২০॥

ইতি বাক্যমুপশ্রুত্য তথ্যমিত্যমরেশ্বরঃ।
ক্রোধামর্ষৌ সমুৎসৃজ্য সম্প্রতস্থে দিবং তদা ॥২২॥
তং প্রস্থিতং মহাত্মানং সমবেক্ষ্য দিবৌকসঃ।
সহিতাঃ সেনয়া রাজন্নুজগ্মুঃ পুরন্দরম্ ॥২৩॥
দেবরাজং তদা যান্তং সহ দেবৈরবেক্ষ্য তু।
বাসুদেবার্জ্জুনৌ বীরৌ সিংহনাদং বিনেদতুঃ ॥২৪॥
দেবরাজে গতে রাজন্! প্রহৃষ্টৌ কেশবার্জ্জুনৌ।
নির্বিশঙ্কং বনং বীরৌ দাহয়ামাসতুস্তদা ॥২৫॥
স মারুত ইবাভ্রাণি নাশয়িত্বার্জ্জুনঃ সুরান্।
ব্যধমচ্ছরসংঘাতৈর্দেহিনঃ খাণ্ডবালয়ান্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। তথ্যম্ এতদুক্তং সত্যম্, ইতি মত্বেতি শেষঃ। অমর্ষঃ অসহিষ্ণুতা ॥২২॥

তমিতি। দিবৌকসঃ অন্যে দেবাঃ ॥২৩॥

দেবেতি। সিংহস্যেব নাদো যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্যথা তথা ॥২৪॥

দেবেতি। নির্বিশঙ্কং নির্ভয়ং যথা স্যাত্তথা, বনং খাণ্ডবম্ ॥২৫॥

স ইতি। মারুতো বায়ুঃ, অভ্রাণি মেঘানিব। নাশয়িত্বা প্রস্থাপ্য। ব্যধমৎ ব্যনাশয়ৎ, শরাণাং সংঘাতৈঃ সমূহৈঃ। খাণ্ডবালয়ান্ খাণ্ডববাসিনঃ ॥২৬॥

অতএব দেবরাজ! আপনি অন্যান্য দেবগণের সহিত এস্থান হইতে চলিয়া যাইতে পারেন। এখন ইহাই পর্য্যালোচনা করুন যে, এই খাণ্ডবদাহ দৈবপ্রযুক্ত ॥২১॥

দেবরাজ এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া 'ইহা সত্য' এইরূপ মনে করিয়া ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতাপরিত্যাগপূর্ব্বক তখনই স্বর্গে প্রস্থান করিলেন ॥২২॥

তখন অন্যান্য দেবতারা দেবরাজকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সৈন্যগণের সহিত তাঁহার অনুগমন করিলেন ॥২৩॥

এদিকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দেবগণের সহিত দেবরাজকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

মহারাজ! দেবরাজ চলিয়া গেলে, মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন আনন্দিত হইয়া নির্ভয়চিত্তে খাণ্ডববন দগ্ধ করাইতে লাগিলেন ॥২৫॥

বায়ু যেমন মেঘ সরাইয়া দেয়, সেইরূপ অর্জ্জুন দেবগণকে সরাইয়া দিয়া বাণসমূহ দ্বারা খাণ্ডববাসী জন্তুগণকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

ন চ স্ম কিঞ্চিচ্ছক্নোতি ভূতং নিশ্চরিতুং ততঃ।
সংছিদ্যমানমিষুভিরস্যতা সব্যসাচিনা ॥২৭॥
নাশক্নুবংশ্চ ভূতানি মহান্ত্যপি রণেঽর্জ্জুনম্।
নিরীক্ষিতুমমোঘাস্ত্রং যোদ্ধুঞ্চাপি কুতো রণে ॥২৮॥
শতঞ্চৈকেন বিব্যাধ শতেনৈকং পতত্রিণাম্।
ব্যসবস্তেঽপতন্নগ্নৌ সাক্ষাৎ কালহতা ইব ॥২৯॥
ন চালভন্ত তে শর্ম্ম রোধঃসু বিষমেষু চ।
পিতৃদেবনিবাসেষু সন্তাপশ্চাপ্যজায়ত ॥৩০॥
ভূতসংঘাশ্চ বহবো দীনাশ্চক্রুর্মহাস্বনম্।
রুরুদুর্ব্বারণাশ্চৈব তথা মৃগতরক্ষবঃ ॥৩১॥
তেন শব্দেন বিত্রেসুর্গঙ্গোদধিচরা ঝষাঃ।
বিদ্যাধরগণাশ্চৈব যে চ তত্র বনৌকসঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। ভূতং প্রাণী, নিশ্চরিতুং নির্গন্তুম্। অস্যতা বাণান্, সব্যসাচিনা অর্জ্জুনেন ॥২৭॥

নেতি। ভূতানি প্রাণিনঃ। যোদ্ধুং প্রহর্ত্তুঞ্চ কুতঃ অশক্নুবন্, কুতোঽপি নেত্যর্থঃ ॥২৮॥

শতমিতি। অর্জ্জুন একেন শরেণ, পতত্রিণাং ক্ষুদ্রাণাং পক্ষিণাং শতং বিব্যাধ, শরাণাং শতেন চ পতত্রিণাং মধ্যে বৃহন্তমেকং বিব্যাধ। ব্যসবো নিষ্প্রাণাঃ ॥২৯॥

নেতি। তে পতত্রিণঃ, শর্ম্ম সুখম্, রোধঃসু নদীতীরেষু, বিষমেষু উন্নতাবনতস্থানেষু, পিতৃনিবাসেষু শ্মশানেষু, দেবনিবাসেষু দেবালয়েষু ন চালভন্ত ॥৩০॥

ভূতেতি। ভূতসংঘা মহিষাদিপ্রাণিসমূহাঃ। বারণা হস্তিনঃ। তরক্ষুঃ ক্ষুদ্রব্যাঘ্রঃ ॥৩১॥

অনবরত বাণক্ষেপকারী অর্জ্জুনের বাণে ছিন্ন হইতে থাকায় কোন প্রাণীই খাণ্ডববন হইতে নির্গত হইয়া যাইতে পারিল না ॥২৭॥

বড় বড় প্রাণীরাও যুদ্ধে অমোঘাস্ত্র অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে পারিল না, কি করিয়া আর প্রহার করিবে ॥২৮॥

অর্জ্জুন এক একটা বাণ দ্বারা এক একশত ক্ষুদ্র পক্ষীকে এবং এক একশত বাণ দ্বারা বৃহৎ এক একটা পক্ষীকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; তখন তাহারা সাক্ষাৎ কৃতান্তনিহতের ন্যায় প্রাণশূন্য হইয়া অগ্নির ভিতরে পড়িতে লাগিল ॥২৯॥

তত্রত্য পক্ষিগণ নদীতীর, উঁচু-নীচু স্থান, শ্মশান এবং দেবালয় ইহার কোন স্থানেই শান্তি পাইল না, সর্ব্বত্রই তাহাদের অশান্তি হইতে লাগিল ॥৩০॥

বহুতর প্রাণী কাতর হইয়া গুরুতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং হস্তী, হরিণ ও ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র সকল রোদন করিতে থাকিল ॥৩১॥

ন ত্বর্জ্জুনং মহাবাহো ! নাপি কৃষ্ণং জনার্দ্দনম্ ।
নিরীক্ষিতুং বৈ শক্নোতি কশ্চিদ্‌যোদ্ধুং কুতঃ পুনঃ ॥৩৩॥
একায়নগতা যেঽপি নিপেতুস্তত্র কেচন ।
রাক্ষসা দানবা নাগা জঘ্নে চক্রেণ তান্ হরিঃ ॥৩৪॥
তে তু ভিন্নশিরোদেহাশ্চক্রবেগাদ্‌গতাসবঃ ।
পেতুরন্যে মহাকায়াঃ প্রদীপ্তে বসুরেতসি ॥৩৫॥
স মাংসরুধিরৌঘৈশ্চ বসাভিশ্চাপি তর্পিতঃ ।
উপর্য্যাকাশগো ভূত্বা বিধূমঃ সমপদ্যত ॥৩৬॥
দীপ্তাক্ষো দীপ্তজিহ্বশ্চ সম্প্রদীপ্তমহাননঃ ।
দীপ্তোর্দ্ধকেশঃ পিঙ্গাক্ষঃ পিবন্ প্রাণভৃতাং বসাম্ ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তেনেতি। গঙ্গোদধিচরা অতিদূরবর্ত্তিনোঽপীত্যর্থঃ, ঝষা মৎস্যাঃ ॥৩২॥

নেতি। যোদ্ধুং কুতঃ পুনঃ শক্নোতি স্ম কুতোঽপি নেত্যর্থঃ ॥৩৩॥

একেতি। একায়নগতা একশ্রেণিস্থিতাঃ। নিপেতুরুপস্থিতাঃ ॥৩৪॥

ত ইতি। গতাসবো নির্গতপ্রাণাঃ। বসুরেতসি অগ্নৌ ॥৩৫॥

স ইতি। সঃ অগ্নিঃ। বিধূমো ধূমশূন্যঃ। অত্র দীপ্তাক্ষত্বাদিকং প্রজ্বলিতাগ্নিরাশেরেব তত্তৎস্থানে কল্পিতম্, পরত্র "শরীরবান্ জটী ভূত্বে"ত্যুক্তেঃ ॥৩৬—৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৫—৩১॥ গঙ্গোদধিচরা ইতি অতিদূরস্থোপলক্ষণম্ ॥৩২—৩৩॥ একায়নগতাঃ সজ্ঘীভূতাঃ

সেই শব্দে অতিদূরবর্ত্তী মৎস্যগণ এবং তত্রত্য বিদ্যাধরগণও অত্যন্তভীত হইল ॥৩২॥

কোন প্রাণীই অর্জ্জুনের বা কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইল না ; সুতরাং তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আর সমর্থ হইবে কি করিয়া ॥৩৩॥

তখন যে কোন দানব, রাক্ষস, বা নাগ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সে স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল, কৃষ্ণ চক্র দ্বারা তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

তাহারা এবং বিশালদেহ অন্যান্য প্রাণীরা কৃষ্ণের চক্রের বেগে মস্তক ও দেহ বিদীর্ণ হওয়ায় প্রাণশূন্য হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ভিতরে পড়িতে লাগিল ॥৩৫॥

অগ্নি প্রাণিগণের বসা পান করিয়া এবং মাংস ও রুধির দ্বারা তৃপ্ত হইয়া, আকাশে উঠিয়া, ধূমশূন্য, দীপ্তনয়ন, দীপ্তজিহ্ব, দীপ্তমুখ, দীপ্তকেশ এবং পিঙ্গলনয়ন হইলেন ॥৩৬—৩৭॥

তাং স কৃষ্ণার্জ্জুনকৃতাং সুধাং প্রাপ্য হুতাশনঃ।
বভূব মুদিতস্তৃপ্তঃ পরাং নির্বৃতিমাগতঃ ॥৩৮॥
তথাঽসুরং ময়ং নাম তক্ষকস্য নিবেশনাৎ।
বিপ্রদ্রবন্তং সহসা দদর্শ মধুসূদনঃ ॥৩৯॥
তমগ্নিঃ প্রার্থয়ামাস দিধক্ষুর্ব্বাতসারথিঃ।
শরীরবান্ জটী ভূত্বা নদন্নিব বলাহকঃ ॥৪০॥
জিঘাংসুর্ব্বাসুদেবস্তং চক্রমুদ্যম্য বিষ্ঠিতঃ।
স চক্রমুদ্যতং দৃষ্ট্বা দিধক্ষন্তঞ্চ পাবকম্ ॥৪১॥
অভিধাবার্জ্জুনেত্যেবং ময়স্ত্রাহীতি চাব্রবীৎ।
তস্য ভীতস্বনং শ্রুত্বা মা ভৈরিতি ধনঞ্জয়ঃ ॥৪২॥
প্রত্যুবাচ ময়ং পার্থো জীবয়ন্নিব ভারত!।
তং ন ভেতব্যমিত্যাহ ময়ং পার্থো দয়াপরঃ ॥৪৩॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

তামিতি। তাং বসাদিরূপাম্, সুধামমৃতম্, তদ্বৎ তৃপ্তিকরত্বাদিতি ভাবঃ ॥৩৮॥

তথেতি। নিবেশনাদ্ভবনাৎ। বিপ্রদ্রবন্তং পলায়মানম্ ॥৩৯॥

তমিতি। নদন্ বলাহকো মেঘ ইবেতি প্রার্থনাবাক্যস্বরগাম্ভীর্য্যে সাম্যম্ ॥৪০॥

জিঘাংসুরিতি। বিষ্ঠিতঃ অবস্থিতঃ। স ময়ঃ। দিধক্ষন্তমাত্মানং দগ্ধুমিচ্ছন্তম্। হে অর্জ্জুন! অভিধাব মাং প্রতি দ্রুতমাগচ্ছ। অতিশয়েনাশ্বাসার্থং 'ন ভেতব্যম্' ইতি পুনরুক্তম্। পার্থোঽর্জ্জুনঃ ॥৪১—৪৩॥

অগ্নি কৃষ্ণার্জ্জুন-সম্পাদিত সেই বসারূপ অমৃত লাভ করিয়া আনন্দিত, তৃপ্ত এবং অত্যন্তসুস্থ হইলেন ॥৩৮॥

সেই সময়ে ময়নামে একটা অসুর তক্ষকের ভবন হইতে দ্রুত পলায়ন করিতেছিল, এই অবস্থায় কৃষ্ণ তাহাকে দেখিতে পাইলেন ॥৩৯॥

এদিকে বায়ুসারথি অগ্নিও তাহাকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া, মূর্ত্তিমান্ ও জটাধারী হইয়া, গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে তাহাকে প্রার্থনা করিলেন ॥৪০॥

তখন কৃষ্ণ তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া চক্র উত্তোলনপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণের চক্র উত্তোলিত হইয়াছে, অগ্নিও দগ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন ইহা দেখিয়া ময়দানব বলিল—'অর্জ্জুন! সত্বর আসুন,

(৪০) শ্লোকাৎ পরম্ 'বিজ্ঞায় দানবেন্দ্রাণাং ময়ং বৈ শিল্পিনাং বরম্' ইত্যর্দ্ধমধিকং কতিপয়পুস্তকে দৃশ্যতে। (৪১)…চক্রমুদ্যম্য ধিষ্ঠিতঃ…। (৪২) অভিধায়ার্জ্জুনেত্যেবম্…।

তং পার্থেনাভয়ে দত্তে নমুচের্ভ্রাতরং ময়ম্।
ন হন্তুমৈচ্ছদ্দাশার্হঃ পাবকো ন দদাহ চ ॥৪৪॥
তদ্বনং পাবকো ধীমান্ দিনানি দশ পঞ্চ চ।
দদাহ কৃষ্ণপার্থাভ্যাং রক্ষিতঃ পাকশাসনাৎ ॥৪৫॥
তস্মিন্ বনে দহ্যমানে ষড়গ্নির্ন দদাহ চ।
অশ্বসেনং ময়ঞ্চৈব চতুরঃ শার্ঙ্গকাংস্তথা ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি ময়-দর্শনে ময়দানবত্রাণে একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

তমিতি। নমুচের্দানবস্য। পরার্দ্ধে উভয়ত্রাপি অর্জ্জুনগৌরবরক্ষাপ্রবণত্বাদিতি ভাবঃ ॥৪৪॥

তদিতি। রক্ষিতঃ স্বরূপেণ স্থাপিতঃ, পাকশাসনাদিন্দ্রাৎ ॥৪৫॥

তস্মিন্নিতি। ষট্ প্রাণিনঃ। অশ্বসেনং তক্ষকপুত্রম্। শার্ঙ্গকান্ খঞ্জনপক্ষিণঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি ময়দর্শনে একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

॥৩৪—৩৭॥ কৃতাং দত্তাম্, স্বধাং স্বভোজনম্ ॥৩৮—৪৫॥ শার্ঙ্গকান্ পক্ষিবিশেষান্ ॥৪৬॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২১॥

—:*:—

আমাকে রক্ষা করুন'। তাহার সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন—'ভয় নাই'। ইহাতে ময়দানব যেন জীবন লাভ করিল। তখন অর্জ্জুন দয়াপরবশ হইয়া আবারও বলিলেন—'তুমি ভয় করিও না' ॥৪১—৪৩॥

অর্জ্জুন অভয় দান করিলে, নমুচির ভ্রাতা সেই ময়দানবকে কৃষ্ণও বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না এবং অগ্নিও দগ্ধ করিলেন না ॥৪৪॥

এই ভাবে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ইন্দ্রের হাত হইতে রক্ষা করিতে থাকিলে, অগ্নি পনর দিন যাবৎ সেই খাণ্ডববন দগ্ধ করিলেন ॥৪৫॥

সেই খাণ্ডববন দাহের সময়ে অগ্নি, তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন, ময়দানব এবং চারিটী খঞ্জনপক্ষী এই ছয়টী প্রাণীকে দাহ করেন নাই ॥৪৬॥

—:⊙:—

(৪৫) ক্বচিদয়ং শ্লোকো নাস্তি। * '...ষড়্বিংশত্যধিকঃ...' '...অষ্টাবিংশত্যধিকঃ...' '...ত্রিংশদধিকঃ...' '...চতুঃপঞ্চাশদধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং শার্ঙ্গকানগ্নির্ন দদাহ তথা গতে।
তস্মিন্ বনে দহ্যমানে ব্রহ্মন্নেতৎ প্রচক্ষ্ব মে ॥১॥
অদাহে হ্যশ্বসেনস্য দানবস্য ময়স্য চ।
কারণং কীর্ত্তিতং ব্রহ্মন্! শার্ঙ্গকাণাং ন কীর্ত্তিতম্ ॥২॥
তদেতদদ্ভুতং ব্রহ্মন্! শার্ঙ্গকাণামনাময়ম্।
কীর্ত্তয়স্বাগ্নিসম্মর্দ্দে কথং তে ন বিনাশিতাঃ ॥৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যদর্থং শার্ঙ্গকানগ্নির্ন দদাহ তথাগতে।
তত্তে সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি যথাভূতমরিন্দম! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

কিমর্থমিতি। তথা গতে তাদৃশ্যামবস্থায়ামিত্যর্থঃ। প্রচক্ষ্ব প্রকর্ষেণ ব্রূহি ॥১॥

অদাহ ইতি। শার্ঙ্গকাণামদাহে কারণং ন কীর্ত্তিতমিত্যর্থঃ ॥২॥

তদিতি। অনাময়ং নিরুপদ্রবতেতি তাৎপর্য্যম্। অগ্নিনা সম্মর্দ্দে সংঘর্ষে ॥৩॥

যদর্থমিতি। ভূতং জাতমনতিক্রম্যেতি যথাভূতং যথাযথমিত্যর্থঃ। অত্রেদং পর্য্যালোচনীয়ম্—খাণ্ডববনং চিত্তম্, তরুলতাদীনামিব নানাবৃত্তীনামাশ্রয়ত্বাৎ। অগ্নিস্তত্ত্বজ্ঞানম্, বনগততরুলতাদীনামিব চিত্তগতনানাবৃত্তীনাং দাহকত্বাৎ "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" ইত্যুক্তত্বাৎ। মন্দপালমুনিরাচার্য্যঃ, বীর্য্যদ্বারেণেব উপদেশদ্বারেণ শমদমাদীনামুৎপাদকত্বাৎ। জরিতা মায়া, জ্ঞানেন জীর্ণীকরণীয়ত্বাৎ স্বাশ্রিতানামপি কুপথপ্রবর্ত্তনাৎ। বিলং প্রবৃত্তিমার্গঃ, তৎপ্রবিষ্টানাং ধ্বংসাবশ্যম্ভাবাৎ। আখুর্মহামোহঃ, বিলগতমাংসস্যেব প্রবৃত্তিমার্গগতস্য গ্রসনাৎ। শ্যেনো বিবেকঃ, আখোরিব মহামোহস্য হরণাৎ। জরিতারিঃ শমগুণী, স্বপ্রভাবেণ কামক্রোধাদীনামরীণাং জীর্ণীকরণাৎ। সারিসৃক্কো দমগুণী, দ্যূতগতসারীণা-

---

জনমেজয় কহিলেন—'ব্রাহ্মণ! সেই খাণ্ডববন দগ্ধ হইতে থাকায় তত্রত্য সমস্ত প্রাণীরই সেইরূপ অবস্থা ঘটিলে, অগ্নি শার্ঙ্গক পক্ষী কয়টীকে দগ্ধ করেন নাই কেন? ইহা আপনি আমার নিকট বিস্তৃতভাবে বলুন ॥১॥

অশ্বসেন ও ময়দানবকে দগ্ধ না করার কারণ আপনি বলিয়াছেন; কিন্তু শার্ঙ্গকদিগকে দগ্ধ না করার কারণ বলেন নাই ॥২॥

ব্রাহ্মণ! শার্ঙ্গকপক্ষী কয়টীর এই নিরুপদ্রবে থাকা আশ্চর্য্যই বটে। অতএব সেই অগ্নিসংঘর্ষের সময়ে সেই শার্ঙ্গক পক্ষীরা বিনষ্ট হয় নাই কেন, তাহা বলুন' ॥৩॥

ধর্ম্মজ্ঞানাং মুখ্যতমস্তপস্বী সংশিতব্রতঃ।
আসীন্মহর্ষিঃ শ্রুতবান্ মন্দপাল ইতি শ্রুতঃ ॥৫॥
স মার্গমাশ্রিতো রাজন্নৃষীণামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্বাধ্যায়বান্ ধর্ম্মরতস্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬॥
স গত্বা তপসঃ পারং দেহমুৎসৃজ্য ভারত!
জগাম পিতৃলোকায় ন লেভে তত্র তৎফলম্ ॥৭॥
স লোকানফলান্ দৃষ্ট্বা তপসা নির্জ্জিতানপি।
পপ্রচ্ছ ধর্ম্মরাজস্য সমীপস্থান্ দিবৌকসঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

মিব কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং সন্তাবে চালনাৎ। স্তম্বমিত্রো বৈরাগ্যগুণী, তরুলতাদিস্তম্বমাত্রস্য স্বাশ্রয়ত্বেন মিত্রীকরণাৎ। দ্রোণশ্চ তিতিক্ষাগুণী, দ্রোণস্যেব (কলসস্যেব) শীতোষ্ণাদিসহনাৎ। ইত্থঞ্চ মায়ারূপয়া জরিতয়া প্রবৃত্তিমার্গরূপে বিলে প্রবেশয়িতুং ভৃশং প্রলুভ্যমানানামপি শমগুণাদিশালিনাং তত্র ন প্রবেশঃ, প্রত্যুত অগ্নিতুল্যজ্ঞানাবলম্বনেনাচিরাদেব মুক্তিলাভ ইতি রূপকমুখেনাখ্যায়িকাতাৎপর্য্যমিতি ॥৪॥

ধর্ম্মেতি। মুখ্যতমঃ প্রধানতমঃ। শ্রুতবান্ শাস্ত্রজ্ঞানবান্ ॥৫॥

স ইতি। মার্গং পদ্ধতিং রীতিমিতি যাবৎ। স্বাধ্যায়বান্ বেদপাঠী ॥৬॥

স ইতি। পিতৃলোকায় পিতৃলোকবাসায়। তৎ ফলং বাসরূপং ফলম্ ॥৭॥

স ইতি। লোকান্ পিতৃলোকান্, অফলান্ প্রতিবদ্ধবাসান্ ॥৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! সেই অবস্থাতেও যে জন্য অগ্নি শার্ঙ্গকদিগকে দগ্ধ করেন নাই, সে সমস্তই আমি যথাযথভাবে আপনার নিকট বলিব ॥৪॥

ধর্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তপস্বী, ব্রতচারী এবং শাস্ত্রজ্ঞানশালী মন্দপালনামে বিখ্যাত এক মহর্ষি ছিলেন ॥৫॥

বেদপাঠী, ধর্ম্মনিরত, তপস্বী ও জিতেন্দ্রিয় সেই মন্দপাল ঊর্দ্ধরেতা ঋষিদিগের রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥৬॥

মহারাজ! সেই মন্দপাল তপস্যার পরপারে যাইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃলোকে বাস করিবার জন্য গেলেন, কিন্তু তথায় সে ফল পাইলেন না ॥৭॥

তপস্যার প্রভাবে পিতৃলোক প্রাপ্য হইলেও তাহা পাইলেন না দেখিয়া মন্দপাল ধর্ম্মরাজের নিকটবর্ত্তী দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৮॥

---

(৮) শ্লোকাৎ পরম্ অধ্যায়সমাপ্তিঃ কচিৎ।

মন্দপাল উবাচ।

কিমর্থমাবৃতা লোকা মমৈতে তপসার্জ্জিতাঃ।
কিং ময়া ন কৃতং তত্র যস্যৈতৎ কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥৯॥
তত্রাহং তৎ করিষ্যামি যদর্থমিদমাবৃতম্।
ফলমেতস্য তপসঃ কথয়ধ্বং দিবৌকসঃ! ॥১০॥

দেবা উচুঃ।

ঋণিনো মানবা ব্রহ্মন্! জায়ন্তে যেন তচ্ছৃণু।
ক্রিয়াভির্ব্রহ্মচর্য্যেণ প্রজয়া চ ন সংশয়ঃ ॥১১॥
তদপাক্রিয়তে সর্ব্বং যজ্ঞেন তপসা সুতৈঃ।
তপস্বী যজ্ঞকৃচ্চাসি ন চ তে বিদ্যতে প্রজা ॥১২॥
ত ইমে প্রসবস্যার্থে তব লোকাঃ সমাবৃতাঃ।
প্রজায়স্ব ততো লোকানুপভোক্ষ্যসি পুষ্কলান্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। আবৃতাঃ পিহিতদ্বারাঃ। অর্জ্জিতাঃ প্রাপ্তিযোগ্যা অপি ॥৯॥

তত্রেতি। তত্র কর্ম্মভূমৌ মর্ত্ত্যলোকে গত্বা। হে দিবৌকসো দেবাঃ! ॥১০॥

ঋণিন ইতি। ক্রিয়াভিরিত্যাদৌ ধান্যেন ধনবানিত্যাদিবদভেদে তৃতীয়া। এবঞ্চ যজ্ঞ-ক্রিয়াত্মকমৃণং দেবানাম্, ব্রহ্মচর্য্যাত্মকমৃণমৃষীণাম্, সন্তানাত্মকমৃণঞ্চ পিতৃণাম্। আতিথ্যাত্মক-মৃণঞ্চ মনুষ্যাণামিতি তু পুরাণান্তরেষূক্তম্। তদেবমৃণিনঃ সন্ত এব মানবা জায়ন্তে ॥১১॥

অথ কস্তেষাং পরিশোধনোপায় ইত্যাহ তদিতি। অপাক্রিয়তে পরিশোধ্যতে। তত্র যজ্ঞেন দেবঋণম্, তপসা ঋষিঋণম্, সুতৈশ্চ পিতৃঋণম্, অপাক্রিয়তে। প্রজা সন্তানঃ। এবঞ্চেদানীমপি ত্বং পিতৃঋণগ্রস্ত এব স্থিত ইতি ভাবঃ ॥১২॥

মন্দপাল বলিলেন—'দেবগণ! আমি তপস্যা করিয়া পিতৃলোক জয় করিয়াছি, তথাপি আমার পক্ষেই ইহার দ্বার রুদ্ধ হইল কেন? আমি মর্ত্ত্য-লোকে কোন্ কার্য্য করি নাই, যাহার এই ফল হইল? ॥৯॥

আমি মর্ত্ত্যলোকে যাইয়া সে কার্য্য করিব, যাহার জন্য এই দ্বার রুদ্ধ হইল। দেবগণ! আমার এই তপস্যার ফল কি হইল বলুন' ॥১০॥

দেবগণ বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! মনুষ্যেরা যে ভাবে ঋণগ্রস্ত হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে, তাহা শুনুন—জন্ম হইতেই তাহাদের যজ্ঞ, তপস্যা ও সন্তান এই ত্রিবিধ ঋণ থাকে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১১॥

তা'র পর, তাহারা যজ্ঞ, তপস্যা ও সন্তান দ্বারা সে সমস্ত ঋণই পরিশোধ করিয়া থাকে। তবে আপনি তপস্যাও করিয়াছেন, যজ্ঞও করিয়াছেন বটে, কিন্তু আপনার সন্তান নাই ॥১২॥

পুন্নাম্নো নরকাৎ পুত্রস্ত্রায়তে পিতরং শ্রুতিঃ।
তস্মাদপত্যসন্তানে যতস্ব ব্রহ্মসত্তম ! ॥১৪॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
তচ্ছ্রুত্বা মন্দপালস্তু বচস্তেষাং দিবৌকসাম্।
ক নু শীঘ্রমপত্যং স্যাদ্বহুলঞ্চেত্যচিন্তয়ৎ ॥১৫॥
স চিন্তয়ন্নভ্যগচ্ছৎ সুবহুপ্রসবান্ খগান্।
শার্ঙ্গিকাং শার্ঙ্গকো ভূত্বা জরিতাং সমুপেযিবান্ ॥১৬॥
তস্যাং পুত্রানজনয়চ্চতুরো ব্রহ্মবাদিনঃ।
তানপাস্য স তত্রৈব জগাম লপিতাং প্রতি ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। প্রসবস্য পুত্রস্য। লোকাঃ পিতৃলোকাঃ, সমাবৃতাঃ পিহিতদ্বারাঃ। অতএব প্রজায়স্ব জায়ায়াং সন্তানরূপেণ জায়স্ব পুত্রমুৎপাদয়েত্যর্থঃ। ততশ্চ পুষ্কলান্ প্রচুরান্, লোকান্ পিতৃলোকভোগসুখানি উপভোক্ষ্যসি ॥১৩॥

অত্রার্থে শ্রুতিমপি প্রমাণয়তি পুন্নাম্ন ইতি। অপত্যস্য সন্তানে বিস্তারেণোৎপাদনে ॥১৪॥

তদিতি। ক কস্যাং স্ত্রিয়াম্। শীঘ্রং বহুলঞ্চ অপত্যং স্যাদিতি সম্বন্ধঃ ॥১৫॥

স ইতি। সুবহবঃ প্রসবাঃ সন্তানা যেষাং তান্। জরিতাং নাম ॥১৬॥

তস্যামিতি। স মুনিঃ, মাত্রা জরিতয়া সহ, অণ্ডগতান্ তান্ বালান্ সুতান্, অপাস্য

ভারতভাবদীপঃ

কিমর্থমিতি ॥১—৮॥ আবৃতাঃ প্রতিষিদ্ধভোগাঃ ॥৯—১২॥ প্রজায়স্ব প্রজেচ্ছাং কুরু ॥১৩॥ অপত্যসন্তানে সন্ততেরবিচ্ছেদে ॥১৪—১৫॥ জরিতাং নাম ভার্য্যাম্ ॥১৬॥ লপিতাং

সুতরাং আপনার সন্তান না থাকার জন্যই আপনার পক্ষে পিতৃলোকের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনি পুত্র উৎপাদন করুন, তা'র পরে প্রচুর পরিমাণে পিতৃলোকবাসসুখ ভোগ করিবেন ॥১৩॥

এ বিষয়ে শ্রুতিও রহিয়াছে—'পুত্র পিতাকে 'পুৎ'-নামক নরক হইতে উদ্ধার করে'। অতএব আপনি বহুপরিমাণে সন্তান জন্মাইবার জন্য চেষ্টা করুন ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মন্দপালমুনি সেই দেবগণের সেই কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন—'কোন্ স্ত্রীর গর্ভে সত্বর বহুতর সন্তান জন্মিতে পারে' ॥১৫॥

তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রচুরসন্তানশালী পক্ষিগণের মধ্যে গেলেন এবং সেখানে যাইয়া খঞ্জনপক্ষী হইয়া জরিতানাম্নী কোন খঞ্জনপক্ষিণীর সহিত রমণ করিলেন ॥১৬॥

এবং তাহার গর্ভে চারিটী বেদবাদী পুত্র জন্মাইলেন। তাহার পর, সেই

বালান্ স্থতানণ্ডগতান্ সহ মাত্রা মুনির্ব্বনে।
তস্মিন্ গতে মহাভাগে লপিতাং প্রতি ভারত! ॥১৮॥
অপত্যস্নেহসংযুক্তা জরিতা বহ্বচিন্তয়ৎ।
তেন ত্যক্তানসংত্যাজ্যানৃষীনণ্ডগতান্ বনে ॥১৯॥
ন জহৌ পুত্রশোকার্ত্তা জরিতা খাণ্ডবে স্থতান্।
বভার চৈতান্ সঞ্জাতান্ স্ববৃত্ত্যা স্নেহবিক্লবা ॥২০॥ (কলাপকম্)
ততোঽগ্নিং খাণ্ডবং দগ্ধুমায়ান্তং দৃষ্টবানৃষিঃ।
মন্দপালশ্চরংস্তস্মিন্ বনে লপিতয়া সহ ॥২১॥
তং সঙ্কল্পং বিদিত্বাগ্নের্জ্ঞাত্বা পুত্রাংশ্চ বালকান্।
সোঽভিতুষ্টাব বিপ্রর্ষির্ব্রাহ্মণো জাতবেদসম্ ॥২২॥
পুত্রান্ প্রতি বদন্ ভীতো লোকপালং মহৌজসম্।
মন্দপাল উবাচ।
ত্বমগ্নে! সর্ব্বলোকানাং মুখং ত্বমসি হব্যবাট্ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

বিহায়, তত্রৈব খাণ্ডবে বনে, লপিতাং নামাপরাং শার্ঙ্গিকাং প্রতি পুত্রানুৎপাদয়িতুং জগাম। তেন মুনিনা। আত্মনা তু অসংত্যাজ্যান্। স্ববৃত্ত্যা নিজপক্ষিজীবিকানির্ব্বাহোপযোগি-তণ্ডুলকণাদ্যাহরণেন। স্নেহেন বিক্লবা বিহ্বলা ॥১৭—২০॥

তত ইতি। তস্মিন্ বন এব লপিতয়া সহ চরন্নিতি সম্বন্ধঃ ॥২১॥

তমিতি। পুত্রান্ প্রতি ভীতঃ সন্, মহৌজসং জাতবেদসমগ্নিম্, লোকপালং বদন্নিতি

মন্দপালমুনি জরিতার সহিত অণ্ডগত (ডিমের ভিতরে স্থিত) সেই শিশু পুত্র চারিটীকে পরিত্যাগ করিয়া সেই খাণ্ডববনেই লপিতানাম্নী অপর খঞ্জন-পক্ষিণীর সহিত রমণ করিতে গেলেন। তিনি লপিতার দিকে চলিয়া গেলে, সন্তানস্নেহশালিনী জরিতা অনেক বার চিন্তা করিল যে, 'এই মুনিপুত্র কয়টী এখনও ডিমের ভিতরে রহিয়াছে; তথাপি মুনি ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন বটে, আমি ত ত্যাগ করিতে পারিব না।' এইরূপ ভাবিয়া পুত্রশোকার্ত্তা জরিতা পুত্র কয়টীকে পরিত্যাগ করিল না, বরং স্নেহে বিহ্বল থাকিয়া আপন বৃত্তি দ্বারাই তাহাদের ভরণ-পোষণ করিতে লাগিল ॥১৭—২০॥

তাহার পর, একদা মন্দপালমুনি সেই খাণ্ডববনেই লপিতার সহিত বিচরণ করিতে থাকিয়া দেখিলেন অগ্নি খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে আসিতেছেন ॥২১॥

ত্বমন্তঃ সর্ব্বভূতানাং গূঢ়শ্চরসি পাবক ! ।
ত্বামেকমাহুঃ কবয়স্ত্বামাহুস্ত্রিবিধং পুনঃ ॥২৪॥
ত্বামষ্টধা কল্পয়িত্বা যজ্ঞবাহমকল্পয়ন্ ।
ত্বয়া বিশ্বমিদং সৃষ্টং বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥২৫॥
ত্বদৃতে হি জগৎ কৃৎস্নং সদ্যো নশ্যেদ্ধুতাশন ! ।
তুভ্যং কৃত্বা নমো বিপ্রাঃ স্বকর্ম্মবিজিতাং গতিম্ ॥২৬॥
গচ্ছন্তি সহ পত্নীভিঃ সুতৈরপি চ শাশ্বতীম্ ।
ত্বামগ্নে ! জলদানাহুঃ খে বিষক্তান্ সবিদ্যুতঃ ॥২৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সম্বন্ধঃ। সর্ব্বেষাং লোকানাং দেবানাম্, "অগ্নির্ব্বৈ দেবানাং মুখম্" ইতি শ্রুতেঃ। হব্যং ঘৃতাদিকং বহসি হোমাদাবিতি হব্যবাট্ ॥২২—২৩॥

ত্বমিতি। গূঢ়শ্চরসি জীবাত্মরূপেণ। একং পাকাদিকর্তৃত্বেনৈকরূপং ভৌমম্। ত্রিবিধং যজ্ঞে দক্ষিণাগ্নি-গার্হপত্যাহবনীয়তয়া ভেদাৎ ॥২৪॥

ত্বামিতি। অষ্টধা অষ্টসু হোমকুণ্ডেম্বষ্টপ্রকারম্, যজ্ঞবাহং যজ্ঞসম্পাদকম্ ॥২৫॥

ত্বদিতি। ঋতে বিনা। নশ্যেৎ, জঠরানলাভাবেন ভুক্তদ্রব্যপাকাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। নমো নমস্কারম্। স্বকর্ম্মবিজিতাং নিজকর্ম্মপ্রাপ্যাম্। শাশ্বতীং স্বর্গাদৌ চিরস্থায়িনীম্। খে আকাশে, বিষক্তান্ লগ্নান্, সবিদ্যুতো জলদান্ মেঘান্ ॥২৬—২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

নামাপরাং ভার্য্যাম্ ॥১৭॥ তান্ বালানপাস্যেতি সম্বন্ধঃ ॥১৮—২২॥ মুখমিতি। জীবরূপেণ ভোক্তৃত্বম্ ॥২৩॥ গূঢ় ইতি ব্রহ্মরূপেণাগোচরত্বম্, ত্রিবিধং দিব্যং ভৌমমৌদর্য্যঞ্চ ॥২৪॥ অষ্টধা পঞ্চভূতাত্মনা সূর্য্যচন্দ্রযজমানরূপেণ চ, যজ্ঞবাহং যজ্ঞনির্ব্বাহকম্ ॥২৫॥ ত্বয়া সদ্রূপেণ বিনা নশ্যেৎ অদর্শনং গচ্ছেৎ নিরধিষ্ঠানকভ্রমাযোগাদিত্যর্থঃ। কর্ম্মিণাং ত্বমেব গতিরিত্যাহ তুভ্যমিতি

স্তব করিতে লাগিলেন। মন্দপাল বলিলেন—'অগ্নি! তুমি সমস্ত দেবতার মুখ, তুমি যজ্ঞকার্য্যে হব্য বহন করিয়া থাক ॥২২—২৩॥

অগ্নি! তুমি সকল প্রাণীর হৃদয়েই গূঢ়ভাবে বিচরণ কর। জ্ঞানীরা তোমাকে এক এবং ত্রিবিধ বলিয়া থাকেন ॥২৪॥

মহর্ষিরা তোমাকে অষ্টবিধ কল্পনা করিয়া যজ্ঞসম্পাদক করিয়া থাকেন এবং তুমি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ—এই কথা বলিয়া থাকেন ॥২৫॥

অগ্নি! তুমি না থাকিলে সমস্ত জগৎ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা তোমাকে নমস্কার করিয়া স্ত্রী-পুত্রের সহিত আপন কর্ম্ম অনুসারে চিরস্থায়িনী গতি লাভ করিয়া থাকেন। আবার মহর্ষিরা তোমাকে আকাশস্থ বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘ বলিয়া থাকেন ॥২৬—২৭॥

দহন্তি সর্ব্বভূতানি ত্বত্তো নিষ্ক্রম্য হেতয়ঃ।
জাতবেদস্ত্বয়ৈবেদং বিশ্বং সৃষ্টং মহাদ্যুতে! ॥২৮॥
তবৈব কর্ম্ম বিহিতং ভূতং সর্ব্বং চরাচরম্।
ত্বয্যাপো বিহিতাঃ পূর্ব্বং ত্বয়ি সর্ব্বমিদং জগৎ ॥২৯॥
ত্বয়ি হব্যঞ্চ কব্যঞ্চ যথাবৎ সম্প্রতিষ্ঠিতম্।
ত্বমেব দহনো দেব! ত্বং ধাতা ত্বং বৃহস্পতিঃ ॥৩০॥
ত্বমশ্বিনৌ যমো মিত্রঃ সোমস্ত্বমসি চানিলঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স্তুতস্তদা তেন মন্দপালেন পাবকঃ ॥৩১॥
তুতোষ তস্য নৃপতে! মুনেরমিততেজসঃ।
উবাচ চৈনং প্রীতাত্মা কিমিষ্টং করবাণি তে ॥৩২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

দহন্তীতি! হেতয়ো জ্বালাঃ। হে জাতবেদঃ! অগ্নে! সৃষ্টং ব্রহ্মরূপেণ ॥২৮॥

তবেতি। চরাচরং বিহিতং সর্ব্বং ভূতং প্রাণী, তবৈব কর্ম্ম সৃষ্টিঃ। পূর্ব্বং ত্বয়ি আপো জলম্, ত্বয়ৈব বিহিতাঃ, "অগ্নেরাপঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তথা পরব্রহ্মরূপে ত্বয়ি, ইদং সর্ব্বং জগৎ স্থিতমিতি শেষঃ, "তস্মিন্নোতঞ্চ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥২৯॥

ত্বয়ীতি। ত্বয়ি দেবপিত্রাত্মকে ব্রহ্মণি, হব্যং দেবেভ্যো দেয়ং ঘৃতাদি, কব্যং পিতৃভ্যো দেয়মন্নাদি চ, যথাবৎ সম্প্রতিষ্ঠিতং ভবতি। দহনো বহ্নিঃ ॥৩০॥

ত্বমিতি। অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ। পাবকোঽগ্নিঃ। এনং মন্দপালম্ ॥৩১—৩২॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৬॥ পালনং সংহারশ্চ তবৈব কর্ম্মণী ইত্যাহ—ত্বামিতি ॥২৭॥ হেতয়ো জ্বালাঃ, জগৎসৃষ্টিঃ ত্বত্ত এব ইত্যাহ—জাতবেদ ইতি ॥২৮॥ তবৈবেতি কর্ম্মবিধায়কো বেদোঽপি তবৈব বাক্যম্, "নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, আপ ইতি ভূতান্তরোপলক্ষণম্, ত্বয়ি

অগ্নি! তোমা হইতে শিখা নির্গত হইয়া সমস্ত বস্তুকে দগ্ধ করিয়া থাকে এবং তুমিই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছ ॥২৮॥

অগ্নি! স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণীই তোমার সৃষ্টি, তুমিই তোমাতে প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়াছিলে এবং তোমাতেই এই সমস্ত জগৎ রহিয়াছে ॥২৯॥

আর দেব! তোমাতেই যথানিয়মে হব্য ও কব্য রহিয়াছে এবং তুমিই অগ্নি, তুমিই ধাতা এবং তুমিই বৃহস্পতি ॥৩০॥

তা'র পর তুমিই অশ্বিনীকুমার, তুমিই যম, তুমিই মিত্র, তুমিই চন্দ্র এবং

(৩১) ত্বমশ্বিনৌ যমৌ মিত্রঃ…।

তমব্রবীন্মন্দপালঃ প্রাঞ্জলির্হব্যবাহনম্ ।
প্রদহন্ খাণ্ডবং দাবং মম পুত্রান্ বিসর্জয় ॥৩৩॥
তথেতি তৎ প্রতিশ্রুত্য ভগবান্ হব্যবাহনঃ ।
খাণ্ডবে তেন কালেন প্রজজ্বাল দিধক্ষয়া ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি ময়-দর্শনে শার্ঙ্গকোপাখ্যানে দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—— ০;*;০ ——

ভারতকৌমুদী

তমিতি। হব্যবাহনমগ্নিম্। কিমব্রবীদিত্যাহ প্রদহন্নিত্যাদি। দাবং বনম্ ॥৩৩॥

তথেতি। তথা ইত্যুক্ত্বা, তন্মন্দপালপ্রার্থিতং প্রতিশ্রুত্য ভগবান্ হব্যবাহনো বহ্নিঃ, তেনৈব কালেন, দিধক্ষয়া অপরান্ প্রাণিন এব দগ্ধুমিচ্ছয়া, খাণ্ডবে বনে, প্রজজ্বাল। প্রতি-শ্রুত্যনুসারেণ শার্ঙ্গকাণাং পরিত্যাগেচ্ছা তু স্থিতৈবেতি ভাবঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি ময়দর্শনে দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:*:——

ভারতভাবদীপঃ

অধিষ্ঠানে ॥২৯॥ হব্যাদিপ্রতিষ্ঠা ভোক্তৃত্বেন ফলদাতৃত্বেন চ ত্বমেব ইত্যাহ—ত্বয়ীতি ॥৩০—৩৩॥ খাণ্ডবে বনে, তেন হেতুনা, কালে দাহবেলায়াম্, শার্ঙ্গকাণাং দিধক্ষয়া ন প্রজজ্বাল ॥৩৪॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২২॥

——:*:——

তুমিই বায়ু'। বৈশম্পায়ন বলিলেন—মন্দপালমুনি এইরূপ স্তব করিলে, অগ্নি-দেব সেই অমিততেজা মহর্ষির প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন—'মহর্ষি! আপনার কোন্ অভীষ্ট সম্পাদন করিব' ॥৩১—৩২॥

তখন মন্দপালমুনি কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্নিদেবকে বলিলেন—'দেব! আপনি খাণ্ডববন ত দগ্ধ করিবেন, কিন্তু আমার পুত্র কয়টীকে পরিত্যাগ করিবেন' ॥৩৩॥

'তাহাই হইবে' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগবান্ অগ্নি অন্যান্য প্রাণীকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় সেই সময়েই খাণ্ডববনে জ্বলিয়া উঠিলেন ॥৩৪॥

——:০:——

* '...সপ্তবিংশত্যধিকঃ...' '...ঊনত্রিংশদধিকঃ...' '...দ্বাত্রিংশদধিকঃ...' '...পঞ্চ-পঞ্চাশদধিকঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রজ্বলিতে বহ্নৌ শার্ঙ্গকাস্তে সুদুঃখিতাঃ।
ব্যথিতাঃ পরমোদ্বিগ্না নাধিজগ্মুঃ পরায়ণম্ ॥১॥
নিশম্য পুত্রকান্ বালান্ মাতা তেষাং তপস্বিনী।
জরিতা দুঃখশোকার্ত্তা বিললাপ সুদুঃখিতা ॥২॥

জরিতোবাচ।

অয়মগ্নির্দহন্ কক্ষমিত আয়াতি ভীষণঃ।
জগৎ সন্দীপয়ন্ ভীমো মম দুঃখবিবর্দ্ধনঃ ॥৩॥
ইমে চ মাং কর্ষয়ন্তি শিশবো মন্দচেতসঃ।
অবর্হাশ্চরণৈর্হীনাঃ পূর্ব্বেষাং নঃ পরায়ণাঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ব্যথিতা অগ্নিকিরণপ্রসরণাৎ সন্তপ্তাঃ। পরায়ণং রক্ষকম্ ॥১॥

নিশম্যেতি। পুত্রকান্ বালান্, নিশম্য পর্য্যালোচ্য। তপস্বিনী দীনা ॥২॥

অয়মিতি। কক্ষং শুষ্কবনম্, "কক্ষো বীরুধি দোর্মূলে কচ্ছে শুষ্কবনে তৃণে" ইতি হেমচন্দ্রঃ। জগৎ দৃশ্যমানং সর্ব্বং স্থানম্, সন্দীপয়ন্ আলোকয়ন্ ॥৩॥

ইম ইতি। মন্দচেতসঃ শিশুত্বাদেবাল্পজ্ঞানাঃ, অবর্হা অনুৎপন্নপুচ্ছাঃ, চরণৈর্হীনাঃ, নঃ অস্মাকম্, পূর্ব্বেষাং পুরুষাণাম্, পরায়ণা বংশরক্ষকত্বাৎ পরমাশ্রয়াঃ, ইমে চ শিশবঃ পুত্রাঃ, মাং কর্ষয়ন্তি স্নেহেনাকর্ষন্তি। অত এতান্ বিহায় গন্তুং ন শক্নোমীতি ভাবঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, সেই খঞ্জনশাবক কয়টী দুঃখিত, সন্তপ্ত এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল, কিন্তু কাহাকেও রক্ষক পাইল না ॥১॥

তখন তাহাদের মাতা জরিতা বালক পুত্র কয়টীর বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দুঃখে ও শোকে কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল ॥২॥

জরিতা বলিল—'আমার দুঃখবর্দ্ধক এই ভয়ঙ্কর অগ্নি সমস্ত স্থান আলোকিত করিয়া শুষ্ক বন দগ্ধ করিতে করিতে এই দিকেই আসিতেছে ॥৩॥

এদিকে আমার এই শিশু পুত্র কয়টীর এখন পর্য্যন্তও জ্ঞান অল্প, পুচ্ছ বা চরণ জন্মে নাই; অথচ ইহারাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পরম অবলম্বন। সুতরাং ইহারাই আমাকে আকর্ষণ করিতেছে ॥৪॥

ত্রাসয়ংশ্চায়মায়াতি লেলিহানো মহীরুহান্ ।
অজাতপক্ষাশ্চ সুতা ন শক্তাঃ সরণে মম ॥৫॥
আদায় চ ন শক্নোমি পুত্রাংস্তরিতুমাত্মনা ।
ন চ ত্যক্তুমহং শক্তা হৃদয়ং দূয়তীব মে ॥৬॥
কং তু জহ্যামহং পুত্রং কমাদায় ব্রজাম্যহম্ ।
কিন্নু মে স্যাৎ কৃতং কৃত্বা মন্যধ্বং পুত্রকাঃ ! কথম্ ॥৭॥
চিন্তয়ানা বিমোক্ষং বো নাধিগচ্ছামি কিঞ্চন ।
ছাদয়িষ্যামি বো গাত্রৈঃ করিষ্যে মরণং সহ ॥৮॥
জরিতারৌ কুলং হ্যেতজ্জ্যৈষ্ঠত্বেন প্রতিষ্ঠিতম্ ।
সারিসৃক্কঃ প্রজায়েত পিতৃণাং কুলবর্দ্ধনঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ত্রাসয়ন্নিতি। লেলিহানঃ পুনঃ পুনর্লিহন্ গ্রসন্। সরণে গমনে ॥৫॥

আদায়েতি। তরিতুম্ এতদ্বনমতিক্রমিতুম্। দূয়তীব উপায়াভাবাদ্বিদীর্য্যত ইব ॥৬॥

তর্হি যং কঞ্চিদেকমাদায় গচ্ছেত্যাহ কমিতি। জহ্যাং ত্যজেয়ম্। কিং কার্য্যং কৃত্বা, মে কৃতং সাধু করণং নু স্যাৎ। হে পুত্রকাঃ! যূয়ং বা কথং কিং মন্যধ্বম্ ॥৭॥

চিন্তয়ানেতি। বিমোক্ষং বিমোক্ষোপায়ম্, বো যুষ্মাকম্। বো যুষ্মান্ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। পরায়ণং ত্রাতারম্ ॥১॥ নিশম্য আলোচ্য ॥২॥ কক্ষং বনম্ ॥৩॥ কর্ষয়ন্তি পীড়য়ন্তি, অবর্হা অজাতপক্ষাঃ, পরায়ণাস্ত্রাতারঃ ॥৪॥ সরণে গমনে ॥৫॥ তরিতুং বনং লঙ্ঘিতুম্, "নিঃসারয়িতুমন্ততঃ" ইতি পাঠে, অন্ততো নিরগ্নিদেশে ॥৬॥ কিং ন্বিতি। কিং

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর অগ্নি সমস্ত প্রাণীকেই উদ্বিগ্ন করিয়া বৃক্ষ সকল গ্রাস করিতে করিতে এদিকেই আসিতেছে; অথচ আমার পুত্র কয়টীর এখনও পাখা উঠে নাই, সুতরাং উহারা নিজেরা চলিয়া যাইতে পারিবে না ॥৫॥

আমিও নিজে উহাদের সকলকে লইয়া এই বন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব না, কিংবা ত্যাগ করিয়া যাইতেও পারিব না। অতএব আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে ॥৬॥

তা'র পর, আমি কোন্ পুত্রটীকেই বা ত্যাগ করিয়া যাইব, কোন্ পুত্রটী-কেই বা লইয়া যাইব এবং কি করিলেই বা আমার ভাল করা হইবে (তাহা বুঝিতেছি না)। পুত্রগণ! তোমরাই বা কি ভাল মনে কর? ॥৭॥

আমি ত চিন্তা করিয়াও তোমাদের কোন মুক্তির উপায় পাইতেছি না। সুতরাং আমি আপন অঙ্গে তোমাদিগকে আবৃত করিব, তাহার পর এক সঙ্গে মরিব ॥৮॥

স্তম্বমিত্রস্তপঃ কুর্য্যাদ্‌দ্রোণো ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা প্রযযৌ পিতা বো নির্ঘৃণঃ পুরা ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
কমুপাদায় শক্যেয়ং তর্ত্তুং কষ্টাপদুত্তমা।
কিন্নু কৃত্বা কৃতং কার্য্যং ভবেদিতি চ বিহ্বলা।
নাপশ্যৎ স্বধিয়া মোক্ষং স্বসুতানাং তদালয়াৎ ॥১১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং ব্রুবাণাং শার্ঙ্গাস্তে প্রত্যূচুরথ মাতরম্।
স্নেহমুৎসৃজ্য মাতস্ত্বং পত যত্র ন হব্যবাট্ ॥১২॥
অস্মাস্বিহ বিনষ্টেষু ভবিতারঃ সুতাস্তব।
ত্বয়ি মাতর্বিনষ্টায়াং ন নঃ স্যাৎ কুলসন্ততিঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

জরিতারাবিতি। জরিতারি-সারিসৃক্ক-স্তম্বমিত্র-দ্রোণাখ্যাশ্চত্বারস্তে শার্ঙ্গকাঃ। কুল-বর্দ্ধনঃ প্রজায়েত ভবেৎ। ব্রহ্মবিদাং বরো ভবেৎ। বো যুষ্মাকম্। নির্ঘৃণো নির্দ্দয়ঃ ॥৯—১০॥

কমিতি। কমুপায়ম্। কষ্টা কষ্টদায়িনী, উত্তমা প্রধানা, ইয়মাপৎ, তর্ত্তুং শক্যা। কিং কার্য্যং কৃত্বা, কার্য্যং কর্ত্তব্যং কৃতং ভবেৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

এবমিতি। যত্র হব্যবাট্ অগ্নির্নাস্তি, তত্র পত গচ্ছ ॥১২॥

অস্মাস্বিতি। নঃ অস্মাকম্, কুলস্য সন্ততিরবিচ্ছেদঃ। অস্মাকং বিনাশসম্ভবাৎ ॥১৩॥

'জ্যেষ্ঠ বলিয়া জরিতারির উপরে আমার বংশ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সারিসৃক্ক পৈতৃককুলবর্দ্ধক হইবে, স্তম্বমিত্র তপস্যা করিবে এবং দ্রোণ ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ হইবে' এই কথা বলিয়া তোমাদের নির্দ্দয় পিতা চলিয়া গিয়াছেন ॥৯—১০॥

আমি কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া ক্লেশদায়িনী এই গুরুতর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি এবং কি করিলেই বা কর্ত্তব্য করা হইবে ইত্যাদি ভাবিয়া জরিতা আকুল হইয়া আপন বুদ্ধিতে সে স্থান হইতে পুত্রদিগের মুক্তির কোন উপায় দেখিল না ॥১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মাতা জরিতা এইরূপ বলিতে লাগিলে, পুত্রগণ তাহাকে বলিল—'মা! আপনি স্নেহ ত্যাগ করিয়া যেখানে অগ্নি নাই সেই খানে যান ॥১২॥

কারণ, আমরা এখানে বিনষ্ট হইলেও আপনার অপর পুত্র হইতে পারিবে, কিন্তু মা! আপনি বিনষ্ট হইলে, আমাদের বংশ না থাকিতেও পারে ॥১৩॥

---

(১১)…গন্তুং কষ্টাপদুত্তমা…।

অন্ববেক্ষ্যৈতদুভয়ং ক্ষেমং স্যাদ্যৎ কুলস্য নঃ।
তদ্বৈ কর্ত্তুং পরঃ কালো মাতরেষ ভবেত্তব ॥১৪॥
মা ত্বং সর্ববিনাশায় স্নেহং কার্ষীঃ সুতে পুনঃ।
নহীদং কর্ম্ম মোঘং স্যাল্লোককামস্য নঃ পিতুঃ ॥১৫॥

জরিতোবাচ।

ইদমাখোর্বিলং ভূমৌ বৃক্ষস্যাস্য সমীপতঃ।
তদাবিশধ্বং ত্বরিতা বহ্নেরত্র ন বো ভয়ম্ ॥১৬॥
ততোঽহং পাংশুনা ছিদ্রমপিধাস্যামি পুত্রকাঃ!।
এবং প্রতিকৃতং মন্যে জ্বলতঃ কৃষ্ণবর্ত্মনঃ ॥১৭॥
তত এষ্যাম্যতীতেঽগ্নৌ বিহন্তুং পাংশুসঞ্চয়ম্।
রোচতামেষ বো বাদো মোক্ষার্থঞ্চ হুতাশনাৎ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অন্বিতি। অন্ববেক্ষ্য পর্য্যালোচ্য। পর উত্তমঃ ॥১৪॥
মেতি। ইদমস্মদুৎপাদনরূপম্। মোঘং ব্যর্থম্। লোককামস্য লোকাখ্যস্বর্গেচ্ছোঃ ॥১৫॥
ইদমিতি। আখোর্ম্মূষিকস্য, বিলং গর্ত্তঃ। বো যুষ্মাকম্ ॥১৬॥
তত ইতি। ছিদ্রং ছিদ্রমুখম্, অপিধাস্যামি আবরিষ্যামি। কৃষ্ণবর্ত্মনোঽগ্নেঃ ॥১৭॥
তত ইতি। বিহন্তুম্ অপসারয়িতুম্। এষ বাদো মম বাক্যম্ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃত্বা কৃতকৃত্যা স্যামিত্যর্থঃ ॥৭—৮॥ প্রজায়তে প্রজারূপেণোৎপদ্যেত ॥৯—১০॥ গন্তুং লঙ্ঘিতুম্ ॥১১॥ পত গচ্ছ ॥১২—১৪॥ নোঽস্মাকম, সর্ব্ববিনাশায় সর্ব্বেষাং বিনাশায়, সুতেষু

মা! এই দুই দিক্ পর্য্যালোচনা করিয়া যাহাতে আমাদের বংশের মঙ্গল হয়, তাহা করিবার পক্ষে আপনার এ-ই উত্তম সময় ॥১৪॥

আপনি সর্ব্বনাশের জন্য পুত্রের উপরে স্নেহ করিবেন না; আমাদের স্বর্গকামী পিতার এই পুত্রোৎপাদনকার্য্য কখনও ব্যর্থ হইবে না ॥১৫॥

জরিতা বলিল—'পুত্রগণ! এই গাছের নিকটে মাটীতে একটা ইঁদুরের গর্ত্ত আছে; তোমরা উহার ভিতরে সত্বর প্রবেশ কর; তাহা হইলে আর তোমাদের আগুনের ভয় হইবে না ॥১৬॥

কেন না, তোমরা প্রবেশ করিলে পর আমি মাটী দিয়া উহার মুখ আবৃত করিয়া ফেলিব। এইরূপ করিলেই প্রজ্বলিত অগ্নির প্রতীকার হইবে ইহা আমি মনে করি ॥১৭॥

তা'র পর আগুন চলিয়া গেলে ঐ মাটী সরাইয়া ফেলিবার জন্য আমি

শার্ঙ্গকা ঊচুঃ।

অবর্হান্ মাংসভূতান্ নঃ ক্রব্যাদাখুর্বিনাশয়েৎ।
পশ্যমানা ভয়মিদং প্রবেষ্টুং নাত্র শক্নুমঃ ॥১৯॥
কথমগ্নির্ন নো ধক্ষ্যেৎ কথমাখুর্ন নাশয়েৎ।
কথং ন স্যাৎ পিতা মোঘঃ কথং মাতা ধ্রিয়েত নঃ ॥২০॥
বিল আখোর্বিনাশঃ স্যাদগ্নেরাকাশচারিণঃ।
অন্ববেক্ষ্যৈতদ্ভয়ং শ্রেয়ান্ দাহো ন ভক্ষণম্ ॥২১॥
গর্হিতং মরণং নঃ স্যাদাখুনা ভক্ষিতে কিল।
শিষ্টাদিষ্টঃ পরিত্যাগঃ শরীরস্য হুতাশনাৎ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি ময়দর্শনে জরিতাবিলাপে ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অবর্হানিতি। অবর্হান্ অনুৎপন্নপুচ্ছান্। ক্রব্যাৎ মাংসভোজী, আখুর্মূষিকঃ ॥১৯॥

কথমিতি। মোঘো ব্যর্থসন্তানোৎপাদনঃ। ধ্রিয়েত জীবেদিত্যর্থঃ ॥২০॥

বিল ইতি। বিলে স্থিতৌ আখোঃ, উপরিস্থিতৌ অগ্নেরিত্যাশয়ঃ ॥২১॥

গর্হিতমিতি। শিষ্টাদ্বিশিষ্টাৎ দেবত্বেনোৎকৃষ্টাদিত্যর্থঃ, ইষ্টঃ অভিলষিতঃ ॥২২॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি ময়দর্শনে ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

আবার আসিব। অগ্নি হইতে মুক্তিলাভের জন্য আমার এই কথায় তোমরা সম্মত হও' ॥১৮॥

শার্ঙ্গকগণ বলিল—'মা! আমাদের পাখা হয় নাই; সুতরাং আমরা এখনও মাংসপিণ্ডমাত্র; এ অবস্থায় মাংসভোজী ইন্দুর আমাদিগকে নষ্ট করিবে; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আমরা এ গর্ত্তে প্রবেশ করিতে পারিব না ॥১৯॥

উপরে থাকিলে অগ্নি আমাদিগকে কেন দগ্ধ করিবে না, আবার গর্ত্তে প্রবেশ করিলে ইন্দুরই বা কেন খাইবে না। দুই প্রকারেই পিতার চেষ্টা কেন ব্যর্থ হইবে না, মাতা বা কি করিয়া বাঁচিবেন ॥২০॥

গর্ত্তে ইন্দুর হইতে মৃত্যু এবং উপরে আকাশচারী অগ্নি হইতে মৃত্যু; এই দুই পক্ষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেছি—আমাদের দগ্ধ হওয়াই ভাল, কিন্তু ভক্ষিত হওয়া নহে ॥২১॥

---

* '...অষ্টাবিংশত্যধিকঃ...' '...ত্রিংশদধিকঃ...' '...ত্রয়স্ত্রিংশদধিকঃ...' '...ষট্‌পঞ্চাশদধিকঃ...' ইতি পাঠভেদাঃ।

চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

জরিতোবাচ।

অস্মাদ্বিলান্নিষ্পতিতমাখুং শ্যেনো জহার তম্‌।
ক্ষুদ্রং পদ্ভ্যাং গৃহীত্বা চ যাতো নাত্র ভয়ং হি বঃ ॥১॥

শার্ঙ্গকা ঊচুঃ।

ন হৃতং তং বয়ং বিদ্মঃ শ্যেনেনাখুং কথঞ্চন।
অন্যেঽপি ভবিতারোঽত্র তেভ্যোঽপি ভয়মেব নঃ ॥২॥
সংশয়ো বহ্নিরাগচ্ছেদ্দৃষ্টং বায়োর্নিবর্ত্তনম্‌।
মৃত্যুর্নো বিলবাসিভ্যো বিলে স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অস্মাদিতি। নিষ্পতিতং নির্গতম্‌, আখুং মূষিকম্‌, শ্যেনো হিংস্রঃ পক্ষী ॥১॥

নেতি। অন্যেঽপি আখবঃ, ভবিতারঃ স্থাতারঃ, অত্র বিলে ॥২॥

সংশয় ইতি। অত্র বহ্নিরাগচ্ছেদিত্যর্থে সংশয়ঃ। যেন হি এতদ্দিগ্‌গামিনো বায়োর্নিবর্ত্তনং পরিবর্ত্তনং দৃষ্টম্‌। বিলবাসিভ্যো জন্তুন্তরেভ্যঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

স্নেহং মা কার্ষীরিতি সম্বন্ধঃ ॥১৫—১৭॥ বিহন্তুং দূরীকর্ত্তুম্‌, বাদো বচনম্‌ ॥১৮॥ ক্রব্যাদাখুঃ মাংসাদ উন্দুরুঃ, পশ্যমানাঃ পশ্যন্তঃ ॥১৯॥ মোঘো নিষ্ফলাপত্যোৎপত্তিঃ, ম্রিয়েত জীবেত ॥২০—২১॥ শিষ্টাদিষ্টঃ শিষ্টৈরাদিষ্টঃ ॥২২॥

ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৩॥

কেন না, ইঁদুরে খাইলে আমাদের মৃত্যুটা গর্হিত হইবে। সুতরাং উৎকৃষ্ট অগ্নি হইতে মৃত্যুই আমাদের অভীষ্ট ॥২২॥

জরিতা বলিল—'সেই ক্ষুদ্র ইঁদুরটা যখন এই গর্ত্ত হইতে নির্গত হইয়াছিল, তখন একটা শ্যেনপাখী পা দু'খানা দিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং এ গর্ত্তে তোমাদের কোন ভয় নাই' ॥১॥

শার্ঙ্গকগণ বলিল—'শ্যেনপক্ষী কখনও সে ইঁদুরটাকে নিয়া যায় নাই, ইহা আমরা জানি। তা'র পর, এই গর্ত্তে অন্য ইঁদুরও ত থাকিতে পারে। সুতরাং তাহা হইতে আমাদের ভয় ত হইবেই ॥২॥

তা'র পর, এদিকে আগুন আসিবে কি না সন্দেহ; কারণ, বায়ু ফিরিয়া

নিঃসংশয়াৎ সংশয়িতো মৃত্যুর্মাতর্বিশিষ্যতে।
চর খে ত্বং যথান্যায়ং পুত্রানাপ্স্যসি শোভনান্ ॥৪॥

জরিতোবাচ।

অহং বেগেন তং যান্তমদ্রাক্ষং পততাং বরম্।
বিলাদাখুং সমাদায় শ্যেনং পুত্রা মহাবলম্ ॥৫॥
তং পতন্তং মহাবেগাত্ত্বরিতা পৃষ্ঠতোঽন্বগাম্।
আশিষোঽস্য প্রযুঞ্জানা হরতো মূষিকং বিলাৎ ॥৬॥
যো নো দ্বেষ্টারমাদায় শ্যেনরাজ! প্রধাবসি।
ভব ত্বং দিবমাস্থায় নিরমিত্রো হিরণ্ময়ঃ ॥৭॥
স যদা ভক্ষিতস্তেন শ্যেনেনাখুঃ পতত্রিণা।
তদাহং তমনুজ্ঞাপ্য প্রত্যুপায়াং পুনর্গৃহম্ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

নিরিতি। নিঃসংশয়ান্মৃত্যুতঃ। বিশিষ্যতে শ্রেয়স্ত্বেন মন্যতে। খে আকাশে ॥৪॥
অহমিতি। পততাং পক্ষিণাম্। হে পুত্রাঃ! ॥৫॥
তমিতি। তং শ্যেনম্, পতন্তং গচ্ছন্তম্। প্রযুঞ্জানা, শত্রুনাশকত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৬॥
আশীঃপ্রকারমাহ য ইতি। নিরমিত্রঃ শত্রুশূন্যঃ, হিরণ্ময়ঃ স্বর্ণময়দেহঃ ॥৭॥
স ইতি। অনুজ্ঞাপ্য গমনানুজ্ঞাং কারয়িত্বা। প্রত্যুপায়াং প্রত্যাগচ্ছম্ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

অস্মাদিতি ॥১—২॥ বহিরাগচ্ছেদিত্যত্র সংশয়ঃ যতো বায়োঃ সকাশাদ্বহ্নের্নিবর্ত্তনং

গিয়াছে। কিন্তু গর্ত্তে প্রবেশ করিলে, গর্ত্তবাসী জন্তু হইতে যে আমাদের মৃত্যু হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৩॥

অতএব মা! নিশ্চিত মৃত্যু হইতে সন্দিগ্ধ মৃত্যু ভাল। সুতরাং আপনি যথানিয়মে আকাশে চলিয়া যান; আবার সুন্দর পুত্র পাইবেন' ॥৪॥

জরিতা বলিল—'পুত্রগণ! পক্ষিশ্রেষ্ঠ মহাবল শ্যেনপক্ষী গর্ত্ত হইতে সেই ইন্দুরটাকে লইয়া যে বেগে চলিয়া গিয়াছে, তাহা আমি দেখিয়াছি ॥৫॥

সে যখন গর্ত্ত হইতে ইন্দুরটাকে লইয়া মহাবেগে যাইতেছিল, তখন আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তাহার পিছনে পিছনে গিয়াছিলাম ॥৬॥

শ্যেনরাজ! যে তুমি আমাদের শত্রুকে লইয়া চলিয়াছ, সেই তুমি স্বর্গে যাইয়া শত্রুশূন্য এবং স্বর্ণময়দেহ হইও ॥৭॥

তা'র পর যখন সেই শ্যেনপক্ষী সেই ইঁদুরটাকে ভক্ষণ করিল, তখন আমি তাহার অনুমতি লইয়া পুনরায় গৃহে আসিলাম ॥৮॥

প্রবিশধ্বং বিলং পুত্রাঃ ! বিশ্রব্ধা নাস্তি বো ভয়ম্ ।
শ্যেনেন মম পশ্যন্ত্যা হৃত আখুর্মহাত্মনা ॥৯॥
শার্ঙ্গকা ঊচুঃ ।
ন বিদ্মহে হৃতং মাতঃ ! শ্যেনেনাখুং কথঞ্চন ।
অবিজ্ঞায় ন শক্যামঃ প্রবেষ্টুং বিবরং ভুবঃ ॥১০॥
জরিতোবাচ ।
অহং তমভিজানামি হৃতং শ্যেনেন মূষিকম্ ।
নাস্তি বোঽত্র ভয়ং পুত্রাঃ ! ক্রিয়তাং বচনং মম ॥১১॥
শার্ঙ্গকা ঊচুঃ ।
ন ত্বং মিথ্যোপচারেণ মোক্ষয়েথা ভয়াদ্ধি নঃ ।
সমাকুলেষু জ্ঞানেষু ন বুদ্ধিকৃতমেব তৎ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

প্রবিশধ্বমিতি। বিশ্রব্ধা বিশ্বস্তাঃ সন্তঃ। আখুর্মূষিকঃ ॥৯॥

নেতি। ন বিদ্মহে বয়ং ন জানীমঃ। অবিজ্ঞায় স্বয়মিতি ভাবঃ ॥১০॥

অহমিতি। বচনং বচনানুসারেণ কার্য্যম্ ॥১১॥

নেতি। হে মাতঃ ! ত্বম্, মিথ্যোপচারেণ মিথ্যোপন্যাসেন, নোঽস্মান্, ভয়াৎ, ন মোক্ষয়েথা মোচয়িতুং প্রবর্ত্তেথাঃ। এতদ্বিষয়কেষু জ্ঞানেষু, সমাকুলেষু সন্দেহেন বিহ্বলেষু সৎসু, তদ্বিলপ্রবেশনম্, অস্মাকং বুদ্ধ্যা কৃতং নৈব উচিতমিতি শেষঃ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

দৃষ্টম্ ॥৩—৬॥ দিবমাস্থায় নিরমিত্রো নিঃশক্রর্ভব অক্ষয়ঃ স্বর্গস্তেঽস্ত্বিতি ভাবঃ। হিরণ্ময়ো দিব্যদেহঃ ॥৭॥ প্রত্যুপায়াং প্রত্যাগতবত্যস্মি ॥৮—১১॥ ন ত্বমিতি। অস্মাংস্ত্যক্ত্বা গন্তুমিচ্ছন্ত্যাস্তব মিথ্যৈব অয়মুপচারো ন বাস্তব ইতি ভাবঃ। সমাকুলেষু সন্দিগ্ধেষু জ্ঞানেষু জ্ঞাতব্যকার্য্যেষু তৎ বিলপ্রবেশনম্, বুদ্ধিকৃতং বুদ্ধিমদাচরিতং নৈব, বিলে শক্রসম্ভাবশঙ্কায়াং

অতএব পুত্রগণ ! তোমরা বিশ্বস্ত হইয়া গর্ত্তে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নাই। কারণ, আমার সাক্ষাতেই শ্যেনপক্ষী ইঁদুরটাকে লইয়া গিয়াছিল' ॥৯॥

শার্ঙ্গকগণ বলিল—'মা ! আমরা নিজেরা জানি না যে, কখনও শ্যেনপক্ষী ইঁদুরকে নিয়াছে। সুতরাং নিজেরা না জানিয়া আমরা গর্ত্তে প্রবেশ করিতে পারি না ॥১০॥

জরিতা বলিল, 'আমি জানি যে, শ্যেনপক্ষী ইঁদুরটাকে নিয়াছে। সুতরাং পুত্রগণ ! তোমাদের কোন ভয় নাই, তোমরা আমার বাক্যানুসারে কার্য্য কর' ॥১১॥

শার্ঙ্গকগণ বলিল—'মা ! আপনি মিথ্যা বলিয়া আমাদিগকে ভয় হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন না। ও বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকায় ইচ্ছাপূর্ব্বক গর্ত্তে প্রবেশ করা আমাদের উচিত নহে ॥১২॥

ন চোপকৃতমস্মাভির্ন চাস্মান্ বেত্থ যে বয়ম্।
পীড্যমানা বিভর্ষ্যস্মান্ কা সতী কে বয়ং তব ॥১৩॥
তরুণী দর্শনীয়াসি সমর্থা ভর্ত্তুরেষণে।
অনুগচ্ছ পতিং মাতঃ! পুত্রানাপ্স্যসি শোভনান্ ॥১৪॥
বয়মগ্নিং সমাবিশ্য লোকানাপ্স্যাম শোভনান্।
অথাস্মান্ন দহেদগ্নিরায়াস্ত্বং পুনরেব নঃ ॥১৫॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তা ততঃ শার্ঙ্গী পুত্রানুৎসৃজ্য খাণ্ডবে।
জগাম ত্বরিতা দেশং ক্ষেমমগ্নেরনাময়ম্ ॥১৬॥
ততস্তীক্ষ্ণার্চ্চিরভ্যাগাত্ত্বরিতো হব্যবাহনঃ।
যত্র শার্ঙ্গা বভূবুস্তে মন্দপালস্য পুত্রকাঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। কিঞ্চ, অস্মাভিস্তব ন কিঞ্চিদুপকৃতম্, শিশুত্বাৎ; ত্বঞ্চ বয়ং যে, তানস্মান্ ন বেত্থ জানাসি। মহর্ষিপুত্রা বয়ম্ অগ্নিনা ন দাহ্যা এবেতি ভাবঃ। পীড্যমানা আহার্য্যাদানাদিনা ক্লিশ্যমানা ত্বম্, অস্মান্ বিভর্ষি; অথ চ সতী ত্বম্ অস্মাকং কা, বয়ঞ্চ তব কে। ক্ষণভঙ্গুরত্বাত্তুচ্ছ এবায়ং জননীপুত্রত্বাদিসম্বন্ধ ইতি ভাবঃ ॥১৩॥

তরুণীতি। দর্শনীয়া সুন্দরী। এষণে অন্বেষণে। অনুগচ্ছ অন্বিষ্য ॥১৪॥

বয়মিতি। অথ পক্ষান্তরে। আয়া আগচ্ছেঃ। নঃ অস্মাকং সমীপে ॥১৫॥

এবমিতি। অগ্নেরনাময়ম্ অগ্নেরুপদ্রবরহিতম্, অতএব ক্ষেমং মঙ্গলম্ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

সত্যাং বলাৎ তত্র প্রবেশো ন যুক্ত ইতি ভাবঃ ॥১২॥ ন চেতি। অস্মান্ অগ্রে বোপকর্তৃন্ ভূতভাব্যুপকারশূন্যান্ কিমিতি বিভর্ষি, বয়ং তব কে ন কেঽপীত্যর্থঃ, ত্বং বা সতী অস্মাকং কা ন কাপি মাতৃসম্বন্ধস্য ভ্রান্তিকল্পিতত্বাদিত্যর্থঃ ॥১৩—১৪॥ আয়াঃ আগচ্ছেঃ, নোঽস্মান্

আমরা আপনার কোন উপকার করি নাই; ত'ার পর আমরা যাহারা, তাহাও আপনি জানেন না; অথচ আপনি দুঃখ-কষ্ট পাইয়া আমাদিগকে পালন করিতেছেন। কিন্তু আপনিই বা আমাদের কে এবং আমরাই বা আপনার কে? ॥১৩॥

মা। আপনি যুবতি এবং সুন্দরী; সুতরাং পতির অন্বেষণে সমর্থ। অতএব আপনি সেই পতির অন্বেষণ করুন, আবার সুন্দর পুত্র পাইবেন ॥১৪॥

আমরা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া মনোহর স্বর্গ লাভ করিব; অথবা অগ্নি আমাদিগকে দগ্ধ না করিলে, আপনি আবার আমাদের নিকট আসিবেন ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—শার্ঙ্গকগণ এইরূপ বলিলে, জরিতা পুত্রগণকে খাণ্ডববনে পরিত্যাগ করিয়া অগ্নির উৎপাতশূন্য মঙ্গলময় স্থানে সত্বর চলিয়া গেল ॥১৬॥

ততস্তং জ্বলিতং দৃষ্ট্বা জ্বলনং তে বিহঙ্গমাঃ।
জরিতারিস্ততো বাক্যং শ্রাবয়ামাস পাবকম্ ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি ময়দর্শনে শার্ঙ্গকোপাখ্যানে চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

———:*:———

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

———:৹:———

জরিতারিরুবাচ।

পুরতঃ কৃচ্ছ্রকালস্য ধীমান্ জাগর্ত্তি পূরুষঃ।
স কৃচ্ছ্র কালং সম্প্রাপ্য ব্যথাং নৈবেতি কর্হিচিৎ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। হব্যবাহনোঽগ্নিঃ। বভূবুরিতি অস্তেঃ প্রয়োগঃ ॥১৭॥

তত ইতি। জ্বলনমগ্নিম্। তে বিহঙ্গমাঃ শার্ঙ্গকা ভীতা ইতি শেষঃ ॥১৮॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি ময়দর্শনে চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:*:———

পুরত ইতি। ধীমান্ পূরুষো জ্ঞানী জনঃ, কৃচ্ছ্রকালস্য আগমিষ্যতঃ কষ্টকালস্য, পুরতঃ পূর্ব্বমেব, জাগর্ত্তি ততঃ স্বমোচনায় সতর্কো ভবতি। অতোঽস্মাভিরপি অগ্ন্যাগমাৎ পূর্ব্বমেব সতর্কৈর্ভবিতব্যমিত্যাশয়ঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৫—১৬॥ তত ইতি। অগ্নিদাহাৎ প্রাগেব তক্ষকবৎ জরিতাপি গতা, অতো দাহাৎ ষড়েব মুক্তা ইতি পূর্ব্বোক্তমবিরুদ্ধম্ ॥১৭—১৮॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৪॥

———:*:———

তাহার পর, তীক্ষ্ণশিখাশালী অগ্নি সত্বরই সেই দিকে আসিয়া পড়িল, যেখানে সেই মন্দপালের পুত্র শার্ঙ্গকগণ রহিয়াছিল ॥১৭॥

তদনন্তর সেই শার্ঙ্গকগণ প্রজ্বলিত অগ্নিকে দেখিয়া অত্যন্তভীত হইল, তখন জরিতারি অগ্নিকে এইরূপ বাক্য শুনাইতে লাগিল ॥১৮॥

———:৹:———

জরিতারি বলিল—'বুদ্ধিমান্ লোক কষ্টের সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সতর্ক হয়। সুতরাং সে, কখনও কষ্টের সময় উপস্থিত হইলে দুঃখ পায় না ॥১॥

* '...ঊনত্রিংশদধিকঃ...' '...একত্রিংশদধিকঃ...' '.. চতুস্ত্রিংশদধিকঃ...' ' সপ্তপঞ্চাশদধিকঃ ..' ইতি পাঠান্তরাণি।

যস্তু কৃচ্ছ মনুপ্রাপ্তং বিচেতা নাববুধ্যতে।
স কৃচ্ছ্রকালে ব্যথিতো ন শ্রেয়ো বিন্দতে মহৎ ॥২॥

সারিসৃক্ক উবাচ।

ধীরস্ত্বমসি মেধাবী প্রাণকৃচ্ছ্রমিদঞ্চ নঃ।
প্রাজ্ঞঃ শূরো বহূনাং হি ভবত্যেকো ন সংশয়ঃ ॥৩॥

স্তম্বমিত্র উবাচ।

জ্যেষ্ঠস্ত্রাতা ভবতি বৈ জ্যেষ্ঠো মুঞ্চতি কৃচ্ছ্রতঃ।
জ্যেষ্ঠশ্চেন্ন প্রজানাতি কনীয়ান্ কিং করিষ্যতি ॥৪॥

দ্রোণ উবাচ।

হিরণ্যরেতাস্ত্বরিতো জ্বলন্নায়াতি নঃ ক্ষয়ম্।
সপ্তজিহ্বাননঃ ক্রূরো লেলিহানো বিসর্পতি ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। বিচেতা মন্দবুদ্ধিঃ। শ্রেয়ো মঙ্গলম্, বিন্দতে লভতে ॥২॥

ধীর ইতি। বহূনাং মধ্যে এক এব জনঃ, প্রাজ্ঞঃ শূরশ্চ ভবতি। অস্মাকং চতুর্ণাং মধ্যে তথৈব ত্বমিত্যস্মাৎ প্রাণকৃচ্ছ্রাদস্মানুদ্ধরেত্যাশয়ঃ ॥৩॥

জ্যেষ্ঠ ইতি। ত্রাতা রক্ষকঃ। মুঞ্চতি মোচয়তি। প্রজানাতি বিপন্নিবৃত্ত্যুপায়ম্ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

অত্র সংসারাটব্যাং মহামোহানলব্যাপ্তায়াং মাতাপি ন ত্রাতুং সমর্থা, কিন্তু সর্ব্বে স্বার্থকামা এবেতি সংসূচ্য ব্রহ্মিষ্ঠ এব সর্ব্বাংস্ত্রাতুং সমর্থ ইতি অস্মিন্নধ্যায়ে সূচ্যতে, কথাপক্ষে তু স্পষ্ট এবার্থঃ। তত্র জরিতারির্নাশিতকামাদিশত্রুগণ আহ—পুরত ইতি। মরণাৎ প্রাগেব জ্ঞানার্থং যতিতব্যম্, ততশ্চ মরণব্যথাং জ্ঞানী ন প্রাপ্নোতি, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবনীয়ন্ত" ইতি শ্রুতেরিতি আদ্যশ্লোকতত্ত্বম্। কৃচ্ছ্রকালো মরণকালঃ, ব্যথাং প্রাণোৎক্রমণপীড়াম্ ॥১॥ এতদেব ব্যতিরেকমুখেনাহ—যস্ত্বিতি। বিচেতাঃ অজিতচিত্তঃ, ব্যথিতো দেহান্তরে নিপাত্য কর্ম্মণা বশীকৃতঃ, মহৎ শ্রেয়ো মোক্ষম্ ॥২॥ উক্তব্যথানাশঃ সৎসঙ্গাদেব ভবতি ইত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামাহ দ্বাভ্যাম্—ধীর ইতি। ধীরো ধ্যানবান্,

আর, যে অল্পবুদ্ধি লোক বিপদ আসিবার পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারে না, সে, সে বিপদের সময়ে দুঃখভোগ করে এবং বিশেষ মঙ্গললাভ করিতে পারে না' ॥২॥

সারিসৃক্ক বলিল—'আপনি বুদ্ধিমান্ এবং মেধাবী; এদিকে আমাদেরও এই প্রাণের কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বহুলোকের মধ্যে একটীমাত্র লোকই বুদ্ধিমান্ ও বীর হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই' ॥৩॥

স্তম্বমিত্র বলিল—'জ্যেষ্ঠই কনিষ্ঠদিগের রক্ষক হইয়া থাকেন এবং জ্যেষ্ঠই কনিষ্ঠদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। সুতরাং জ্যেষ্ঠ যদি বিপদ নিবারণের উপায় না জানেন, তবে কনিষ্ঠ কি করিবে' ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং সম্ভাষ্য তেঽন্যোন্যং মন্দপালস্য পুত্রকাঃ।
তুষ্টুবুঃ প্রয়তা ভূত্বা যথাগ্নিং শৃণু পার্থিব! ॥৬॥

জরিতারিরুবাচ।

আত্মাসি বায়োর্জ্বলন! শরীরমসি বীরুধাম্।
যোনিরাপশ্চ তে শুক্রং যোনিস্ত্বমসি চাম্ভসঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

হিরণ্যেতি। হিরণ্যরেতা অগ্নিঃ। ক্ষয়ং গৃহম্। লেলিহানো গ্রসন্ ॥৫॥

এবমিতি। সম্ভাষ্য আলপ্য। প্রয়তাঃ সংযতচিত্তাঃ। তথা শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥৬॥

অথ "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ইতি সূত্রাত্মরূপেণ প্রথমমগ্নিং স্তৌতি আত্মেতি। হে জ্বলন! অগ্নে! ত্বং বায়োরাত্মা আত্মজোঽসি। বীরুধাম্ উজ্জ্বলৌষধীনাম্, শরীরমসি, অন্যথোজ্জ্বলত্বানুপপত্তেরিতি ভাবঃ। যোনিঃ পৃথিব্যাঃ কারণীভূতাঃ, আপো জলঞ্চ, তে তব, শুক্রং বীর্য্যম্, অতএব ত্বম্, অম্ভসো জলস্য, যোনিঃ কারণমসি ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মেধাবী উহাপোহকুশলঃ অতস্ত্বমেব অস্মান্ পাহীতি ভাবঃ ॥৩॥ ত্বদনুগ্রহং বিনা নাস্তি তরণোপায় ইত্যাহ জ্যেষ্ঠ ইতি ॥৪॥ দ্রোণবাক্যে ক্ষয়ং গৃহম্, অধ্যাত্মন্তু—হরতীতি হিরণ্যং বিষয়বাসনা সৈব রেতো বীজং যস্য স মোহো মরণকালিকঃ ক্ষয়ং দেহগেহমেবেতি। সপ্তজিহ্বাঃ—"কালী মনোজবা ধূম্রা করালী লোহিতা তথা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচিঃ সপ্তজিহ্বা বিভাবসোঃ ॥" পক্ষে পঞ্চেন্দ্রিয়াণি বুদ্ধিমনসী চ তদ্যুক্তম্ আননং মুখং ভোগসাধনং যস্য সঃ। লেলিহানো গ্রসিষ্যন্, বিসর্পতি ব্যাপ্নোতি, অতঃ স্বমোক্ষায় স্বয়মেব যতিতব্যমিতি ভাবঃ ॥৫—৬॥ এবমধিকারিণমুত্থাপ্য অগ্নিস্তুতিব্যাজেন তত্ত্বমুপদিশতি "ব্রহ্মৈতদ্ব্যাহৃতং ত্বয়া" ইত্যুপসংহারেঽগ্নিবাক্যাৎ, তত্র মুখ্যব্রহ্মবিদ্যাধিকারার্থং সমষ্ট্যুপাসনাং জরিতারিরাহ—আত্মাসীতি দ্বাভ্যাম্। বায়োঃ সূত্রাত্মনঃ "বায়ুর্বৈ গৌতম! তৎসূত্রং বায়ুরেব ব্যষ্টির্বায়ুঃ সমষ্টিঃ" ইতি শ্রুতেঃ। আত্মাসি আত্মস্বরূপমসি, শরীরমসি বীরুধামিতি বিরাড়াত্মত্বমুক্তম্। বীরুধাং যোনিঃ পৃথ্বী আপশ্চ তে তব শুক্রং বীজং ত্বদুৎপন্নম্। "অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ইতি চ শ্রুতেঃ। আপস্তে শুক্রমিত্যস্য ব্যাখ্যা যোনিস্ত্বমসি চাম্ভস ইতি। যদ্বা বায়োরাত্মা অন্তরীক্ষং মরীচিশব্দিতম্, বীরুধাং যোনিঃ পৃথ্বী মরশব্দিতা "যৎ পৃথিব্যা অধস্তাৎ তদাপো যৎ দিব উপরিষ্টাৎ তদম্ভঃ" তথাচ লোকসৃষ্টিরুক্তা ভবতি। "অদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং দ্যৌঃ

দ্রোণ বলিল—'প্রজ্বলিত অগ্নি সত্বরআমাদের বাসস্থানের দিকে আসিতেছে এবং সপ্তজিহ্ব ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ঐ অগ্নি গ্রাস করিতে করিতে বিস্তৃত হইতেছে'॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! সেই মন্দপালের পুত্রগণ পরস্পর এইরূপ আলাপ করিয়া, সংযতচিত্ত হইয়া, যে ভাবে অগ্নির স্তব করিল, তাহা শুনুন—॥৬॥

ঊর্দ্ধঞ্চাধশ্চ সর্পন্তি পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতস্তথা।
অর্চ্চিষস্তে মহাবীর্য্য! রশ্ময়ঃ সবিতুর্যথা ॥৮॥
সারিসৃক্ক উবাচ।
মাতা প্রণষ্টা পিতরং ন বিদ্মঃ পক্ষা জাতা নৈব নো ধূমকেতো!।
ন নস্ত্রাতা বিদ্যতে বৈ ত্বদন্যস্তস্মাদস্মাংস্ত্রাহি বালাংস্ত্বমগ্নে! ॥৯॥
যদগ্নে! তে শিবং রূপং যে চ তে সপ্ত হেতয়ঃ।
তেন নঃ পরিরক্ষ ত্বমার্ত্তান্ বৈ শরণৈষিণঃ ॥১০॥
ত্বমেবৈকস্তপসে জাতবেদো নান্যস্তপ্তা বিদ্যতে গোষু দেব!।
ঋষীনস্মান্ বালকান্ পালয়স্ব পরেণাস্মান্ প্রৈহি বৈ হব্যবাহ! ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ইদানীং ব্যষ্টিরূপেণ স্তৌতি ঊর্দ্ধমিতি। হে মহাবীর্য্য! যথা সবিতুঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ঃ, তথা তে তব, অর্চ্চিষঃ শিখাঃ, ঊর্দ্ধম্ অধঃ পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতশ্চ, সর্পন্তি প্রসরন্তি ॥৮॥

ব্যষ্টিরূপেণৈব দ্বাভ্যাং স্তৌতি মাতেতি। প্রণষ্টা অদর্শনং প্রাপ্তা ॥৯॥

যদিতি। হে অগ্নে! তে তব, যৎ, শিবং মঙ্গলকরং রূপম্, যে চ তে সপ্ত হেতয়ঃ শিখাঃ, ত্বম্, তেন শিবেন রূপেণ হেতিসপ্তকেন চ, আর্ত্তান্ শরণৈষিণশ্চ নঃ অস্মান্ পরিরক্ষ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রতিষ্ঠান্তরীক্ষং মরীচয়ঃ পৃথিবী মরো যা অধস্তাৎ তা আপঃ" ইত্যৈতরেয়ে শ্রুতা লোকসৃষ্টি-রুক্তা ভবতি। "স ইমান্ লোকানসৃজাতাম্ভো মরীচির্মরমাপ" ইত্যুপক্রম্য অত্র লোকাত্মত্বেন স্তুতিঃ ন লোককর্ত্তৃত্বেন ইত্যতঃ সমষ্ট্যুপাসনায়ামেব তাৎপর্য্যম্ ॥৭—৮॥ অত্র অনধিকারী সারিণী সৃক্কে সৃক্কিণী গল্লগর্ভৌ যস্য সঃ সারিসৃক্কো বাহ্যভোগাসক্তো জীবঃ ব্যষ্টিরূপমেবাগ্নিং প্রার্থয়তে—মাতেতি। প্রনষ্টা অদর্শনং গতা ॥৯॥ শিবং শান্তং লোকহিতঞ্চ, হেতয়ো

জরিতারি বলিল—'অগ্নি! তুমি বায়ুর পুত্র এবং উজ্জ্বল লতার শরীর; আর পৃথিবীর কারণীভূত জল তোমারই বীর্য্য; সুতরাং তুমি জলের কারণ ॥৭॥

হে মহাবীর্য্য! সূর্য্যের রশ্মির ন্যায় তোমার শিখা সকল উর্দ্ধে, নিম্নে, পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে গমন করিয়া থাকে' ॥৮॥

সারিসৃক্ক বলিল—'হে ধূমকেতু! হে অগ্নি! আমাদের মাতা দৃষ্টির অগোচর হইয়া গিয়াছেন, পিতার সংবাদ জানি না এবং এখনও আমাদের পাখা জন্মে নাই, আমরা বালক। সুতরাং তুমি ভিন্ন অন্য কেহই আমাদের রক্ষক নাই; অতএব তুমিই আমাদিগকে রক্ষা কর ॥৯॥

অগ্নি! আমরা তোমার উত্তাপে উত্তপ্ত এবং তোমার শরণাগত; সুতরাং তোমার যে মঙ্গলময় রূপ এবং সাতটী শিখা আছে, তাহা দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর ॥১০॥

(১০)…তেন নঃ পরিপাহি ত্বমার্ত্তান্ নঃ শরণৈষিণঃ।

স্তম্বমিত্র উবাচ।

সর্ব্বমগ্নে! ত্বমেবৈকস্ত্বয়ি সর্ব্বমিদং জগৎ।
ত্বং ধারয়সি ভূতানি ভুবনং ত্বং বিভর্ষি চ ॥১২॥
ত্বমগ্নির্হব্যবাহস্ত্বং ত্বমেব পরমং হবিঃ।
মনীষিণস্ত্বাং জানন্তি বহুধা চৈকধাপি চ ॥১৩॥
সৃষ্ট্বা লোকাংস্ত্রীনিমান্ হব্যবাহ! কালে প্রাপ্তে পচসি পুনঃ সমিদ্ধঃ।
ত্বং সর্ব্বস্য ভুবনস্য প্রসূতিস্ত্বমেবাগ্নে! ভবসি পুনঃ প্রতিষ্ঠা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

পুনরদ্বৈতদ্বৈতরূপাভ্যাং স্তৌতি ত্বমিতি। হে দেব! জাতো বেদো যস্মাৎ স এক এব ত্বম্। "তদেতন্মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতং যদৃগ্বেদঃ" ইতি শ্রুতেঃ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুতেশ্চ। তপসে সর্ব্বতপস্যায়া উদ্দেশ্যঃ; তথা গোষু পৃথিবীষু, ত্বদন্যঃ, তপ্তা তপস্বী, ন বিদ্যতে, জীবানামপি তবৈব রূপত্বাৎ "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুতেঃ। হে হব্যবাহ! ত্বমস্মান্ বালকান্ ঋষীন্ পালয়স্ব; পরেণ পরমেণ পালকতয়া বন্ধুরূপেণেত্যর্থঃ, অস্মান্, প্রৈহি প্রাপ্নুহি ॥১১॥

ত্রিভিঃ পরব্রহ্মরূপেণ স্তৌতি সর্ব্বমিতি। হে অগ্নে! ত্বমেক এব সর্ব্বম্, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ। ইদং সর্বং জগৎ ত্বয়ি তিষ্ঠতি, "তস্মিন্নোতঞ্চ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অত-এব ত্বং ভূতানি প্রাণিনো ধারয়সি। কিঞ্চ ত্বং ভুবনমেব বিভর্ষি ॥১২॥

ত্বমিতি। ত্বং জাঠরোঽগ্নিঃ, কিঞ্চ ত্বং বাহ্যো হব্যবাহোঽগ্নিঃ, সর্ব্বাত্মকত্বাৎ ত্বমেব পরমং হবিঃ। অপি চ মনীষিণো জ্ঞানিনঃ, ত্বাং বহুধা জীবরূপেণ, একধা ব্রহ্মরূপেণ চ জানন্তি, "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুতেঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

জ্বালাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ ॥১০॥ গোষু রবিরশ্মিষু। রবিরপি ত্বমেব ইত্যর্থঃ। পরেণাস্মান্ অস্মত্তো দূরে প্রেহি, পরেণ ইতি এনবন্তম্ ॥১১॥ এবং ব্যষ্ট্যুপাসনাসিদ্ধস্য সার্ব্বাত্ম্যোপাসনাং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধাং শাণ্ডিল্যবিদ্যাদিরূপাং স্তম্বমিত্রাখ্যঃ সর্ব্বপ্রাণি-সমুদায়সখা আহ সর্ব্বমিত্যাদিনা, ত্বয়ীদং কনকে কুণ্ডলাদিবৎ ॥১২॥ বহুধা কার্য্যরূপেণ, একধা কারণরূপেণ ॥১৩॥ ত্রীন্ লোকানিতি ব্রহ্মাণ্ডোপলক্ষণম্, পচসি সংহরসি, সমিদ্ধঃ

দেব! তোমা হইতে বেদ জন্মিয়াছে এবং একমাত্র তুমিই তপস্যার উদ্দেশ্য; আবার পৃথিবীতে তোমা ভিন্ন অন্য তপস্বী নাই। অগ্নিদেব! আমরা বালক ঋষি; সুতরাং তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর এবং তুমি বন্ধুরূপে আমাদের আশ্রয় হও' ॥১১॥

স্তম্বমিত্র বলিল—'অগ্নি! এক তুমিই সমস্ত এবং তোমাতেই এই সমস্ত জগৎ রহিয়াছে। সুতরাং তুমি সমস্ত প্রাণীকে, এমন কি সমস্ত জগৎটাকেই ধারণ করিতেছ ॥১২॥

দেব! তুমি ভিতরের ও বাহিরের অগ্নি এবং তুমিই উৎকৃষ্ট হবি; আর জ্ঞানীরা এক তোমাকেই বহুরূপে এবং একরূপে জানিয়া থাকেন ॥১৩॥

দ্রোণ উবাচ।

ত্বমন্নং প্রাণিভির্ভুক্তম্ অন্তর্ভূতো জগৎপতে!।
নিত্যং প্রবৃদ্ধঃ পচসি ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

সৃষ্ট্বেতি। হে হব্যবাহ! ত্বমিমান্ ত্রীন্ লোকান্ সৃষ্ট্বা, পুনঃ কালে প্রাপ্তে সতি সমিদ্ধো দ্বাদশাদিত্যরূপেণ উদ্দীপ্তঃ সন্ পচসি সংহরসি। কিঞ্চাগ্নে! ত্বম্, সর্ব্বস্য ভুবনস্য, প্রসূতিঃ প্রসূতিবৎ পালয়িতা, পুনস্ত্বমেব চ প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ো ভবসি, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥১৪॥

বিরাট্প্রভৃতিরূপৈঃ স্তৌতি ত্বমিতি। হে জগৎপতে! ত্বম্, প্রাণিভির্ভুক্তমন্নম্, "অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি তস্মাদন্নং তদুচ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। কিঞ্চ জীবরূপেণান্তর্ভূতঃ। অপি চ নিত্যং স্থিতঃ, প্রবৃদ্ধো ব্যাপী চ, পচসি কালরূপেণ সংহরসি, "যৎ প্রয়ন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। সর্বঞ্চ ত্বয়ি প্রতিষ্ঠিতম্, "তস্মিন্নোতম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তমোগুণেন প্রবৃদ্ধঃ, অত্র হেতুং শ্রৌতং দর্শয়তি—ত্বং সর্ব্বস্যেতি। প্রসূতিরুৎপত্তিস্থানম্, প্রতিষ্ঠা লয়স্থানম্, এতেন "এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্" ইতি শ্রুতেরর্থো দর্শিতঃ ॥১৪॥ যত্তু নান্তঃপ্রজ্ঞমিত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধং তুরীয়ং নির্ব্বিশেষং তদেতৎ "দ্রোণো ব্রহ্মবিদাং বর" ইত্যুপক্রমাৎ "ব্রহ্মৈতদ্ব্যাহৃতং ত্বয়া" ইত্যন্তিমেনাপি দ্রোণস্যৈব স্তবত্বাচ্চ দ্রোণবাক্যস্য বিষয় ইতি জ্ঞায়তে। অত্র চ নান্তঃপ্রজ্ঞাদিবাক্যার্থো ন চ দৃশ্যতে; অতঃ কষ্টমেতৎ, শ্রুতিবলেনৈব স্পষ্টীকুর্ম্মঃ। ত্বমন্নমিতি। হে জগৎপতে! ত্বমন্নম্। "অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি তস্মাদন্নং তদুচ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ বিরাড়সি, কিমসৌ নিত্যঃ? ন ইত্যাহ প্রাণিভির্ভুক্তমিতি। প্রাণঃ সূত্রাত্মা স উপাস্যত্বেন অস্তি যেষাং তে প্রাণিনঃ সূত্রোপাসকাঃ তৈর্ভুক্তমুপসংহৃতম্। এতেন স্থূলস্য সূক্ষ্মে লয় উক্তঃ। তথা অন্তর্মধ্যে ভূতানি সূত্রশরীরারম্ভকাণি অপঞ্চীকৃতবিয়দাদীনি যস্য স ত্বং অন্তর্ভূতোঽসি ভূতলয়স্থানমপ্যসি, এতেন সূক্ষ্মস্য কারণে বিলাপনমুক্তম্। অতএব হে জগতঃ স্থূলসূক্ষ্মকার্য্যস্য পতে! সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্র! ত্বং নিত্যং প্রবৃদ্ধোঽসি, কার্য্যকারণব্রহ্মণোঃ সোপাধিকয়োরুপাধিতিরোভাবাবির্ভাবানুসারি প্রবৃদ্ধত্বম্; নিরুপাধিকস্য তু নিত্যমেব তৎ। ত্বয়ি শুদ্ধে প্রতিষ্ঠিতং সর্ব্বং কার্য্যকারণাত্মকং রজ্জ্বামিবোরগাদিকল্পীভূতং ত্বং পচসি সংহরসি। এবঞ্চ—"নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞম্" ইত্যাদিশ্রুতেরর্থঃ স্থূলসূক্ষ্মকারণরূপাতীতং নিষ্কলং শিবশব্দাভিধেয়ং প্রতিপাদিতম্ ॥১৫॥ সূর্য্য ইতি। হে শুক্র! শুক্র! সর্ব্বো-

দেব! তুমি এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়া, আবার কাল উপস্থিত হইলে উদ্দীপ্ত হইয়া সংহার করিয়া থাক এবং মাতার ন্যায় সমস্ত জগতের পালন কর, আর সমস্ত জগতের আশ্রয়রূপে অবস্থান কর' ॥১৪॥

দ্রোণ বলিল—'জগদীশ্বর! তুমিই প্রাণিগণের ভুক্ত অন্ন এবং তুমিই জীবাত্মা; আবার তুমিই নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী কালরূপে সংহার কর এবং তোমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥১৫॥

সূর্য্যো ভূত্বা রশ্মিভির্জাতবেদো ভূমেরম্ভো ভূমিজাতান্ রসাংশ্চ।
বিশ্বানাদায় পুনরুৎসৃজ্য কালে বৃষ্ট্যা বৃষ্ট্যা ভাবয়সীহ শুক্র!॥১৬॥
ত্বত্ত এতাঃ পুনঃ শুক্র! বীরুধো হরিতচ্ছদাঃ।
জায়ন্তে পুষ্করিণ্যশ্চ সুভদ্রশ্চ মহোদধিঃ॥১৭॥
ইদং বৈ সদ্ম তিগ্মাংশো! বরুণস্য পরায়ণম্।
শিবস্ত্রাতা ভবাস্মাকং মাঽস্মানদ্য বিনাশয়॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

সর্বোৎপাদকত্বরূপেণ স্তৌতি সূর্য্য ইতি। হে শুক্র! শুক্র! চিৎস্বরূপতয়া নির্ম্মলেতি যাবৎ, জাতবেদঃ! অগ্নে! ত্বং সূর্য্যো ভূত্বা, রশ্মিভিঃ কিরণৈঃ, ভূমেঃ সকাশাদম্ভো জলম্, বিশ্বান্ সর্বান্ ভূমিজাতান্ রসাংশ্চ, আদায় পুনঃ কালে উৎসৃজ্য, বৃষ্ট্যা বৃষ্ট্যা, ইহ জগত্যাম্, ভাবয়সি শস্যাদীনুৎপাদয়সি॥১৬॥

ত্বত্ত ইতি। হে শুক্র! অগ্নে! সূর্য্যরূপাদেব ত্বত্তঃ সকাশাৎ, পুনরেতাঃ, হরিতচ্ছদা হরিদ্বর্ণপত্রাঃ, বীরুধো লতাঃ, পুষ্করিণ্যো জলাশয়াশ্চ জায়ন্তে, সুভদ্রঃ প্রাণিনামতীবমঙ্গলকরো মহোদধিশ্চ জায়তে, বৃষ্টিবশাদেবেতি ভাবঃ॥১৭॥

ইদমিতি। হে তিগ্মাংশো! তীক্ষ্ণকিরণ! অগ্নে! ইদং মহোদধিরূপম্, বরুণস্য জলাধিপতেঃ, পরায়ণং পরমাশ্রয়ভূতম্, সদ্ম গৃহম্। এতদুৎপাদকতয়া ত্বমতিমহানেবেতি ভাবঃ। ত্বমস্মাকম্, অদ্য শিবো মঙ্গলকরঃ, ত্রাতা রক্ষকশ্চ ভব। অস্মান্ মা বিনাশয়॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

পাধিকালুষ্যহীন! ত্বং সূর্য্যো ভূত্বা রসানাদায় পুনরুৎসৃজ্য কালে বৃষ্ট্যা ভাবয়সীতি সম্বন্ধঃ। ত্বং ভূম্যাদীনাং রসান্ সত্বানি আদায় সংহৃত্য সূর্য্যঃ কারণাত্মা ভূত্বা বীজমাত্ররূপেণ স্থিত্বা পুনঃ প্রবোধকালে বৃষ্ট্যা চিৎসত্তাপ্রদানেন পৃথিব্যাদীনি জনয়সীত্যর্থঃ॥১৬॥ এতাঃ রসস্য ব্রহ্মসত্তায়া আশ্রয়ত্বেন দৃশ্যমানাঃ সৎ সৎ ইতিপ্রত্যয়বিষয়ভূতা বীরুদাদয়ো জড়পদার্থা অপি ত্বত্ত এবোৎপন্না ইত্যর্থঃ। তেন প্রধানাদেঃ কারণত্বং নিরস্তম্। সুভদ্রশ্চেত্যত্র "সমুদ্রশ্চ" ইতি পাঠে—মহোদধিশব্দেন মহান্তি ব্রহ্মাণ্ডানি বহিঃস্থিতানি উদকানি ধীয়ন্তেঽস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা অনেকব্রহ্মাণ্ডশুক্তিসংপুটাশ্রয়ভূতো জলাবরণরূপঃ সমুদ্রো গ্রাহ্যঃ, তচ্চ আবরণান্তরাণামপ্যুপলক্ষণম্॥১৭॥ এবং পরাপরব্রহ্মরূপেণাগ্নিং স্তুত্বা উপস্থিতভয়নিবৃত্তিং প্রার্থয়তে ইদমিতি। হে তিগ্মাংশো! তীক্ষ্ণকরবহ্নে! সম্যেব সদ্ম শরীরম্, বরুণস্য রসনেন্দ্রিয়াধিপতেঃ পরায়ণম্ অত্যন্তালম্বনম্, পক্তিদেহেন হি সর্ব্বরসাস্বাদো লভ্যতে, অতস্ত্বং শিবঃ অন্তরাত্মা অস্মাকং ত্রাতা ভব॥১৮॥ সাগরস্য

অগ্নিদেব! তুমি সূর্য্য হইয়া কিরণ দ্বারা পৃথিবী হইতে জল এবং পৃথিবীজাত সমস্ত রস গ্রহণ করিয়া, যথাসময়ে সে গুলিকে আবার বর্ষণ করিয়া, সেই প্রচুর বৃষ্টি দ্বারাই এই জগতে শস্যপ্রভৃতি জন্মাইয়া থাক॥১৬॥

অগ্নিদেব! তোমা হইতেই আবার এই সকল হরিদ্বর্ণপত্রসম্পন্ন লতা এবং জলাশয় জন্মিয়া থাকে, আর জগতের মঙ্গলকারী মহাসমুদ্রও জন্মিয়া থাকে॥১৭॥

হে তীক্ষ্ণকিরণ! এই মহাসমুদ্রই বরুণদেবের পরম আশ্রয় গৃহস্বরূপ।

পিঙ্গাক্ষ! লোহিতগ্রীব! কৃষ্ণবর্ত্মন্! হুতাশন!।
পরেণ প্রৈহি মুঞ্চাস্মান্ সাগরস্য গৃহানিব ॥১৯॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তো জাতবেদা দ্রোণেন ব্রহ্মবাদিনা।
দ্রোণমাহ প্রতীতাত্মা মন্দপালপ্রতিজ্ঞয়া ॥২০॥
অগ্নিরুবাচ।
ঋষির্দ্রোণস্ত্বমসি বৈ ব্রহ্মৈতদ্ব্যাহৃতং ত্বয়া।
ঈপ্সিতং তে করিষ্যামি ন চ তে বিদ্যতে ভয়ম্ ॥২১॥
মন্দপালেন বৈ যূয়ং মম পূর্ব্বং নিবেদিতাঃ।
বর্জয়েঃ পুত্রকান্ মহ্যং দহন্ দাবমিতি স্ম হ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

ব্যষ্টিরূপেণ স্তৌতি পিঙ্গেতি। কৃষ্ণো দগ্ধত্বাৎ কৃষ্ণবর্ণো বর্ত্মা পন্থা যস্য তৎসম্বোধনম্। পরেণ পরদাহোদ্দেশেন, প্রৈহি প্রতিষ্ঠস্ব, কিন্তু সাগরস্য গৃহান্ অভ্যন্তরস্থগর্ত্তানিব অস্মান্, মুঞ্চ পরিত্যজ ॥১৯॥

এবমিতি। ব্রহ্মবাদিনা দ্রোণেনাপীত্যর্থঃ, জরিতারিপ্রভৃতিভিরপি ব্রহ্মত্বেন বদনাৎ, এবমুক্তো জাতবেদা অগ্নিঃ, প্রতীতাত্মা সন্তুষ্টচিত্তঃ সন্, মন্দপালে এষাং পিতরি যা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বোক্তা প্রতিশ্রুতিস্তয়া হেতুনা, সন্নিহিতত্বাদ্দ্রোণমেবাহ স্ম ॥২০॥

ঋষিরিতি। ত্বয়েত্যুপলক্ষণং যুষ্মাভিরিত্যর্থঃ, এতৎ স্তুতিরূপম্, ব্রহ্ম ময়ি ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদকং বাক্যম্, ব্যাহৃতমুক্তম্। তেনাহং প্রীতোঽস্মীতি ভাবঃ। ত ইত্যপ্যুপলক্ষণং যুষ্মাকমিতি তাৎপর্য্যম্ ॥২১॥

মন্দেতি। ত্বং দাবং খাণ্ডবং দহন্, মহ্যং মম, পুত্রকান্ বর্জ্জয়েরিতি যূয়ং নিবেদিতাঃ ॥২২॥

দেব! তুমি আজ মঙ্গলময় হইয়া আমাদের রক্ষক হও, কিন্তু আমাদিগকে বিনষ্ট করিও না ॥১৮॥

হে পিঙ্গলনয়ন! হে লোহিতকণ্ঠ! হে কৃষ্ণবর্ত্মন্! হে হুতাশন! তুমি অন্য বস্তু দগ্ধ করিবার জন্য প্রস্থান কর, আর সমুদ্রগর্ভস্থ গর্ত্তের ন্যায় আমাদিগকে পরিত্যাগ কর' ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ব্রহ্মবাদী দ্রোণও এইরূপ বলিলে, অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষি মন্দপালের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে নিকটবর্ত্তী দ্রোণকে কহিলেন—॥২০॥

অগ্নি বলিলেন—'তুমি দ্রোণ ঋষি এবং তোমরা আমাকে পর ব্রহ্ম মনে করিয়াই এই সকল স্তব করিয়াছ। সুতরাং আমি তোমাদের অভীষ্ট সম্পাদন করিব এবং তোমাদের কোন ভয় নাই ॥২১॥

তোমাদের পিতা মন্দপালমুনিও পূর্ব্বে তোমাদের বিষয় আমার নিকট

তস্য তদ্বচনং দ্রোণ ! ত্বয়া যচ্চেহ ভাষিতম্ ।
উভয়ং মে গরীয়স্তু ব্রূহি কিং করবাণি তে ।
ভৃশং প্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে ব্রহ্মন্ ! স্তোত্রেণ সত্তম ! ॥২৩॥

দ্রোণ উবাচ ।

ইমে মার্জ্জারকাঃ শুক্র ! নিত্যমুদ্বেজয়ন্তি নঃ ।
এতান্ কুরুষ্ব দগ্ধাংস্ত্বং হুতাশন ! সবান্ধবান্ ॥২৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথা তৎ কৃতবানগ্নিরভ্যনুজ্ঞায় শার্ঙ্গকান্ ।
দদাহ খাণ্ডবং দাবং সমিদ্ধো জনমেজয় ! ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি ময়দর্শনে শার্ঙ্গকোপাখ্যানে পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি । গরীয়ো গরীয়স্ত্বাদলঙ্ঘনীয়ম্ । ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৩॥
ইম ইতি । হে শুক্র ! অগ্নে ! । মার্জ্জারকা ইত্যনেন কামাদয়ঃ সূচ্যন্তে ॥২৪॥
তথেতি । তৎ শার্ঙ্গকাণাং বর্জ্জনং মার্জ্জারকাণাং দহনঞ্চ । সমিদ্ধ উদ্দীপ্তঃ ॥২৫॥
ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্বণি ময়দর্শনে পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

গৃহান্ নদীপ্রবাহানিব অনভিভাব্যান্ স্বাভিভাবকাংশ্চ জ্ঞাত্বা মুঞ্চ ॥১৯॥ প্রতীতাত্মা হৃষ্টঃ ॥২০—২১॥ মহৎ মম ॥২২—২৫॥
ইতি আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৫॥

জানাইয়াছেন যে, 'আপনি খাণ্ডব দগ্ধ করিবেন—করুন, কিন্তু আমার পুত্র কয়টীকে ত্যাগ করিবেন ॥২২॥

দ্রোণ ! তাঁহার সেই বাক্য এবং তোমরা এখন যে সকল বাক্য বলিলে, এ দু-ই আমার নিকট গুরুতর । অতএব বল তোমাদের কি করিব ? ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! তোমাদের স্তবে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাদের মঙ্গল হউক' ॥২৩॥

দ্রোণ বলিল—'অগ্নিদেব ! এই বিড়ালগুলি সর্ব্বদাই আমাদের উদ্বেগ জন্মায় ; অতএব আপনি বন্ধুবর্গের সহিত উহাদিগকে দগ্ধ করুন' ॥২৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ জনমেজয় ! অগ্নিদেব শার্ঙ্গকগণের কথায় অনুমোদন করিয়া তাহা করিলেন ; পরে প্রজ্বলিত হইয়া খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে থাকিলেন ॥২৫॥

* '...ত্রিংশদধিকঃ...' '...দ্বাত্রিংশদধিকঃ...' '...পঞ্চত্রিংশদধিকঃ...' '...অষ্টপঞ্চাশদধিকঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি ।

ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মন্দপালোঽপি কৌরব্য! চিন্তয়ামাস পুত্রকান্।
উক্ত্বাপি চ স তিগ্মাংশুং নৈব শর্ম্মাধিগচ্ছতি ॥১॥
স তপ্যমানঃ পুত্রার্থে লপিতামিদমব্রবীৎ।
কথং নু শক্তাঃ সরণে লপিতে! মম পুত্রকাঃ ॥২॥
বর্দ্ধমানে হুতবহে বাতে চাশু প্রবায়তি।
অসমর্থা বিমোক্ষায় ভবিষ্যন্তি মমাত্মজাঃ ॥৩॥
কথং নু শক্তা ত্রাণায় মাতা তেষাং তপস্বিনী।
ভবিষ্যতি হি শোকার্ত্তা পুত্রত্রাণমপশ্যতী ॥৪॥
কথমুড্ডয়নেঽশক্তান্ পতনে চ মমাত্মজান্।
সন্তপ্যমানা বহুধা বাশমানা প্রধাবতী ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

মন্দেতি। উক্ত্বাপি পুত্ররক্ষণং প্রার্থ্যাপি। তিগ্মাংশুমগ্নিম্। শর্ম্ম সুখম্ ॥১॥
স ইতি। সরণে গমনে, শক্তাঃ কথং নু সমর্থা জাতাঃ কিম্ ॥২॥
বর্দ্ধমান ইতি। হুতবহে অগ্নৌ, বাতে বায়ৌ। প্রবায়তি প্রবহতি সতি ॥৩॥
কথমিতি। তপস্বিনী দীনা। পুত্রাণাং ত্রাণং ত্রাণোপায়ম্, অপশ্যতী অপশ্যন্তী ॥৪॥
কথমিতি। পতনে ভূমাবেবাপসরণে। বাশমানা আর্ত্তস্বরেণ শব্দায়মানা। "বাশৃ শব্দে" ইত্যস্য প্রয়োগঃ। প্রধাবতী ইতস্ততঃ সত্রাসং গচ্ছন্তী বর্ত্তত ইতি শেষঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! মন্দপালমুনিও পুত্রদের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি অগ্নির নিকট সেইরূপ প্রার্থনা করিয়াও শান্তি পাইতেছিলেন না ॥১॥

তিনি পুত্রদের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া লপিতাকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—'লপিতা! আমার পুত্রগণ চলিতে ফিরিতে সমর্থ হইয়াছে কি? ॥২॥

আগুন বাড়িয়া উঠিলে এবং বায়ু বহিত হইতে থাকিলে, আমার পুত্রেরা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না ॥৩॥

তাহাদের দুর্ব্বল মাতা কি করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে; সে পুত্রগণের রক্ষার উপায় না দেখিয়া শোকার্ত্ত হইয়াই পড়িবে ॥৪॥

হায়! আমার পুত্রগণকে উড়িতে বা চলিতে অসমর্থ দেখিয়া তাহাদের মাতা কেবল সন্তাপ করিবে, আর্ত্তস্বরে বহুবার চীৎকার করিবে এবং এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিবে ॥৫॥

---

(২)…কথং নু শক্তাঃ শরণে…। (৫) কথমুড্ডীয়নেঽশক্তান্…রাসমানা…।

জরিতারিঃ কথং পুত্রঃ সারিসৃক্কঃ কথঞ্চ মে।
স্তম্বমিত্রঃ কথং দ্রোণঃ কথং সা চ তপস্বিনী ॥৬॥
লালপ্যমানং তমৃষিং মন্দপালং তথা বনে।
লপিতা প্রত্যুবাচেদং সাসূয়মিব ভারত ! ॥৭॥
ন তে পুত্রেষবেক্ষাস্তি যানৃষীনুক্তবানসি।
তেজস্বিনো বীর্য্যবন্তো ন তেষাং জ্বলনাদ্ভয়ম্ ॥৮॥
ত্বয়াগ্নৌ তে পরীতাশ্চ স্বয়ং হি মম সন্নিধৌ।
প্রতিশ্রুতং তথা চেতি জ্বলনেন মহাত্মনা ॥৯॥
লোকপালো ন তাং বাচমুক্ত্বা মিথ্যা করিষ্যতি।
সমর্থাস্তে চ সংসর্ত্তুং ব্যেতু তেঽস্বস্থমানসম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

জরিতারিরিতি। কথং কীদৃশাবস্থঃ, তিষ্ঠতীতি সর্ব্বত্র শেষঃ ॥৬॥

লালপ্যমানমিতি। তথা লালপ্যমানং পুনঃ পুনর্লপন্তং বদন্তম্ ॥৭॥

নেতি। অবেক্ষা ভয়সম্ভাবনা। তত্র হেতুমাহ যানিত্যাদি। জ্বলনাদগ্নেঃ ॥৮॥

ত্বয়েতি। তে পুত্রাঃ পরীতা রক্ষণীয়ত্বেন জ্ঞাপিতাঃ। মম সন্নিধাবুক্তমিতি শেষঃ ॥৯॥

লোকেতি। লোকপালোঽগ্নিঃ, তাং নির্ভয়দানসম্বন্ধিনীং বাচমুক্ত্বা মিথ্যা ন করিষ্যতি। তে তব পুত্রাশ্চ সংসর্ত্তুং ততোঽপসর্ত্তুং সমর্থাঃ। অতএব তে অস্বস্থমানসং ব্যেতু বিপরীতং ভবতু স্বস্থমানসমেব ভবত্বিত্যর্থঃ ॥১০॥

পুত্র জরিতারি কি অবস্থায় রহিয়াছে, সারিসৃক্ক কেমন আছে, স্তম্বমিত্র এবং দ্রোণই বা কি ভাবে আছে, আর সেই দীনা জরিতাই বা কি করিতেছে ॥৬॥

মন্দপালমুনি বনের ভিতরে বার বার সেইরূপ বলিতে লাগিলে, লপিতা অসূয়ার সহিতই যেন এইরূপ বলিতে লাগিল—॥৭॥

তোমার পুত্রদের সম্বন্ধে কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। কেন না, তুমিই যাহাদিগকে ঋষি বলিয়াছ। সুতরাং তাহারা তেজস্বী ও বলবান্ হইয়াছে; অতএব তাহাদের অগ্নিভয় হইতে পারে না ॥৮॥

তা'র পর তুমি নিজেই আমার নিকট বলিয়াছ যে, তুমি অগ্নির নিকট তাহাদের বিষয় জানাইয়াছিলে, তখন মহাত্মা অগ্নি তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ॥৯॥

সুতরাং অগ্নি লোকপাল হইয়া সেইরূপ কথা বলিয়া কার্য্যের বেলায় মিথ্যা করিবেন না। বিশেষতঃ তোমার পুত্রেরা সরিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং তোমার মন সুস্থ হউক ॥১০॥

(১০)···সমক্ষং বন্ধুকৃত্যেন তেন তে স্বস্থমানসম্।

তামেব তু মমামিত্রাং চিন্তয়ন্ পরিতপ্যসে।
ধ্রুবং ময়ি ন তে স্নেহো যথা তস্যাং পুরাভবৎ ॥১১॥
নহি পক্ষবতা ন্যায্যং নিস্নেহেন সুহৃজ্জনে।
পীড্যমান উপদ্রষ্টুং শক্তেনাত্মা কথঞ্চন ॥১২॥
গচ্ছ ত্বং জরিতামেব যদর্থং পরিতপ্যসে।
চরিষ্যাম্যহমপ্যেকা যথা কুপুরুষাশ্রিতা ॥১৩॥
মন্দপাল উবাচ।
নাহমেবং চরে লোকে যথা ত্বমভিমন্যসে।
অপত্যহেতোর্বিচরে তচ্চ কৃচ্ছ্রগতং মম ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি। অমিত্রাং সপত্নীম্। পুরা তৎসহবাসকালে ॥১১॥

নহীতি। পক্ষবতা একস্যাং রমণ্যাং পক্ষপাতশালিনা, অন্যত্র সুহৃজ্জনে রমণ্যাম্, নিস্নেহেন স্নেহশূন্যেন, পূর্ব্বাং রমণীমেব গন্তুং শক্তেন পুরুষেণ, পীড্যমানঃ তদ্ভাবং প্রদর্শয়তা ক্লিশ্যমানঃ, আত্মা আত্মীয়ঃ অন্যরমণীত্যর্থঃ, কথঞ্চনাপি উপদ্রষ্টুং নহি ন্যায্যম্। "শক্যং শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎপ্রতিহন্তুম্" ইতি ভাষ্যোদাহরণবদত্রোপপত্তিঃ ॥১২॥

এতদুক্তেঃ ফলমাহ গচ্ছেতি। যথা কুপুরুষাশ্রিতা অন্যনায়িকেতি শেষঃ ॥১৩॥

নেতি। যথা কামসুখলাভায়। তচ্চাপত্যম্, কৃচ্ছ্রগতং কষ্টপ্রাপ্তম্ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

মন্দপাল ইতি। উক্ত্বা মম পুত্রান্ মা দহ ইতি প্রার্থ্যাপি ॥১॥ শরণে গৃহে কথং সু ন কথমপি ॥২—৪॥ উড্ডীয়নে উর্দ্ধপতনে, পতনে তির্য্যগ্গমনে, বাশমানা রুদতী ॥৫—৮॥ পরীতাঃ জ্ঞাপিতাঃ ॥৯॥ সমক্ষমিতি। হে স্বস্থ! তে তব মানসং তেন হেতুনা বন্ধুকৃত্য-লক্ষণে রক্ষণে সমক্ষমভিমুখং ন কিন্তু তামেবেত্যাদিস্পষ্টোঽর্থঃ ॥১০—১১॥ নহীতি। পক্ষ-বতা সহায়বতা, সুহৃজ্জনেন নিঃস্নেহেন নিরতাং স্নেহবতা শক্তেন চ পীড্যমান আত্মা পুত্রদার-রূপঃ কথঞ্চন উপদ্রষ্টুম্ উপেক্ষিতুং ন হি ন্যায্যম্ ॥১২॥ অতস্ত্বং জরিতামেব গচ্ছ ইত্যধি-

কিন্তু তুমি আমার সেই সপত্নীকে চিন্তা করিয়াই পরিতপ্ত হইতেছ; অতএব নিশ্চয়ই পূর্ব্বে তাহার উপরে তোমার যেমন স্নেহ ছিল, আমার উপরে তেমন স্নেহ হয় নাই ॥১১॥

প্রথম স্ত্রীর উপরে অনুরাগী, দ্বিতীয় স্ত্রীর উপরে অনুরাগহীন, অথ চ সে দ্বিতীয় স্ত্রীকে ত্যাগ করিতেও সমর্থ; এমন অবস্থায় সে দ্বিতীয় স্ত্রীর সহিত দেখা করা পুরুষের কোন প্রকারেই উচিত নহে ॥১২॥

অতএব তুমি যাহার জন্য পরিতপ্ত হইতেছ, সেই জরিতার নিকটেই যাও। আমিও কুপুরুষাশ্রিত রমণীর ন্যায় একাকিনীই বিচরণ করিব' ॥১৩॥

মন্দপাল বলিলেন—'তুমি যাহা মনে কর, আমি সে ভাবে জগতে বিচরণ

ভূতং হিত্বা চ ভাব্যর্থে যোঽবলম্বেৎ স মন্দধীঃ।
অবমন্যেত তং লোকো যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥১৫॥
এষ হি প্রজ্বলন্নগ্নির্লেলিহানো মহীরুহান্।
আবিগ্নে হৃদি সন্তাপং জনয়ত্যশিবং মম ॥১৬॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ভর্ত্তুর্হি বাক্যং সা শ্রুত্বা লপিতা দুঃখিতাভবৎ।
সান্ত্বয়ামাস চ পুনঃ পতিং পতিপরায়ণা ॥১৭॥
তস্মাদ্দেশাদতিক্রান্তে জ্বলনে জরিতা পুনঃ।
জগাম পুত্রকানেব ত্বরিতা পুত্রগৃদ্ধিনী ॥১৮॥
সা তান্ কুশলিনঃ সর্ব্বান্ বিমুক্তান্ জাতবেদসঃ।
রোরূয়মাণান্ দদৃশে বনে পুত্রান্ নিরাময়ান্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অথ মন্দপালস্তেঽপি তে পুত্রা ভবিষ্যন্তীত্যাহ ভূতমিতি। অবলম্বেন্নির্ভরং কুর্য্যাৎ ॥১৫॥ এষ ইতি। লেলিহানো গ্রসন্। আবিগ্নে উদ্বিগ্নে। অশিবম্ অমঙ্গলাশঙ্কাং ॥১৬॥ ভর্ত্তুরিতি। সান্ত্বয়ামাস, যিযাসুং তং নিবর্ত্তয়িতুমিতি ভাবঃ ॥১৭॥ তস্মাদিতি। তস্মাজ্জরিতারিপ্রভৃত্যাশ্রিতাৎ। জ্বলনে বহ্নৌ। পুত্রগৃদ্ধিনী তৎস্নেহাকুলা ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্ষিপ্যাহ—গচ্ছেতি ॥১৩॥ এবং কামবৃত্তো নাহং চরে ন চরামি ॥১৪॥ ভূতং জরিতায়ামপত্যম্। ভাব্যর্থে ত্বয়ি জনয়িতব্যে অপত্যে ॥১৫—১৭॥ জরিতা নামতঃ জরা সঞ্জাতা

করি না। আমি সন্তানের জন্যই বিচরণ করি, সে সন্তান আমার বিপদে পড়িয়াছে ॥১৪॥

যাহা হইয়া রহিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের উপরে নির্ভর করে, সে ব্যক্তি অল্পবুদ্ধি; সুতরাং মানুষ তাহাকে অবজ্ঞা করে। অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর ॥১৫॥

হায়! এই প্রজ্বলিত অগ্নি তরুলতাপ্রভৃতি গ্রাস করিতে থাকিয়া আমার উদ্বিগ্ন হৃদয়ে দুঃখ ও অমঙ্গলের আশঙ্কা জন্মাইতেছে' ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পতিব্রতা লপিতা পতির কথা শুনিয়া দুঃখিত হইল এবং পুনরায় পতির নিকট অনুনয় করিতে লাগিল ॥১৭॥

এদিকে সেই স্থান হইতে আগুন সরিয়া গেলে, পুত্রস্নেহাকুলা জরিতা পুনরায় সত্বর পুত্রদের নিকট উপস্থিত হইল ॥১৮॥

(১৫)…যোঽবলম্বেত মন্দধীঃ…। (১৭) অয়ং শ্লোকঃ সর্বত্র ন দৃশ্যতে।
(১৮)…জরিতা পুত্রগৃদ্ধিনী।

অশ্রূণি মুমুচে তেষাং দর্শনাৎ সা পুনঃ পুনঃ।
একৈকশো নতান্ সর্ব্বান্ ক্রোশমানাঽস্বপদ্যত ॥২০॥
ততোঽভ্যগচ্ছৎ সহসা মন্দপালোঽপি ভারত!।
অথ তে সর্ব্ব এবৈতং নাভ্যনন্দংস্তদা সুতাঃ ॥২১॥
লালপ্যমানমেকৈকং জরিতাঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
ন চৈবোচুস্তদা কিঞ্চিত্তমৃষিং সাধ্বসাধু বা ॥২২॥

মন্দপাল উবাচ।

জ্যেষ্ঠঃ সুতস্তে কতমঃ কতমস্তস্য চানুজঃ।
মধ্যমঃ কতমশ্চৈব কনীয়ান্ কতমশ্চ তে ॥২৩॥
এবং ব্রুবন্তং দুঃখার্ত্তং কিং মাং ন প্রতিভাষসে।
কৃতবানপি বস্ত্যাগং নৈব শান্তিমিতো লভে ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। জাতবেদসো বহ্নেঃ। রোরূয়মাণান্ ভৃশং রুদতঃ, দদৃশে দদর্শ ॥১৯॥
অশ্রূণীতি। নতান্ কৃতনমস্কারান্। ক্রোশমানা আহ্বয়ন্তী, অন্বপদ্যত প্রাপ্তা ॥২০॥
তত ইতি। নাভ্যনন্দন্ ন সম্মানিতবন্তঃ, তন্নির্দ্দয়তানিবন্ধনবৈমনস্যাদিত্যাশয়ঃ ॥২১॥
লালপ্যেতি। লালপ্যমানং পুনঃ পুনর্লপন্তং বদন্তম্। পুনঃ পুনর্বদন্তমিতি শেষঃ ॥২২॥
জ্যেষ্ঠ ইতি। মধ্যমোঽত্র তৃতীয় এব বিবক্ষিতঃ ॥২৩॥
এবমিতি। বো যুষ্মাকম্। ইতোঽন্যত্র নৈব শান্তিং লভে লব্ধবান্ ॥২৪॥

সে উপস্থিত হইয়া দেখিল—পুত্রেরা সকলেই কুশলে আছে, অগ্নি হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থ রহিয়াছে, কিন্তু অত্যন্ত রোদন করিতেছে ॥১৯॥

তখন তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়ায় জরিতা বার বার অশ্রু মোচন করিল; ক্রমে তাহারা এক একটী আসিয়া নমস্কার করিতে লাগিলে, জরিতা তাহাদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া কোলে করিতে থাকিল ॥২০॥

তাহার পর মন্দপালমুনিও সত্বর সে স্থানে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তখন সে পুত্রেরা তাঁহার সম্মান করিল না ॥২১॥

তথাপি মন্দপালমুনি পুত্রদের মধ্যে এক এক জনকে এবং জরিতাকে লক্ষ্য করিয়া বার বার অনেক কথা বলিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে ভাল বা মন্দ কিছুই বলিল না ॥২২॥

মন্দপাল বলিলেন—'জরিতা! কোন্‌টী তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র, কোন্‌টী তাহার পরে জন্মিয়াছিল, কোন্‌টী তৃতীয় এবং কোন্‌টীই বা কনিষ্ঠ? ॥২৩॥

আমি দুঃখার্ত্ত হইয়া এইরূপ বলিতেছি, তথাপি তুমি প্রত্যুত্তর দিতেছ না

(২৪)...কৃতবানপি হি ত্যাগম্...।

জরিতোবাচ।

কিন্নু জ্যেষ্ঠেন তে কার্য্যং কিমনন্তরজেন তে।
কিং বা মধ্যমজাতেন কিং কনিষ্ঠেন বা পুনঃ ॥২৫॥
যাং ত্বং মাং সর্ব্বতো হীনামুৎসৃজ্যাসি গতঃ পুরা।
তামেব লপিতাং গচ্ছ তরুণীং চারুহাসিনীম্ ॥২৬॥

মন্দপাল উবাচ।

ন স্ত্রীণাং বিদ্যতে কিঞ্চিদন্যত্র পুরুষান্তরাৎ।
সাপত্নকমৃতে লোকে নান্যদর্থবিনাশনম্।
বৈরাগ্নিদীপনঞ্চৈব ভৃশমুদ্বেগকারি চ ॥২৭॥
সুব্রতা চাপি কল্যাণী সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতা।
অরুন্ধতী মহাত্মানং বশিষ্ঠং পর্য্যশঙ্কত ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

কিন্নিতি। অনন্তরজেন দ্বিতীয়েন। মধ্যমজাতেন তৃতীয়েনেত্যর্থঃ ॥২৫॥

যামিতি। পুরা ত্বং সর্বতো হীনাং মামুৎসৃজ্য যাং গতোঽসীত্যন্বয়ঃ ॥২৬॥

নেতি। স্ত্রীণাং পুরুষান্তরাৎ পুরুষান্তরসেবনাৎ, অন্যত্র অন্যৎ, কিঞ্চিদপি গর্হিতং ন বিদ্যতে। তথা লোকে সাপত্নকং সপত্নীবিদ্বেষম্, ঋতে বিনা, অন্যৎ, কিঞ্চিদপি, অর্থবিনাশনং কার্য্যনাশকম্, বৈরাগ্নিদীপনং শক্রতানলোত্তেজকম্, ভৃশমুদ্বেগকারি চ ন বিদ্যতে। অতস্তদুভয়মপি স্ত্রীণাং ত্যাজ্যমিতি ভাবঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৭॥

সপত্নীবিদ্বেষেণেনার্থবিনাশে দৃষ্টান্তমাহ সুব্রতেতি। সুব্রতা শাস্ত্রোক্তনিয়মবতী, কল্যাণী পত্যুর্মঙ্গলকারিণ্যপি। পর্য্যশঙ্কত পারদারিকত্বেন সন্দিগ্ধবতী ॥২৮॥

কেন? আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া, অন্যত্র যাইয়া কিছুতেই শান্তি পাই নাই' ॥২৪॥

জরিতা বলিল—'জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারা আপনার কি কার্য্য হইবে, তাহার পরবর্ত্তী দ্বারাই বা কি হইবে এবং তৃতীয় ও কনিষ্ঠ দ্বারাই বা কি হইবে? ॥২৫॥

আমি সর্ব্বপ্রকারেই নিকৃষ্টা কি না, তাই আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বে যাহার নিকট গিয়াছিলেন, সেই যুবতি ও চারুহাসিনী লপিতার নিকটেই যান' ॥২৬॥

মন্দপাল বলিলেন—'জরিতা! অন্য পুরুষের সেবা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের গর্হিত কার্য্য কিছুই নাই এবং তাহাদের সপত্নীবিদ্বেষ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যই সেরূপ কার্য্যনাশক নহে, বৈরানলোদ্দীপক নহে এবং অত্যন্ত উদ্বেগজনকও নহে ॥২৭॥

(২৭)…কিঞ্চিদমুত্র পুরুষান্তরাৎ…।

বিশুদ্ধভাবমত্যন্তং সদা প্রিয়হিতে রতম্।
সপ্তর্ষিমধ্যগং ধীরমবমেনে চ তং মুনিম্ ॥২৯॥
অপধ্যানেন সা তেন ধূমারুণসমপ্রভা।
লক্ষ্যালক্ষ্যা নাভিরূপা নিমিত্তমিব পশ্যতি ॥৩০॥
অপত্যহেতোঃ সম্প্রাপ্তং তথা ত্বমপি মামিহ।
ইষ্টমেবং গতে হি ত্বং সা তথৈবাস্য বর্ত্ততে ॥৩১॥
নহি ভার্য্যেতি বিশ্বাসঃ কার্য্যঃ পুংসা কথঞ্চন।
নহি কার্য্যমনুধ্যাতি নারী পুত্রবতী সতী ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

বিশুদ্ধেতি। বিশুদ্ধভাবং নির্দোষচরিত্রম্। অবমেনে অরুন্ধতীতি পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ ॥২৯॥

অপেতি। সা অরুন্ধতী, তেন অপধ্যানেন অবজ্ঞয়া তন্নিবন্ধনপাপেনেত্যর্থঃ, ভূতপূর্ব্ব-গৌরবর্ণাপি ইদানীং ধূমারুণসমপ্রভা, লক্ষ্যালক্ষ্যা কদাচিদ্দৃশ্যা কদাচিদদৃশ্যা, নাভিরূপা নাতি-মনোজ্ঞাকৃতিশ্চ সতী, নিমিত্তং স্বকীয়তদ্দুরবস্থায়াঃ কারণম্, পশ্যতীব পর্য্যালোচয়তীব। অত-স্তবাপি তথৈব ভবিতেতি ভাবঃ ॥৩০॥

অপত্যেতি। ত্বমপি, অপত্যহেতোরেব লপিতাং সম্প্রাপ্তং গতং মাম্, তথা অরুন্ধতীব-দেব ইহ পারদারিকং শঙ্কস ইতি শেষঃ। এবমিত্থমেব, ময়ি ইষ্টং দয়িতং পুত্রগণম্, গতে প্রাপ্তে সতি, ত্বমিব, সা লপিতাপি, তথৈব পারদারিকমাশঙ্কমানৈব বর্ত্ততে ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

অস্যাঃ সা জরিতা সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাকুলা ॥১৮—২৬॥ স্ত্রীণামমুত্র পরলোকে পুরুষান্তরাদৃতে সাপ-ত্নকঞ্চ ঋতে অন্যৎ তৃতীয়মর্থনাশনং পুরুষার্থঘাতকং নাস্তি ॥২৭॥ তদুভয়ং নিন্দতি বৈরাগ্নীতি। এতচ্চ অপরিহার্য্যং সতীনামপীত্যাহ—সুব্রতেতি ॥২৮—২৯॥ নিমিত্তং ভর্ত্তুর্লক্ষণমিব পশ্যতি কপটেন, অতএব নাভিরূপা প্রচ্ছন্নবেশী। তেন হেতুনা লক্ষ্যা অলক্ষ্যা চ ॥৩০॥ ইষ্টম্ আপ্তং তথা অরুন্ধতীব শঙ্কমানা ত্বমিব সাপি তথৈব, ময়ি অপত্যহেতোর্ব্যাকুলে সতি সা লপিতাপি

ব্রতচারিণী জগদ্বিখ্যাতা অরুন্ধতীদেবী ভর্ত্তার মঙ্গলার্থিনী হইয়াও সেই ভর্ত্তা মহাত্মা বশিষ্ঠদেবকে পারদারিক বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন ॥২৮॥

নির্দ্দোষচরিত্র, সর্ব্বদা স্ত্রীর প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিরত, সপ্তর্ষিদিগের অন্তর্গত এবং জ্ঞানী বশিষ্ঠমুনিকে তিনি অবজ্ঞাও করিয়াছিলেন ॥২৯॥

সেই অবজ্ঞার ফলে অরুন্ধতীদেবী ধূমারুণবর্ণা, কখনও দৃশ্যা, কখনও অদৃশ্যা এবং অমনোহরমূর্ত্তি হইয়া নিজের সেই দুরবস্থার কারণই যেন পর্য্যালোচনা করিতেছেন ॥৩০॥

আমি সন্তানোৎপাদনের জন্যই লপিতার নিকট গিয়াছিলাম; সুতরাং তুমিও অরুন্ধতীর মতই আমাকে আশঙ্কা করিয়াছ; আবার প্রিয় পুত্রগণের নিকট আমি আসিলে, তোমারই মত যে লপিতাও আমাকে আশঙ্কা করিতেছে ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে সর্ব্ব এবৈনং পুত্রাঃ সম্যগুপাসতে।
স চ তানাত্মজান্ সর্ব্বানাশ্বাসয়িতুমুদ্যতঃ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি ময়দর্শনে শার্ঙ্গকোপাখ্যানে ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

—:*:—

মন্দপাল উবাচ।

যুষ্মাকমপবর্গার্থং বিজ্ঞপ্তো জ্বলনো ময়া।
অগ্নিনা চ তথেত্যেবং প্রতিজ্ঞাতং মহাত্মনা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অতএবোপসংহরতি নহীতি। কার্য্যং কর্ত্তব্যং ভর্ত্তুঃ প্রসাদং নানুধ্যাতি ন চিন্তয়তি ॥৩২॥

তত ইতি। ততো মন্দপালস্যাপত্যোৎপাদনমাত্রোদ্দেশ্যবোধাৎ পরম্। এনং পিতরং মন্দপালম্। উপাসতে অভিবাদনাদিনা সম্মানিতবন্তঃ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি ময়দর্শনে ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

যুষ্মাকমিতি। অপবর্গার্থম্ অগ্নিতো মুক্ত্যর্থম্। জ্বলনঃ অগ্নিঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

তথৈব বর্ত্ততে ॥৩১॥ অতঃ স্ত্রীণাম্ আপ্তো নাস্তীত্যাহ—নহীতি। কার্য্যং ভর্ত্তৃশুশ্রূষাদি অনুধ্যাতি মনসি করোতি ॥৩২—৩৩॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৬॥

অতএব ভার্য্যা বলিয়া বিশ্বাস করা কোন প্রকারেই পুরুষের উচিত নহে। কেন না, নারী পুত্রবতী হইয়া আর ভর্ত্তার কার্য্যের চিন্তা করে না' ॥৩২॥

তাহার পর, সেই পুত্রেরা সকলেই মন্দপালমুনির সম্মান করিল এবং মন্দপালমুনিও সমস্ত পুত্রকেই আশ্বস্ত করিতে উদ্যত হইলেন ॥৩৩॥

—:(•):—

মন্দপাল বলিলেন—'পুত্রগণ! তোমাদের মুক্তির জন্য আমি অগ্নিকে জানাইয়াছিলাম; তখন মহাত্মা অগ্নিও 'তাহাই হইবে' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ॥১॥

* '...একত্রিংশদধিকঃ...' '...ত্রয়স্ত্রিংশদধিকঃ...' '...ষট্‌ত্রিংশদধিকঃ...' '...ঊনবত্যধিকঃ...' ইতি পাঠান্তরাণি।

অগ্নের্বচনমাজ্ঞায় মাতুর্ধর্ম্মজ্ঞতাঞ্চ বঃ।
ভবতাঞ্চ পরং বীর্য্যং পূর্ব্বং নাহমিহাগতঃ ॥২॥
ন সন্তাপো হি বঃ কার্য্যঃ পুত্রকা হৃদি মাং প্রতি।
ঋষীন্ বেদ হুতাশোঽপি ব্রহ্ম তদ্বিদিতঞ্চ বঃ ॥৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাশ্বাস্য তান্ পুত্রান্ ভার্য্যামাদায় স দ্বিজঃ।
মন্দপালস্ততো দেশাদন্যং দেশং জগাম হ ॥৪॥
ভগবানপি তিগ্মাংশুঃ সমিদ্ধঃ খাণ্ডবং ততঃ।
দদাহ সহ কৃষ্ণাভ্যাং জনয়ন্ জগতো ভয়ম্ ॥৫॥
বসামেদোবহাঃ কুল্যাস্তত্র পীত্বা চ পাবকঃ।
জগাম পরমাং তৃপ্তিং দর্শয়ামাস চার্জ্জুনম্ ॥৬॥
ততোঽন্তরীক্ষাদ্ভগবানবতীর্য্য পুরন্দরঃ।
মরুদ্গণৈর্বৃতঃ পার্থং কেশবঞ্চেদমব্রবীৎ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

অগ্নেরিতি। ধর্ম্মজ্ঞতাং পাতিব্রাত্যম্। তদ্ধর্ম্মপ্রভাবাদেব পুত্রস্থিতিসম্ভব ইত্যাশয়ঃ ॥২॥
নেতি। বো যুষ্মাকম্, ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্ঞানম্, তেন হুতাশেন বিদিতং জ্ঞাতম্ ॥৩॥
এবমিতি। আশ্বাস্য নিজনির্দোষতাজ্ঞাপনেন তেষাঞ্চ শক্ত্যুল্লেখেন প্রসাদ্য ॥৪॥
ভগবানিতি। তিগ্মাংশুরগ্নিঃ, সমিদ্ধঃ প্রজ্বলিতঃ। কৃষ্ণাভ্যাং কৃষ্ণার্জ্জুনাভ্যাম্ ॥৫॥
বসেতি। কুল্যাঃ ক্ষুদ্রাঃ কৃত্রিমা নদীঃ। তাং তৃপ্তিম্, দর্শয়ামাস জ্ঞাপয়ামাস ॥৬॥
তত ইতি। পুরন্দর ইন্দ্রঃ। মরুদ্গণৈর্দেবসমূহৈঃ। পার্থমর্জ্জুনম্ ॥৭॥

সুতরাং অগ্নির সেই প্রতিজ্ঞা, তোমাদের মাতার ধার্ম্মিকতা এবং তোমাদের বিশেষ প্রভাব জানিয়াই আমি পূর্ব্বে এখানে আসি নাই ॥২॥

অতএব পুত্রগণ! তোমরা আমার বিষয়ে কোন দুঃখ করিও না। অগ্নিও তোমাদিগকে ঋষি বলিয়া জানিয়াছেন এবং তোমাদের ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয়ও তিনি অবগত হইয়াছেন' ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মন্দপালমুনি পুত্রগণকে এই ভাবে আশ্বস্ত করিয়া, তাহাদিগকে এবং জরিতাকে লইয়া, সে স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন ॥৪॥

এদিকে ভগবান্ অগ্নিও প্রজ্বলিত হইয়া, সকলের ভয় জন্মাইতে থাকিয়া, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাহায্যে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৫॥

অগ্নি সে স্থানে প্রাণিগণের বসা ও মেদের স্রোত পান করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন এবং সে তৃপ্তির বিষয় অর্জ্জুনকে জানাইলেন ॥৬॥

(৪) এবমাশ্বাসিতান্ পুত্রান্…। (৫)…জনয়ন্ জগতো হিতম্।

কৃতং যুবাভ্যাং কর্ম্মেদমমরৈরপি দুষ্করম্ ।
বরং বৃণীতং তুষ্টোঽস্মি দুর্লভং পুরুষেম্বিহ ॥৮॥
পার্থস্তু বরয়ামাস শক্রাদস্ত্রাণি সর্ব্বশঃ ।
প্রদাতুং তচ্চ শক্রস্তু কালং চক্রে মহাদ্যুতিঃ ॥৯॥
যদা প্রসন্নো ভগবান্ মহাদেবো ভবিষ্যতি ।
তদা তুভ্যং প্রদাস্যামি পাণ্ডবাস্ত্রাণি সর্ব্বশঃ ॥১০॥
অহমেব চ তং কালং বেৎস্যামি কুরুনন্দন ! ।
তপসা মহতা চাপি দাস্যামি ভবতোঽপ্যহম্ ॥ ১১॥
আগ্নেয়ানি চ সর্ব্বাণি বায়ব্যানি চ সর্ব্বশঃ ।
মদীয়ানি চ সর্ব্বাণি গ্রহীষ্যসি ধনঞ্জয় ! ॥১২॥
বাসুদেবোঽপি জগ্রাহ প্রীতিং পার্থেন শাশ্বতীম্ ।
দদৌ সুরপতিশ্চৈব বরং কৃষ্ণায় ধীমতে ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

কৃতমিতি। ইদং খাণ্ডবদাহনরূপম্। বৃণীতং যুবামিতি শেষঃ ॥৮॥
পার্থ ইতি। শক্রাদিন্দ্রাৎ। সর্ব্বশঃ সর্ব্বাণি। কালং ভাবিনং কঞ্চিৎ সময়ম্ ॥৯॥
কোঽসৌ কাল ইত্যাহ যদেতি। হে পাণ্ডব ! অর্জ্জুন ! সর্ব্বশঃ সর্ব্বাণি ॥১০॥
অথ কদাসৌ ভগবান্ প্রসন্নো ভবিষ্যতীতি কথং জ্ঞাস্যামীত্যাহ অহমেবেতি। বেৎস্যামি জ্ঞাস্যামি। মহতা তপসা চ অহমপি ভবতো দাস্যামি নিজাস্ত্রাণীতি শেষঃ ॥১১॥
আগ্নেয়ানীতি। সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ প্রয়োগোপসংহারোপদেশৈঃ সহেত্যর্থঃ ॥১২॥

তাহার পর, ভগবান্ দেবরাজ দেবগণে পরিবৃত হইয়া আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন—॥৭॥

'আপনারা দেবগণেরও দুষ্কর এই কার্য্য করিয়াছেন ; অতএব আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। সুতরাং জগতে মানুষের দুর্লভ বর আপনারা গ্রহণ করুন' ॥৮॥

তখন অর্জ্জুন ইন্দ্রের সমস্ত অস্ত্র প্রার্থনা করিলেন ; কিন্তু ইন্দ্র তাহা দান করিতে স্বীকৃত হইয়া একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিলেন ॥৯॥

'অর্জ্জুন ! ভগবান্ মহাদেব যখন তোমার উপরে প্রসন্ন হইবেন, তখন আমি তোমাকে সমস্ত অস্ত্র দান করিব ॥১০॥

কুরুনন্দন ! আমিই সে সময় জানিতে পারিব। তোমার গুরুতর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তখন আমিও তোমাকে সমস্ত অস্ত্র দান করিব ॥১১॥

ধনঞ্জয় ! তখন তুমি আমার সমস্ত আগ্নেয় অস্ত্র এবং সমস্ত বায়ব্য অস্ত্র গ্রহণ করিবে' ॥১২॥

---

[৮] শ্লোকাৎ পরম্ 'বৈশম্পায়ন উবাচ' ইতি পাঠঃ কতিপয়পুস্তকে।

এবং দত্ত্বা বরং তাভ্যাং সহ দেবৈর্ম্মরুৎপতিঃ।
হুতাশনমনুজ্ঞাপ্য জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥১৪॥
পাবকশ্চ তদা দাবং দগ্ধ্বা সমৃগপক্ষিণম্।
অহানি পঞ্চ চৈকঞ্চ বিররাম সুতর্পিতঃ ॥১৫॥
জগ্ধ্বা মাংসানি পীত্বা চ মেদাংসি রুধিরাণি চ।
যুক্তঃ পরময়া প্রীত্যা তাবুবাচাচ্যুতার্জ্জুনৌ ॥১৬॥
যুবাভ্যাং পুরুষাগ্র্যাভ্যাং তর্পিতোঽস্মি যথাসুখম্।
অনুজানামি বাং বীরৌ! চরতং যত্র বাঞ্ছিতম্ ॥১৭॥
এবং তৌ সমনুজ্ঞাতৌ পাবকেন মহাত্মনা।
অর্জ্জুনো বাসুদেবশ্চ দানবশ্চ ময়স্তথা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

বাসুদেব ইতি। পার্থেন অর্জ্জুনেন সহ, শাশ্বতীং চিরস্থায়িনীম্ ॥১৩॥

এবমিতি। মরুৎপতির্দেবরাজঃ। হুতাশনমগ্নিম্। ত্রিদিবং স্বর্গম্ ॥১৪॥

পাবক ইতি। দাবং খাণ্ডববনম্। মৃগপক্ষিভিঃ সহেতি সমৃগপক্ষিণম্। পঞ্চ চৈকঞ্চেতি ষড়িত্যর্থঃ। এতচ্চ শার্ঙ্গকব্যাপারাৎ পরং বেদিতব্যম্। তেন তদ্ব্যাপারাৎ পূর্ব্বং নবাহানি পরঞ্চ ষড়হানীতি মিলিত্বা পঞ্চদশাহানীত্যর্থঃ। ততশ্চ "অহানি দশ পঞ্চ চ" ইতি পূর্ব্বোক্ত্যা সহ ন বিরোধঃ ॥১৫॥

জগ্ধ্বেতি। জগ্ধ্বা ভক্ষয়িত্বা। "যপি চাদো জগ্ধিঃ" ইত্যদের্জগ্ধ্যাদেশঃ ॥১৬॥

যুবাভ্যামিতি। পুরুষাগ্র্যাভ্যাং পুরুষশ্রেষ্ঠাভ্যাম্। হে বীরৌ! বাং যুবাম্ ॥১৭॥

এবমিতি। মহাত্মনা পাবকেন অগ্নিনা, তৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ, এবং সমনুজ্ঞাতৌ। হে

কৃষ্ণও অর্জ্জুনের সহিত চিরস্থায়ী প্রণয় প্রার্থনা করিলেন; ইন্দ্রও কৃষ্ণকে সেই বর দান করিলেন ॥১৩॥

দেবরাজ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে এইরূপ বর দান করিয়া, অগ্নিদেবের অনুমতি লইয়া, দেবগণের সহিত পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥১৪॥

ত'ার পর অগ্নিদেবও পশু-পক্ষিগণের সহিত খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়া, অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া, ষষ্ঠ দিনে বিরত হইলেন ॥১৫॥

অগ্নিদেব খাণ্ডববনস্থ প্রাণিগণের মাংস ভক্ষণ করিয়া এবং রক্ত ও মেদ পান করিয়া, অত্যন্তসন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বলিলেন—॥১৬॥

'আপনারা আমাকে যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করাইয়াছেন। অতএব হে বীরযুগল! আমি আপনাদিগকে অনুমতি দিতেছি, অপনারা এখন যেখানে ইচ্ছা করেন, সেই খানেই যাইতে পারেন' ॥১৭॥

মহাত্মা অগ্নিদেব কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে এইরূপ অনুমতি দিলেন; তাহার পর

পরিক্রম্য ততঃ সর্ব্বে ত্রয়োঽপি ভরতর্ষভ !।
রমণীয়ে নদীকূলে সহিতাঃ সমুপাবিশন্ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি ময়দর্শনে বরপ্রদানে সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

সমাপ্তশ্চেদমাদিপর্ব্ব ॥০॥

———:০:———

ভারতকৌমুদী

ভরতর্ষভ ! ততশ্চ অর্জ্জুনো বাসুদেবশ্চ তথা ময়ো দানবশ্চ এতে ত্রয়ঃ সর্ব্বেঽপি, পরিক্রম্য পাদক্ষেপেণ গত্বা, সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ সন্তঃ, রমণীয়ে নদীকূলে সমুপাবিশন্।

অত্র সম্মেলনপূর্ব্বকসমুপবেশনাভিধানেন সংলাপসূচনয়া সভাবিষয়কসংলাপসূচনাদ্ভাবি-সভাপর্ব সূচিতমিতি বেদিতব্যম্ ॥১৮—১৯॥

দ্বি-পঞ্চ-নাগেন্দুমিতে শকাব্দে আষাঢ়মাসে দিবসে চতুর্থে।
নবোদিতা ভারতকৌমুদীয়ং গতাদিপর্ব্বাধিকৃতা সমাপ্তিম্ ॥১॥
কোটালিপাড়ে বিষয়ে বিভাতি গ্রামো মহানুনশিয়াভিধানঃ।
তত্রত্য-গঙ্গাধর-শর্ম্ম-সূনুর্যঃ কাশ্যপঃ শ্রীহরিদাসশর্ম্মা ॥২॥
চিরমুনশিয়ানিবাসিনা কলিকাতানগরপ্রবাসিনা।
নন্থু তেন শিবপ্রসাদতো রচিতা শ্রীহরিদাসশর্ম্মণা ॥৩॥

ইতি শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি ময়দর্শনে সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

সমাপ্তশ্চেদমাদিপর্ব্ব ॥০॥

———:*:———

ভারতভাবদীপঃ

যুষ্মাকমিতি ॥১॥ মাতুর্ধর্ম্মজ্ঞতাঞ্চ বঃ মাতুঃ, বঃ যুষ্মৎসম্বন্ধিতয়া ধর্ম্মজ্ঞতাং যুষ্মদীয়ং পরমং ধর্ম্মজ্ঞানং মাতুরস্তীতি বিজ্ঞায়েত্যর্থঃ ॥২॥ ব্রহ্ম তদ্বেদান্তসিদ্ধম্ ॥৩—১৬॥ চরতং যত্র বাঞ্ছিতমিত্যনেন অপ্রতিহতগতিত্বং দ্বয়োরপি দত্তং ময়েত্যর্থঃ ॥১৭—১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণ-মর্য্যাদাধুরন্ধরচতুর্দ্ধরবংশাবতংসশ্রীগোবিন্দসূরিসূনুশ্রীনীলকণ্ঠবিরচিতে ভারতভাবদীপে আদিপর্ব্বার্থপ্রকাশে সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৭॥

———:*:———

কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ময়দানব ইঁহারা তিন জনেই যাইয়া, মনোহর নদীতীরে সম্মিলিত হইয়া উপবেশন করিলেন ॥১৮—১৯॥

আদিপর্ব্বের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

———:০:———

* '...দ্বাত্রিংশদধিকঃ...' '...চতুস্ত্রিংশদধিকঃ...' '...সপ্তত্রিংশদধিকঃ...' 'ষষ্ট্যধিকঃ ..' ইতি পাঠান্তরাণি।

মহাভারতম্



মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

——————:*:——————

আদিপর্ব্ব

———:*:———

দর্শনাচার্য্য

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

শব্দাচার্য্য-পুরাণশাস্ত্রি-সাংখ্যরত্ন-ব্যাকরণতীর্থ-কাব্যতীর্থ-

স্মৃতিতীর্থোপাধিমতা মহোপদেশকেন

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

——————:*:—— —

কলিকাতা ৪১ সংখ্যকসুরিবর্ম্মস্থসিদ্ধান্তবিদ্যালয়াৎ

সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব প্রকাশিতঞ্চ

কলিকাতা ৪১ সংখ্যক-সূরিবর্ত্ম স্থ-

সিদ্ধান্তযন্ত্রে

সহকারিসম্পাদক—শ্রীহেমচন্দ্রভট্টাচার্য্যেণ মুদ্রিতম্ ।

নিবেদন

পরমেশ্বরের অনুগ্রহমাত্র ভরসা।

করুণাকর পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মহাভারতের আদিপর্ব্ব প্রকাশিত হইল। ইহা আমার মৌখিক উক্তিমাত্র নহে, আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস। কেন না, আমি দরিদ্র এবং এ পর্য্যন্ত কোন ধনী লোকও আমার সহায় হন নাই। সুতরাং বেতন দিয়া কোন উপযুক্ত পণ্ডিত বা কর্ম্মচারী রাখিয়া যে প্রয়োজনীয় কার্য্যের সাহায্য লইব, তাহার কোন সম্ভাবনাই নাই। অতএব আমার অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এ মহাভারতেরও মূল পর্য্যালোচনা, সুবিবেচিত সম্পূর্ণ মূল লেখা, নূতন টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা এবং শেষ প্রুফটী সংশোধন করা, এ সমস্তই একমাত্র আমাকেই করিতে হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও আমি সুস্থ শরীরে এবং বিনা বিঘ্নে আদিপর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারিয়াছি। তা'র পর, নিজের অর্থ না থাকায় গ্রাহকমহোদয়গণের প্রদত্ত অর্থের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এই বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। তাহাতে এমন অনেক সময় গিয়াছে, যখন গ্রাহকমহোদয়গণের নিকট হইতেও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হয় নাই, বা অন্য কোন প্রকারেও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিবার উপায় দেখি নাই, উদ্বেগে অধীর হইয়া পড়িয়াছি; তখন অতর্কিতভাবে কোথা হইতে যেন প্রয়োজনীয় অর্থ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এইরূপ ঘটনা একমাত্র পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কখনই সম্ভবপর নহে, ইহা বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এখন—সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের এইরূপ অনুগ্রহই গ্রন্থসমাপ্তিপর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহাই প্রার্থনা।

আদর্শ পুস্তক।

একটীমাত্র লোকের বহুসংখ্যক পুস্তক পর্য্যালোচনা করা অত্যন্ত অসম্ভব মনে করিয়া বিভিন্নদেশীয় **চারিখানি মাত্র** পুস্তক আদর্শ লইয়াছি; তাহার মধ্যে আমার পিতামহ অদ্বিতীয় পৌরাণিক ৺কালীচন্দ্রবাচস্পতি-মহাশয় স্বহস্তে যে পুস্তকখানি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এবং যে পুস্তকখানি অন্যূন কুড়িবার প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের পাঠকতায় ও ধারকতায় ব্যবহৃত ও পর্য্যালোচিত হইয়া গিয়াছে, সেই পুস্তকখানিই আমার প্রধান আদর্শ; তদ্ভিন্ন দাক্ষিণাত্য কুম্ভঘোণ হইতে প্রকাশিত পুস্তক, পণ্ডিতপ্রবর ৺কালীবরবেদান্তবাগীশমহাশয়সম্পাদিত পুস্তক এবং বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তক, এই তিনখানি পুস্তকও আদর্শরূপে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই চারিখানি পুস্তক পর্য্যালোচনা করার পরেও যখন যখন সন্দেহ থাকিয়া যায়, তখন তখনই বর্দ্ধমান-মহারাজের প্রকাশিত পুস্তক এবং সোসাইটী হইতে প্রকাশিত পুস্তকপ্রভৃতিও পর্য্যালোচনা করা হইয়া থাকে। উক্ত চারিখানি পুস্তকের মধ্যে দাক্ষিণাত্য-পুস্তকে ব্যাসপরিগণিত অপেক্ষা অধ্যায় ও শ্লোক উভয়ই অধিক; অপর কয়খানি পুস্তকে অধ্যায় অধিক, শ্লোক কম; অধ্যায়ের মিল প্রায়ই নাই, শ্লোক ও শব্দের মিল প্রায়ই আছে এবং শ্লোকাঙ্কের মিল প্রায়ই নাই, উপাখ্যানের মিল প্রায়ই আছে; আর হস্তলিখিত পুস্তকে শ্লোকাঙ্ক নাই।

পুস্তকসমূহের এইরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইহাই বুঝা যায় যে, এই গ্রন্থ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল; সেই সময় হইতে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের পূর্ব্ব সময়পর্য্যন্ত হস্তলিখিত পুস্তকই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত। তাহাতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার অক্ষরগত বৈষম্য ত চিরদিনই আছে, একই দেশের একই ভাষার হস্তাক্ষরের মধ্যেও কালভেদে যথেষ্ট বৈষম্য হইয়া আসিতেছে এবং ব্যক্তিভেদেও বিশেষ বৈষম্য হইয়া থাকে। সুতরাং প্রাচীন হস্তলিখিত আদর্শ পুস্তকের সমস্ত অক্ষর বুঝিতে না পারায় অভিজ্ঞ লেখকের হস্তলিখিত নূতন পুস্তকে প্রথম শব্দের বৈষম্য হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তা'র পর, হস্তলিখিত পুস্তকের বহুল প্রচার হইতে পারে না বলিয়া হয় ত পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে একখানি মাত্র পুস্তক থাকিত; সে খানিও কালক্রমে ছিন্নপত্র ও কীটদষ্ট হইয়া যাইত; সেই পুস্তক আদর্শ করিয়া নূতন পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করায় ছিন্নপত্রস্থানে অনন্যোপায় হইয়া সাহসী লেখক অধ্যায়সমাপ্তি লিখিয়া বসিতেন, কিন্তু সে অধ্যায়সমাপ্তির পূর্ব্বের ও পরের কতকগুলি শ্লোক লিখিতে পারিতেন না; আর কীটদষ্টস্থানে প্রকৃত শব্দ বুঝিতে না পারিয়া নিজের বিবেচনা অনুসারে সঙ্গত শব্দ লিখিয়া যাইতেন। তাহাতেই সেই নূতন পুস্তকে অধ্যায় বেশী, শ্লোক কম এবং শব্দগত পাঠান্তর ঘটিয়া থাকিত; তা'র পর অনেক কাল অতীত হইলে, অন্য পুস্তকের সহিত মিলাইতে আরম্ভ করিলেই সেই অসামঞ্জস্য ধরা পড়িত। আর, কথক-মহাশয়েরা সভ্যগণের মনোরঞ্জন করিবার জন্য মূলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, নূতন নূতন শ্লোক রচনা করিয়া, মূল পুস্তকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ক্রোড়পত্র করিয়া রাখিয়া দিতেন; সেই কথকমহাশয়দের অভাব হইলে, লেখকেরা সেই নূতন শ্লোকগুলিকেও মূলের ভিতরে লিখিয়া ফেলিতেন। এই কারণেই শ্লোকসংখ্যা অধিক হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন, স্বার্থান্ধ লোকেরা যে ইচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বত্রই প্রক্ষিপ্ত করিয়া এই অসামঞ্জস্য ঘটাইয়া গিয়াছে, বা একে-বারেই প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, ইহা আমরা বলিতে চাহি না। সুতরাং গ্রন্থকারও আসিয়া প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না, কিংবা গ্রন্থও কথা বলিতে পারিবে না, এইরূপ সুবিধা বুঝিয়া অনেক সমালোচকই যে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রক্ষিপ্তবাদের অবতারণা করেন এবং প্রক্ষিপ্ত অংশ বুঝিবার উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা আমরা গুরুতর-ভ্রম-বিজৃম্ভিত বলিয়াই মনে করি এবং যাঁহারা এতকাল পরে সেই বেদব্যাসপ্রণীত খাঁটি মূল অংশ বাছিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারাও আকাশকুসুম নির্ম্মাণেরই চেষ্টা করেন, ইহাও আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। তবে, পুস্তকে সহস্র বৈষম্য থাকিলেও ভগবানের গুণানুবাদ এবং সজ্জনের চরিত্রবর্ণন আছে বলিয়া এই গ্রন্থপাঠ করিলে ধর্ম্মও হইবে এবং ঐতিহাসিক তথ্যও পাওয়া যাইবে, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কেন না, ভেজাল ঘী ব্যবহার করিলেও শরীরের উপকার হয় এবং তাম্রমিশ্রিত স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিলেও সুন্দর দেখা যায়।

পুস্তকসমূহের অসামঞ্জস্যের কারণ।

আমার মত অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ লোকের এইরূপ অসাধারণ দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যে অত্যন্ত দুঃসাহসের কার্য্য, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম; তথাপি, অদ্বিতীয় পৌরাণিক পিতামহদেব ৺কালীচন্দ্র-বাচস্পতিমহাশয়ের নিকট পাঠ্য অবস্থায় যে অমূল্য উপদেশ পাইয়াছিলাম এবং যে উপদেশ—পিতৃদেব ৺গঙ্গাধরবিদ্যালঙ্কারমহাশয়ের ও পিতৃব্যগণের উপদেশ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছিল, সেই উপদেশের উপর নির্ভর করিয়াই এই ভারত-

এই সংস্করণের বিশেষত্ব।

কৌমুদীটীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং কতিপয় ধার্ম্মিক প্রধান পণ্ডিতের পরামর্শ অনুসারে মূলগ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি। তা'র পর, অন্যান্য প্রকাশকের ন্যায় আমিও অনেক আদর্শ পুস্তকের অনুসরণ করিয়াই এই সংস্করণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; তবে, এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, স্বয়ং মহর্ষি আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে পর্বে যতগুলি অধ্যায় ও শ্লোক আছে বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত সম্পূর্ণ মিল রাখিবার চেষ্টা করা হইতেছে; তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের অনুসরণ করিতে হইতেছে। এই জন্যই এই আদিপর্বে সেই ঋষিপরিগণিত অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার সম্পূর্ণ মিল দেখা যাইবে। সে বিষয়ে পাঠকমহাশয়গণের সুবিধার জন্য স্থানান্তরে অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

ভারতকৌমুদীটীকায় প্রত্যেক শ্লোকেরই অন্বয়মুখে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া যাইবার একান্ত ইচ্ছা ছিল এবং সেই ভাবে যযাতির উপাখ্যানপর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করাও হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া গ্রাহকমহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই বিশেষ আপত্তি করায় এবং সরল শ্লোকের ওরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন না থাকায় পরবর্ত্তী ভারতকৌমুদীটীকায় প্রত্যেক শ্লোকের বিশেষ বিশেষ স্থানেরই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; কিন্তু একটু কঠিন শ্লোক হইলেই তাহার অন্বয়মুখে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা লেখা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই ভাব, যুক্তি, উপপত্তি ও সমালোচনা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এ টীকায় একটি শ্লোকও বাদ দেওয়া হয় নাই।

বঙ্গানুবাদটীকে সরল, সুখপাঠ্য, অথচ মূলানুগত করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করা হইয়াছে। তবে, যে স্থানে মূলানুগত করিবার কোনই উপায় ছিল না, সেই স্থানেই তাৎপর্য্যানুবাদ করা হইয়াছে।

উক্ত **চারিখানি** আদর্শ পুস্তকের মধ্যে যে স্থানে যে খানির পাঠ সঙ্গত বলিয়া মনে হইয়াছে, সে স্থানে সেই খানির পাঠই মূলে সন্নিবেশিত করিয়া অপর পাঠ নিম্নে লিখিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, এই নিয়মগুলি পরবর্ত্তী পর্বগুলিতেও অনুসৃত হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা এই বিরাট ব্যাপারে অর্থসাহায্য করিয়া বা নিঃস্বার্থভাবে গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন, সেই মহাত্মাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আর আমার সাহিত্যদর্পণের টীকার প্রথমে যে শ্লোকটী লিখিয়াছি, এই স্থানে দৃঢ়তার সহিত সেই শ্লোকটীর পুনরায় উল্লেখ করিতেছি—

"দোষাকরং পরবিকাসপরং বিলোক্য তুষ্যন্তি যেঽল্পগুণমাত্রদৃশঃ সুধীরাঃ।
দোষান্বিতামপি রত্নামপরপ্রকাশে টীকাং বিধাতুমিহ মে পরমাশ্রয়াস্তে॥" ইতি।

চিরবিধেয়—
শ্রীহরিদাসদেবশর্ম্মা
৪১ নং সুরিলেন. কলিকাতা।

পাণ্ডবগণের কুলপঞ্জিকা। *

পুরুষের নাম		স্ত্রীর নাম	পুরুষের নাম		স্ত্রীর নাম
১। নারায়ণ			২৮। তংসু	...	জালিঙ্গী
২। ব্রহ্মা			২৯। ঈলিন	...	রথন্তরী
৩। মরীচি			৩০। দুষ্মন্ত	...	শকুন্তলা
৪। কশ্যপ	...	অদিতি	৩১। ভরত	...	সুনন্দা
৫। বিবস্বান্			৩২। ভুমন্যু	...	বিজয়া
৬। মনু			৩৩। সুহোত্র	...	সুবর্ণা
৭। ইলা			৩৪। হস্তী	...	যশোধরা
৮। পুরূরবাঃ	...	উর্ব্বশী	৩৫। বিকুণ্ঠন	...	সুদেবা
৯। আয়ু			৩৬। অজমীঢ়	...	কৈকেয়ী
১০। নহুষ			৩৭। সম্বরণ	...	তপতী
১১। যযাতি	...	শর্ম্মিষ্ঠা	৩৮। কুরু	...	শুভাঙ্গী
১২। পূরু	...	কৌশল্যা	৩৯। বিদূরথ	...	সম্প্রিয়া
১৩। জনমেজয়	...	অনন্তা	৪০। অনশ্বা	...	অমৃতা
১৪। প্রাচীন্বান্	...	অশ্মকী	৪১। পরিক্ষিৎ	...	সুযশা
১৫। সংযাতি	...	বরাঙ্গী	৪২। ভীমসেন	...	কুমারী
১৬। অহংযাতি	...	ভানুমতী	৪৩। প্রতিশ্রবা	...	—
১৭। সার্ব্বভৌম	...	সুনন্দা	৪৪। প্রতীপ	...	সুনন্দা
১৮। জয়ৎসেন	...	সুশ্রবা	৪৫। শান্তনু	...	সত্যবতী
১৯। অবাচীন	...	মর্য্যাদা	৪৬। বিচিত্রবীর্য্য	...	অম্বালিকা
২০। অরিহ	...	আঙ্গী	৪৭। পাণ্ডু	...	কুন্তী
২১। মহাভৌম	...	সুযজ্ঞা	৪৮। অর্জ্জুন	...	সুভদ্রা
২২। অযুতানায়ী	...	কামা	৪৯। অভিমন্যু	...	উত্তরা
২৩। অক্রোধন	...	করম্ভা	৫০। পরীক্ষিৎ	...	মাদ্রবতী
২৪। দেবাতিথি	...	মর্য্যাদা	৫১। জনমেজয়	...	বপুষ্টমা
২৫। অরিহ	...	সুদেবা	৫২। শতানীক	...	বৈদেহী
২৬। ঋক্ষ	...	জ্বিঙ্কলা	৫৩। অশ্বমেধদত্ত	...	(বালক)
২৭। মতিনার	...	সরস্বতী			

* মহাভারত—আদিপর্ব্ব— ৯৫ অধ্যায়ে পর্য্যায়ক্রমে এই বিবরণ লিখিত আছে।

পাঠক্রমে মহাভারতের বৃহৎ সূচীপত্র।

আদিপর্ব্ব।

* আস্তীকপর্ব্বসমাপ্তিপর্য্যন্ত প্রথম অংশ যে মহাভারতের প্রস্তাবনা ইহা এই ৫২ শ্লোকের ভারতকৌমুদী-টীকায় সূচিত আছে।

* ১০৫ পৃষ্ঠায় অক্ষৌহিণীর সংখ্যা বিশদভাবে দেখান হইয়াছে।

*এই বিবাহ যে প্রতিলোমবিবাহের দৃষ্টান্ত নহে তাহা তত্রত্য ৪৫ শ্লোকের ভারতকৌমুদীটীকায় প্রমাণিত করা হইয়াছে।

* পুরুষের অনেক ভার্য্যা হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর অনেক পতি হইতে পারে না, ইহার সুন্দর যুক্তি তত্রত্য ৩৩ শ্লোকের ভারতকৌমুদীটীকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

* উলূপী যে বিধবা ছিল না, এই বিষয়টী তত্রত্য ২০ শ্লোকের ভারতকৌমুদীটীকায় প্রমাণিত করা হইয়াছে।

* অর্জ্জুনের সুভদ্রাপরিণয় শাস্ত্রসঙ্গতই হইয়াছিল, এই বিষয় তত্রত্য ২৫ শ্লোকের ভারতকৌমুদীটীকায় প্রমাণ লিখিত হইয়াছে।

* এই ৪ শ্লোকের ভারতকৌমুদীটীকায় আধ্যাত্মিকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে।

পাঠক্রমে আদিপর্ব্বের বৃহৎ সূচীপত্র সমাপ্ত ॥০।

মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের নাম।

১। আদিপর্ব্ব।
২। সভাপর্ব্ব।
৩। বনপর্ব্ব।
৪। বিরাটপর্ব্ব।
৫। উদ্‌যোগপর্ব্ব।
৬। ভীষ্মপর্ব্ব।
৭। দ্রোণপর্ব্ব।
৮। কর্ণপর্ব্ব।
৯। শল্যপর্ব্ব।
১০। সৌপ্তিকপর্ব্ব।
১১। স্ত্রীপর্ব্ব।
১২। শান্তিপর্ব্ব।
১৩। অনুশাসনপর্ব্ব।
১৪। আশ্বমেধিকপর্ব্ব।
১৫। আশ্রমবাসিকপর্ব্ব।
১৬। মৌসলপর্ব্ব।
১৭। মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব।
১৮। স্বর্গারোহণপর্ব্ব।
হরিবংশ-খিল (অর্থাৎ সমাপ্তিগ্রন্থ)

আদিপর্ব্বের উপপর্ব্ব।

আদিপর্ব্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা।

—————— :*: ——————

মহর্ষি নিজেই পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে (আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে) আদিপর্ব্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা গণনা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

"অধ্যায়ানাং শতে দ্বে তু সংখ্যাতে পরমর্ষিণা ।
সপ্তবিংশতিরধ্যায়া ব্যাসেনোত্তমতেজসা ॥১৩২॥
অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ।
শ্লোকাশ্চ চতুরাশীতির্মুনিনোক্তা মহাত্মনা ॥১৩৩॥"

অর্থাৎ—মহর্ষি বেদব্যাস আদিপর্ব্বে ২২৭ অধ্যায় এবং ৮৮৮৪ শ্লোক বলিয়াছেন।

পাঠকমহোদয়গণ নিম্নলিখিত তালিকাটী দেখিলে জানিতে পারিবেন যে, আদিপর্ব্বে উক্ত অধ্যায়সংখ্যার ও শ্লোকসংখ্যার সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে।

অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
১	২৩৬	৩১	২৬	৬১	৭৭
২	৪০৬	৩২	৩৩	৬২	১৬৬
৩	২০৪	৩৩	২২	৬৩	৬০
৪	১৩	৩৪	১৪	৬৪	৭৭
৫	৩৪	৩৫	৩২	৬৫	২৩
৬	৪২	৩৬	৩৩	৬৬	৪৪
৭	২৬	৩৭	৪২	৬৭	২৬
৮	২৮	৩৮	৩৬	৬৮	৩৩
৯	৩৪	৩৯	১১	৬৯	৪৭
১০	৩১	৪০	৩৪	৭০	২৭
১১	১৮	৪১	২৩	৭১	৪৩
১২	২৭	৪২	৪৩	৭২	৩৫
১৩	১৩	৪৩	২২	৭৩	৩৫
১৪	৪৯	৪৪	৩১	৭৪	১৭
১৫	৩১	৪৫	৫৪	৭৫	২১
১৬	১৬	৪৬	১৭	৭৬	১৩
১৭	১৮	৪৭	১০	৭৭	২৩
১৮	১২	৪৮	২৬	৭৮	২৭
১৯	২৭	৪৯	৩০	৭৯	১৮
২০	২০	৫০	১৭	৮০	৪৭
২১	২৫	৫১	২৭	৮১	১৯
২২	১৬	৫২	২৫	৮২	১৩
২৩	২২	৫৩	৩৪	৮৩	৩১
২৪	৪৮	৫৪	১০	৮৪	৫২
২৫	৫২	৫৫	২৪	৮৫	৪৪
২৬	৩৫	৫৬	৫৫	৮৬	১৯
২৭	২৫	৫৭	৫০	৮৭	৪০
২৮	২৫	৫৮	১৬৬	৮৮	১২৭
২৯	৩০	৫৯	৫৪	৮৯	৫৫
৩০	১৯	৬০	৫৭	৯০	১২১
	১৫৮২		১০৫৮		১৩৮০

অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
৯১	২২	১৩৭	১৯	১৮৩	৫০
৯২	৫৫	১৩৮	১৯	১৮৪	২৫
৯৩	৪৯	১৩৯	৩৪	১৮৫	১৮
৯৪	১০৩	১৪০	৩১	১৮৬	২৯
৯৫	১৮	১৪	২১	১৮৭	১৫
৯৬	৭৩	১৪২	২২	১৮৮	৩৩
৯৭	২৭	১৪৩	১৬	১৮৯	২৩
৯৮	৫৪	১৪৪	২৮	১৯০	৫৩
৯৯	৫২	১৪৫	৪৭	১৯১	২৭
১০০	৩৬	১৪৬	৩৭	১৯২	১৯
১০১	১৭	১৪৭	৪৫	১৯৩	৩১
১০২	১৯	১৪৮	৩৬	১৯৪	২০
১০৩	২৬	১৪৯	৪৬	১৯৫	২৫
১০৪	১৯	১৫০	২১	১৯৬	১৯
১০৫	৪৪	১৫১	৫০	১৯৭	২৮
১০৬	১৩	১৫২	৩৮	১৯৮	৩০
১০৭	৪৪	১৫৩	২৬	১৯৯	২৬
১০৮	১৪	১৫৪	৩৮	২০০	৬৫
১০৯	৪২	১৫৫	২৭	২০১	২৪
১১০	১৯	১৫৬	২৮	২০২	৩৩
১১১	১৭	১৫৭	২১	২০৩	২৭
১১২	৩৪	১৫৮	১২	২০৪	৩৩
১১৩	৫০	১৫৯	২৮	২০৫	৩১
১১৪	৪২	১৬০	৫৬	২০৬	৩৫
১১৫	৩৭	১৬১	১১	২০৭	৩৬
১১৬	৪৯	১৬২	১৬	২০৮	২৭
১১৭	৮২	১৬৩	৮০	২০৯	২৩
১১৮	৩৩	১৬৪	৪৪	২১০	৩৫
১১৯	৩৩	১৬৫	২৫	২১১	২১
১২০	৪৩	১৬৬	৫০	২১২	২৫
১২১	৩২	১৬৭	১৬	২১৩	৩২
১২২	১৩	১৬৮	৫৭	২১৪	৮৯
১২৩	৫৮	১৬৯	৪৯	২১৫	৩৬
১২৪	৪২	১৭০	৪৮	২১৬	৮৩
১২৫	২৫	১৭১	২৮	২১৭	২১
১২৬	৪৩	১৭২	২২	২১৮	৩৮
১২৭	৭৯	১৭৩	২৩	২১৯	২২
১২৮	১১১	১৭৪	২৩	২২০	৫২
১২৯	৩৬	১৭৫	২৬	২২১	৪৬
১৩০	৩২	১৭৬	১২	২২২	৩৪
১৩১	৪১	১৭৭	২০	২২৩	২২
১৩২	২৫	১৭৮	৩৭	২২৪	১৮
১৩৩	৭৭	১৭৯	২৪	২২৫	২৫
১৩৪	২৭	১৮০	২৯	২২৬	৩৩
১৩৫	৯৮	১৮১	৩০	২২৭	১৯
১৩৬	৬২	১৮২	২৫		…
	১৯৬৭		১৪৪১		১৪৫৬

একুন—১৫৮২ + ১০৫৮ + ১৩৮০ + ১৯৬৭ + ১৪৪১ + ১৪৫৬ = ৮৮৮৪

যুধিষ্ঠিরের সময়*

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধবৎসর।

মহাভারত জগতে অতুলনীয় গ্রন্থ। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট বা বিশাল গ্রন্থ পৃথিবীতেই দেখা যায় না। ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও কলাপ্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। তাহা আবার যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, এইটুকু মাত্র বলিলেই চলিতে পারে যে, 'মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই মহাভারতে আছে।' তাই কবি স্বয়ং বলিয়াছেন—"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ" ইহার অনুবাদে বাঙ্গালীও বলিয়া থাকে—"যা' নাই ভারতে, তা' নাই ভারতে।" তা'র পর, ইহার ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর, ভাবও মনোহর এবং বৈচিত্র্যময়। সর্ব্বাপেক্ষা ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই গ্রন্থ ইতিহাস হইলেও ঋষিপ্রণীত বলিয়া হিন্দু ইহাকে আপ্তবাক্য ধর্ম্মগ্রন্থ মনে করে, ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে পাঠ করে এবং পঞ্চম বেদ বলিয়া স্বীকার করে, আর, জগতের সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহার আদর করে এই জন্য যে, ইহা সকল প্রকার জ্ঞানের আকর এবং ভারতের প্রাচীন চিত্র দেখিবার পক্ষে বিশাল আলেখ্যপট।

এহেন মহাভারতগ্রন্থের নায়ক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং প্রতিনায়ক কুরুরাজ দুর্য্যোধন। সুতরাং ইঁহাদের চরিত্র জানিবার জন্য যেমন আকাঙ্ক্ষা ও কৌতুক জন্মে, তেমন সময় জানিবার জন্যও আকাঙ্ক্ষা ও কৌতুক জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সেই সময়নিরূপণসম্বন্ধে বহুতর মতভেদ আছে; তবে, তাহাতে কোন দুঃখ বা আক্ষেপ করিবার কারণ নাই। কেন না, দুই এক শতাব্দীপূর্ব্বের ঘটনা নিয়াই যখন মতভেদ হইতে দেখা যায়, তখন বহুশতাব্দীপূর্ব্বের ঘটনা নিয়া যে মতভেদ হইবে, তাহা ত সম্পূর্ণ সম্ভবপর। তা'র পর, এ বিষয়ে যতগুলি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাও পরস্পরবিরোধী। অতএব যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির সময়নিরূপণসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিতে হইলে প্রথমে ইহাই আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, পরস্পরবিরোধী প্রমাণগুলির মধ্যে কোন্ প্রমাণ প্রবল এবং কোন্ প্রমাণ দুর্ব্বল। প্রমাণের প্রবলতা বা দুর্ব্বলতা জানিবারও ইহাই সমীচীন উপায় যে, যে উদ্দেশ্যে যে শাস্ত্র বা যে গ্রন্থ রচিত, সেই বিষয়ে সেই শাস্ত্র বা সেই গ্রন্থই প্রবল প্রমাণ, অপরগুলি দুর্ব্বল প্রমাণ। ইহার উদাহরণও আমরা এইরূপ দেখিতে পাই; আত্মা বা অধ্যাত্মবিষয় নিরূপণের জন্য বেদান্তশাস্ত্র, সুতরাং সে বিষয়ে বেদান্তশাস্ত্রই প্রবল প্রমাণ, ধর্ম্মনিরূপণের জন্য স্মৃতিশাস্ত্র রচিত, অতএব ধর্ম্মনিরূপণসম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্রই প্রবল প্রমাণ এবং শব্দব্যুৎপাদনের জন্য ব্যাকরণশাস্ত্র প্রণীত, সুতরাং সে বিষয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রই প্রবল প্রমাণ। এইরূপ আরও বহুতর উদাহরণ দেখা যায়। অতএব কুরু-পাণ্ডবের ইতিহাস বিবৃত করিবার জন্য মহাভারত রচিত হইয়াছিল বলিয়া কুরু-পাণ্ডবসম্বন্ধে কোন বিষয় নির্ণয় করিতে হইলে মহাভারতকেই প্রবল প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি

থাকিতে পারে না। অতএব আমরাও এই নিয়মের অনুসরণ করিয়াই যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণ-সম্বন্ধে প্রথমে মহাভারতের বচনই উদ্ধৃত করিলাম।

১। "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ॥"
(মহাভারত-আদিপর্ব্ব দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩ শ্লোক)

কলি ও দ্বাপরযুগের সন্ধিকাল অত্যন্ত সূক্ষ্ম; তাহাতে অষ্টাদশদিনব্যাপী যুদ্ধ হইতে পারে না। অতএব দুর্গাপূজায় অষ্টমীর শেষ দণ্ড এবং নবমীর প্রথম দণ্ড, এই দণ্ডদ্বয়াত্মক কাল যেমন সন্ধিপূজার একটি কাল বলিয়া পরিভাষিত হইয়াছে † এবং দিনের শেষ অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত ও রাত্রির প্রথম অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত, এই মুহূর্ত্তাত্মক কাল যেমন সায়ংসন্ধ্যার একটী কাল বলিয়া পরিভাষিত আছে ‡, তেমন এখানেও দ্বাপরযুগের শেষ কতটুকু এবং কলিযুগের প্রথম কতটুকু এমন একটী কালকেই দ্বাপর ও কলির 'অন্তর' নামে পরিভাষিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে, সেকাল কতটুকু, তাহা আমরা অন্য একটী পরিভাষা দ্বারা ধরিয়া লইতে পারি। সে পরিভাষা এই—"সংখ্যাহনাদেশে শতম্।" অর্থাৎ কোন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে শত সংখ্যা ধরিতে হইবে। এই হিসাবে দ্বাপরের শেষ ৫০ বৎসর এবং কলির প্রথম ৫০ বৎসর এই এক শত বৎসর কালকেই দ্বাপর ও কলির অন্তর কাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে *। কিন্তু শাস্ত্রে যুগসন্ধ্যা বা যুগসন্ধ্যাংশ বলিয়া যে সুদীর্ঘকালের পরিভাষা করা আছে, § তাহা ধরা যাইতে পারে না। কারণ, তত দীর্ঘকাল ধরিলে যুদ্ধের প্রকৃত কাল বুঝিবার জন্য অন্য প্রমাণের সাহায্য লইতে হয় বলিয়া বক্তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; বিশেষতঃ তাহা হইলে, অবশ্যই মহর্ষি "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে" এইরূপ না বলিয়া নিঃসন্দেহার্থ "সন্ধ্যাকালে চ সম্প্রাপ্তে" এইরূপই বলিতেন। অতএব এইক্ষণ উক্ত মহাভারতের বচনটীর এইরূপ অর্থ দাঁড়াইল যে, **দ্বাপর ও কলিযুগের মধ্যবর্ত্তী একশত বৎসরের অনধিক সময়ের মধ্যে কুরুক্ষেত্রে কুরুসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্যের যুদ্ধ হইয়াছিল।**

---

† "অষ্টমীনবমীসন্ধৌ তৃতীয়া খলু কথ্যতে। তত্র পূজ্যা স্বহং পুত্র। যোগিনীগণসংযুতা॥ অষ্টম্যাঃ শেষদণ্ডশ্চ নবম্যাঃ পূর্ব্ব এব চ। অত্র যা ক্রিয়তে পূজা বিজ্ঞেয়া সা মহাফলা॥" তিথিতত্ত্বধৃত কালিকাপুরাণ।

‡ "উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্ত চ। তমেব সন্ধ্যাং তস্মাত্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥" ব্যাসসংহিতা। "হ্রাসবৃদ্ধী চ সততং দিনরাত্র্যোর্যথাক্রমম্। সন্ধ্যামুহূর্ত্তমাখ্যাতা হ্রাসে বৃদ্ধৌ সমা স্মৃতা॥" যোগিযাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

* "সংখ্যাহনাদেশে শতম্" এই শতশব্দদ্বারা কেহ একশত মাস বা দিন ধরিতে চাহিলেও তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কেন না, তাহাতে কোন বস্তুক্ষতি হয় না।

§ "......দ্বে সহস্রে দ্বাপরে তু সন্ধ্যাংশৌ তু চতুঃশতে। সহস্রমেকং বর্ষাণাং দিব্যং কলৌ প্রকীর্ত্তিতম্॥ দ্বে শতে চ তথান্তে বৈ সংখ্যাতজ্ঞ মনীষিভিঃ। ......" মৎস্যপুরাণ ১১৮ অধ্যায়। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা-গ্রন্থেও এই জাতীয়ই লিখিত আছে। ইহার অর্থ—দেবপরিমাণের দুই হাজার বৎসরে দ্বাপরযুগ, তাহার সন্ধ্যা ঐ পরিমাণে দুইশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও ঐরূপই দুইশত বৎসর, আবার দেবপরিমাণের এক হাজার বৎসরে কলিযুগ, তাহার সন্ধ্যা ঐ পরিমাণে একশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও ঐরূপই একশত বৎসর। মনুষ্যের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদের ১বৎসর হয়। এই হিসাবে মনুষ্যপরিমাণে দ্বাপরযুগের সন্ধ্যা ৭২০০০ বৎসর এবং মনুষ্যপরিমাণে কলিযুগের সন্ধ্যা ৩৬০০০ বৎসর। এই হিসাবে দ্বাপর ও কলি এই উভয়ের সন্ধ্যাকাল মনুষ্যপরিমাণে ১০৮০০০ একলক্ষ আট হাজার বৎসর।

২। সেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে অদ্যপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে একটী কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে, **'দ্বাপরযুগের শেষে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল।'** এই কিংবদন্তীও উক্ত মহাভারতের বচনটীর সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে। পুরুষপরম্পরায় এই কিংবদন্তী চলিয়া আসিবার কারণ এই যে, এ যাবৎ ভারতবর্ষে যত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ একটী প্রধান ঘটনা এবং সেই যুদ্ধই ভারতবর্ষের অবনতির প্রথম ও প্রধান কারণ। কেন না, সেই যুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত বীরই নিহত হইয়াছিলেন; যে দুই চারিজন অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারাও বিষাদে মৃতপ্রায় থাকিয়াই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহাতে উপযুক্ত শিক্ষক না থাকায় উপযুক্ত যুদ্ধশিক্ষা না পাইয়া ক্ষত্রিয়জাতি অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্যই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের পরে আর 'নারায়ণ' ও 'ব্রহ্মশির' প্রভৃতি ভীষণ অস্ত্রের নামও শুনা যায় নাই। তা'র পর, কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজারা সেই যুদ্ধে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আর ব্রাহ্মণপ্রতিপালক লোক ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী অর্থ উপার্জ্জনের জন্যই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহাতে আর তাঁহাদের পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাত্মবিষয়-প্রভৃতি আলোচনা করিবার অবসর ছিল না। এই জন্যই সেই কুরু-পাণ্ডবযুদ্ধের পূর্ব্বে রচিত 'পূর্ব্বমীমাংসা' এবং 'উত্তরমীমাংসা' দর্শনের পরে আর গভীর গবেষণা-পূর্ণ কোন মূল শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল বলিয়া শুনাও যায় না; কেবল পূর্ব্বরচিত শাস্ত্রগুলির উপরে ভাষ্য, টীকা ও টিপ্পনী এবং তাহার সংগ্রহগ্রন্থ রচিত হইয়া আসিতেছে দেখা যায়। অতএব সেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধই যে ব্রাহ্মণজাতিরও অবনতির কারণ, ইহা বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে। আবার সেই যুদ্ধে ভারতের প্রায় সকল প্রতাপশালী রাজাই নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া জলে ও স্থলে সর্ব্বত্রই দস্যু ও তস্করের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; তাহাতেই সমুদ্রযাত্রা ও দূরতীর্থপর্য্যটনপ্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছিল ‡। সেই কারণেই বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় বৈশ্যজাতিরও সেই সময় হইতেই অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু একমাত্র শূদ্রজাতি যথাস্থানে থাকিলেও উপরের তিনটী জাতিই অবনতির দিকে ধাবিত হওয়ায় সম্পূর্ণ হিন্দুজাতিই ক্রমশঃ অবনত হইয়াছিল। অতএব বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইতে যে, **সেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধই ভারতবাসী হিন্দুর প্রথম ও প্রধান অবনতির কারণ।** সুতরাং যে বিপদ উপস্থিত হওয়ায় চিরকালের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং যে রোগ উৎপন্ন হওয়ায় শরীরটী চিরকালের জন্য স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়ে, সেই বিপদ এবং সেই রোগের উৎপত্তির দিন যেমন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে, সেইরূপ কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সময়ও ভারতবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাহাতেই ভারতবর্ষে পুরুষপরম্পরায় এই কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে, **'দ্বাপরযুগের শেষে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল'।**

কাশ্মীরদেশবাসী রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা কহ্লণমিশ্রও প্রতিবাদের উপক্রমে ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে *

‡ "সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্ ।......তীর্থসেবাতিদূরতঃ......। এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ"॥ উদ্বাহতত্ত্বধৃত আদিত্যপুরাণ।

* রাজতরঙ্গিণী-প্রথমতরঙ্গ-৫২ শ্লোক—"লৌকিকেঽব্দে চতুর্ব্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্। সপ্তত্যাভ্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ॥" রাজতরঙ্গিণী রচনা করিবার সময়ে কাশ্মীরাব্দ ২৪ এবং শকাব্দ ১০৭০ অতীত হইয়াছিল। শকাব্দের সহিত ৭৮ যোগ করিলে খৃষ্টাব্দ হয়। সুতরাং ১০৭০ + ৭৮ = ১১৪৮।

এই কিংবদন্তীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"……ভারতং দ্বাপরান্তে-ঽভূদ্বার্ত্তয়েতি বিমোহিতাঃ।" (রাজতরঙ্গিণী-প্রথমতরঙ্গ-৪৯ শ্লোকাংশ) অর্থাৎ দ্বাপরযুগের শেষে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল এইরূপ কিংবদন্তী দ্বারা অনেক লোকই মোহিত। বঙ্কিমবাবুও এই কিংবদন্তী শুনিয়া তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।" সুতরাং প্রায় আটশত বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের কহ্লণ এবং অনধিক পূর্ব্বে বঙ্গের বঙ্কিম এই কিংবদন্তী স্বীকার করায় ইহা যে দীর্ঘকাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্র চলিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৩। এই কিংবদন্তী এবং উক্ত মহাভারতের বচন অনুসারে এই পর্য্যন্ত জানা গেল যে, দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিসময়ে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। এখন কল্যব্দ কত, তাহা জানিতে পারিলেই সাধারণভাবে যুধিষ্ঠিরের সময় জানা যাইবে। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণি-গ্রন্থে কালমানাধ্যায়ে কল্যব্দের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন—

"যাতাঃ ষণ্মনবো যুগানি ভমিতান্যন্যদযুগাঙ্ঘ্রিত্রয়ং
নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।…†

দ্বিতীয় পাদের স্থূলার্থ—শকাব্দ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর অতীত হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী মকরন্দকারও বলিয়াছেন—

"শাকো নবাগেন্দুকৃশানুযুক্তঃ কলের্ভবত্যব্দগণো যুগস্য" ॥ ¶

যখন কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর অতীত হইয়াছিল, তখন শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল।

এখন হিসাব করিয়া দেখা যাউক, বর্ত্তমান সময়ে কল্যব্দ কত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ১৮৫২ শকাব্দ (১৯৩০ খৃষ্টাব্দ) চলিতেছে। সুতরাং উক্ত কল্যব্দের ৩১৭৯ সংখ্যার সহিত, শকাব্দের ১৮৫২ যোগ করিলেই বর্ত্তমান কল্যব্দ পাওয়া যাইবে; ৩১৭৯ + ১৮৫২ = ৫০৩১। অতএব জানা গেল যে, আজ হইতে পাঁচ হাজার একত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১০১ অব্দে) কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল; সুতরাং বর্ত্তমান কল্যব্দ ৫০৩১ *। এখন পূর্ব্বোক্ত মহাভারতের বচন ও কিংবদন্তী অনুসারে এইটুকু জানা গেল যে, **উক্ত কল্যব্দ আরম্ভের অনধিক পূর্ব্বে বা সেই বৎসরে, কিংবা তাহার অনধিক পরে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল।**

৪। এখন যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত সময় জানা অত্যন্ত সহজ হইয়া আসিয়াছে। কেন না, মহারাজ যশোধর্ম্মদেব-বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার ‡ অন্যতম রত্ন জগদ্বিখ্যাত মহাকবি

† শকনৃপস্য শকাব্দস্য, অন্তে আরম্ভাদৌ, নন্দাদ্রীন্দুগুণাঃ কলের্বৎসরাঃ, তথা যাতাঃ। নন্দাঃ ৯, অদ্রয়ঃ ৭, ইন্দুঃ ১, গুণাঃ ৩, অঙ্কস্য বামা গতিরিতি ৩১৭৯।

¶ যদা কলের্গস্য নবাগেন্দুকৃশানুযুক্তঃ অব্দগণো ভবতি, তদা শাকঃ শকাব্দারম্ভঃ। নব ৯, অগাঃ পর্ব্বতাঃ ৭, ইন্দুঃ ১, কৃশানবঃ ৩, অঙ্কস্য বামা গতিরিতি ৩১৭৯।

* আধুনিক পঞ্জিকাসমূহে এই কল্যব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

‡ "ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামর-সিংহ-শঙ্কু-বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥"
জ্যোতির্বিদাভরণ ২২ অধ্যায় ১০ শ্লোক।

কালিদাস ৩০৬৮ কল্যব্দে † (খৃষ্টজন্মের ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে) তাঁহার "জ্যোতির্বিদাভরণ" ‡ গ্রন্থের দশমাধ্যায়ে লিখিয়া গিয়াছেন—

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেঽনু নাগার্জ্জুনমেদিনীবিভুর্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শককারকা নৃপাঃ ॥১১০॥"

যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন এবং বলি এই ছয় জন রাজা ক্রমশঃ শকাব্দ-(লৌকিক গণনাব্দ) প্রবর্ত্তক।

তৎপরে লিখিয়াছেন—

"যুধিষ্ঠিরাদ্বেদযুগাম্বরাগ্নয়ঃ কলম্ববিশ্বেহভ্র-খ-খাষ্টভূময়ঃ।
ততোঽযুতং লক্ষচতুষ্টয়ং ক্রমাদ্ধরা-দৃগষ্টাবিতি শাকবৎসরাঃ ॥১১১॥"

এই জ্যোতির্ব্বিদাভরণের "সুখবোধিকা" নাম্নী টীকা অনুসারে এইরূপ অর্থ জানা যায়—যুধিষ্ঠির হইতে ৩০৪৪ বৎসর, বিক্রমাদিত্য হইতে ১৩৫ বৎসর, শালিবাহন হইতে ১৮০০০, বিজয়াভিনন্দন হইতে ১০০০০ বৎসর, নাগার্জ্জুন হইতে ৪০০০০০ বৎসর এবং বলি হইতে ৮২১ বৎসর, এইভাবে গণনাব্দ চলিয়াছিল, চলিতেছে এবং চলিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যুধিষ্ঠিরাব্দের ৩০৪৪ বৎসর অতীত হইলে, বিক্রমাব্দ বা বিক্রমসংবৎ আরম্ভ হইয়াছে; তাহাতে এখন আর সর্ব্বত্র যুধিষ্ঠিরাব্দ চলে না; আবার এই বিক্রমাব্দের ১৩৫ বৎসর অতীত হইলে, শকাব্দ বা শালিবাহনাব্দ আরম্ভ হইবে, তখনও আর এ বিক্রমাব্দ সর্ব্বত্র চলিবে না ইত্যাদি। এখন যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের ঐ অব্দসংখ্যাগুলি যোগ করিলে কি হয় তাহা দেখা যাউক—

যুধিষ্ঠিরাব্দ	...	৩০৪৪
বিক্রমাব্দ	...	১৩৫
শকাব্দ বা শালিবাহনাব্দ (বর্ত্তমান)		১৮৫২
		৫০৩১

এখন দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে যে কল্যব্দ ৫০৩১ জানা গিয়াছে, যুধিষ্ঠিরাব্দও অবিকল তাহাই ৫০৩১।

সম্ভবতঃ এবিষয়ে জগতের সকল মনস্বীই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় 'নবরত্ন' বলিয়া বিখ্যাত যে নয় জন পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা পণ্ডিতমণ্ডলীর

† "বর্ষৈঃ সিন্ধুর-দর্শনাম্বর-গুণৈর্যাতে কলৌ সম্মিতে মাসে মাধবসংজ্ঞিতে চ বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ।
নানাকালবিধানশাস্ত্রগদিতজ্ঞানং বিলোক্যাদরাৎ উর্জ্জে গ্রন্থসমাপ্তিরত্র বিহিতা জ্যোতির্বিদাং প্রীতয়ে।"
জ্যোতির্বিদাভরণ ২২ অধ্যায় ২১ শ্লোক।

"সিন্ধুরঃ (পুং) হস্তী" শব্দকল্পদ্রুমঃ। সিন্ধুর ৮, দর্শন ৬, অম্বর ০, গুণ ৩, "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" এই নিয়মে ৩০৬৮। কালিদাসের এই সময়সম্বন্ধে আমার টীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত মালবিকাগ্নিমিত্র ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলপ্রভৃতিগ্রন্থের মুখবন্ধে বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে।

‡ "জ্যোতির্বিদাভরণকালবিধানশাস্ত্রং শ্রীকালিদাসকবিতো হি ততো বভূব।"...
জ্যোতির্বিদাভরণ, ২২ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে বিক্রমাদিত্যসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে।

শীর্ষস্থানীয়ই ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার কালিদাস কবিত্বে যেমন সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তেমন জ্যোতিষশাস্ত্রেও অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'জ্যোতির্বিদাভরণ' গ্রন্থ দেখিলে এবং কাব্যগ্রন্থগুলি পর্য্যালোচনা করিলে প্রমাণিত হইবে *। তা'র পর, জ্যোতির্বিদাভরণগ্রন্থ যে সেই নবরত্নসভায় আলোচিত, সম্মত ও আদৃত হইয়াছিল, তাহাতেও কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। অতএব যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণসম্বন্ধে প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন যত রকম প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে এই জ্যোতির্বিদাভরণোক্ত প্রমাণের গুরুত্ব যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সে সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। তবে, উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে কালিদাস মহাকবি এবং অসাধারণ জ্যোতিষী ছিলেন বটে, কিন্তু বেদব্যাসপ্রভৃতির ন্যায় ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ছিলেন না, সুতরাং তিনি যুধিষ্ঠিরাব্দ বা বিক্রমসংবৎ চলিতেছিল বলিয়া তাহার কথা লিখিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সময়ে দূর ও সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত শকাব্দপ্রভৃতির কথা তিনি লিখিয়া গেলেন কি করিয়া? যদিও এবিষয় পর্য্যালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তথাপি আমরা সংক্ষেপে একথা বলিতে পারি যে, অসাধারণ জ্যোতির্বিৎ কালিদাস জ্যোতিষগণনার সাহায্যেই জ্যোতির্বিদাভরণে ঐ শকাব্দপ্রভৃতির কথা লিখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও জ্যোতিষিকদিগকে দূর ভবিষ্যৎ গণনা করিতে দেখা যায় এবং সে গণনাও ফলের সঙ্গে মিলিয়া থাকে।

৫। সে যাহা হউক, এখনও এই সন্দেহ রহিয়াছে যে, "যুধিষ্ঠিরাব্দেদযুগাম্বরাগ্নয়ঃ" এই জ্যোতির্বিদাভরণের লেখা দ্বারা যুধিষ্ঠির হইতে যে ৩০৪৪ বৎসর পাওয়া যাইতেছে, তাহা যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইতে, বা তাঁহার রাজ্যলাভ হইতে, অথবা তাঁহার স্বর্গারোহণ হইতে ধরা হইয়াছিল? এই সন্দেহ ভঞ্জনেরও পর্য্যাপ্ত প্রমাণই রহিয়াছে। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে † গুজরাটের চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলিকেশী রবিকীর্ত্তিনামক কোন কবিদ্বারা ‡ রচনা করাইয়া কতকগুলি শ্লোক একখানি শিলাফলকে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; তাহার মধ্যে এই দুইটী শ্লোক দেখা যায়—

"…ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দ-শত-যুক্তেষু গতেষ্বব্দেষু পঞ্চসু॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্॥"§

* "…ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ॥" রঘুবংশ ১৪ সর্গ, ৪০ শ্লোক। এই বিষয়টী যুক্তিদ্বারাও নিরূপিত হইতে পারে।

"গ্রহৈস্ততঃ পঞ্চভিরুচ্চসংশ্রয়ৈরসূর্য্যগৈঃ সূচিতভাগ্যসম্পদম্।" রঘুবংশ ৩য় সর্গ, ১৩ শ্লোক।

"…অঙ্গারও রাসিং বিঅ অণুবক্কং পড়িগমণং ণ করেদি।" মালবিকাগ্নিমিত্র ৩য় অঙ্ক।

† ৫৫৬ শকাব্দে এই শিলালিপি খোদিত হইয়াছিল, ইহা এই শিলালিপি হইতেই জানা যাইতেছে এবং শকাব্দের সহিত ৭৮ যোগ করিলে খৃষ্টাব্দ হয় ইহাও দেখা গিয়াছে। অতএব ৫৫৬ + ৭৮ = ৬৩৪ খৃষ্টাব্দ জানা গেল।

‡ রবিকীর্ত্তিনামক কোন কবি যে এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এই শিলালিপিতেই আছে।

§ এই শ্লোক দুইটীর ব্যাখ্যা—"ভারতাৎ আহবাৎ কুরুপাণ্ডবীয়াদ্ যুদ্ধাৎ পরম্, ইতঃ পূর্ব্বঞ্চ ত্রিসহস্রেষু সপ্তাব্দশতযুক্তেষু ত্রিংশৎসু পঞ্চসু চ অব্দেষু গতেষু সৎসু; শকানাং ভূভুজামপি পঞ্চশতাসু পঞ্চাশৎসু ষট্সু চ সমাসু বৎসরেষু, সমতীতাসু সতীষু, কলৌ কালে ইদমুৎকীর্ণমিত্যর্থঃ।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে ৩৭৩৫ বৎসর অতীত হইলে এবং শকাব্দের ৫৫৬ বৎসর অতীত হইলে, (এই শিলাফলক উৎকীর্ণ হইল।)

ইহাতে বুঝা গেল যে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে যখন ৩৭৩৫ বৎসর, তখন শকাব্দের ৫৫৬ বৎসর ছিল। অতএব ৩৭৩৫ হইতে ৫৫৬ বাদ দিলে ৩১৭৯ থাকে ; ঐ ৩১৭৯ যুধিষ্ঠিরাব্দেই শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি। সুতরাং এখন এই যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং শকাব্দ যোগ করিয়া দেখা যাউক কি হয়—

যুধিষ্ঠিরাব্দ	...	৩১৭৯
বর্ত্তমান শকাব্দ	...	১৮৫২
		৫০৩১

বর্ত্তমান ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কল্যব্দও ৫০৩১ ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। অতএব এই শিলালিপি অনুসারে নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে যে, **কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ শেষ হইবার পরদিন অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের দিন হইতেই যুধিষ্ঠিরাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল।**

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ শেষ হইবার পরদিনই যে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার কারণ এই যে, "সপ্ত বিত্তাগমা ধর্ম্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ······" এই মনুবচন অনুসারে জয়কেও একটী স্বত্বের কারণ বলিয়া জানা যায়, অর্থাৎ জয় হইলেই বিজিত দ্রব্যে বিজেতার স্বত্ব জন্মে। সুতরাং যুদ্ধে জয় হওয়ার পরেই রাজ্যে যুধিষ্ঠিরের স্বত্ব জন্মিয়াছিল।

এই ক্ষণ মহাভারত হইতে উদ্ধৃত "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে" ইত্যাদি বচন, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচলিত উল্লিখিত চিরকিংবদন্তী, ভাস্করাচার্য্য ও মকরন্দকারের কল্যব্দনিরূপণ, কালিদাসের জ্যোতির্বিদাভরণ এবং গুর্জ্জররাজ দ্বিতীয় পুলিকেশীর শিলালিপি, এই কয়টী বিষয়ের অভূতপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখিয়া, যুধিষ্ঠিরের এই সময়নিরূপণসম্বন্ধে সন্দেহ না থাকায় বস্তুতই হৃদয় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছে এবং আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছে। সে যাহা হউক, এখন সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, **আজ হইতে ৫০৩১ বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই বৎসরেই যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং কল্যব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল।**

তবে একমাসে বা একদিনে যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং কল্যব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল না। ইহার প্রমাণ, ভারতসাবিত্রীতে পাওয়া যায়। †

"হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীম্।
প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে ॥
... .
অমাবস্যাস্তু মধ্যাহ্নে নিহতঃ শল্য এব চ।
অমাবস্যাস্তু সন্ধ্যায়াং রাজা দুর্য্যোধনো হতঃ ॥"

বেদে অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসকে হেমন্ত ঋতু বলা হইয়াছে, আর যমদৈবতনক্ষত্র ভরণী *।

† ভারতসাবিত্রী যে কোন্ গ্রন্থের অন্তর্গত তাহা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তবে, ইহা যে আর্ষ এবং প্রমাণিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, অনেক স্থানে শ্রাদ্ধে এই ভারতসাবিত্রী পঠিত হইয়া থাকে এবং ভীষ্মপর্ব্বের ১৭ অধ্যায়ের ২য় শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ ইহার অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

* "······সহাশ্চ সহস্যশ্চ হৈমন্তিকাবৃতুঃ···" তৈত্তিরীয়শ্রুতি প্রভৃতিঃ। "অশ্বি-যম-দহন-কমলজ-শশি-শূলভৃদদিতি-জীব-ফণি-পিতরঃ···" ইত্যাদি জ্যোতির্বচন অনুসারে ভরণী যমদৈবতনক্ষত্র।

সুতরাং অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর দিন ভরণীনক্ষত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী অমাবস্যার দিন মধ্যাহ্নকালে শল্য রাজা এবং সন্ধ্যাকালে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। অতএব মুখ্যচান্দ্র অগ্রহায়ণমাসের অমাবস্যাতে যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল, তাহার পরদিনই পৌষমাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন এবং সেই দিন হইতেই যুধিষ্ঠিরাব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল; আর সেই পৌষমাসের শুক্লপ্রতিপদ হইতে দেড় মাস অর্থাৎ ৪৫ দিন পরে মাঘী পূর্ণিমায় কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া সেই মাঘী পূর্ণিমা হইতেই কল্যব্দ গণনা চলিয়া আসিতেছে। মাঘী পূর্ণিমাতেই যে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ তিথিতত্ত্বধৃত বিষ্ণুপুরাণের বচন—

"বৈশাখমাসস্য তু যা তৃতীয়া, নবম্যসৌ কার্ত্তিকশুক্লপক্ষে।
নভস্যমাসস্য তমিস্রপক্ষে ত্রয়োদশী, পঞ্চদশী চ মাঘে॥
এতা যুগাদ্যাঃ কথিতাঃ পুরাণৈরনন্তপুণ্যাস্তিথয়শ্চতস্রঃ।"

অতএব একই বৎসরে পৌষী শুক্লপ্রতিপদে যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং তৎপরবর্ত্তী মাঘী পূর্ণিমাতে কল্যব্দ আরম্ভ হইয়াছিল।

সুতরাং যুধিষ্ঠির দ্বাপরযুগের শেষ দেড়মাস এবং কলিযুগের প্রথম অবস্থায় রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। অতএব আধুনিক পঞ্জিকাকারগণ যে, যুধিষ্ঠিরকে দ্বাপরের শেষরাজা এবং কলিযুগের প্রথম রাজা বলিয়া লিখিয়া থাকেন, তাহাও ইহা দ্বারা সমর্থিত হইল।

———:০:———

পঞ্চ পাণ্ডব এবং দুর্য্যোধনের জন্ম ও মৃত্যুর সময়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক মনস্বী যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া আপন আপন মতানুসারে সুদীর্ঘ এক এক শতাব্দী বা তদন্তর্গত একটী মাত্র বৎসরই নিরূপণ করিয়া চরিতার্থ এবং সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু আমাদের সে শতাব্দী বা তাহার অন্তর্গত একটী বৎসরমাত্র নিরূপণ করিলে চলিবে না। কারণ, আমরা মহাভারতের যথাস্থানে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং দুর্য্যোধনের কোষ্ঠী সন্নিবেশিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি; তাহাতে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির জন্মসম্বন্ধীয় বৎসর, মাস, দিন, এমন কি দণ্ডপর্য্যন্ত আমাদের নিরূপণ করা আবশ্যক; তবে তাহা অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেন না, মহাভারত যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির ইতিহাস; সুতরাং তাহাতে উঁহাদের প্রায় সমস্ত বৃত্তান্তই পাওয়া যায়।

যুধিষ্ঠির যে বৎসর রাজা হইয়াছিলেন, সে বৎসরের কথা আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই বলিয়া আসিয়াছি, এখন সেই সময়ে তাঁহার ও ভীমপ্রভৃতির কত বৎসর করিয়া বয়স হইয়াছিল, ইহা জানিতে পারিলেই অনায়াসে তাঁহাদের জন্মবৎসর জানা যাইবে; তা'র পর মহাভারতের আদিপর্ব্ব ১১৭ অধ্যায়ে উঁহাদের জন্ম-মাস-তিথি এবং লগ্নপ্রভৃতি কোষ্ঠী করিবার উপকরণ প্রায় সমস্তই সুস্পষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং উঁহাদের কোষ্ঠী করা দুষ্কর হইবে বলিয়া মনে হয় না। সে যাহা হউক, যুধিষ্ঠির যখন রাজা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার ও ভীমপ্রভৃতির কত বৎসর করিয়া বয়স হইয়াছিল, ইহাই এখন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। মহাভারত-

আদিপর্ব্ব ১২০ অধ্যায়ে (মুম্বয়ী নির্ণয়সাগরযন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকে আদিপর্ব্ব ১৩৪ অধ্যায়ে) এই কয়টী বচন দেখা যায়—

"পাণ্ডবানামিহায়ুষ্যং শৃণু কৌরবনন্দন ! ।
জগাম হাস্তিনপুরং ষোড়শাব্দো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১০॥
ভীমসেনঃ পঞ্চদশো বীভৎসুর্ব্বৈ চতুর্দ্দশঃ ।
ত্রয়োদশাব্দৌ চ যমৌ জগ্মতুর্নাগসাহ্বয়ম্ ॥১১॥
তত্র ত্রয়োদশাব্দানি ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিতাঃ ।
ষণ্মাসান্ জাতুষগৃহান্মুক্তা জাতো ঘটোৎকচঃ ॥১২॥
ষণ্মাসানেকচক্রায়াং বর্ষং পাঞ্চালকে গৃহে ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিত্বা পঞ্চ বর্ষাণি ভারত ! ॥১৩॥
ইন্দ্রপ্রস্থে বসন্তস্তে ত্রীণি বর্ষাণি বিংশতিম্ ।
দ্বাদশাব্দানথৈকঞ্চ বভূবুর্দ্যূতনির্জ্জিতাঃ ॥১৪॥
ভুক্ত্বা ষট্‌ত্রিংশতং রাজন্ ! সাগরান্তাং বসুন্ধরাম্ ।
মাসৈঃ ষড়্‌ভির্মহাত্মানঃ সর্ব্বে কৃষ্ণপরায়ণাঃ ॥১৫॥
রাজ্যে পরীক্ষিতং স্থাপ্য দিষ্টাং গতিমবাপ্নুবন্ ।
এবং যুধিষ্ঠিরস্যাসীদায়ুরষ্টোত্তরং শতম্ ॥১৬॥

এই বচনগুলির মর্ম্মার্থ—যুধিষ্ঠিরের ১৬ বৎসর, ভীমের ১৫ বৎসর, অর্জ্জুনের ১৪ বৎসর এবং নকুল ও সহদেবের ১৩ বৎসর বয়সের সময় তাঁহারা জন্মস্থান শতশৃঙ্গপর্ব্বত (হিমালয়ের অংশবিশেষ) হইতে হস্তিনারাজধানীতে গমন করেন। সেখানে তাঁহারা দুর্য্যোধনপ্রভৃতির সঙ্গে ১৩ বৎসর বাস করেন, পরে জতুগৃহে যাইয়া ৬ মাস থাকিয়া তথা হইতে চলিয়া যান ; পথে ঘটোৎকচের জন্ম হয় ; তৎপরে তাঁহারা একচক্রাপুরীতে ৬ মাস থাকিয়া দ্রুপদ রাজার ভবনে ১ বৎসর থাকেন, তথা হইতে আসিয়া আবার হস্তিনায় দুর্য্যোধনপ্রভৃতির সঙ্গে ৫ বৎসর থাকিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া ২৩ বৎসর অতিবাহিত করেন, তৎপরে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া ১২ বৎসর বনবাস এবং ১ বৎসর অজ্ঞাত বাস করেন, (তাহার পর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যুধিষ্ঠির রাজা হন) তৎপরে তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তদনন্তর তাঁহারা পরীক্ষিৎকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। তৎপরে যুধিষ্ঠির ৬ মাসে স্বর্গলোকে যাইয়া উপস্থিত হন। (আর, ভীমপ্রভৃতি সকলেই স্বর্গে যাইবার পথে পর্ব্বত হইতে পতিত হন) এই হিসাবে স্বর্গারোহণ করিবার সময়ে যুধিষ্ঠিরের ১০৮ বৎসর ৬ মাস বয়স হইয়াছিল।

হস্তিনায় উপস্থিত হইবার সময়ে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির যে উক্তরূপই বয়স হইয়াছিল, তাহা আদিপর্ব্ব-প্রথম অধ্যায়ের ৭৭ শ্লোকটী পর্য্যালোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায়। যথা—

"ঋষিভিশ্চ তদা নীতা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ প্রতি স্বয়ম্ ।
শিশবশ্চাভিরূপাশ্চ জটিলা ব্রহ্মচারিণঃ ॥৭৭॥"

মুনিরা নিজেরাই দুর্য্যোধনপ্রভৃতির নিকটে তখন ব্রহ্মচারী, জটাধারী ও সুন্দরাকৃতি সেই বালক কয়টীকে নিয়া গেলেন ॥৭৭॥

উপনয়ন না হইলে ব্রহ্মচারী হয় না; অথচ ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন একাদশ বৎসরে বিহিত*। সুতরাং নকুল ও সহদেবের একাদশ বৎসরে উপনয়ন হইলে এবং তাহার পর এক বৎসরের কিছু অধিক কাল সেই পর্ব্বতে থাকিয়া পাণ্ডু পরলোক গমন করিলে, নকুল ও সহদেবের ১৩ বৎসর বয়স হয়; তাহাতে যুধিষ্ঠিরের ১৬, ভীমের ১৫ এবং অর্জ্জুনের ১৪ বৎসর বয়সই দাঁড়ায়।

সে যাহা হউক, উক্ত বচনগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাই বুঝা যায় যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময়ে যুধিষ্ঠিরের ৭২, ভীমের ৭১, অর্জ্জুনের ৭০ এবং নকুল ও সহদেবের ৬৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল†। তাহার পর, জ্যোতিষপ্রভৃতি শাস্ত্রের নিয়ম আছে যে, বয়স হিসাবে যে বৎসর, মাস বা দিন লিখিত হয়, তাহা অতীতই ধরিতে হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময়ে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির যথাক্রমে ৭২, ৭১, ৭০ ও ৬৯ বৎসর এবং কয়েক মাস ও দিন অতীত হইয়াছিল। ওদিকে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, অগ্রহায়ণমাসে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এবং পরবর্ত্তী মাঘী পূর্ণিমায় কলিযুগ ও কল্যব্দ আরম্ভ হইয়াছিল, আবার আদিপর্ব্বেরই ১১৭ অধ্যায়ের সুস্পষ্ট বচন ও যুক্তি অনুসারে জানা যায় যে, জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় যুধিষ্ঠিরের, চৈত্রমাসের শুক্লত্রয়োদশীতে ভীম ও দুর্য্যোধনের এবং ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমায় অর্জ্জুনের জন্ম হইয়াছিল‡। এখন ইহা জানা গেল যে, সেই জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় যুধিষ্ঠিরের ৭২ বৎসর, চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে ভীমের ৭১ বৎসর, এবং ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমায় অর্জ্জুনের ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল; তখন তাঁহারা অজ্ঞাতবাস হইতে মুক্ত হইয়া দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির চেষ্টা করেন এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে থাকেন; তাহাতে আষাঢ়মাস হইতে অগ্রহায়ণমাসের শুক্লাদ্বাদশীপর্য্যন্ত সময় অতীত হয়। তাহার পর, অগ্রহায়ণমাসের শুক্লত্রয়োদশীতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া আঠার দিনের দিন অমাবস্যাতে জয়লাভ করেন, তাহার পরদিন পৌষী শুক্লপ্রতিপদে যুধিষ্ঠির রাজা হন এবং তৎপরবর্ত্তী মাঘী-পূর্ণিমাতে কলিযুগ ও কল্যব্দ আরম্ভ হয়। সুতরাং এই হিসাবে নিম্নে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির জন্ম ও মৃত্যুর সময় লিখিত হইল।

১। কল্যব্দ আরম্ভের ৭২ বৎসর, ৭ মাস, ২৯ দিন পূর্ব্বে, (৩১৭৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) জ্যৈষ্ঠ-মাসে, পূর্ণিমা তিথিতে, দিনের বেলা ১৬ দণ্ডসময়ে শতশৃঙ্গপর্ব্বতে যুধিষ্ঠিরের জন্ম এবং ৩৭ কল্যব্দে (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) স্বর্গারোহণ হইয়াছিল।

২। কল্যব্দ আরম্ভের ৭১ বৎসর, ১০ মাস ২ দিন পূর্ব্বে (৩১৭৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) চৈত্র-মাসে, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে, দিনের বেলা ১৬ দণ্ড সময়ে শতশৃঙ্গপর্ব্বতে ভীমসেনের জন্ম এবং ৩৭ কল্যব্দে (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) মৃত্যু।

৩। কল্যব্দ আরম্ভের ৭১ বৎসর, ১০ মাস, ২ দিন পূর্ব্বে (৩১৭৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) চৈত্র-

* "গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্। রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে যথা কুলম্॥" যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

† এই বয়সে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি বৃদ্ধ এবং অক্ষম হইবারই সম্ভাবনা; এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নহে। কারণ, উঁহাদেরই, পিতামহ ভীষ্ম এবং দ্রোণপ্রভৃতি যথানিয়মে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহা মহা-ভারতেই দেখা যায়। তা'র পর, ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানসেনাপতি হিণ্ডেনবার্গেরও ৮২ বৎসর বয়স ছিল বলিয়া শুনা যায় এবং বর্ত্তমান সময়েও ঐরূপ বয়সের অনেক লোককেই সমস্তকার্য্যক্ষম দেখা যায়।

‡ এই আদিপর্ব্বের ১১৭ অধ্যায়ে নকুল ও সহদেবের জন্মমাসপ্রভৃতির কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং উঁহাদের কোষ্ঠী দেওয়া যাইবে না।

মাসে, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে, রাত্রি ৬ দণ্ডসময়ে হস্তিনারাজধানীতে দুর্য্যোধনের জন্ম এবং কল্যব্দ আরম্ভের দেড় মাস পূর্ব্বে (৩০২৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) রণক্ষেত্রে মৃত্যু। *

৪। কল্যব্দ আরম্ভের ৭০ বৎসর, ১০ মাস ২৯ দিন পূর্ব্বে (৩১৭২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) ফাল্গুনমাসে, পূর্ণিমা তিথিতে, দিনের বেলা ২১ দণ্ডসময়ে, শতশৃঙ্গপর্ব্বতে অর্জ্জুনের জন্ম এবং ৩৭ কল্যব্দে (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) মৃত্যু।

৫। কল্যব্দ আরম্ভের ৬৯ বৎসর পূর্ব্বে (৩১৭১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) শতশৃঙ্গপর্ব্বতে নকুল ও সহদেবের জন্ম এবং ৩৭ কল্যব্দে (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) মৃত্যু। †

অদ্য ৫০৩১ কল্যব্দের, ১৮৫২ শকাব্দের এবং ১৩৩৭ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ (১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর)। সুতরাং অদ্য হইতে ৫১০৩ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইয়াছিল। এই নিয়মে ভীমপ্রভৃতিরও গণনা করিতে হইবে।

——:*:——

বিরোধ সমাধান।

এই সন্দর্ভে জানা গেল যে, যুধিষ্ঠির যে দিন রাজা হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং তাহার দেড় মাস পর হইতে কল্যব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। ওদিকে কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ ও কল্কিপুরাণে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যে দিন মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন, সেই দিন কলি প্রবেশ করিয়াছিল। যথা—

'যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাঽহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবত ১২-২ ৩৩ শ্লোক।

"যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাঽহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগং তস্য সংখ্যাং নিবোধ মে॥ "বিষ্ণুপুরাণ ৪-৩৪-৪০ শ্লোক।

"যস্মিন্ দিনে হরির্যাতো দিবং সন্ত্যজ্য মেদিনীম্।
তস্মিন্ দিনেঽবতীর্ণোঽয়ং কালকায়ঃ কলিঃ কিল॥"ব্রহ্মপুরাণ২১২-অ-৮৫শ্লোক।

"গতে কৃষ্ণে স্বনিলয়ং প্রাদুর্ভূতো যথা কলিঃ।" কল্কিপুরাণ ১অ-১৩ শ্লোক।

এই বচনগুলি যুক্তিসঙ্গতও বটে। কেন না, সাক্ষাৎ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান থাকিতে, পাপপ্রবর্ত্তক কলি প্রবেশ করিতে সমর্থ ছিল না। এদিকে যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন এবং সেই ষট্‌ত্রিংশত্তম বৎসরেই শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রয়াণ করেন। যথা—

"ষট্‌ত্রিংশেত্বথ সম্প্রাপ্তে বর্ষে কৌরবনন্দনঃ।
দদর্শ বিপরীতানি নিমিত্তানি যুধিষ্ঠিরঃ॥
ষট্‌ত্রিংশেঽথ ততো বর্ষে বৃষ্ণীনামনয়ো মহান্।
অন্যোন্যং মুসলৈস্তে তু নিজঘ্নুঃ কালচোদিতাঃ॥"

(মহাভারত, মৌসলপর্ব, প্রথম অধ্যায়, প্রথম ও ত্রয়োদশ শ্লোক)

---

* "যস্মিন্নহনি ভীমস্তু জজ্ঞে ভরতসত্তম। দুর্য্যোধনোঽপি তত্রৈব প্রজজ্ঞে বসুধাধিপ।॥" আদিপর্ব্ব ১১৭ অধ্যায় ২১ শ্লোক। ইহাতে জানা যায়—ভীম ও দুর্য্যোধনের এক তারিখেই জন্ম; মধ্যাহ্নসময়ে ভীমের জন্ম সেখানে লিখিতই আছে, আর যুক্তি দ্বারা জানা যায় যে, সেই রাত্রিতে তুলালগ্নে দুর্য্যোধনের জন্ম হইয়াছিল। তত্রত্য ভারতকৌমুদীটীকার যুক্তি দ্রষ্টব্য।

† নকুল ও সহদেবের জন্মমাসপ্রভৃতি মূলে লিখিত নাই বলিয়া তাহা লেখা গেল না। সুতরাং ইঁহাদের কোষ্ঠীও দেওয়া যাইবে না।

অতএব যুধিষ্ঠিরাব্দের ৩৬ বৎসর পরে কল্যব্দের আরম্ভ ধরা উচিত ছিল। ইহার উত্তরে আমরা বলিব—যেমন সূর্য্যোদয়ের চারি দণ্ড পূর্ব্ব হইতেই শাস্ত্রে দিন বলিয়া ধরা হয় *, অথচ সূর্য্যোদয় হয় তাহার পরে; তেমন এক্ষেত্রেও বিধাতার নিয়মানুসারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের দেড়মাস পর হইতেই কলির অধিকার হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া তৎকালে প্রবেশ করিতে না পারায় ৩৬ বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ হইলেই কলি প্রবেশ করিয়াছিল বা নিজের প্রভাব ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং ভাস্করাচার্য্যপ্রভৃতি কলির অধিকার ধরিয়া কল্যব্দ গণনা আরম্ভ করিয়াছেন; আর শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভৃতি কলির প্রভাব ব্যক্ত করাকেই কলির প্রবেশ বলিয়াছেন। অতএব উভয় মতের কোন বিরোধ নাই।

২। বরাহমিহির তাঁহার বৃহৎসংহিতার ১৩ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ ॥
একৈকস্মিন্নৃক্ষে শতং শতং তে চরন্তি বর্ষাণাম্।"...

ইহার তাৎপর্য্য এই—যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ হইতে ২৫২৬ বৎসর গত হইলে শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমান শকাব্দ ১৮৫২, তাহার সহিত ঐ ২৫২৬ যোগ করিলে ৪৩৭৮ হয়। এদিকে বর্ত্তমান কল্যব্দ ৫০৩১, তাহা হইতে ঐ ৪৩৭৮ বাদ দিলে ৬৫৩ থাকে। অতএব জানা যাইতেছে যে, বরাহমিহিরের মতে ৬৫৩ কল্যব্দে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন।

বরাহমিহিরের এই মত অনুসরণ করিয়াই কহ্লণমিশ্র ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে লিখিয়া গিয়াছেন—

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥৫১॥"

(কুরুপাণ্ডবাস্তেষাং যুদ্ধানি) ৬৫৩ কল্যব্দে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই দুই মতেও কল্যব্দ ঠিকই আছে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরাব্দ তাহা হইতে ৬৫৩ বৎসর পরবর্ত্তী হইতেছে ইহাই বিরোধ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় যে নয়জন পণ্ডিত "নবরত্ন" নামে বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদের মতের গুরুত্ব অন্যান্য পণ্ডিতের মত অপেক্ষা অনেক অধিক। তা'র পর, এই বরাহমিহিরও সেই নবরত্নসভার বরাহমিহির নহেন। কেন না, আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, সেই নবরত্নসভা খৃষ্টজন্মের ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, আর এই বরাহমিহির খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহার শেষ ভাগে তিরোভূত হন †। সুতরাং জ্যোতির্বিদাভরণকার কালিদাসের মত অপেক্ষা এই বরাহমিহিরের মত বিশেষ দুর্ব্বল। দ্বিতীয় কথা এই যে, কুরুপাণ্ডবের সমস্ত বৃত্তান্ত বলাই যে গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য, সেই মহাভারতের সুস্পষ্ট বচনের সঙ্গে যে মতের মিল হইবে, সেই মত গ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। অতএব পূর্ব্বোক্ত "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে" ইত্যাদিমহাভারতবচনের সহিত কালিদাসের মত ও উক্ত শিলালিপিকারের মত মিলিত হয় বলিয়া তাহাই গ্রাহ্য।

* "ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ম্। নাড়ীনাং তদুভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে।" তিথিতত্ত্বধৃত।

† ব্রহ্মগুপ্তরচিত খণ্ডখাদ্যের টীকায় আমরাজ লিখিয়াছেন—"নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ"।

ইহাতে বরাহমিহির ও কহ্লণমিশ্রের মত পরিত্যাগ করিতে বলা হইল না; কিন্তু পণ্ডিতসম্প্রদায়সিদ্ধ এই রীতির অনুসরণ করিতে বলা হইল যে, স্মৃতির মধ্যে মনুস্মৃতি প্রধান † সুতরাং তাহার সঙ্গে অন্য স্মৃতির বিরোধ হইলে, সেই মনুস্মৃতির যথাশ্রুত অর্থ রাখিয়া, ‡ অন্য স্মৃতির বিভিন্নার্থ করিয়া, সেই অন্য স্মৃতিকে যেমন মনুস্মৃতির সহিত মিলিত করিবার রীতি আছে; এ ক্ষেত্রেও তেমন কালিদাস ও শিলালিপিকারের মতের সহিত বিরোধ হইয়াছে বলিয়া এই ভাবে বরাহমিহির ও কহ্লণমিশ্রের মতের মিল করিতে হইবে যে, কলি ও দ্বাপরের সুদীর্ঘ সন্ধিকালের মধ্যে দ্বাপরের অন্তঃপাতী শেষ ৬৫৩ বৎসর ধরিয়া বরাহমিহির ও কহ্লণমিশ্র ঐ কথাগুলি বলিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই বিরোধভঞ্জনের অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না।

৩। তা'র পর অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কতিপয় পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের কয়েকটী বচন দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। সে বচন কয়টী এই—

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥২৬॥
সপ্তর্ষীণান্তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥২৭॥
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ ॥২৮॥
... ...
যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥৩১॥
যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥৩২॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়)

রাজা পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব বলিতেছেন—'আপনার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দের অভিষেকপর্য্যন্ত এক হাজার এক শত পঞ্চদশ বৎসর। নক্ষত্ররূপী সপ্তর্ষিগণের মধ্যে যে দুই জন ঋষিকে আকাশে প্রথম উদিত হইতে দেখা যায়, তাঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহাকে রাত্রিতে সমান দেখা যায়, সেই নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইয়া সপ্তর্ষিগণ মনুষ্যপরিমাণের এক শত বৎসর অবস্থান করেন। সেই সপ্তর্ষিগণ এখন আপনার সময়ে মঘানক্ষত্রে আছেন। সপ্তর্ষিগণ যখন (এখন) মঘা নক্ষত্রে বিচরণ করিতেছেন, তখন (এখন) কলি দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছে। যখন ঐ সপ্তর্ষিরা মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে যাইবেন, তখন নন্দ হইতেই এই কলি বৃদ্ধি পাইবে (যথাশ্রুত অনুবাদ)।

---

† "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে। বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্॥" বৃহস্পতিসংহিতা।

‡ "স্মৃত্যন্তরবিরোধে মনুস্মৃতিরেব গ্রাহ্যা"। শ্রাদ্ধবিবেকের টীকায় শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার।

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥৩২॥"

(বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, চতুর্বিংশ অধ্যায়)

এই অধ্যায়ে আরও কতিপয় বচন, উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের বচনগুলিরই প্রায় অনুরূপ দেখা যায়। আবার এই অধ্যায়ে আরও দেখা যায়—

"মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ...মহাপদ্মস্তৎসুতাশ্চৈকং বর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।"

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়েও প্রায় অবিকল এইরূপ বচন দেখা যায়—

"মহানন্দিসুতো রাজন্! শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো বলী।
মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিন্নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৃৎ ॥
তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ।
য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ ॥
নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি।
তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ ॥
স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতে।"

পুরাণের এই বচনগুলিতে চন্দ্রগুপ্তের কথা পর্য্যন্ত পাওয়া গেল। তাহার পর ইতিহাসে দেখা যায় এই চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে * সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্‌বীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন; তাহার কয়েক বৎসর পরে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত জয় লাভ করেন এবং সেলুকাসের কন্যাকে বিবাহ করেন।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কতিপয় মনস্বী লোক যুধিষ্ঠিরের সময়-নিরূপণে নানাবিধ মতের আবিষ্কার করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যকে অত্যন্ত সন্দেহসঙ্কুল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। রমেশচন্দ্র ১২৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে, বঙ্কিমচন্দ্র ১৪৩০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে, প্রাট্ ১২০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে, বুকানন ১৩০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এবং উইলসন, কোলব্রুক ও এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ ১৪০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে, এতদ্ভিন্ন কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহারও বহুপরে যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক মতের অনুকূল যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে হইলে, প্রবন্ধ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে; সুতরাং সে বিষয়ে বিরত থাকা গেল।

উক্ত মতগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া ইহা জানা যায় যে, পরীক্ষিতের জন্ম অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ হইতে নন্দের অভিষেককালের মধ্যে এইরূপ ব্যবধান হয়; রমেশচন্দ্রের মতে ৯২৩ বৎসর, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ১১০৩, প্রাটের মতে ৮৭৩, বুকাননের মতে ৯৭৩ এবং উইলসন-প্রভৃতির মতে ১০৭৩ বৎসর মাত্র।

ইহার প্রতিবাদে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, ইহারা যে মহাভারতের নায়ক

* এমনই আশ্চর্য্য যে, এই আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ নিয়াও তিনটী মতভেদ আছে। কেহ ৩২৩, কেহ ৩২৫ এবং কেহ ৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ বলেন।

যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই মহাভারতেরই দুইটী বচন পর্য্যালোচনা করিলে, নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরকে এত অর্ব্বাচীন করিতে পারিতেন না। সে বচন দুইটী এই—

"ততস্ত্বং পুরুষশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মেণ প্রতিপেদিবান্।
ইদং বর্ষসহস্রাণি সর্ব্বভূতানুপালকঃ॥১৮॥"
"পরিশ্রান্তো বয়স্থশ্চ ষষ্টিবর্ষো জরান্বিতঃ।
ক্ষুদিতঃ স মহারণ্যে দদর্শ মুনিসত্তমম্॥২৬॥"

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৪৪ অধ্যায়। পুস্তকবিশেষে আদিপর্ব্ব ৪৯ অধ্যায়।) প্রাচীন টীকায় প্রথম বচনটীর কোন অর্থ দেখা যায় না।

(জনমেজয়ের নিকট বৃদ্ধমন্ত্রিগণ বলিতেছেন)—"তৎপরে আপনি কুলক্রমাগত এই রাজ্যতন্ত্র ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন এবং অতিশৈশবাবস্থাতেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সহস্র বৎসর প্রজাবর্গ শাসন করিতেছেন॥১৮॥" ৺কালীপ্রসন্নসিংহকৃত অনুবাদ।

(জনমেজয়ের নিকট বৃদ্ধমন্ত্রিগণই বলিতেছেন)—"তৎকালে তিনি (পরীক্ষিৎ) ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক ও অতিজীর্ণকলেবর হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অতি অল্পকালের মধ্যে একান্ত ক্লান্ত ও ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত আক্রান্ত হইলেন। পরে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন॥২৬॥" ৺কালীপ্রসন্নসিংহকৃত অনুবাদ।

মহাভারতের এই স্থান হইতে জানা যায় যে, ইহার পরে সেই মুনি পরীক্ষিতের কথার উত্তর না দেওয়ায় পরীক্ষিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া মুনির গলায় মড়া সাপ ঝুলাইয়া দেন, এই বৃত্তান্ত জানিয়া ঐ মুনির পুত্র পরীক্ষিৎকে অভিসম্পাত করেন. তাহাতেই সপ্তমদিনে তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়। তৎপরে জনমেজয় রাজা হন।

এখন মহাভারতেরই সুস্পষ্ট বচন অনুসারে জানা যাইতেছে যে, পরীক্ষিতের জন্ম হইতে ৬০ বৎসর এবং তাঁহার পুত্র জনমেজয়ের রাজত্বকাল ১০০০ বৎসর এই ১০৬০ বৎসরের মধ্যে জনমেজয়ের রাজত্বকালেই রমেশচন্দ্র, প্রাট্ ও বুকাননের মতে নন্দের অভিষেক হইয়াছিল; আর, জনমেজয়ের পুত্র শতানীকের রাজত্বকালেই বঙ্কিমচন্দ্র ও উইলসনপ্রভৃতির মতে নন্দের অভিষেক হইয়াছিল, ইহা বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয়; অথচ ইঁহাদের রাজ্যকাল হইতে অতিদূর ভবিষ্যতে নন্দের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল, ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। অতএব এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত কোন ঐতিহাসিকই স্বীকার করিতে পারেন না।

তবে, জনমেজয়ের এক হাজার বৎসর রাজত্ব করা অসম্ভব মনে করিয়া, উক্ত বচন দুইটীকে প্রক্ষিপ্ত বা অতিরঞ্জক বলিয়া, বা পাঠান্তর কল্পনা করিয়া, কিংবা ব্যাখ্যান্তর ঘটাইয়া, উঁহারা আপন আপন মত রাখিবার চেষ্টা করিতে পারেন। তাহা হইলেও আমরা বলিব যে, উঁহাদের মধ্যে অনেকেই আপন সিদ্ধান্তের অনুকূলে শ্রীমদ্ভাগবতের যে বচনটীকে প্রধান অবলম্বন বলিয়া ধরিয়াছেন, সে বচনটীর শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা দেখিলে, তাঁহারা সম্ভবতঃ উক্তরূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না। সে বচনটী ও তাহার শ্রীধরস্বামিকৃত ব্যাখ্যা এই—

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥" শ্রীমদ্ভাগবত ১২-২-২৬

"কলিযুগাবান্তরবিশেষং বক্তু্মাহ আরভ্যেত্যাদিনা। বর্ষসহস্রং পঞ্চদশোত্তরং শতঞ্চেতি কয়াপি বিবক্ষয়া অবান্তরসংখ্যেয়ম্"। শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা।

ইহার তাৎপর্য্য এই—"এই যে এক হাজার এক শত পনর সংখ্যা বলিয়াছেন, ইহা শুকদেব কোন উদ্দেশ্যবশতঃ কোন বৃহত্তর সংখ্যার অন্তর্গত সংখ্যাই বলিয়াছেন।"

ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে, ঋষিকল্প শ্রীধরস্বামীর মতেও পরীক্ষিতের জন্মকাল হইতে নন্দের অভিষেককালের মধ্যে এক হাজার এক শত পনর বৎসর অপেক্ষা অনেক অধিক বৎসর গিয়াছিল।

এখন যদি অপর পক্ষ শ্রীধরস্বামীর এই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাটীকেও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অগ্রাহ্য করেন, তবে আমাদের বাধ্য হইয়াই সেই দায়ভাগলিখিত জীমূতবাহনের উপহাসোক্তিটীর উল্লেখ করিতে হইবে যে, "পরমপ্রেক্ষাবন্মনুগৌতম-দক্ষাদিপ্রযুক্তপদানাং প্রতিক্ষণমবিবক্ষামাচক্ষাণঃ স্বস্যৈব সাক্ষাদবিবক্ষিতত্বং খ্যাপয়তি।"

তার' পর, বঙ্কিমবাবু, হিন্দুসভ্যতার অর্ব্বাচীনতাবাদী যে সাহেবদের উপর নানাবিধ ব্যঙ্গোক্তি করিতে ছাড়েন নাই, সেই সাহেবদের মধ্যেই হিপার্কস্ ও মাস্কোলাইনের দেখার উপর নির্ভর করিয়া, জ্যোতিষগণনা দেখাইয়া, তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে এক প্রৌঢ়িবাদ বলিয়াছেন যে, "ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।" আমরা কিন্তু ঐ সাহেব দুইটীর দেখাকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করি না, সুতরাং বঙ্কিমবাবুর এই সিদ্ধান্তকেও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করি না।

এখন দেখা যাউক, প্রকৃত সিদ্ধান্ত ঠিক রাখিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের ঐ বচনগুলির সামঞ্জস্য করা যায় কি না। আমরা পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া আসিয়াছি যে, আজ (১৯৩০ খৃষ্টাব্দ) হইতে ৫০৩১ বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল, আর ইহাও যুক্তির সাহায্যে বলিয়াছি যে, কুরুপাণ্ডবসম্বন্ধে মহাভারতের প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং অন্যান্য প্রমাণ দুর্ব্বল; তৎপরে আবার দেখাইয়াছি যে, পরস্পর বিরোধস্থানে প্রবল প্রমাণের যথাশ্রুত অর্থ রাখিয়া দুর্ব্বল প্রমাণের অর্থান্তর করিতে হইবে। পাঠকমহোদয়গণ! এইগুলি মনে রাখিয়া পর্য্যালোচনা করিবেন।

"অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ॥"

এই মহাভারতোক্ত প্রবল প্রমাণের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণোক্ত

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।"
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥"

এই বচনের বিরোধ হয় বলিয়া, "পঞ্চদশোত্তরম্" এই পঞ্চদশ শব্দের অর্থ পঞ্চদশ শত। ইহাতে লক্ষণা হইল বটে, তবে তাহা অজহৎস্বার্থা বলিয়া তত দোষাবহ নহে; বিশেষতঃ ঋষিকল্প শ্রীধরস্বামীই এই লক্ষণা করিবার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। তাহা আমরা অনতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সুতরাং এই শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের বচনেই পাওয়া গেল ১০০০+১০০+১৫০০=২৬০০ বৎসর। তা'র পর,

"তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ।
য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ॥"

এই শ্রীমদ্ভাগবতের বচন অনুসারে ইহা জানা যাইতেছে যে, মহাপদ্মনন্দের পুত্রেরাই একশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণোক্ত গদ্যেরও এইরূপই অর্থ করিতে হইবে। তাহাতে মহাপদ্মনন্দের নির্দ্দিষ্ট রাজত্বকাল পাওয়া না গেলেও বাধ্য হইয়াই বলিতে হইবে যে, মহাপদ্মনন্দ ৭৪ বৎসর রাজ্য করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছিলেন; * না হইলে, উক্ত মহাভারতবচনের সহিত সামঞ্জস্য হয় না। এক্ষণে খৃষ্টজন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই ৩২৭ বৎসর ধরিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা যে খৃষ্টজন্মের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যাইবে। যথা—

"আরভ্য ভবতো জন্ম"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত—	২৬০০ বৎসর।
মহাপদ্মনন্দের রাজত্বকাল	৭৪ "
মহাপদ্মনন্দের পুত্রগণের রাজত্বকাল	১০০ "
খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ব হইতে আলেকজাণ্ডারের ভারতাক্রমণকাল	৩২৭ "
	৩১০১

এখন শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের অবশিষ্ট বচন কয়টীর সামঞ্জস্য দেখাইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সে বচন কয়টী এই—

"সপ্তর্ষীণান্তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি॥২৭॥
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ॥২৮॥
যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥৩১॥
যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদানন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥৩২॥"†

---

* মহাপদ্মনন্দের ১৭৪ বৎসর বয়স এবং তাঁহার পুত্রগণের ঐ হিসাবে যথাসম্ভব বয়স ছিল; এমন অবস্থায় চাণক্য তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করেন; ইহা স্বীকার করিলে, চাণক্যকর্ত্তৃক নয় জন নন্দের হত্যাও সম্ভবপর হয়। ঐরূপ দীর্ঘ জীবনলাভ অসম্ভব নহে। কেন না, মৃচ্ছকটিকে দেখা যায়—"লব্ধ্বা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ"; আমরাও ১২০ বৎসর এবং ১৩২ বৎসর বয়সের লোক দেখিয়াছি। সংবাদপত্রে দেখা যায় বর্ত্তমানে কনষ্টাণ্টিনোপলের জারো আঘা নামক এক ব্যক্তির বয়স ১৫৬ বৎসর এবং বুলগেরিয়ায় ম্যাভ্কা মিড্ভা নামক একটী স্ত্রীলোকের বয়স ১৫২ বৎসর। এই দুই জনই বর্ত্তমান সময়ে কার্য্যক্ষম আছেন। তা'র পর, রাজতরঙ্গিণী প্রথমতরঙ্গ ৩০৯ শ্লোক (স বর্ষসপ্ততিং ভুক্ত্বা ভুবং ভূলোকভৈরবঃ।"...) ইহাতে জানা যায় কাশ্মীররাজ মিহিরকুল ৭০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়াও ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং নন্দের ৭৪ বৎসর রাজত্ব করা অসম্ভব বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে।

† ৩১-৩২ শ্লোকয়োরর্থঃ—যদা সপ্ত দেবর্ষয়ো মঘাসু বিচরন্তি, তদা যুধিষ্ঠিররাজত্বসময়ে পরীক্ষিতশ্চ শৈশবযৌবনসময়ে কলিঃ প্রবৃত্তঃ। তু কিন্তু যদা তে মহর্ষয়ো মঘাভ্যঃ পূর্ব্বাষাঢ়াং যাস্যন্তি, তদা প্রভৃতি দ্বাদশাব্দশতে

ইহার শেষ বচনটীর "তদানন্দাৎ" এইখানে নন্দশব্দ ধরিলে এবং তাহার অর্থ মহাপদ্মনন্দ করিলেই অত্যন্ত অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়। সুতরাং পূর্ব্ব বচন দুইটীর অর্থ, সকলের মতেই সমান থাকিবে, পরের বচন দুইটীর অর্থ এইরূপ করিতে হইবে—যখন সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে আসিয়াছিলেন, তখন (যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে এবং পরীক্ষিতের শৈশব ও যৌবনকালে) কলি উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন সেই সপ্তর্ষিরা মঘানক্ষত্র হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র ভোগ করিয়া যাইবেন, তখন হইতে, (কলির প্রবৃত্তি অবধি) বার শত বৎসর আরম্ভ হইবার উপক্রমে, এই কলি নিজের অনুকূল রাজা ও প্রজা লাভ করায় আনন্দে বৃদ্ধি লাভ করিবে।

সপ্তর্ষিরা এক একটী নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর অবস্থান করেন, মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া এগার নক্ষত্র; সুতরাং সপ্তর্ষিদের এগারটী নক্ষত্র ভোগ করিতে এগার শত বৎসর লাগে। অতএব এখন আর কোথাও কোন অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। সুতরাং এই প্রবন্ধটী সংস্কৃত-ভাষায় লিখিলে, অবশ্যই এখন লিখিতাম যে, **"ইতি সর্ব্বমবদাতম্।"**

———:০:———

মহাভারতরচনার সময়।

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন *। এই বেদবিভাগ অত্যন্ত জ্ঞান ও গবেষণা-সাধ্য বলিয়া সম্ভবতঃ তৎকালবর্ত্তী জ্ঞানীরা তাঁহাকে 'বেদব্যাস' উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন; তাহার পর তিনি মহাভারত রচনা করেন। ইহার প্রমাণ আমরা মহাভারতেই দেখিতে পাই। আদিপর্ব্ব-প্রথম অধ্যায়-৫৪ শ্লোক—

"তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনম্।
ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ॥"

আর, প্রথম হইতে শেষপর্য্যন্ত প্রত্যেক অধ্যায়সমাপ্তিতেই 'বৈয়াসিক্যাম্' এই শব্দটী লেখা আছে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রথম হইতে আস্তীকোপাখ্যান ও কথানুবন্ধপর্য্যন্ত পঞ্চান্নটী অধ্যায় মহাভারতের প্রস্তাবনা; তাহার বক্তা সূত; সুতরাং সে অংশ বেদব্যাস রচনা করেন নাই; তথাপি সে অংশের অধ্যায়সমাপ্তিতেও 'বৈয়াসিক্যাম্' এইরূপ লেখা আছে কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য যে, প্রসিদ্ধ মৃচ্ছকটিকপ্রকরণ শূদ্রককৃত; তাহার প্রস্তাবনায় লিখিত আছে—"লব্ধ্বা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ"। একথা তৎকালমৃত শূদ্রককবি লিখিতে পারেন নাই, নিশ্চয়ই অন্য কোন কবি লিখিয়াছেন; তথাপি সেই প্রস্তাবনা যেমন শূদ্রককৃত মৃচ্ছকটিকের সহিত সম্বদ্ধ থাকায় শূদ্রককৃত বলিয়াই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে; সেইরূপ মহাভারতের ঐ প্রস্তাবনা তৎকালবর্ত্তী অন্য কোন ঋষির রচিত হইলেও বৈয়াসকী মহাভারতসংহিতার সহিত সম্বদ্ধ থাকায় 'বৈয়াসকী' বলিয়া লিখিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অথবা কালিদাসপ্রভৃতি কবিগণ যেমন শাকুন্তলপ্রভৃতি নাটকের প্রস্তাবনা হইতে সমস্ত অংশ রচনা করিয়া তাহার প্রস্তাবনা অংশ সূত্রধার দ্বারা এবং প্রকৃত অংশ দুষ্মন্তপ্রভৃতি দ্বারা বলাইয়াছেন; বেদব্যাসও তেমন মহাভারতের প্রথম হইতে সমস্ত অংশ রচনা করিয়া

দ্বাদশাব্দশতোপক্রমে আত্মা স্বরূপং যস্য স তাদৃশঃ, এব কলিঃ, আনন্দাৎ স্বানুকূলরাজপ্রজালাভামোদাৎ বৃদ্ধিং গমিষ্যতি।

* "বিদ্যাসৈকং চতুর্দ্ধা যো বেদং বেদবিদাং বরঃ।" আদিপর্ব্ব—৫৫ অধ্যায়—৫ শ্লোক।

তাহার প্রস্তাবনা অংশ সূত দ্বারা এবং প্রকৃত অংশ বৈশম্পায়ন দ্বারা বলাইয়াছেন। সুতরাং প্রস্তাবনাভাগেও 'বৈয়াসিক্যাম্' এইরূপ লেখা সঙ্গতই হইয়াছে।

"ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ" এই মহাভারতের বচন অনুসারেই জানা যায় যে, মহাভারত একখানি ইতিহাসগ্রন্থ। সুতরাং তাহা উপন্যাসের ন্যায় কবিকল্পনাপ্রসূত হইতে পারে না। অতএব যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির জীবনচরিত শেষ হইলে পরই বেদব্যাস যে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তাহা অনায়াসেই বুঝা যায় এবং মহাভারতের একটী বচনের আভাসেও তাহা জানা যায়। আদিপর্ব্ব—প্রথম অধ্যায় ৫৮ শ্লোক—

"তেষু জাতেষু বৃদ্ধেষু গতেষু পরমাং গতিম্।
অব্রবীদ্ভারতং লোকে মানুষেঽস্মিন্ মহানৃষিঃ॥"

অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর জন্মিয়া বৃদ্ধ হইয়া স্বর্গলাভ করিলে পর, মহর্ষি বেদব্যাস এই মনুষ্যলোকে মহাভারত বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই পাণ্ডুর মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার অনেক পরে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ হয়, সেই রাজত্বের শেষ সময়ে ধৃতরাষ্ট্র আশ্রমে বাস করিয়া স্বর্গারোহণ করেন, তৎপরে যদুবংশধ্বংস হয় এবং কৃষ্ণ মহাপ্রয়াণ করেন এই সময়ে যুধিষ্ঠিরের ৩৬ বৎসর রাজত্ব করা হইয়াছিল; ইহা আমরা পূর্ব্বেই (যুধিষ্ঠিরের সময়-প্রবন্ধে ৩৭ পৃষ্ঠে) বলিয়া আসিয়াছি। তখন ৩৬ বৎসরবয়স্ক পরীক্ষিৎকে রাজা করিয়া যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ করেন; তাহার পর পরীক্ষিৎ ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৬০ বৎসর বয়সে তক্ষকদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হন †। এই সমস্ত বৃত্তান্ত মহাভারতেই লিখিত আছে; আবার সেই পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের সর্পসত্র সমাপ্ত হইলে, বৈশম্পায়ন ব্যাসরচিত মহাভারত বলিতেছেন, ইহাও মহাভারতেই দেখা যায় ‡। সুতরাং বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে যে, **পরীক্ষিতের মৃত্যুর পরে জনমেজয়ের সর্পসত্রের পূর্ব্বে প্রকৃত মহাভারত রচিত হইয়াছিল** এবং জনমেজয়ের নিকট প্রকৃত মহাভারত বলার পরে অন্য কোন ঋষি, অথবা স্বয়ং বেদব্যাসই সমগ্র উপাখ্যানটীকে সুসংলগ্ন করিবার জন্য প্রস্তাবনাভাগ রচনা করিয়া প্রকৃত মহাভারতের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

এখন মহাভারতরচনার সময় জানা সহজ হইয়া আসিয়াছে। কেন না, আমরা পূর্ব্বেই (৩৬ পৃষ্ঠে) নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়া আসিয়াছি যে, ৩৭ কল্যব্দে অর্থাৎ ৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন; আর এখন মহাভারতের প্রমাণ দ্বারাই দেখাইলাম যে, তৎকালে পরীক্ষিৎ রাজা হইয়া ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন এবং তাহার পর মহাভারত রচিত হয়। অতএব এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ৩৭ কল্যব্দের (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের) ২৪ বৎসর পরে অর্থাৎ **৬১ কল্যব্দে (৩০৪১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) বেদব্যাস মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন এবং তিন বৎসরে সে রচনা সমাপ্ত করেন।** বেদব্যাস

† "পরিশ্রান্তো বয়স্থশ্চ ষষ্টিবর্ষো জরান্বিতঃ। ক্ষুধিতঃ স মহারণ্যে দদর্শ মুনিসত্তমম্॥" আদিপর্ব্ব ৪৪ অধ্যায় ২৬ শ্লোক।

‡ "জনমেজয় উবাচ। "কথিতং বৈ সমাসেন ত্বয়া সর্ব্বং দ্বিজোত্তম।। মহাভারতমাখ্যানং কুরূণাং চরিতং মহৎ। ... ... বৈশম্পায়ন উবাচ। ... ... "ত্রিভির্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ। মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমদ্ভুতম্॥" আদিপর্ব্ব ৫৭ অধ্যায় ১ ও ৫০ শ্লোক।

তিন বৎসরে যে মহাভারত রচনা করেন, তাহার প্রমাণও মহাভারতেই পাওয়া যায়। যথা—আদিপর্ব্ব-৫৭ অধ্যায়-৪০ শ্লোক—

"ত্রিভির্বর্ষৈর্মহাভাগঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
নিত্যোত্থিতঃ শুচিঃ শক্তো মহাভারতমাদিতঃ॥"

মহাভারতের প্রস্তাবনাভাগে বৌদ্ধসন্ন্যাসী ও বৌদ্ধমঠের উল্লেখ * দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, মহাভারতের ঘটনা অতিপ্রাচীন হইলেও মহাভারতগ্রন্থ বা অন্ততঃ তাহার প্রস্তাবনা-ভাগ বুদ্ধ শাক্যসিংহের ধর্ম্মপ্রচারের পরে রচিত হইয়াছিল। আমরা কিন্তু ঐরূপ ধারণাকে অত্যন্ত অসমীচীন বলিয়া মনে করি। কারণ, মহাভারতের ঐ প্রস্তাবনাভাগেই দেখা যায় যে, বৌদ্ধসন্ন্যাসি-রূপী তক্ষক কুণ্ডল হরণ করিলে, উতঙ্ক পাতালে যাইয়া, সেই কুণ্ডল আনিয়া, তাহাই গুরুদক্ষিণা দেন এবং তক্ষকের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য হস্তিনায় যাইয়া জনমেজয় রাজাকে উত্তেজিত করেন †। ইহাতে ঐ বৌদ্ধসন্ন্যাসী ও জনমেজয় রাজা সমসাময়িক ছিলেন, ইহাই বুঝা যায়; তা'র পর, বৌদ্ধসন্ন্যাসী জনমেজয়ের সময়ে থাকিলে বৌদ্ধমঠও তখন ছিল, ইহাও বুঝিতে হইবে। কেন না, বিহার বা বৌদ্ধমঠ বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগেরই আশ্রয়স্থান। ওদিকে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের পরে পরীক্ষিৎ রাজা হইয়া ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র জনমেজয় রাজা হন, ইহা মহাভারতেই দেখা যায়। অতএব জনমেজয় যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে জন্মিয়াছিলেন এবং খৃষ্ট-পূর্ব ৩১০০ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর শাক্যসিংহ খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৩৩ অব্দে জন্মিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। অতএব শাক্যসিংহ জনমেজয় হইতে প্রায় আড়াই হাজার বৎসরের পরবর্ত্তী ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী কখনই জনমেজয়ের সময়ে থাকিতে পারেন না। তা'র পর, মহাভারতরচয়িতা বেদব্যাসেরই রচিত বেদান্তদর্শন বা শারীরকসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে বৌদ্ধমত খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায় ‡। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, শাক্যসিংহের বহুপূর্ব্ব কাল হইতেই বৌদ্ধমত, বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধসন্ন্যাসী ও বৌদ্ধমঠ চলিয়া আসিতেছিল। তাহা আমরা সংস্কৃতভাষায় লিখিত ললিতবিস্তরসূত্র, বুদ্ধচরিতকাব্য, লঙ্কাবতারসূত্র ও অবদানকল্পলতাপ্রভৃতি গ্রন্থে এবং পালিভাষায় লিখিত জাতকপ্রভৃতিগ্রন্থেও দেখিতে পাই। ঐ গ্রন্থগুলি পর্য্যালোচনা করিলে ইহাও জানিতে পারি যে, ক্রকুচ্ছন্দনামক বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১০১ অব্দে, কনকমুনিনামক বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ২০৯০ অব্দে, কাশ্যপনামক বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ১০১৪ অব্দে এবং শাক্যসিংহ খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৩৩ অব্দে জন্মিয়াছিলেন; আবার ইহাদের পূর্ব্বেও ১২০ জন বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং মহাভারতে বা বেদান্তদর্শনে বৌদ্ধসন্ন্যাসী বা বৌদ্ধমত খণ্ডন থাকায় তাহা শাক্যসিংহের পরে রচিত বলিয়া অনুমান করা যায় না।

---

* "সোঽপশ্যদথ পথি নগ্নং ক্ষপণকমাগচ্ছন্তম্……। আদিপর্ব্ব ৩ অধ্যায় ১৩৪ পৃষ্ঠ। "ইমাং মহীং শৈলবনোপপন্নাং সসাগরগ্রামবিহারপত্তনাম্ ……।" আদিপর্ব্ব ৩১ অধ্যায় ১৯ শ্লোক।

† "স উপাধ্যায়েনানুজ্ঞাতো ভগবানুতঙ্কঃ ক্রুদ্ধস্তক্ষকং প্রতিচিকীর্ষমাণো হাস্তিনপুরং প্রতস্থে ॥১৮৬॥……অস্মিন্ করণীয়ে তু কার্য্যে পার্থিবসত্তম ॥ বাল্যাদিবাত্যদেব ত্বং কুরুষে নৃপসত্তম ।" ॥১৯০॥ আদিপর্ব্ব ৩ অধ্যায়।

‡ "সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ" ইত্যাদি সূত্র, ভাষ্য ও টীকাপ্রভৃতি দ্রষ্টব্য।